শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য-মহামহোপাধ্যায়
শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃত
'সারার্থবর্ষিণী' টীকা সমেতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্টেন
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী গোস্বামিনা
সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্‌কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-কৃতা

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য-মহামহোপাধ্যায় **শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী**-ঠক্কুর-কৃত **'সারার্থবর্ষিণী'** টীকা-সমেতা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য-নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট **ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী-**

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-

পাদপদ্মানুকম্পিত

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়-আসন-মিশন-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতিনা-

নিত্যলীলা-প্রবিষ্টেন-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামিনা

সম্পাদিতা।

মূল শ্লোক, সংস্কৃত অন্বয় ও বাংলা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ,
শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা, উক্ত টীকার বঙ্গানুবাদ,
তদানুগত্যে সারার্থানুবর্ষিণী নাম্নী বঙ্গভাষায় টীকা,
শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ লিখিত টীকার বিবরণ, শ্রীল
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত অবতরণিকা,
প্রবেশিকা,বিজ্ঞপ্তি, সূচী প্রভৃতির
সহিত প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

মাঘী শ্রীপঞ্চমী, গৌরাব্দ - ৪৬৭

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব তিথি

গৌরাব্দ ৫১৪, বাংলা ১৪০৭, ইংরাজী ২০০১ সাল

চতুর্থ সংস্করণ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা

গৌরাব্দ-৫২৩, বাংলা-১৪১৬, ইংরাজী-২০০৯

প্রকাশক

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের বর্ত্তমান সভাপতি

ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর মহারাজ

মুদ্রাকর

দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৯৩এ, লেনিন সরণি, কোলকাতা - ১৩

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন

২৯বি, হাজরা রোড, কোলকাতা - ২৯

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন

সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন

রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া

আনকলা-৩০০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

(পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত শ্রীগীতার তৃতীয় সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত)

টীকার বিবরণ

শ্রীমন্মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা-গ্রন্থ 'উপনিষৎ' নামান্তরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থের অসংখ্য ভাষ্য ও টীকা এবং বহুবিধ ভাষায় অনুবাদসমূহ বর্ত্তমান। প্রাচীন টীকা 'শ্রীহনুমদ্ভাষ্য' ব্যতীত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-প্রমুখ প্রাচীন আচার্য্যকুলের বহু টীকা অদ্যাপি পাওয়া যায় না। ভাষ্যের মধ্যে প্রচলিত শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীবলদেবের ভাষ্য চতুষ্টয়ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী আলোয়ার শ্রীযামুন-মুনির 'গীতা-তাৎপর্য্যে'র কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীধর স্বামীর 'সুবোধিনী-টীকা' এবং শ্রীবল্লভ ও তৎপুত্র শ্রীবিঠ্‌ঠলের 'গীতার্থ-বিবরণ' ও 'গীতাতাৎপর্য্য' এবং তাঁহার সপ্তম অধস্তন শ্রীপুরুষোত্তম-কৃত 'অমৃততরঙ্গিণী' প্রভৃতি টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের শ্রীনিবাসাচার্য্য হইতে ঊনত্রিংশৎ অধস্তন কেশবকাশ্মীরের 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নাম্নী টীকা দৃষ্ট হয়। কেবলাদ্বৈতবাদী আনন্দ গিরির 'গীতাভাষ্যবিবেচন', শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীর 'গূঢ়ার্থ-দীপিকা' প্রভৃতি টীকাও বিশেষ প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত অর্জ্জুনমিশ্র, চতুর্ভুজমিশ্র, জনার্দ্দনভট্ট, দেববোধ, দেবস্বামী, নন্দকিশোর, নারায়ণ-সর্ব্বজ্ঞ, নীলকণ্ঠ, চাতুর্ধর, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, যজ্ঞনারায়ণ, রত্নগর্ভ, লক্ষ্মণভট্ট, বিমলবোধ, বৈশম্পায়ন, শ্রীনিবাসাচার্য্য, মধ্যমন্দির, বরদরাজ, ব্যাসতীর্থ, সত্যাভিনবযতি, অঙ্গেশ্বর পাল, কৃষ্ণাচার্য্য, কল্যাণ ভট্ট, কেশব ভট্ট, জগদ্ধর, জয়তীর্থ, জয়রাম, রাঘবেন্দ্র, রামানন্দতীর্থ ও বিদ্যাধিরাজ প্রভৃতি টীকাকারগণেরও নাম শুনিতে পাওয়া

যায়।

প্রাগুক্ত গীতোপনিষৎ-সন্দর্ভের বহুল প্রচার-সত্ত্বেও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের অনুকূলে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর-মহোদয় গৌড়ীয়-রসিকভক্তের জন্য 'সারার্থ-বর্ষিণী' নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছেন। টীকাকারের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ব্রজবাসিগোস্বামিগণের অপ্রকটের পর শুদ্ধভক্তি-স্রোত শ্রীনিবাস-আচার্য্য, ঠাকুর-নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য-পারম্পর্য্যে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর—চতুর্থ অধস্তন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের কথা ন্যূনাধিক জানেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করেন, গীতা-শাস্ত্রের আলোচনা করেন ও গোস্বামিমতের আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের অলৌকিক কৃতিত্বের কথা শুনিয়া থাকিবেন। আমাদের এই ঠাকুরটী—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য্য। এখনও সাধারণ-বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের তিনখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে, তাহা এই—"কিরণ-বিন্দু-কণা, এ তিন নিয়ে বৈষ্ণবপণা।" তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটীও সর্ব্বত্র গীত হইতে শুনা যায়,—

"বিশ্বস্যনাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ।।"

শ্রীল বিশ্বনাথ নদীয়া-জেলায় রাঢ়ীয়শ্রেণীর বিপ্রকূলে উদ্ভুত হন। ইনি 'হরিবল্লভদাস'নামেও খ্যাত ছিলেন। 'রামভদ্র' ও 'রঘুনাথ'নামে তাঁহার দুটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। বাল্যকালে দেবগ্রামে থাকিয়া ব্যাকরণ-পাঠ সমাপন পূর্ব্বক মুর্শিদাবাদ-জেলার সৈয়দাবাদ-গ্রামে তিনি গুরুগৃহে ভক্তিশাস্ত্রাধ্যায়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্থানীয় 'শ্যামরায়' ও 'মোহন' রায়ের ঠাকুর-বাটী শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের নামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া কথিত। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তিঠাকুর—তাঁহার শ্রীগুরুদেব। এই শ্রীরাধারমণ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য ছিলেন।

শ্রীগুরুকৃপাবলে বিশ্বনাথ ব্রজধামে বিভিন্ন-স্থানে থাকিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বর্ত্তমান সময়ে দুষ্প্রাপ্য তাঁহার দুই-চারিখানি গ্রন্থ ব্যতীত সমুদয় গ্রন্থই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরের সম্পত্তি হইয়াছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রকটকালে নানাস্থানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন-গ্রন্থের শেষভাগে এই সকল কথা স্পষ্টভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের উদয়কালনির্ণয় বিষয়ে আমরা তৎকৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত'-গ্রন্থের শেষভাগে দেখিতে পাই যে, তিনি ১৬০১ শকাব্দের ফাল্গুনপূর্ণিমা দিবসে ঐ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন; আবার তৎকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা 'সারার্থদর্শিনী'র মধ্যে দেখা যায় যে, ঐ টীকালেখার কাল—১৬২৬ শকাব্দার মাঘ মাস। সুতরাং ১৫৬০ শকাব্দায় তাঁহার অভ্যুদয়কাল ধরিলে এবং ১৬৩০ শকাব্দায় অপ্রকটকাল অনুমান করিলে সপ্ততিবর্ষকাল তিনি এই প্রপঞ্চে বিচরণ করিয়াছিলেন, স্থূলতঃ জানা যায়।

শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুর-মহাশয়ের শিষ্য মুর্শিদাবাদ-জেলান্তর্গত বালুচর-গাম্ভিলানিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভগবদিচ্ছাক্রমে কোন পুত্র সন্তান লাভ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যাই 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য'-নামক বারেন্দ্র শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। সেই ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে শ্রীগঙ্গানারায়ণ দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণচরণই শ্রীচক্রবর্ত্তিঠাকুরের পরমগুরু। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকার প্রারম্ভে আমরা এই শ্লোকটি দেখিতে পাই—

"শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরুনুরুপ্রেম্নঃ।
শ্রীলনরোত্তমনাথ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি।।"

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীরাম; শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্গুরু—শ্রীগঙ্গাচরণ; নাথ-শব্দে শ্রীনরোত্তমগুরু শ্রীলোকনাথ-গোস্বামিপ্রভু;—ইহাই তাঁহার স্বগুরু-পারম্পর্য্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের ন্যায় সুবিস্তৃত

সংস্কৃত-গ্রন্থরাজির লেখক অল্পই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি এই বিপুল সংস্কৃত-সাহিত্য লিখিবার পরও গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের দুইটী হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন; সেই দুইটীই প্রচারকার্য্যমূলে কীর্ত্তনের কার্য্য। শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্যকন্যা শ্রীহেমলতা-ঠাকুরাণী 'রূপ-কবিরাজ' নামক একটী উদাসীন শিষ্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ হইতে বর্জ্জন করেন। তদবধি সেই রূপ-কবিরাজ গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের 'অতিবাড়ী'-নামক উপশাখার মধ্যে গণিত হন। তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের প্রতিকূলে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ত্যাগী ব্যক্তিই একমাত্র আচার্য্যের কার্য্য করিতে সমর্থ; গৃহস্থগণের মধ্যে ভক্ত্যাচার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধিমার্গের সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া বিশৃঙ্খলতা-পূর্ণ রাগমার্গ-প্রচারই তাঁহার চেষ্টা ছিল। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অসহযোগে স্মরণাদি সম্ভবপর,—এই গোস্বামিপ্রতিকূল-পন্থা কবিরাজ-মহাশয় প্রচার করেন। জীবের সৌভাগ্যের বিষয়, শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়-স্কন্ধের সারার্থদর্শিনী-টীকাতেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

আচার্য্যবংশে, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রের শিষ্য বংশে এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ত্যক্ত-পুত্রগণের বংশে গৃহস্থ হইয়া 'গোস্বামি-উপাধি' প্রদান ও গ্রহণ করা শিষ্যদিগের যে উচিত নহে, এই কথা রূপ-কবিরাজ প্রচার করিলে শ্রীলচক্রবর্ত্তিঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া আচার্য্যবংশের যোগ্য অধস্তন গৃহস্থ-সন্তানের পক্ষেও আচার্য্যের কার্য্য করা অসঙ্গত নহে বলিয়া প্রমাণ করেন। পরন্তু বংশ-পারম্পর্য্যক্রমে ধন-শিষ্যাদির লোভে অযোগ্য আচার্য্যকুলোৎপন্ন সন্তানগণের নিজ-নিজ-নামের পশ্চাদ্ভাগে গোস্বামি-শব্দের সংযোজন—সাত্বতশাস্ত্রবিরুদ্ধ ও নিতান্ত অবৈধ কার্য্য বলেন। তজ্জন্য তিনি নিজে আচার্য্যের কার্য্য করিলেও নিজ-নামের সহিত স্বয়ং 'গোস্বামিশব্দ সংযোগ করেন নাই। উহা বর্ত্তমান কালের মূর্খ বিচারহীন আচার্য্যসন্তানগণের তত্ত্বানভিজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিলেন।

জয়পুরের গল্‌তা-গ্রামে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম

আরম্ভ করেন। সেই কালে জয়পুররাজ শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যদিগকে শ্রীরূপ-গোস্বামীর অনুগত জানিয়া শ্রীরামানুজীয়গণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন। ১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের অতিবৃদ্ধ-বয়সে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তাঁহারই পরামর্শক্রমে তাঁহার ছাত্রপ্রতিম গৌড়ীয়বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য পণ্ডিতকুলমুকুট মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ছাত্র শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচার সভায় গমন করেন। জাতি-গোস্বামিগণ আপনাদিগের শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ানুগত্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক-পরিচয় বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণববেদান্তে অনাদর করায় যে বিপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহার নিরাকরণ-জন্যই শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণ-মহোদয় গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়মতে একখানি স্বতন্ত্র 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য' রচনা করিতে বাধ্য হন; এবং এই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পারম্পর্য্যানভিজ্ঞতা-নিরাকরণকার্য্যে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের অনুমোদন লাভ করেন। এই কার্য্য—শ্রীচক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের দ্বিতীয় নিদর্শন; বিশেষতঃ অশৌক্র-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বৈষ্ণবাচার্য্য কর্ত্তৃক সংস্কার-বিষয়ে অনুমোদনের ইহাই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

শ্রীচক্রবর্ত্তিঠাকুর নানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের তালিকা আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই এখানে লিখিলাম—

১। ব্রজরীতিচিন্তামণি, ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা ৩। প্রেমসম্পুটম্ (খণ্ড কাব্যম্), ৪। গীতাবলী, ৫। সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তুভটীকা), ৬। আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণি টীকা), ৭। শ্রীগোপালতাপনী টীকা, ৮। স্তবামৃতলহরীধৃত—(ক) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকম্ (খ) মন্ত্রদাতৃগুরোরষ্টকম্, (গ) পরমগুরোরষ্টকম্, (ঘ) পরাৎপরগুরোরষ্টকম্ (ঙ) পরমপরাৎপর-গুরোরষ্টকম্, (চ) শ্রীলোকনাথষ্টকম্, (ছ) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্ (জ) শ্রীস্বরূপ-চরিত্রামৃতম্, (ঝ) শ্রীস্বপ্নবিলাসামৃতম্, (ঞ) শ্রীগোপালদেবাষ্টকম্, (ট) শ্রীমদনমোহনাষ্টকম্, (ঠ) শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্ (ড) শ্রীগোপীনাথাষ্টকম্, (ঢ) শ্রীগোকুলানন্দাষ্টকম্, (ণ) স্বয়ংভগবদষ্টকম্, (ত) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্,

(থ) শ্রীজগন্মোহনাষ্টকম্ (দ) অনুরাগবল্লী, (ধ) শ্রীবৃন্দাদেব্যাষ্টকম্, (ন) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতম্, (প) শ্রীরূপচিন্তামণিঃ, (ফ) শ্রীনন্দীশ্বরাষ্টকম্, (ব) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্, (ভ) শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্ (ম) শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ, (য) শ্রীনিকুঞ্জবিরুদাবলী (বিরুৎকাব্য), (র) সুরতকথামৃতম্, (আর্য্যশতকম্), (ল) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকম্; ৯। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতমহাকাব্যম্, ১০। শ্রীভাগবতামৃতকণা, ১১। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণেঃ কিরণলেশঃ, ১২। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ, ১৩। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ১৪। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী (দুষ্প্রাপ্যা), ১৫। মাধুর্য্যকাদম্বিনী, ১৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকা, ১৭। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিটীকা, ১৮। দানকেলীকৌমুদী টীকা, ১৯। শ্রীললিত-মাধব-নাটক টীকা, ২০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা (অসম্পূর্ণা।), ২১। ব্রহ্ম-সংহিতা-টীকা, ২২। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সারার্থবর্ষিণী'-টীকা, ২৩। শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারর্থদর্শিনী'-টীকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

(মদীয় পরাৎপর শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-লিখিত অবতরণিকা হইতে উদ্ধৃত)

অবতরণিকা

"নিগম-শাস্ত্র—অত্যন্ত-বিপুল। তাহার কোন অংশে 'ধৰ্ম্ম', কোন অংশে 'কৰ্ম্ম', কোন অংশে 'সাংখ্য-জ্ঞান' এবং কোন অংশে 'ভগবদ্ভক্তি' বিস্তীর্ণরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ সমস্ত ব্যবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ কি এবং কখনই বা কোন্ ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থান্তর স্বীকার করা কর্ত্তব্য,—এরূপ ক্রমাধিকার-তত্ত্ব ঐ শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বল্পায়ূবিশিষ্ট ও সঙ্কীর্ণ মেধাযুক্ত কলিজাত জীবগণের পক্ষে উক্ত বিপুল-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও বিচারপূৰ্ব্বক অধিকার-ক্রমে কর্ত্তব্য নির্ণয় করা—অতীব কঠিন। অতএব ঐ সমস্ত ব্যবস্থার একটী সংক্ষিপ্ত ও সরল বৈজ্ঞানিক মীমাংসা—নিতান্ত-আবশ্যক। দ্বাপরান্ত-কাল পৰ্য্যন্ত ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণও বেদ-শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপৰ্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া, কেহ কৰ্ম্মকে, কেহ যোগকে, কেহ সাংখ্য-জ্ঞানকে, কেহ তর্ককে, কেহ বা অভেদ-ব্রহ্মবাদকে 'একমাত্র গ্রাহ্যমত' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছিলেন। তদ্দ্বারা ভারত-ভূমিতে খণ্ডজ্ঞান-জনিত অসম্পূর্ণ মতসমূহ পাকস্থলী-গত অচৰ্ব্বিত খাদ্যদ্রব্যের ন্যায়, নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিল।

উক্ত উৎপাত কলির আগমণের প্রাক্কালে অত্যন্ত প্রবল হইলে-সত্য-প্রতিজ্ঞ পরম-কারুণিক ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজ-সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগন্নিস্তারের একমাত্র উপায়স্বরূপ সৰ্ব্ববেদ-সারার্থ-মীমাংসারূপ শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা-শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন; সুতরাং গীতা-শাস্ত্র—সমস্ত উপনিষদ্গণের শিরোভূষণ-স্বরূপে দেদীপ্যমান। ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবস্থা-সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদের চরম-লক্ষ্যরূপ পবিত্র হরিভক্তিই সৰ্ব্বজীবের নিত্যকর্ত্তব্যরূপে গীতাশাস্ত্রে উপদিষ্ট। কোন কোন তর্কপ্রিয় পণ্ডিত গীতা-শাস্ত্রকে 'অভেদ-ব্রহ্মবাদ-মত-পোষক শাস্ত্র' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মত-প্রবর্ত্তক ভগবদাদেশপালকাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য

ভগবদ্গীতার যে ভাষ্য প্রস্তুত করেন, তাহাকেই লক্ষ্য (আদর্শ মূলভিত্তি) করিয়াই তাঁহারা উক্ত কুতর্কের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

যে-সকল গ্রন্থে 'কর্ম্ম' বা 'জ্ঞান'কে চরম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, ঐ সকল গ্রন্থ—তত্তদ্ব্যবস্থার অধিকারিদিগের পক্ষেই কল্যাণ-প্রদ। সেই সেই ব্যবস্থায় নিষ্ঠা উৎপাদন করিবার জন্য সেই সেই ব্যবস্থাকে 'চরম ব্যবস্থা' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না করিলে, তাহা ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থান্তর-স্বীকার-স্থলে সেই ব্যবস্থার অধিকারিদিগের নিতান্ত অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা,—এরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম-শাস্ত্রে কর্ম্মকে ও জ্ঞান-শাস্ত্রে জ্ঞানকে 'সর্ব্বোত্তম' বলা হইয়াছে। এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কিনা, তাহা এস্থলে বিচার করা যাইতেছে না, কেবল উক্ত কৌশল যে বহুতর-শাস্ত্রে অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাই বিজ্ঞাত হউক। যে-গ্রন্থে সাধনকালে কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা ভক্তি এবং ফলকালে নিরুপাধিকপ্রীতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই গ্রন্থই সর্ব্বজীবের নিতান্ত-শ্রেয়স্কর। উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা—সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ-ভক্তিশাস্ত্র। স্থল-বিশেষে আবশ্যকতা-মতে ঐ সকল শাস্ত্রে 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'মুক্তি', 'ব্রহ্মলাভ' ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু চরম-মীমাংসা-স্থলে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।

গীতা-শাস্ত্রের পাঠকদিগকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে;—এক ভাগের নাম—'স্থূলদর্শী', এবং অপর ভাগের নাম—'সূক্ষ্মদর্শী'। স্থূলদর্শী পাঠকগণ কেবল বাক্যার্থ লইয়াই 'সিদ্ধান্ত' করে; সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। স্থূলদর্শী পাঠকগণ আদ্যোপান্ত গীতা পাঠ করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম—নিত্য, অতএব সমস্ত গীতা শ্রবণ করতঃ অর্জ্জুন যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই স্বীকার করিলেন। অতএব বর্ণধর্ম্মবিহিত কর্ম্মাশ্রয়ই গীতা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ এরূপ জড়-সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হ'ন না; তাঁহারা হয় 'ব্রহ্মজ্ঞান', নতুবা 'পরা-ভক্তি'কেই গীতা-তাৎপর্য্য বলিয়া স্থির করেন। তাঁহারা বলেন যে, অর্জ্জুনের যুদ্ধাঙ্গীকার—কেবল অধিকার-নিষ্ঠারই উদাহরণ মাত্র, গীতার চরম তাৎপর্য্য নয়; মানবগণ স্বভাবানুসারে

কর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং কর্ম্মাধিকার আশ্রয়পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিবে। কর্ম্মাশ্রয় না করিলে জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত হয় না; জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত না হইলেও আবার তত্ত্বদর্শন সুলভ হয় না। অতএব তত্ত্বলাভ-সম্বন্ধে কর্ম্মের ও বর্ণ-ধর্ম্মের একটী সুদূরবর্ত্তী 'সম্বন্ধ' আছে। জীবের যে-পর্য্যন্ত বন্ধনমুক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধ—অপরিহার্য্য। অর্জ্জুনে যে স্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাতে যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। অতএব অর্জ্জুন গীতা শ্রবণ পূর্ব্বক যুদ্ধ অঙ্গীকার করায়, ইহাই স্থির হয় যে, ব্রহ্মস্বভাব ব্যক্তি গীতা শ্রবণ করতঃ উদ্ধবের ন্যায় প্রব্রজ্যা অঙ্গীকার করিবেন। অতএব গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে-ব্যক্তি যে-স্বভাব-সম্পন্ন, তদনুযায়ীই তাহার অধিকার। সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট জীবনযাত্রোপযোগি কর্ম্ম স্বীকার করতঃ পরতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্ত্তব্য; তাহাতেই শ্রেয়ঃ নিহিত। অধিকার ত্যাগপূর্ব্বক বদ্ধজীবের পক্ষে তত্ত্ব-লাভের সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'পরমবৈষ্ণব অর্জ্জুন কি ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন ন'ন?' ইহার উত্তর এই যে, অর্জ্জুন যুক্তাত্মা বটেন, কিন্তু ভগবানের প্রপঞ্চাবতরণকালে তাঁহার লীলা-পুষ্টির জন্য ক্ষত্র-স্বভাব স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার তাৎকালিক স্বভাব—ক্ষত্রিয়-বৃত্তি; সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ অধিকার-তত্ত্বের জ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—এইমাত্র বুঝিতে হইবে।

সরল-বুদ্ধিদ্বারা আলোচনা করিলে জীবের জড়-বদ্ধাবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয়। শোচনীয় অবস্থা হইতে কোন মঙ্গলময় বিশুদ্ধ অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া বোধ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থাকে 'উপেয়' বা 'প্রয়োজন' বলি; যদ্দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে 'উপায়' বলি। শাস্ত্রকারগণ কেহ 'যজ্ঞ'কে, কেহ 'যোগ'কে, কেহ 'তর্ক'কে, কেহ 'পুণ্য'কে, কেহ 'বৈরাগ্য'কে, কেহ 'তপস্যা'কে, কেহ 'ধর্ম্মযুদ্ধ'কে, কেহ ঈশ্বরোপাসনাকে, কেহ 'ধর্ম্ম'কে, কেহ 'গুরূপসত্তি'কে, কেহ 'প্রায়শ্চিত্ত'কে ও কেহ 'দান'কে (প্রয়োজন-প্রাপ্তির) 'উপায়' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবম্বিধ নানা-নামে

অবৈজ্ঞানিকরূপে অভিহিত হইয়া উপায়তত্ত্ব অসংখ্য হইয়া উঠিল। কালে বিজ্ঞান ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কাযে-কাযেই সংখ্যার লাঘব হইয়া পড়িল। দেখা গেল যে, ঐ সকল উপায়—ভিন্ন ভিন্ন তিনটী তত্ত্বের অধীন; ঐ তিনটী তত্ত্বের নাম—'কর্ম্ম', 'জ্ঞান'ও 'ভক্তি'।

স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় ও বিশুদ্ধ বিচার-দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীবের সিদ্ধসত্তা—চিন্ময়ী।। মাতৃগর্ভে উৎপত্তি—কেবল ঐ সিদ্ধসত্তার জড়বদ্ধ-দশা-মাত্র। অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য-শক্তি ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত চিৎতত্ত্বের জড়-সম্বন্ধের অন্য হেতু বা সম্ভাবনা নাই; তাহা পরিমেয় নরবুদ্ধির সীমান্তর্গত নহে। অতএব উভয়দশা-ভেদে, জীব—দুই প্রকার 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ'। মুক্তজীব—দুই প্রকার অর্থাৎ কোন কোন জীব কখনও বদ্ধ হন নাই (অর্থাৎ নিত্যমুক্ত) এবং কোন কোন জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে (অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত)। উভয়বিধ মুক্তজীবই শাস্ত্রাতীত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে পার্থক্য বদ্ধ জীবে লক্ষিত হয়, তাহা মুক্তজীবে নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞান—প্রেম-বৃত্তির উপাধি-বিশেষ। সেই উপাধি যে জীবনের প্রেমরূপ নিত্যধর্ম্মকে স্পর্শ করে, তাহারই বদ্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতারূপ উপাধি-সহকারে প্রেমবৃত্তি 'বিকৃত' হইয়া ধর্ম্ম (কর্ম্ম) রূপ একটী আকার প্রাপ্ত হয় ও স্থল-বিশেষে 'জ্ঞান'রূপে আর একপ্রকার আকার পাইয়া থাকে; সাধন-ভক্তিই ঐ বৃত্তির তৃতীয় আকার। তন্মধ্যে 'সাধন-ভক্তি'রূপ আকারটীই বদ্ধজীবের স্বাস্থ্য-লক্ষণ, অপর দুইটী আকার—জড়সম্বন্ধরূপ পীড়ার লক্ষণ।

শরীর-সত্ত্বে কর্ম্ম—অপরিহার্য্য। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে-সমস্ত কার্য্য করা যায়, তন্মধ্যে যে-সকল কর্ম্ম—জগতের অমঙ্গলজনক সে-সকলকে 'বিকর্ম্ম' বা 'কুকর্ম্ম' বলে, মঙ্গলজনক কর্ম্ম না করার নামই 'অকর্ম্ম'; যে-সকল কর্ম্ম—জগন্মঙ্গলজনক, সেই সকলকে, 'কর্ম্ম' বলে। কর্ম্ম—চারি প্রকার, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কর্ম্মমাত্রেরই একটী একটী অবান্তর ফল আছে; যথা, আহারের ফল—শরীর পোষণ ও বিবাহের ফল—সন্তানোৎপত্তি। অবান্তর ফলগুলি সহজেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চক্ষে দৃষ্টি করিলে শান্তিই ঐ সকল

ফলের 'চরম ফল' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছু দূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে, জড়-যন্ত্রণা হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণের সেবা-লাভই পরম শান্তি। আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীর-পালক কর্ম্ম, যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গযোগে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম—এই চারিটী 'শারীর' যোগ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা,—ইহারা 'মানস' যোগ এবং সমাধি—'আধ্যাত্মিক' যোগ। এই সমুদায়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম।

বেদে ও মন্বাদি বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, ব্রত ও বর্ণাশ্রম-বিহিত সর্ব্বপ্রকার সামাজিক-কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। যে-যে-শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই সেই শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের আপাততঃ অবান্তর ফল সমূহ কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্তে কোন প্রকার শান্তি-লক্ষণ ফলেরই উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাঙ্গ-যোগশাস্ত্রে বিভূতি-পাদে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যরূপ 'অবান্তর' ফল কথিত হইয়া কৈবল্য-পাদে কেবল 'শান্তি'কেই 'ফল' বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সকল কর্ম্মই প্রথমে সুখভোগরূপ ফলদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া কৈবল্যাদি শান্তি-সুখকেই 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া তৎপ্রতিই লক্ষ্য বদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শান্তি— 'ভুক্তি' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাব-মাত্র, স্বয়ং 'সুখবিশেষ' নহে। তখন কোন প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চিৎসুখের অন্বেষণ হয়। অভেদ-ব্রহ্মসুখ পর্যন্ত সমস্ত অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎসেবা-সুখ পরিলক্ষিত হয়, তখনই 'কর্ম্ম' 'ভক্তি' রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্ম্মফলের চরম উদ্দেশ্য। যে-কর্ম্মে ঐ চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় নাই, সে কর্ম্ম—ভগবদ্-বহির্ম্মুখ; তাহাকেই 'কর্ম্ম' বলা যায়। ভগবৎসেবাপরায়ণ হইলে তাদৃশ কর্ম্মের নাম 'সাধনভক্তি' হয়, তখন 'কর্ম্ম' নাম থাকে না।

জড়বদ্ধ হইলেও জীব স্বয়ং স্বরূপতঃ চিন্ময়-তত্ত্ব, অতএব তাহার পক্ষে জ্ঞানালোচনা—স্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা—চারিপ্রকার অর্থাৎ জড়ীয়

জ্ঞানালোচনা, লৈঙ্গিক জ্ঞানালোচনা, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানালোচনা ও শুদ্ধজ্ঞানালোচনা। দর্শন-শ্রবণাদিময় জড়ীয় 'বিষয়-জ্ঞান'ই 'জড়ীয়-জ্ঞান'; ধ্যান-ধারণা-কল্পনা-বিভাবনাময় মানস-জগতের জ্ঞানকেই 'লৈঙ্গিক-জ্ঞান' বলে। জড়ীয় ও লৈঙ্গিক-জ্ঞানকে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত সমাধি অথবা সাংখ্যযোগীর অতন্নিরসন প্রক্রিয়া দ্বারা স্থগিত করিলে, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানরূপ 'কূট-সমাধি' হয়। এইস্থলে শঙ্করীয় অভেদ-ব্রহ্মবাদ অথবা পতঞ্জলীয় ঈশ্বর-সাযুজ্যরূপ কৈবল্যবাদ উদিত হয়। নিরুপাধিক চিৎ তত্ত্বের শুদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের 'সাক্ষাদ্দর্শন' বা 'কুট-সমাধি'র ব্যতিরেক ভাবনা দূর হইলে, শুদ্ধচিৎতত্ত্বের সহজ প্রকাশ হয়; তাহার নাম—'সহজসমাধি' বা 'শুদ্ধজ্ঞান'; এই জ্ঞানই ভক্তিপোষক। জ্ঞানালোচনা-দ্বারা বদ্ধজীব প্রথমে জড়-জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে ঐ সকল বস্তুগত ধর্ম্ম এবং বস্তুসকলের মিলনাবস্থায় সেই সমস্ত ধর্ম্ম উদিত হইলে ঐ সকল বিষয় অবগত হইয়া থাকে, কখনও বা ঐ সকল বস্তু ও ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া সকলের কর্ত্তা ও পালয়িতৃরূপ ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করতঃ তাঁহার প্রতি একপ্রকার হৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করে; কখনও বা এই জগৎকে 'নশ্বর' জানিয়া নিজে বৈরাগ্য সাধন করে এবং প্রপঞ্চাতীত কোন অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অভেদ-ব্রহ্মবাদের কল্পনা করে; কখনও বা বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি ঘৃণা করিয়া নাস্তিত্ব ও নির্ব্বাণকেই 'সুখ' বলিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্যোগ করে। যেরূপেই আলোচনা করুক না কেন, অভেদ-চিন্তা ও নির্ব্বাণ-চিন্তাকে 'অকিঞ্চিৎকর' জানিয়া জীব অবশেষে কোন পরম-তত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করে। সেই আনুগত্য স্পষ্টীভূত হইলেই 'ভক্তি' হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিই জীবের জ্ঞান-ফলের চরম উদ্দেশ্য। কর্ম্মের অবান্তর ফল—'ভুক্তি' ও জ্ঞানের অবান্তর ফল—'মুক্তি' এবং তদুভয়ের চরমফলরূপে 'ভক্তি'কে বুঝিতে হইবে। যে-স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া উদ্দেশ না করে, সে-স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, এবং যে-স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে-স্থলে জ্ঞানকে 'সাধন-ভক্তি' বলা যায়।

অনেকে মনে করেন যে, ভক্তির নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নাই; কেবল কর্ম্মের বিশুদ্ধাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাকেই 'ভক্তি' বলা যায়,—এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মার আস্বাদনবৃত্তির পরিচালনাকে 'কেবলা', 'অকিঞ্চনা' বা 'অনন্যা' ভক্তি বলা যায়, তাহার অন্যতর নাম—প্রেম; আর আত্মার বিচার-বৃত্তির পরিচালনাকে 'জ্ঞান' বলে। আস্বাদনশূন্য বিচার চরমে প্রায়ই অভেদ-ব্রহ্মবাদ বা নির্ব্বাণবাদরূপ অনর্থকে আনয়ন করে। জীব—স্বভাবতঃই 'আস্বাদন'-প্রধান। কেবল বিচারময় হইতে গেলে স্ব-স্ব-ভাব হইতে চ্যুত হইতে হয়। জ্ঞান যখন প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন 'জ্ঞানমিশ্রা' ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন প্রেম-প্রাচুর্য্যক্রমে বিচার-বৃত্তিকে স্থগিত করে, তখন কেবলা-ভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

জীবের সত্ত্বা—'নিত্য', অতএব তাহার আলোচনা-বৃত্তিও 'নিত্য'। আলোচনা-বৃত্তি নিত্য হইলে তাহার কার্য্যও সুতরাং নিত্য। মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থাভেদে জীবের কার্য্য—দুই প্রকার, অর্থাৎ 'নিরুপাধিক' ও 'সোপাধিক'। জড়-সঙ্গক্রমে জড়াভিমানই জীবের উপাধি, সেই উপাধিক্রমে জড়ীয় শরীরে ও ঐ শরীরের অনুগত সমস্ত-ব্যাপারে যে 'অহংতা' ও 'মমতা' জন্মে, তাহাই জীবের জড়াভিমান বা 'দেহাত্মাভিমান'। জড়-বদ্ধ-জীবের কার্য্য—সোপাধিক; আর যাঁহারা জড়ে বদ্ধ হন নাই বা যাঁহারা ভগবৎকৃপাবলে জড়-মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য—নিরুপাধিক। বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক কার্য্যের নামই ভগবৎসেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক-কার্য্যের নামই 'কর্ম্ম'; জড়মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরুপাধিক হয়। সোপাধিক-অবস্থায় জীবের কর্ম্মানুষ্ঠান—অপরিহার্য্য। জীবের স্বরূপ-তত্ত্বে প্রেম-সেবাই 'সহজ-ধর্ম্ম'; সেই ধর্ম্ম বদ্ধাবস্থাতেও জীবের সঙ্গে সঙ্গে সুতরাং আছে। বর্হির্ম্মুখ কর্ম্মের প্রবলতাপ্রযুক্ত তাহা লুপ্তপ্রায় থাকে। সৎসঙ্গক্রমে যে-সকল জীবে উক্ত বহির্ম্মুখতা খর্ব্ব হয়, ঐ সকল জীবে সেবা-বৃত্তির প্রবলতা হয়; তখন তাহাকে 'কর্ম্মমিশ্রা সাধন-ভক্তি' বলে। সেবা-বৃত্তি প্রচুর রূপে বলবতী হইলে কর্ম্ম ক্রমশঃ ভগবদ্ বহির্ম্মুখতারূপ স্ব-স্বরূপকে পরিত্যাগ করে;

তখন উহা কেবলা-ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

জড়-যন্ত্রের কার্য্যের ন্যায় মানবদিগের কর্ম্ম জ্ঞানশূন্য নয়। যে কর্ম্ম মানব-কর্ত্তৃক কৃত হয়, তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনা কখনও কর্ম্মশূন্যতা লাভ করে না; আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। ঐ আলোচনাও একটী কর্ম্মবিশেষ, এজন্য স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের ঐক্য প্রতীত হয়। তাত্ত্বিক-বিচারে 'কর্ম্মের স্বরূপ' ও 'জ্ঞানের স্বরূপ' পৃথক্; তদ্রূপ, কার্য্যকালে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে 'পৃথক্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও, তাত্ত্বিক-বিচারে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য সিদ্ধ হয়।

নিরুপাধিকী চিন্ময়ী প্রেম সেবাই ভক্তির 'সিদ্ধ স্বরূপ'। যদিও জড়-বদ্ধাবস্থায় তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা সহজ নয়, তথাপি তদ্বিষয়ে জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা—সহজে প্রতীত। যাঁহারা রুচিক্রমে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কেবল তর্ককে আদর করেন না, তাঁহারাই ভক্তি-তত্ত্ব অবগত হন।

ভক্তি—দ্বিবিধা অর্থাৎ 'কেবলা' ও 'প্রধানীভূতা'। কেবলা-ভক্তি—স্বতন্ত্রা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-গন্ধ-শূন্যা; তাহাকেই 'নিরুপাধিক প্রেম' 'নিরুপাধিক সেবা', 'অনন্যা ভক্তি' 'অকিঞ্চনা ভক্তি' ইত্যাদি নাম দিয়া শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। প্রধানীভূতা ভক্তি—তিন প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা। যে-কর্ম্ম বা যে-জ্ঞানে ভক্তির প্রধানতা ও কর্ম্ম বা জ্ঞানের ভক্তিদাসত্ব লক্ষিত হয়, সেই কর্ম্ম বা জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি-বৃত্তি আছে, তাহাকেই 'প্রধানীভূতা ভক্তি' বলা যায়। যে কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তি-বৃত্তির প্রাধান্য নাই, অর্থাৎ কর্ম্ম বা জ্ঞানেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম্ম বা জ্ঞানের দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে, সেই কর্ম্মের নামই 'কর্ম্ম' ও সেই জ্ঞানের নামই 'জ্ঞান'; ঐ কর্ম্ম বা জ্ঞানকে 'ভক্তি' নাম দেওয়া যায় না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন-স্বরূপ। অতএব তত্ত্ববিচার-দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকে পৃথক করা হইয়াছে।

গীতা-শাস্ত্রে আঠারটী অধ্যায়; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম', দ্বিতীয়

ছয় অধ্যায়ে 'ভক্তি' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্-পৃথক্‌রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই 'শ্রেষ্ঠতা' নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি—অত্যন্ত গূঢ়তত্ত্ব; অথচ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবন স্বরূপ ও অর্থসাধক বলিয়াই ভক্তি বিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এবম্বিধ বিশুদ্ধ ভক্তিই গীতা-শাস্ত্রে 'জীবের চরম উদ্দেশ্য' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে 'ভগবদ্-শরণাপত্তি'ই যে 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ, ইহা পরিজ্ঞাত হইবে। পাঠকবৃন্দ ভক্তিপূত অন্তঃকরণে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের টীকার সহিত গীতা শাস্ত্র মুহুর্মুহু পাঠ করতঃ জীবন সফল করুন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে-সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকলগুলিই অভেদ-ব্রহ্মবাদীদিগের রচিত। বিশুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তি-সম্মত টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশিত নাই। শাঙ্কর-ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা—সম্পূর্ণ অভেদ-ব্রহ্মবাদপূর্ণ, শ্রীধর-স্বামীর টীকা ব্রহ্মবাদপূর্ণ না হইলেও, তাহাতে সাম্প্রদায়িক শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের গন্ধ আছে। শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীর টীকাটী যেরূপ ভক্তি পোষক বাক্যে পূর্ণ, চরম-উপদেশ-স্থলে সেরূপ কল্যাণপ্রদ নয়। শ্রীরামানুজ-স্বামীর ভাষ্যটী—সম্পূর্ণ ভক্তিসম্মত বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-শিক্ষা-পূর্ণ গীতাভাষ্যরূপে কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে বিশুদ্ধ-প্রেমভক্তির আস্বাদকদিগের আনন্দ-বৃদ্ধি হয় না। এতন্নিবন্ধন আমরা যত্নসহকারে শ্রীগৌরাঙ্গানুগত মহামহোপাধ্যায় ভক্তশিরোমণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের বিরচিত টীকাটী সংগ্রহপূর্ব্বক তদনুযায়ী 'রসিকরঞ্জন'-নামক বঙ্গানুবাদ-সহকারে গীতা-শাস্ত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাসম্মত শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত একটী গীতা-ভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটী বিচারপর, কিন্তু চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের টীকাটী—বিচার ও প্রীতি-রস, এতদুভয় বিষয়েই পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাটী সর্ব্বদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত হওয়ায়, চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের টীকাটীই আপাততঃ প্রকাশ করিলাম। চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের বিচার—সরল, এবং সংস্কৃত ভাষা—প্রাঞ্জল; সাধারণ পাঠক অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।।

প্রবেশিকা

'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'—যে বৃত্তিদ্বারা বস্তু মাপিয়া লওয়া যায়, তার নাম 'মায়া'। মায়াবদ্ধ জীব মায়িক জগতে মায়িক অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে জাত অথবা 'অ'—'ক্ষ' পর্য্যন্ত মায়িক অক্ষর বা বর্ণাত্মক শব্দদ্বারা বস্তু-সকল মাপিয়া লইতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাসবশতঃ তাহারা মায়াতীত, অপ্রাকৃত শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তকে মাপিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহারা মূঢ়তাবশতঃ জানে না যে, অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত জগতে অবতরণ করিয়াও প্রকৃতি-অস্পৃষ্ট, গুণাতীত এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্গের অগোচর।

মাপিবার বুদ্ধি যে কেবল প্রাণিশ্রেষ্ঠ মনুষ্যেরই প্রবলা তাহা নহে, লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও এই বৃত্তি অত্যধিকা। এক সময়ে তিনি সেই বুদ্ধিবশে জীবহৃদয়ে অবস্থিত বুদ্ধ্যাদির প্রেরণাদাতা অন্তর্যামী পরমাত্মারও অংশী পরম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে তদীয় ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত তদধীন সাধারণ গোপতনয় ধারণা করিয়া, যাঁহার পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণুর প্রদত্তশক্তিতে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা,—যাঁহার পুরুষাবতার দিগের অংশী-বিলাসরূপ গৌণপ্রকাশ শ্রীনারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে তাঁহার উৎপত্তি,—সেই আরাধ্যশ্রেষ্ঠ ও মূল পিতার চরণে অপরাধ করিয়া, অবশেষে তাঁহারই কৃপায় অপরাধমুক্ত হন এবং শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবর্গ ও ধামের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিবার সুসৌভাগ্য লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।'

ভাঃ—১০।১৪। ২৯

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে।।"

"ভট্ট কহে,—তাঁর কৃপালেশ হয় যাঁরে।
সেই সে তাহারে 'কৃষ্ণ' করি' লইতে পারে।।
তাঁর কৃপা নহে যারে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে।।'

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কেবল ইহা বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই—তিনি অধোক্ষজ কৃষ্ণের বৈভব নির্ণয়ে নিজের অক্ষমতাই জানাইয়াছেন—

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।।"

—ভাঃ—১০।১৪।৩৮।

"যে কহে,—'কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ।'
সে জানুক,—কায়মনে মুঞি এই মানোঁ।।
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মানসের গম্য নহে এক বিন্দু।।'—চৈঃ চঃ।

লোকপিতামহের এরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তন ও আচরণ দেখিয়াও অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়ার কবলে কবলীকৃত জীববৃন্দ ভক্ত ও ভগবানের প্রশ্নোত্তরপূর্ণ শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাণী গীতাশাস্ত্রকে নিজ নিজ মায়িক বুদ্ধিতে মাপিয়া লইয়া, তত্ত্ববিদ্ প্রাচীন মহাজনগণ প্রণীত ভাষ্যকে একমাত্র প্রমাণস্বরূপে স্বীকার ও তদনুগমন না করিয়া, স্বকপোলকল্পিত মতের ব্যাখ্যাদ্বারা ভাষ্যপ্রণেতারূপে স্বীয় কীর্ত্তি ঘোষণায় ব্যস্ত হইয়াছেন। শুধু তাহা নহে, এমনকি, সর্ব্বভূতে সম ভগবানের অমৃতোপদেশ পাঠ করিয়া কেহ কর্ম্মকে, কেহ বা যোগকে এবং কেহ বা জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, ভক্তিকে নিত্য সিদ্ধস্বরূপে স্বীকার করেন না, বরং সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, কেবল কর্ম্মের বিশুদ্ধাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাই 'ভক্তি'। মূলে তাঁহারা ভক্তিকে বাদ দিয়া পরস্পরের বিবাদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, যেমন পূতসলিলা ভাগীরথীর তীরস্থিত এরণ্ড, বিল্ব, তিন্তিড়ী ও কপিত্থ এবংবিধ বৃক্ষসকল একই জল

ত্রিগুণময়ী মায়াবিমুগ্ধ জীবগণ স্ব-স্ব প্রকৃতির বিভিন্নতা জন্য সর্ব্বোপনিষদসার এই গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচার ও অনুসরণ করিয়া থাকেন, কেননা, স্বয়ং শ্রীভগবান্ই উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্। ...মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ। শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি।।"—ভাঃ—১১। ১৪। ৮-৯।

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠ বা প্রধান সাধন না হয়, তাহা হইলে ভগবান্ এই গীতাশাস্ত্রে ঐগুলির উল্লেখ করিয়া স্বভক্ত শ্রীমদর্জ্জুনকে তত্তদনুশীলনে উপদেশ দিলেন কেন?

তদুত্তরে দেখা যায় যে, সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই শ্রীভগবানের অবতার।

সর্ব্বাগ্রে আমরা 'অবতার' কথাটীর আলোচনা করিব। অবতার—শ্রীলরূপগোস্বামিপ্রভুকৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃতে অবতার-লক্ষণ বর্ণন-প্রসঙ্গে ১ম সংখ্যায়—"পূর্ব্বোক্তবিশ্বকার্য্যার্থম্ অপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ।। তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপস্তদ্ভক্ত এব চ। শেষশায়্যাদিকো যদ্বদ্। বসুদেবাদিকোঽপি চ।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকার্য্যের জন্য স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরদ্বারা আবির্ভূত হইলে, তাঁহাকে 'অবতার' বলে। সেই 'দ্বার' দ্বিবিধ—তদেকাত্মরূপ ও ভক্ত; শেষশায়ী—তদেকাত্মরূপ ও বসুদেবাদি—ভক্ত। শ্রীবলদেব প্রভু-কৃত টীকা—"অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ। সদ্বারকন্তু যথা শেষশায়িনঃ কারণার্ণবশয়াৎ গর্ভোদকশয়ঃ;যথা বসুদেবাৎ কৃষ্ণঃ, দশরথাৎ রামঃ। কার্য্যং—প্রকৃতিক্ষোভ-মহদাদ্যুৎপাদনং, দুষ্টবিমর্দ্দেন দেবাদীনাং সুখবর্দ্ধনং, সমুৎকণ্ঠিতানাং সাধকানাং স্বসাক্ষাৎকারেণ প্রেমানন্দবিতরণং, বিশুদ্ধভক্তিপ্রচরণঞ্চ, তদর্থ মিত্যর্থঃ।' অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম হইতে এই প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার। স্ব-দ্বার অর্থাৎ শেষশায়ীর কারণার্ণবশয় হইতে গর্ভোদকশয়; যেরূপ বসুদেব হইতে কৃষ্ণ, দশরথ হইতে রাম। কার্য্য—প্রকৃতিকে ক্ষুদ্ধকরিয়া মহদাদির উৎপাদন; দুষ্টদমনের দ্বারা দেবাদির সুখবৃদ্ধি, সমুৎকণ্ঠিত সাধকগণকে দর্শনদ্বারা প্রেমানন্দ-বিতরণ এবং বিশুদ্ধ ভক্তি প্রচারের জন্যই।

"সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে। সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে।। মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান। বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম।।"—চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, লোকে কিরূপে সেই অবতারকে চিনিতে পারিবে? তদুত্তর—শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারাই তাহা জানিতে হইবে। কেন না,—অবতার নাহি কহে—"আমি অবতার'। মুনি সব জানি' করে লক্ষণ বিচার।।" "যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেস্বশরীরিণঃ। তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিস্বসঙ্গতৈঃ"।। —ভাঃ—১০।১০।৩৪।

গুহ্যকদ্বয় বলিলেন—প্রাকৃত শরীর রহিত অপ্রাকৃত শরীরী পরমেশ্বরের অবতারতত্ত্ব—জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য; ঐ অতুল অতিশয় ও অলৌকিক বীর্য্যদ্বারা তাদৃশ তোমার অবতার সকল কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হন।

"'স্বরূপ'-লক্ষণ আর 'তটস্থ'-লক্ষণ। এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ।। আকৃতি, প্রকৃতি স্বরূপ—স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ।" চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ।

আকৃতি— আকার, প্রকৃতি— স্বভাব, স্বরূপ—মূর্ত্তি—শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিখিল লোকলাবণ্য বিজয়িনী স্বীয় অঙ্গ প্রভা-দ্বারা মানবগণের নয়ন, স্বীয় বাক্যসমূহের দ্বারা উক্ত বাক্যসমূহ স্মরণকারী জনগণের চিত্ত এবং ইতস্ততঃ অঙ্কিত পদচিহ্নদ্বারা দর্শকজনগণের অন্যত্রগমনাদি ক্রিয়া আকর্ষণ করিয়াছিলেন।' 'স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা' (ভাঃ—১১।১।৬) তিনি আরও বলিয়াছেন—যাঁহার মকরাকৃতি কুণ্ডলশোভিত মনোহর কর্ণযুগল ও তদ্দ্বারা দীপ্যমান গণ্ডযুগল কি সুন্দর বিলাসযুক্ত হাস-সমন্বিত বদনমণ্ডলে যেন নিত্য উৎসব লাগিয়া রহিয়াছে। তাঁহার সেই বদন-দৃষ্টিদ্বারা আনন্দ সহকারে পান করিয়া নরনারীর তৃপ্তি হইত না, বরং নয়নের নিমেষে অসহিষ্ণু হইয়া নিমেষ-কর্ত্তার প্রতি কোপ প্রকাশ করিতেন—'যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ' (ভাঃ—৯।২৪।৬৫)।

ভক্তপ্রবর উদ্ধবও শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং।'(ভাঃ—৩।২।১২) অর্থাৎ সেই মূর্ত্তি এত মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়—

তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক।

কার্য্য

ব্রজে—পুতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্ত্ত, অঘ, অরিষ্ট, বক প্রভৃতি অসুরবধ, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, কালীয়-দমন, দাবাগ্নিভক্ষণ, ব্রহ্মমোহন, ইন্দ্রদর্পচূর্ণীকরণ', গোবর্দ্ধন-ধারণ, গোবর্দ্ধনযজ্ঞ-প্রবর্ত্তন, সুদর্শনমোচন।

মথুরায়—রজকবধ, কুব্জাঙ্গ-সুন্দরকরণ, কুবলয়াপীড়-বিনাশ, চানূর-মুষ্টিকাদি-বধ, কংস, কালযবনাদি-বধ, তৎকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রাজন্যবর্গের উদ্ধার।

দ্বারকায়—রুক্মিণী আদির সহিত বিবাহ, **বাণ প্রভৃতি অসুরবধপ্রসঙ্গে তৎতৎ স্থানে বন্ধু মিলন প্রসঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থ** মিথিলা প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিয়া তাঁহাকে দর্শনেচ্ছু ভূতলস্থ ভক্তগণের, ষড়গর্ভানয়ন ও গুরুপুত্র-আনয়ন-প্রসঙ্গে পৃথিবীর নিম্নস্থিত বলি, যম প্রভৃতির ও পারিজাতাদি-হরণপ্রসঙ্গে উর্দ্ধস্থ কশ্যপ প্রভৃতির এবং বিপ্রবালকানয়ন-প্রসঙ্গে মহাবৈকুণ্ঠস্থ আদিপুরুষ ভূমা প্রভৃতিরও বাঞ্ছিত তদ্দর্শন নিষ্পন্ন করিয়াছেন। নরকাসুরকে বধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক আহৃত ষোড়শসহস্র কন্যার পাণিগ্রহণ, পৌণ্ড্রক, কাশীরাজ ও সুদর্শনাদি-বধ প্রভৃতি।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে—পৃথিবীর গুরুভারস্বরূপ জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র, বিদূরথ প্রভৃতি ভূপতিবৃন্দকে সংহার করিয়াছেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অবতারগণের মধ্যে গণনা করিলেও তিনি অবতার মাত্র নহেন, অবতারগণের অবতারী। অর্থাৎ তিনিই মূল অংশী এবং অবতারগণ কেহ বা তাঁহার অংশ এবং কেহ বা তাঁহার কলা। তাই শ্রীল সূত গোস্বামী বলিয়াছেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।" (ভাঃ—১।৩।২৮) "সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ। তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন। তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়। যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়।। অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস।।"(চৈঃ চৈঃ আঃ ২ পঃ)।

শ্রীল সূত গোস্বামীপ্রভুর 'পরিভাষা'কে আস্তিক্যবুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, হতারিগতিদায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহাদি অবতারগণের ন্যায় দৈত্যসকলকে বধ করিলেও তাঁহার বধের বিশেষত্ব এই যে, তিনি সেই সকল দৈত্যগণকে যোগিগণদুর্ল্লভ মোক্ষ প্রদান করিয়া নিরুপাধিক দয়ার পরিচয় দিয়াছেন—"দৃষ্টা ভবদ্ভির্ননু রাজসূয়ে চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ। যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্ যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত।।" (ভাঃ—৩।২।১৯) ভক্তপ্রবর উদ্ধব, বিদুরকে বলিলেন—যোগিগণ সম্যক্ যোগ-প্রভাবে যে সিদ্ধি বাঞ্ছা করেন, রাজসূয়যজ্ঞে কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ করিয়াও শিশুপাল সেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহা আপনারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, অহো, ঈদৃশ ভগবানের বিরহ কে সহ্য করিতে পারে? তাহা ছাড়া তিনি আরও বলিয়াছেন—"অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালু শরণং ব্রজেম।। (ভাঃ—৩।২।২৩)। 'রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া। ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লইয়া। তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে। না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালেরে।।' (চৈঃ ভাঃ মঃ ৭ অঃ)।

ভক্তশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম বলিয়াছেন—"ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষোর্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্।।"(ভাঃ—১।৯।৩৯) এই যুদ্ধে যে সমস্ত যোদ্ধা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা সকলে যাঁহাকে দর্শন করিয়া সারূপ্য নামক মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই মৃত্যুসময়ে আমার প্রীতি হউক। কৃষ্ণলীলাবর্ণনকারী শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও বলিয়াছেন—'বিদ্বিট্স্নিগ্ধাঃ স্বরূপং যযুঃ।'(ভাঃ—১০।৯০।৪৭) অর্থাৎ শত্রুমিত্র সকলেই তাঁহার স্বরূপলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

তাঁহার অবতারিত্ব ও স্বয়ং ভগবত্ত্বার পরিচয় আমরা ব্রহ্ম-নারদ সংবাদেও পাই—"তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়াস্ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ। যদ্রিঙ্গতান্তরগতেন দিবিস্পৃশোর্ব্বা উন্মূলনন্ত্বিতরথার্জ্জুন-য়োর্নভাব্যম্।" (ভাঃ—২।৭।২৭) অর্থাৎ ক্ষুদ্র বালকরূপেই বিস্তৃতশরীরা পূতনার প্রাণবধ, তিনমাসের শিশুর অতিসুকোমল পদাঘাতেই শকটভঞ্জন, হামাগুড়ি দিয়া গমন করিয়াই গগনস্পর্শী অতি উচ্চ অর্জ্জুনবৃক্ষযুগলের

অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহাদের উন্মূলন—এই সকল কার্য্য কি ঈশ্বর ভিন্ন অপরে সম্ভব?

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যময় ভগবান্ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ তিনি নিজের বাল্যে মহামাধুর্য্যদ্বারা স্বমহৈশ্বর্য্য আবৃত করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি বিকটাকারা বিস্তৃতশরীরা অতি বলিষ্ঠা পূতনার বধোপযোগী তাদৃশ ঐশ্বর্য্যময়ী বামনাবতারের ত্রিবিক্রম মূর্ত্তির ন্যায় কোনও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পূতনাকে বধ করেন নাই; কিন্তু ক্ষুদ্র বালকরূপেই বধ করিয়াছেন। অথবা হিরণ্যকশিপুকে বিদারণার্থ যে প্রকার নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিকট কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শকট-ভঞ্জনের জন্য তদ্রূপ কোনও ভাব পরিগ্রহ করেন নাই, ত্রৈমাসিক শিশুরূপী হইয়া সুকোমল পদাঘাতেই শকটনিপাত করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী উদ্ধারের উপযোগী পূর্ব্বে যে প্রকার বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়ের উন্মূলনের জন্য কোনও প্রযত্ন প্রদর্শন করেন নাই। ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিতে দিতে বৃক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া হস্তের দ্বারাই বৃক্ষদ্বয়ের উন্মূলন করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যময় স্বয়ং ভগবান্—এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি?"

শ্রীব্রহ্মা মহাশয় পর পর শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহৈশ্বর্য্য বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, 'তৎ কর্ম্ম দিব্যম্ (ভাঃ২।৭।২৯) 'তাঁহার যাবতীয় কার্য্যই অপ্রাকৃত।' শ্রীভগবান্‌ও স্বয়ং এ বিষয়ে বলিয়াছেন—'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্'(গীঃ ৪।৯)।

অপার করুণাবারিধি ভগবানের কৃপার অবধি নাই। মায়াবদ্ধ জীব তাঁহাকে মায়িক মনুষ্যজ্ঞানে যাহাতে সর্ব্বমঙ্গলশূন্য ও অপরাধী হইয়া অনন্ত নিরয় ভোগ না করে, তজ্জন্য তিনি স্বয়ংই বলিলেন—'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা'(গীঃ—৪।৬) 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। (গীঃ—৯।১১)।

আবার অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ পরিচয় না দিলেও অবতারী শ্রীকৃষ্ণ মূঢ়জনগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরবশে নিজ পরিচয় দান করিতে যাইয়া লৌকিক জগতে কোন সত্য বস্তুর ধারণার জন্য যেমন ত্রি-

সত্যগ্রহণকরে, তদ্রূপ তিনিও বলিলেন—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। **মামেব** যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।'(গীঃ—৭।১৪) 'যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি **মামেব** কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।"(গীঃ—৯।২৩) এবং 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।" (গীঃ—১৮।৬৬)।

এই ত্রিসত্যে স্বয়ং ভগবান্ নিজের মায়াধীশত্ব, দেবদেবেশত্ব ও আরাধ্য-শ্রেষ্ঠত্বই প্রচার করিয়াছেন।

ভক্ত অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্বে বলিয়াছেন—'পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্। ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।।'(গীঃ—১১।৪৩)।

স্বয়ং ভগবানও বলিয়াছেন—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।' (গীঃ—৭।৭) 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।।' (গীঃ—৯।২৪)।

শুধু তাহা নহে, তিনি যে কেবল জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মমাত্র নহেন, কিন্তু জীবহৃদয়স্থিত কর্ম্মফলদাতা পরমাত্মাও বটে। কেবল ব্রহ্ম-পরমাত্মারূপেই জীবের উপাস্য নহেন; কিন্তু জীবের মঙ্গলবিধাতাস্বরূপ জীবের উপদেষ্টা তিনিই সর্ব্ববেদ্য ভগবান্—তাহাও বলিয়াছেন—'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।।'(গীঃ—১৫।১৫)।

আমরা গীতাশাস্ত্র সুষ্ঠুরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞানিগণের আরাধ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' (গীঃ—১৪।২৭) অর্থাৎ তিনিই ঘনীভূত ব্রহ্ম। সূর্য্যমণ্ডল যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশ, সেইরূপ (শ্রীধর)। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবদুক্তিতে পাওয়া যায়—'তৎপরং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত।।' শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীমৎস্যদেব বলিয়াছেন—(৮।২৪।৩৮) 'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্।' অর্থাৎ ব্রহ্ম-শব্দসঙ্কেতিত মহৎ যে আমি, আমার যে মহিমা এক ধর্ম্ম তাহা অর্থাৎ আমারই ব্যাপক নির্ব্বিশেষস্বরূপ (অবগত হইবে)।

'তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল।। কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি। সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ-কান্তি।।' (চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ)।

'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।' (গীঃ—১০।৪২) স্বীয় বিভূতিযোগ-বর্ণনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগিগণের ধ্যেয় একাংশে পরমাত্মস্বরূপে সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান আছেন—বলিয়াও সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুনতিষ্ঠতি।' (গীঃ—১৮।৬১)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়—'পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে চরাচর নিখিল পদার্থে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন'—স্থিরচরেষ্বনুবর্ত্তিতাংশম্।' (৩।৩।১৬)।

'আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়। সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়।। অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্যভাসে। তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে।।'(চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ)।

অতএব অদ্বয়জ্ঞান 'ভগবান্'—সম্যক্ আবির্ভাব। তাঁহার আংশিক মায়াশক্তি প্রচুর বিভূচিৎ ধর্ম্মবিশেষের অনুভূতিই 'পরমাত্মা' এবং অসম্যক্ কেবল জ্ঞানোপলব্ধ বিজ্ঞানকে 'ব্রহ্ম' নির্দ্দেশ করা হয়।

'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।। (ভাঃ—১।২।১১) অর্থাৎ যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তববস্তু; তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।

'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণুপরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।। প্রকাশ বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্।। ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন। সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ।। জ্ঞান-যোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব। ব্রহ্ম আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব।। উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা। অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা।।' (চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ)।

'অবতার'-তত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের

অবতারিত্ব, ভগবত্তা, তাঁহার দুষ্টনিগ্রহ বা মুক্তিপ্রদানরূপ অনুগ্রহ, শিষ্টনুগ্রহ বা স্বসৌন্দর্য্য-লাবণ্যসিন্ধুতে নিমজ্জন করাইয়া ভক্তগণকে প্রেম-প্রদান এবং ধর্ম্ম স্থাপন অর্থাৎ স্বভক্তিপ্রচারের সন্ধান পাইয়াছি।

অতএব আরাধ্যস্বরূপের তারতম্যে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেই যেমন চরম এবং পরমতত্ত্ব; তদ্রূপ সর্ব্বফলদাত্রী, স্বতন্ত্রা, কেবলা এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তিই সাধন-শিরোমণি। কিন্তু অজ্ঞ বদ্ধজনগণ জড়দেহে 'আমি'-বুদ্ধিযুক্ত হওয়ায় প্রথম মুখেই দেহাতীত আত্মধর্ম্ম—ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া তাহারা ত্রিগুণাত্মক বেদোক্ত যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মাদি-আসক্ত এবং লোকায়তিক, বৈভাষিক বৌদ্ধ, তার্কিক, বৈদিক, তপোব্রতাদি, ভোগ, ত্যাগ, সাংখ্যাদিমত-স্বভাববাদ, প্রভৃতি বিশ্বে প্রচলিত নানাবিধ মতবাদসমূহ স্বয়ং এবং অর্জ্জুনের দ্বারা উত্থাপিত করিয়া তত্তদ্ধর্ম্মের তর-তমতা, হেয়তা, অধিকারি বিশেষের পক্ষে উপাদেয়তা ও নশ্বরতার বিচার প্রদর্শন করিয়া আদি, মধ্যে স্পষ্ট স্পষ্টতরভাবে এবং সর্ব্বশেষে সুস্পষ্টভাবে স্বভক্তি-মহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রথমতঃ অষ্টাদশ অধ্যায়যুক্ত গীতাশাস্ত্রে প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ, শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ এবং মধ্যবর্ত্তী ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ স্থাপন করিয়া ভক্তিকেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের পরমাশ্রয় জানাইয়াছেন। কেন না, ভক্তিদেবীর সাহায্য ব্যতীত কর্ম্ম ও জ্ঞান অজাগলস্তনের ন্যায় স্ব-স্ব-যাজনকারীকে অভীষ্ট ফলদানে অসমর্থ। ভক্তির সাহায্যেই উভয়ে ফলপ্রদান করে। বিশেষতঃ অধ্যায়শেষে ভক্তির কথা পুনরুল্লেখ করিয়া উহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ—(১) কর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া ভগবান্ 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।' (গীঃ ৩।৯) শ্লোকে তাঁহারই তোষনার্থে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মানি সংন্যস্য' (গীঃ ৩।৩০) শ্লোকে তাঁহাতেই সর্ব্বকর্ম্মার্পণে কর্ম্মাচরণের শিক্ষা দিয়াছেন। আবার 'যৎ করোষি যদশ্নাসি...তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।' —শ্লোকে নিষ্কাম-কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা প্রধানীভূতা (যে কর্ম্ম বা যে জ্ঞানে ভক্তির প্রাধান্য ও কর্ম্ম বা জ্ঞানের তদধীনত্ব লক্ষিত হয়) ভক্তি করিতে আদেশ করিয়াছেন।

ভক্তি প্রাধান্যহীন কর্ম্মই 'কর্ম্ম'। যে কর্ম্মে ভক্তির প্রাধান্য এবং কর্ম্মের তদধীনত্ব তাহাকে **'কর্ম্মমিশ্রা'** ভক্তি বলে। আর যখন কেবল ভগবৎতোষণকার্য্য কর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম—'তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ' (ভাঃ ৪।২৯।৪৯) "তাহারে সে বলি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতিজন্মে সম্মত সবার।।"(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩ অঃ) তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'মৎকর্ম্মকৃৎ...যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।' (গীঃ১১।৫৫)।

(২) শ্রীভগবানে শরণাগত, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানিগণের মধ্যে ভগবান্ জ্ঞানীকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কিন্তু সেই জ্ঞানী কি প্রকার? জ্ঞানালোচনায় ভক্তি অবলম্বন না করিলে জ্ঞানফল—মোক্ষলাভে বঞ্চিত হইতে হইবে জানিয়া যাহারা প্রথমে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন পরে মুক্তাভিমানে ভক্তিকে অবজ্ঞা করেন তাহারা কি? তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী নহেন; কেননা—

'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।'

(ভাঃ ১০।২।২৬) হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্মপর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া তোমার পাদপদ্মসেবার অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয়। —এইরূপ ব্যক্তি জ্ঞানী নহে; জানাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন—'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।' (গীঃ ৭।১৭) এ-স্থলে একা অর্থাৎ মুখ্যা—প্রধানীভূতা ভক্তিই, কিন্তু অন্য জ্ঞানিগণের ন্যায় জ্ঞানই প্রধানীভূত যাহার নহে, তিনি;এবং পরবর্ত্তী ১৯ শ্লোকে বলিলেন যে, —'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।।' অর্থাৎ সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শী জ্ঞানবান্ আমার শরণাগত, সুস্থিরচিত্ত ভক্ত। তিনি সুদুর্ল্লভ। ভক্তি প্রাধান্যহীন জ্ঞানের নাম জ্ঞান। জ্ঞান যখন প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন 'জ্ঞানমিশ্রা' ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন প্রেমপ্রাচুর্য্যক্রমে বিচারবৃত্তিকে স্থগিত করে, তখন কেবলা-ভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

(৩) শ্রীভগবান্ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষভাগে যোগীর বিশেষ প্রশংসা

করিয়া, তাহাকে কর্ম্মী, তপস্বী এবং জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া, ভক্ত অর্জ্জুনকে যোগী হইতে বলিয়াছেন—'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী'—গীঃ ৬।৪৬। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে—'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।। ব্রহ্ম-পরমাত্মার মূল স্বীয় ভগবত্তার (মাং) পরিচয় দিয়া ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণ হইতে পরমাত্মোপাসক যোগিগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া অবশেষে সেই যোগিগণ হইতেও ভগবদুপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব সন্দর্শন করিয়াছেন। শ্লোকোক্ত 'যোগিনাম্—শব্দে যোগিগণের মধ্যে নহে—শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণ পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৪) বিশ্বরূপ প্রকাশের পর শ্রীভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।।' (গীঃ ১১।৫৪) এবং অষ্টাদশাধ্যায়ে বলিয়াছেন—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।' (১৮।৫৫) এবং সর্ব্বশেষে গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্যতর পরমাত্মা বা ঐশ্বর-জ্ঞান বলিয়া সর্ব্বগুহ্যতম ভগবজ্‌জ্ঞান উপদেশ করিতে যাইয়া 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' শ্লোকে—ভগবৎস্বরূপ তাঁহাতে একমাত্র শরণাপত্তিরই কথা বলিয়াছেন। অতএব ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় এবং ভক্তিদ্বারাই ভগবানের পূর্ণস্বরূপের উপলব্ধি হয়। সেই ভক্তি দ্বিবিধা—কেবলা ও প্রধানীভূতা। কেবলাভক্তি—স্বতন্ত্রা ও কর্ম্ম-জ্ঞানাদিগন্ধশূন্যা, 'অনন্যা' বা 'অকিঞ্চনা' কথিতা; আর প্রধানীভূতা ভক্তি তিন প্রকার—কর্ম্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা এবং কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা। যে কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তির প্রাধান্য এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানের তদধীনতা, তাহাই প্রধানীভূতা-ভক্তি। আর যে কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তিবৃত্তির প্রাধান্য নাই, সেই কর্ম্মের নাম 'কর্ম্ম' এবং সেই জ্ঞানের নাম 'জ্ঞান'।

গীতাশাস্ত্রে প্রধানীভূতা ভক্তির উপদেশ থাকিলেও তাহার মধ্যেও কেবলাভক্তির ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সেই প্রধানীভূতা ভক্তিতে শ্রীভগবান্ দুর্লভ বলিয়া, অনন্যা বা কেবলা ভক্তিতে তিনি সুলভ, ইহা জানাইবার জন্য বলিয়াছেন—'অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং

সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।' (গীঃ—৮।১৪) শুধু তাহা নহে—অনন্যভক্তিমান্ ভক্তের ভক্তিতে শ্রীভগবান্ কিরূপ বশীভূত, তাহাও বলিয়াছেন—'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।' (গীঃ ৯।২২)।

তাহা ছাড়া—'ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া' (৮।২১) 'ভজন্ত্যনন্যমনসঃ' (গীঃ ৯।১৩) 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ' (গীঃ ১১। ৫৪) এবং সর্ব্বশেষে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' (গীঃ ১৮। ৬৬) 'এত সব ছাড়ি', আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হৈএগ লয় কৃষ্ণৈকশরণ। (চৈঃ চঃ) শ্লোকসমূহের সেই বিশুদ্ধা, অনন্যা বা কেবলাভক্তিই 'জীবের চরম উদ্দেশ্য' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।

আবার সেই অনন্যাভক্তি কিরূপে যাজনীয়া, তাহাও স্বভক্তিপ্রচারপরায়ণ পরমদয়ালু প্রভু ব্যক্ত করিয়াছেন নিজের প্রিয়তম ভক্ত শ্রীঅর্জ্জুনের নিকট—'সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।।' (গীঃ ৯।১৪) এই শ্লোকে আমাকে কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ আমাকে উপাসনা করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে আমার কীর্ত্তনাদিই আমার উপাসনা। আমার কীর্ত্তন—আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন অর্থাৎ নববিধ ভক্তির যাজন বা আচরণ।

পাণ্ডিত্যের অভিমানে অনেকেই গীতা পড়িয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহারা জানে না যে, অপ্রাকৃত বস্তু জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, ইন্দ্রিয়জ্ঞান-ধিক্কারী এবং তর্কাতীত। সেখানে দাম্ভিকতা, শৌর্য্য, বীর্য্য, পাণ্ডিত্য সকলই পরাহত। কেবল সেই বস্তুতে শরণাগতিই তৎকৃপাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাই শ্রুতি বলেন—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।' (মুণ্ডক—৩।২।৩) শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—'তেষাং সততযুক্তানাং...দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।' (গীঃ ১০। ১০)।

আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে প্রভু-আনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গীতা-আলোচনার পন্থা তাঁহারই আরাধ্যদেবের শ্রীবদনবচনে পাই—"শুন শুন আচার্য্য, তোমারে নিশাভাগে। ভোজন করাইল আমি, তাহা মনে জাগে?

যখন আমার নাহি হয় অবতার। আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার।। গীতা-শাস্ত্র পড়াও বাখান ভক্তিমাত্র। বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র।। যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ। শ্লোকেরে না দেহ দোষ, ছাড় সর্ব্বভোগ।। দুঃখ পাই শুতি থাক করি উপবাস। তবে আমি তোমা-স্থানে হই পরকাশ।।...তিলার্দ্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি। স্বপ্নে আসি তোমার সহিত কথা কহি।। 'উঠ উঠ আচার্য্য, শ্লোকের অর্থ শুন। এই অর্থ, এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান।। উঠহ ভোজন কর, না কর উপাস। তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ।।...এই মত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়। স্বপনের কথা প্রভু প্রত্যক্ষ কহয়।। যত রাত্রি স্বপ্ন হয়, যে দিনে, যে ক্ষণে। যত শ্লোক,—সব প্রভু কহিলা আপনে।।' (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০ অঃ)।

আমরা আজ গীতারত্ন-মহাজন সেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে ভক্তিপ্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিতেছি—'অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ। ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে।।'

পঙ্গু লঙ্ঘে উচ্চ গিরি, মূক গায় মুখভরি',
কৃষ্ণগুণ যাঁহার কৃপায়।
মাধবদয়িত অতি, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী,
গুরুদেব, নমি তাঁর পায়।।
গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করি' কর্ম্মজ্ঞান পরিহরি',
শুদ্ধা-ভক্তি যিঁহ প্রচারিলা।
তাঁহারি করুণা-বল, দাসাধমে করি' বল,
গীত-গীতা পুনঃ গাওয়াইলা।।

২৩শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার — শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস
আশ্বিনী পূর্ণিমা, ১৩৫৩। — শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।।

বিজ্ঞপ্তি

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে।।
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ।।
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তি বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে।।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে।।

বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যায় গুরুসেবৈকজীবিনে।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসন-স্থাপনকারিণে।।
শ্রীগুরোরাজ্ঞয়া নিত্যং নিষ্ঠাযোগেন সর্ব্বথা।
বাণীপ্রচারকার্য্যায় শ্রীরূপরঘুনাথয়োঃ।।
শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী-স্বামীত্রিদণ্ডিনে।
ভৃত্যা বয়ং নমামোহি সনম্র-ভক্তিযোগেন।।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

শ্রীভগবদবতার জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা-গ্রন্থের প্রণেতা। তদ্‌রচিত সুবিপুল শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত এই শ্রীগ্রন্থরাজ। কথিত আছে শ্রীল বেদব্যাস ষষ্টি (৬০) লক্ষ শ্লোক পরিপূর্ণ শ্রীমহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ত্রিংশৎ (৩০) লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পঞ্চদশ (১৫) লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশ

(১৪) লক্ষ শ্লোক গন্ধর্ব্বলোকে এবং এক শতসহস্র অর্থাৎ এক লক্ষ শ্লোকসমন্বিত শ্রীমহাভারত এখনও নরলোকে বর্ত্তমান আছে। এই বিরাট গ্রন্থে অষ্টাদশটী পর্ব্ব আছে। স্বয়ং গণেশ এই গ্রন্থের লিখন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ইহাও প্রসিদ্ধ আছে যে, যদি গণেশের লেখনী, শ্লোক-রচনার বিলম্বহেতু বন্ধ হয়, তবে তিনি আর লিখিবেন না বলায়, শ্রীলবেদব্যাস তাঁহাকেও স্বরচিত বিষয়ের তাৎপর্য্যবোধপূর্ব্বক লিখিতে হইবে—এইরূপ প্রতিশ্রুত করাইয়া, ক্ষিপ্রলেখক গণেশকে কখন কখন কিঞ্চিৎ বিলম্ব করাইবার প্রয়োজনবোধে, মাঝে মাঝে কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোক সমূহের সংখ্যা অষ্টসহস্র অষ্টশত এবং উহাই 'ব্যাসকূট' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীমদ্বেদব্যাস এই শ্রীমহাভারত গ্রন্থ রচনা করিবার পর, তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণকে এই মহাপুরাণ উপদেশ করিয়াছিলেন। পরে তদীয় শিষ্য বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে এই শ্রীমহাভারত-কথা বর্ণন করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ পরম্পরাক্রমে ইহা জনসমাজে প্রচারিত হয়।

শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের পঞ্চবিংশ-অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীগীতাগ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্যপার্ষদ ও প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত ইহাতে ভবসমুদ্র-পারের ও তচ্ছ্রীচরণলাভের উপায় স্বরূপ মহামূল্য সারগর্ভ উপদেশরাজি প্রদান করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় মায়ামোহগ্রস্ত বদ্ধজীবগণকে, মায়া-মোহ হইতে উত্তীর্ণ করাইবার নিমিত্তই, তিনি নিজ নিত্যপার্ষদ অর্জ্জুনের মোহাভিনয় করাইয়া এবং তদ্দ্বারা মোহগ্রস্ত জীবকুলের অধিকারানুযায়ী প্রশ্ন করাইয়া, স্বয়ং উত্তর-প্রদানমুখে সকল সংশয় নিরসন-পূর্ব্বক ক্রম-পন্থায় জীবের মায়া-মোহ উত্তরণের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধু-গুরু বৈষ্ণবপদাশ্রয়মূলে, এই গ্রন্থের অধ্যয়ন পূর্ব্বক ইহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা যে অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে পরাভক্তি-লাভ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমলাভের অধিকারী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আজকাল ভারতের বহুমনীষী ও প্রবীণ ব্যক্তিকে এই গ্রন্থের আদর করিতে দেখা যায়। এমন কি, সকল সম্প্রদায়ের লোক এই গ্রন্থরাজের আদর ও বহুমান করিয়া থাকেন। এদেশের অনেক রাজনৈতিক পুরুষও এই গ্রন্থরাজকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি, ভারতেতর দেশসমূহে অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বহুমনীষিব্যক্তি এই শ্রীগ্রন্থের নানাবিধ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তিসমূহ এখানে আর উল্লেখ করিলাম না।

অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে সাধারণতঃ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমৎ আনন্দগিরি ও শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদ্গিণের টীকাই অধিকাংশ ব্যক্তি পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ হয়তো বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যের টীকা এবং শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদী শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা বা শুদ্ধ-দ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বের টীকা আলোচনা করিয়াই, গীতাপাঠ সমাপ্ত করিয়া থাকেন। আবার আধুনিক কেহ কেহ লোকমান্য শ্রীতিলকজী, শ্রীগান্ধিজী ও শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি পরলোকগত রাজনৈতিক মহাপুরুষগণের গীতার ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াই গীতাধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। কিন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তবিৎ গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যমুকুটমণি শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার অনুশীলন করিবার ভাগ্য হয়ত' অনেকের জীবনে ঘটে না। তাই, আমাদের পরমারাধ্যতম পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর, শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মাবলম্বনে বঙ্গানুবাদসহ ও শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মানুযায়ী শ্রীমধ্বানুগ ও শ্রীরূপানুগবিচার ধারায় বিশেষ তাত্ত্বিক ও শুদ্ধভক্তি-অনুকূল সিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষা-ভাষ্যসহ দুইটী গীতার সম্পাদন করিয়া মানবজাতির যে পারমার্থিক কল্যাণ-সাধন করিয়াছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। তিনি তাঁহার ভাষ্যের দ্বারা ভক্তির সনাতনত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া, শুদ্ধভক্তিরাজ্যের পথিকগণের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তের মধ্যে চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের পূতিগন্ধ নাই, তিনি সর্ব্বত্র অন্যাভিলাষপূর্ণ কর্ম্ম-

জ্ঞান-যোগাদির কৈতবযুক্ত ধর্ম্ম হইতে অকৈতব, শুদ্ধা-ভক্তিধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও পরম শোভা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সকল গীতাপাঠককে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন একবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তথা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত শ্রীগীতা-অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে উহা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় আমাদের এই সংস্করণটী প্রকাশিত হইল। কাজেই তদভাবে এই সংস্করণটী পাঠ করিলেও পূর্ব্বোক্ত আমাদের শ্রীগুরুবর্গের শিক্ষা পাইবেন।

আজকাল নানাপ্রকার মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণ শ্রীগীতার ভাষ্য (?) নামে অনেক স্ব-কপোলকল্পিত, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের পূতিগন্ধযুক্ত কাল্পনিক মতবাদ প্রকাশ করিয়া শ্রীগীতাশাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য সনাতন শুদ্ধা-ভক্তি-ধর্ম্মকে নানাপ্রকারে আক্রমণ ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার ধৃষ্টতা করেন; এবং মনগড়া অদ্বৈতবাদের হেঁয়ালি-পরিপূর্ণ, অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত, আধ্যাত্মিক বিচারপূরিত, লোকরঞ্জনপর আপাততঃ মনোমুগ্ধকর কথা প্রকাশ করিয়া, বহির্ম্মুখজনগণের নিকট বহুমানিত হইয়া গর্ব্বমান্ প্রাপ্ত হইতেছেন। অনেক অজ্ঞ, বিচারান্ধ ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে সেইসকল বহিরর্থমানী অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের কথায় প্রলুব্ধ হইয়া কু-মতরূপ মহাগর্ত্তে নিপতিত হইয়া ইহকাল ও পরকাল সর্ব্বস্বহারা হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের ব্যাক্যেও পাই,—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।"

(৭। ৫। ৩১)।

পরমারাধ্য পরমপূজনীয় মদীয় শিক্ষাগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ জগতের এতাদৃশ দুর্দ্দশা-দর্শন করিয়া, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মহাজনগণের প্রদত্ত শ্রীগীতার সুবিচার-বারিতে ত্রিতাপদগ্ধ জীবকুলকে সুস্নাত করাইয়া, সুশীতল করিবার জন্য শ্রীগীতার এই সংস্করণটী সম্পাদন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায়

তিনি ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন। তিনি তাঁহার অভীপ্সিত এই গ্রন্থরাজের নিজরচিত ভাষ্যমাত্র সপ্তম অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রকটকালে ৮টী ফর্ম্মা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার এই দীনসেবকের উপরও গ্রন্থের যে সেবাভার দিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তর্দ্ধানে কাতর হইয়া এ অধম আর কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাই। এইভাবে প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর, হঠাৎ এক প্রেরণাক্রমে পুনরায় এই গ্রন্থ-প্রকাশের ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠে। তখন বুঝিলাম যে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল মহারাজই এই অধমকে প্রোৎসাহিত করিয়া সেবাকার্য্যে অগ্রসর হইতে নির্দ্দেশ দিতেছেন। কিন্তু তখন অর্থহীন; দ্বিতীয়তঃ অন্বয়, অনুবাদ প্রায় সকলই অসমাপ্ত এবং শ্রীশ্রীলমহারাজ-রচিত সারার্থানুবর্ষিণী টীকাও ত' অসম্পূর্ণা, সুতরাং কি প্রকারে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবে? আর অর্থই বা কোথায় পাওয়া যাইবে—এই চিন্তায় বিশেষ উদ্বেলিত হইয়া অনুক্ষণ উদ্বিগ্ন ও অনুতপ্ত রহিলাম। ক্রমশঃ শ্রীশ্রীলমহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ স্মরণপূর্ব্বক কার্য্যে অগ্রসর হইলাম এবং অতিশয় ভাবনাচিন্তা, অভাব অনটন ও নানাবিধ অযোগ্যতার মধ্যেই, কোন প্রকারে এই গ্রন্থখানিকে প্রকাশ করিতে পারিয়া শ্রীশ্রীলমহারাজের মনোভীষ্ট যথাসাধ্য পূরণ হওয়ায়, হৃদয়ে সাতিশয় আনন্দলাভ করিতেছি। কিন্তু তাঁহার রচিত ভাষ্যের স্থল মাদৃশ অযোগ্যের দ্বারা পরিপূরণ সম্ভব নহে জানিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পথানুসরণে অগ্রসর হইবার যত্ন করিয়াছি। তিনি শ্রীব্যাসকথিত উপদেশানুসারে, শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে শ্রীগীতা-অধ্যয়নের ধারানুযায়ী শ্রীমদ্ভাগবত তথা অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণাদিতথ্যসম্বলিত টীকা রচনা করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্য উদ্ধার করিয়াছেন। এই রীতি অনুসারে এ দাসাধমও সারার্থানুবর্ষিণী লিখিবার প্রয়াস করিয়াছে মাত্র। তবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকাটী এ দাসাধম প্রায় সর্ব্বত্র রক্ষা করিবার এবং স্থানে স্থানে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীশ্রীল মহারাজ নানাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহার ভজনবিজ্ঞতা ও শাস্ত্রতাৎপর্য্যজ্ঞতামূলে যে ভাষ্য রচিত

হইত, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম, তাহাই পরম দুঃখের বিষয়। যাঁহারা তাঁহার সম্পাদিত শ্রীউদ্ধব-সংবাদের সারার্থানুদর্শিনী টীকা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার ভাবের গুঢ়ত্ব ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আমি নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও আজ তাঁহার আশীর্ব্বাদে শ্রীউদ্ধব-সংবাদের দ্বিতীয় খণ্ড-প্রকাশ ও শ্রীগীতার প্রকাশরূপ তাঁহার মনোভীষ্ট পূরণ করিতে পারিয়া, তাঁহার শ্রীচরণে সকল অপরাধ ও ত্রুটীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। মাদৃশ অধমের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও করুণার কথা স্মরণ করিলে, তাঁহার ঋণ আমার চির-অপরিশোধ্য বলিয়া মনে করি। আজ তিনি নিত্যধাম হইতে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার প্রদত্ত সেবাভার আমি আমরণ যথাসাধ্য পালন করিতে পারিয়া, পরিশেষে তাঁহার কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণববর্গের নিত্য সেবা লাভ করিতে পারি।

অত্যন্ত স্থূলদর্শিগণ শ্রীগীতার তাৎপর্য্য বিচারে মনে করেন যে, যুদ্ধস্থলে বিষাদ-প্রাপ্ত অর্জ্জুনকে উপদেশের দ্বারা যাবতীয় সংশয় নিরাস-করতঃ জ্ঞানদানপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিবার জন্যই শ্রীগীতার আবির্ভাব; সুতরাং কর্ম্মবাদে শৈথিল্যযুক্ত ব্যক্তিগণকে কর্ম্মনিপুণকরাই গীতার তাৎপর্য্য। অনাদি-কর্ম্ম-বাসনা-জড়িত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐরূপ ব্যাখ্যাকে সমীচীন মনে করিয়া অধিকতর জড় কর্ম্মালানে বদ্ধ হইবার প্রয়াস করেন। আমরা সেই জড়কর্ম্মিগণের মত এস্থলে বিশেষ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না;কারণ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, "অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গি গণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেনা।" (৩।২৬) তবে বিদ্বান্ ব্যক্তি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ যথাযথভাবে আচরণ পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত তাহাদিগকে উপদেশ করিবেন। অবশ্য শ্রীভগবানের এই উপদেশও কেবল জ্ঞানোপদেষ্টাগণের প্রতি, কারণ ভক্তিতে চিত্তশুদ্ধিরও অপেক্ষা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত...মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে" (১১।২০।৯) আরও পাই,—"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি" (৬।৯।৪৯)।

জ্ঞানী-যোগিগণও স্ব-স্ব সাধনের উপদেশ শ্রীগীতার মধ্যে প্রাপ্ত হন

বলিয়া, শ্রীগীতার তাৎপর্য্য জ্ঞান-যোগপর মনে করেন। অবশ্য শ্রীগীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি সকল বিষয়েরই উপদেশ, আছে, ইহা সত্য। কিন্তু এই মহাগ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে গেলে একমাত্র ভক্তিতেই তাৎপর্য্য নির্ণয় করা সমীচীন। সে-বিষয়ে শ্রীভগবান্ সর্ব্বশেষ অষ্টাদশ-অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্য শ্রবণ কর।"—(১৮। ৬৪)। যদিও পূর্ব্বে গুহ্য ও গুহ্যতর বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা হইলেও 'সর্ব্বগুহ্যতম' বলায় চরম প্রতিপাদ্য বিষয়ই বর্ণিত হইল। সুতরাং যাহা গ্রন্থের চরম ও পরম প্রতিপাদ্যরূপে স্থিরীকৃত হয়, তাহাই গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য;ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। লোককে সেই তাৎপর্য্যে লইয়া যাইবার নিমিত্তই অন্যান্য উপদেশ। "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী" (৬। ৪৬) শ্লোকেও শ্রীভগবান্ তুলনামূলক বিচারের দ্বারা **'ভক্তিযোগেরই'** সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিপাদ্যত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাতেও যদি আমাদের সংশয় না যায়, তাহা হইলে আর উপায় কি? মূল কথা শ্রীমদর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয় সখা; সুতরাং তাঁহার মোহ একটা অভিনয় মাত্র। সর্ব্বজীবের মোহ-দূরীকরণের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা। যুদ্ধ বা শত্রুবধ ইহার তাৎপর্য্য নহে, কারণ অর্জ্জুনের দ্বারা বধপ্রাপ্ত করাইবার পূর্ব্বেও তিনি সকলের 'হতাবস্থা'দর্শন করাইয়া অর্জ্জুনকে কেবল 'নিমিত্তমাত্র হও' বলিয়াই জানাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ অর্জ্জুন তাঁহার নিত্যপার্ষদ; তাঁহাকেও নূতন করিয়া ভক্তি-শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। কাজেই অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়াই জীবসাধারণকে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। "মন্মনা ভব, মদ্ভক্ত ভব" "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই শ্লোকদ্বয়ে কথিত সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্যের দ্বারা সকলকে অবশ্য এই অধিকার প্রাপ্ত করাইয়া নিজ-ভক্তিদানের নিমিত্তই, ক্রমপন্থায় সর্ব্বনিম্নাবস্থা হইতে সর্ব্বোচ্চাবস্থায় আরোহণার্থ উপদেশ দেখা যায়। যাঁহারা শ্রীভগবৎকৃপায় তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম অবগত হন, তাঁহারাই শ্রীগীতার প্রকৃত-তাৎপর্য্য জানিতে পারেন। নতুবা কেবল অক্ষজ-জ্ঞান প্রবল করিয়া আরোহপন্থায় চেষ্টা করিলে শ্রীভগবদ্বাণীর তাৎপর্য্য জানা যায় না। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে

শ্রীব্রহ্মার বাক্যে পাই;—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।"
(১০।১৪।২৯)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য শ্রীসার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে। সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে।।"

শ্রীগীতায় আঠারটী অধ্যায় আছে। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়-তাৎপর্য্য বিচারেও পাওয়া যায় যে, প্রথমে অর্জ্জুন দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের মনোধর্ম্ম-বিচারপ্রসূত দেহধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়া ঐ সকল ধর্ম্ম যে জীবের সনাতন আত্মধর্ম্ম নহে, তাহা জানাইবার জন্যই যুদ্ধস্থলে বিষাদপ্রাপ্ত হইবার অভিনয় করিয়াছিলেন। যতদিন জীব মায়াবদ্ধ হইয়া দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট থাকে, ততদিন যে জীবের শোক, মোহ, ভয়াদি নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে পরিণামে বিষাদপ্রাপ্ত হইতে হয়, তাহাই জানাইলেন। শ্রীভাগবতেও পাই,—"বিষন্নঃ কামমার্গণৈঃ" (১০। ৮০)। এই বিষাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যে, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন তাহাও তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে জানাইয়াছেন, "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ...শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" (২। ৭)। অবশ্য শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিবার পূর্ব্বে জীবের অনেক প্রকার মনোধর্ম্মের আলোড়ন চলিতে থাকে; কিন্তু প্রকৃত সদ্গুরুর আশ্রয়লাভ ঘটিলে ভাগ্যবান্ জীব নিজের লঘুতা জানিতে পারিয়া, নিজ স্বতন্ত্র বিচার পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভ্রম, প্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত বিচারকেই শিরে গ্রহণকরতঃ মোহজাল কাটাইবার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন ক্রমশঃ সেই জীব শ্রীগুরুকৃপাবলে তন্মুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে জড়দেহ ও আত্মার পার্থক্য অবগত হন, এবং ভোগ বা কামমার্গের পরিণাম অবগত হইয়া, স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির আচারাদি লক্ষণ ও মহিমা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া, সাধনপথের কথা শ্রবণ করিতে থাকেন। সাধুসঙ্গ ও সাধুর মহিমা শ্রবণেই সাধু-প্রবৃত্তি জাগরিতা

হন। তখন **তৃতীয় অধ্যায়োক্ত 'কর্ম্মযোগ'** সাধনের কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, 'কর্ম্মযোগ' বলিতে শ্রীভগবানের সেবার নিমিত্ত নিষ্কামভাবে অখিলচেষ্টাকেই লক্ষ্য করে (৩।৯)। কপটাচার সন্ন্যাসী হইলে কোন মঙ্গলই হয় না (৩। ৬)। বিষ্ণুসেবাপর কর্ম্মব্যতীত বেদবহির্ভূত কেবল আত্মেন্দ্রিয় তর্পণপর জড়কর্ম্মের দ্বারা কোন মঙ্গল লাভ হইতে পারে না এবং ইহাও বুঝিতে পারেন যে, বৈদিক যজ্ঞাদিকর্ম্মে যদিও জড়ভোগ লাভ হয়, তাহা হইলেও তাহা অনিত্য বলিয়া বুদ্ধিমানের আশ্রয়ণীয় নহে। অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে, অনেক মহাজনকেও কর্ম্মাচরণ করিতে দেখা যায়। সে-স্থলে উত্তর এই যে, যাঁহারা প্রকৃত মহাজন তাঁহারা লোকসংগ্রহের নিমিত্তই ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ আচরণমুখে শিক্ষা দেন মাত্র। বহির্ম্মুখ কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণপর কর্ম্মের শিক্ষা কোন প্রকৃত মহাজন দেন না। মহাজন-প্রদত্ত সেই উপদেশ-শ্রাবণান্তর নিষ্কাম-কর্ম-সাধ্য জ্ঞানযোগের উপদেশ **চতুর্থ অধ্যায়ে** পাওয়া যায়। তখন প্রথমেই জানিতে পারা যায় যে, **শ্রীভগবান্ হইতে শ্রৌত পরম্পরাক্রমেই শ্রীগুরুকৃপায় প্রকৃতজ্ঞান লাভ হয়।** আধ্যক্ষিকতা-দ্বারা ভগবজ্জ্ঞানলাভের কোন আশা নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের যুগে যুগে আবির্ভাবের কথা শুনা যায়। শ্রীভগবানের জন্ম-কর্ম্মাদি দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত। তাঁহাতে প্রাকৃত জ্ঞান, অত্যন্ত বিমূঢ়তার পরিচায়ক এবং অপরাধজনক। ক্রমশঃ কর্ম্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া, তত্ত্বদর্শীর নিকটই প্রকৃতজ্ঞান লাভ হয় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান-আশ্রয়ে পাপসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় বলিয়া উহাই পবিত্রতাসাধক। এ বিষয়ে যাহারা অশ্রদ্ধালু ও সংশয়যুক্ত তাহারা কিন্তু বিনাশই লাভ করিয়া থাকে। জ্ঞানযোগের কথা শ্রবণানন্তর **পঞ্চম অধ্যায়ে 'কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ'** শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, কর্ম্মের আসক্তি-ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মত্যাগ-অপেক্ষা আসক্তিরহিত কর্ম্মযোগই প্রশস্ত। ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মযোগীই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির যোগ্য হন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই শান্তির অধিকারী। তদনন্তর **ষষ্ঠঅধ্যায়ে 'ধ্যানযোগে'র** বিষয় শ্রবণ-পূর্ব্বক বুঝিতে পারেন যে, চিত্ত

শুদ্ধ হইলেই ভগবদ্ধ্যান সম্ভব। কাম-সঙ্কল্পরহিত ব্যক্তিই প্রকৃত যোগী বা সন্ন্যাসী। অতিরিক্ত ভোগীর যোগ হয় না। যুক্ত আহার-বিহার-পরায়ণ ব্যক্তিই যোগফল লাভ করিতে পারেন। যোগের ফল সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামীরূপে শ্রীভগবদ্দর্শন এবং শ্রীভগবানের আশ্রয়ে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি-অনুভব। এই অধ্যায়েই জানিতে পারা যায়, তপস্বী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী হইতে ভক্তই শ্রেষ্ঠ। **সপ্তম অধ্যায়ে 'বিজ্ঞান-যোগ'** শ্রবণ করিলে জানিতে পারা যায় যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত পরতত্ত্ব আর নাই। তাঁহার শ্রীচরণে প্রপত্তি ব্যতীত জীবের মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। চতুর্ব্বিধ দুষ্কৃতি-সম্পন্ন লোকেরাই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রপন্ন হয় না। চতুর্ব্বিধ সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তই সুদুর্ল্লভ। দেবতান্তরের আরাধনায় কোন নিত্যমঙ্গল হয়না। **অষ্টম অধ্যায়ে 'তারকব্রহ্ম-যোগ'** শ্রবণ করিলেও জানিতে পারা যায়, শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তই ব্রহ্ম, কর্ম্ম অধিভূত-আদি তত্ত্ব জানিতে পারেন। ঐকান্তিক ভক্তের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ সুলভ (৮। ১৪)। ভগবদ্ভক্তের পুনর্জ্জন্ম নাই (৮।১৬)। অনন্য-ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান্ লভ্য (৮।২২)। ভক্তযোগীর সাধনান্তর বিনা সর্ব্বমঙ্গলই লাভ হইয়া থাকে। তদনন্তর **নবম অধ্যায়ে 'রাজগুহ্য যোগ'** শ্রবণ করিলে জানা যায়, শুদ্ধভক্তিযোগই রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য। জগৎসৃষ্টি-বিষয়ে প্রকৃতি মূল কারণ নহে, ভগবদীক্ষণ-প্রভাবেই প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি-লাভ। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় তনুকে মনুষ্যবুদ্ধিকারী ব্যক্তিই মূঢ় ও অপরাধী; তাহার কর্ম্ম, জ্ঞান সকলই বৃথা (৯। ১১-১২)। যাঁহারা প্রকৃত মহাত্মা তাঁহারা অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনই করিয়া থাকেন (৯।১৩)। অনন্য ভক্তের যোগ-ক্ষেম শ্রীকৃষ্ণই বহন করেন। অন্য দেব-ভজনের অবিধিত্ব। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। শুদ্ধ ভক্তগণ-প্রদত্ত দ্রব্যই শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অনন্য-ভজন-বলে দুরাচারী ও অধমগণও উদ্ধার লাভ করিয়া থাকেন। এস্থলেও 'মন্মনা ভব'-শ্লোকে ভক্তিই ভগবদ্লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্ণীত। **দশম অধ্যায়ে— 'বিভূতি যোগ'** আলোচনা করিলেও জানা যায়, সকল বিভূতি ও শক্তির

আধার বা মূল বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। যাবতীয় বিশ্বের যাবতীয় বিভূতি তাঁহার একপাদ মাত্র। বিভূতিজ্ঞান হইতেও সকল বস্তুতে তাঁহার সম্বন্ধ জানিয়া ভক্তগণ তাঁহাকেই প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তকেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া অজ্ঞান নাশ করেন। তিনি দেবগণেরও অগোচর। **একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত 'বিশ্বরূপদর্শন যোগ'** হইতে জানা যায়, শ্রীভগবানের বিশ্বরূপও মায়িক। অপ্রাকৃত নরবপুই তাঁহার স্বরূপ। নিরূপাধিক প্রেমচক্ষেই ভক্তগণ তাহা দর্শন করিতে পান। অনন্যভক্তি-যোগেই তাঁহাকে জানা যায়। ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ। **দ্বাদশ অধ্যায়ে 'ভক্তিযোগ'** আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম উপাস্য তত্ত্ব। ঐকান্তিক ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিই তাঁহার প্রিয়তম। শুদ্ধভক্তই শ্রীভগবানের পাদপদ্মলাভে সমর্থ। নির্ব্বিশেষবাদিগণ অধিকতর ক্লেশই লাভ করিয়া থাকেন। **ত্রয়োদশ অধ্যায়ে** পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবান্ **'প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ'** বর্ণন করিয়া তাঁহার আশ্রিতজনগণকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক সংসার হইতে উদ্ধার করেন। যখন জীবের শুদ্ধভক্তির উদয় হয়,—তখন আনুষঙ্গিক ভাবে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উদিত হইলেও, ভক্তিতত্ত্বের দৃঢ়তার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচ্য। তাঁহার ভক্তই তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক প্রেমভক্তি লাভের যোগ্য হন্ (১৩।১৯)। **চতুর্দ্দশ অধ্যায়** পাঠেও পাওয়া যায়, ত্রিগুণ হইতেই সংসার বিস্তার লাভ করে এবং যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে তাঁহার সেবা করেন, তিনিই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হন (১৪। ২৬)। **পঞ্চদশাধ্যায়ে 'পুরুষোত্তম যোগ'** পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সংসার ঊর্দ্ধ ও অধঃলোকে বিস্তৃত, জীব কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া এই সংসার ভ্রমণ করিতে থাকে। শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ জীব যখন শ্রীকৃষ্ণকেই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব অবগত হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ভজন করে, তখনই তিনি সর্ব্ববিৎ হন (১৫। ১৯)। **যোড়শাধ্যায়ে 'দৈবাসুর সম্পদ বিভাগযোগে'ও** কথিত হইয়াছে যে, জীব যখন শ্রীভগবানের মায়ার দ্বারা বিমোহিত হয়, তখন দৈবী ও আসুরী সম্পদের বশীভূত হয়। যখন দৈবী-প্রকৃতির আশ্রয় লাভ করে, তখন শ্রীভগবানের

ভজন প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। আর আসুর প্রকৃতি-আশ্রয়কালে ভগবদ্বিদ্বেষ ফলে নিরয়গামী হইয়া থাকে। অসুর প্রকৃতির লোকেরাই নাস্তিকতা অবলম্বনমূলে মায়াবাদও প্রচার করিয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীভগবানের ভজন করিয়া আসুর-স্বভাব দূর করা দরকার। **সপ্তদশাধ্যায়ে 'শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ'** বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পাঠেও জানা যায়, লোকের স্বভাবজা শ্রদ্ধা তিন প্রকার। যিনি যেরূপ স্বভাববিশিষ্ট, তিনি সেইরূপ তত্ত্বেই শ্রদ্ধাবান্। আর যাঁহার কিন্তু নির্গুণ-শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধার উদয় হয়, তিনি শ্রীহরির ভজনই করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সাধু ও সদ্ভাবযুক্ত (১৭। ২৬)। **অষ্টাদশ অধ্যায়ে** সমগ্র গীতার সার বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে পরমার্থতত্ত্ব নির্ণয় পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-শরণাপত্তিরূপা-ভক্তিকেই সর্ব্বগুহ্যতম পরম উপদেশ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য-নির্ণয় করিতে গেলে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি বিচার করিতে হয়। যাঁহারা এই ছয় প্রকার বিচারমূলে শ্রীগীতাশাস্ত্র বিচার করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই শুদ্ধ ভক্তিই যে, শ্রীগীতার তাৎপর্য্য, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন জনগণ কেবল আধ্যক্ষিকতার দ্বারা শ্রীভগবদ্বাক্যের সারার্থ উপলব্ধি করিতে কখনই পারিবেন না। শ্রীগীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-লিখিত অধ্যায়-তাৎপর্য্য, 'বিশেষ বৈশিষ্ট্য' বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। উহা আলোচনা করিলেও পাঠকগণ শ্রীগীতার সকল অধ্যায়ের মূল তাৎপর্য্য যে **শ্রীকৃষ্ণভক্তি**, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আজকাল প্রায় লোকের মধ্যে দেখা যায় যে, জগতের সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান-আলোচনার মধ্যে তারতম্যমূলক বিচারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও ধর্ম্মবিষয়ে তারতম্যমূলক বিচারের আদৌ স্থান দিতে চান না। তাঁহারা মনে করেন যে, ধর্ম্মবিষয়ে তারতম্য বিচার করিতে গেলে, নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক কলহ উৎপন্ন হইয়া পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য উৎপাদন পূর্ব্বক ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে; শুধু তাহাই নয়, অনেক সময়, এই ধর্ম্মের বিবাদ-বৈষম্য হইতে জাগতিক উন্নতিরও প্রতিবন্ধকতা ঘটে। সে-কারণ সকলের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী বজায় রাখিবার জন্য

ধর্ম্মের তারতম্যস্থলে সমন্বয় প্রয়োজন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রাদিতে পরস্পর নীতির তারতম্যমূলক বৈশিষ্ট্য লইয়াই নানাবিধ সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্ট হইয়া জগতের অশেষ অমঙ্গল সাধন করে বলিয়া, অনেকের ধারণা যে, ধর্ম্মের তারতম্য বিচার করিতে গেলেও সেইরূপ গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। এ-স্থলে আমরা বলিতে চাই যে, **তারতম্যমূলক বিচার** যেমন জ্ঞানরাজ্যে বা ধর্ম্মরাজ্যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই প্রকার **"সমন্বয়"** বিষয়টিও বিচারমার্গের প্রধান বিষয়। কিন্তু সেই সমন্বয় কি? বা কাহাকে বলে? সমন্বয় করিতে গিয়া যদি ভাল, মন্দ, চিৎ, জড়, মুড়ি, মিছরি সব একাকার করিয়া বসি, তাহা হইলে বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া কেবল অজ্ঞানেরই সেবা করা হয় না কি? সুতরাং তারতম্য বিচারের পূর্ব্বে 'সমন্বয়' কথাটির বিচার আগে করা যাক্। সম্যক্ অন্বয়কেই সমন্বয় বলে। কোন বাক্য বা শব্দ পরম্পরাকে যদি অন্বয় করিতে হয়, তবে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া পদগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে হয়; কিন্তু যদি কর্ত্তার স্থানে ক্রিয়া, ক্রিয়ার স্থানে কর্ম্ম, কর্ম্মের স্থানে অন্য একটী পদ বসাইয়া দেওয়া হয়, তবে কি প্রকৃত 'অন্বয়' সাধিত হয়? যদি অন্বয়ই না হইল, তবে আর সমন্বয় কি করিয়া হইবে?

যথাযথ সমন্বয়ের দ্বারাই সঙ্গতি, মিলন ও অবিরোধ সাধিত হয়। কিন্তু প্রকৃত সমন্বয়ের অভাব হইলে অর্থাৎ যাহার যেরূপ যোগ্য আসন, তাহাকে সেইরূপ আসন প্রদত্ত না হইলে, পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত সঙ্গতি, মিলন ও অবিরোধ ভাব রক্ষা করা যায় কি? অনেকে আপাততঃ মনে করেন যে, যোগ্যাযোগ্য বিচার করিয়া আসন বা পদমর্য্যাদা প্রদান করিতে গেলে, যাহার নিম্নাসন পড়িবে সে অসন্তুষ্ট হইবে সুতরাং সকলকে সমাসনে বসাইতে পারিলে আর বিরোধ থাকিবে না। কিন্তু এ কথা কি ঠিক? নিম্নাসনযোগ্য ব্যক্তিকে নিম্নাসন দিলে যদি সে অসন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে উচ্চাসনের যোগ্য ব্যক্তিকে নিম্নাসনে বসাইলে, তিনি কি সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন? সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া আসল বস্তুত ফাঁক হইবেই, পরন্তু ''To please everybody is to please nobody'' প্রবাদটী কার্য্যকর হইলে সকলেই জাহান্নামে যাইবে না কি? অনেকে

আধুনিক বহুল প্রচারিত "যত মত, তত পথ" "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" প্রভৃতি কথাগুলিকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগীতার তথা সমস্ত শাস্ত্রের নামে যাবতীয় মতের বিচারের সমন্বয় হইয়া গেল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখা দরকার যে, "যত মত, তত পথ" বলিলে কি বুঝায়? ও-পথ কিসের? যদি শ্রীভগবদ্ প্রাপ্তির পথ বলিয়া এ-স্থলে 'পথ' শব্দ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে যিনি যেরূপ মত করিবেন, তাহাই কি পথ হইবে? শ্যামবাজার যাইবার বিভিন্ন পথ থাকিতে পারে বা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া শ্যামবাজারের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ উল্টা দিকে যাইবার মত বা গতি করিলেও কি তিনি শ্যামবাজার পৌঁছিবেন? ইহা কি যুক্তিসঙ্গত—না অযৌক্তিক? সেই প্রকার আউল, বাউল, নেড়া, নেড়ী প্রভৃতি অপসম্প্রদায় যদি একটা মত করে বা করিয়াছে বলিয়াই কি তাহারা সৎ-সম্প্রদায়ের প্রাপ্য শ্রীভগবানকে পাইবে? চোর চুরি করিয়া কি সাধুর পথ পাইতে পারে? শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে,—ধর্ম্মরূপী বক যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—**"প্রকৃত পথ কি?"** তাহার উত্তরে তিনি ধর্ম্মরূপী বককে বলিয়াছিলেন,—**"মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ।"** শ্রীমহাভারতের এই বাক্য হইতে প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া যায়। **বাস্তবিক মহাজনানুগত্যই প্রকৃত পথ**। যে কোন একটা মত হইলেই তাহা ভগবৎপ্রাপ্তির পথ হইতে পারে না। এ-স্থলে মহাজন অর্থে যাঁহারা শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদ্গিকেই বুঝিতে হইবে, এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথেই মত করা উচিত। তদ্ব্যতীত মহাজন-বিরুদ্ধ মত যেমন কুমত, তেমনই অসৎ-মত। ঐরূপ অসৎ-মত পরিত্যাগ করিয়া সৎ-এর মত বা সৎ-পথ অবলম্বন করাই উচিত। তাহা না হইলে ঐরূপ গোঁজামিল দিয়া পরস্পরের মধ্যে মিলন, অবিরোধ, সঙ্গতি-স্থাপনরূপ সমন্বয় করিতে গিয়া তদ্বিপরীত ফল ঘটিয়া আরও জগজ্জঞ্জাল ও অশান্তি বৃদ্ধি হইবে। 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' কথাটীও তদ্রূপ। জীবের আত্মগত-ধর্ম্ম—সকলের এক বা অদ্বিতীয় এবং উহা সনাতন। কিন্তু জীব মায়াবদ্ধ হইলে উপাধিবশতঃ অনেকপ্রকার দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম প্রকাশ পায়; তাহা বস্তুতঃ বহু ও অনিত্য। সেই বহুধর্ম্মকে যদি সর্ব্বধর্ম্ম

বলা হয় এবং সমন্বয় অর্থে যদি এক বলা হয়, তবে প্রাকৃত বিচারেও উহা প্রকৃত ঠিক হয় না, কারণ প্রাকৃতের মধ্যেও তারতম্য আছে। তবে শ্রীভগবৎ-কথিত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" বিচারে আত্মধর্ম্ম ছাড়া আর সকলই যখন পরিত্যজ্য, তখন সেই পরিত্যাগ-তাৎপর্য্যগত বিচারে এক বলা যাইতে পারে। নতুবা আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্ম কখনই এক হইতে পারে না। দেহ ও মন যেমন আত্মা হইতে পৃথক্, উহার ধর্ম্মও সেইরূপ পৃথক্। দেহকে আত্মা বলিবার ধৃষ্টতা যেমন কোন মহজন করিতে পারেন না, সেই প্রকার আত্ম ও অনাত্মধর্ম্ম উভয়ই এক, ইহাও কোন মহাজনের মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত গোঁজামিল দেওয়ারূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদের পাল্লায় পড়িয়া আজ শ্রীগীতার উপদিষ্ট কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি-শিক্ষা সকলই এক বলিবার প্রয়াস কেহ কেহ করিতেছেন। তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারা যায় না; কেন না, শ্রীভগবান্ শ্রীগীতাতে তারতম্যমূলক বিচার-দ্বারা কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের, জ্ঞান হইতে যোগের এবং যোগ হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বর্ণনপূর্ব্বক যথাযথ স্থান বা আসন প্রদান করিয়া, প্রথমে মায়ামুগ্ধের সকাম কর্ম্মের কথা, তদূর্দ্ধে নিষ্কাম এবং তাহাও ভগবদর্পিত হইলেই চিত্তশুদ্ধি করায় বলিয়া, ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মসাধ্য জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভানন্তর ভক্তির কথাই সর্ব্বশেষে বর্ণনপূর্ব্বক ক্রমপন্থায় ভক্তিই যে জীবের অন্বেষণীয় এবং শুদ্ধা-ভক্তিতে আস্থিত হওয়াই যে, শ্রীগীতার চরম ও পরম শিক্ষা, তাহা স্বয়ং ভগবান্ নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীভগবৎকথিত তারতম্য-বিচারপূর্ণ সমন্বয়বাদকে পরিহারকরতঃ যদি আমরা গোঁজামিল দিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের আর দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না।

শ্রীভগবান পরতত্ত্ব নির্ণয়েও 'ব্রহ্ম'-বিচার গুহ্য ও 'পরমাত্ম'-বিচার গুহ্যতর এবং 'শ্রীভগবদ্'-বিচারকে গুহ্যতম বলিয়া তারতম্যমূলক সমন্বয়ই করিয়াছেন।

অনেকে নানা দেবদেবীর সঙ্গে শ্রীভগবানের একাকার করিয়া বসেন। কিন্তু শ্রীগীতাতে "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা" (৯। ২৩) শ্লোকে উহাকে

অ-বিধি বলিয়াই জানাইয়াছেন। চৌকীদারের সম্মান করিলে রাজার সম্মান হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া চৌকীদার রাজার লোক হইলেও রাজা নহে। সেই প্রকার শ্রীভগবৎ-শক্তি-আহিত দেবগণকে সম্মান করিলে ভগবৎশক্তির সম্মান হয় বটে, কারণ ভগবৎশক্তি-ব্যতীত দেবগণের নিজস্ব স্বতন্ত্র কোন শক্তি নাই। ইহা শ্রীগীতাতে শ্রীভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। দেবোপাসকগণকে তিনিই দেবতাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেবগণের দ্বারা পূজকগণের কাম্যফল প্রদানের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাই বলিয়া চৌকীদার, কনেষ্টবলকে রাজা বলিবার ন্যায় আধিকারিক দেবগণকে সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সহিত সমজ্ঞান করা শুধু অন্যায় নহে, পরন্তু পাষণ্ডতা ও অপরাধেব পরিচায়ক। শাস্ত্রে পাই,—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্।" "বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"(পদ্মপুরাণ)।

অনেকে শ্রীগীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" (৪। ১১) শ্লোকের বিচার করিতে গিয়াও একটী মহাভুল করেন যে, যিনি যে দিক দিয়াই যাউন না কেন, সেই একজায়গায়ই পৌঁছিবেন। কিন্তু একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, "যে যথা তান্ তথা" যাহারা যেরূপ, তাহাদ্দিগকে সেইরূপ—যেমন বলা যায়,—"যেমন কর্ম্ম তেমন ফল"। কিন্তু ইহার দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মের এক ফল ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই শ্লোকে—যাঁহারা শ্রীভগবানে প্রপন্ন, তাঁহাদের প্রপত্তির তারতম্যানুসারেই তিনি ফল বিধান করেন, তাহাই বলিতেছেন; কিন্তু অপ্রপন্ন ও প্রপন্নের একই ফল, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ যাঁহারা শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা কি সকলে একই উদ্দেশ্য লইয়া আশ্রয় করিয়াছেন? কর্ম্মী ফলভোগের আশায় শ্রীভগবানকে আশ্রয় করেন, জ্ঞানী ও যোগী মুক্তি ও সিদ্ধির আশায় শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কেবল ভক্তি করিবার নিমিত্তই শ্রীভগবানকে ভক্তি করিয়া থাকেন। এ-স্থলে কর্ম্মীর আশয় হইতে যেমন জ্ঞানী ও যোগীর আশয় ভিন্ন, তেমনি ভক্তের আশয়, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী, সকলের আশয় হইতে ভিন্ন;

সুতরাং তাঁহারা সকলে এক ফল পাইবেন, এক জায়গায় যাইবেন, ইহা বলা যায় কি প্রকারে? যদি বল, জ্ঞানী ও যোগী উভয়ই যদি মুক্তিপ্রার্থী হন, তাহা হইলেও ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য-ভেদ বর্ত্তমান। চতুর্থতঃ ঐ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ পাঠে অনেকে মনে করেন যে, যখন শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার বর্ত্ম অনুবর্ত্তন করে" সুতরাং সকলেই যে এক তাঁহার পথ আশ্রয় করিয়া চলিতেছে, ইহা বলা যাইবে না কেন? তদুত্তরে বিচার্য্য এই যে, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ভক্তি সকলই তাঁহার প্রকাশিত বা সৃষ্ট পথ। মানুষ তৎসৃষ্ট-পথে চলায় তাহার পথের অনুবর্ত্তন করিতেছে, ইহা বলা যায় বটে, কিন্তু যিনি যেরূপ পথের অনুবর্ত্তন করিবেন, তিনি সেইরূপ পথের ফল না পাইয়া,সকল পথে এক ফল পাইবেন, ইহা বলা যায় কি প্রকারে? পথভেদে যে ফলভেদ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ বৌদ্ধ, শাঙ্কর, জৈন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলের মধ্যেই বিচার-ভেদ রহিয়াছে। দিবালোকের ন্যায় সেই সুস্পষ্ট বিচার-ভেদকে অগ্রাহ্য করিয়া বৌদ্ধ, শাঙ্কর, জৈন, মায়াবাদী, শৈব, শাক্ত, শুদ্ধভক্ত প্রভৃতি সব এক, ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না। ইহাদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিচার সকলেরই পৃথক্। সুতরাং এ কথাই যুক্তিযুক্ত যে, বৌদ্ধ, শাঙ্কর, জৈন, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি যিনি যাহা চাহিবেন এবং যদি তদুপযুক্ত সাধন করিবেন, তবে তিনি তাহাই পাইবেন। সকলে যখন একই বিষয়ের প্রার্থনা ও তদুচিত সাধন করেন না, তখন সকলেই এক ফল পাইবেন বা সকলেই এক, ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না। দেখুন, বৌদ্ধগণ প্রকৃতিলয় বা শূন্যবাদী, শাঙ্কর বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মবাদী বা মায়াবাদী, ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মৈলয় প্রার্থনা করেন;শাক্তগণ ধনজনাদি বিষয়-ভোগের প্রার্থনা করেন; শৈবগণ মোক্ষের প্রার্থনা করিয়া 'সোঽহং' বা 'শিবোঽহং' হইবার চেষ্টা করেন। আবার দেখুন, বৌদ্ধগণ বেদ মানেন না, শাঙ্কর বৈদান্তিকগণ বেদকেই অপৌরুষেয় বাণী বলিয়া থাকেন, শাক্তগণ জড় মহামায়াকেই আদ্যাশক্তি বলিয়া মূল বিচার করেন, আবার শৈবগণ কিন্তু ভবানীপতি শিবকেই মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। অতএব দেখুন, ইহাদের বিচার পরস্পর ভিন্ন,

সাধন ভিন্ন, সুতরাং ইহাদের প্রাপ্তিফলও ভিন্ন ইহাতে আর সন্দেহ কি?

এস্থলে জগতের সমগ্র মানবগণের নিকট গললগ্নীকৃতবাসে আমাদের বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যদি প্রকৃতই একটী ফল লাভ করিতে চান্ বা সকলে এক জায়গায় যাইতে চান্ এবং সকলে সাম্য ও মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া 'সমন্বয়' অর্থে সকলের মধ্যে সঙ্গতি, মিলন বা অবিরোধ আশা করেন, তবে আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া শ্রীনারায়ণ-কথিত চতুঃশ্লোকীভাগবতের চতুর্থ "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্"-শ্লোক ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া, সকল শাস্ত্রেবর্ণিত, সকল সাধনের মধ্যে যেটী অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা স্থিরীকৃত বা নির্ণীত হয়, তাহারই অনুসরণ করি। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তাঁহার চরণানুচরগণ আমাদিগকে সেই পরতত্ত্বের সন্ধান দিতে গিয়া অপূর্ব্ব মহাচিৎ-সমন্বয়ের কথা জানাইয়াছেন। যাঁহার আশ্রয় পাইলে, সকলে সাম্প্রাদায়িক বিদ্বেষ ভুলিয়া, সকল শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত করিয়া, এক অদ্বিতীয় পরতত্ত্বের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ অধিকার ও সাধ্যানুযায়ী শ্রেয়ঃসাধন স্বীকার করিলে, একদিকে যেমন সর্ব্বজীবের মধ্যে পরস্পর মৈত্রী ও অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধন লাভ করিবেন, তেমনই পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় পাইয়া, শ্রীগীতা-অধ্যয়নের প্রকৃত ফল লাভ করিতে পারিবেন।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, আমাদের সতীর্থ পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীমৎ হরিপদ বিদ্যারত্ন, কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্, এ, বি, এল্, মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থের অন্বয়, অনুবাদ ও টীকার বঙ্গানুবাদ, বিজ্ঞপ্তি, দেখিয়া দিয়া এবং স্থানে স্থানে সংশোধন ও পরিপূরণ করিয়া, আমাকে চিরতরে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আমাদের স্নেহভাজন শ্রীমান্ ভবানন্দ দাসাধিকারী, ভক্তিশরণ মহাশয় এই গ্রন্থ-প্রকাশানুকূল্যে এক সহস্র মুদ্রা-প্রদানমুখে সর্ব্বপ্রথমে কার্য্যারম্ভের সুযোগ দিয়া, আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে কলিকাতায় ও শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ-সেবায় প্রভূত অর্থানুকূল্য করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রচুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

আমাদের স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত রাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায়, ভক্তিসুহৃদ্ মহাশয় পাণ্ডুলিপি-প্রস্তুতকালীন লেখকের কার্য্য করিয়া আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

আমাদের অন্যতম স্নেহাস্পদ কলিকাতার শ্রীআসন-রক্ষক শ্রীমান্ কালীয়দমন দাসাধিকারী, ভক্তিকুশল মহাশয় প্রেসে যাতায়াতাদি কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার এবং গ্রন্থ-বিভাগের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া, বাস্তবিকই শ্রীগুরু-সেবার আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ লাভকরতঃ ধন্য হইয়াছেন।

প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও এই সংক্রান্ত কর্ম্মচারীবৃন্দ গ্রন্থ-মুদ্রণ-ব্যাপারে বিশেষ যত্ন ও পটুতা প্রদর্শন করায় আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

আমার কলিকাতায় অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত উরুক্রম দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ, মহাশয় সময় সময় প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যে সহায়তা করায় তিনিও ধন্যবাদের পাত্র।

সর্ব্বশেষে, পাঠকগণের প্রতি নিবেদন এই যে, আমার সর্ব্ববিধ অসুবিধা ও অযোগ্যতার মধ্যে এবং প্রুফ্-সংশোধনাদি-কার্য্যে দক্ষতার অভাবে গ্রন্থে অনেক ভুল, প্রমাদ অনিবার্য্যরূপে রহিল, সুধী পাঠকবর্গ নিজ গুণে কৃপাপূর্ব্বক সংশোধনকরতঃ গ্রন্থের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে, আমি বিশেষ কৃতার্থ হইব। ইতি—

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদরজঃ-প্রার্থী
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)
শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী

শ্রীরাধাষ্টমী বাসর।
৩০শে ভাদ্র, ১৩৬০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

প্রকাশকের নিবেদন

(আদি সংস্করণ)

পরমারাধ্যতম মদীয় শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ** বর্ত্তমান শ্রীগীতাগ্রন্থের সম্পাদক। তাঁহার প্রকটকালে গ্রন্থখানির আটটী ফর্‌মা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ গ্রন্থখানির সম্পূর্ণপ্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের এবং সমগ্র জগতের কল্যাণসাধন করিয়াছেন।

গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্যে পাঠকবর্গ সকলেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে, ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগীতার এইরূপ সংস্করণ আর প্রকাশিত হয় নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এই গ্রন্থে মূল শ্লোকের অন্বয়ের বাংলা প্রতিশব্দ প্রদত্ত হওয়ায়, সরল বাংলাভাষায় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও সহজবোধ্য হইয়াছে। শ্লোকের বঙ্গানুবাদটীও সরল ও প্রাঞ্জল হওয়ায় শ্লোকার্থ বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তৎপরে রসিককুলচূড়ামণি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের সম্পূর্ণ টীকাটি প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা একদিকে যেমন রসপূর্ণ, তেমনি শাস্ত্রযুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত গভীর তত্ত্বের আলোচনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ লোকদিগের উহা বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা ছিল। আমাদের পরমপূজ্যপাদ্ শ্রীশ্রী গুরুদেব শ্রীল ঠাকুরের অপূর্ব্বদান বঙ্গভাষাভিজ্ঞ লোকগণকেও প্রাপ্ত করাইবার জন্য, তিনি একদিকে যেমন টীকার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়াছেন, অপরদিকে তিনি একটী বঙ্গভাষায় টীকা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া, শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের বিচারের বিশ্লেষণই করিয়াছেন। শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীধরস্বামিপাদের আনুগত্যে শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীব প্রভৃতি শ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামিপাদগণের বিচারধারায় পরম মাধুর্য্যময়ী রসব্যাখ্যা

প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের এই অপূর্ব্ব-সিদ্ধান্তামৃত আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা সহ এই গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছেন, সেইজন্যই শ্রীব্যাসাদিষ্ট-পন্থায় তিনি তাঁহার ভাষ্যমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতানুগত্যে শ্রীগীতা-অনুশীলনের ধারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরম উপাদেয় সারগর্ভ টীকা উদ্ধার করিয়াও গীতা পাঠকগণের পরম কল্যাণ করিয়াছেন। পাঠকবর্গ এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত টীকার বিবরণ' শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-লিখিত 'অবতরণিকা' উদ্ধৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীল গুরুমহারাজ লিখিত 'প্রবেশিকা' এবং মদীয় শিক্ষাগুরুদেব কর্ত্তৃক লিখিত 'বিজ্ঞপ্তি' প্রভৃতি পাঠ করিলে, শ্রীগীতাপাঠের তাৎপর্য্য এবং সেই তাৎপর্য্য-বোধের প্রকৃষ্ট উপায় বিশেষভাবে অবগত হওয়া যাইবে। অধ্যায়-সূচী, শ্লোকে সূচী প্রভৃতি প্রদত্ত হওয়ায় পাঠকগণের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে সর্ব্ববিষয়ের দুর্ম্মূল্যহেতু গ্রন্থের ভিক্ষা কিছু বেশী হইলেও, সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থ শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত হইবে জানিয়া, অর্থব্যয়ে-কুণ্ঠিত হইয়া কেহ যেন এই অমূল্য উপদেশ ও তথ্য-পরিপূর্ণ শ্রীগীতা-পাঠে বঞ্চিত না হন।

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব আজ প্রকট না থাকিলেও তাঁহার মনোভীষ্টপূরণ হওয়ায়, তিনি যে পরমানন্দিত হইয়া নিত্যলোক হইতে আমাদ্দিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস

শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

(তৃতীয় সংস্করণ)

রসিককুলচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত "সারার্থবর্ষিণী" টীকা সমন্বিত করিয়া পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থরাজের সম্পাদনা করিয়াছিলেন, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের অপার করুণায় তাঁহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলেন দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। জগন্মঙ্গলাকাঙ্খী শ্রীলমহারাজ তাঁহার সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একাধিকবার প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া নিশ্চয়ই পরমানন্দিত হইতেছেন সন্দেহ নাই। তিনি প্রীত হইলেই আমাদের গ্রন্থ প্রকাশনারূপ সেবাচেষ্টা সার্থক।

সর্ব্ববেদ সারার্থ মীমাংসারূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা - শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয়ের "সারার্থবর্ষিণী" টাকীর তাৎপর্য্য পরমারাধ্যতম বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভারতী গোস্বামী মহারাজ ও মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ তাঁহাদের লেখনী সঞ্জাত-অবতরণিকা, প্রবেশিকা ও বিজ্ঞপ্তিতে সুচারুরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত বিষয়ে দম্ভভরে পুনরক্তি ধৃষ্টতা মাত্র।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তি সম্বল পুরী মহারাজ প্রভৃতি আমার সতীর্থগণ এই গ্রন্থ প্রকাশনায় বিভিন্নভাবে সেবা করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা ভাজন হইয়াছেন। অনবধানে মুদ্রণজনিত ভ্রম প্রমাদ সুধী পাঠকগণ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া গ্রন্থের মর্মানুভব করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। নিবেদনমিতি ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্লোক-সূচী

(বর্ণানুক্রমে)

অ

আ

ও

ক

দ

ধ

ন

প

ব

ভ

ম

র

ল

শ

স

হ

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও গ্রন্থসম্পাদক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ।

শ্রীপুরীধামস্থ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসনের নিত্যসেবিত - শ্রীবিগ্রহগণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যম্

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জ্জিতঃ।।১।।

গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্ব্বজন্মকৃতানি চ।।২।।

মলনির্ম্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।।৩।।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ।।৪।।

ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতম্।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।৫।।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।৬।।

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।।৭।।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

অধ্যায়-সূচী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়।।১।।

অন্বয়—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (কহিলেন) (ভোঃ) সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ (যুদ্ধার্থী) মামকাঃ (মৎপুত্র—দুর্য্যোধনাদি) পাণ্ডবাঃ (পাণ্ডুপুত্রগণ—যুধিষ্ঠিরাদি) চ (ও) সমবেতাঃ (মিলিত হইয়া) এব (তারপর) কিম্ অকুর্ব্বত (কি করিয়াছিলেন?)।। ১।।

অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমিরূপ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ সমবেত হইবার পর কি করিলেন?।। ১।।

বিশ্বনাথ—

গৌরাংশুকঃ সৎকুমুদপ্রমোদী স্বাভিখ্যয়া গোস্তমসো নিহন্তা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসুধানিধির্মে মনোঽধিতিষ্ঠন্ স্বরতিং করোতু।।
প্রাচীনবাচঃ সুবিচার্য্য সোঽহমজ্ঞোঽপি গীতামৃতলেশলিপ্সুঃ।
যতেঃ প্রভোরেব মতে তদত্র সন্তঃ ক্ষমধ্বং শরণাগতস্য।।

ইহ খলু সকলশাস্ত্রাভিমত শ্রীমচ্চরণ সরোজভজনঃ স্বয়ং ভগবান্নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীবসুদেবসূনুঃ। সাক্ষাৎ শ্রীগোপাল-পুর্য্যামবতীর্য্যাপারপরমাতর্ক্যপ্রাপঞ্চিকসকললোকলোচনগোচরীকৃতো ভবাব্ধিনিমজ্জমানান্ জগজ্জনানুদ্ধৃত্য স্বসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাস্বাদনয়া স্বীয়-প্রেমমহাম্বুধৌ নিমজ্জয়ামাস। শিষ্টরক্ষাদুষ্টনিগ্রহব্রতনিষ্ঠা-মহিষ্ঠপ্রতিষ্ঠোঽপি ভুবো ভারদুঃখাপহারমিষেণ দুষ্টানামপি স্বদ্বেষ্টৄণামপি

মহাসংসার গ্রাহগ্রাসী ভূতানামপি মুক্তিদানলক্ষণং পরমরক্ষণমেব কৃত্বা স্বান্তর্দ্ধানোত্তরকালজনিষ্যমানাননাদ্যবিদ্যাবন্ধনিবন্ধন-শোকমোহাদ্যাকুলানপি জীবানুদ্ধর্ত্তুং শাস্ত্রকৃন্মুনিগণগীয়মানযশশ্চ ধর্ত্তুং স্বপ্রিয়সখং তাদৃশস্বেচ্ছাবশাদেব রণমূর্দ্ধন্যুদ্ভুতশোকমোহং শ্রীমদর্জ্জুনং লক্ষীকৃত্য কাণ্ডত্রিতয়াত্মকসর্ব্ববেদতাৎপর্য্যপর্য্যবসিতার্থরত্নালঙ্কৃতং শ্রীগীতাশাস্ত্রমষ্টা-দশাধ্যায়মন্তর্ভূতাষ্টাদশবিদ্যং সাক্ষাদ্বিদ্যমানীকৃতমিব পরমপুরুষার্থমা-বির্ভাবয়াম্বভূব। তত্রাধ্যায়ানাং ষট্‌কেন প্রথমেন নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ দ্বিতীয়েন জ্ঞানযোগো দর্শিতঃ। তত্রাপি ভক্তিযোগাস্যাতিরহস্যত্বাদুভয়-সঞ্জীবকত্বেনাভ্যর্হিতত্বাৎ সর্ব্বদুর্লভত্বাচ্চ মধ্যবর্ত্তীকৃতঃ। কর্ম্মজ্ঞানয়োর্ভক্তিরাহিত্যেন বৈয়র্থ্যাৎ তে দ্বে ভক্তিমিশ্রে এব সম্মতীকৃতে। ভক্তিস্তু দ্বিবিধা—কেবলা, প্রধানীভূতা চ। তত্রাদ্যা—স্বত এব পরমপ্রবলা, তে দ্বে (কর্ম্মজ্ঞানে) বিনৈব বিশুদ্ধপ্রভাবতী, অকিঞ্চনা, অনন্যাদিশব্দবাচ্যা। দ্বিতীয়া তু কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রেত্যাখিলমগ্রে বিবৃতী ভবিষ্যতি।

অথার্জ্জুনস্য শোকমোহৌ কথম্ভূতাবিত্যপেক্ষায়াং মহাভারতবক্তা শ্রীবৈশম্পায়নো জনমেজয়ং প্রতি তত্র ভীষ্মপর্ব্বণি কথামবতারয়তি—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ইতি। কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবো যুদ্ধার্থং সঙ্গতা মামকা দুর্য্যোধনাদ্যাঃ পাণ্ডবাশ্চ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ কিং কৃতবন্তস্তদ্ব্রূহি। ননুযুযুৎসব ইতি ত্বং ব্রবীষ্যেব, অতো যুদ্ধমেব কর্ত্তুমুদ্যতাস্তে তদপি কিমকুর্ব্বতেতি কেনাভিপ্রায়েণ পৃচ্ছসীত্যত আহ—ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। "কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্" ইতি শ্রুতেঃ তৎক্ষেত্রস্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বং প্রসিদ্ধম্। অতস্তৎসংসর্গমহিম্না যদ্যধার্ম্মিকানামপি দুর্যোধনাদীনাং ক্রোধনিবৃত্ত্যা ধর্ম্মে মতিঃ স্যাৎ; পাণ্ডবাস্তু স্বভাবত এব ধার্ম্মিকাঃ ততো বন্ধুহিংসনমনুচিতমিত্যুভয়েষামপি বিবেক উদ্ভূতে সন্ধিরপি সংভাব্যতে। ততশ্চ মমানন্দ এবেতি সঞ্জয় প্রতি জ্ঞাপয়িতুং ইষ্টো ভাবো বাহ্যঃ। আভ্যন্তরস্তু সন্ধৌ সতি পূর্ব্ববৎ সকণ্টকমেব রাজ্যং মদাত্মজানামিতি মে দুর্ব্বার এব বিষাদঃ। তস্মাদস্মাকীনো ভীষ্মস্ত্বর্জ্জুনেন দুর্জ্জয় এবেত্যুতো যুদ্ধমেব শ্রেয়স্তদেব ভূয়াৎ ইতি তু তন্মনোরথোপযোগী দুর্লক্ষ্যঃ। অত্র 'ধর্ম্মক্ষেত্র' ইতি ক্ষেত্রপদেন—ধর্ম্মস্য ধর্ম্মাবতারস্য সপরিকর যুধিষ্ঠিরস্য

ধান্যস্থানীয়ত্বং, তৎপালকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৃষিবল-স্থানীয়ত্বং, কৃষ্ণকৃতনানাবিধসাহায্যস্য জলসেচন-সেতুবন্ধনাদিস্থানীয়ত্বং শ্রীকৃষ্ণসংহার্য্য-দুর্যোধনাদেধান্যদ্বেষিধান্যাকারতৃণবিশেষস্থানীয়ত্বঞ্চ বোধিতং সরস্বত্যা।। ১।।

সারার্থবর্ষিণীর বঙ্গানুবাদ।

নিজনাম-দানে পৃথিবীর অন্ধকারনাশকারী কুমুদস্থানীয় সাধুগণের আনন্দ প্রদাতা শুভ্রকিরণমালী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসুধানিধি আমার চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া বিলাস করুন।

আমি অজ্ঞ হইলেও যতিশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মতানুবর্ত্তী হইয়া প্রাচীণগণের বাক্যাবলী সুবিচার করতঃ গীতামৃতলেশলোভে লোভী হইয়াছি। ইহাতে সাধুগণ শরণাগত আমাকে ক্ষমা করুন।

যাঁহার শ্রীমচ্চরণকমলের ভজন সকলশাস্ত্রেরই অভিমত, সেই স্বয়ং ভগবান্ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীবসুদেবতনয় সাক্ষাৎ শ্রীগোপালপুরীতে অবতীর্ণ হইয়া অপার পরম অতর্ক্য প্রাপঞ্চিক সকললোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া এই গীতায় ভবসমুদ্রে নিমগ্ন জগজ্জনকে উদ্ধার করতঃ স্বসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আস্বাদনদ্বারা স্বীয় প্রেমমহাসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। শিষ্টরক্ষা ও দুষ্টনিগ্রহের ব্রতে মহতী প্রতিষ্ঠাময়ী নিষ্ঠাযুক্ত হইয়াও পৃথিবীর ভাররূপ দুঃখ অপহরণচ্ছলে দুষ্ট, স্বীয়-বিদ্বেষী, মহাসংসাররূপ কুম্ভীরগ্রস্ত জীবগণেরও মুক্তিদানলক্ষণরূপ পরম রক্ষণই করিয়া নিজ অন্তর্দ্ধানের পরবর্ত্তীকালে জাত অনাদি-অবিদ্যাবন্ধননিবন্ধন শোকমোহাদি আকুল জীবগণকেও উদ্ধার করিবার জন্য শাস্ত্রকার মুনিগণ কর্ত্তৃক গীয়মান যশোলাভের নিমিত্ত তাদৃশ স্বেচ্ছাবশে রণক্ষেত্রে অদ্ভুত শোকমোহপ্রাপ্ত নিজপ্রিয়সখা শ্রীমদর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কাণ্ডত্রয়াত্মক (কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান) সর্ব্ববেদের তাৎপর্য্যময় অর্থে অলঙ্কৃত অষ্টাদশাধ্যায় তদন্তর্ভূত অষ্টাদশবিদ্যাসমন্বিত শ্রীগীতাশাস্ত্রকে সাক্ষাৎ বিদ্যমান করাইয়া পরমপুরুষার্থকে আবির্ভাব করাইয়াছিলেন। সেই গীতাশাস্ত্রে প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কামকর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ দর্শিত হইয়াছে। উহাতেই অতিরহস্যময়, উভয়-(কর্ম্ম-জ্ঞান)-সংজীবক বলিয়া স্বীকৃত এবং

সর্ব্বদুর্লভ ভক্তিযোগকে মধ্যবর্ত্তী করা হইয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তিরহিত হইলে ব্যর্থ, সেই নিমিত্ত এই দুইটি ভক্তিমিশ্র হইলেই স্বীকৃত। ভক্তি কিন্তু দ্বিবিধা—কেবলা এবং প্রধানীভূতা। আদ্যা (কেবলা), নিজেই পরমপ্রবলা, এই দুই (কর্ম্ম ও জ্ঞান) বিনাই বিশুদ্ধপ্রভাবতী, অকিঞ্চনা, অনন্যাদিশব্দবাচ্যা। কিন্তু দ্বিতীয়া (প্রধানীভূতা), কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা—তাহা অগ্রে সম্যক্‌রূপে বিবৃত হইবে।

এক্ষণে অর্জ্জুনের শোক ও মোহ কি প্রকার?—এই অপেক্ষায় মহাভারতের বক্তা শ্রীবৈশম্পায়ন জনমেজয়ের প্রতি মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের কথা অবতারণা করিতেছেন—'ধৃতরাষ্ট্র উবাচ' ইত্যাদি। 'কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ'—কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী, যুদ্ধনিমিত্ত একত্রীভূত 'মামকাঃ'—মৎপুত্রদুর্যোধনাদি 'পাণ্ডবাশ্চ'—এবং যুধিষ্ঠিরাদি কি করিয়াছিলেন, তাহা বল। এখানে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, আপনি বলিতেছেন—যুদ্ধাভিলাষী, অতএব যুদ্ধ করিতেই তাহারা উদ্যত, তবে কি করিয়াছিল? ইহা কোন্ অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ধর্ম্মক্ষেত্র' ইত্যাদি। শ্রুতিকথিত—'কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্'—বাক্যে এই ক্ষেত্রের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্ব প্রসিদ্ধ। অতএব তাহার সংসর্গমহিমায় যদি অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনাদিরও ক্রোধনিবৃত্তি হইয়া ধর্ম্মে মতি হয়, এবং পাণ্ডবগণ'ত স্বভাবতই ধার্মিক—অতএব বন্ধুহিংসা অনুচিত—এইরূপে উভয়েরই বিবেক হইলে সন্ধিও সম্ভবপর। 'তাহাতে আমার আনন্দই'—এই বাহ্য ইষ্টভাব সঞ্জয়কে জ্ঞাপন করিতেছেন। কিন্তু অভ্যন্তরের ভাব—সন্ধি হইলে আমার পুত্রগণের রাজ্য পূর্ব্বের ন্যায় সকণ্টক রহিবে—ইহাই আমার মহাদুঃখ। মদীয় পক্ষভুক্ত ভীষ্ম, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক দুর্জ্জয়, এই নিমিত্ত যুদ্ধই শ্রেয়ঃ হইবে—তাঁহার মনোরথের উপযোগী এই ভাব কিন্তু দুর্লক্ষ্য। এখানে ধর্ম্মক্ষেত্রের ক্ষেত্রপদদ্বারা সরস্বতীদেবী বুঝাইতেছেন যে, ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাবতার সপরিকর যুধিষ্ঠির ধান্যস্থানীয়, তাঁহার পালক শ্রীকৃষ্ণ কৃষকস্থানীয়, কৃষ্ণকৃত নানাবিধ সাহায্য জলসেচন-সেতুবন্ধনাদিস্থানীয় এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সংহারযোগ্য দুর্য্যোধনাদি ধান্যদ্বেষী ধান্যাকার তৃণবিশেষস্থানীয়।। ১।।

সারার্থানুবর্ষিণী।

ত্রাণায় মায়াপহতস্য মে বৈ
সম্বন্ধবুদ্ধেঃ স্খলিতস্য পৃথ্ব্যাম্।
ওঁ বিষ্ণুপাদ প্রভুপাদনামা
গোস্বামিবর্য্য শ্চহি ঠক্কুরোঽয়ম্।।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মে
জজ্ঞে পুরা শ্রীগুরুদেববর্য্যঃ।
গৌরপ্রভোঃ প্রেমবিলাসভূমৌ
নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যে।।
পুঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মুকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্।।
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দং মহেশ্বরম্।
শ্রীগদাধরমদ্বৈতং শ্রীবাসং ভক্তভূষণম্।।
স্বভক্তমোহভাণেন মোহগ্রস্ত-জনান্ ভুবি।
মোহমুক্তান্ রতিযুক্তান্ চকার কৃপায়া হি যঃ।।
তং বন্দে পরমানন্দং বাসুদেবমজং বিভুম্।
অর্জ্জুনঞ্চ তথাবন্দে নিত্যং ভগবতঃ প্রিয়ম্।।
বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ।।
সারার্থবর্ষিণী নাম্নী টীকা কৃত্বা দয়ালুনা।
গৌড়ীয়ভক্ত-সিদ্ধান্তং সুরহস্যং প্রকাশিতম্।।
তস্যানুগ্রহলাভায় সারার্থবোধনায় চ।
ভাষাটীকা কৃতৈবাত্র যা সারার্থানুবর্ষিণী।।
ত্রিদণ্ডিভিক্ষুণা নাম্না ভক্তিবিবেক ভারতী!
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়-ভক্তচরণসেবিনা।।

প্রাকৃত জড়েন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত পরমচৈতন্যানন্দঘনমূর্ত্তি সর্ব্বজীবের আরাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্ট হন না। তাঁহার অতর্ক্য, অচিন্ত্য কৃপাশক্তিবলেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। তিনি কৃপা করিয়া যে ব্যক্তির

ইন্দ্রিয়কে নিজদর্শন-সামর্থ প্রদান করেন, সেই ভাগ্যবান্ জীবই তাঁহাকে দেখিতে পান—'ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমষ্মাভির্বা বৃহস্পতে। যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি।।' মহাভারত শাঃ পঃ। অর্থাৎ হে বৃহস্পতি, তুমি অথবা আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহি। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পান।

অনন্ত শক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।।' (বিষ্ণুপুরাণ) অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যাসংজ্ঞাবিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তিই 'চিচ্ছক্তি'; ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিই 'জীবশক্তি' (যাহাকে মায়ারূপা 'অবিদ্যা' হইতে অপরা বা ভিন্না বলিয়া উক্ত হইয়াছে); কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা-শক্তির নাম মায়া'।

(১) **চিচ্ছক্তি বা অন্তরঙ্গা** স্বরূপশক্তি অচ্ছেদ্যভাবে শক্তিমানের আশ্রিত—'শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাব-শক্তয়ঃ। ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।।' (বিঃ পুঃ) অর্থাৎ সমস্ত ভাবের অবিচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তিসকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান, এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তিসকল সৃষ্ট্যাদি-ভাবশক্তিরূপে ক্রিয়া করে। হে তাপস-শ্রেষ্ঠ! অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ শক্তিসকলও ব্রহ্মের সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। "চিচ্ছক্তি স্বরপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম। তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম।।" (চরিতামৃত)।

(২) **তটস্থা বা জীবশক্তি**—'যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা। সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্।। তয়াতিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা। সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে।।' (বিঃ পুঃ) অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিই জীবশক্তি; সেই জীবশক্তি সর্ব্বগা হইয়াও মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিলতাপ নিত্য ভোগ করেন। আবার সেই 'ক্ষেত্রজ্ঞা'-নাম্নী শক্তি অবিদ্যা-কুণ্ঠাবৃত হইয়া, হে ভুপাল! সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকেন।

'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো

যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।’ (গীঃ ৭।৫) “জীবশক্তি তটস্থাখ্য—নাহি যার অন্ত। মুখ্য তিনশক্তি তার বিভেদ অনন্ত।।” (চৈঃ চঃ)।

(৩) **অপরা বা মায়াশক্তি**—‘ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।’ (গীঃ ৭। ৪) “মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ। তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ।।” (চৈঃ চঃ)।

সেই মায়া দুষ্পারা—দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।” (গীঃ ৭। ১৪)।

এহেন মায়াদ্বারা মোহিত নিজশক্তি জীবতত্ত্বকে উদ্ধার করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহারই মায়াশক্তিরচিত বিশ্বে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া শিষ্টরক্ষা, দুষ্টনিগ্রহ ও ভক্তিধর্ম্মস্থাপন করেন—‘পরিত্রাণায় সাধূনাং’ (গীঃ ৪। ৮)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব অবতারগণের অবতারী—‘এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তুভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।’ ভাঃ ১।৩।২৮ অর্থাৎ রামনৃসিংহাদি পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ দৈত্যনিপীড়িত লোককে যুগে যুগে ইহারা রক্ষা করেন।

সুতরাং রামনৃসিংহাদির দ্বারা যুগধর্ম্ম প্রচারিত হইলেও পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত প্রেমপ্রচার আর কেহই করিতে পারেন না। ভক্ত বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—‘সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি।।’ লঘুভাগবতামৃত। অর্থাৎ ভগবান্ পদ্মনাভের অনেক মঙ্গলময় অবতার হউন্ না কেন, কৃষ্ণ ব্যতীত লতা অর্থাৎ আশ্রিত জনের প্রেমদাতা আর কে আছে?

তাহাছাড়া এই শ্রীকৃষ্ণাবতারের বিশেষত্ব এই যে, অন্য অবতারবৃন্দ সাধুদ্রোহী অসুরকুলকে বিনাশ করিয়াছেন;কিন্তু ইনি স্বীয় বিদ্বেষিগণকেও যোগিজনদুর্ল্লভ মুক্তিপ্রদান করিয়াছেন। ভক্তপ্রবর ভীষ্ম বলিয়াছেন—‘যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপম্।’ (ভাঃ ১।৯।৩৯) অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত সৈনিকগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সাযুজ্যমুক্তিলাভ

করিয়াছেন।

তদীয় লীলাশুক শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও বলিয়াছেন—'বিদ্বিট্স্নিগ্ধাঃ স্বরূপং যযুঃ' (ভাঃ ১০।৯০।৪৭) অর্থাৎ শত্রু মিত্র সকলেই তৎস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাঁহার বিদ্বেষ্টা কংসাদি, স্নিগ্ধ গোপ্যাদি সাযুজ্য পাইয়াছিল এবং তদীয় শ্রীবিগ্রহ সংভোগ করিতে পাইয়াছিলেন'—শ্রীবিশ্বনাথ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই শ্রীকৃষ্ণাবতারের গৌণ কারণ বর্ণন করিয়াছেন—'পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে।। স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন।। কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল। ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল।। পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেইকালে। আর সব অবতার তাঁতে আসি মিলে।। নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যাবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর।। সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ।। অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে।। আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।" (আঃ ২য় পঃ)

অতএব ভবসমুদ্রে নিমগ্ন জগজ্জনকে উদ্ধার করতঃ (তেষামহম্ সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (গীঃ ১২।৭) নিজের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আস্বাদনদ্বারা স্বীয় প্রেমমহাসমুদ্রে নিমগ্ন করা এবং ভবিষ্যৎকালে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিগণকে স্বীয় শোকমোহতমোনাশকারী যশঃ শ্রবণ করাইয়া তাহাদ্দিগকে অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত করা সর্ব্বসেব্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাবতারের মুখ্য প্রয়োজন।

কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদম্।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ।।
যস্মিন্ সৎকর্ণপীযুষে যশস্তীর্থবরে সকৃৎ।
শ্রোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য ধুনুতে কর্ম্মবাসনাম্।।

(ভাঃ ৯।২৪।৬১-৬২)

কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাদ্দিগকে কৃপা করিবার

নিমিত্ত ভগবান্ নিজপবিত্রজনক শোকমোহাদি তমোবিনাশী যশঃ বিস্তার করিয়াছেন। সাধুদিগের কর্ণামৃত ও শ্রেষ্ঠতীর্থস্বরূপ ঐ যশঃ কর্ণপুটে পান বা একবারমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্পর্শ হইলে পুরুষমাত্র কর্ম্মবন্ধন নাশ করিতে সমর্থ হন।

শোকমোহমুক্ত অর্জ্জুনের শোকমোহের কারণ—যে ভগবানের লীলাকথা পূর্ণশ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোকমোহভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়—'যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং' (ভাঃ ১।৭।৭) সেই ভগবানের নিত্য সখ্যরসের সেবক ভক্তপ্রবর অর্জ্জুনের শোকমোহের সম্ভাবনা কোথায়? শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'স্বেচ্ছাবশে রণক্ষেত্রে অদ্ভুত শোকমোহপ্রাপ্ত নিজপ্রিয়সখা শ্রীমদর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া'—বাক্যেই ইহার উত্তর দিয়াছেন। অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোকমোহগ্রস্ত জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্যই স্বতুল্য ও সঙ্গে অবতীর্ণ পার্ষদ অর্জ্জুনকে নিজেচ্ছায় শোকমোহগ্রস্তের ন্যায় দেখাইয়াছেন এবং প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সপরিকর নিজের তত্ত্ব নিজেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" (গীঃ ১৮।৬৬) টীকায় বলিয়াছেন—'ত্বামবলম্ব্যৈব শাস্ত্রমিদং লোকমাত্রমেবোপদেষ্টামি'।

অর্থাৎ তোমাকেই অবলম্বন করিয়া আমি এই গীতাশাস্ত্র প্রতিলোককেই উপদেশ করিব।

তাহা ছাড়া—'যোগীন্দ্রায় নমঃ' (ভাঃ ১২।১৩।২১) শ্লোকের স্বকৃতসারার্থ-দর্শিনী টীকায়ও তিনি বলিয়াছেন যে,—'গীতাশাস্ত্রে অর্জ্জুনের মোহ প্রাকৃত লোকপ্রতীতিরই ন্যায় উক্তি। বস্তুতঃ অর্জ্জুন ভগবানের নিত্য পার্ষদ, সুতরাং তাঁহার সংসার-শঙ্কাগন্ধও নাই। কিন্তু জীবহিতগ্রাহণচতুরধুরন্ধর মহাকৃপালু মহৎদিগের মহাপ্রসিদ্ধ একজনকেই অবলম্বন করিয়া হিতোপদেশ প্রদত্ত হয়—এই নীতি দেখা যায়।'

অষ্টাদশ বিদ্যা—'অঙ্গানি বেদশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতা চতুর্দ্দশঃ।। আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বাশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ।। (বিষ্ণুপুরাণ)।

ভক্তিরহিত কর্ম্ম ও জ্ঞান বৃথা—'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকরণম্।।' ভাঃ ১।৫।১২ অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নির্ম্মল জ্ঞানই যখন অচ্যুতভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, তখন সর্ব্বদা অভদ্র স্বভাব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে, নিষ্কাম হইলে কিরূপে শোভা পাইবে?

'শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।।'
(ভাঃ—১০।১৪।৪)

ব্রহ্মা ভগবানকে বলিলেন—হে বিভো, তোমাতে ভক্তিই শ্রেয়ঃপথ; তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল ব্যক্তি কেবলবোধলাভের জন্য অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম'—এইটি স্থির জানিবার জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, স্থূল তুষকে যাহারা পেষণ করে, তাহারা যেরূপ তণ্ডুল পায় না, সেইরূপ তাহাদের ক্লেশমাত্রই অবশেষ হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ' (ভাঃ ১০।২।২৬) শ্লোকও আলোচ্য।

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান। ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।। এই সব সাধনের অতিতুচ্ছ বল। কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল।। কেবলজ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ)।

'ভক্তিরস্য ভজনম্' (গোঃ তাঃ উঃ পুঃ বিঃ ১৫) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভজনই ভক্তি।

ভক্তি—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' (শাণ্ডিল্য সূত্র, ১।২) অর্থাৎ ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি। 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষিকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।' নারদপঞ্চরাত্র। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। উহা সর্ব্বপ্রকার উপাধি নির্ম্মুক্ত এবং ভগবৎপর বলিয়া নির্ম্মল। 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পুঃ বিঃ ১।৯ অর্থাৎ অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই

উত্তমা ভক্তি। উহা অন্য-অভিলাষ রহিত এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা অনাবৃত।

ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন, রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রের অবকাশে গুরুদেবের আদেশানুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-কথিত ভারতকথা বর্ণনা করিয়াছেন। ভীষ্ম-পর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে এই গীতা আরব্ধ হইয়া দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র—'কুরুরাজ (ভাঃ৯।২২।৪) ঐ স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম কুরুক্ষেত্র। রাজা ঐ স্থান কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তথায় আগমন করিয়া কর্ষণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় কুরুরাজ বলিলেন—হে পুরন্দর, যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিবে, তাহারা স্বর্গলোকে গমন করিবে। দেবরাজ এই উত্তরে তাঁহাকে উপহাস করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। রাজা কুরু ইন্দ্রের উপহাসে বিচলিত না হইয়া একান্ত মনে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ বার বার কুরুর সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে উপহাস করিয়া ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু মহীপতি কিছুতেই বিরত হইলেন না। অবশেষে ইন্দ্র দেবগণের বাক্যানুসারে কুরুর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন—'আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আমি বলিতেছি যে, যাহারা এইস্থানে আলস্যশূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে অথবা যুদ্ধে বাণাহত হইয়া নিহত হইবে তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে।' (মহাভারত—শল্যপর্ব্ব)।

ধর্ম্মক্ষেত্র অতএব কুরুক্ষেত্রই ধর্ম্মক্ষেত্র। জাবাল উপনিষদে (১।২) লিখিত আছে যে—'যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্।' শতপথ-ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায় যে—'কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্।।'

ধর্ম্মক্ষেত্রের ক্ষেত্রপদে জানা যায় যে, কৃষক যেরূপ ধান্যক্ষেত্রে জলসেচনাদি দ্বারা ধান্য উৎপাদন করে কিন্তু ঐ ধান্য উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যখন ধান্যেরই ন্যায় আকার বিশিষ্ট শ্যামাঘাসের উৎপত্তি হয়, তখন অভিজ্ঞ কৃষক যেমন ধান্যক্ষেত্রের বিরোধী ঐ ধান্যাভাস শ্যামঘাসকে নাশ করিয়া ধান্যকে পালন করে; তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মক্ষেত্রের

বিরোধী ধর্ম্মাভাস অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনাদিকে সংহার করিয়া ধর্ম্মাবতার সপরিকর যুধিষ্ঠিরকে পালন করিয়াছিলেন।

সঞ্জয়—গবলগণ-তনয় সঞ্জয় শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও উদারচরিত রাজামাত্য ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিদুর স্বরূপ এবং অর্জ্জুনের প্রিয়তম সখা ছিলেন। শ্রীব্যাসদেবের কৃপায় তিনি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া অবাধে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সন্দর্শন করতঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাহা যথাবৎ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র—'ক্ষেত্রেঽপ্রজস্য বৈ ভ্রাতুর্মাত্রোক্তো বাদরায়ণঃ।। ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ বিদুরঞ্চাপ্যজীজনৎ।।' (ভাঃ ৯।২২।২৫) মহাত্মা দ্বৈপায়ন মাতা সত্যবতীর অনুরোধে নিঃসন্তান অবস্থায় গত বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী অম্বিকাদেবীর নিকট সমাগত হইলে তাঁহার ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শনে সন্ত্রস্ত হইয়া চক্ষুদ্বয় নিমীলন করেন। সেই দোষে তদীয় গর্ভজাত ইনি জন্মান্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু জন্মান্ধ হইলে কি হয়? অসক্তি এবং বিরক্তি মনোধর্ম্ম; আত্মধর্ম্ম বা দেহধর্ম্ম নহে। মূল শ্লোকোক্ত 'মামকাঃ' ও 'পাণ্ডবাঃ' শব্দদ্বয়ের উক্তিতে দুর্য্যোধনাদি স্বপুত্রগণে ইহার স্নেহ এবং পাণ্ডুপুত্রগণে দ্রোহই অভিব্যক্ত হইতেছে। অতএব ইহার উদাহরণে স্পষ্ট বুঝা যায় চেতন আত্মার এবং জড় দেহের সংসার নাই; চিদাভাস মনেরই সংসার।

জগজ্জীবে কৃপা করি, অর্জ্জুনেরে কহে হরি,
গীতাশাস্ত্র সর্ব্ববেদসার।
সাধু-পাদপদ্ম বরি, অকপট শ্রদ্ধা করি,
অধ্যায়ন কর বার বার।।১।।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ।।২।।

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) রাজা দুর্য্যোধনঃ তদা (তখন) পাণ্ডবানীকম্ (পাণ্ডবদিগের সৈন্যকে) ব্যূঢ়ম্ (ব্যূহরচনা পূর্ব্বক অধিষ্ঠিত) দৃষ্ট্বা তু (অবলোকন করিয়াই)আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য (দ্রোণাচার্য্যের সমীপে

উপস্থিত হইয়া) বচনম্ (বক্ষ্যমাণ বাক্য) অব্রবীৎ (কহিয়াছিলেন)।।২।।

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন তখন পাণ্ডবগণের সৈন্যদ্গিকে ব্যূহাকারে অবস্থিত অবলোকন করিয়াই দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন পূর্ব্বক এইরূপ বলিলেন।।২।।

বিশ্বনাথ—বিদিত-তদভিপ্রায়স্তদাশংসিতং যুদ্ধমেব ভবেৎ, কিন্তু তন্মনোরথ প্রতিকূলমিতি মনসি কৃত্বাহ দৃষ্টেতি। ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়াবস্থিতং, রাজা দুর্য্যোধনঃ। সান্তর্ভয়মুবাচ—পশ্যৈতামিতি নবভিঃ শ্লোকৈঃ।।২।।

বঙ্গানুবাদ—সেই অভিপ্রায় জানিয়া—আপনারাই ঈপ্সিত যুদ্ধই হইবে, কিন্তু তাহা আপনার মনোরথের প্রতিকূল—ইহা মনে করিয়া বলিলেন—'দৃষ্ট্বা' ইত্যাদি। 'ব্যূঢ়ং'—ব্যূহরচনাদ্বারা অবস্থিত 'রাজা দুর্য্যোধনঃ' অন্তরে ভীত হইয়া বলিতেছেন—'পশ্যৈতাম্' ইত্যাদি নয়টী শ্লোকে।।২।।

অনুবর্ষিণী—রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধেরই অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু নিজমনোভাব গোপন করিয়া সঞ্জয়ের নিকট বাহ্যভাব ব্যক্ত করিলেও তাঁহার অবিদিত কিছুই ছিল না। তিনি জানিতেন যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তবে ঐ যুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনোরথের প্রতিকূল জানিয়া তাহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন।।২।।

ব্যূহ—'সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ। স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্।।' (শব্দরত্নাবলী)।

দুর্য্যোধন—'ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী নাম্নী মহিষীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। (ভাঃ ৯।২২।২৬) দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কলির অংশ সম্ভূত অতি পাপাশয়, ক্রূর ও কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ ছিলেন।' (মহাভারত)।

রাজনীতিকুশল দুর্য্যোধন প্রবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণের সৈন্যসন্দর্শনে অন্তরে ভীত হইলেও বাহিরে উহা গোপন করিয়া নিজগুরু দ্রোণকে অধীনস্থ সেনানায়করূপে আহ্বান না করিয়া 'আচার্য্য' শব্দে সম্বোধন করিয়া গুরুরই মহত্ত্ব প্রকাশ করিলেন।।২।।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা।।৩।।

অন্বয়—আচার্য্য! তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (আপনার ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদ-তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক) ব্যূঢ়াং (ব্যূহরচনা দ্বারা স্থাপিত) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (পাণ্ডবদিগের) এতাম্ মহতীং চমূম্ (এই বিশাল সৈন্যগণকে) পশ্য (অবলোকন করুন)।।৩।।

অনুবাদ—হে আচার্য্য! আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদতনয়কর্ত্তৃক ব্যূহ রচনা দ্বারা স্থাপিত পাণ্ডবদিগের এই বিশাল সৈন্যবলকে অবলোকন করুন।।৩।।

বিশ্বনাথ—দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন তব শিষ্যেণেতি স্ববধার্থং উৎপন্ন ইতি জানতাপি ত্বয়া অয়মধ্যাপিত ইতি তব মন্দবুদ্ধিত্বম্। ধীমতেতি শত্রোরপি ত্বত্তঃ সকাশাৎ ত্বদ্বধোপায়-বিদ্যা গৃহীতা ইত্যস্য মহাবুদ্ধিত্বং ফলকালেঽপি পশ্যেতি ভাবঃ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—দ্রুপদপুত্রেণ—দৃষ্টদ্যুম্ন আপনার শিষ্য—ইনি আপনার বধের জন্য উৎপন্ন জানিয়াও আপনি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহাই আপনার মন্দবুদ্ধিত্ব। 'ধীমতা'—আপনি শত্রু হইলেও আপনারই নিকট আপনারই বধের উপায়-বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছে, ইহাই উহার মহাবুদ্ধিত্ব; ফলকালেও তাহা দেখুন, এই ভাব।।৩।।

অনুবর্ষিণী—রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভাবিয়াছিলেন যে ধর্ম্মক্ষেত্রের মহিমায় দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরাদিকে প্রাপ্য রাজ্য পুনরায় প্রদান করিবেন। কিন্তু সঞ্জয় সর্ব্বাগ্রে দুর্য্যোধনের চিত্তবৃত্তি বর্ণনা করিয়া সে আশঙ্কার নিরাকরণ করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াও ছলে ও কৌশলে দুর্য্যোধন গুরুদেবকে কটূক্তির দ্বারাই বিদ্ধ করিলেন। তিনি গুরুর শিষ্য দ্রুপদপুত্রের মহাবুদ্ধিত্ব দেখাইয়া গুরুরই মন্দবুদ্ধিত্বের পরিচয় দিলেন।

দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যের বিনাশসাধনে পুত্রকামী হইয়া এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে বর্ম্ম ও অস্ত্রধারী এক কুমার আবির্ভূত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী হইল যে, এই দ্রুপদনন্দন দ্রোণকে বধ করিবেন। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞোদ্ভূত সেই বীরের নাম রাখেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।

স্থিরবুদ্ধি দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজের প্রাণনাশক জানিয়াও তাঁহাকে যত্ন সহকারে যথাবিহিত অস্ত্র-শিক্ষা প্রদান করেন। আচার্য্য দ্রোণ এই শিষ্যহস্তেই নিহত হইয়াছিলেন।।৩।।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।।৪।।

অন্বয়—অত্র (এই সেনাগণের মধ্যে) যুধি (যুদ্ধে) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্ধারী) ভীমার্জ্জুনসমাঃ (ভীম ও অর্জ্জুনের তুল্য) শূরাঃ (বীর সকল) (সন্তি) (যথা) যুযুধানঃ (সাত্যকি) বিরাটঃ চ (বিরাটরাজ) মহারথঃ দ্রুপদঃ চ।।৪।।

অনুবাদ—এই সেনানিচয়ের মধ্যে মহাধনুর্ধারী ভীম ও অর্জ্জুন এবং তাঁহাদের সমকক্ষ বীর সকল উপস্থিত আছেন যথা সাত্যকি, বিরাটরাজ ও মহারথ দ্রুপদ।।৪।।

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ।।
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ।।৫-৬।।

অন্বয়—(অত্র যুধি) ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্য্যবান্ কাশিরাজঃ চ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ, নরপুঙ্গবঃ শৈব্য চ, বিক্রান্তঃ (পরাক্রান্ত) যুধামন্যুঃ চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ, সৌভদ্রঃ (অভিমন্যু) দ্রৌপদেয়াঃ চ, (দ্রৌপদীর পুত্র প্রতিবিন্ধ্যাদি) সর্ব্বে এব (সকলেই) মহারথাঃ (মহারথ) (সন্তি—আছেন)।।৫-৬।।

অনুবাদ—ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ সকলেই মহারথ এই যুদ্ধে বিদ্যমান আছেন।।৫-৬।।

বিশ্বনাথ—অত্র চম্বাং মহান্তঃ শত্রুভিশ্ছেত্তুমশক্যা ইষ্বাসা ধনূংষি যেষাং তে। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ সৌভদ্রঃ অভিমন্যুঃ দ্রৌপদেয়াঃ যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যো জাতাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ। মহারথাদীনাং লক্ষণম—

"একো দশ-সহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীনশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ।। অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু স এবাতিরথঃ স্মৃতঃ। রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ।।" ইতি।।৪-৬।।

বঙ্গানুবাদ—'অত্র'—সেনামধ্যে, 'মহেষ্বাসাঃ'—যাহাদের ইষ্বাসা অর্থাৎ ধনু মহৎ অর্থাৎ শত্রুগণ যাহা ছেদন করিতে অসমর্থ। 'যুযুধানঃ'—সাত্যকি, 'সৌভদ্রঃ'—অভিমন্যু, 'দ্রৌপদেয়াঃ'—যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব হইতে জাত প্রতিবিন্ধ্য প্রভৃতি। মহারথাদির লক্ষণ—ধনুর্ব্বিদ্গণের মধ্যে যিনি একাকী দশসহস্র ধনুর্ধারীর সহিত যুদ্ধ করেন এবং শস্ত্রশাস্ত্র প্রবীণ তিনিই 'মহারথ' বলিয়া খ্যাত। যিনি একাকী অসংখ্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি 'অতিরথ'। যিনি একজনের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি 'যোদ্ধা' এবং তাহার কম হইলে 'অর্দ্ধরথ' ।।৪-৬।।

অনুবর্ষিণী—যুযুধান, বীর সাত্যকি নামে পরিচিত। ইনি শ্রীকৃষ্ণের সারথি ছিলেন।

সৌভদ্র—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে অর্জ্জুন তদীয় ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করেন এবং তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন—(ভাঃ ১০।৮৬।৯-১২)। সেই সুভদ্রার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যুর জন্ম হয়।

দ্রৌপদেয়—দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 'যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ শ্রুতসেনো বৃকোদরাৎ। অর্জ্জুনাচ্ছ্রুতকীর্ত্তিস্তু শতানীকস্তু নাকুলিঃ।।" (ভাঃ ৯।২২।২৯-৩০) যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্যের, ভীম হইতে শ্রুতসেন, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীকের এবং সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মার জন্ম হয়। ।।৫-৬।।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে।।৭।।

অন্বয়—দ্বিজোত্তম! (হে দ্বিজবর) অস্মাকম্ (আমাদের মধ্যে) তু যে বিশিষ্টাঃ (পরম উৎকৃষ্ট ব্যক্তিগণ) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ (আমার সৈন্যগণের নেতাসমূহ) তান্ (তাহাদ্গিকে) নিবোধ (বুঝুন) তে সংজ্ঞার্থম্ (আপনার সম্যক্ অবগতির জন্য) তান্ ব্রবীমি (তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি)।।৭।।

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদের মধ্যেও যে সকল পরম উৎকৃষ্ট আমার সৈন্যের নেতা, তাহাদ্গিকেও অবগত হউন, আপনার অবগতির জন্য তাহাদিগের নাম বলিতেছি।।৭।।

বিশ্বনাথ—অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থম্।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—'নিবোধ'—জানুন। 'সংজ্ঞার্থং'—সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত।।৭।।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ।।৮।।

অন্বয়—ভবান্ (দ্রোণ) ভীষ্মঃ চ, কর্ণঃ চ, সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরবিজয়ী) কৃপঃ চ (কৃপাচার্য্য), অশ্বত্থামা (দ্রোণপুত্র), বিকর্ণঃ চ, (বিকর্ণ) সৌমদত্তিঃ (ভূরিশ্রবা), জয়দ্রথঃ (সিন্ধুরাজ)।।৮।।

অনুবাদ—আপনি স্বয়ং দ্রোণাচার্য্য, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তসূত ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ প্রভৃতি বীরগণ আমার পক্ষে আছেন।।৮।।

অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।।৯।।

অন্বয়—মদর্থে (আমার নিমিত্ত) ত্যক্তজীবিতাঃ (প্রাণত্যাগে সংকল্পবদ্ধ) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন) সর্ব্বে (সকলে) যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধে নিপুণ) অন্যে (পূর্ব্বকথিত ভিন্ন) চ বহবঃ (আরও অনেক) শূরাঃ (বীরসকল) সন্তি (আছেন)।।৯।।

অনুবাদ—আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে কৃতনিশ্চয় বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত সকলে যুদ্ধে নিপুণ আরও অনেক বীর আছেন।।৯।।

বিশ্বনাথ—সৌমদত্তির্ভূরিশ্রবাঃ। ত্যক্তজীবিতা ইতি জীবিত-ত্যাগেনাপি যদি মদুপকারঃ স্যাত্তদা তমপি কর্ত্তুং প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" ইতি ভগবদুক্তে দুর্য্যোধন-সরস্বতী সত্যমেবাহস্ম।।৮-৯।।

বঙ্গানুবাদ—'সৌমদত্তিঃ'—ভূরিশ্রবা। 'ত্যক্তজীবিতাঃ'—জীবিত বা

জীবন ত্যাগ করিয়া যদি মহৎ উপকার হয় তবে তাহাও করিতে প্রবৃত্ত এই অর্থ। বস্তুতঃ ভগবানের উক্তি—'আমাকর্ত্তৃক ইহারা পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছে, হে অর্জ্জুন তুমি নিমিত্তমাত্র (গী ১১।৩৩) এই বাক্যানুসারে দুর্য্যোধনের মুখে সরস্বতী সত্যই 'ত্যক্তজীবিত' অর্থাৎ মৃত বলিয়াছেন।।৮-৯।।

অনুবর্ষিণী—ভূরিশ্রবা—চন্দ্রবংশীয় সোমদত্ত নামক রাজার পুত্র মহাবীর ও মহাযশা। ইনি ভারতযুদ্ধে সাত্যকি-কর্ত্তৃক নিহত হন।

ত্যক্তজীবিত এই বিশেষণদ্বারা দুর্য্যোধন যেমন তৎপক্ষীয় সৈন্যগণের তৎপ্রতি অনুরাগের আধিক্য দেখাইয়াছেন অপরদিকে তেমন সরস্বতীদেবীও তাহারই মুখে তৎপক্ষীয় সৈন্যগণের তাহার জন্যই জীবনত্যাগের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

শস্ত্র—হস্তে ধারণ করিয়া যাহার দ্বারা অপরকে হত্যা করা যায়—খড়্গাদি। অস্ত্র—যাহা নিক্ষেপ করিয়া অপরকে নাশ করা যায়—বাণাদি।।৮-৯।।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্।।১০।।

অন্বয়—ভীষ্ম-অভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মদ্বারা সতর্কভাবে রক্ষিত) অস্মাকম্ (আমাদের) তদ্ বলম্ (তাদৃশ সৈন্যবল) অপর্য্যাপ্তম্ (অপ্রচুর) ভীম-অভিরক্ষিতম্ (ভীম-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত) এতেষাম্ (এই পাণ্ডবদিগের) ইদম্ বলম্ (এই সৈন্যবল) তু (কিন্তু) পর্য্যাপ্তম্ (প্রচুর)।।১০।।

অনুবাদ—ভীষ্ম-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত আমাদের সেই সৈন্যবল অপর্য্যাপ্ত, ভীম-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত পাণ্ডবদিগের সৈন্যবল কিন্তু পর্য্যাপ্ত।।১০।।

বিশ্বনাথ—অপর্য্যাপ্তম্ অপরিপূর্ণং পাণ্ডবৈঃ সহ যোদ্ধুমক্ষমমিত্যর্থঃ ভীষ্মেণাতিসূক্ষ্মবুদ্ধিনা শস্ত্রশাস্ত্র প্রবীণেনাভিতো রক্ষিতমপি ভীষ্মস্যোভয়-পক্ষপাতিত্বাৎ। এতেষাং পাণ্ডবানান্তু ভীমেন স্থূলবুদ্ধিনা শস্ত্রশাস্ত্রানভিজ্ঞেনাপি রক্ষিতং পর্য্যাপ্তং পরিপূর্ণম্ অস্মাভিঃ সহ যুদ্ধে প্রবীণমিত্যর্থঃ।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—'অপর্য্যাপ্তম্'—অপরিপূর্ণ, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম, এই অর্থ। 'ভীষ্মাভিরক্ষিতম্'—অতিসূক্ষ্মবুদ্ধি-শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণ

অভিত—সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইলেও (অপর্য্যাপ্ত) যেহেতু ভীষ্ম উভয়পক্ষপাতী। 'পর্য্যাপ্তম্ ভীমাভিরক্ষিতং'—কিন্তু এই পাণ্ডবগণের (বল) স্থূলবুদ্ধি অর্থাৎ শস্ত্র শাস্ত্র-অনভিজ্ঞ ভীম-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও পর্য্যাপ্ত-পরিপূর্ণ অর্থাৎ আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবীণ।।১০।।

অনুবর্ষিণী—ভীষ্ম অদ্বিতীয় বীর হইলেও উভয়পক্ষপাতী। সুতরাং তদ্দ্বারা পরিচালিত সৈন্য যুদ্ধে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিবে না; আর ভীম একপক্ষপাতী অর্থাৎ স্বপক্ষেই যুদ্ধনিরত। সুতরাং তদধীন সৈন্যসমূহ যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইবে।।১০।।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তুঃ ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি।।১১।।

অন্বয়—ভবন্তঃ (আপনারা) সর্ব্বে এব হি (সকলেই) সর্ব্বেষু অয়নেষু চ (সকল প্রবেশপথেই) যথাভাগম্ (স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে) অবস্থিতাঃ (সন্তঃ) (অবস্থিত হইয়া) ভীষ্মং এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিতে থাকুন)।।১১।।

অনুবাদ—অতপর আপনারা সকলে নিয়মিতরূপে বিভক্ত হইয়া সকল ব্যূহপ্রবেশপথে অবস্থান পূর্ব্বক ভীষ্মকেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।।১১।।

বিশ্বনাথ— 'তস্মাদ্যুষ্মাভিঃ সাবধানৈর্ভবিতব্যমিত্যাহ—অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু, যথাভাগং বিভক্তাঃ স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজৈবাবস্থিতা ভবন্তো ভীষ্মমেবাভিতস্তথা রক্ষন্তু।। যথান্যৈর্যুদ্ধমানোঽয়ং পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যতে, ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবিতমিতি ভাবঃ।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব আপনাদ্গিকে সাবধান থাকিতে হইবে; তাই বলিতেছেন—'অয়নেষু'—ব্যূহপ্রবেশমার্গে, 'যথাভাগমবস্থিতাঃ'—বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব রণভূমি পরিত্যাগ না করিয়াই অবস্থিত হউন এবং ভীষ্মকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন যাহাতে ইনি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পশ্চাৎ হইতে কোনও যোদ্ধৃকর্ত্তৃক হত না হন। ভীষ্মের বলই আমাদের জীবন, এইভাব।।১১।।

অনুবর্ষিণী—দুর্যোধন আচার্য্য দ্রোণ ও তৎপক্ষীয় যোদ্ধাগণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং সকলকে স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া পিতামহ ভীষ্মের রক্ষার জন্য ব্রতী হইতে বলিলেন। কেননা তিনিই একমাত্র ভরসাস্থল। তিনি যখন রণে প্রমত্ত হইবেন, তখন শত্রু বিনাশ করাই তাঁহার অনন্য কর্ম্ম হইবে, আত্মরক্ষায় লক্ষ্য থাকিবে না এবং সম্মুখে ব্যতীত অন্য কোন দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িবে না। অতএব আপনারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেই আমাদের রক্ষা হইবে।।১১।।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্।।১২।।

অন্বয়—প্রতাপবান্ (বিক্রমশালী) কুরুবৃদ্ধঃ (কুরুকুলদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ) পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্য হর্ষম্ (আনন্দ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে) সিংহনাদং বিনদ্য (সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া) শঙ্খং দধ্মৌ (শঙ্খনাদ করিলেন)।।১২।।

অনুবাদ—অনন্তর বিক্রমশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের আনন্দ উৎপাদনের নিমিত্ত সিংহতুল্য গর্জ্জনপূর্ব্বক উচ্চরবে শঙ্খধ্বনি করিলেন।।১২।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ স্বসম্মান-শ্রবণজনিতহর্ষঃ তস্য দুর্য্যোধনস্য ভয়বিধ্বংসনেন হর্ষং সংজনয়িতুং কুরুবৃদ্ধো ভীষ্ম—সিংহনাদমিতি উপমানে কর্ম্মানি চেতি ণমূন্-সিংহ ইব বিনদ্য ইত্যর্থঃ।।১২।।

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর নিজসম্মানশ্রবণজনিত হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া সেই দুর্য্যোধনের ভয় বিধ্বংসন ও হর্ষ-উৎপাদন করিবার জন্য কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম সিংহের ন্যায় বিশেষ শব্দ করিয়া এই অর্থ।।১২।।

অনুবর্ষিণী—দুর্য্যোধনের দ্রোণাচার্য্যের নিকট স্বীয় প্রশংসাসূচক বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বহুদর্শী, বিজ্ঞ, প্রবীণ, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম সহজেই দুর্য্যোধনের অন্তরভীতির কথা অবগত হইয়াছিলেন। তাহাছাড়া তিনি এই সমরের পরিণামও জানিতেন। সুতরাং তিনি যাহার আশ্রিত ও যাহার সেনাপতি, সেই দুর্য্যোধনের ভয় নাশ ও হর্ষোৎপাদনের জন্য বিপক্ষপক্ষের ভীতি উৎপাদনের চেষ্টায় সিংহের নাদের ন্যায় শঙ্খ

বাজাইলেন।।১২।।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ।।১৩।।

অন্বয়—ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাঃ (শঙ্খ সকল) চ (ও) ভের্য্যঃ (ভেরীসকল) চ পণব-আনক-গোমুখা (মাদল, ঢক্কা, রণশিঙ্গাসমূহ) সহসা এব (সহসাই) অভি-অহন্যন্ত (বাদিত হইল) সশব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (প্রচণ্ড হইল)।।১।।

অনুবাদ—অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, মাদল, পটহ, রণশিঙ্গা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রসমূহ সহসা বাজিয়া উঠিলে তুমুল শব্দ উৎপন্ন হইল।।১৩।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চোভয়ত্রৈব যুদ্ধোৎসাহঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—তত ইতি পণবাঃ মার্দ্দলাঃ আনকাঃ পটহাঃ গোমুখাঃ বাদ্যবিশেষাঃ ।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—তারপর উভয়পক্ষেই যুদ্ধোৎসাহ দেখা গেল, তাই বলিতেছেন—'ততঃ' ইত্যাদি। 'পনবাঃ'—মার্দ্দল, 'আনকাঃ'—পটহা, 'গোমুখাঃ'—বাদ্যবিশেষ।।১৩।।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ।।১৪।।

অন্বয়—ততঃ (তারপর) শ্বেতৈ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেতবর্ণ অশ্বযোজিত) মহতি স্যন্দনে (মহারথে) স্থিতৌ (অবস্থিত) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ (শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন) দিব্যৌ এব শঙ্খৌ (দিব্য শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন) ।।১৪।।

অনুবাদ—তারপর শ্বেতাশ্বযোজিত মহারথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খদ্বয় বাদন করিলেন।।১৪।।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ।।১৫।।

অন্বয়—হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত নামক শঙ্খ) ভীমকর্ম্মা (ঘোর কর্ম্মকারী) বৃকোদরঃ (ভীমসেন) পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র নামক) মহাশঙ্খ দধ্মৌ (মহাশঙ্খ বাজাইলেন)।।১৫।।

অনুবাদ—হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুন দেবদত্ত ও ঘোরকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন।।১৫।।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ।।১৬।।

অন্বয়—কুন্তীপুত্রঃ (কুন্তীনন্দন) রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয় নামক) নকুলঃ সহদেবঃ চ (নকুল ও সহদেব) সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয়) (বাজাইলেন) ।।১৬।।

অনুবাদ—কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক, নকুল সুঘোষ নামক এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাদন করিলেন।।১৬।।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ।।
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মঃ পৃথক্ পৃথক্ (।। ১৭-১৮।।)

অন্বয়—পৃথিবীপতে (হে ধরণীনাথ ধৃতরাষ্ট্র!) পরম ইষ্বাসঃ (মহাধনুর্দ্ধারী) কাশ্যঃ চ (কাশীরাজও) মহারথঃ শিখণ্ডী চ (মহারথ শিখণ্ডী) ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটশ্চ (ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বিরাট) অপরাজিতঃ (অজিত) সাত্যকিঃ চ (সাত্যকি) দ্রুপদঃ (দ্রুপদ রাজ) দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রৌপদীনন্দনগণ) মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ (মহাবাহু সুভদ্রাতনয়) সর্ব্বশঃ (সকলে পৃথক্ পৃথক্) শঙ্খান্ দধ্মুঃ (শঙ্খসকল বাজাইলেন)।।১৭-১৮।।

অনুবাদ—হে পৃথিবীনাথ ধৃতরাষ্ট্র! মহাধনুর্দ্ধারী কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদরাজ ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং সুভদ্রাতনয় মহাবাহু অভিমন্যু সকলেই পৃথক পৃথক শঙ্খ বাদন করিলেন।।১৭-১৮।।

বিশ্বনাথ—পাঞ্চজন্যাদয়ঃ শঙ্খাদীনাং নামানি। অপরাজিতঃ কেনাপি পরাজেতুমশক্যত্বাৎ অথবা চাপেন ধনুষা রাজিতঃ প্রদীপ্তঃ।।১৭-১৮।।

বঙ্গানুবাদ—'পাঞ্চজন্যাদি'—'শঙ্খাদির নামসমূহ। 'অপরাদিজতঃ'—কাহারও দ্বারা পরাজয় করিতে অশক্য অথবা ধনুর দ্বারা রাজিত—

প্রদীপ্ত।।১৭-১৮।।

অনুবর্ষিণী—পাঞ্চজন্যাদি শ্রীকৃষ্ণাদির শঙ্খসমূহের নাম।

'পাঞ্চজন্য'—সমুদ্রে পঞ্চজন নামে এক অসুর বাস করিত। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়া তদঙ্গজাত শঙ্খ গ্রহণ করেন বলিয়া উহার নাম পাঞ্চজন্য—(ভাঃ১০।৪৫।৪০-৪২ দ্রষ্টব্য)।

'ধনঞ্জয়'—অর্জ্জুনের দশটী নামের অন্যতম। সেই দশটী নাম—(সর্ব্বদা নির্ম্মল কর্ম্মকারী বলিয়া) অর্জ্জুন, (হিমালয় পর্ব্বতে উত্তরফাল্গুণী নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া) ফাল্গুন, (দুর্দ্ধর্ষ শত্রু-বিজেতা বলিয়া) জিষ্ণু, (ইন্দ্র তাহার মস্তকে কিরীট প্রদান করেন বলিয়া) কিরিটী, (শ্বেতাশ্বসংযুক্ত রথে যুদ্ধ করিতেন বলিয়া) শ্বেতবাহন, (যুদ্ধকালে কোন বীভৎস কর্ম্ম করেন নাই বলিয়া) বীভৎসু, (যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণকে পরাজয় না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না বলিয়া) বিজয়, (কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া পিতৃদত্ত নাম) কৃষ্ণ, (দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই ধনুচালনায় সুদক্ষ বলিয়া সব্যসাচী, এবং (সমস্ত জনপদ জয় করিয়া ধন সংগ্রহ করেন বলিয়া) ধনঞ্জয়। 'চাপরাজিতঃ' শব্দ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'চ + অপরাজিতঃ' ও 'চাপ + রাজিতঃ'।।১৭-১৮।।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্।।১৯।।

অন্বয়—স তুমুলঃ ঘোষঃ (সেই তুমুল শব্দ) নভঃ চ পৃথিবীং চ এব (আকাশ ও পৃথিবীকে) অভি-অনুনাদয়ন (প্রতিধ্বনিত করিয়া) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাম্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের) হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ (হৃদয় বিদীর্ণ করিল)।।১৯।।

অনুবাদ—সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে আপূরিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের অন্তর বিদীর্ণ করিতে লাগিল।।১৯।।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।।২০।।

অন্বয়—মহীপতে (হে পৃথিবীনাথ) অথ (অনন্তর) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (বানরকেতন অর্জ্জুন) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে) ব্যবস্থিতান্

দৃষ্ট্বা (যুদ্ধার্থ অবস্থিত দেখিয়া) শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে (শস্ত্রনিক্ষেপ আরম্ভ হইলে) ধনুঃ উদ্দম্য (ধনু উন্নয়ন পূর্ব্বক) তদা (তখন) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদম্ বাক্যম্ (এই বাক্য) আহ (কহিলেন)।।২০।।

অনুবাদ—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! অনন্তর আপনার পুত্রদিগকে সমরার্থ অবস্থিত দেখিয়া কপিধ্বজ অর্জ্জুন অস্ত্রপাতে উদ্যত হইলে পর গাণ্ডীব উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্য কহিলেন।।২০।।

অনুবর্ষিণী—কপিধ্বজ—শ্রীরাম-সেবক মহাবীর হনুমান-কর্ত্তৃক ধ্বজরূপে অনুগৃহীত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন।।২০।।

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে।।
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।।২১-২৩।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)! অচ্যুত (হে অচ্যুত!) যাবৎ (যে কাল পর্য্যন্ত) অহম্ (আমি) এতান্ যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ (এই সকল যুদ্ধার্থ অবস্থিত বীরগণকে) নিরীক্ষে (নিরীক্ষণ করি) অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধোদ্যমে) কৈঃ সহ (কাহাদিগের সহিত) ময়া যোদ্ধব্যম্ (আমার যুদ্ধ করিতে হইবে) অত্র যুদ্ধে (এই যুদ্ধে) দুর্ব্বুদ্ধেঃ (দুর্ব্বুদ্ধি) ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (প্রিয়কামী) যে এতে (যে সকল) সমাগতাঃ (সমুপস্থিত হইয়াছেন) (তান্) (সেই সকল) যোৎস্যমানান্ (যুদ্ধোৎসুকদিগকে) অহম্ (আমি) অবেক্ষে (অবলোকন করি) তাবৎ সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে (উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে) মে রথং (আমার রথকে) স্থাপয় (স্থাপন কর)।।২১-২৩।।

অনুবাদ—হে অচ্যুত! যে পর্য্যন্ত আমি যুদ্ধকামনায় অবস্থিত বীরগণকে নিরীক্ষণ করি এবং এই যুদ্ধোদ্যমে যাহাদিগের সহিত আমার সংগ্রাম করিতে হইবে এবং এই যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্যোধনের প্রিয়কামনায় যুদ্ধোৎসুক যে সকল বীরগণ সমাগত হইয়াছেন, যতক্ষণ তাহাদিগকে

আমি অবলোকন করি সেইকাল পর্য্যন্ত তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর।।২১-২৩।।

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্।।২৪।।
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি।।২৫।।

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)। ভারত! (হে ভরতবংশাবতংস!) গুড়াকেশেন (জিতনিদ্র অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক) এবং উক্ত (এইরূপ কথিত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে) সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাম্ (সকল নৃপতিগণের) চ (ও) ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ (ভীষ্মদ্রোণাদির সম্মুখে) রথ-উত্তম (মহারথ) স্থাপিয়ত্বা (স্থাপন করিয়া) উবাচ (কহিলেন) পার্থ (হে অর্জ্জুন!) এতান্ (এই সকল) সমবেতান্ (সম্মিলিত) কুরূন্ (কুরুদ্দিগকে) পশ্য ইতি (দেখ)।।২৪-২৫।।

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন। হে ভারত! গুড়াকেশ পার্থকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে সকল রাজগণের ও ভীষ্মদ্রোণাদির সম্মুখে উৎকৃষ্ট রথ স্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন—হে পার্থ! এই সমবেত কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর।।২৪-২৫।।

বিশ্বনাথ—হৃষীকেশঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ন্তাপি এবমুক্তঃ অর্জ্জুনেনাদিষ্টঃ অর্জ্জুন-বাগিন্দ্রিয়মাত্রেণাপি নিয়ম্যোঽভূদিতি অহো প্রেমবশ্যত্বংভগবত ইতি ভাবঃ। গুড়াকেশেন—গুড়া যথা মাধুর্য্যমাত্রপ্রকাশকাস্তত্থা স্বীয়স্নেহরসাস্বাদপ্রকাশকাঃ অকেশা বিষ্ণুঃব্রহ্মাশিবা যস্য তেন,—অকারো বিষ্ণুঃ, কো ব্রহ্মা, ঈশো মহাদেবঃ। যত্র সর্ব্বাবতারি-চূড়ামণীন্দ্রঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব প্রেমাধীনঃ সন্ আজ্ঞানুবর্ত্তী বভূব, তত্র গুণাবতারত্বাত্তদংশা বিষ্ণুব্রহ্মরুদ্রাঃ কথমৈশ্বর্য্যং প্রকাশয়ন্তু? কিন্তু স্বকর্ত্তৃকং স্নেহরসং প্রকাশ্যৈব স্বং স্বং কৃতার্থং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভগবতা পরমব্যোমনাথেনাপি—"দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা" ইতি যদ্বা, গুড়াকা

নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণেত্যর্থঃ। অত্রাপি ব্যাখ্যায়াং—সাক্ষান্মায়ায়া অপি নিয়ন্তা যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, স চাপি যেন প্রেম্না বিজিত্য বশীকৃতঃ তেনার্জ্জুনেন মায়াবৃত্তির্নিদ্রা বরাকী জিতেতি কিং চিত্রমিতি ভাবঃ। ভীষ্মদ্রোণয়োঃ প্রমুখতঃ প্রমুখে সম্মুখে সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাঞ্চ। প্রমুখত ইতি—সমাস-প্রবিষ্টেঽপিপ্রমুখতঃ-শব্দ আকৃষ্যতে।।২৪-২৫।।

বঙ্গানুবাদ—'হৃষীকেশঃ'—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হইয়াও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক 'উক্ত' অর্থাৎ আদিষ্ট, অর্জ্জুনের কেবল বাগিন্দ্রিয়দ্বারাই নিয়ম্য অর্থাৎ বশ্য হইলেন। অহো! ভগবানের প্রেমবশ্যত্ব—এই ভাব। 'গুড়াকেশেন'—গুড়া—গুড় যেরূপ মাধুর্য্য মাত্র প্রকাশক সেইরূপ স্বীয় স্নেহ রসাস্বাদ প্রকাশক, অকেশা—বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব যাহার তাহাদ্বারা;—অ—বিষ্ণু, ক—ব্রহ্মা, ঈশ—মহাদেব। যেখানে (অর্জ্জুনের নিকট) সর্ব্বাবতারি-চূড়ামনীন্দ্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই প্রেমাধীন হইয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, সেখানে গুণাবতার বলিয়া তাঁহার অংশসমূহ—বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র কি প্রকারে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবেন? কিন্তু স্বকর্ত্তৃক স্নেহরস প্রকাশ করিয়াই নিজকে নিজকে কৃতার্থ মনে করেন এই অর্থ। যেমন শ্রীভগবান্ পরব্যোমনাথও বলিয়াছেন (ভাঃ ১০।৮৯।৫৮)—'আমি আপনাদের দর্শনাভিলাষেই বিপ্রতনয়গণকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছি।' অথবা গুড়াকা—নিদ্রা, তাহার ঈশ, জিতনিদ্র— এই অর্থ। এই ব্যাখায়ও—সাক্ষাৎ মায়ারও নিয়ন্তা যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি যাঁহার প্রেমদ্বারা বিজিত হইয়া বশীকৃত, সেই অর্জ্জুন মায়াবৃত্তিরূপা বরাকী নিদ্রাকে যে বশীভূত করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই ভাব। 'ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ—ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রমুখে—সম্মুখে 'সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং'—রাজন্যবর্গের। প্রমুখতঃ সমাসবদ্ধ হইয়াও 'প্রমুখতঃ' শব্দ 'সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং' পদের সহিত যুক্ত হইয়াছে।।২৪-২৫।।

অনুবর্ষিণী—হৃষীকেশ—হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের ঈশ। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ অথবা পরমাত্মা বলিয়া ইন্দ্রিয়বর্গ যাঁহার বশে অবস্থিত অর্থাৎ অধীন।

'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন গুণ অবতার। 'ত্রিগুণ অঙ্গীকরি' করে সৃষ্ট্যাদি

ব্যবহার।। ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার। পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ আকার।।' (চৈ চঃ মঃ ২০ পঃ)।

সর্ব্বাবতারের অবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যখন ভক্ত অর্জ্জুনের প্রেমাধীন, তখন তাঁহারই গুণাবতার, অংশ-সকল যে সেই অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহরসেরই প্রকাশক হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব গুড় যেমন কেবল মধুর রসেরই প্রকাশক, তদ্রূপই মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতারসকলও যাঁহার সম্বন্ধে ভগবৎপ্রেমরসাস্বাদ পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তিনিই 'গুড়াকেশ'।

ভক্ত অর্জ্জুনকে 'গুড়াকেশ'—কেবলমাত্র 'জিতনিদ্র' বলিলে তাঁহার অলৌকিক মহিমার অগৌরবই হয়। কেননা, যিনি প্রেমসেবায় মায়ার নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন, সেই মায়ার বৃত্তি—ক্ষুদ্রা নিদ্রাকে জয় করা, অপরের পক্ষে আশ্চর্য্যজনক হইলেও তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিৎকরই। তবে গুড়াকা—নিদ্রালক্ষণা মায়া তদীশ—'জিতমায়' হইতে পারে।।২৪-২৫।।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।।২৬।।

অন্বয়—অথ (অনন্তর) পার্থঃ অপি (অর্জ্জুনও) তত্র (সেই স্থানে) উভয়োঃ সেনয়োঃ (উভয় সেনার মধ্যে) স্থিতান্ (বিদ্যমান) পিতৄন্ (পিতৃব্য সকল) পিতামহান্ (পিতামহগণ) আচার্য্যান্ (আচার্য্যসমূহ) মাতুলান্ (মাতুলবর্গ) ভ্রাতৄন্ (ভ্রাতৃসকল) পুত্রান্ (পুত্রবর্গ) পৌত্রান্ (পৌত্রসকল) তথা সখীন্ (সখাবৃন্দ) শ্বশুরান্ (শ্বশুরগণ) চ (এবং) সুহৃদঃ এব (সুহৃদ্গণকেই) অপশ্যৎ (দেখিলেন)।।২৬।।

অনুবাদ—অনন্তর অর্জ্জুন সেই স্থানে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, তথা সখা, শ্বশুর এবং সুহৃদসমূহকেই দর্শন করিলেন।।২৬।।

বিশ্বনাথ—দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তান্।।২৬।।

বঙ্গানুবাদ—দুর্য্যোধনাদির যে পুত্র-পৌত্রগণ, তাহাদিগকে ।।২৬।।

অনুবর্ষিণী—সখা—সমান প্রকৃতিবিশিষ্ট আত্মীয়; সুহৃদ্—শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়।।২৬।।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।।২৭।।

অন্বয়—সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই কুন্তীতনয়) অবস্থিতান্ (অবস্থিত) তান্ সর্ব্বান্ (সেই সকল) বন্ধূন্ (বন্ধুদ্দিগকে) সমীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) পরম কৃপয়া আবিষ্টঃ (অতিশয় দয়াপরবশ হইয়া) বিষীদন্ (দুঃখ করিতে করিতে) ইদম্ (ইহা) অব্রবীৎ (বলিলেন)।।২৭।।

অনুবাদ—কুন্তীতনয় অর্জ্জুন সমুপস্থিত সেইসকল বন্ধুবর্গকে দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন।।২৭।।

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।।২৮।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) যুযুৎসূন্ (যুদ্ধাভিলাষী) ইমান্ স্বজনান্ (এই আত্মীয়গণকে) সমবস্থিতান্ (সমবেত) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) মম (আমার) গাত্রাণি (অঙ্গসকল) সীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে) মুখং চ (মুখ ও) পরিশুষ্যতি (বিশুষ্ক হইতেছে)।।২৮।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যুদ্ধাভিলাষী এই সকল আত্মীয়স্বজনকে সমবস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গসকল অবসন্ন ও মুখ বিশুষ্ক হইতেছে।।২৮।।

বিশ্বনাথ—দৃষ্ট্বেত্যত্রস্থিতস্যেত্যধ্যাহার্য্যম্।।২৮।।

বঙ্গানুবাদ—দৃষ্ট্বা—এইস্থানে 'স্থিতস্য' পদ উহ্য।।২৮।।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।।২৯।।

অন্বয়—মে (আমার) শরীরে (দেহে) বেপথুঃ (কম্প) চ রোমহর্ষঃ (রোমাঞ্চ) চ জায়তে (জন্মিতেছে), হস্তাৎ (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব ধনু) স্রংসতে (বিস্রস্ত হইতেছে) ত্বক্ চ (চর্ম্মও) পরিদহ্যতে (দগ্ধ

হইতেছে)।।২৯।।

অনুবাদ—আমার দেহে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব-ধনু স্খলিত হইতেছে এবং চর্ম্মও পরিদগ্ধ হইতেছে।।২৯।।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।।৩০।।

অন্বয়—কেশব! (হে কেশব!) অবস্থাতুম্ (স্থির থাকিতে) চ ন শক্নোমি (আর পারিতেছি না) মে মনঃ চ (আমার মনও) ভ্রমতি ইব (যেন ঘুরিতেছে) বিপরীতানি নিমিত্তানি চ (এবং বিভিন্ন দুর্ল্লক্ষণ) পশ্যামি (দেখিতেছি)।।৩০।।

অনুবাদ—হে কেশব! আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার মনও যেন ঘুরিতেছে। আমি কেবল বিপরীতভাবযুক্ত দুর্ল্লক্ষণসমূহ দেখিতেছি।।৩০।।

বিশ্বনাথ—বিপরীতানি নিমিত্তানি ধননিমিত্তকোঽয়মত্র মে বাস ইতি-বন্নিমিত্তশব্দোঽয়ং প্রয়োজনবাচী। ততশ্চ যুদ্ধে বিজয়িনো মম রাজ্যলাভাৎ সুখং ন ভবিষ্যতি, কিন্তু তদ্বিপরীতমনুতাপদুঃখমেব ভাবীত্যর্থঃ।।৩০।।

বঙ্গানুবাদ—'বিপরীতানি নিমিত্তানি'—'ধনের নিমিত্ত এই স্থানে আমার এই বাস' এখানে যেমন, সেইরূপ নিমিত্তশব্দ প্রয়োজনবাচী, তাহার পর যুদ্ধে বিজয়ী আমার রাজ্যলাভহেতু সুখ হইবে না, কিন্তু তদ্বিপরীত অনুতাপ-দুঃখই হইবে, এই অর্থ।।৩০।।

অনুবর্ষিণী—বিপরীত নিমিত্তসমূহ—অনিষ্টসূচক লক্ষণসমূহ—বামনেত্র স্ফুরণাদি ও আকাশে শকুনাদি দর্শন।

কেশব—ভক্ত অর্জ্জুন, ভগবানকে 'কেশব' শব্দে সম্বোধন করিয়া স্বীয় হৃদ্গতভাব জানাইয়াছেন যে, আপনি কেশীপ্রভৃতি দুষ্ট দমন করিলেও সর্ব্বদা ভক্তগণকে পালন করেন, অতএব শোকমোহ দূর করিয়া আমাকেও পালন করিতে হইবে।।৩০।।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।।৩১।।

অন্বয়—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং (আত্মীয়কে) হত্বা (বিনাশ করিয়া) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) চ ন অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না) বিজয়ং চ (বিজয়ও) ন কাঙ্ক্ষে (চাহিনা) রাজ্যং সুখানি চ (রাজ্য এবং সুখ) ন কাঙ্ক্ষে—(আকাঙ্ক্ষা করি না)।।৩১।।

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে আত্মীয়গণকে নিধন করিয়া কোন শ্রেয় দেখিতেছি না। আমি যুদ্ধে বিজয় এবং রাজ্য ও সুখ আকাঙ্ক্ষা করি না।।৩১।।

বিশ্বনাথ—শ্রেয়ো ন পশ্যামীতি "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড়্যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ।।" ইত্যাদিনা হতস্যৈব শ্রেয়োবিধানাৎ, হন্তস্তু ন কিমপি সুকৃতম্। ননু দৃষ্টং ফলং যশোরাজ্যং বর্ত্ততে যুদ্ধস্যেতি, অত আহ—ন কাঙ্ক্ষ ইতি।।৩১।।

বঙ্গানুবাদ—"শ্রেয়ো ন পশ্যামি'—শ্রেয়ঃ দেখি না যোগযুক্ত পরিব্রাজক এবং সংগ্রামে নিহত বীর—এই দ্বিবিধ পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করেন।' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা হত ব্যক্তিরই শ্রেয়ো বিহিত হইয়াছে, কিন্তু হন্তার কোনপ্রকারও সুকৃত নাই। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে—দৃষ্টফল যশঃ ও রাজ্য আছে, যুদ্ধ কর, অতএব বলিলেন—'ন কাঙ্ক্ষ' ইত্যাদি।।৩১।।

অনুবর্ষিণী—যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির শুভফল হয়—'রাজা বা রাজপুত্রো বা সেনাপতিরথাপি বা। হতঃ ক্ষত্রেণ যঃ শূরস্তস্য লোকোঽক্ষয়ো ধ্রুবঃ।। (বহ্নিপুরাণ) অর্জ্জুন বিচার করিলেন যে, তিনি যোগযুক্ত পরিব্রাজক নহেন, অথবা যুদ্ধে তাহার নিহত হইবার কামনা নাই। সুতরাং জয়লাভার্থী হন্তার পারলৌকিক শ্রেয়োলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। যেরূপ ভোজনে ইচ্ছারহিত ব্যক্তির রন্ধনে প্রবৃত্তি হয় না তদ্রূপ রাজ্যাদি স্পৃহা-রহিত আমারও বিজয়ে প্রবৃত্তি নাই।।৩১।।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।।৩২-৩৪।।

অন্বয়—গোবিন্দ! (হে গোবিন্দ!) নঃ (আমাদের) রাজ্যেন কিং (রাজ্যে কি প্রয়োজন) ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং (বিষয় ভোগ বা জীবনধারণের কি প্রয়োজন?) যেষাম্ অর্থে (যাহাদের নিমিত্ত) নঃ (আমাদের) রাজ্যং (রাজত্ব) ভোগাঃ (ভোগসমূহ) সুখানি চ (এবং সুখ সকল) কাঙ্ক্ষিতং (প্রার্থিত) তে ইমে (সেই ইহারা) আচার্য্যাঃ (আচার্য্যগণ) পিতরঃ (পিতৃব্যসকল) পুত্রাঃ (পুত্র সকল) তথা এব চ (সেই প্রকারেই) পিতামহাঃ (পিতামহগণ) মাতুলাঃ (মাতুলবর্গ) শ্বশুরাঃ (শ্বশুর সমূহ) পৌত্রাঃ (পৌত্রসকল) শ্যালাঃ (শ্যালকগণ) সম্বন্ধিনঃ ((সম্বন্ধিগণ) প্রাণান্ ধনানি চ (প্রাণ ও ধন সমূহ) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (যুদ্ধস্থলে উপস্থিত), মধুসূদন! (হে মধুসূদন!) ঘ্নতঃ অপি (হত হইলেও) এতান্ (ইহাদ্দিগকে) হন্তুম্ (হনন করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না)।।৩২-৩৪।।

অনুবাদ—হে গোবিন্দ! আমাদের আর রাজ্যের কি ফল? ভোগ বা জীবনধারণেই কি প্রয়োজন, যাহাদের জন্য রাজ্য ও সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করা হয় সেই ইহারা অর্থাৎ আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র ও পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিবর্গ সকলেই প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে অবস্থিত হইয়াছেন। অতএব হে মধুসূদন! ইহারা আমাদ্দিগকে বধ করিলেও ইহাদ্দিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না।।৩২-৩৪।।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্ন মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।।৩৫।।

অন্বয়—জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন!) মহীকৃতে (ক্ষিতিলাভের নিমিত্ত) কিং নু (বা কি কথা) ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ অপি (এমন কি ত্রিলোকের রাজত্বের নিমিত্তও) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধনাদিকে) নিহত্য (নিধন করিয়া) নঃ (আমাদের) কা প্রীতিঃ স্যাৎ (কি সুখ হইবে)।।৩৫।।

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন! পৃথিবীর নিমিত্ত, এমন কি ত্রিলোকের আধিপত্য পাইলেও দুর্য্যোধনাদিকে নিধন করিয়া আমাদের কি প্রীতিলাভ হইবে?।।৩৫।।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।।৩৬।।

অন্বয়—মাধব! (হে মাধব!) এতান্ (এই সকল) আততায়িনঃ (আততায়িগণকে বা শত্রুদিগকে) হত্বা (হত্যা করিয়া) অস্মান্ (আমাদ্দিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে) তস্মাৎ (সেই হেতু) বয়ম্ (আমরা) সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (বান্ধবগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে) হন্তুম্ (বধ করিতে) ন অর্হা (সমর্থ নহি), হি (যেহেতু) স্বজনং হত্বা (স্বজন হত্যা করিয়া) কথং (কি প্রকারে) সুখিনঃ (আনন্দিত) স্যাম (হইব)।। ৩৬।।

অনুবাদ—হে মাধব! এই সকল আততায়িদ্দিগকে বধ করিয়া আমাদিগের পাপই আশ্রয় করিবে। সুতরাং সবান্ধব দুর্যোধনাদিকে বধ করা আমাদের উচিত নহে। যেহেতু আত্মীয়কে বিনাশ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব?।।৩৬।।

বিশ্বনাথ—ননু "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ।।" ইতি, "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি ভারত।।" ইত্যাদি বচনাদেষাং বধ উচিত এবেতি তত্রাহ—পাপমিতি। এতান্ হত্বা স্থিতানস্মান্। আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং ধর্ম্মশাস্ত্রাদ্দুর্ব্বলম্; যদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন— "অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্মৃতম্" ইতি; তস্মাদাচার্য্যাদীনাং বধে পাপং স্যাদেব। ন চৈহিকং সুখমপি স্যাদিত্যাহ—স্বজনমিতি।।৩৬।।

বঙ্গানুবাদ—যদি প্রশ্ন হয় যে,—'অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রপাণি, ধনাপহারী, ক্ষেত্র ও দারাপহারী—এই ছয়জন আততায়ী।' আততায়ীকে আসিতে দেখিলে অবিচারে হত্যা করিতে হইবে। হে ভারত, আততায়িবধে হন্তার দোষ হয় না— ইত্যাদি বচনানুসারে ইহাদের বধই উচিত। তদুত্তরে বলিলেন—'পাপম্' ইত্যাদি। 'এতান্ হত্বা'—ইহাদ্দিগকে বধ করিয়া স্থিত 'অস্মান্—আমাদ্দিগকে। 'আগমনকারী আততায়ীকে'—ইত্যাদি অর্থশাস্ত্র

ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে দুর্ব্বল; যেমন যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'অর্থশাস্ত্র হইতে কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রকে প্রবল জানিতে হইবে।' সেইহেতু আচার্য্যাদির বধে পাপ হইবেই। এমন কি ঐহিক সুখও হইবে না, তাই বলিতেছেন—'স্বজনম্' ইত্যাদি।।৩৬।।

অনুবর্ষিণী—স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে ছয় প্রকার আততায়ীকে বধ করিলে কোন পাপ হয় না বটে কিন্তু বেদোক্ত—'মা হিংসাৎ সর্ব্বভূতানি' অর্থাৎ কোন জীবেরই হিংসা করিবে না—এই শ্রুতিবাক্যই এস্থলে প্রবল বলিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক। যেহেতু যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন—স্মৃতির বিরোধ হইলে ব্যবহারানুসারে ন্যায়ের শাসনই বলবান্ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রদত্ত ব্যবস্থা বলবান্ বলিয়া জানিবে।'—এই বিচারে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আততায়ী হইলেও তাহাদ্গিকে বধ করিলে পাপ হইবে বলিয়া অর্জ্জুন বিবেচনা করিলেন। আমরা অর্জ্জুনের আর একটী আচরণেও দেখিতে পাই যে, এই যুদ্ধের অবসানে পাণ্ডবগণের পুত্রঘাতী অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ধৃত ও বদ্ধ হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহা'। (ভাঃ ১।৭।৩৯) অর্থাৎ (হে শূর), এই শস্ত্রপাণি স্বজনহন্তা পাপিষ্ঠকে বধ কর। সেস্থলেও অর্জ্জুন ভগবানের আদেশ অপালন করিয়াই সেই শত্রুকে স্বশিবিরে আনয়ন করেন। উদারহৃদয়া দ্রৌপদী সেই পুত্রহন্তা গুরুপুত্রকে ক্ষমা করিতে বলিলেন, আর ভীমসেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিবার পরামর্শ দিলেন। তখন সন্দিগ্ধমনা সখা অর্জ্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবান্ চতুর্ভুজমুর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং দুই ভুজে ভীম ও দুইভুজে দ্রৌপদী কে নিবারণ করিয়া এই কথা বলিলেন—'ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ। ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনম্।। (ভাঃ ১।৭।৫৩) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অধম হইলেও বধ্য নহে। পক্ষান্তরে, শস্ত্রপাণি প্রাণঘাতক বধযোগ্য; শাস্ত্রকাররূপে আমার ব্যবস্থাপিত যে বিধানদ্বয় চলিয়া আসিতেছে, পরস্পর ভিন্ন হইলেও তুমি সেই দুইটী বিধি পরিপালন কর। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়—এই ব্যক্তির বধ ও অবধ— জানিতে পারিয়া মহাবীর অর্জ্জুন ব্রহ্মবন্ধু অশ্বত্থামার কেশের সহিত মস্তক-জাত মণি

ছেদন করিয়া তাহাকে শিবির হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন।

অর্জ্জুন বলিলেন যে পাপানুষ্ঠান করিয়া কেহই সুখী হয় না সুতরাং পারলৌকিক সুখত দূরের কথা ঐহিক সুখও হইবে না। মনুসংহিতায় পাওয়া যায়—'বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্।।' অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি ধর্ম্মের এই চারি প্রকার লক্ষণ। তাই অর্জ্জুন বলিলেন—স্বজন অর্থাৎ স্বজনের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ বেদ ও সদাচার বিরুদ্ধ এবং আত্মগ্লানিপ্রদ।।৩৬।।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্।।৩৭।।
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন।।৩৮।।

অন্বয়—জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন!) যদি অপি (যদিও) এতে (ইহারা) লোভ-উপহত-চেতসঃ (লোভদ্বারা বিনষ্টচিত্ত) কুলক্ষয়কৃতং দোষং (বংশনাশ-জনিত দোষ) মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ (মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পাইতেছে না) (তথাপি) কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ (কুলক্ষয়কৃত দোষ-দর্শনকারী) অস্মাভিঃ (আমাদের দ্বারা) অস্মাৎ পাপাৎ (এই পাপ হইতে) নিবর্ত্তিতুম্ (নিবৃত্তির নিমিত্ত) কথম্ ন জ্ঞেয়ম্ (কেন জ্ঞান হইবে না)।। ৩৭-৩৮।।

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন! রাজ্যলোভে হতবুদ্ধি হইয়া দুর্য্যোধনাদি কুলক্ষয়-জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক দেখিতেছেন না। কিন্তু আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ দর্শন করিয়াও এই পাপ হইতে কেন নিবৃত্ত হইব না?।।৩৭-৩৮।।

বিশ্বনাথ—নন্বেতে তর্হি কথং যুদ্ধে বর্ত্তন্তে তত্রাহ—যদ্যপীতি।।৩৭।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, তাহা হইলে ইহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যদ্যপি' ইত্যাদি।। ৩৭।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুন দেখিলেন যে এই যুদ্ধে দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য, শল্য, শকুনি প্রভৃতি মাতুল, ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধ, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,

জ্ঞাতি এবং জয়দ্রথ প্রভৃতি কুটুম্ব উপস্থিত রহিয়াছেন। যাঁহাদের সহিত বিরোধ শাস্ত্রনিষিদ্ধ,—(ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্য মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ। বালবৃদ্ধাতুরৈর্ব্বৈদ্যজ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ।।...বিবাদং ন সমাচরেৎ।।' (মনুসংহিতা) তাঁহাদিগেরই অঙ্গে অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে হইবে। তাই তিনি স্বজনবর্গের সহিত যুদ্ধের অনিচ্ছা জানাইলেন। কিন্তু তবে ইহারা যুদ্ধেপ্রবৃত্ত কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, দুর্য্যোধনাদি আমাদের ন্যায়তঃ প্রাপ্য রাজ্যলোভে প্রলুব্ধ হইয়া হিতাহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধশূন্য হইয়াছেন। সেইজন্য তাহারা কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহ-জনিত পাপের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অপহৃত রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করাই আমাদের বাসনা। সুতরাং অপরের বিত্তহরণ বা রাজ্য যে কোন উপায়ে গ্রহণ করার লোভ আমাদের নাই। অতএব যদিও তাহারা বিগর্হিত ব্যাপারে নিযুক্ত, আমরা কেন তাহাতে প্রবৃত্ত হইব?।।৩৭-৩৮।।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত।।৩৯।।

অন্বয়—কুলক্ষয়ে (কুলনাশে) সনাতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ (কুলপরম্পরা-প্রাপ্ত ধর্ম্মসমূহ) প্রণশ্যন্তি (ধ্বংস হয়) ধর্ম্মে নষ্টে (ধর্ম্ম নষ্ট হইলে) অধর্ম্মঃ (অধর্ম্ম) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) উত (ও) কুলং (কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত করে)।।৩৯।।

অনুবাদ—কুলক্ষয় হইলে পরম্পরাগত সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে অধর্ম্ম সমগ্র কুলকেও অভিভূত করে।।৩৯।।

বিশ্বনাথ—কুলক্ষয় ইতি। সনাতনাঃ কুলপরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন বহুকালতঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ।।৩৯।।

বঙ্গানুবাদ—'কুলক্ষয়' ইত্যাদি। 'সনাতনাঃ'—কুলপরম্পরা-প্রাপ্ত বলিয়া বহুকাল হইতে প্রাপ্ত, এই অর্থ।।৩৯।।

অনুবর্ষিণী—কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত—পিতৃ-পিতামহাদি-পরম্পরাগত।। ৩৯।।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদূষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।।৪০।।

অন্বয়—কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) অধর্ম্মাভিভবাৎ (অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইবার ফলে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলনারীগণ) প্রদূষ্যন্তি (দুষিতা হয়) বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত কৃষ্ণ) স্ত্রীষু দুষ্টাসু (কুলনারীগণ কুলটা হইলে)। বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) জায়তে (উৎপন্ন হয়)।।৪০।।

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! কুল অধর্ম্মদ্বারা অভিভূত হইলে কুলস্ত্রী সকল ভ্রষ্টা হয়। স্ত্রীগণ ভ্রষ্টা হইলে, হে বৃষ্ণিবংশাবতংস, বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়।।৪০।।

বিশ্বনাথ—প্রদূষ্যন্তীতি অধর্ম্ম এব তা ব্যভিচারে, প্রবর্ত্তয়তীতি ভাবঃ।।৪০।।

বঙ্গানুবাদ—'প্রদুষ্যন্তি' ইত্যাদি। অধর্ম্মেই অর্থাৎ তাহাদ্গিকে ব্যাভিচারে প্রবৃত্ত করে, এই ভাব।।৪০।।

অনুবর্ষিণী—পুরুষ সকল ধর্ম্মহীন ও আচার ভ্রষ্ট হইলে কুলরমণীগণও স্বেচ্ছানুরূপ পথে বিপথগামিনী হইবে। সেই সময় জারজ সন্তানের উৎপত্তিবশতঃ বংশমহিমা একবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। মনুসংহিতায় পাওয়া যায় যে, বেণরাজার সময়ে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হয়। গরুড় পুরাণ ৯ম অধ্যায়ে বর্ণসঙ্কর জাতির বিবরণ জানা যায়।।৪০।।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।।৪১।।

অন্বয়—সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলঘ্নানাং (কুলনাশকদিগের) কুলস্য চ (এবং কুলের) নরকায় এব (নরকের নিমিত্তই হয়) এষাং (ইহাদিগের) পিতরঃ লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ (সন্তঃ) (পিতৃপুরুষ পিণ্ড-জলহীন হওয়ায়) পতন্তি হি (নিশ্চয় পতিত) হয়।।৪১।।

অনুবাদ—বর্ণসঙ্করগণ কুলনাশকদ্গিকে এবং কুলকে নরকগামী করে। ইহাদের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ড ও জলহীন হইয়া নিশ্চয়ই পতিত হয়।।৪১।।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মা কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।।৪২।।

অন্বয়—কুলঘ্নানাং (কুলনাশকদিগের) এতৈঃ (এই সকল) **বর্ণসঙ্করকারকৈঃ (বর্ণসঙ্কর-কারক)** দোষৈঃ (দোষ **দ্বারা) শাশ্বতাঃ**

(সনাতন) জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ (বর্ণধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম) উৎসাদ্যন্তে (বিলুপ্ত হয়)।।৪২।।

অনুবাদ—কুলনাশকদিগের এই সকল দোষ দ্বারা সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন হইয়া থাকে।।৪২।।

বিশ্বনাথ—দোষৈরিতি উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে।।৪২।।

বঙ্গানুবাদ—'দোষৈঃ' ইত্যাদি। উৎসাদ্যন্তে—লোপ করিবে।।৪২।।

অনুবর্ষিণী—বর্ণসাঙ্কর্য্য দোষ হইলে সেই কুলে পিতৃপিতামহাদি পরম্পরা ক্রমে পরিচালিত পবিত্র কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয় এবং ব্রাহ্মণাদি ভেদে যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে তাহাও লোপ পায়।

জাতিধর্ম্ম—অধ্যাপন, অধ্যয়নাদি ব্রাহ্মণের, প্রজারক্ষা, দানাদি ক্ষত্রিয়ের; পশুপালনাদি বৈশ্যের এবং সকলবর্ণের শুশ্রূষাদি শূদ্রের বর্ণ বা জাতিধর্ম্ম।। ৪২।।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তংবাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।।৪৩।।

অন্বয়—জনার্দ্দন (হে জনার্দন!) উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (কুলধর্ম্মরহিত) মনুষ্যাণাং (মনুষ্যদিগের) নরকে নিয়তং বাসঃ ভবতি (নরকে নিয়ত বাস হয়) ইতি অনুশুশ্রুম (ইহা শুনিয়াছি)।।৪৩।।

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন! কুলধর্ম্ম-রহিত মনুষ্যদিগের অনন্তকাল নরকে বাস হয়—এইরূপ শুনিয়াছি।।৪৩।।

অহো বত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।।৪৪।।

অন্বয়—আহোবত (হায় কি কষ্ট!) বয়ম (আমরা) মহৎ পাপং (মহাপাপ) কর্ত্তুম্ (করিতে) ব্যবসিতাঃ (কৃতসংকল্প), যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যসুখের লোভে) স্বজনম্ হন্তুং (আত্মীয় বিনাশ করিতে) উদ্যতাঃ (প্রস্তুত)।।৪৪।।

অনুবাদ—হায়! কি কষ্ট! আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজন-বিনাশে উদ্যত হইয়া মহাপাপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।।৪৪।।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।।৪৫।।

অন্বয়—যদি অপ্রতীকারম্ (আত্মরক্ষায় চেষ্টা-শূন্য) অশস্ত্রং (অস্ত্রবিহীন) মাং (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্ত্তরাষ্ট্রা (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তাহা) মে (আমার) ক্ষেমতরং (অপেক্ষাকৃত হিতকর) ভবেৎ (হইবে)।।৪৫।।

অনুবাদ—যদি অস্ত্রহীন, প্রতীকার-রহিত আমাকে অস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত করে তাহা আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর হইবে।।৪৫।।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ।।৪৬।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সৈন্যদর্শনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন) শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোক-কাতর চিত্ত) অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন) এবং (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং (বাণ সহিত ধনু) বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) রথোপস্থে (রথের উপরে) উপাবিশৎ (উপবেশন করিলেন)।।৪৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে প্রথমাধ্যায়স্য অন্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন শোকাকুলচিত্ত অর্জ্জুন এই বলিয়া যুদ্ধস্থলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথের উপর উপবেশন করিলেন।।৪৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে প্রথমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—সংখ্যে সংগ্রামে। রথোপস্থে রথোপরি।।৪৬।।

ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—সংখ্যে—সংগ্রামে। রথোপস্থে—রথোপরি। ।।৪৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রথমাধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত

সাধুজন সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুবর্ষিণী—ভক্ত অর্জ্জুন স্বীয় আরাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। শোকমোহমুক্ত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান শোকমোহযুক্ত জগজ্জীবকে নিজপাদপদ্মে আকর্ষণ করিবেন জানিয়া সেই লীলার অনুকূলে তিনি আরাধ্যদেবতাকে উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখিবার জন্য বলিয়াছিলেন। এখন তিনি দেখিলেন যে, রণক্ষেত্রে উভয়-পক্ষে সমাগত লোকদিগকে উপদেশ প্রদানের এই উপযুক্ত স্থান ও সময়। তাই তিনি শোকমোহ দ্বারা সংবিগ্নচিত্তজনেরই ন্যায় সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই এবং সেই রথের উপরেই বসিলেন। ভগবান্ও সেই স্থানে ও সেই রথেই বিদ্যমান্ থাকিয়া অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতাশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন।

আলোচ্য শ্লোকে 'শোকসংবিগ্নমানসঃ' শব্দে অর্জ্জুনকে শোকাকুলচিত্ত জানা গেলেও বস্তুতঃ তাঁহার শোকাদি নাই। ভীষ্মস্তোত্রেও দেখা যায়—'ব্যবহিত পৃতনামুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধাদ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা। কুমতিমহরদাত্মবিদ্যয়া যশ্চরণরতিঃ পরমস্য মেঽস্তু তস্য।। (ভাঃ ১।৯।৩৬) অর্থাৎ দুরস্থিত বৃহৎ সেনার মুখস্বরূপ সেই সেনার অগ্রভাগে স্থিত ভীষ্মাদি বীরগণকে দর্শন করিয়া পাপ ভাবিয়া জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ হইতে নিবৃত্ত অর্জ্জুনের পাপবুদ্ধি যিনি আত্মবিদ্যাদ্বারা দূরীভূত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমার আসক্তি হউক।

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন—'স্বজনবধাদ্বিমুখস্য'—এবমুক্ত্বার্জ্জুন সংখ্যে (গী ১।৪৬;) 'কুমতিং'—সম্প্রতি যুধিষ্ঠিরেরই তদানীন্তন অর্জ্জুনেরও স্বয়ং ভগবৎ কর্ত্তৃকই উত্থাপিতা। নিত্য পার্ষদ ও নরাবতার বলিয়া অর্জ্জুনের কুমতির সম্ভাবনা নাই। জগদুদ্ধারক স্বতত্ত্বজ্ঞাপক শ্রীগীতাশাস্ত্রকে আবির্ভাব করাইবার জন্য এইরূপ করিয়াছিলেন জানিতে হইবে।। ৪৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথমাধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ।।১।।

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) তথা (সেইরূপ) কৃপয়া-আবিষ্টম্ (দয়াবিষ্ট) অশ্রুপূর্ণ-আকুল-ঈক্ষণম্ (অশ্রুপূর্ণ-আকুল দৃষ্টি) বিষীদন্তম্ (বিষাদপ্রাপ্ত) তং (তাহাকে) মধুসূদনঃ (মধুসূদন) ইদং বাক্যম্ (এই বাক্য) উবাচ (কহিলেন)।।১।।

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন কৃপাপরবশ অশ্রুপূর্ণাকুলদৃষ্টি বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে মধুসূদন এই বাক্য বলিতে লাগিলেন।।১।।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন।।২।।

অন্বয়—শ্রীভগবান উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন) ত্বা (তোমাতে) বিষমে (বিপদকালে) কুতঃ (কি হেতু) অনার্য্যজুষ্টম্ (অনার্য্যসেবিত) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গ প্রতিষেধক) অকীর্ত্তিকরম্ (অখ্যাতিকর) ইদং (এই) কশ্মলম্ (মোহ) সমুপস্থিতম (সমাগত হইল)।।২।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমাতে এই ভীষণ বিপদ্কালে অনার্য্যসেবিত, স্বর্গপ্রতিষেধক, অকীর্ত্তিকর এই মোহ কি হেতু উপস্থিত হইল?।।২।।

বিশ্বনাথ—

আত্মানাত্মবিবেকেন শোকমোহতমো নুদন্
দ্বিতীয়ে কৃষ্ণচন্দ্রোঽত্র প্রোচে মুক্তস্য লক্ষণম্।।

কশ্মলং মোহঃ। বিষমেঽত্র সংগ্রামসঙ্কটে। কুতো হেতোঃ। উপস্থিতং ত্বাং প্রাপ্তমভুৎ? অনার্য্যজুষ্টং সুপ্রতিষ্ঠিতলৌকৈরসেবিতম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরমিতি পারত্রিকৈহিকসুখ-প্রতিকূলমিত্যর্থঃ।।১-২।।

বঙ্গানুবাদ—আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা শোকমোহরূপ তমঃ দূর করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণচন্দ্র মুক্তজনের লক্ষণ বলিয়াছেন।।

'কশ্মলং'—মোহ। 'বিষমে'—এই সংগ্রাম-সঙ্কটে। 'কুতঃ'—কি হেতু। 'উপস্থিতং'—তোমাকে পাইয়াছে। 'অনার্য্যজুষ্টং'—সুপ্রতিষ্ঠিত লোকগণ-কর্ত্তৃক অপূজিত। 'অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরম্'—পারত্রিক ও ঐহিক সুখের প্রতিকূল, এই অর্থ।।১-২।।

অনুবর্ষিণী—ধৃতরাষ্ট্র যখন শুনিলেন যে, অর্জ্জুনের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবলা হইয়াছে, এবং 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' এই জ্ঞানে যুদ্ধ করিতে বিমুখ হইয়াছেন; তখন ধৃতরাষ্ট্রের বড়ই আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন যে আমার পুত্রগণের রাজ্য অচল রহিবে এবং অর্জ্জুনের বৈরাগ্যে আমার পুত্রগণ সমরে নিশ্চয়ই বিজয়ী হইবে। ধৃতরাষ্ট্র ইহার পরে প্রশ্ন করিলেন—'তাহার পর কি হইল?' বুদ্ধিমান্ সঞ্জয় কৌশলে অন্ধরাজের এই প্রকার অনুমান ও আশা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—অর্জুনের, এরূপ অবস্থার অভিনয়েও ভগবান্ তাঁহাকে উপেক্ষা করেন নাই। বরং তিনি যেমন মধুনামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, সেই দুষ্ট-দলন স্বভাবেই তেমনি অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া তৎপুত্রগণকে বধ করিবেন। অতএব জয়ের আশা করিবেন না।

সন্দেহাকুল ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় শ্রীভগবানের উক্তি বলিতে লাগিলেন—ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মই যুদ্ধ। সেই যুদ্ধসময়ে তুমি স্বধর্ম্ম বিমুখ হইলে কেন? যে যুদ্ধে মোক্ষ, স্বর্গ ও কীর্ত্তিলাভ হইবে, সেই সংগ্রাম-সঙ্কটে তোমার যুদ্ধবৈরাগ্য অনার্য্যজুষ্ট অর্থাৎ মুক্তির অন্তরায়, অস্বর্গ্য অর্থাৎ পারত্রিক সুখ বা স্বর্গলাভের অন্তরায় এবং অকীর্ত্তিকর অর্থাৎ ঐহিক সুখ বা কীর্ত্তিলাভের অন্তরায়।।১-২।।

ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।৩।।

অন্বয়—পার্থ (হে পার্থ) ক্লৈব্যং (কাতরতা) মাস্ম গমঃ (প্রাপ্ত হইও না) এতৎ (ইহা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (উপযুক্ত হয় না)। পরন্তপ! (হে শত্রুক্ষয়কারিন্!) ক্ষুদ্রং (ক্ষুদ্র) হৃদয়দৌর্ব্বল্যং (হৃদয়ের দুর্ব্বলতা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও)।।৩।।

অনুবাদ—হে কুন্তী-নন্দন পার্থ! তুমি এইরূপ ক্লীবধর্ম্ম প্রাপ্ত হইও না। ইহা তোমাতে শোভা পায় না। হে পরন্তপ! এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।।৩।।

বিশ্বনাথ—ক্লৈব্যং ক্লীবধর্ম্মং কাতর্য্যং; হে পার্থেতি ত্বং পৃথাপুত্রঃ সন্ অপি গচ্ছসি তস্মান্মাস্ম গমঃ মা প্রাপ্নুহি অন্যস্মিন ক্ষত্রবন্ধৌ বরমিদমুপপদ্যতাং ত্বয়ি মৎসখৌ তু নোপযুজ্যতে! নন্বিদং শৌর্য্যাভাবলক্ষণং ক্লৈব্যং মা শঙ্কিষ্ঠাঃ কিন্তু ভীষ্মদ্রোণাদিগুরুষু ধর্ম্মদৃষ্ট্যা বিবেকোঽয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু তু দুর্ব্বলেষু মদস্ত্রাঘাতমাসাদ্য মর্ত্তুমুদ্যতেষু দয়ৈবেয়মিতি তত্রাহ—ক্ষুদ্রমিতি। নৈতে তব বিবেকোদয়ে কিন্তু শোকমোহাবেব। তৌ চ মনসো দৌর্ব্বল্যব্যঞ্জকৌ। তস্মাৎ হৃদয়-দৌর্ব্বল্যমিদং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ, পরাণ্ শত্রূণ্ তাপয়ন্ যুধ্যস্ব।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—'ক্লৈব্যং'—ক্লীবধর্ম্ম কাতরতা; হে 'পার্থ'—তুমি পৃথার পুত্র হইয়াও কাতরতা প্রাপ্ত হইতেছ; অতএব 'মাস্ম গমঃ' কাতরতা লাভ করিও না। অন্য কোন ক্ষত্রিয়বন্ধু অর্থাৎ অধম ক্ষত্রিয়ের বরং ইহা (কাতরতা) শোভা পায়; কিন্তু আমার সখা তোমাতে উহা আদৌ শোভা পায় না। যদি বল যে, তুমি এই শৌর্য্যাভাব লক্ষণযুক্ত কাতরতার আশঙ্কা করিও না, কিন্তু ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুতে ধর্ম্মদৃষ্টিতে ইহা বিবেক এবং আমার অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া মরণোন্মুখী দুর্ব্বল ধৃতরাষ্ট্রতনয়সমুহের প্রতি ইহা দয়াই; তদুত্তরে বলিতেছেন—'ক্ষুদ্রম্' ইত্যাদি। এই দুইটী তোমার বিবেক ও দয়া নহে, কিন্তু শোক এবং মোহ। উভয়ই মনের দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক। অতএব এই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া উঠ। হে 'পরন্তপ'—পর অর্থাৎ শত্রুকে তাপ প্রদান করিয়া যুদ্ধ কর।।৩।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ বলিলেন—ক্ষত্রিয় বন্ধুর কাতরতা শোভা পায় কিন্তু তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসাদে পৃথার পুত্র বলিয়া অতিশয় বীর্য্যবান্ এবং সাক্ষাৎ মহামহেশ্বর আমার সখা বলিয়া প্রখ্যাত মহাপ্রভাববান্। অতএব তোমাতে এরূপ কাতরতা শোভা পায় না।

যদি তুমি বল যে ইহা আমার কাতরতা নহে, বিবেক ও দয়া কিন্তু তোমারই বাক্য—'ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।' গীঃ ১।৩০—

হইতে জানা যায় যে উহা বিবেক ও দয়া নহে, মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশক শোক ও মোহ। উহা ক্ষুদ্র অর্থাৎ তুচ্ছ। সুতরাং হৃদয়কে বলীয়ান্ করিয়া পরন্তপ নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। অর্থাৎ শত্রুগণকে তাপ—ক্লেশ প্রদানে যুদ্ধ কর।

দ্রষ্টব্য। পাণ্ডু রাজার দুই পত্নী—কুন্তী ও মাদ্রী। পতির নির্দ্দেশবর্ত্তিনী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে—যুধিষ্ঠির, বায়ুর ও ইন্দ্রের ঔরসে—ভীম ও অর্জ্জুনের জন্ম হয় এবং মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়।।৩।।

অর্জ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন।।৪।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) অরিসূদন মধুসূদন (হে শত্রুনাশকারী মধুসূদন!) অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধক্ষেত্রে) পূজার্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মং দ্রোণং চ প্রতি (ভীষ্ম এবং দ্রোণের প্রতিকুলে) সংখ্যে (যুদ্ধে) ইষুভিঃ (বাণ-সমুহের দ্বারা) কথং (কিরূপে) যোৎস্যামি (যুদ্ধ করিব)।।৪।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন—হে অরিসূদন, মধুসূদন! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পূজনীয় ভীষ্ম এবং দ্রোণের বিরুদ্ধে বাণ দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ করিব? ।।৪।।

বিশ্বনাথ—ননু প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রম ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রম্, অতোঽহং যুদ্ধান্নিবর্ত্তে ইত্যাহ—কথমিতি। প্রতিযোৎস্যামি প্রতিযোৎস্যে। নন্বেতৌ যুধ্যেতে তর্হি অনয়োঃ প্রতিযোদ্ধা ভবিতুং ত্বং কিং ন শক্নোসি? সত্যং, ন শক্নোম্যেবেত্যাহ—পূজার্হাবিতি। অনয়োশ্চরণেষু ভক্ত্যা কুসুমান্যেব দাতুমর্হামি, ন তু ক্রোধেন তীক্ষ্ণশরানিতি ভাবঃ। ভো বয়স্য, কৃষ্ণ, ত্বমপি শত্রূনেব যুদ্ধে হংসি, ন তু সান্দীপনিং স্বগুরুং, নাপি বন্ধূন্ যদুর্নিত্যাহ—হে মধুসূদনেতি। ননুমধবো যদব এব তত্রাহ—হে অরিসূদন, মধুর্নাম দৈত্যো যস্তবারিরিতি ব্রবীমীতি।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল যে, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে—'পূজ্যব্যক্তির পূজার

ব্যতিক্রম হইলে অমঙ্গল হয়।' অতএব আমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছি। তাহা হইলে বলিতেছেন—'কথং' ইত্যাদি। 'প্রতিযোৎস্যামি'—আত্মনেপদী প্রতিযোৎস্যের পরিবর্ত্তে পরস্মৈপদী প্রয়োগ আর্ষ। যদি বল, ইহারা যখন যুদ্ধ করিতেছে, তখন তুমি কি ইহাদের প্রতিযোদ্ধা হইতে পার না? তাহা সত্য, আমি পারি না। এই জন্য বলিতেছেন—'পূজার্হৌ' প্রভৃতি। ইহাঁদিগের চরণে ভক্তিভরে পুষ্পাদি প্রদান করা উচিত, কিন্তু ক্রোধে তীক্ষ্ণ শর প্রয়োগ করা উচিৎ নহে, এই ভাব। হে বয়স্য কৃষ্ণ! তুমিও শত্রুগণকে যুদ্ধে হনন কর, নিজ গুরু সান্দীপনি মুনিকে নহে, অথবা নিজ বন্ধু বা আত্মীয় যদুগণ-কেও নহে—এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—হে 'মধুসূদন' ইত্যাদি। যদি বলা যায় যে, মধুগণই ত যদুগণ, তাহা হইলে বলিতেছেন—হে 'অরিসূদন'—মধু নামে দৈত্য যে আপনার অরি (শত্রু) তাহাই বলিতেছি।।৪।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুন বলিলেন—হে প্রভো! আমি শোক-মোহাদি-বশে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেছি না, গুরুজনের সহিত যুদ্ধ অনুচিত ও অধর্ম্মজনক মনে করিয়াই বিরত হইতেছি। তুমিও যখন গুরুসূদন বা বন্ধুসূদন নহ, তখন আমি ও কেন সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইব?

সান্দীপনি—অবন্তী দেশীয় কশ্যপগোত্রীয় সুবিখ্যাত মুনি। জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম লোকশিক্ষার্থে ইহাকে শিক্ষাগুরু করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও ভাগবত— ১০।৪৫।৩১-৪৮ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।।৪।।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্।।৫।।

অন্বয়—মহানুভাবান্ (মহামহিম) গুরূন্ (গুরুবর্গকে) অহত্বা (বিনাশ না করিয়া) হি (নিশ্চয়) ইহলোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি (ভিক্ষান্নও) ভোক্তুং (ভোজন করা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) তু (কিন্তু) গুরূন্ (গুরুজনদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) ইহ এব (ইহলোকে) রুধিরপ্রদিগ্ধান্

(রুধিরাক্ত) অর্থকামান্ (অর্থকামাত্মক) ভোগান্ (ভোগ্যসমূহ) ভুঞ্জীয় (ভোগ করিতে হইবে)।।৫।।

অনুবাদ—মহানুভব গুরুবর্গকে বধ না করিয়া এই সংসারে ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন যাপন করাও শ্রেয়। কিন্তু গুরুজনদিগকে হত্যা করিলে ইহলোকেই রুধিরাক্ত অর্থকামরূপ ভোগ্য ভোগ করিতে হইবে।।৫।।

বিশ্বনাথ—নন্বেবং তে যদি স্বরাজ্যেঽস্মিন্নাস্তি জিঘৃক্ষা, তর্হি কয়া বৃত্ত্যা জীবিষ্যসীত্যত্রাহ—গুরূন্ অহত্বা গুরুবধং অকৃত্বা ভৈক্ষ্যং ক্ষত্রিয়ৈর্বিগীতমপি ভিক্ষয়া প্রাপ্তমন্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ। ঐহিক দুর্যশোলাভেঽপি পারত্রিক মঙ্গলং তু নৈব স্যাদিতি ভাবঃ। ন চৈতে গুরুবোঽবলিপ্তাঃ কার্য্যাকার্য্যমজানন্তশ্চ ধার্ম্মিকদুর্য্যোধনাদ্যনুগতাস্ত্যজ্যা এব, যদুক্তং—"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।।" ইতি বাচ্যম্, ইত্যাহ—মহানুভাবানিতি। কালকামাদয়োঽপি যৈর্বশীকৃতাস্তেষাং ভীষ্মাদীনাং কুতস্তদ্দোষসম্ভব ইতি ভাবঃ। ননু "অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ"।। ইতি যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণৈবোক্তম্, অতঃ সাম্প্রতমর্থকামত্বাদেতেষাং মহানুভাবত্বং প্রাক্তনং বিগলিতম্? সত্যম্; তদপ্যেতান্ হতবতো মম দুঃখমেব স্যাদিত্যাহ—অর্থকামান্অর্থলুব্ধান্ অপ্যেতান্ কুরূন্ হত্বা অহং ভোগান্ ভুঞ্জীয় কিন্ত্বেতেষাং রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রলিপ্তানেব। অয়মর্থঃ—এতেষাম্ অর্থলুব্ধত্বেঽপি মদ্গুরুত্বমস্ত্যেব; অতএব এতদ্বধে সতি গুরুদ্রোহিণো মম খলু ভোগো দুষ্কৃতিমিশ্রঃ স্যাদিতি।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—যদি তোমার এইরূপ হয় যে, এই স্বরাজ্য গ্রহণ করিবার ইচ্ছা নাই। তাহা হইলে কি বৃত্তি লইয়া জীবন ধারণ করিবে? তাহার উত্তর—গুরুবর্গকে হত্যা না করিয়া 'ভৈক্ষ্যং'—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিন্দিত ভিক্ষা-প্রাপ্ত অন্নও ভোজন করা শ্রেয়ঃ। ঐহিক-দুর্যশ লাভ হইলেও পারত্রিক অমঙ্গল হইবে না—ইহাই ভাব। এই সকল গুরু অবলিপ্ত অর্থাৎ গর্ব্বিত, কার্য্যাকার্য্য বিচারে অক্ষম, অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনাদির অনুগত বলিয়া ত্যজ্যই—এরূপ নহে। যেহেতু ধর্ম্মশাস্ত্রে (মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বে)

উক্ত হইয়াছে—'গর্ব্বিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকরহিত কুপথগামী গুরুকে পরিত্যাগই বিধি।' তাই বলিতেছেন—'মহানুভাবান্' ইত্যাদি। কাল-কামাদি যাঁহাদের বশীকৃত, সেই ভীষ্ম প্রভৃতির ঐরূপ দোষের সম্ভাবনা কোথায়? এই ভাব। যদি বল 'পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে। হে মহারাজ, ইহা সত্য, আমি কৌরবগণকর্ত্তৃক অর্থদ্বারা আবদ্ধ।'—যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের এই উক্তি। অতএব সম্প্রতি অর্থকাম বলিয়া ইহাদিগের মহানুভাবত্ব পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে। তাহা সত্য, তথাপি ইহাঁদ্গিকে হত্যা করিলে আমার দুঃখই হইবে, এই নিমিত্ত বলিতেছেন—'অর্থকামান্'—অর্থলুব্ধ এই সকল কুরুগণকে হত্যা করিয়া আমি ভোগসমূহ উপভোগ করিতে পারি কিন্তু ইহাদিগের রুধিরে তাহা 'রুধির প্রদিগ্ধান্'—রুধিরের দ্বারা প্রলিপ্তই। ইহাই অর্থ—ইহাঁরা অর্থলুব্ধ হইলেও মদীয় গুরুত্ব বর্ত্তমানই থাকিবে অতএব ইহাঁদিগের বধে গুরুদ্রোহী আমার ভোগ নিশ্চয়ই দুষ্কৃতি-মিশ্র হইবে।।৫।।

অনুবর্ষিণী—স্নেহ ও কারুণ্য-ধর্ম্মব্যাকুল পার্থ পুনরায় ভগবৎকথিত মঙ্গল না জানিয়াই যেন বলিতে আরম্ভ করিলেন—গুরুবর্গকে বধ করিয়া ভোগ্যবস্তুসমূহ ভোগ করা পারলৌকিক অমঙ্গলজনক কার্য্য; অতএব ইহলোকে ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবন ধারণ করা শ্রেয়স্কর।

গুরু—"উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ। মাতুলঃ শ্বশুরস্ত্রাতা মাতামহ পিতামহৌ। বন্ধুর্জ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংস্যেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ।।" কূর্ম্মপুরাণ।

অর্থাৎ বেদাধ্যাপক, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রাজা, মাতুল, শশুর, রক্ষাকর্ত্তা, মাতামহ, পিতামহ, বন্ধু, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং খুল্লতাত—ইহাঁরা পুরুষের গুরুবর্গ।

ইহা ছাড়া যাঁহারা অস্ত্র-বিদ্যা, শস্ত্র-বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নৃত্যবিদ্যাদি, শিক্ষা দেন তাঁহারাও তত্তদ্বিদ্যা-শিক্ষার্থীর গুরুবর্গ। এই সকল জাগতিক সম্বন্ধযুক্ত লৌকিক গুরুবর্গব্যতীত পরমেশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিপ্রদাতা পারমার্থিক গুরু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পরমাশ্রয়ণীয়।

দ্রোণাচার্য্য—দ্রোণ বা কলসের মধ্যে ইহাঁর জন্ম হয়। ইঁনি পরশুরামের

নিকট সরহস্য ধনুর্ব্বেদ লাভ করেন এবং কৌরব ও পাণ্ডবকুমারগণের আচার্য্যপদে নিযুক্ত হন।

কৃপাচার্য্য—শরদ্বান নামক এক ধনুর্ব্বেদবিদ্যা পারদর্শী তপস্বীর পুত্র। (ভাঃ৯।২১।৩৬) পিতা—কর্ত্তৃক পরিত্যক্তাবস্থায় রাজা শান্তনু কৃপা করিয়া আনয়ন ও পালন করেন। কিছুকাল পরে শরদ্বান্ শান্তনু রাজার গৃহে সমাগত হইয়া পুত্রকে আত্মপরিচয় প্রদান এবং স্বকীয় শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা সমস্ত সমর্পণ করেন। ইনি ক্রমশঃ যুদ্ধবিদ্যায় যশস্বী হন।

ভীষ্ম—শান্তনু ও গঙ্গার চিরকুমার পুত্র। ইনি কৃষ্ণভক্ত (ভাঃ ৯।২২।১৯) মহাবীর, জিতেন্দ্রিয়, উদার ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। জীবসাধারণ যে মৃত্যুর বশীভূত, ইনি সেই মৃত্যুকে স্ববশে আনিয়া ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের (৬।৩।২০)—

'স্বয়ম্ভূ নারদঃ শম্ভুঃ' শ্লোকে পাওয়া যায় যে, ইনি ভাগবতধর্ম্মবেত্তা দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম।

অতএব এহেন জগদগুরু ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যাদির সহিত গণিত হইলেও এবং উহাদের সহিত একত্রে কৃষ্ণভক্ত পঞ্চপাণ্ডবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেও তিনি নিত্যই কৃষ্ণসুখসম্পাদনকারী এবং কৃষ্ণভক্তপ্রিয়। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে আমি কৌরবগণের অর্থে নিতান্ত বদ্ধ হইয়াছি।'—এই বাক্যে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে অর্থলোভী এবং পরাধীন বোধ হইলেও তিনি লোভবিজয়ী এবং পরম স্বতন্ত্র। শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহার এই মহিমা কীর্ত্তনের জন্য আলোচ্য শ্লোকে 'হিমানুভাবান্' এইরূপ পদচ্ছেদে জানাইয়াছেন যে,—হিম অর্থাৎ জাড্য, তাহা যিনি বিনাশ করেন তিনি হিমহা, অর্থাৎ সূর্য্য বা অগ্নি;তাহার ন্যায় অনুভব-সামর্থ্য যাঁহাদের তাহারাই **হিমহানুভাব**। অতিশয় তেজস্বী বলিয়া তাঁহাদের অবলিপ্তত্বাদি দোষই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।২৯) শ্লোকে দেখা যায় যে—'ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।।' অর্থাৎ অগ্নি (পবিত্র ও অপবিত্র) সর্ব্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্ হন না, সামর্থ্যবান্ তেজস্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন দৃষ্ট হইলেও উহা দূষণীয় নহে।

যদি প্রশ্ন হয় যে, তেজস্বী ভীষ্ম কৌরবগণের পক্ষ গ্রহণ করিলেও উহা অন্যায় হয় নাই এবং তাঁহার গুরুত্বের লাঘব হয় নাই বটে কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হইয়া কিরূপে নিজের আরাধ্যদেবের শ্রীঅঙ্গে তীক্ষ্ণ শরাঘাত করিয়াছিলেন? তাহা কি তাঁহার ভক্তত্বের পরিচয়? তদুত্তরে আমরা তৎকৃত স্তবে দেখিতে পাই যে—'যুধি তুরগরজোবিধূম্র-বিষ্বক্‌কচলুলিতশ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে। মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমান ত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা।।' (ভাঃ ১।৯।৩৪) অর্থাৎ যুদ্ধে অশ্বক্ষুরোত্থিত ধুলিধূসরিত ইতস্ততঃ বিশ্রস্তকুন্তলবিকীর্ণ ঘর্ম্মজালে যাঁহার মুখমণ্ডল পরিশোভিত এবং আমার বাণসমূহে যাঁহার গাত্রচর্ম্ম ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার মন রমণ করুক।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন যে—'তুরগরজ'—সুন্দরে অসুন্দর কিছুই নাই' এই ন্যায়ানুসারে 'বিষ্বঞ্চ—ইতস্ততঃ 'চলন্তঃ কচা'— ইহা আবেগসূচক, 'শ্রমবারি'—ভক্তবাৎসল্য প্রকাশিত হইতেছে। নিশিতৈঃ— তীক্ষ্ণ, 'বিভিদ্যমান ত্বচ'—কন্দর্পরসে আবিষ্ট পুরুষের প্রগল্‌ভ কান্তার দন্তাঘাতে যেমন সুখই হয় তদ্রূপ যুদ্ধরসে আবিষ্ট মহাবীর কৃষ্ণের পক্ষে আমার বলসূচক শরের আঘাতসমূহদ্বারা সুখই হইয়াছিল। এক্ষেত্রে যুদ্ধরসে উন্মত্ত হইলেও আমাকে প্রেমশূন্য মনে করিতে হইবে না। যেমন নিজ প্রাণ হইতে কোটীগুণে অধিক প্রিয়তমকে সুরতযুদ্ধে উদ্ধতাবশতঃ অত্যধিক নখ ও দন্তাঘাতকারিণী বনিতা প্রেমশূন্যা বলিয়া কথিত হয় না।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'রসো বৈ সঃ'—(তৈঃ ২।৭।৪১) অর্থাৎ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধরসাস্বাদনের ইচ্ছা হওয়ায় তৎপ্রীতিসম্পাদনের জন্যই ভক্তপ্রবর ভীষ্মের কৌরবপক্ষ গ্রহণ এবং তদীয় শ্রীঅঙ্গে শরাঘাতকরণ।

আরও আমরা দেখিতে পাই যে, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'আমি অশস্ত্র থাকিয়া সাহায্য মাত্র করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, ভক্ত ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেন—শ্রীকৃষ্ণকে শস্ত্রধারণ করাইব।' ভক্তবৎসল ভগবান্ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন—

'স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিককর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থ।' (ভাঃ ১।৯।৩৭) অতএব বিপক্ষ-পক্ষ গ্রহণ করিয়াও যে ভীষ্ম ভক্ত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

মীমাংসা। ভক্ত ভীষ্ম স্বীয় প্রভুর লীলাবিলাসের সহায়ক। সুতরাং তাঁহার চরিত্র দুর্জ্জেয় এবং অতর্ক্য। কিন্তু তাই বলিয়া মায়ামুগ্ধ জীব গুরু সাজিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াও গুরু থাকিবেন, তাহা নহে। কেননা, ভগবান্ শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন—'গুরু র্ন স স্যাৎ...ন মোচয়েৎ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্।।' (ভাঃ ৫।৫।১৮) অর্থাৎ ভক্তিপথের উপদেশদ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—'যে ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে সংসার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে ভক্তিমার্গের উপদেশ দিয়া যিনি মোচন না করেন তিনি গুরু হইতে পারেন না। বলি যেমন শুক্রাচার্য্যকে ত্যাগ করিয়াছিলেন তদ্রূপ এইরূপ গুরুকে ত্যাগই করিতে হইবে। তাঁহার প্রণতি ও অনুবৃত্তাদির অভাবেও প্রত্যবায়ী হইতে হয় না।'

চিরকুমার ভীষ্ম কাশীরাজতনয়া অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকাকে স্বয়ংবর সভায় জয় করিয়া অম্বা ও অম্বালিকাকে নিজ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদকে সমর্পণ করেন। তৃতীয়া কন্যা অম্বিকা ভীষ্মকে বরণ করিতে অভিলাষ করায় তিনি তাহার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন। অভিমানিনী ভীষ্মের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষক পরশুরামের শরণ লইলে তিনি স্ত্রীলোকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভীষ্মকে বিবাহ করিতে বলায় ভীষ্ম প্রথমে সানুনয়ে নিজের চিরকুমার-ব্রতের কথা জানাইলেন। তাহাতেও পরশুরাম প্রীত না হইয়া পুনরায় ভীষ্মকে অনুরোধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন—'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।' (মহাভাঃ উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)। তখন পরশুরাম ভীষ্মকে সমরে আহ্বান করেন। উভয়ে গুরুতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পরিশেষে পরশুরাম পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।।৫।।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম—
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ।।৬।।

অন্বয়—জয়েম (জয় করি) যদি বা নঃ (আমাদ্গিকে) জয়েয়ুঃ (জয় করে) নঃ (আমাদের) কতরৎ গরীয়ঃ (কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর) এতৎ (ইহা) ন বিদ্মঃ (জানি না) চ (আর) যদ্বা (কারণ) যান্‌ এব (যাহাদ্গিকে) হত্বা (হত্যা করিয়া) ন জিজীবিষাম (বাঁচিতে ইচ্ছা করি না) তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (সেই ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণ) প্রমুখে অবস্থিতাঃ (সম্মুখে যুদ্ধার্থ অবস্থিত)।।৬।।

অনুবাদ—যুদ্ধে জয় করি কিম্বা পরাজিত হই ইহার মধ্যে কোন্‌টি গরীয় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, কারণ যাহাদ্গিকে হত্যা করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে চাই না সেই ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় লোকেরাই যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।।৬।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, গুরুদ্রোহে প্রবৃত্তস্যাপি মম জয়ঃ পরাজয়ো বা ভবেদিত্যপি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিতি। তথাপি নোঽস্মাকং কতরৎ জয়পরাজয়োর্মধ্যে কিং খলু গরীয়ঃ অধিকতরং ভবিষ্যতি, এতন্ন বিদ্মঃ, তদেব পক্ষ-দ্বয়ং দর্শয়তি—এতান্‌ বয়ং জয়েম, নোঽস্মান্‌ বা এতে জয়েষুঃ ইতি। কিঞ্চ, জয়োঽপ্যস্মাকাং ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ—যানেবেতি।।৬।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু, গুরুদ্রোহে প্রবৃত্ত আমার জয় বা পরাজয় কি হইবে তাহা জানা নাই, তাই বলিতেছেন—ন 'চৈতদ্' ইত্যাদি। তথাপি আমাদিগের জয়পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টী অধিকতর শ্রেয়ঃ হইবে ইহা আমরা জানিনা; এখানে দুইটী পক্ষ দেখাইতেছেন—ইহাঁদিগকে আমরা জয় করিতে পারিব বা ইহাঁরা আমাদিগকে জয় করিবেন। কিন্তু আমাদিগের পক্ষে জয় হইলেও ফলতঃ উহা পরাজয়ই, তাই বলিতেছেন—'যানেব' প্রভৃতি।।৬।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুন বলিলেন—এই যুদ্ধে আমাদের পরাজয়ও হইতে

পারে। আবার যদি জয়ও হয় তাহাও আমাদিগের পক্ষে পরাজয়ই। কেননা, গুরুবর্গ ও স্নেহভাজন স্বজনবর্গের মৃত্যুদর্শনে আমাদেরও মৃত্যু হইতে পারে নতুবা আজীবন শোকে দগ্ধীভূত হইতে হইবে।।৬।।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।৭।।

অন্বয়—কার্পণ্য-দোষ-উপহত-স্বভাবঃ (বীরস্বভাব পরিত্যাগরূপ কার্পণ্যদোষে অভিভূত) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্ম বিষয়সংমূঢ়চিত্ত) অহং (আমি) ত্বাং (আপনাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি) মে (আমার) যৎ (যাহা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল কর) স্যাৎ (হইবে) তৎ (তাহা) নিশ্চিতং ব্রূহি (নিশ্চয় করিয়া বলুন) অহং (আমি) তে শিষ্য (আপনার শিষ্য) ত্বাং (আপনাতে) প্রপন্নম্ (শরণাগত) মাং (আমাকে) শাধি (শিক্ষা দিউন) ।।৭।।

অনুবাদ—স্বাভাবিক শৌর্য্যধর্ম্মত্যাগরূপ কার্পণ্যদোষে অভিভূত এবং ধর্ম্মনিরূপণে সংমূঢ়চিত্ত আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি— আমার পক্ষে যাহা মঙ্গলকর তাহা নিশ্চিতরূপে উপদেশ করুন। আমি আপনার শিষ্য। আপনার শরণাগত আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।।৭।।

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি সোপপত্তিকং শাস্ত্রার্থং ত্বমেব ব্রুবাণঃ ক্ষত্রিয়ো ভূত্বা ভিক্ষাটনং নিশ্চিনোষি, র্তহ্যলং মদুক্ত্যেতি তত্রাহ—কার্পণ্যেতি। স্বাভাবিকস্য শৌর্য্যস্য ত্যাগ এব মে কার্পণ্যম। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিরিত্যতো ধর্ম্মব্যবস্থায়ামপ্যহং মূঢ়-বুদ্ধিরেবাস্মি। অতস্ত্বমেব নিশ্চিত্য শ্রেয়ো ব্রূহি। ননু মদ্বাচস্ত্বং পণ্ডিতমানিত্বেন খণ্ডয়সি চেৎ, কথং ব্রূয়াম? তত্রাহ—শিষ্যস্তেঽহমস্মি, নাতঃ পরং বৃথা খণ্ডয়ামীতি ভাবঃ।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, তাহা হইলে উপপত্তিসহ শাস্ত্রার্থ বলিয়া তুমি ক্ষত্রিয় হইয়াও ভিক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণই নিশ্চয় করিয়া লইয়াছ, তাহা হইলে আমার আর বলিয়া লাভ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'কার্পণ্য' ইত্যাদি স্বাভাবিক শৌর্য্যের ত্যাগই কার্পণ্য। ধর্ম্মের সূক্ষ্মাগতি'

অতএব ধর্ম্মব্যবস্থায়ও আমি মূঢ়মতি। অতএব তুমি নিশ্চিত করিয়া মঙ্গল বল। যদি বল যে, আমার বাক্য পণ্ডিতাভিমানী হইয়া যদি তুমি খণ্ডন কর, তবে কি প্রকারে বলিব? সেস্থলে বলিতেছেন—আমি তোমার শিষ্য; ইহার পর আর বৃথা খণ্ডন করিব না, এই ভাব।।৭।।

অনুবর্ষিণী—স্বাভাবিক 'শৌর্য্য'—'তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।' (গীঃ ১৬।৩) ইহাদের ত্যাগই কার্পণ্য।

'ধর্ম্মব্যবস্থায় আমি মূঢ়মতি'—আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই আমার স্বধর্ম্ম। কিন্তু এক্ষেত্রে যুদ্ধে স্বজনবর্গের নিধন হইবে দেখিতেছি। অতএব স্বধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য না উহা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষার নিমিত্ত পর্য্যটন করা কর্ত্তব্য ইহা নিশ্চয়রূপে স্থির করিতে পারিতেছি না।

'শিষ্য'—শাসনার্হ। শাসন মানিলেই তাহাকে 'শিষ্য' বলে'।।৭।।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্।।৮।।

অন্বয়—ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্নম (নিষ্কণ্টক) ঋদ্ধং রাজ্যং (সমৃদ্ধ রাজ্য) সুরাণাম্ আধিপত্যং চ (এবং সুরগমের অধিপতিত্ব) অবাপ্য অপি (পাইয়াও) যৎ (যাহা) মম (আমার) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গমের) উৎশোষণম্ (অতিশোষণকর) শোকং (শোক) অপনুদ্যাৎ (দূর করিবে) তৎ (তাহা) ন হি প্রপশ্যামি (প্রকৃষ্টরূপে দেখিতেছিনা)।।৮।।

অনুবাদ—পৃথিবীতে নিষ্কন্টক সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য এবং দেবতাদিগের অধিপতিত্ব পাইয়াও যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের পরিশোষণকারী শোককে দূর করিবে তাহা আমি প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি না।।৮।।

বিশ্বনাথ—ননু ময়ি তব সখ্যভাব এব, ন তু গৌরবম্, অতস্ত্বাং কথমহং শিষ্যং করোমি, তস্মাদ্ যত্র তব গৌরবং তং কমপি দ্বৈপায়নাদিকং প্রপদ্যস্বেত্যত আহ—ন হীতি। মম শোকমপনুদ্যাৎ দুরীকুর্যাদেবং জনং ন প্রকর্ষেণ পশ্যামি ত্রিজগত্যেকং ত্বাং বিনা। স্বস্মাদধিকবুদ্ধিমন্তং বৃহস্পতিমপি ন জানামীত্যতঃ শোকার্ত্ত এব খলু কং প্রপদ্যেয় ইতি

ভাবঃ। যদ্ যতঃ শোকাদীন্দ্রিয়াণাম্ উৎশোষং মহা-নিদাঘাৎ ক্ষুদ্র-সরসামিব উৎকর্ষেণ শোষো ভবতি। ননু তর্হি সাম্প্রতং ত্বং শোকার্ত্ত এব খলু যুধ্যস্ব, ততশ্চৈতান্ জিত্বা রাজ্যং প্রাপ্তবতস্তব রাজ্যভোগাভিনিবেশেনৈব শোকোঽপযাস্যতীত্যত আহ—অবাপ্যেতি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং রাজ্যং স্বর্গে সুরাণামাধিপত্যং বা প্রাপ্যাপি স্থিতস্য মমেন্দ্রিয়াণামেতদুচ্ছোষণ-মেবেত্যর্থঃ।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল, আমাতে তোমার সখ্যভাব আছে কিন্তু গৌরবভাব নাই। অতএব তোমাকে কি প্রকারে আমি শিষ্য করিব? সুতরাং যেখানে তোমার গৌরব বুদ্ধি আছে সেইরূপ দ্বৈপায়নাদির কাহারও শরণ লও;এজন্য বলিতেছেন—'ন হি' ইত্যাদি। আমার শোক অপনোদন অর্থাৎ দূর করিতে পারেন, তুমি বিনা ত্রিজগতে এমন এক ব্যক্তিকেও বিশেষ করিয়া দেখিতেছি না। আমা হইতে অধিক বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতিকেও আমি জানি না। অতএব শোকার্ত্ত আমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? এই ভাব। যেহেতু শোকাদি ইন্দ্রিয়গণের উৎশোষক অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্মে ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর ন্যায় উৎকর্ষে অর্থাৎ বিশেষভাবে শোষণ হয়। যদি বল যে, তাহা হইলে সম্প্রতি তুমি শোকার্ত্ত হইয়াই যুদ্ধ কর, তাহার পর ইহাদিগকে জয় করিয়া রাজ্য পাইলে রাজ্যভোগের অভিনিবেশেই তোমার শোক চলিয়া যাইবে। এই নিমিত্ত বলিতেছেন—'অবাপ্য ইত্যাদি'। 'ভূমৌ'—পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক রাজ্য অথবা স্বর্গে দেবগণের আধিপত্য পাইয়াও আমার ইন্দ্রিয়গণের এরূপ সম্যক্ উচ্ছোষণই হইবে।।৮।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে অন্য গুরুর আশ্রয় করিবার উপদেশ প্রদান করিলেও অর্জ্জুন বলিলেন যে, প্রভো! আপনিই জীবের একমাত্র গুরু—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' (ভাঃ ১১।১৭।২৭) আপনার চরণে ভক্তিই জীবের শোক-মোহ-ভয়নাশিনী। সুতরাং সেই ভক্তিদাতা আপনি ব্যতীত অন্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করি না।

হে প্রভো, ইহজগতে নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগে বা স্বর্গে অতুল সুখৈশ্বর্য্য ভোগেও শোক বিদূরিত হয় না। কেননা—"তদ্যথেহ-কর্ম্মজিতো

লোকঃক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃক্ষীয়তে।" (ছাঃ ৮।১।১৬) অর্থাৎ কর্ম্মবান্ ব্যক্তি কর্ম্মাবসানে ইহলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়, আর পুণ্যবান্ ব্যক্তি পুণ্যাবসানে স্বর্গাদি হইতে বিচ্যুত হয়। অতএব উভয়লোকই অনিত্য। প্রত্যক্ষদর্শনে ঐহিক বস্তুসমূহের স্থিতিকালে ভোগ পারতন্ত্র্যাদি ও বিনাশকালে বিচ্ছেদহেতু শোকজনক হওয়ায় এবং এতদ্দৃষ্ট পরলোকের অনুমানে রাজ্য বা স্বর্গলাভে শোক বিদূরিত হয় না।।৮।।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।।৯।।

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) পরন্তপঃ (শত্রুতাপন) গুড়াকেশঃ (অর্জ্জুন) হৃষীকেশং (শ্রীকৃষ্ণকে) এবম্ উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) ন যোৎস্যে (আমি যুদ্ধ করিব না) ইতি (ইহা) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) উক্ত্বা (বলিয়া) তূষ্ণীং বভূব হ (মৌনী হইলেন)।।৯।।

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন পরন্তপ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়া এবং 'আমি যুদ্ধ করিব না' ইহা বলিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন।।৯।।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত!
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ।।১০।।

অন্বয়—ভারত! (হে ভারত!) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ-সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) বিষীদন্তম্ (বিষাদপ্রাপ্ত) তম্ (তাহাকে) প্রহসন্ ইব (ঈষৎ যেন হাস্যসহকারে) ইদং বচঃ (এই বাক্য) উবাচ (বলিতে লাগিলেন)।।১০।।

অনুবাদ—হে ভারত! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় অবস্থিত অর্জ্জুনকে যেন ঈষৎহাস্যসহকারে এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন।।১০।।

বিশ্বনাথ—অহো তবাপ্যেতাবান্ খল্ববিবেক ইতি সখ্যভাবেন তং প্রহসন্ অনৌচিত্যপ্রকাশেন লজ্জাম্বুধৌ নিমজ্জয়ন্ ইবেতি তদানীং শিষ্যভাবং প্রাপ্তে তস্মিন হাস্যমনুচিতমিত্যধরোষ্ঠনিকুঞ্চনেন হাস্যমাবৃণ্বংশ্চেত্যর্থঃ। হৃষীকেশ ইতি পূর্ব্বং প্রেম্নৈবার্জ্জুন-বাঙনিয়ম্যোঽপি

সাম্প্রতমর্জ্জুনহিতকারিত্বাৎ প্রেম্নৈবার্জ্জুনমনো-নিয়ন্তাপি ভবতীতি ভাবঃ। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে ইত্যর্জ্জুনস্য বিষাদো ভগবতা প্রবোধশ্চ, উভাভ্যাং সেনাভ্যাং সামান্যতো দৃষ্ট এবেতি ভাবঃ।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—অহো তোমার এতদুর অবিবেক! —সখ্যভাবে তাহাকে (অর্জ্জুনকে) উপহাস করিয়া অনৌচিত্য প্রকাশহেতু লজ্জাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিবার ন্যায় তখন শিষ্যভাব প্রাপ্ত তাহার প্রতি হাস্য অনুচিত এই জন্য অধরোষ্ঠ নিকুঞ্চন করিয়া হাস্য সংবরণ করিতেছেন, এই অর্থ। 'হৃষীকেশ' ইত্যাদি। পূর্ব্বে প্রীতির দ্বারা অর্জ্জুনের বাক্যের বশ্য হইয়াও অধুনা অর্জ্জুনের মঙ্গল করিবার নিমিত্ত প্রেমবশে অর্জ্জুনের মনকে বশীভূত বা সংযমন করিতেছেন, এই ভাব। 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে'—অর্জ্জুনের বিষাদ এবং ভগবৎ কর্ত্তক প্রবোধদান, উভয়সেনার মধ্যে সমানভাবে দৃষ্ট, এই ভাব।।১০।।

অনুবর্ষিণী—রাজ্যলোভী ধৃতরাষ্ট্র অর্জ্জুনের যুদ্ধবিমুখতা শ্রবণে ভগবান্ তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলেন জানিবার জন্য সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিলে সঞ্জয় বলিলেন—অর্জ্জুন যুদ্ধ উপেক্ষা করিলেও শ্রীভগবান্ তাঁহাকে উপেক্ষা করেন নাই বরং তাঁহার বিষাদ ও ভগবানের প্রবোধ প্রদান এই উভয় ব্যাপার উভয়পক্ষীয় জনবর্গের সমানভাবে দেখিবার অবকাশ হইয়াছিল। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বলোককে সাক্ষী করিয়াই অর্জ্জুনের বিষাদ বিদূরিত করেন। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সকলের বিষাদ বিদূরণই ইহাঁর উদ্দেশ্য।।১০।।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।।১১।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান কহিলেন) ত্বং (তুমি) অশোচ্যান্ (শোকের অযোগ্য জনগণের নিমিত্ত) অনু-অশোচঃ (অনুশোচনা করিতেছ) (পুনঃ) প্রজ্ঞাবাদান্ চ (বিজ্ঞগণের ন্যায় কথাও) ভাষসে (কহিতেছ)। পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতেরা) গতাসূন্ (গতপ্রাণ) অগতাসূন্ চ (ও প্রাণবানের জন্য) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না)।।১১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, তুমি অশোচ্য বিষয়ের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছ আবার পণ্ডিতগণের ন্যায় কথাও কহিতেছ। কিন্তু পণ্ডিতগণ প্রাণহীন বা প্রাণবান্ কাহারও জন্য শোক করেন না।।১১।।

বিশ্বনাথ—ভো অর্জ্জুন, তবায়ং বন্ধুবধহেতুকঃ শোকো ভ্রমমূলক এব; তথা কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে ইত্যাদিকো বিবেকশ্চাপ্রজ্ঞামূলক এবেত্যাহ—অশোচ্যান্ শোকানর্হানেব ত্বমন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি। তথা ত্বাং প্রবোধয়ন্তং মাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞায়াং সত্যামেব যে বাদাঃ 'কথং ভীষ্মমহং সখ্যে' ইত্যাদিনী বাক্যানি তান্ ভাষসে; ন তু তব কাপি প্রজ্ঞা বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। যতঃ পণ্ডিতাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ গতাসূন্ গতা নিঃসৃতা ভবন্ত্যসবো যেভ্যঃ তান্ স্থূলদেহান্ ন শোচন্তি, তেষাং নশ্বরভাবত্বাদিতি ভাবঃ। অগতাসূন্ অনিঃসৃতপ্রাণান্ সূক্ষ্মদেহানপি ন শোচন্তি, তে হি মুক্তেঃ পূর্ব্বমনশ্বরা এব উভয়েষামপি তথা তথা স্বভাবস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। মুর্খাস্তু পিত্রাদি-দেহেভ্যঃ প্রাণেষু নিঃসৃতেষ্বেব শোচন্তি, সূক্ষ্মদেহাংস্তু ন, তে প্রায়ঃ পরিচিন্বন্ত্যতস্তৈরলম্। এতে হি সর্ব্বে ভীষ্মাদয়ঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহসহিতা আত্মান এব। আত্মনাস্তু নিত্যত্বাত্তেষু শোক প্রবৃত্তিরেব নাস্তীত্যতস্ত্বয়া যৎপূর্ব্বমর্থশাস্ত্রাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রং বলবদিত্যুক্তং, তত্র ময়া তু ধর্ম্মশাস্ত্রাদপি জ্ঞানশাস্ত্রং বলবদিত্যুচ্যতে ইতি ভাবঃ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন! তোমার এই বন্ধুবধজনিত শোক ভ্রমমূলকই; এবং 'যুদ্ধে আমি কি প্রকারে ভীষ্মের প্রতি' (৪ শ্লোঃ)—ইত্যাদি বিবেকযুক্তি অপ্রজ্ঞামূলক কিরূপে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অশোচ্যান্'—তুমি শোকের অযোগ্যগণের জন্য 'অন্বশোচঃ'—অনুশোচনা করিতেছ। আরও আমি তোমাকে প্রবোধ দিতে গেলে আমার প্রতি 'প্রজ্ঞাবাদান্'—প্রজ্ঞা থাকিলেও যে বাদ বা বিতর্ক 'কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে' ইত্যাদি বাক্য, তাহা বলিতেছ, কিন্তু তোমার কোন প্রজ্ঞাই নাই, ইহাই ভাব' যেহেতু পণ্ডিতগণ প্রজ্ঞাবান্, তাঁহারা 'গতাসূন্'—যাহা হইতে অসূ বা প্রাণ গত বা নিঃসৃত হয়, সেই স্থূলদেহের জন্য শোক করেন না, তাহারা নশ্বর ভাবযুক্ত বলিয়া এইভাব। 'অগতাসূন্'—অনিঃসৃত প্রাণ সূক্ষ্মদেহের নিমিত্তও শোক করেন না; তাহাও (সূক্ষ্মদেহ) মুক্তির পূর্ব্বে অনশ্বরই,

উভয়ক্ষেত্রেই তত্তৎস্বভাবঃ দুস্ত্যজ্য। মূর্খগণ পিত্রাদির দেহ হইতে প্রাণ নির্গত হইলে (পিত্রাদির দেহ নিমিত্তই) শোক করে, সূক্ষ্মদেহের নিমিত্ত নহে, প্রায়ই তাহারা সূক্ষ্মদেহের সহিত পরিচিত নহে। অতএব তাহা লইয়াই বা উহাদের কি হইবে। এই ভীষ্ম প্রভৃতি স্থূল-সূক্ষ্ম দেহযুক্ত আত্মা। আত্মা নিত্য বলিয়া তাহাতে শোক প্রবৃত্তি নাই, অতএব তুমি পূর্ব্বে যে ধর্ম্মশাস্ত্রকে অর্থশাস্ত্র হইতে বলবৎ বলিয়াছ, সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে জ্ঞানশাস্ত্র বলবৎ—ইহাই বলিতেছি এইভাব।।১১।।

অনুবর্ষিণী—প্রতি জীবই স্থূল-সূক্ষ্মদেহযুক্ত আত্মা। তন্মধ্যে স্থূলদেহ—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চমহাভূতময় জড় এবং নশ্বর বা বিনাশী—'মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।।" (ভাঃ ১০।১।৩৮।) বসুদেব কংসকে বলিলেন—হে বীর, যাহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের দেহের সহিত মৃত্যুরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। অদ্যই হউক, অথবা শতবৎসর পরেই হউক, দেহধারীর মৃত্যু অবধারিত—ইহা অন্যথা হইবার নহে। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ' (গীঃ ২।২৭)

সূক্ষ্মদেহ—মন-বুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক জীবোপাধি। প্রতিজন্মে স্থূলদেহের প্রাপ্তি হয় এবং মৃত্যুতে প্রাপ্তদেহের নাশ হয়। কিন্তু সূক্ষ্মদেহের বার বার প্রাপ্তি বা নাশ হয় না। কিন্তু উহা যে কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। তাই, ইহাকে 'অনাদিমান্' (ভাঃ ৪।২৯।৭০) বলা হইয়াছে।

স্থূলদেহ জীবের ভোগায়তন হইলেও সেই দেহে ভোগ বা গতাগতিরূপ পুনর্জন্মাদি হয় না; উহা সূক্ষ্মদেহ দ্বারাই হয়—'স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ' (ভাঃ ১।৩।৩২) অর্থাৎ পুনর্জন্মাদি লাভে যোগ্য জীবোপাধিসূক্ষ্ম লিঙ্গদেহ। এতৎপ্রসঙ্গে 'যেনৈবারভতে কর্ম্ম' ভাঃ (৪।২৯।৬০) 'মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণাং' (ভাঃ ১১।২২।৩৭) শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।

স্থূলদেহের নাশ না হইলেও এবং অনাদি হইলেও উহা বিনাশশীল বা নশ্বর। 'প্রীতির্নযাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ। (ভাঃ ৫।৫।৬) শ্রীঋষভদেব বলিলেন—যে কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ বাসুদেব—

আমাতে প্রীতি না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত জীবের দেহবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না। এতৎ প্রসঙ্গে 'যদা রতির্ব্রহ্মণি...দহত্যবীর্য্যং হৃদয়ং জীবকোষম্।।' (ভাঃ ৪।১২।২৬) 'স লিঙ্গেন বিমুচ্যতে' (ভা ৪।২৯।৮৩) এবং ভগবদুক্তি—"সংপদ্যতে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্।' (ভাঃ ১১।২৫।৩৫) হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, লিঙ্গদেহ অনাদি হইলেও ভগবদ্বিস্মৃতি হইতে উহার প্রাপ্তি এবং ভগবৎস্মৃতি হইতে উহার নাশ। অতএব মুক্তি বা জীবের স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূক্ষ্মদেহ অনশ্বর।

আত্মা—চেতন, ষড়বিকার শূন্য নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী। 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা' (গীঃ ২।২০) 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি' (গীঃ ২।২৩-২৫।) 'জন্মাদ্যা ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনং।' (ভাঃ ৭।৭।১৮) দেহের জন্ম, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ বা মৃত্যু—ছয়টী বিকার কালক্রমে দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার ঐ প্রকার অবস্থা হয় না। 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং' (কঠ ২।২।১৩।) 'যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ' (গীঃ ১৩।৩৩)।

অতএব পণ্ডিতগণ আত্মার স্বভাব জানেন বলিয়া 'গতাসূন্,' অর্থাৎ আত্মার অবস্থিতি রহিত নশ্বর স্থূলদেহের এবং 'অগতাসূন্' অর্থাৎ আত্মার অবস্থিতি সহিত নশ্বর সূক্ষ্মদেহের জন্য শোক করেন না। কিন্তু আত্মজ্ঞান রহিত দেহে অহং বুদ্ধি বিশিষ্ট মুর্খগণ সূক্ষ্মদেহেরও পরিচয় জানে না। তাহারা যে সচেতন (অর্থাৎ আত্মা সহিত) দেহকে পিতা বলিয়া জানে, সেই দেহ আত্মপরিত্যক্ত হইলে পিতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সেই দেহের জন্যই শোক করে।।১১।।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্।।১২।।

অন্বয়—অহম্ (পরম আত্মা আমি) জাতু (কদাচিৎ) ন আসম্ (ছিলাম না) (ইতি) (ইহা) তু (কিন্তু) ন এব (নহে)। ত্বং (তুমি অর্জ্জুন) ন (আসীঃ) (ছিলে না) (ইতি) (ইহা) ন (নহে)। ইমে (ই সকল) জনাধিপাঃ (নরপতিগণ) ন আসন্ (ছিলেন না) (ইতি) (ইহা) ন (নহে) চ (এবং)

অতঃপরং (অতঃপর) বয়ম্ সর্ব্বে (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) (ইতি) এব ন (ইহাও নহে)।।১২।।

অনুবাদ—আমি—পরমাত্মা ইতঃপূর্ব্বে কখনও ছিলাম না ইহা কিন্তু নহে, তুমি অর্জ্জুন কখনও ছিলেনা ইহা নহে। এই নরপতিগণ কখনও ছিলেন না ইহা নহে, ইহার পর আমি, তুমি বা এই নরপতিগণ আমরা সকলে থাকিব না তাহাও নহে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই নিত্য, সুতরাং শোকাতীত।।১২।।

বিশ্বনাথ—অথবা সখে ত্বামহমেবং পৃচ্ছামি; কিঞ্চ, প্রীত্যাস্পদস্য মরণেদৃষ্টে সতি— শোকো জায়তে তত্রেহ প্রীত্যাস্পদমাত্মা দেহো বা। "সর্ব্বেষামেব ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ' ইতি শুকোক্তেরাত্মৈব প্রীত্যাস্পদমিতিচেত্তর্হি জীবেশ্বরভেদেন দ্বিবিধস্যৈবাত্মনো নিত্যত্বাদেব মরণাভাবাদাত্মা শোকস্য বিষয়ো নেত্যাহ—ন ত্বেবাহমিতি। অহং পরমাত্মা জাতু কদাচিৎ অপি পূর্ব্বং নাসমিতি ন, অপি ত্বাসমেব। তথা ত্বমপি জীবাত্মা আসীরেব। তথেমে জনাধিপা রাজানশ্চ জীবাত্মান আসন্নেব ইতি প্রাগভাবাভাবো দর্শিতঃ। তথা সর্ব্বে বয়ম্ অহং ত্বং ইমে জনাধিপাশ্চ অতঃপরং ন ভবিষ্যামঃ ন স্থাস্যামঃ ইতি ন; অপি তু স্থাস্যাম এবেতি ধ্বংসাভাবশ্চ দর্শিতঃ ইতি— পরাত্মনো জীবাত্মনাঞ্চ নিত্যত্বাদাত্মা ন শোকবিষয় ইতি— সাধিতম্। অত্র শ্রুতয়ঃ—'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূণাং যো বিদধাতি কামান্" ইত্যাদ্যাঃ।।১২।।

বঙ্গানুবাদ—অথবা হে সখে! তোমাকে আমি এরূপ প্রশ্ন করিতেছি; প্রীতিপাত্রের মৃত্যু-দর্শনে শোক উৎপন্ন হয়, সেস্থলে প্রীতির আস্পদ আত্মা না দেহ? 'হে নৃপ! সকল জীবের আত্মাই প্রিয়।' (ভাঃ ১০।১৪।৫০)— এই শুকোক্তি অনুসারে আত্মাই যদি প্রীতির পাত্র হয়, তাহা হইলে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ থাকায় দ্বিবিধ আত্মাই নিত্য ও মরণরহিত বলিয়া আত্মা শোকের বিষয় নহে, তাই বলিতেছেন—'ন ত্বেবাহং' ইত্যাদি। আমি পরমাত্মা, পূর্ব্বে কদাপি ছিলাম না, ইহা নহে, কিন্তু ছিলামই। সেইরূপ তুমিও জীবাত্মা ছিলে। সেইরূপ এই সকল জনাধিপ অর্থাৎ রাজগণ জীবাত্মা ছিলেনই, এতদ্দারা আত্মার প্রাক্

অভাববিহীনতা প্রদর্শিত হইল। সেইরূপ আমি, তুমি, এই নরপতিসমূহ পরে থাকিব না, এমনও নহে; প্রত্যুত সকলেই থাকিব। এতদ্দ্বারা আত্মার ধ্বংসাভাব দর্শিত হইল। এবিষয়ে শ্রুতিগণ বলেন—(কঠ২।২।১৩) 'যিনি নিত্য বস্তুসমূহের নিত্য চেতনসমূহের চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন।' ইত্যাদি।।১২।।

অনুবর্ষিণী—স্থূল শরীরের সহিত জীবাত্মার সংযোগই জন্ম এবং বিয়োগই মৃত্যু। সুতরাং দেহে আত্মার অবস্থিতির জন্য লোকে পরস্পর প্রীতি ব্যবহার করে। কিন্তু স্থূলদেহে আমি বুদ্ধিকারী জীব উহা না বুঝিয়া আত্মার অন্তর্দ্ধানে মৃতদেহ লইয়া প্রীতিবশে শোকনিমগ্ন হয়। শ্রীল শুকদেব প্রভু বলিয়াছেন—"হে রাজন্, নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণির প্রিয় হইয়া থাকে, আত্মভিন্ন পুত্র ধন প্রভৃতি পদার্থ আত্মার প্রিয় বলিয়া গৌণভাবে প্রিয়, বস্তুত সাক্ষাৎ প্রিয় নহে। হে রাজেন্দ্র, দেহিগণের নিজ নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ হয় মমতার বিষয়ীভূত পুত্র, ধন ও গৃহাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না। হে রাজন্য সত্তম, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষগণেরও দেহ যেরূপ প্রিয় হয়, দেহ-সম্বন্ধীয় গৃহ, স্ত্রী বা পুত্রাদি সেরূপ প্রিয়তম হয় না। যদিও এই দেহ মমতার আস্পদ তথাপি উহা আত্মতুল্য প্রিয় নহে। যেহেতু এই দেহ জরাগ্রস্ত হইলেও জীবনের আশা বলবতী থাকে। **সুত**রাং আত্মার প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ জীবিতাশা বলবতী থাকে। অতএব সমস্ত প্রাণিগণেরই নিজের আত্মা প্রিয়তম হয়। এই নিখিল চরাচর জগৎ সেই আত্মারই সুখের কারণ" (।। ১০।১৪।৫০-৫৪।)

'স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি 'ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' (বৃঃ আঃ ২।৪।৫) যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—কেহই অন্যের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত অন্যকে ভালবাসে না। নিজ নিজ প্রীতির জন্যই পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে, পিতা পুত্রকে এবং পুত্রগণ পিতাকে ভালবাসে। কাহারও প্রীতির জন্য কেহ প্রিয় হয় না, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্তই সকলেই সকলের প্রিয় হইয়া থাকে।।১২।।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।১৩।।

অন্বয়—দেহিনঃ (দেহধারীর) অস্মিন্ দেহে (এই শরীরে) যথা (যেপ্রকার) কৌমারং (কুমার অবস্থা) যৌবনং (যুবক অবস্থা) জরা (বার্দ্ধক্য অবস্থা) তথা (সেই প্রকার) দেহান্তর প্রাপ্তিঃ (দেহান্তর লাভ) ধীরঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) তত্র (তাহাতে) ন মুহ্যতি (মোহাভিভূত হন না)।।১৩।।

অনুবাদ—দেহধারী জীবগণের এই স্থূল শরীরে যে প্রকার কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্যাবস্থা ক্রমান্বয়ে লাভ হয় সেই প্রকার দেহান্তর প্রাপ্তিও হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতে অর্থাৎ দেহের নাশ বা উৎপত্তিতে মোহ প্রাপ্ত হন না।।১৩।।

বিশ্বনাথ—ননু চাত্মসম্বন্ধেন দেহোঽপি প্রীত্যাস্পদং স্যাৎ, দেহ সম্বন্ধেন পুত্রভ্রাতাদয়োঽপি, তৎসম্বন্ধেন নপ্ত্রাদয়োঽপি, অতস্তেষাং নাশে শোকঃ স্যাৎ এবেতি চেদত আহ,—দেহিন ইতি। দেহিনো জীবস্যাস্মিন্ দেহে কৌমারং কৌমার প্রাপ্তির্ভবতি, ততঃ কৌমার-নাশানন্তরং যৌবন প্রাপ্তির্যৌবন-নাশানন্তরং জরা প্রাপ্তি যথা, তথা এব দেহান্তর প্রাপ্তিরিতি। ততশ্চাত্মসম্বন্ধিনাং কৌমারাদীনাং প্রীত্যাস্পদানাং নাশে যথা শোকো ন ক্রিয়তে, তথা দেহস্যাপ্যাত্মসম্বন্ধিনঃ প্রীত্যাস্পদস্য নাশে শোকো ন কর্ত্তব্যঃ। যৌবনস্য নাশে জরা প্রাপ্তৌ শোকো জায়তে ইতি চেৎ কৌমারস্য নাশে যৌবনপ্রাপ্তৌ হর্ষোঽপি জায়তে ইতি। অতোভীষ্মদ্রোণাদীনাং জীর্ণদেহনাশে খলু নব্য দেহান্তর প্রাপ্তৌ তর্হি হর্ষঃ ক্রিয়তামিতিভাবঃ, যদ্বা, একস্মিন্নপি দেহে কৌমারাদীনাং যথা প্রাপ্তিস্তথৈবৈকস্যাপি দেহিনো জীবস্য নানা দেহানাং প্রাপ্তিরিতি।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল যে, আত্মাসম্বন্ধে দেহও প্রীতির আস্পদ হইবে, দেহসম্বন্ধে পুত্র ভ্রাতৃ প্রভৃতি, তাহাদিগের সম্বন্ধে পৌত্রাদি অতএব তাহাদের মৃত্যুতে শোক হইবেই, তদুত্তরে বলিতেছেন—'দেহিনঃ' ইত্যাদি। 'দেহিনঃ'—জীবের—'অস্মিন্ দেহে'—এই দেহে 'কৌমারং'—কৌমার প্রাপ্তি হয়, তৎপরে কৌমার নাশের পর যৌবন প্রাপ্তি, যৌবন-নাশের পর জরা প্রাপ্তি, তদ্রূপই অন্য দেহ প্রাপ্তি হয়। অতএব আত্মার সহিত

সম্বন্ধবিশিষ্ট প্রীতিপাত্র কৌমারাদি নাশে যেরূপ শোক করা হয় না সেইরূপ আত্মার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট প্রীতির আস্পদ দেহের নাশেও শোক করা উচিত নহে। যদি যৌবনের নাশে জরা-প্রাপ্তিতে শোক হয়, তবে কৌমারের নাশে যৌবন-প্রাপ্তিতে হর্ষও উৎপন্ন হয়। অতএব ভীষ্ম-দ্রোণাদির জীর্ণ দেহ নাশে অন্য নব্য দেহ প্রাপ্তিতে হর্ষ বা আনন্দ করা হউক, এই ভাব। অথবা একই দেহে যেরূপ কৌমারাদির প্রাপ্তি, সেইরূপ একই দেহী—জীবের নানা দেহ-প্রাপ্তি।।১৩।।

অনুবর্ষিণী—দেহী—আত্মা বা জীব—পরিণাম বিহীন। দেহ—পরিণামশীল। দেহের কৌমার, যৌবন, জরা—মৃত্যু বা দেহান্তর হইলেও দেহীর অবস্থান্তর প্রাপ্তি বা মৃত্যু হয় না। অতএব দেহনাশে শোক করা কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ কৌমারনাশে যৌবন প্রাপ্তিতে আনন্দ হয়; তদ্রূপ রাজা যযাতির যৌবন প্রাপ্তির ন্যায় (ভাঃ৯।১৮অঃ) জরাগ্রস্ত দেহ নাশান্তে নব্য দেহলাভে আনন্দ হওয়া উচিত।।১৩।।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।।১৪।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) মাত্রাস্পর্শাঃ তু (ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির সহিত বিষয় সমূহের সংস্পর্শ) শীতোষ্ণ সুখদুখঃদাঃ (শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ দান করে) (তে—তাহারা) আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মশীল) অনিত্যাঃ (অস্থায়ী) ভারত! (হে ভারত!) তান্ (সেই সকলকে) তিতিক্ষস্ব (সহ্য কর)।।১৪।।

অনুবাদ—হে কুন্তীনন্দন! ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহের বিষয়সংস্পর্শেই শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ দিয়া থাকে। তাহারা আগমাপায়ী ও অনিত্য, সুতরাং হে ভারত! তাহাদ্গিকে সহ্য কর।।১৪।।

বিশ্বনাথ—ননু সত্যমেব তত্ত্বং, তদপ্যবিবেকিনো মম মন এবানর্থকারী বৃথৈব শোকমোহব্যাপ্তং দুঃখয়তীতি তত্র ন কেবলং একং মন এব, অপি তু মনসো বৃত্তয়োঽপি সর্ব্বাস্ত্বগাদীন্দ্রিয়রূপাঃ স্ববিষয়াননুভাব্য অনর্থকারিণ্য ইত্যাহ—মাত্রেতি। মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াস্তেষাং স্পর্শাঃ অনুভবাঃ। শীতোষ্ণেতি, আগমাপায়িন ইতি,—যদেব শীতলজলাদিকমুষ্ণকালে সুখদং,

তদেব শীতকালে দুঃখদমতোঽনিয়তত্বাদাগমাপায়িত্বাচ্চ, তান্ বিষয়ানুভবান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব; তেষাং সহনমেব শাস্ত্র বিহিতো ধর্ম্মঃ। ন হি মাঘে মাসি জলস্য দুঃখদত্ববুদ্ধ্যৈব শাস্ত্রে বিহিতঃ স্নানরূপো ধর্ম্মস্ত্যজ্যতে। ধর্ম্ম এব কালে সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তকো ভবতি, এবমেব যে পুত্রভ্রাত্রাদ্যাঃ উৎপত্তিকালে ধনাদ্যুপার্জ্জনকালে চ সুখদাস্ত এব মৃত্যুকালে দুঃখদা আগমাপায়িনোঽ-নিত্যাস্তানপি তিতিক্ষস্ব; ন তু তদনুরোধেন যুদ্ধরূপঃ শাস্ত্রবিহিতঃ স্বধর্ম্ম-স্ত্যাজ্যঃ। বিহিতধর্ম্মনাচরণং খলু কালে মহানর্থকৃদেব ইতি ভাবঃ।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, এই তত্ত্ব সত্য হইলেও আমার ন্যায় অবিবেকীয় অনর্থকারী মনই বৃথা শোক মোহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া দুঃখ প্রদান করে। সে স্থলে কেবল এক মনই নহে, কিন্তু ত্বগাদি ইন্দ্রিয়রূপ মনের সমস্ত বৃত্তিগুলিই নিজ নিজ বিষয়ের চিন্তা আনাইয়া অনর্থকারী হয়, তাই বলিতেছেন —'মাত্রা' ইত্যাদি। 'মাত্রা'—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ তাহাদের 'স্পর্শাঃ'—অনুভব। 'শীতোষ্ণঃ আগমাপায়িনঃ'—যে শীতল জলাদি উষ্ণকালে সুখদ, সেই জলাদি শীতলকালে দুঃখদ। অতএব অনিয়ত, আগম ও অপায়ী (আসে ও যায়) বলিয়া সেইসকল বিষয়ের অনুভব 'তিতিক্ষস্ব' সহ্য কর। তাহাদের সহনই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম। মাঘ মাসে জল দুঃখদ, এই বুদ্ধিতে শাস্ত্রবিহিত স্নানরূপ ধর্ম্মত্যাগ করা হয় না। ধর্ম্মই কালে সর্ব্বানর্থ নিবৃত্ত করে। এইরূপই যে পুত্রভ্রাতৃবর্গ উৎপত্তিকালে এবং ধনাদি-উপার্জ্জনকালে সুখদ, তাহারাই মৃত্যুকালে দুঃখদ, আগমাপায়ী অনিত্য, সেগুলিও সহ্য কর; কিন্তু ইহাদের অনুরোধে যুদ্ধরূপ শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্ম ত্যজ্য নহে। শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মের অনাচরণকালে মহা অনর্থকারীই হয়, এই ভাব।।১৪।।

অনুবর্ষিণী—রূপরসাদি বিষয়সমূহে সুখ বা দুঃখ নাই; ঐ সকল বিষয়ের অনুভবই সুখদ বা দুঃখদ। তিতিক্ষা বা সহিষ্ণুতা দ্বারা ঐ সুখ বা দুঃখ অতিক্রম করা যায়। মাঘস্নান দুঃখপ্রদ হইলেও যেরূপ ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য উহা সহনীয়, তদ্রূপ স্বজনবধ দুঃখদ হইলেও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—প্রতিকূল ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। কেননা ধর্ম্মপালনে জ্ঞানের উদয় হয় এবং জ্ঞানোদয়ে মোক্ষলাভ হয়। অতএব জ্ঞাননিষ্ঠা—

পরিপাকের পূর্ব্বেই ধর্ম্মত্যাগ অনর্থের হেতু।।১৪।।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।।১৫।।

অন্বয়—পুরুষর্ষভ! (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) এতে (এই সকল মাত্রা-স্পর্শা) সম দুঃখ সুখং (সুখ দুঃখে সমজ্ঞানবিশিষ্ট) যং ধীরং পুরুষং (যে ধীর পুরুষকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত বা অভিভূত করিতে পারে না।) সঃ হি (তিনি নিশ্চয়ই) অমৃতত্বায় কল্পতে (মোক্ষলাভের যোগ্য)।।১৫।।

অনুবাদ—হে পুরুষোত্তম! এই সকল মাত্রা -স্পর্শ সুখ দুঃখ সমজ্ঞান-বিশিষ্ট যে ধীর ব্যক্তিকে ব্যথিত বা অভিভূত করিতে পারে না তিনি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভে অধিকরী।।১৫।।

বিশ্বনাথ—এবং বিচারেণ তত্তৎসহনাভ্যাসে সতি তে বিষয়ানুভবাঃ কালে কিল নাপি দুঃখয়ন্তি। যদি চ ন দুঃখয়ন্তি, তদাত্মমুক্তিঃ স্বপ্রত্যাসন্নে-বেত্যাহ—যমিতি। অমৃতত্বায় মোক্ষায়।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার বিচারে সেই সেই বিষয় সহ্য করিবার অভ্যাস হইলে উহাদের অনুভবকালে দুঃখদ হইবে না। যদি দুঃখ উৎপাদন না করে তখন আত্মমুক্তি নিজেই নিকটবর্ত্তী হইবে, এই জন্য বলিতেছেন—'যম্' ইত্যাদি। 'অমৃতত্বায়'—মোক্ষের নিমিত্ত।।১৫।।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।।১৬।।

অন্বয়—অসতঃ (অনাত্মধর্ম্মত্ব হেতু অসৎ অর্থাৎ আত্মাতে অবিদ্যমান শীতোষ্ণাদির) ভাব (সত্তা) ন বিদ্যতে (নাই) সতঃ (নিত্যবস্তুআত্মার) অভাবঃ (বিনাশ) ন (নাই) তত্ত্বদর্শিভিঃ (তত্ত্বদর্শিদিগের দ্বারা) অনয়োঃ উভয়োঃঅপি (এই উভয়েরই) তু (কিন্তু) অন্তঃ (পরিণাম) দৃষ্টঃ (পর্য্যালোচিত)।।১৬।।

অনুবাদ—অনাত্মধর্ম্মত্বহেতু আত্মাতে অবিদ্যমান শীতোষ্ণাদির সত্তা নাই এবং নিত্য বস্তু আত্মার বিনাশ নাই। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ সৎ ও অসতের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।।১৬।।

বিশ্বনাথ—এতচ্চ বিবেকদশানধিরূঢ়ান্ প্রতি উক্তম্। বস্তুতস্তু

"অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ, জীবাত্মনশ্চ স্থূলসূক্ষ্মদেহাভ্যাং তদ্ধর্ম্মৈঃ শোকমোহাদিভিশ্চ সম্বন্ধো নাস্ত্যেব; তৎসম্বন্ধস্যাবিদ্যা-কল্পিতত্বাদিত্যাহ—নেতি। অসতঃ অনাত্ম-ধর্ম্মত্বাদাত্মনি জীবে অবর্ত্তমানস্য শোকমোহাদেস্তদাশ্রয়স্য দেহস্য চ ভাবঃ সত্তা নাস্তি। তথা সতঃ সত্যরূপস্য জীবাত্মনোঽভাবো নাশো নাস্তি। তস্মাদুভয়োরেতয়োর-সৎসতোরন্তো-নির্ণয়োঽয়ং দৃষ্টঃ। তেন ভীষ্মাদিষু ত্বদাদিষু চ জীবাত্মসু সত্যত্বাদনশ্বরেষু দেহদৈহিক-বিবেকশোকমোহাদয়ো নৈব সন্তীতি। কথং ভীষ্মাদয়ো নঙ্ক্ষ্যন্তি, কথং বা তাংস্ত্বং শোচসীতি ভাবঃ।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ—ইহা বিবেকদশায় অনধিরূঢ় অর্থাৎ বিবেকদশা অপ্রাপ্ত জন-গণের প্রতি উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শ্রুতিকথিত—'এই পুরুষ অসঙ্গ'—অনুসারে জীবাত্মার স্থূলসূক্ষ্ম-দেহদ্বয়ের ও তদ্ধর্ম্ম শোকমোহাদির সহিত সম্বন্ধই নাই;কারণ উহাদের সম্বন্ধ অবিদ্যা-কল্পিত—এতদর্থে বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। 'অসতঃ'—অনাত্মধর্ম্মনিবন্ধন আত্মতত্ত্ব জীবে অবর্ত্তমান শোক-মোহাদির এবং তদাশ্রয় দেহের 'ভাবঃ'—সত্তা নাই। সেইরূপ 'সতঃ'—সত্যরূপ জীবাত্মার অভাব বা নাশ নাই। অতএব এই উভয় অর্থাৎ সৎ এবং অসতের 'অন্তঃ'—নির্ণয়-এইরূপ দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য ভীষ্মাদি এবং তোমরা প্রভৃতি সত্য বা নিত্য বলিয়া অনশ্বর জীবাত্মাসমূহে দেহদৈহিক বিবেক-শোক-মোহ প্রভৃতি থাকে না। ভীষ্মাদি কি প্রকারে নাশ প্রাপ্ত হইবেন? তুমি বা কিরূপে তাঁহাদের জন্য শোকগ্রস্ত হইবে, এই ভাব।।১৬।।

অনুবর্ষিণী—জীবাত্মা সৎ অর্থাৎ নিত্য; তাহার নাশ নাই। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় অসৎ অর্থাৎ অনিত্য; তাহাদের নিত্যস্থিতি নাই। আবার জীবাত্মা নিত্য জ্ঞান ও আনন্দময় এবং আসক্তি শূন্য। আর স্থূল সূক্ষ্মদেহদ্বয় জড় ও শোকমোহাদি ধর্ম্মযুক্ত। অতএব সৎ আত্মায়--অসৎ দেহদ্বয়ের ধর্ম্ম নাই। তবে যে জীবগণকে শোকমোহযুক্ত দেখা যায় উহা অবিদ্যাকল্পিত।।১৬।।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।।১৭।।

অন্বয়—যেন (যদ্বারা) ইদং সৰ্ব্বম্ (এই সমগ্র) ততম্ (ব্যাপ্ত) তৎ (সেই আত্মাকে) তু অবিনাশি (বিনাশ শূন্য) বিদ্ধি (জানিবে) কশ্চিৎ (কেহই) অব্যয়স্য অস্য (এই অব্যয় আত্মার) বিনাশং (বিনাশ) কর্ত্তুম্ (করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ নহে)।।১৭।।

অনুবাদ—যিনি এই সমগ্র শরীর ব্যাপিয়া আছেন তাহাকে অবিনাশী জানিবে। কেহই সেই অব্যয় আত্মার বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ নহে।।১৭।।

বিশ্বনাথ—'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' ইত্যস্যার্থং স্পষ্টয়তি—অবিনাশীতি। তৎ জীবাত্মস্বরূপং যেন সৰ্ব্বমিদং শরীরং ততং ব্যাপ্তম্। ননু শরীরমাত্রব্যাপী-চৈতন্যত্বে জীবাত্মনো মধ্যমপরিমাণত্বেনানিত্যত্ব প্রসক্তিঃ? মৈবং, 'সূক্ষ্মানামপ্যহং জীবঃ" ইতি ভগবদুক্তেঃ; "এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো, যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" ইতি, "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" ইতি। "আরাগ্রমাত্রোহ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ" ইতি শ্রুতিভ্যশ্চ তস্য পরমাণু-পরিমাণ-ত্বমেব। তদপি সম্পূর্ণদেহব্যাপিশক্তিমত্ত্বং জতুজটিতস্য মহামনের্ম্মহৌষধ-খণ্ডস্য বা শিরস্যুরসি বা ধৃতস্য সম্পূর্ণদেহপুষ্টিকরণশক্তিমত্ত্বমিব নাসমঞ্জসম্। স্বর্গনরক-নানা-যোনিষু গমনঞ্চ তস্যোপধিপারবশ্যাদেব। তদুক্তং প্রাণমধিকৃত্য দত্তাত্রেয়েণ—"যেন সংসরতে পুমান্" ইতি। অতএবাস্য সৰ্ব্বাগতত্ত্বমপ্যগ্রিম-শ্লোকে বক্ষ্যমাণং নাসমঞ্জসম্। অতএবা-ব্যয়স্য নিত্যস্য—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি শ্রুতেঃ, যদ্বা, ননু দেহো জীবাত্মা পরমাত্মে-ত্যেতদ্বস্তুত্রিকং মনুষ্যতির্য্যগাদিষু সৰ্ব্বত্র দৃশ্যতে, তত্রাদ্যয়োর্দেহজীবয়োস্তত্ত্বং "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যনেনোক্তম্; তৃতীয়স্য পরমাত্মবস্তুনঃ কিং তত্ত্বমিত্যত আহ—অবিনাশি ত্বিতি। তু—ভিন্নোপক্রমে; পরমাত্মনো মায়াজীবাভ্যাংস্বরূপতঃ পার্থক্যাৎ ইদং জগৎ।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ—সৎ বা সত্যরূপ তত্ত্বের অভাব বা নাশ নাই—ইহার অর্থ স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—"অবিনাশী" ইত্যাদি। সেই জীবাত্মস্বরূপ, যাহা দ্বারা সমস্ত এই শরীর 'ততং'ব্যাপ্ত। যদি প্রশ্ন করা যায় যে, শরীরমাত্রব্যাপী

জীবাত্মার চৈতন্যত্বে মধ্যপরিমাণহেতু অনিত্যত্বের সম্ভাবনা হয় না কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা নহে, ভগবান্ বলিয়াছেন— 'সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহের মধ্যে আমি জীব।' (ভাঃ ১১।১৬।১১) "এই আত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বিশুদ্ধচিত্তে ইহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। প্রাণবায়ু—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান—এই পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়া যে শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়া থাকে।' (মুণ্ডক ৩।১।৯;) সেই জীবকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে।" (শ্বেঃ ৫।৯;) 'প্রান্তের অগ্রভাগমাত্র অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম অপর অর্থাৎ জীবাত্মা দৃষ্ট হয়।' ঐ (৫।৮) ইত্যাদি শ্রুতিবচন হইতেও তাহার পরমাণু পরিমাণত্ব সিদ্ধ। যেমন জতুজটিত অর্থাৎ লাক্ষাঘটিত মহামণি বা মহৌষধখণ্ড শিরে বা বক্ষে ধরিলে সম্পূর্ণ দেহ পুষ্টিকরণের শক্তিযুক্ত, সেইরূপ জীবাত্মাও সম্পূর্ণদেহব্যাপী শক্তিযুক্ত। ইহাতে অসামঞ্জস্য নাই। উপাধি-পরবশেই ইহার স্বর্গ-নরক-নানা যোনিতে গমন। দত্তাত্রেয় প্রাণসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—'যাহার দ্বারা পুরুষের সংসার হয়'। অতএব ইহার (জীবাত্মার) সর্ব্বগতত্বও পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইবে। উহা অসামঞ্জস্য নহে। অতএব 'অব্যয়স্য'—নিত্য—'নিত্যসমূহের নিত্য, চেতন সমূহের একমাত্র চেতন, যিনি এক হইয়াও বহুর কাম পূরণ করেন'—(কঠ ২।২।১৩) এই শ্রুতিবাক্য; অথবা, যদি বলা যায়, দেহ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই তিনটি বস্তু মনুষ্য-তির্যগাদিতে সর্ব্বত্র দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রথম দুইটি অর্থাৎ দেহ ও জীবের তত্ত্ব পূর্ব্বশ্লোকে 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'—ইহার দ্বারা কথিত হইয়াছে। তৃতীয় পরমাত্মবস্তু কি তত্ত্ব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'অবিনাশী' ইত্যাদি। 'তু'—শব্দটী ভিন্ন উপক্রম, মায়া ও জীবের স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইতে পার্থক্যবশতঃ এই জগৎ।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—জীব অণুপরিমিত হইয়াও সকল শরীরে কি প্রকারে উপলব্ধ হয়? উত্তর—'অবিরোধশ্চন্দনবৎ'; (বেঃ সূঃ ২।৩।২২) অর্থাৎ চন্দনের সদৃশ অবিরোধ বুঝিতে হইবে। হরিচন্দনবিন্দু যেমন একদেশস্থিত হইয়াও সমস্ত শরীরের শান্তিদায়করূপে অনুভূত হয়, জীবও তাহার ন্যায়। জীবরেও একদেশাবস্থিতিতে সমস্ত শরীর ব্যাপকত্ব বিরুদ্ধ হয় না।

স্মৃতিতেও কহিয়াছেন—'অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহংব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ।' অর্থাৎ হরিচন্দনবিন্দু যেরূপ একস্থানে অবস্থিত হইয়াও সমস্ত দেহের হর্ষপ্রদ হয়, জীবও তাহার ন্যায় একস্থলে অবস্থান করিয়াও সর্ব্বদেহব্যাপক হইয়া পড়েন।

যদি প্রশ্ন হয় যে জীব দেহের কোন্ স্থানে অবস্থান করে? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীবের অবস্থানের স্থান অন্তঃকরণ—'হৃদি হ্যেষ আত্মেতি' ষট্প্রশ্নী শ্রুতিঃ। অর্থাৎ অন্তঃকরণই জীবের অবস্থিতি কথিত হইয়া থাকে।

'গুণাদ্বালোকবৎ'। (বেঃ সূঃ ২।৩।২৪)

অর্থাৎ জীব স্বীয়গুণে আলোকের ন্যায় শরীরব্যাপী হইয়া থাকে।

"জীব অণু হইলেও চেতয়িতৃত্ব লক্ষণ চিদ্গুণদ্বারা আলোকের মত সমস্ত শরীরব্যাপি হইয়া থাকে। সূর্য্য প্রভৃতির আলোক যেমন একদেশস্থিত হইয়াও প্রভাপুঞ্জদ্বারা সমস্ত খগোল ব্যাপ্ত করে, জীবও তাহার মত সকল দেহ ব্যাপ্ত করে। ভগবান্ নিজেই ঐ প্রকার কহিয়াছেন—'আদিত্য যেমন একাকী এই অখিল লোক ব্যক্ত করেন, জীবও তাহার ন্যায় সকল শরীর প্রকাশিত করে।' (গীঃ ১৩।৩৩ শ্রীবলদেব)।।১৭।।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।।১৮।।

অন্বয়—নিত্যস্য (সর্ব্বদা একরূপ) অনাশিনঃ (বিনাশরহিত) অপ্রমেয়স্য (অপরিমেয়) শরীরিণঃ (জীবের) ইমে দেহাঃ (এই শরীরসকল) অন্তবন্তঃ (বিনাশশীল) উক্তাঃ (কথিত হয়) ভারত! (হে অর্জ্জুন) তস্মাৎ (সেই হেতু) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)।।১৮।।

অনুবাদ—নিত্য অবিনাশী অপরিমেয় জীবাত্মার এই শরীরসকল অনিত্য বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং হে ভারত! শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া যুদ্ধ কর।।১৮।।

বিশ্বনাথ—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যস্যার্থং স্পষ্টয়তি—অন্তবন্ত ইতি। শরীরিণো জীবস্য অপ্রমেয়স্য অতিসূক্ষ্মত্বাদ্দুর্জ্ঞেয়স্য। তস্মাদ্ যুধ্যস্বেতি শাস্ত্রবিহিতস্য স্বধর্ম্মস্য ত্যাগোঽনুচিত ইতি ভাবঃ।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—'নাসতঃ বিদ্যতে ভাবঃ'—ইহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া

বলিতেছেন—'অন্তবন্তঃ' ইত্যাদি। 'শরীরিণঃ'—জীবের 'অপ্রমেয়স্য'—অতি সূক্ষ্মত্বহেতু দুর্জ্ঞেয়। 'তস্মাদ্ যুধ্যস্ব'—যুদ্ধ কর, শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মের ত্যাগ অনুচিত, এই ভাব।।১৮।।

অনুবর্ষিণী—দেহ বিনাশশীল আর আত্মা অবিনাশী ও দুর্জ্ঞেয়। সুতরাং দেহ ও আত্মার জন্য শোক সম্ভবপর নহে। আবার যেহেতু বিনাশ রহিত আত্মার যখন সুখদুঃখাদি নাই উহা মোহজ মাত্র। দেহের দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়। অতএব অনিত্য দেহধর্ম্মের—শোক-মোহাদির বশীভূত না হইয়া ঐ দেহদ্বারা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।। ১৮।।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।১৯।।

অন্বয়—যঃ (যে পুরুষ) এনং (এই জীবাত্মাকে) হন্তারং (বধকর্ত্তা) বেত্তি (জানেন) য চ (এবং যিনি) এনং (এই আত্মাকে) হতং মন্যতে (হত বলিয়া মনে করেন) তৌ উভৌ (সেই উভয়ই) ন বিজানীত (জানে না) (যস্মাৎ—যেহেতু) অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি (হনন করেন না) ন হন্যতে (হত হন না)।।১৯।।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি জীবাত্মাকে হননকর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করেন এবং যিনি জীবাত্মাকে হত বলিয়া মনে করেন তাহারা উভয়েই কিছুই জানে না। যেহেতু জীবাত্মা কাহাকেও হনন করেন না বা কাহারও দ্বারা হত হন না।।১৯।।

বিশ্বনাথ—ভো বয়স্য **অর্জ্জুন! ত্বমাত্মা, ন হন্তেঃ কর্ত্তা**, নাপি হন্তেঃ কর্ম্ম ইত্যাহ—য ইতি। এনং জীবাত্মানং হন্তারং বেত্তি; ভীষ্মাদীনর্জ্জুনো হন্তীতি যো বেত্তীত্যর্থ। হতমিতি ভীষ্মাদিভিরর্জ্জুনো হন্যত ইতি যো বেত্তি, তাবুভাবপ্যজ্ঞানিনৌ। অতোঽর্জ্জুনোঽয়ং গুরুজনং হন্তীতি অজ্ঞানিলোকগীতাদ্ দুর্যশসঃ কা তে ভীতিরিতি ভাবঃ।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—হে বয়স্য অর্জ্জুন, তুমি আত্মা, হননের কর্ত্তা বা কর্ম্মও নহ, তাই বলিতেছেন—'য' ইত্যাদি। 'এনং'—জীবাত্মাকে হত্যাকারী বলিয়া জানেন, ভীষ্মাদিকে অর্জ্জুন হত্যা করেন, ইহা যিনি জানেন। 'হতম্'—**ভীষ্মাদিকর্ত্তৃক অর্জ্জুন হত হন, ইহা যিনি জানেন,** এই উভয় ব্যক্তিই

অজ্ঞানী। অতএব এই অর্জ্জুন গুরুজনকে হত্যা করেন, এইরূপ অজ্ঞানিলোকগীত দুর্যশে বা অখ্যাতিতে তোমার কি ভয়? এই ভাব।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—দেহে আত্মা বা 'আমি' বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবই নিজেকে অপরের হত্যাকারী অথবা নিজে অপরের দ্বারা হত হইবার অভিমান করে। বাস্তবিক চেতন আত্মা ঐরূপ কর্ত্তা বা কর্ম্ম নহেন।

শ্রুতিতেও এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়—'হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চন্মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।' কঠ ১।২।১৯।।১৯।।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।২০।।

অন্বয়—অয়ং (এই জীবাত্মা) কদাচিৎ (কখনও) ন জায়তে বা ম্রিয়তে (জন্মেন না বা মরেন না) ভূত্বা বা (কিংবা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ ন ভবিতা (পুনরুৎপন্ন হন না) অজঃ (জন্মশূন্য) নিত্যঃ (সর্ব্বদা একরূপ) শাশ্বতঃ (অপক্ষয়শূন্য) পুরাণঃ (রূপান্তর রহিত) শরীরে হন্যমানে (শরীর বিনষ্ট হইলেও) ন হন্যতে (আত্মার বিনাশহয় না)।।২০।।

অনুবাদ—এই জীবাত্মা কখনও জন্মে না বা মরে না অথবা পুনঃ পুনঃ তাহার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মরহিত, সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া নিত্য, অপক্ষয়শূন্য, রূপান্তর রহিত অর্থাৎ পুরাতন হইলেও নিত্য নবীন, দেহ বিনষ্ট হইলেও তাহার বিনাশ হয় না। কারণ এই শরীরের সহিত তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধাভাব।।২০।।

বিশ্বনাথ—জীবাত্মনো নিত্যত্বং স্পষ্টতয়া সাধয়তি—'ন জায়তে, ম্রিয়তে' ইতি জন্মমরণয়োর্বর্ত্তমানত্ব-নিষেধঃ। 'নায়ং ভূত্বা ভবিতে'তি তয়োর্ভূতত্ব-ভবিষ্যত্বনিষেধঃ। অতএব 'অজঃ' ইতি কালত্রয়েঽপ্যজস্য জন্মাভাবাৎ নাস্য প্রাগভাবঃ। শাশ্বতঃ শশ্বৎ সর্ব্বকাল এব বর্ত্তত ইতি নাস্য কালত্রয়েঽপি ধ্বংসঃ; অতএবায়ং নিত্যঃ। তর্হি বহুকালস্থায়িত্বাৎ জরাগ্রস্তোঽয়মিতি চেন্ন, পুরাণঃ পুরাপি নবঃ প্রাচীনোঽপ্যয়ং নবীন ইবেতি

ষড়্ ভাব-বিকারাভাবাদিতি ভাবঃ। ননু শরীরস্য মরণাদৌপচারিকন্তু মরণমস্যাস্তু? তত্রাহ—নেতি। শরীরেণ সহ সম্বন্ধাভাবান্নোপচার।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—জীবাত্মার নিত্যত্ব স্পষ্টভাবে সিদ্ধ করিতেছেন—'ন জায়তে ম্রিয়তে' ইত্যাদি। ইহাতে জন্ম মরণের বর্ত্তমানত্বের নিষেধ হইয়াছে। 'নায়ং ভূত্বা ভবিতা'—ইহাতে ঐ দুইটীর ভূতত্ব (অতীতভাব) ও ভবিষ্যত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব 'অজ'—ত্রিকালেও ইহার জন্মের অভাব হেতু পূর্ব্বকালেও ইহার অভাব ছিল না। 'শাশ্বতঃ'—সর্ব্বকালেই থাকে, ত্রিকালেও ইহার ধ্বংস নাই; অতএব ইহা নিত্য। তাহা হইলে যদি প্রশ্ন হয় যে বহুকাল স্থায়ী বলিয়া উহা জ্বরাগ্রস্ত, তাহা নহে, 'পুরাণঃ'—পুরাণ হইলেও নব অর্থাৎ প্রাচীন হইলেও নবীনেরই ন্যায়,—এই ষড়্ভাবরূপ বিকারের অভাব হেতু, এই ভাব। আচ্ছা, শরীরের মরণ হইতে উপচারে উহার মরণ হউক না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। শরীরের সহিত সম্বন্ধ অভাবে উপচার হয় না, এই ভাব।।২০।।

অনুবর্ষিণী—কঠোপনিষদে (১।২।১৮) এইরূপ পাওয়া যায়—'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখা যায়—'স বা এষ মহানজ আত্মাজ-রোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ' ৪।৪।২৫।

ষড়বিকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ।।২০।।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্।।২১।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) যঃ (যিনি) এনং (আত্মাকে) নিত্যং (নিত্য) অজম্ (অজ) অব্যয়ম্ (অপক্ষয় রহিত) অবিনাশিনম্ (বিনাশ রহিত) বেদ (জানেন) সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) কথং (কি প্রকারে) কম্ (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) (বা) কম্ (কাহাকে) হন্তি (হনন করেন?)।।২১।।

অনুবাদ—হে পার্থ! যিনি জীবকে নিত্য, অজ, অব্যয় এবং অবিনাশী বলিয়া জানেন, তিনি কি প্রকারে কাহাকেও হত্যা করান বা হত্যা করেন? ।।২১।।

বিশ্বনাথ—অত এবম্ভূতজ্ঞানে সতি ত্বং যুধ্যমানোঽপি অহং যুদ্ধে প্রেরয়ন্নপি দোষভাজৌ নৈব ভবাব ইত্যাহ—বেদেতি। নিত্যমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্; অবিনাশিনমিতি, অজমিতি অব্যয়মিতি, এতৈর্বিনাশজন্যা অপক্ষয়াঃ নিষিদ্ধাঃ। স পুরুষো মল্লক্ষণঃ কং ঘাতয়তি, কথং বা ঘাতয়তি, তথা স পুরুষস্ত্বল্লক্ষণঃ কং হন্তি, কথং বা হন্তি? ।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব এইরূপ জ্ঞান হইলে তুমি যুদ্ধ করিয়াও এবং আমি যুদ্ধে প্রেরণা দিয়াও আমরা উভয়ে দোষভাগী হইব না, তাই বলিতেছেন—'বেদ' ইত্যাদি। 'নিত্যম্'—ক্রিয়ার বিশেষণ। 'অবিনাশিনম্' 'অজম্' 'অব্যয়ম্' এই কথাগুলির দ্বারা বিনাশজন্য অপক্ষয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'স পুরুষঃ'—মল্লক্ষণ অর্থাৎ মদীয় লক্ষণযুক্ত, কাহাকে দিয়া বধ করাইবে কিরূপেই বা বধ করাইবে? সেইরূপ 'স পুরুষঃ'—ত্বদীয় লক্ষণযুক্ত, কাহাকে মারিবে, কিরূপেই বা মারিবে? ।।২১।।

অনুবর্ষিণী—আত্মা ষড়্‌বিধ বিকারশূন্য। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি নিজেকে বধক্রিয়ার কর্ত্তা এবং আমাকে বধক্রিয়ার প্রেরণাদাতা মনে করিও না।।২১।।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।২২।।

অন্বয়—নরঃ (নর) যথা (যে প্রকার) জীর্ণানি বাসাংসি (জীর্ণ বস্ত্রসমূহ) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অপরাণি (অপর) নবানি (নব বস্ত্র সকল) গৃহ্ণাতি (পরিধান করে) তথা (সেই প্রকার) দেহী (জীবাত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি (জীর্ণ শরীর সকল) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অন্যানি নবানি (অন্য নব শরীরসমূহ) সংযাতি (ধারণ করে)।।২২।।

অনুবাদ—মানুষ যে প্রকার জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নব বস্ত্র পরিধান করে, সেই প্রকার জীবাত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন দেহ ধারণ করিয়া থাকে।।২২।।

বিশ্বনাথ—ননু মদীয়যুদ্ধাৎ ভীষ্মসংজ্ঞক-শরীরস্থ জীবাত্মা ত্যক্ষ্যতের

ইত্যতস্ত্বঞ্চাহঞ্চ তত্র হেতু ভবাব এবেত্যত আহ—বাসাংসীতি। নবীনং বস্ত্রং পরিধাপয়িতুং জীর্ণবস্ত্রস্য ত্যাজনে কশ্চিৎ কিং দোষো ভবতীতি ভাবঃ। তথা শরীরাণীতি,—ভীষ্মে জীর্ণশরীরং পরিত্যজ্য দিব্যং নব্যমন্যৎ শরীরং প্রাপ্স্যতীতি কস্তব বা মম বা দোষো ভবতীতি ভাবঃ।।২২।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল যে, আমার যুদ্ধে ভীষ্ম-নামক শরীরকে জীবাত্মা ত্যাগ করিবে, এরূপ স্থলে তুমি ও আমি হেতু হইব, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'বাসাংসি' ইত্যাদি। নবীন বস্ত্র পরাইবার জন্য জীর্ণ বস্ত্রের পরিত্যাগে কিছু দোষ হয় কি? ইহাই ভাব। তথা 'শরীরাণি'—ইত্যাদি। ভীষ্ম জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নব্য দিব্য শরীর পাইবেন, ইহাতে তোমার বা আমার কি দোষ হইবে? এই ভাব।।২২।।

অনুবর্ষিণী—জনগণ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র ধারণে যেমন বিকারপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা জরাজরিত দেহ ত্যাগে নব দেহ ধারণে বিকারপ্রাপ্ত হন না বরং অধিকতর আনন্দেরই বিষয় হয়।

শ্রুতিও বলেন—'অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা'। অর্থাৎ পিতৃলোকে, গন্ধর্ব্বলোকে, দেবলোকে, প্রজাপতিলোকে বা ব্রহ্মলোকে অন্য নবতর, কল্যাণতর কলেবর লাভ হয়।।২২।।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।২৩।।

অন্বয়—শস্ত্রাণি (শস্ত্রসকল) এনং (এই জীবাত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করিতে পারে না) পাবকঃ (অগ্নি) এনং (ইহাকে) ন দহতি (দহন করিতে পারে না) আপঃ (জল) এনং (ইহাকে) ন ক্লেদয়ন্তি (ক্লেদযুক্ত করিতে পারে না) চ (এবং) মারুতঃ (বায়ু) ন শোষয়তি (শুষ্ক করিতে পারে না।।২৩।।

অনুবাদ—এই জীবাত্মাকে অস্ত্রসকল ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না। জল ক্লেদযুক্ত করিতে পারে না এবং বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।।২৩।।

বিশ্বনাথ—ন চ যুদ্ধে ত্বয়া প্রযুক্তেভ্যঃ শস্ত্রাস্ত্রেভ্যঃ কাপ্যাত্মনো ব্যথা

সম্ভবেদিত্যাহ—নৈনমিতি। শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি, পাবকঃ আগ্নেয়াস্ত্রমপি যুষ্মদাদি প্রযুক্তম্; আপঃ পার্জ্জন্যাস্ত্রমপি, মারুতো বায়ব্যমস্ত্রম্।।২৩।।

বঙ্গানুবাদ—যুদ্ধে তোমার দ্বারা প্রযুক্ত শস্ত্রাস্ত্রাদি দ্বারা আত্মার কোন প্রকার ব্যথা সম্ভব হইবে না, ইহাই বলিতেছেন—'নৈনম্' ইত্যাদি। 'শস্ত্রাণি'—খড়্গাদি, 'পাবকঃ'—আগ্নেয়াস্ত্র, তোমার দ্বারা প্রযুক্ত; 'আপঃ'—পার্জ্জন্যাস্ত্রও 'মারুতঃ'—বায়ব্যাস্ত্র।।২৩।।

অনুবর্ষিণী—শস্ত্রাদির আঘাতে দেহের ব্যথা বা মৃত্যু হইলেও তন্মধ্যস্থিত আত্মার কোন প্রকার ব্যথা অথবা মৃত্যু সম্ভবপর হয় না। কেন না, দেহ ও আত্মা উভয় বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট।।২৩।।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ
অব্যক্তোঽয়মচিন্তোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।।২৪-২৫।।

অন্বয়—অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (ছেদনের অযোগ্য) অয়ম্ (এই জীবাত্মা) অদাহ্যঃ (অদহনীয়) অয়ম্ (এই জীবাত্মা) অক্লেদ্যঃ (অসিক্ত) অশোষ্যঃ এব চ (এবং অশোষণীয়) অয়ম্ (জীবাত্মা) নিত্যঃ (নিত্য) সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বত্র গমন করিয়া ও) স্থানুঃ (স্থির ভাবাপন্ন) অচলঃ (পরিবর্ত্তন রহিত) সনাতনঃ (অনাদি) অয়ম্ (জীবাত্মা) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অয়ম্ (এই জীবাত্মা) অচিন্ত্যঃ (মনেরও অগোচর) অয়ম্ (এই জীবাত্মা) অবিকার্য্যঃ (বিকাররহিত) উচ্যতে (কথিত হয়) তস্মাৎ (তজ্জন্য) এনং (ইহাকে) এবং বিদিত্বা (এইরূপ অবগত হইয়া) অনুশোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য হয় না)।।২৪-২৫।।

অনুবাদ—এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, এবং অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থানু, অচল এবং সনাতন। ইনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং বিকাররহিত বলিয়া কথিত হন। সুতরাং ইহাকে এইপ্রকার জানিয়া শোক করা উচিত নহে।।২৪-২৫।।

বিশ্বনাথ—তস্মাদাত্মায়মেবমুচ্যত ইত্যাহ—অচ্ছেদ্য ইতি। অত্র প্রকরণে জীবাত্মনো নিত্যত্বস্য শব্দতোঽর্থতশ্চ পৌনরুক্ত্যং

নির্দ্ধারণপ্রয়োজকং সন্দিগ্ধধীষু জ্ঞেয়ম্। যথা কলাবস্মিন্ ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মোঽস্তীতি ত্রিচতুর্দ্ধাপ্রয়োগাৎ ধর্ম্মোঽস্ত্যেবেতি নিঃসংশয়া প্রতীতিঃ স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বগত স্বকর্ম্মবশাৎ দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি-সর্ব্বদেহগতঃ। স্থানুরচল ইতি পৌনরুক্ত্যং স্থৈর্য্যনির্দ্ধারণার্থম্। অতিসূক্ষ্মত্বাদব্যক্তস্তদপি দেহব্যাপিচৈতন্যত্বাদচিন্ত্যঃ অতর্ক্যঃ। জন্মাদিষড়্বিকারানর্হত্বাদ-বিকার্য্যঃ।।২৪-২৫।।

বঙ্গানুবাদ—সেইহেতু আত্মাকে এরূপ বলা হয়—'অচ্ছেদ্য' ইত্যাদি। এই প্রকরণে জীবাত্মার নিত্যত্ব শব্দতঃ এবং অর্থতঃ পুনরুক্তি সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির নির্দ্ধারণের জন্য (সংশয়নিবারণজন্য) বলিয়া জানিতে হইবে। যেরূপ এই কলিতে ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, এইরূপ তিনচারিবার প্রয়োগ করিলে ধর্ম্ম আছে, এই নিঃসন্দেহ প্রতীতি হইবে ইহাই জানিতে হইবে। 'সর্ব্বগতঃ'—স্বকর্ম্মবশে দেবমনুষ্যতির্য্যগ্ প্রভৃতি সর্ব্বদেহগত। 'স্থানুঃ' 'অচলঃ'—এখানে পুনরুক্তি স্থৈর্য্য নির্দ্ধারণের জন্য। 'অব্যক্তঃ' 'অচিন্ত্যঃ'—অতিসূক্ষ্ম বলিয়া অব্যক্ত ও দেহব্যাপী চৈতন্য বলিয়া অচিন্ত্য অর্থাৎ অতর্ক্য। 'অবিকার্য্যঃ'—জন্মাদিষড়বিকারের অযোগ্য।।২৪-২৫।।

অনুবর্ষিণী—আত্মার নিত্যত্বাদি গুণ নিঃসংশয়ভাবে বুঝাইবার জন্য পুনরুক্তি হইয়াছে। যেমন—২৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে 'শস্ত্রসকল আত্মাকে ছিন্ন করিতে পারে না'; ২৪ শ্লোকে উহাকে 'অচ্ছেদ্য'; 'অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না'; এই শ্লোকে—'অদাহ্য', 'আপ বা জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না'; এই শ্লোকে—'অক্লেদ্য'; 'বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না', এই শ্লোকে—'অশোষ্য' বলা হইয়াছে।

শ্রুতিও বলিয়াছেন যে—'অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা' অর্থাৎ আত্মা উচ্ছেদধর্ম্মাত্মক নহেন।।২৪-২৫।।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি।।২৬।।

অন্বয়—মহাবাহো! (হে বীরবর!) অথ চ (আরও) এনং (আত্মাকে) নিত্যজাতং (দেহের সহিত সতত উৎপন্ন) বা নিত্যং মৃতং (বা নিত্য মরণশীল) মন্যসে (মনে কর) তথাপি (তাহা হইলেও) ত্বং (তুমি) এনং

(ইহার নিমিত্ত) শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ)।।২৬।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! আরও যদি তুমি জীবাত্মাকে নিত্যজাত বা নিত্য মৃত বলিয়াই মনে কর তাহা হইলেও তুমি এই আত্মার নিমিত্ত শোক করিতে পার না।।২৬।।

বিশ্বনাথ—তদেবং শাস্ত্রীয়-তত্ত্বদৃষ্ট্যা ত্বামহং প্রাবোধয়ম্। ব্যবহারিকতত্ত্ব-দৃষ্ট্যাপি প্রবোধয়াম্যবধেহীত্যাহ—অথেতি। নিত্যজাতং দেহে জাতে সত্যেব নিত্যং নিয়তং জাতং মন্যসে। তথা দেহএব মৃতে মৃতং নিত্যং নিয়তং মন্যসে। 'মহাবাহো' ইতি—পরাক্রমবতঃ ক্ষত্রিয়স্য তব তদপি যুদ্ধমাবশ্যকং স্বধর্ম্মঃ। যদুক্তং (ভাঃ ১০।৫৪।৪০)—"ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ। ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্ যেন ঘোরতরস্ততঃ"। ইতি ভাবঃ।।২৬।।

বঙ্গানুবাদ—শাস্ত্রতত্ত্ব দৃষ্টিতে তোমাকে আমি এইরূপ প্রবোধ দিয়া এক্ষণে ব্যবহারিকতত্ত্ব দৃষ্টিতেও প্রবোধ দিতেছি, অবধান কর—ইহাই বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। 'নিত্যজাতং'—দেহ জন্মাইলে নিত্য অর্থাৎ নিয়ত জাত বলিয়া মনে করিতেছ। সেইরূপ দেহ মৃত হইলে নিত্য বা নিয়ত মৃত বলিয়া মনে করিতেছ। 'মহাবাহো'—পরাক্রমবান্ ক্ষত্রিয় তোমার সেই যুদ্ধ আবশ্যক। স্বধর্ম্ম ভাঃ ১০।৫৪।৪০এ উক্ত হইয়াছে—'প্রজাপতিসৃষ্ট এই ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্মানুসারে এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে, অতএব এই ধর্ম্ম অতিশয় নিদারুণ।।২৬।।

অনুবর্ষিণী—আত্মাকে নিত্য জানিলে ত শোকই থাকে না। আর ইহাকে দেহের ন্যায় অনিত্যবোধে লোকায়তিকগণের ও বৈভাষিক বৌদ্ধগণের মতানুযায়ী নিয়তজাত বা নিয়তমৃত বলিয়া বিবেচনা করিলেও ইহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে।।২৬।।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।২৭।।

অন্বয়—হি (যেহেতু) জাতস্য (প্রাপ্তজন্ম ব্যক্তির) মৃত্যুঃ (মত্যু) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত) মৃতস্য চ (বিগতপ্রাণ ব্যক্তিরও) জন্ম (জন্ম) ধ্রুবম্ (নিশ্চিত) তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) অপরিহার্য্যে অর্থে (অপরিহার্য্য

বিষয়ে) শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ)।।২৭।।

অনুবাদ—যে হেতু জন্ম হইলেই মরণ নিশ্চিত এবং মরণ হইলেও জন্ম নিশ্চিত, সেই হেতু এইরূপ অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করা উচিত নহে।।২৭।।

বিশ্বনাথ—হি যস্মাত্তস্য স্বারম্ভক-কর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ। মৃতস্য তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব। অপরিহার্য্যেঽর্থ ইতি মৃত্যুর্জন্ম চ পরিহর্ত্তুমশক্যমেবেত্যর্থঃ।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ—'হি'—যেহেতু তাহার স্বারম্ভককর্ম্ম ক্ষয় হইলে মৃত্যু 'ধ্রুবঃ'—নিশ্চিত।। 'মৃতস্য'—সেই দেহকৃত কর্ম্মহেতু জন্মও ধ্রুব। 'অপরিহার্য্যেঽর্থে'—মৃত্যু ও জন্ম পরিহারে অসমর্থ, এই অর্থ।।২৭।।

অনুবর্ষিণী—দেহের জন্ম ও মৃত্যু যখন নিশ্চিত, তখন তুমি যুদ্ধে বিরত হইলেও তোমার প্রতিযোগিগণের স্ব স্ব আরব্ধ কর্ম্মের অবসানে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ না করিলে তোমার কেবল অনর্থক স্বধর্ম্মচ্যুতি হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—'মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে' (১০।১।৩৮)।।২৭।।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।২৮।।

অন্বয়—ভারত! (হে অর্জ্জুন!) ভূতানি (প্রাণিবর্গের) অব্যক্তাদীনি (আদিকাল অজ্ঞাত) ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যকাল জ্ঞাত) অব্যক্তনিধনানি এব (মৃত্যুর পরও অজ্ঞাত) তত্র কা পরিদেবনা (তাহাতে আর শোক কিসের?) ।।২৮।।

অনুবাদ—হে ভারত! প্রাণিগণের জন্মের পূর্ব্বাবস্থা অজ্ঞাত, জন্মের পর মধ্যকাল জ্ঞাত আর মরণের পরও অজ্ঞাত সুতরাং তদ্বিষয়ে শোকের কি কারণ আছে?।।২৮।।

বিশ্বনাথ—তদেবং 'জীবপক্ষে'—'ন জায়তে ন ম্রিয়তে' ইত্যাদিনা, 'দেহপক্ষে' চ "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" ইত্যনেন শোকবিষয়ং নিরাকৃত্য ইদানীমুভয়পক্ষেঽপি নিরাকরোতি—অব্যক্তেতি। ভূতানি-দেব-মনুষ্য-

তির্য্যগাদীনি; অব্যক্তানি ন ব্যক্তং ব্যক্তিরাদৌ জন্ম পূর্ব্বকালে যেষাং, কিন্তু তদানীমপি লিঙ্গদেহঃ স্থূলদেহশ্চ স্বারম্ভক-পৃথিব্যাদি-দ্রব্যসত্ত্বাৎ কারণাত্মনা বর্ত্তমানোঽস্পষ্টমাসীদেবেত্যর্থঃ। ব্যক্তং ব্যক্তির্মধ্যে যেষাং তানি;ন ব্যক্তি-র্নিধনাদনন্তরং যেযাং তানি। মহাপ্রলয়েঽপি কর্ম্মমাত্রাদীনাং সত্ত্বাৎ সূক্ষ্মরূপেণ ভূতানি সন্ত্যেব;তস্মাৎ সর্ব্বভূতান্যাদ্যন্তরয়োরব্যক্তানি মধ্যে ব্যক্তানীত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রুতিভিঃ (ভাঃ ১০।৮৭।২৯)—"স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজো" ইতি। কা পরিদেবনা—কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ? তথাচোক্তং নারদেন (ভাঃ ১।১৩।৪৪)—"যন্মন্যসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা ন বোভয়ম্। সর্ব্বথা হি ন শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ।।" ইতি।।২৮।।

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে 'জীবপক্ষে'—'ন জায়তে ন ম্রিয়তে' ইত্যাদির দ্বারা ও 'দেহপক্ষে'—'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ'—ইত্যাদির দ্বারা শোকবিষয় নিরাকরণ করিয়া এক্ষণে উভয়পক্ষেও (শোক) নিরাস করিতেছেন—'অব্যক্ত' ইত্যাদি। 'ভূতানি'—দেব-মনুষ্য-তির্য্যক্ প্রভৃতি, 'অব্যক্তানি'—বক্ত নহে, ব্যক্তি—আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বকালে যাহাদের প্রকাশ নাই, কিন্তু সে সময়েও লিঙ্গ ও স্থূলদেহ স্বারম্ভক পৃথিবী আদি দ্রব্যসত্ত্বহেতু কারণাত্মরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও অস্পষ্টই ছিল, এই অর্থ। ব্যক্ত—ব্যক্তি (প্রকাশ) মধ্যে যাহাদের 'অব্যক্তনিধন'—নিধনের পরে যাহাদের প্রকাশ নাই। মহাপ্রলয়েও কর্ম্মমাত্রাদি থাকাতে সূক্ষ্মরূপে ভূতগণ বর্ত্তমানই থাকে। সেই হেতু সর্ব্বভূত আদি ও অন্তে অব্যক্ত কিন্তু মধ্যে ব্যক্ত, ইহাই অর্থ। শ্রুতিগণদ্বারা উক্ত হইয়াছে (ভাঃ ১০।৮৭।২৯) 'কর্ম্মরূপ নিমিত্তহেতুর সহিত চরাচরাত্মক জীবসমূহের আবির্ভাব হয়।' 'কাপরিদেবনা'—শোকনিমিত্ত বিলাপ কেন? নারদ বলিয়াছেন (ভাঃ ১।১৩।৪৪) 'যদি মনুষ্যকে জীবরূপে নিত্য ও দেহরূপে অনিত্য অথবা অনির্ব্বচনীয় হেতু নিত্য ও অনিত্য উভয় রূপেই মনে কর, যে কোন অবস্থা লইয়া বিচার করিলে তোমার শোকের পাত্র নহে। মোহজনিত স্নেহ ব্যতীত শোকের আর অন্য কোনও কারণ নাই।।২৮।।

অনুবর্ষিণী—ভূতসকল অব্যক্ত হইতে উদ্ভুত হইয়া কিছুদিন ব্যক্ত

থাকে পুনরায় অব্যক্তে গমন করে—ইহা বুঝাইবার জন্য এই শ্লোকটির অবতারণা। টীকায় উদ্ধৃত ভাঃ ১০।৮৭।২৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন—“জীবসকল পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদধীন। আপনি পর ও অসঙ্গ হইয়াও মায়ার সহিত ঈক্ষণমাত্রে ক্রীড়া করেন তখনি সেই ঈক্ষণে উদ্ভুত কর্ম্মযুক্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহসকল যাহাদের, সেই জীবসকল হয়। আচ্ছা, আমাতে লীনগণের জন্ম কিরূপে হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—ঈক্ষণদ্বারাই উত্থিত কর্ম্মসমূহ তারপর তদ্যুক্ত লিঙ্গ শরীরসমূহ তাহাদের সহিত যুক্ত হয়। কার্য্যোপাধিসমূহের লয় হইতেই জীবসমূহের লীনত্ব, তাহাদের জন্মদ্বারাই (জীবের) জন্ম বিচারিত হয়। শ্রুতি বলেন (বৃহদাঃ ২।১।২০)—‘যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।’ অর্থাৎ যেরূপ অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গসকল বহির্গত হয়, সেইরূপ বাগাদি ইন্দ্রিয়, সুখদুঃখাদি কর্ম্মফল, সর্ব্বদেবতা, ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী পরমাত্মা হইতে উদ্গত হইয়া থাকে।”

শ্রীযম ভাগবতও বলিয়াছেন—‘যত্রাগতস্তত্র গতং মনুষ্যম্’ (ভাঃ ৭।২।৩৭) অর্থাৎ যে অজ্ঞাত স্থান হইতে মনুষ্যের উদ্ভব, আবার সেইখানেই ইহারা যাইতেছে।

‘অদর্শনাদিহায়াতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ’—ভারতে।।২৮।।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।।২৯।।

অন্বয়—কশ্চিৎ (কেহ) এনং (ইহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (আশ্চর্যজনক ভাবে) পশ্যতি (দেখেন) তথা এব চ (সেইপ্রকার) অন্যঃ (অন্যে) এনম্ (ইহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্ময়জনক ভাবে) বদতি (বলেন) অন্যঃ চ (অন্যেও) এনম্ (ইহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্ময়জনক ভাবে) শৃণোতি (শুনেন) কশ্চিৎ চ (কেহ আবার) শ্রুত্বা অপি (শুনিয়াও) এনং (ইহাকে) ন বেদ এব (জানেনও না)।।২৯।।

অনুবাদ—কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য্যজনকভাবে দেখেন, সেইরূপ অন্য কেহ বিস্ময়ের সহিত বলেন, এবং অন্য কেহ আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন, কেহ আবার শুনিয়াও ইহাকে সম্যক্ জানিতে পারেন না।।২৯।।

বিশ্বনাথ—ননু কিমিদং আশ্চর্য্যং ব্রূষে? কিঞ্চৈতদপ্যাশ্চর্য্যং যদেব প্রবোধ্যমানস্যাপ্যবিবেকো নাপযাতি ইতি তত্র সত্যমেবেত্যাহ—আশ্চর্য্যবদিতি। এনম্ আত্মানং দেহঞ্চ তদুভয়রূপং সর্ব্বলোকম্।।২৯।।

বঙ্গানুবাদ—যদি—বল—এ কি আশ্চর্য্য বলিতেছ? কিন্তু তাহাই আশ্চর্য্য, যাহাতে প্রবোধ দিলেও অবিবেক যায় না। সেস্থলে এইরূপই সত্য, ইহাই বলিতেছেন—'আশ্চর্য্যবৎ' ইত্যাদি। 'এনম্'—আত্মা ও দেহ এই উভয়রূপ সর্ব্বলোককে।।২৯।।

অনুবর্ষিণী—আত্মতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় বলিয়া আত্মা, আত্মার উপদেষ্টা ও উপদেশ এবং শ্রোতা সকলই আশ্চর্য্যবৎ। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আত্মতত্ত্বের উপদেশ পাইয়াও তৎবিষয়ক অবিবেক নষ্ট হয় না। শ্রুতিতেও (কঠ ১।২।২৭) দেখা যায়—'শ্রবণয়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ শৃন্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।।' অর্থাৎ সেই আত্মা অনেকেরই শ্রবণগোচর হয় না, শ্রবণ করিয়াও অনেকেই তাহাকে অনুভব করিতে পারে না, কারণ সেই আত্মার শিক্ষিত (তত্ত্ববিৎ) উপদেষ্টা দুর্ল্লভ, যদিও আবার উপদেষ্টা লভ্য হয়, কিন্তু শ্রোতা অতি দুর্ল্লভ।।২৯।।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।৩০।।

অন্বয়—ভারত! (হে অর্জ্জুন!) অয়ং দেহী (আত্মা) সর্ব্বস্য দেহে (সকলের দেহে) নিত্যম্ (সকল সময়) অবধ্যঃ (অবধ্য) তস্মাৎ (সেই জন্য) ত্বং (তুমি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল ভূতের জন্য) শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ)।।৩০।।

অনুবাদ—দেহধারী এই জীবাত্মা সকল দেহেই নিত্য অবধ্যরূপে বিরাজিত, সুতরাং ভূতগণের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে।।৩০।।

বিশ্বনাথ—তর্হি নিশ্চিত্য ব্রূহি,—কিমহং কুর্য্যাং কিংবা ন কুর্য্যামিতি;

তত্র শোকং মা কুরু, যুদ্ধং তু কুর্ব্বিত্যাহ—দেহীতি দ্বাভ্যাম্।।৩০।।

বঙ্গানুবাদ—তা হইলে নিশ্চিত করিয়া বল—আমি কি করিব বা না করিব, সেক্ষেত্রে বলিতেছেন—শোক করিও না, কিন্তু যুদ্ধ কর, ইহাই বলিতেছেন—'দেহী' প্রভৃতি দুইটি শ্লোকে।।৩০।।

অনুবর্ষিণী—আত্মা নিত্য এবং দেহ অনিত্য। অনিত্য দেহের বিনাশেও নিত্য আত্মার বিনাশ হয় না। সুতরাং অশোচ্য বস্তুর জন্য শোক না করিয়া যুদ্ধ কর।।৩০।।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।৩১।।

অন্বয়—স্বধর্ম্মমপি চ (আর স্বধর্ম্মও) অবেক্ষ্য (আলোচনা করিয়া) ত্বং (তুমি) বিকম্পিতুম্ (বিচলিত হইতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ) হি (যেহেতু) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ন্যায় যুদ্ধ অপেক্ষা) অন্যৎ শ্রেয়ঃ (অন্য মঙ্গলকর কার্য্য) ন বিদ্যতে (নাই)।।৩১।।

অনুবাদ—আর স্বধর্ম্মও আলোচনা করিলে তুমি এইপ্রকার বিচলিত হইতে পার না। কেন না ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ন্যায় যুদ্ধ অপেক্ষা অন্য মঙ্গলকর কার্য্য আর নাই।।৩১।।

বিশ্বনাথ—আত্মনো নাশাভাবাদেব বধাদ্বিকম্পিতুং ভেতুং নার্হসি। স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসীতি সম্বন্ধঃ।।৩১।।

বঙ্গানুবাদ—আত্মার নাশাভাবহেতু বধজন্য বিকম্পিত হওয়া তোমার উচিত নহে। স্বধর্ম্মও লক্ষ্য করিয়া তোমার বিকম্পিত হওয়া উচিত নহে এই সম্বন্ধ।।৩১।।

অনুবর্ষিণী—ভগবান্ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, 'আমার শরীর কম্পিত হইতেছে' (গী ১।২৯) ইহা বলা অযুক্ত, কেননা, আত্মার বিনাশ নাই। আবার স্বধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া বিনাশশীল দেহ-বিনাশেও তোমার কম্পিত হওয়া উচিত নহে। পরাশর বলিয়াছেন—'ক্ষত্রিয়েরা শস্ত্রপাণি ও দণ্ডধারী হইয়া প্রজা রক্ষণ করিবেন এবং পর সৈন্য পরাজিত করিয়া ধর্ম্মসহকারে পৃথিবী পালন করিবেন।' —'ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডয়ন্। নির্জ্জিত্য পর সৈন্যাদি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ'।।৩১।।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।।৩২।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পৃথানন্দন অর্জ্জুন) সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ (সুখশালী ক্ষত্রিয়গণ) যদৃচ্ছয়া উপপন্নং (যদৃচ্ছাক্রমে আগত) অপাবৃতম্ স্বর্গদ্বারম্ চ (এবং অপাবৃত স্বর্গদ্বার স্বরূপ) ঈদৃশং যুদ্ধং (এইরূপ যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করে)।।৩২।।

অনুবাদ—হে পার্থ! যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত এবং অপাবৃতস্বর্গদ্বার স্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ সুখশালী ক্ষত্রিয়গণই লাভ করিয়া থাকে।।৩২।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, জেতৃভ্যঃ সকাশাদপি ন্যায়যুদ্ধে মৃতানামধিকং সুখমতো ভীষ্মাদীন্ হত্বা তান্ প্রত্যুত স্বতোঽপ্যধিকসুখিনঃ কুর্ব্বিত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি। স্বর্গসাধনং কর্ম্মযোগমকৃত্বাপীত্যর্থঃ। অপাবৃতম্ অপগতাবরণম্।।৩২।।

বঙ্গানুবাদ—জেতার হস্তে ন্যায়যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিগণের অধিক সুখ। অতএব ভীষ্মাদিকে বধ করিয়া প্রত্যুত তাঁহাদ্গিকে নিজ হইতেও অধিক সুখী কর, ইহাই বলিতেছেন—'যদৃচ্ছয়া' ইত্যাদি। 'যদৃচ্ছয়া'—স্বর্গসাধন কর্ম্মযোগ না করিয়াও এই অর্থ। 'অপাবৃতম্'—অপগত আবরণ অর্থাৎ আবরণ মুক্ত।।৩২।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুন বলিয়াছেন যে—'হে মাধব, আত্মীয় স্বজনকে হনন করিয়া কি সুখ লাভ হইবে?' (গীঃ ১।৩৬।) তাহা নিরাস করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন যে, ভীষ্মাদিকে ন্যায় যুদ্ধে বধ করিলে তাঁহারা সদ্গতি লাভ করিয়া সুখী হইবেন। সুতরাং তুমি নিজ সুখের জন্য তাঁহাদ্গিকে অসুখী না করিয়া বরং তোমা হইতে অধিক সুখী কর। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মপালনে স্বর্গের দ্বার মুক্ত হয়—'আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ। যুদ্ধমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরান্মুখাঃ।।' স্মৃতি।।৩২।।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।।৩৩।।

অন্বয়—অথ (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বং (তুমি) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং

সংগ্রামং (ধর্ম্মযুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ (স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপং (পাপকে) অবাপ্স্যসি (পাইবে)।।৩৩।।

অনুবাদ—পক্ষান্তরে যদি তুমি এই ধর্ম্মানুমোদিত যুদ্ধ না কর তাহা হইলে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পাপ লাভ করিবে।।৩৩।।

বিশ্বনাথ—বিপক্ষে দোষানাহ—অথেতি চতুর্ভিঃ।।৩৩।।

বঙ্গানুবাদ—বিপক্ষে দোষ বর্ণনা করিতেছেন—'অথ' প্রভৃতি চারি শ্লোকে।।৩৩।।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে।।৩৪।।

অন্বয়—ভূতানি চ (সকল লোকই) তে (তোমার) অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিং অপি (শাশ্বতী অকীর্ত্তিও) কথয়িষ্যন্তি (বলিবে) চ (আর) সম্ভাবিতস্য (সম্মানিত) জনস্য (জনের) অকীর্ত্তিঃ (অখ্যাতি) মরণাৎ (মরণাপেক্ষা) অতিরিচ্যতে (অধিক হয়)।।৩৪।।

অনুবাদ—সকল লোকই তোমার অক্ষয় অকীর্ত্তির কথা ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির অখ্যাতি মরণাপেক্ষাও অধিকতর।।৩৪।।

বিশ্বনাথ—অব্যয়ামনশ্বরাম্। সম্ভাবিতস্য—অতিপ্রতিষ্ঠিতস্য ।।৩৪।।

বঙ্গানুবাদ—'অব্যয়াম্'—অনশ্বরা। 'সম্ভাবিতস্য'—অতিপ্রতিষ্ঠিতের ।।৩৪।।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।।৩৫।।

অন্বয়—মহারথাঃ (মহারথগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়হেতু) রণাৎ (রণ হইতে) উপরতং (নিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করিবে) চ (অধিকন্তু) ত্বং (তুমি) যেষাং (যাহাদিগের নিকট) বহুমতঃ (বহুপ্রকারে সম্মানিত) ভূত্বা (হইয়া) তেষাং (তাহাদিগের নিকট) স ত্বং (সেই তুমি) লাঘবম্ যাস্যসি (লঘুতা প্রাপ্ত হইবে)।।৩৫।।

অনুবাদ—দুর্য্যোধনাদি মহারথগণ তোমাকে ভয়প্রযুক্ত যুদ্ধ হইতে

তাঁহারাই তোমাকে লঘুজ্ঞান করিবেন।।৩৫।।

বিশ্বনাথ—যেষাং ত্বং বহুমতঃ অস্মচ্ছত্রুরর্জ্জুনস্তু মহাশূর ইতি—বহুসম্মানবিষয়ো ভূত্বা সম্প্রতি যুদ্ধাদুপরমে সতি লাঘবং যাস্যসি, তে দুর্য্যোধনাদয়ঃ মহারথাস্ত্বাং ভয়াদেব রণাদুপরতং মংস্যন্ত ইত্যন্বয়ঃ। ক্ষত্রিয়াণাং হি ভয়ং বিনা যুদ্ধোপরতিহেতুর্বন্ধুস্নেহাদিকো নোপপদ্যত ইতি মত্বেতি ভাব।।৩৫।।

বঙ্গানুবাদ—'যেষাং ত্বং বহুমতম্'—আমাদিগের শত্রু অর্জ্জুন মহাশূর এই বহুসম্মানের পাত্র হইয়া সম্প্রতি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে 'লাঘবং যাস্যসি' লঘুতা প্রাপ্ত হইবে। 'তে'—দুর্য্যোধনাদি 'মহারথাঃ ত্বাং'—তোমাকে ভয়েই 'রণাদুপরতং মংস্যন্তে'—রণ হইতে উপরত মনে করিবে, এই অন্বয়। ক্ষত্রিয়গণের ভয় বিনা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তিহেতু বন্ধুস্নেহাদি জন্য যুক্ত নহে, এই মনে করিয়া।। এই ভাব।।৩৫।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন, স্বজনের প্রতি কারুণ্য প্রকাশের জন্য তুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেও দুর্য্যোধনাদি মহারথিবর্গ তাহা ভাবিবেন না বরং তুমি ভয়েই যুদ্ধ ত্যাগ করিয়াছ বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রশংসা না করিয়া তোমাকে লঘুই মনে করিবেন।।৩৫।।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্?।।৩৬।।

অন্বয়—তব (তোমার) অহিতাঃ (অরিসমূহ) তব সামর্থ্যং (তোমার সামর্থ্য সম্বন্ধে) নিন্দন্তঃ (গর্হণকরতঃ) বহূন্ (বিবিধ) অবাচ্যবাদান্ চ (বলিবার অযোগ্য কথাসকলও) বদিষ্যন্তি (বলিবে) নু (ওহে!) ততঃ (তদপেক্ষা) দুঃখতরম্ (অধিকতর দুঃখের বিষয়) কিম্? (কি আছে?) ।।৩৬।।

অনুবাদ—তোমার অরিগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করতঃ অকথ্য অনেক কথা বলিবে। ওহে! তাহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?।।৩৬।।

বিশ্বনাথ—অবাচ্যবাদান্ ক্লীব ইত্যাদি কটুক্তিঃ।।৩৬।।

বঙ্গানুবাদ—'অবাচ্যবাদান্' ক্লীব ইত্যাদি কটুক্তি।।৩৬।।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।।৩৭।।

অন্বয়—হতঃ বা (হত হইলে) স্বর্গং প্রাপ্স্যসি (স্বর্গলাভ হইবে) জিত্বা বা (কিম্বা জয়লাভ করিয়া) মহীম্ ভোক্ষ্যসে (পৃথিবী ভোগ করিতে পারিবে) কৌন্তেয়! (হে কুন্তী-নন্দন অর্জ্জুন!) তস্মাৎ (সেইহেতু) যুদ্ধায় (যুদ্ধের নিমিত্ত) কৃতনিশ্চয়ঃ (নিশ্চিত হইয়া) উত্তিষ্ঠ (উঠ)।।৩৭।।

অনুবাদ—হে কুন্তি-নন্দন! তুমি যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ করিবে কিম্বা জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব সংকল্পবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থিত হও।।৩৭।।

বিশ্বনাথ—ননু যুদ্ধে মম জয় এব ভাবীত্যপি নাস্তি নিশ্চয়ঃ; ততশ্চ কথং যুদ্ধে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যত আহ—হত ইতি।।৩৭।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, যুদ্ধে আমার জয়ই যে হইবে, ইহা নিশ্চয় নহে। অতএব যুদ্ধে কি নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'হত' ইত্যাদি।।৩৭।।

অনুবর্ষিণী—হে অর্জ্জুন, যুদ্ধে তোমার জয় অনিশ্চিত হইলেও জয় ও পরাজয়—এই দুই পক্ষেই তোমার লাভ আছে।।৩৭।।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।।৩৮।।

অন্বয়—ততঃ (তাহা হইলে) সুখ-দুঃখে (সুখ ও দুঃখকে) লাভালাভৌ (লাভ ও অলাভকে) জয়াজয়ৌ চ (এবং জয় ও পরাজয়কে) সমে কৃত্বা (সমান মনে করিয়া) যুদ্ধায় (যুদ্ধের নিমিত্ত) যুজ্যস্ব (উদ্যোগী হও) এবং (এই প্রকারে) পাপম্ ন অবাপ্স্যসি (পাপভাগী হইবে না)।।৩৮।।

অনুবাদ—সুখ-দুঃখ, লাভালাভ এবং জয় ও পরাজয়কে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হও তাহা হইলে পাপ হইবে না।।৩৮।।

বিশ্বনাথ—তস্মাত্তব সর্ব্বথা যুদ্ধমেব ধর্ম্মস্তদপি যদীমং পাপকারণমাশঙ্কসে, তর্হি মত্তঃ পাপানুৎপত্তিপ্রকারং শিক্ষিত্বা যুধ্যস্বেত্যাহ—সুখদুঃখে সমে কৃত্বা তদ্ধেতু লাভালাভৌ রাজ্যলাভ-রাজ্যচ্যুতৌ অপি, তদ্ধেতু জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা বিবেকেন তুল্যৌ

বিভাব্য ইত্যর্থঃ। ততশ্চৈবম্ভূত-সাম্যলক্ষণে জ্ঞানবতস্তব পাপং নৈব ভবেৎ, যদ্বক্ষ্যতে—"লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ইতি।।৩৮।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব তোমার সর্ব্বথা যুদ্ধই ধর্ম্ম। তাহাও যদি পাপ কারণ বলিয়া আশঙ্কা কর, তাহা হইলে যাহাতে পাপের উৎপত্তি না হয়, সেই প্রকার আমার নিকট শিক্ষা করিয়া যুদ্ধ কর—এই কথা বলিতেছেন—'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা' সুখ ও দুঃখ সমান করিয়া তাহাদের হেতু—'লাভালাভৌ'—রাজ্যলাভ ও রাজ্যচ্যুতি ও তাহাদের হেতু, 'জয়াজয়ৌ'—জয় ও অজয় 'সমৌ কৃত্বা'—বিবেক দ্বারা তুল্য বিবেচনা করিয়া, এই অর্থ। তাহাতে এই প্রকার সাম্য লক্ষণ বিষয়ে জ্ঞানবান্ তোমার পাপ হইবে না, যাহা পরে বলা হইয়াছে—'পদ্মপত্র যেরূপ জলে সিক্ত হয় না, তদ্রূপ পাপে লিপ্ত হয় না'।।৩৮।।

অনুবর্ষিণী—'ইহাদ্গিকে বধ করিলে আমাদের পাপ হইবে' (গীঃ ১।৩৬) অর্জ্জুনের এই কথা নিরাকরণ করিবার জন্য আলোচ্য শ্লোক অবতারণা করিলেন এবং দৃঢ়ভাবে বুঝাইবার জন্য বলিলেন—'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।' (গীঃ ৫।৯) (অর্থ তথায় দ্রষ্টব্য)।।৩৮।।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।।৩৯।।

অন্বয়—পার্থ! (হে অর্জ্জুন!) সাংখ্যে (সম্যক্ জ্ঞান বিষয়ে) তে (তোমাকে) এষা বুদ্ধিঃ (এই জ্ঞান) অভিহিতা (কথিত হইল) তু (কিন্তু) যোগে (ভক্তিযোগে) ইমাং শৃণু (এই করণীয় বুদ্ধিযোগের কথা শ্রবণ কর) যয়া বুদ্ধ্যা (যে বুদ্ধি দ্বারা) যুক্তঃ (যুক্ত হইলে) কর্ম্মবন্ধং (সংসার) প্রহাস্যসি (মুক্ত হইবে)।।৩৯।।

অনুবাদ—হে পার্থ! সাংখ্যজ্ঞানের কথা তোমাকে কথিত হইল। কিন্তু এক্ষণে ভক্তিযোগ সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর। যে বুদ্ধিযোগ লাভ করিলে সংসার সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে।।৩৯।।

বিশ্বনাথ—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরতি—এষেতি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনেনেতি সাংখ্যং সম্যকজ্ঞানম্। তস্মিন্ করণীয়া

বুদ্ধিরেষা কথিতা। অধুনা যোগে ভক্তিযোগে ইমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং করণীয়াং শৃণু, যয়া ভক্তিবিষয়িণ্যা বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সহিতঃ। কর্ম্মবন্ধং সংসারম্।।৩৯।।

বঙ্গানুবাদ—উপদিষ্ট জ্ঞানযোগের উপসংহার করিতেছেন—'এষা' ইত্যাদি। 'সাংখ্যে'—যাহাদ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ খ্যাত বা প্রকাশিত হয়, তাহাই সাংখ্য অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান। তাহাতে করণীয়া বুদ্ধি এই কথিত হইল। এক্ষণে ভক্তিযোগে যে করণীয়া বুদ্ধির কথা বলা হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর। 'যয়া'—ভক্তিবিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত বা সহিত। 'কর্ম্মবন্ধং'—সংসার।।৩৯।।

অনুবর্ষিণী—সাংখ্য—যাহা দ্বারা তত্ত্বসকল পৃথকরূপে বর্ণিত হয়। অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব ও অনাত্মতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান। 'ন ত্বেবাহং জাতু নাসং' (গীঃ ২।১২) হইতে 'দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং' (গীঃ ২।৩০) শ্লোক পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব এবং 'স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য' গীঃ ২।৩১ হইতে 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা' গীঃ ২।৩৮ শ্লোকে অনাত্মতত্ত্ব স্বধর্ম্মাকারে নিরূপিত হইয়াছে। ভক্তিবিষয়িণী বুদ্ধিযোগে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধ অর্থাৎ সংসার নষ্ট হয়। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ সতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।।" (ঈশোপনিষৎ ১-২।) ইহার মর্ম্মার্থ এই যে—চারচর সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের ব্যাপ্য বা ভোগ্য। বিষয়সকল সেই পরমেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া তদীয় উচ্ছিষ্ট দ্বারা জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। ভগবৎ সম্পত্তিকে ভোক্তৃরূপে গ্রহণ করিবার লালসা না করিয়া অনাসক্তির সহিত তাঁহার সেবার জন্যই বিষয় গ্রহণ করা উচিত। এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে জীবের আর কর্ম্মবন্ধন হয় না।।৩৯।।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।৪০।।

অন্বয়—ইহ (এই ভক্তিযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভ মাত্রের নাশ) ন অস্তি (নাই) প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে (প্রত্যবায় নাই) অস্য ধর্ম্মস্য (এই ধর্ম্মের) স্বল্পম্ অপি (অত্যল্প ও) মহতঃ ভয়াৎ (সংসাররূপ মহাভয়

হইতে) ত্রায়তে (ত্রান করে)।।৪০।।

অনুবাদ—এই ভক্তিযোগে অনুষ্ঠান আরম্ভ মাত্রের নিষ্ফলতা নাই বা ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। ইহার অল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠানকারীকে সংসাররূপ মহাভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে।।৪০।।

বিশ্বনাথ—অত্র যোগো দ্বিবিধঃ—শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিরূপঃ, শ্রীভগবদর্পিত-নিষ্কামকর্ম্মরূপশ্চ। তত্র "কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ" ইত্যতঃ প্রাগ্ভক্তিযোগ এব নিরূপ্যতে;"নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইত্যুক্তেঃ ভক্তেরেব ত্রিগুণাতীতত্বাৎ তয়ৈব পুরুষো নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতীত্যেকাদশস্কন্ধে প্রসিদ্ধেঃ। জ্ঞানকর্ম্মণোস্তু সাত্ত্বিকত্ব-রাজসত্বাভ্যাং নিস্ত্রৈগুণ্যত্বানুপপত্তের্ভগবদর্পিতলক্ষণা ভক্তিস্তু কর্ম্মণো বৈফল্যাভাবমাত্রং প্রতিপাদয়তি;ন তু স্বস্য ভক্তিব্যপদেশং প্রাধান্যাভাবাদেব। যদি চ ভগবদর্পিতং কর্ম্মাপি ভক্তিরেবেতি মতং তদা কর্ম্ম কিং স্যাৎ? যদ্ভগবদনর্পিতং কর্ম্ম, তদেব কর্ম্ম ইতি চেন্ন 'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্"।। ইতি নারদোক্ত্যা তস্য বৈয়র্থ্যপ্রতিপাদনাৎ। তস্মাদত্র ভগবচ্চরণমাধুর্য্যপ্রাপ্তিসাধনীভূতা কেবলশ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণৈব ভক্তির্নিরূপ্যতে। যথা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগোঽপি নিরূপয়িতব্যঃ। উভাবপ্যেতৌ বুদ্ধিযোগ-শব্দবাচ্যৌ জ্ঞেয়ৌ—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইতি, "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়ঃ" ইতি চোক্তেঃ। অথ নির্গুণশ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যমাহ—নেহেতি। ইহ ভক্তিযোগে অভিক্রমে আরম্ভমাত্রে কৃতেঽপ্যস্য ভক্তিযোগস্য নাশো নাস্তি; ততঃ প্রত্যবায়শ্চ ন স্যাৎ, —যথা কর্ম্মযোগে আরম্ভং কৃত্বা কর্ম্মাননুষ্ঠিতবতঃ কর্ম্মনাশপ্রত্যবায়ৌ স্যাতামিতি ভাবঃ। ননু তর্হি তস্য ভক্ত্যনুষ্ঠাতুঃ কামস্য সমুচিতভক্ত্যকরণাৎ ভক্তিফলং তু নৈব স্যাৎ, তত্রাহ—স্বল্পমিতি। অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পমপি আরম্ভসময়ে যা কিঞ্চিন্মাত্রী ভক্তিরভূৎ, সাপীত্যর্থঃ, মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়ত এব। "যন্নাম সকৃৎশ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ" ইত্যাদি শ্রবণাৎ, অজামিলাদৌ তথা দর্শনাচ্চ। "ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ।।" ইতি ভগবতো বাক্যেন সহ অস্য বাক্যস্যৈকার্থ্যমেব

দৃশ্যতে। কিন্তু তত্র নির্গুণত্বাৎ ন হি গুণাতীতং বস্তু কদাচিৎ ধ্বস্তং ভবতীতি হেতুরুপন্যস্তঃ। স চেহাপি দ্রষ্টব্যঃ। ন চ নিষ্কামকর্ম্মণোঽপি ভগবদর্পণমহিম্না নির্গুণত্বমেবেতি বাচ্যং, "মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজ কর্ম্ম তৎ" ইতি বাক্যেন তস্য সাত্ত্বিকত্বোক্তেঃ।।৪০।।

বঙ্গানুবাদ—এস্থলে যোগ দ্বিবিধ—শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিরূপ ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মরূপ। তন্মধ্যে 'কর্ম্মেই তোমার অধিকার'। (গীঃ ২।৪৭)—এস্থলে প্রথমে ভক্তিযোগই নিরূপিত হইতেছে। 'হে অর্জ্জুন, তুমি ত্রিগুণাতীত হও।' (গীঃ ২।৪৫) এই উক্তিতে ভক্তিই ত্রিগুণাতীত বলিয়া তাহার দ্বারাই পুরুষ নিস্ত্রৈগুণ্য হয়, ইহা ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে প্রসিদ্ধ। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম সাত্ত্বিক ও রাজস বলিয়া উহাদের নিস্ত্রৈগুণত্ব সিদ্ধ নহে। কিন্তু ভগবানে অর্পণলক্ষণযুক্তা ভক্তি কর্ম্মের বিফলতার অভাবমাত্র প্রতিপাদন করিতেছে; কিন্তু নিজের প্রাধান্যের অভাবজন্য ভক্তির ব্যপদেশ প্রতিপাদন করে না। যদি ভগবদর্পিত কর্ম্মও ভক্তি বলিয়াই অনুমত হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম কি হইবে? যাহা ভগবানে অনর্পিত কর্ম্ম, তাহাই কর্ম্ম যদি হয়, না, তাহা নহে। 'ব্রহ্ম নিষ্কর্ম্ম, তাহার একাকারহেতু নিষ্কর্ম্মতার ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য। কামনাময় কর্ম্মহীন ব্রহ্মজ্ঞান উপাধি-নিবর্ত্তক হইলে অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভক্তিবিরহিত হইলে অধিক শোভা পায় না, তখন সাধন ও সিদ্ধকালে দুঃখরূপ, কাম্য কর্ম্ম এবং অকাম্য কর্ম্মও যদি ভগবানে সমর্পিত না হয় তাহা হইলে উহা আবার কি প্রকারে শোভা পায়।' —এই নারদের উক্তিতে তাহা ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপাদিত। অতএব এস্থলে ভগবচ্চরণমাধুর্য্যপ্রাপ্তির সাধন কেবল শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা ভক্তিই নিরূপিত হইতেছে। যেরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ নিরূপণের যোগ্য। উভয়েই বুদ্ধিযোগ-শব্দবাচ্য বলিয়া জানিতে হইবে। 'আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।' (গীঃ ১০।১০) এবং 'হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগ হইতে সকাম কর্ম্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট।' গীঃ ২।৪৯ অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ নহে—এই ভগবদুক্তি অনুসারে। অনন্তর নির্গুণ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য বলিতেছেন—'নেহ' ইত্যাদি। ইহ ভক্তিযোগে 'অভিক্রমে'—আরম্ভ মাত্র করা হইলেও এই ভক্তিযোগের নাশ হয় না অতএব প্রত্যবায়ও হয় না। যেরূপ কর্ম্মযোগে

আরম্ভ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিতে থাকিলে কর্ম্মনাশ ও প্রত্যবায় হয়, ইহাই ভাবার্থ। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাহা হইলে যে ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করে সে সমুচিত ভক্তি না করিলে তাহার ভক্তিফল হইবে না, তদুত্তরে বলিতেছেন—'স্বল্পং' ইত্যাদি। এই ধর্ম্মের অত্যল্পও আরম্ভ সময়ে যে কিছুমাত্র ভক্তি হইয়াছিল তাহাও, ইহাই অর্থ। 'মহতো ভয়াৎ'—সংসার হইতে ত্রাণই করে। 'যে ভগবানের নাম একবার শ্রবণ করিলে পুক্কশও (চণ্ডাল) সংসার হইতে বিমুক্ত হয়' ভাঃ ৬।১৬।৪৪—এই শাস্ত্র-বাক্য শ্রবণ ও অজামিলাদির দৃষ্টান্ত দর্শনে। 'হে উদ্ধব, যেহেতু আমাকর্ত্তৃক এই ধর্ম্ম নির্গুণত্ব নিবন্ধন যথার্থরূপে নির্ণীত হইয়াছে, সেইজন্য মদীয় এই নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বৈগুণ্যাদিদ্বারা অণুমাত্র বিনাশের সম্ভাবনা নাই।' (ভাঃ ১১।২৯।২০)।

ভগবানের এই বাক্যের সহিত এই বাক্যের একার্থ দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে নির্গুণত্ব হেতু গুণাতীত বস্তু কদাচ বিধ্বস্ত হয় না এই হেতু উপন্যস্ত হইতেছে তাহা এস্থলেও দ্রষ্টব্য। নিষ্কাম কর্ম্মও ভগবানে সমর্পণের মহিমায় নির্গুণ হয় না, ইহাই বক্তব্য। 'আমাতে অর্পিত বা ফলকামনাশূন্য নিজ নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সাত্ত্বিক' (ভাঃ ১১।২৫।২৩)—এই বাক্যে তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।।৪০।।

অনুবর্ষিণী—ভক্তিযোগ দুই প্রকার—(১) শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ মুখ্য-ভক্তি-যোগ এবং (২) শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মরূপ গৌণ-ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ নির্গুণ। তাহার অভিক্রম অর্থাৎ আরম্ভ ব্যর্থ হয় না ও তাহাতে প্রত্যবায়ও নাই। এমন কি ভক্তিযোগের অনুষ্ঠাতা যদিও সমুচিত ভক্তিকরণে অসমর্থ হন তবে তাঁহার আরম্ভ ব্যর্থ হয় না, বরং স্বল্প অনুষ্ঠানও তাঁহাকে সংসার হইতে ত্রাণ করে।

কর্ম্মকাণ্ডে যখন অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হয় তখনও 'কর্ম্মযোগ' বলিয়া অভিহিত হয়। উহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জ্ঞানলাভ ও চরমে ভক্তিযোগ লব্ধ হয়। তখন উহাতে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ না থাকায় নিষ্কাম হয়। উহা জীবের কল্যাণ উদ্দেশক। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।' (গীঃ ৬।৪০)। কিন্তু এই কর্ম্মযোগ ভক্তির ন্যায় নির্গুণ নয়, সাত্ত্বিক, তাহা ছাড়া ইহাতে উপযুক্ত অনুষ্ঠানের অভাবে প্রত্যবায় ও নাশাদি আছে।।৪০।।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।।৪১।।

অন্বয়—কুরুনন্দন! (হে কুরুনন্দন!) ইহ (এই ভক্তিমার্গে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) একা (একনিষ্ঠা) হি (কিন্তু) অব্যবসায়িনাম্ (ভক্তিবহির্ম্মুখগণের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধিসমূহ) অনন্তাঃ বহুশাখাঃ চ (অনন্ত এবং বহুশাখা যুক্ত)।।৪১।।

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন। ভক্তিমার্গে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একবিষয়িণী হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তিবহির্ম্মুখগণের বুদ্ধি অনন্ত ও বহুশাখা যুক্ত।।৪১।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, সর্ব্বেভ্যোঽপি বুদ্ধিভ্যো ভক্তিযোগবিষয়িণ্যেব বুদ্ধিরুৎকৃষ্টা ইত্যাহ—ব্যবসায়েতি। ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব। মম শ্রীমদ্গুরূপদিষ্টং ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণচরণপরিচরণা-দিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য-দশয়োস্ত্যক্তুমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যং ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, দুঃখং বাস্তু, সংসারো নশ্যতু, বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতব-ভক্তাবেব সম্ভবেৎ; যদুক্তং—"ততো ভজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" ইতি। ততোঽন্যত্র নৈব বুদ্ধিরেকেত্যাহ—বহ্বিতি। বহ্বঃ শাখা যাসাং তাঃ। তথা হি কর্ম্মযোগে কামানামানন্ত্যাদ্ বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ; তৎসাধনানাং কর্ম্মণামানন্ত্যাৎ তচ্ছাখা অপ্যনন্তাঃ তথৈব জ্ঞানযোগে প্রথম মন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং নিষ্কামকর্ম্মণি বুদ্ধিস্ততস্তস্মিন্ শুদ্ধে সতি কর্ম্মসংন্যাসে বুদ্ধিঃ; তদা জ্ঞানে বুদ্ধিঃ। জ্ঞানবৈফল্যাভাবার্থং ভক্তৌ বুদ্ধিঃ। "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ" ইতি ভগবদুক্তের্জ্ঞানসংন্যাসে চ বুদ্ধিরিতি বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ। কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ তত্তৎশাখা অপ্যনন্তাঃ।।৪১।।

বঙ্গানুবাদ—সমস্ত বুদ্ধি অপেক্ষা ভক্তিযোগবিষয়িণী বুদ্ধি উৎকৃষ্ট ইহাই বলিতেছেন—'ব্যবসায়' ইত্যাদি। এই ভক্তিযোগ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—আমার শ্রীগুরুর উপদিষ্ট ভগবৎ কীর্ত্তন স্মরণ চরণপরিচর্য্যা ইত্যাদিই আমার সাধন, ইহাই আমার সাধ্য, ইহাই আমার জীবাতু। সাধন সাধ্যদশাদ্বয় ত্যাগ করিতে অসমর্থ, আমার এই কামনা, ইহাই

আমার কার্য্য, ইহা বিনা আমার কার্য্য নাই, অভিলষণীয় স্বপ্নেও নহে। ইহাতে সুখই হউক বা দুঃখ হউক;সংসার নাশপ্রাপ্ত হউক বা নাই হউক তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই—এই প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অকৈতব ভক্তিতেই সম্ভবপর। 'তাহার পর ভক্তিসহকারে শ্রদ্ধালু দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমার ভজন করিবে' (ভাঃ ১১।২০।২৮)—এই ভগবদুক্তি অনুসারে। ইহা ভিন্ন অন্যত্র বুদ্ধি একহয় না—ইহাই বলিতেছেন 'বহু' ইত্যাদি। বহুশাখা—বহুশাখা যাহাদিগের। কর্ম্মযোগে কাম অনন্ত বলিয়া বুদ্ধিও অনন্ত, তাহার সাধন কর্ম্মগুলি অনন্ত বলিয়া তাহাদের শাখাও অনন্ত। সেইরূপ জ্ঞানযোগে প্রথমে অন্তঃকরণ শুদ্ধি-নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মে বুদ্ধি তৎপরে তাহা শুদ্ধ হইলে কর্ম্মসন্ন্যাসে বুদ্ধি তাহার পর জ্ঞানে বুদ্ধি। জ্ঞানের বৈফল্য ও অভাব নিমিত্ত ভক্তিতে বুদ্ধি। 'জ্ঞানও আমাতে সন্ন্যস্ত করিবে' (ভাঃ ১১।১৯।১)—এই ভগবদুক্তি অনুসারে জ্ঞানসন্ন্যাসে বুদ্ধি। অতএব বুদ্ধি অনন্ত, কর্ম্মজ্ঞানভক্তি অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া তত্তৎ শাখাও অনন্ত।।৪১।।

অনুবর্ষিণী—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ বুদ্ধি মধ্যে ভক্তিযোগ বিষয়িণী বুদ্ধিই সর্ব্বোৎকৃষ্টা। মুখ্য ভক্তিযোগের লক্ষ্যবস্তু একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং তৎসম্বন্ধিনী বুদ্ধি—একাই। সেই ভক্তির অনুষ্ঠাতা ভক্ত নিষ্কপট বলিয়া তাঁহার বুদ্ধিও নিশ্চয়াত্মিকা। "ভজনে কোটি বিঘ্ন হয় হউক, নাশ হয়, হউক, অপরাধে নরক হয়, হউক, কাম অঙ্গীকার করিব তবুও ভক্তি ত্যাগ করিব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও আসিয়া বলেন তবু জ্ঞান কর্ম্মাদি স্বীকার করিব না, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়যুক্ত—"শ্রীবিশ্বনাথ (ভাঃ ১১।২০।২৮)।

ভগবদেকনিষ্ঠতা রহিত অব্যবসায়ী লোকেরই কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধিনী বুদ্ধি হয়। উহা অনেক বিষয়নিষ্ঠ বলিয়া বহু শাখাময়ী ও অনন্ত কামনাযুক্তা।

'নির্গুণা ভক্তি একবিধাই'—শ্রীধর ('মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ' ভাঃ ৩।২৯।১১)। সগুণা ভক্তি তামসাদিভেদে বহু। সুতরাং তত্তৎশাখাও অনন্ত—(ভাঃ ৩।২৯।৭-১০) শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৪১।।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদাবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ।।৪২।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) (যে) অবিপশ্চিতঃ (যে মুর্খগণ) যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং (যে সকল আপাত মনোরম পরিণাম বিষময় মধুপুষ্পিত বাক্য) প্রবদন্তি (ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট বেদবাক্য এইরূপ বলে) তে (তাহারা) বেদবাদরতাঃ (বেদের অর্থবাদে রত) অন্যৎ ন অস্তি (অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই) ইতি বাদিনঃ (এইরূপ প্রজল্পকারী)।।৪২।।

অনুবাদ—যাহারা মুর্খ বেদের অর্থবাদে রত, স্বর্গাদি ফল ব্যতীত, অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই এইরূপ প্রজল্পকারী তাহারা আপাততঃ মনোরম পরিণামে বিষময় পুষ্পিত বাক্যকে প্রকৃষ্ট বেদবাক্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে।।৪২।।

বিশ্বনাথ—তস্মাদব্যবসায়িনঃ সকামকর্ম্মিণস্ত্বতিমন্দা ইত্যাহ—যামিমামিতি। পুষ্পিতাং বাচং পুষ্পিতা-বিষলতামিবাপাততো রমণীয়াং প্রবদন্তি প্রকর্ষেণ সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টা ইয়মেব বেদবাগিতি যে বদন্তি, তেষাং তয়া বাচা অপহৃতচেতসাঞ্চ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নবিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। তেষু তস্যা অসম্ভবাৎ সা তেষু নোপদিশ্যত ইত্যর্থঃ। কিমিতি তে তথা বদন্তি, যতোঽবিপশ্চিতো মূর্খাঃ। তত্র হেতুঃ—বেদেষু যেঽর্থবাদাঃ—"অক্ষয্যং বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি", "অপাম সোমমমৃতা অভূমঃ" ইত্যাদ্যাঃ। অন্যদ্বীশ্বরতত্ত্বং নাস্তীতি প্রজল্পিনম্।।৪২।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব অব্যবসায়ী সকাম কর্ম্মী অতি মন্দ, তাই বলিতেছেন—'যামিমাম্' ইত্যাদি। 'পুষ্পিতাং বাচং'—পুষ্পিতা-বিষলতার ন্যায় আপাততঃ রমণীয় 'প্রবদন্তি'—প্রকর্ষে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে প্রকৃষ্টা এই বেদবাক্য ইহাই যাহারা বলে, তাহাদের সেই বাক্যদ্বারা অপহৃতচিত্ত ব্যক্তির ব্যবসায়িকা বুদ্ধি হয় না, তৃতীয় শ্লোকের (ভোগৈশ্বর্য্য) সহিত ইহার অন্বয়। উহাদিগের পক্ষে তাহা (ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি) অসম্ভব বলিয়া উহাদিগের প্রতি তাহা উপদিষ্ট হয় নাই এই অর্থ। ইহা কি? তাহারা সেইরূপ বলে, যেহেতু তাহারা অবিপশ্চিত অর্থাৎ মূর্খ। তাহার হেতু—বেদে যে সকল অর্থবাদ—'চাতুর্ম্মাস্যযাজিগণের অক্ষয় সুকৃত

হয়', 'সোমপান করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছি'—ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব নাই—এই প্রকার প্রজল্পী।।৪২।।

অনুবর্ষিণী—বেদবাদ—বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য না জানিয়া অর্থবাদেরত কর্ণাভিরাম অবাস্তব বস্তুতে পরমার্থ-বুদ্ধি করা উচিত নহে—'তস্মাৎ কর্ম্মসু বর্হিষ্মন্নজ্ঞানাদর্থকাশিষু। মার্থদৃষ্টিঃ কৃথাঃ শ্রোত্রস্পর্শিষ্বস্পৃষ্টবস্তুষু'।। (ভাঃ ৪।২৯।৪৭)।।৪২।।

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি।।৪৩।।

অন্বয়—(অতএব) কামাত্মানঃ (কামের দ্বারা কলুষিত চিত্ত) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গপ্রার্থী) জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্ (জন্মকর্ম্মফলপ্রদ) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি (ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি সাধন ভূত) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (ক্রিয়াবিশেষ প্রচুর) বাচং প্রবদন্তি (বাক্য বলিয়া থাকে)।।৪৩।।

অনুবাদ—অতএব তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপ্রার্থী, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষ প্রচুর বাক্যসকল বলিয়া থাকে।।৪৩।।

বিশ্বনাথ—তে কীদৃশীং বাচং প্রবদন্তি? জন্মকর্ম্মফলপ্রদায়িনীং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি যে ক্রিয়াবিশেষাস্তান্ বহু যথা স্যাৎ, তথা লাতি দদাতি প্রতিপাদয়তীতি তাম্।। ৪৩।।

বঙ্গানুবাদ—তাহারা কি প্রকার বাক্য বলে? জন্মকর্ম্মফলপ্রদায়িনী ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের গতির প্রতি যে ক্রিয়াবিশেষসমূহ যে প্রকারে বহু হয়, তাহা লাতি অর্থাৎ দেয়—প্রতিপাদন করে, তাহা।।৪৩।।

অনুবর্ষিণী—ভোগ—সুধাপান ও দেবস্ত্রীগণাদি; ঐশ্বর্য্য—দেবাদিস্বামিত্ব।।৪৩।।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।৪৪।।

অন্বয়—তয়া (সেই মধুপুষ্পিত বাক্যের দ্বারা) অপহৃতচেতসাং (অপহৃত চিত্ত) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত জনগণের) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) সমাধৌ (সমাধিতে)

ন বিধীয়তে (সমাহিত হয় না)।।৪৪।।

অনুবাদ—সেই মধুপুষ্পিত বাক্যের দ্বারা যাহাদের চিত্ত অপহৃত সেই ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত জনগণের সমাধিতে অর্থাৎ ভগবানে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সমাহিত হয় না।।৪৪।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতম্ আকৃষ্টং চেতো যেষাং তে, তথা তেষাং সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরৈকোন্মুখত্বং তস্মিন্ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্নবিধীয়তে। 'কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগো নোপপদ্যতে' ইতি স্বামিচরণাঃ।।৪৪।।

বঙ্গানুবাদ—তাহার পরে ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের সেই পুষ্পিত-বাক্যদ্বারা অপহৃত বা আকৃষ্ট চিত্ত যাহাদের তাহারা। তাহাদের সেইরূপ সমাধি বা চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরের প্রতি উন্মুখত্বে নিশ্চয়াত্মিকা হয় না। এস্থলে শ্রীধরস্বামিপাদের মতানুসারে 'বিধীয়তে' পদের কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ সুষ্ঠু হয় নাই।।৪৪।।

অনুবর্ষিণী—সকাম কর্ম্মিগণ অব্যবসায়ী। তাহাদের বুদ্ধি ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ করে না।।৪৪।।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।।৪৫।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) বেদাঃ (বেদসমূহ) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণাত্মক) (ত্বং তু—তুমি কিন্তু) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণাতীত) নির্দ্বন্দ্বঃ (গুণময় মানাপমান রহিত) নিত্য সত্ত্বস্থঃ (শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত) নির্যোগক্ষেমঃ (যোগক্ষেম রহিত) আত্মবান্ (মদ্দত্ত বুদ্ধি যুক্ত) ভব (হও) ।।৪৫।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! তুমি বেদোক্ত ত্রৈগুণ্যবিষয় পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ তত্ত্বে প্রবেশ কর, গুণময় মানাপমানাদি রহিত হও। নিত্যসত্ত্ব আমার ভক্তগণের সঙ্গ কর। মদ্দত্ত বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া যোগ ও ক্ষেমের অনুসন্ধান রহিত হও।।৪৫।।

বিশ্বনাথ—ত্বং তু চতুর্ব্বর্গসাধনেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বিরজ্য কেবলং ভক্তিযোগমেবাশ্রয়স্বেত্যাহ—ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ

'কর্ম্মজ্ঞানাদ্যাঃ প্রকাশ্যত্বেন বিষয়া যেষাং তে ত্রৈগুণ্যাবিষয়া বেদাঃ—স্বার্থে ষ্যঞ; এতচ্চ 'ভূম্না ব্যপদেশা ভবন্তীতি' ন্যায়েনোক্তম্। কিন্তু "ভক্তিরেবৈনং নয়তি" ইতি, 'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ" ইত্যাদি-শ্রুতয়ঃ, পঞ্চরাত্রাদিস্মৃতয়শ্চ, গীতোপনিষদ্-গোপালতাপন্যাদ্যুপনিষদশ্চ নির্গুণাং ভক্তিমপি বিষয়ীকুর্ব্বন্ত্যেব; বেদোক্তত্বাভাবে ভক্তের প্রামাণ্যমেব স্যাৎ। ততশ্চ বেদোক্তা যে ত্রিগুণময়া জ্ঞানকর্ম্মবিধয়ঃ তেভ্য এব নির্গতো ভব—তান্ ন কুরু। যে তু বেদোক্তা ভক্তিবিধয়ঃ তাংস্তু সর্ব্বথৈবানুতিষ্ঠ। তদননুষ্ঠানে "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্প্যতে" ইতি দোষো দুর্ব্বার এব। তেন সগুণানাং গুণাতীতানামপি বেদানাং বিষয়াস্ত্রৈগুণ্যা নিস্ত্রৈগুণ্যাশ্চ। তত্র ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব। নির্গুণয়া মদ্ভক্ত্যৈব ত্রিগুণাত্মকেভ্যঃ তেভ্যো নিষ্ক্রান্তো ভব; তত এব নির্দ্বন্দ্বঃ গুণময়মানাপমানাদিরহিতঃ। অতএব নিত্যৈঃ সত্ত্বৈঃ প্রাণিভির্মদ্ভক্তৈরেব সহ তিষ্ঠতীতি তথা সঃ নিত্যং সত্ত্বগুণস্থো ভবেতি ব্যাখ্যায়াং নিস্ত্রৈগুণ্যোভবেতি বাখ্যায়াং বিরোধঃ স্যাৎ। অলব্ধলাভো যোগঃ লব্ধস্য রক্ষণং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ। মদ্ভক্তিরসাস্বাদবশাদেব তয়োরননুসন্ধানাৎ, "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" ইতি ভক্তবৎসলেন ময়ৈব তদ্ভারবহনাৎ। আত্মবান্ মদ্দত্তবুদ্ধিযুক্তঃ। অত্র নিস্ত্রৈগুণ্য-ত্রৈগুণ্যয়োর্বিবেচনম্; যদুক্তমেকাদশে—"মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ। রাজসং ফল সঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্।।" নিষ্ফলং বেতি নৈমিত্তিকং নিজকর্ম্মফলা-কাঙ্ক্ষারহিতমিত্যর্থঃ। "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্।। বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্।। সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ।। সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা।। পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। রাজসং চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং চার্ত্তিদাশুচি।।" ("চ-কারান্মন্নিবেদিতন্তু নির্গুণম্" ইতি স্বামিচরণানাং

ব্যাখ্যানম্। 'সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্। তামসং মোহ-দৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্।।" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন ত্রৈগুণ্যবস্তূন্যপি প্রদর্শ্য নির্গুণস্য সম্যঙ্ নিস্ত্রৈগুণ্যতা-সিধ্যর্থং নির্গুণয়ৈব ভক্ত্যা স্বস্মিন্ কথঞ্চিৎ স্থিতস্য ত্রৈগুণ্যস্য নির্জয়োঽপ্যুক্তস্তদনন্তরমেব; যথা—"দ্রব্যং দেশস্তথা কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ। শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি। সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ। দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ। এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ। যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে।।" ইতি তস্মাদ্ভক্ত্যৈব নির্গুণয়া ত্রৈগুণ্যজয়ো নান্যথা। অত্রাপ্যগ্রে "কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে" ইতি প্রশ্নে বক্ষ্যতে—"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।" ইতি। স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা চ—"চ-কারোঽত্রাবধারণার্থঃ, মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে" ইত্যেষা।।৪৫।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু তুমি সমস্ত চতুর্ব্বর্গ-সাধন হইতে বিরাগপ্রাপ্ত হইয়া কেবল ভক্তিযোগকেই আশ্রয় কর।—ইহাই বলিতেছেন—'ত্রৈগুণ্য' ইত্যাদি দ্বারা। ত্রৈগুণ্য—ত্রিগুণাত্মিক কর্ম্ম জ্ঞানাদি প্রকাশ্যভাবে যাহাদের বিষয়, তাহারা। ত্রৈগুন্য—স্বার্থে ষ্যঞ্। ইহাও 'বহুভাবে ব্যপদেশ হয়'এই ন্যায়ানুসারে কথিত। কিন্তু 'ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান'— এই মাঠর শ্রুতিবচন। 'যাঁহার ভগবানে পরাভক্তি আছে এবং যেমন ভগবানে তেমনিই গুরুদেবে আছে'—শ্বেতাঃ বচন, পঞ্চরাত্রাদি স্মৃতি, গীতোপনিষৎ, গোপালতাপনী উপনিষৎ নির্গুণা ভক্তিকেই বিষয়ীভূত করিয়াছে। বেদে ভক্তির উক্তি না থাকিলে ভক্তির অপ্রামাণ্য হইত। আর বেদোক্ত যে ত্রিগুণময় জ্ঞানকর্ম্মবিধি সেইগুলি হইতে নির্গত হও, সেগুলি করিও না, আর যে ভক্তি বিধিগুলি বেদোক্ত সর্ব্বথা সেগুলির অনুষ্ঠান কর। তাহার অননুষ্ঠানে 'শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে ঐকান্তিকী হরি ভক্তির অভিনয় তাহা উৎপাতেই পর্য্যবসিত হয়'।—ব্রহ্মযামল—এই দোষ দুর্ব্বার অর্থাৎ দোষই হয়। অতএব সগুণ ও গুণাতীত বেদ সকলের বিষয় সমূহ ত্রৈগুণ্য ও নিস্ত্রৈগুণ্য।

এই উভয়ের মধ্যে তুমি কিন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যই হও। নির্গুণ মদ্ভক্তি-প্রভাবে ত্রিগুণাত্মক ঐগুলি হইতে নিষ্ক্রান্ত হও, তাহা হইলেই 'নির্দ্বন্দ্বঃ'—গুণময় মানাপমানাদি রহিত। অতএব নিত্য সত্ত্ব বা প্রাণী অর্থাৎ আমার ভক্তগণেরই সহিত থাক। এস্থলে 'নিত্য সত্ত্বগুণস্থ হও' এই ব্যাখ্যায় 'নিস্ত্রৈগুণ্য হও'—এই ব্যাখ্যার সহিত বিরোধ হইবে। নির্যোগ ক্ষেম—অলব্ধলাভ যোগ, লব্ধ বস্তুর রক্ষণ ক্ষেম, এই উভয় রহিত। আমার ভক্তিরস আস্বাদনবশে উঁহাদের উভয়েরই অনুসন্ধান নাই। 'আমি যোগ ক্ষেম বহন করি' (গীঃ ৯।২২)—এই কথায় ভক্ত বৎসল আমি সেই ভার বহন করি বলিয়া। আত্মবান—আমার প্রদত্ত বুদ্ধিযুক্ত। এস্থলে নিস্ত্রৈগুণ্য ত্রৈগুণ্যের বিবেচনা;একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে (১১।২৫।২৩) আমার প্রীতি সাধনোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সাত্ত্বিক, ফল সঙ্কল্পযুক্ত কর্ম্ম রাজস এবং হিংসাদি-যুক্ত কর্ম্ম তামস জানিবে উক্ত শ্লোকে 'নিষ্ফলং বা' এস্থলে নৈমিত্তিক নিজ ফলাকাঙ্খা রহিত, এই অর্থ। "কৈবল্য অর্থাৎ দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান সাত্ত্বিক, দেহবিষয়ক জ্ঞান রাজস, (বালমূকাদি জ্ঞানতুল্য) প্রাকৃত জ্ঞান তামস এবং মদ্বিষয়ক-জ্ঞান নির্গুণ বলিয়া জানিবে। বন—সাত্ত্বিক বাসস্থান, গ্রাম—রাজস বাসস্থান, দ্যূতস্থান তামস বাসস্থান এবং মদীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র নির্গুণ বাসস্থান। অনাসক্ত কর্ত্তা 'সাত্ত্বিক,' রাগান্ধ কর্ত্তা 'রাজস,' স্মৃতিভ্রষ্ট কর্ত্তা 'তামস' এবং আমার আশ্রিত কর্ত্তা 'নির্গুণ' নামে অভিহিত। আত্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা তামসী এবং মদীয় সেবাবিষয়িণী শ্রদ্ধা নির্গুণা। হিতকর, পবিত্র, অনায়াসলব্ধ আহার্য্য সাত্ত্বিক, ইন্দ্রিয়সুখপ্রদ কটু, অম্ল প্রভৃতি আহার্য্য রাজস এবং আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্নাদি নির্গুণ বলিয়া কথিত হয়।" (ভাঃ ১১।২৫।২৪-২৮) ('চ' কারদ্বারা আমাতে নিবেদিত বস্তু কিন্তু নির্গুণ —ইহাই শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যা)। 'আত্ম জন্য সুখ সাত্ত্বিক, বিষয় জন্য সুখ রাজস, মোহদৈন্যজনিত সুখ তামস এবং মদ্বিষয়ক সুখ নির্গুণ বলিয়া জানিবে।' (ভাঃ ১১।২৫।২৯) এই শেষ শ্লোকদ্বারা ত্রৈগুণ্য বস্তুগুলিকেও দেখাইয়া নির্গুণের সম্যক্ নিস্ত্রৈগুণ্যভাব সিদ্ধির জন্য নির্গুণা

ভক্তিদ্বারাই আপনাতে কোন প্রকারে স্থিত ত্রৈগুণ্যের নির্জ্জয় ও তৎপরে কথিত হইয়াছে। যেরূপ—'দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি নিষ্ঠা প্রভৃতি যাবতীয় ভাব ত্রিগুণাত্মক। হে পুরুষ প্রবর, দৃষ্ট শ্রুত বা চিন্তিত যে সমস্ত ভাব পুরুষ ও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত, তৎসমুদয় গুণময়। হে সৌম্য, পুরুষের এই সকল সংসারভাব ত্রিগুণজাত কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব যিনি চিত্তজাত গুণসমূহের জয় করিয়াছেন, তিনিই ভক্তিযোগে মদ্‌বিষয়ে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।' (ভাঃ১১।২৫।৩০-৩২।) অতএব নির্গুণ ভক্তিদ্বারাই ত্রৈগুণ্য জয় হয়, অন্যরূপে নহে। গীতাশাস্ত্রে পরবর্ত্তী প্রশ্নে—'কিরূপে এই তিন গুণ অতিক্রান্ত হয়?' (গীঃ ১৪।২১) উত্তরে বলা হইবে—'যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে আমাকেই সেবা করেন, তিনি এই গুণসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানুভূতির যোগ্য হন।' (গীঃ ১৪।২৬।) শ্রীধর স্বামীপাদের ব্যাখ্যা এবং 'চ' কার অবধারণার্থ মাঞ্চ— আমাকেই অর্থাৎ পরমেশ্বরকেই অব্যভিচার ভক্তিযোগে যে সেবা করে।।৪৫।।

অনুবর্ষিণী—চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ভক্তি—পঞ্চমপুরুষার্থ। বেদশাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা উপদিষ্ট হইলেও সকল ত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তিকেই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। কেননা, শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই লভ্য, কর্ম্ম বা জ্ঞানাদির দ্বারা নহেন—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (ভাঃ ১১।১৪।২১;) 'ন সাধয়তি মাং যোগো'—(ভাঃ ১১।১৪।২০)।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকে বলেন—"শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয়—অর্থাৎ 'উদ্দিষ্ট' বিষয় ও 'নির্দ্দিষ্ট' বিষয়। যে বিষয়টী—যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার 'উদ্দিষ্ট' বিষয়; যে বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট-বিষয়কে লক্ষ্য করা হয়, সেই বিষয়ের নাম 'নির্দ্দিষ্ট' বিষয়। 'অরুন্ধতী' যেস্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সেস্থলে উহার নিকটে প্রথমে যে স্থূল তারাটী লক্ষিত, তাহাই 'নির্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদসমূহে নির্গুণতত্ত্বকে 'উদ্দিষ্ট' বলিয়া লক্ষ্য করে, কিন্তু নির্গুণতত্ত্ব **সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণতত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া**

থাকে। সেই জন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম-দৃষ্টিক্রমে বেদসকলে 'বিষয়' বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণতত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট-তত্ত্বলাভ করতঃ নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদশাস্ত্রে কোনস্থলে রজস্তমোগুণাত্মক-কর্ম্ম, কোনস্থলে সত্ত্বগুণাত্মক-জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্গুণ-ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য-সত্ত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ করতঃ জ্ঞানকর্ম্মমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমের অনুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিযোগসহকারে নিস্ত্রৈগুণ্যত্ব লাভ কর"।।৪৫।।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।।৪৬।।

অন্বয়— উদপানে (কুপে) যাবান্ (যে পর্যন্ত) অর্থঃ (প্রয়োজন) তাবান্ (সেই পর্যন্ত প্রয়োজন) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বতভাবে) সংপ্লুতোদকে (মহাজলাশয়ে বা সরোবরে) (ভবতি— সিদ্ধ হয়) (তথা—সেই প্রকার) সর্ব্বেষু বেদেষু (সমস্ত বেদে) (যাবন্তোঽর্থাস্তাবন্তঃ—যাবৎ প্রয়োজন সেই সমস্তই) বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (বেদজ্ঞ ভক্তিযুক্ত ব্রাহ্মণের) (ভবতি—হয়)।।৪৬।।

অনুবাদ—কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক মহাজলাশয়ে সেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেইপ্রকার বেদোক্ত বিভিন্ন দেবতাগণের উপাসনার দ্বারা যে যে ফল সিদ্ধ হয়, ভগবদুপসনারূপ বেদতাৎপর্য্যবিদ্ ভক্তিযুক্ত ব্রাহ্মণের সেই সকল ফলই লাভ হইয়া থাকে।।৪৬।।

বিশ্বনাথ—হন্ত, কিং বক্তব্যং নিষ্কামস্য নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যং যস্যৈবারম্ভণমাত্রেঽপি নাশপ্রত্যবায়ৌ ন স্তঃ। স্বল্পমাত্রেণাপি কৃতার্থতা ইত্যেকাদশেঽপ্যুদ্ধবায়াপি বক্ষ্যতে—"ন হ্যাঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। মায়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ"। ইতি। কিন্তু সকামো ভক্তিযোগোঽপি ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-শব্দেনোচ্যতে ইতি দৃষ্টান্তেন সাধয়তি— যাবানিতি। উদপান ইতি জাত্যৈকবচনম্, উদপানেষু

কূপেষু যাবানর্থ ইতি। কশ্চিৎ কূপঃ শৌচকর্ম্মার্থকঃ, কশ্চিৎ দন্তধাবনার্থকঃ, কশ্চিদ্বস্ত্রধাবনাদ্যর্থকঃ, কশ্চিৎ কেশাদিমার্জ্জনার্থকঃ, কশ্চিৎ স্নানার্থকঃ, কশ্চিৎ পানার্থক ইত্যেবং সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষূদপানেষু যাবানর্থঃ। যাবন্তি প্রয়োজনানীত্যর্থঃ। সংপ্লুতোদকে মহাজলাশয়ে সরোবরেঽপি তাবানেবার্থঃ, তস্মিন্ একস্মিন্নেব শৌচাদিকর্ম্মসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ, তত্তৎকূপেষু পৃথক্ পৃথক্ পরিভ্রমণশ্রমেণ, সরোবরে তু তং বিনৈব; তথা কূপেষু বিরস-জলেন, সরোবরে তু সুরস-জলৈনৈবেত্যপি বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ। এবং সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তদ্দেবতারাধনেন যাবন্তোঽর্থাস্তাবন্ত একস্য ভগবদারাধনেন বিজানতো বিজ্ঞস্য। ব্রাহ্মণস্যেতি ব্রহ্ম বেদং বেত্তীতি ব্রাহ্মণস্তস্য বিজানতঃ। বেদজ্ঞত্বেঽপি বেদতাৎপর্য্যং ভক্তিং বিশেষতো জানতঃ। যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে,—"ব্রহ্মবর্চ্চস কামস্তু যজেত, ব্রহ্মণঃ পতিম্। ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীণ্।। দেবীং মায়াস্তু শ্রীকামঃ" ইত্যাদ্যুক্ত্বা "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্" ইতি। মেঘাদ্যমিশ্রস্য সৌরকিরণস্য তীব্রত্বমিব ভক্তিযোগস্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রত্বং তীব্রত্বং জ্ঞেয়ম্ অত্র বহুভ্যো বহুকামসিদ্ধিরিতি সর্ব্বথা বহুবুদ্ধিত্বমেব। একস্মাদ্ভগবত এব সর্ব্বকামসিদ্ধিরিত্যংশেনৈকবুদ্ধিত্বা-দেকবুদ্ধিত্বমেববিষয় সাদ্গুণ্যাজ্জ্ঞেয়ম্।।৪৬।।

বঙ্গানুবাদ—আহা, নিষ্কাম, নির্গুণ ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য আর কি বলিব, যাহার আরম্ভমাত্রেই নাশ ও প্রত্যবায় নাই। স্বল্পমাত্রেই কৃতার্থতা প্রদান করে। একাদশস্কন্ধে (১১।২৯।২০) উদ্ধবকেও ভগবান এই কথা বলিয়াছেন—'হে উদ্ধব, অহেতু আমাকর্ত্তৃক এই ধর্ম্মই নির্গুণত্ব নিবন্ধন যথার্থরূপে নির্ণীত হইয়াছে, সেইজন্য মদীয় এই নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বৈগুণ্যাদিদ্বারা বিন্দুমাত্র বিনাশের সম্ভাবনা নাই।' কিন্তু সকাম ভক্তিযোগেও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিশব্দের দ্বারা কথিত হয়, ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা সিদ্ধ করিতেছেন—'যাবান্' ইত্যাদি। উদপানে এস্থলে জাতিতে একবচন অর্থাৎ উপদানসমূহে অর্থাৎ কূপসমূহে। 'যাবানর্থঃ' ইতি কোন কূপ শৌচকর্ম্মের নিমিত্ত, কোনটী দন্তধাবনের জন্য, কোনটী বস্ত্র-ধৌত করার জন্য, কোনটী কেশাদি মার্জ্জনের জন্য, কোনটী স্নানের জন্য,

কোনটী বা পানের জন্য—এইরূপ সর্ব্বতঃ অর্থাৎ সমস্ত কূপগুলিতে যাবানর্থ অর্থাৎ যতগুলি প্রয়োজন, এইঅর্থ। সংপ্লুতোদকে— মহাজলাশয়ে সরোবরেও 'তাবানেবার্থ' অর্থাৎ তাহাই প্রয়োজন, সেই একটীতেই শৌচাদি কর্ম্মসিদ্ধি। আর সেই সেই কূপে পৃথক্ পৃথক্ পরিভ্রমণের শ্রম হয়, কিন্তু সরোবরে তাহা ব্যতীতই কার্য্য হয়। আর কূপসমূহে বিরস জল, কিন্তু সরোবরে সুরস জল—এ পার্থক্যও দ্রষ্টব্য। এইরূপ সমস্ত বেদে তত্তৎ- দেবতা আরাধনার দ্বারা যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সেই সকল একই ভগবদারাধনাতেই হইয়া থাকে। বিজানতঃ—বিজ্ঞের। ব্রাহ্মণস্য—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ যিনি জানেন অতএব ব্রাহ্মণই তাহার বিজ্ঞ বা জ্ঞাতা। বেদজ্ঞ হইলেও বেদের তাৎপর্য্য যে ভক্তি ইহা বিশেষরূপে যিনি জানেন যেমন দ্বিতীয় স্কন্ধে—(২।৩।২-৩) 'ব্রহ্মতেজকামী ব্যক্তি বেদপতি ব্রহ্মার, ইন্দ্রয়বর্গের পটুতা কামী ব্যক্তি ইন্দ্রের, পুত্রাদিকামী দক্ষাদি প্রজাপতির, শ্রীকাম ব্যক্তি দুর্গার আরাধনা করেন।' ইত্যাদি বলিয়া 'সর্ব্বকামনাযুক্ত, নিষ্কাম অথবা উদার-বুদ্ধি-বিশিষ্ট অপবর্গকামী তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারাই পরম পুরুষের যজন করেন।' (ভাঃ ২।৩।১০) মেঘাদিদ্বারা অনাবৃত সূর্য্যকিরণের তীব্রত্বের ন্যায় জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অমিশ্র ভক্তিযোগের তীব্রত্ব জানিতে হইবে। এস্থলে বহু হইতে বহুকামের সিদ্ধি হইতে সর্ব্বথা বহুবুদ্ধিত্ব হয়, আর একই ভগবান্ হইতে সর্ব্বকামসিদ্ধি—এই বুদ্ধির একাংশও একবুদ্ধি বলিয়া একবুদ্ধিত্ব হেতু বিষয়সাদ্গুণ্যহেতু একবুদ্ধিত্বই জানিতে হইবে।। ৪৬।।

অনুবর্ষিণী—কূপাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মকৃত হইলেও যেমন বৃহৎ জলাশয় সরোবরেই সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয় তদ্রূপ বেদোক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনায় ভিন্ন ভিন্ন কামের পূর্ত্তি হইলেও এক ভগবান্ হইতেই সর্ব্বকামের সিদ্ধি হয়। বহু কামনাযুক্ত হৃদয়ের বহু কাম সিদ্ধির জন্য বহু দেবতার উপাসনায় বহু বুদ্ধিত্ব হয় আর একনিষ্ঠ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইতেই একমাত্র ভগবানের উপাসনাই হইয়া থাকে। তাই বেদজ্ঞগণ ভক্তিই বেদের তাৎপর্য্য বলেন। অতএব ভক্তিযোগ ব্যবসায়াতিমকা বুদ্ধি।।৪৬।।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।।৪৭।।

অন্বয়—তে (তোমার) কর্ম্মণি (কর্ম্মমাত্রে) অধিকারঃ (অধিকার) **ফলেষু** (কর্ম্মফলে) কদাচন মা (কখনও না হউক) কর্ম্মফল হেতুঃ (কর্ম্মফলের হেতু বা উৎপাদক) মা ভূঃ (হইও না) তে (তোমার) অকর্ম্মণি (কর্ম্মাকরণে) সঙ্গঃ (নিষ্ঠা) মা অস্তু (না হউক)।।৪৭।।

অনুবাদ—তোমার স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম করিবার অধিকার আছে। কিন্তু কর্ম্মফলে অধিকার নাই। তুমি কাম্য কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফলের হেতু হইও না। স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্ম অকরণে তোমার নিষ্ঠা যেন না হয়।।৪৭।।

বিশ্বনাথ—এবমেকমেবার্জ্জুনং স্বপ্রিয়সখং লক্ষ্যীকৃত্য জ্ঞানভক্তিকর্ম্মযোগানাচিখ্যাসুর্ভগবান্ জ্ঞানভক্তিযোগৌ প্রোচ্য তয়োরর্জ্জুনস্যানধিকারং বিমৃষ্য নিষ্কামকর্ম্মযোগমাহ—কর্ম্মণীতি। মা ফলেষ্বিতি— ফলাকাঙ্ক্ষিণোঽপি অত্যন্তা-শুদ্ধচিত্তা ভবন্তি; ত্বন্তু প্রায়ঃ শুদ্ধচিত্ত ইতি ময়া জ্ঞাত্বৈবোচ্যস ইতি ভাবঃ। ননু কর্ম্মণি কৃতে ফলমবশ্যং ভবিষ্যত্যেবেতি? তত্রাহ—মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ ফল-কামনায়া হি কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ফলস্য হেতুরুৎপাদকো ভবতি। ত্বন্তু তাদৃশো মা ভূরিত্যাশীর্ম্ময়া দীয়ত ইত্যর্থঃ। অকর্ম্মণি স্বধর্ম্মাকরণে বিকর্ম্মণি পাপে বা সঙ্গস্তব মাস্তু, কিন্তু দ্বেষ এবাস্তু ইতি পুনরপ্যাশীর্দীয়ত ইতি। অত্রাগ্রিমাধ্যায়ে — "ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে" ইত্যর্জ্জুনোক্তিদর্শনাদত্রাধ্যায়ে পূর্ব্বোত্তরবাক্যানাং অবতারিকাভির্নাতীব-সঙ্গতিঃ বিধিৎসিতা ইতি জ্ঞেয়ম্। কিন্তু ত্বদাজ্ঞায়াং সারথ্যাদৌ যথাহং তিষ্ঠামি, তথা ত্বমপি মদাজ্ঞায়াং তিষ্ঠেতি কৃষ্ণার্জ্জুনয়োর্মনোঽনুলাপোঽয়মত্র দ্রষ্টব্যঃ।। ৪৭।।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার একমাত্র নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মযোগ-ব্যাখ্যাতা ভগবান্ জ্ঞান ও ভক্তিযোগের কথা বলিয়া এই দুইটীতে অর্জ্জুনের অনধিকার বিচারপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথা বলিতেছেন—'কর্ম্মণি' ইত্যাদি। 'মা ফলেষু'—ফলাকাঙ্ক্ষিগণও অত্যন্ত অশুদ্ধচিত্ত হয়, কিন্তু তুমি প্রায় শুদ্ধচিত্ত ইহা জানিয়া আমি বলিতেছি এই ভাব। আচ্ছা, কর্ম্মকৃত হইলে অবশ্যই ফল হইবে? ইহার উত্তরে

বলিতেছেন —'মা কর্ম্মফলহেতুর্ভুঃ—ফলকামনাদ্বারাই কর্ম্ম করিয়া ফলের হেতু বা উৎপাদক হয়, কিন্তু তুমি তাদৃশ হইও না, আমি এই আশীঃ দিতেছি—ইহাই অর্থ। 'অকর্ম্মণি'—স্বধর্ম্মের অকরণে, বিকর্ম্মে বা পাপে তোমার যেন সঙ্গ বা আসক্তি না হয়; কিন্তু দ্বেষই হউক, পুনরায় এই আশীঃ দিতেছি। এখানে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে—'ব্যামিশ্র বাক্যদ্বারা আমার বুদ্ধির মোহ জন্মাইতেছ' (গীঃ ৩।২)—অর্জ্জুনের এই উক্তি দেখিয়া এই অধ্যায়ে পূর্ব্ব এবং উত্তরবাক্যসমূহের অবতারণা দ্বারা অত্যন্ত সঙ্গতি হইতেছে না ইহা জানিতে হইবে। কিন্তু তোমার আজ্ঞায় আমি যেমন সারথ্যাদি কার্য্যে অবস্থিত আছি, সেইরূপ তুমিও আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হও, কৃষ্ণার্জুনের এই মনোভাবই এস্থলে দ্রষ্টব্য।। ৪৭।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞান ও ভক্তিযোগে অনধিকারিগণের জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপদেশ দিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায় যে—'কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।'—(১১।৩।৪৩) অর্থাৎ কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই তিনটী একমাত্র বেদশাস্ত্রগম্য, পরন্তু লোকমুখে জ্ঞাতব্য নহে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আলোচ্য শ্লোকে বলেন—"কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম, —এই তিনপ্রকার কর্ম্মসম্বন্ধী বিচার। বিকর্ম্ম অর্থাৎ পাপাচরণ, এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্মোত্তেজিত কর্ম্ম না করা,—এই দুইটী নিতান্ত অমঙ্গলজনক। তদুভয়ের প্রতি তোমার যেন সঙ্গ অর্থাৎ অভিলাষ না হয়। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও তুমি কর্ম্মকে সাবধানপূর্ব্বক আচরণ করিবে। কর্ম্মও তিন প্রকার—অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম ও কাম্যকর্ম্ম। তন্মধ্যে কাম্যকর্ম্মও অমঙ্গলজনক, যাঁহারা কাম্যকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা কর্ম্মফলের হেতু হন। অতএব আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি যে, তুমি কাম্যকর্ম্মাশ্রয় করতঃ কর্ম্মফলের হেতু হইও না। স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম করিতে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। যাঁহারা ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের পক্ষে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম স্বীকৃত"।।৪৭।।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।৪৮।।

অন্বয়—ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়!) সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ) (কর্ম্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সম ভূত্বা (সমভাবাপন্ন হইয়া) যোগস্থঃ(ভক্তিযোগে স্থিত হইয়া) কর্ম্মাণি কুরু (স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্ম কর) (যতঃ—যেহেতু) সমত্বং (সমত্বই) যোগঃ উচ্যতে (যোগ বলিয়া কথিত হয়)।।৪৮।।

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! ফলকামনাত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম কর। কর্ম্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানই যোগ বলিয়া কথিত হয়।। ৪৮।।

বিশ্বনাথ—নিষ্কামকর্ম্মণঃ প্রকারং শিক্ষয়তি— যোগস্থ ইতি। তেন জয়াজয়য়োস্তুল্যবুদ্ধিঃ সন্ সংগ্রামমেব স্বধর্ম্মং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। অয়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগ এব জ্ঞানযোগত্বেন পরিণমতীতি। জ্ঞানযোগহপ্যেবং পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থার্থ তাৎপর্য্যতো জ্ঞেয়ঃ।।৪৮।।

বঙ্গানুবাদ—নিষ্কামকর্ম্মের প্রকার শিক্ষা দিতেছেন—'যোগস্থ' ইত্যাদি জয়-পরাজয়ে তুল্যবুদ্ধি হইয়া স্বধর্ম্ম—সংগ্রামই কর এই ভাব। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগই পরিণামে জ্ঞানযোগত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জ্ঞানযোগই পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী শ্লোকের অর্থতাৎপর্য জানিতে হইবে।।৪৮।।

অনুবর্ষিণী—কর্ম্মফলের সিদ্ধি ও ফলের অসিদ্ধি, এতদ্বিষয়ে যে সমবুদ্ধি, তাহাকে যোগ বলে।।৪৮।।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।।৪৯।।

অন্বয়—ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়) হি (যেহেতু) বুদ্ধিযোগাৎ (পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ হইতে) কর্ম্ম (কাম্যকর্ম্ম) দূরেণ অবরং (অতিনিকৃষ্ট) (অতএব) বুদ্ধৌ (নিষ্কাম কর্ম্মে) শরণং (আশ্রয়) অন্বিচ্ছ (গ্রহণ কর) ফলহেতবঃ (ফলকামিগণ) কৃপণাঃ (কৃপণ)।।৪৯।।

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! যেহেতু ঈশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে কাম্যকর্ম্ম অতি নিকৃষ্ট; অতএব নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর। ফলকামী

ব্যক্তিগণ কৃপণ।।৪৯।।

বিশ্বনাথ—সকামকর্ম্ম নিন্দতি— দূরেণেতি। অবরমতিনিকৃষ্টং কাম্যং কর্ম্ম। বুদ্ধিযোগাৎ পরমেশ্বরার্পিত-নিষ্কামকর্ম্মযোগাৎ। বুদ্ধৌ নিষ্কামকর্ম্মণ্যেব, বুদ্ধিযোগো নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ।।৪৯।।

বঙ্গানুবাদ—সকাম কর্ম্ম নিন্দা করিতেছেন—'দূরেণ' ইত্যাদি। 'অবরং'—অতিনিকৃষ্ট কাম্যকর্ম্ম। 'বুদ্ধিযোগাৎ'—পরমেশ্বরে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে। 'বুদ্ধৌ'—নিষ্কাম কর্ম্মেই, বুদ্ধিযোগ—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।।৪৯।।

অনুবর্ষিণী—কৃপণ—'যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ' (বৃঃ আঃ ৩।৯।১০) হে গার্গি, এই অচ্যুতবস্তুকে না জানিয়া যিনি এই লোক হইতে চলিয়া যান, সেই ব্যক্তি কৃপণ। 'কৃপণঃ গুণবস্তুদৃক্' (ভাঃ ৬।৯।৪৮) গুণজাত বিষয়কেই যাহারা তত্ত্ব বলিয়া জানে, তাহারা কৃপণ। 'কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ' অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ।।৪৯।।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।।৫০।।

অন্বয়—বুদ্ধিযুক্তঃ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ যুক্ত ব্যক্তি) ইহ (ইহজন্মে) উভে সুকৃতদুষ্কৃতে (সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই) জহাতি (ত্যাগ করে) তস্মাৎ (সেই হেতু) যোগায় (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের নিমিত্ত) যুজ্যস্ব (যুক্ত হও) কর্ম্মসু (সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মমধ্যে) যোগঃ (উদাসীনত্বের সহিত কর্ম্মকরণ) কৌশলম্ (নৈপুণ্য)।।৫০।।

অনুবাদ—বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তি ইহজন্মেই সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সেইহেতু নিষ্কাম কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্ন কর। উদাসীনত্বের সহিত কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগের কৌশল।।৫০।।

বিশ্বনাথ—যোগায় উক্তলক্ষণায়। যুজ্যস্ব ঘটস্ব; যতঃ কর্ম্মসু সকাম-নিষ্কামেষু মধ্যে যোগ এব উদাসীনত্বেন কর্ম্মকরণমেব। কৌশলং নৈপুণ্যমিত্যর্থঃ।।৫০।।

বঙ্গানুবাদ—'যোগায়'—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ। 'যুজ্যস্ব'—ঘটস্ব; অর্থাৎ চেষ্টা কর। যেহেতু 'কর্ম্মসু'—সকাম এবং নিষ্কামের মধ্যে 'যোগ এব'—

উদাসীন হইয়া কর্ম্মকরণই। 'কৌশলং'—নৈপুণ্য।।৫০।।

অনুবর্ষিণী—যোগ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্যবুদ্ধি।।৫০।।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।।৫১।।

অন্বয়—হি (যেহেতু) বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ (বুদ্ধিযোগযুক্ত মনীষিগণ) কর্ম্মজং ফলং (কর্ম্মজনিত ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ (জন্মবন্ধননির্ম্মুক্ত হইয়া) অনাময়ম্ (ক্লেশশূন্য) পদং (বৈকুণ্ঠ) গচ্ছন্তি (গমন করিয়া থাকে)।।৫১।।

অনুবাদ—বুদ্ধিযোগযুক্ত মণীষিগণ কর্ম্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হয় এবং ক্লেশরহিত বৈকুণ্ঠে গমন করে।।৫১।।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।।৫২।।

অন্বয়—যদা (যে সময়ে) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) মোহ কলিলং (মোহরূপগহন) ব্যতিতরিষ্যতি (বিশেষরূপে অতিক্রম করিবে) তদা (সেই সময়ে) শ্রোতব্যস্য (শ্রবণযোগ্য বিষয়ের) শ্রুতস্য চ (এবং শ্রুত বিষয়ের) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (লাভ করিবে)।। ৫২।।

অনুবাদ—যে সময়ে তোমার অন্তঃকরণ মোহরূপ গহনকে বিশেষরূপে অতিক্রম করিতে পারিবে সেই সময়ে তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত ফলে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে।।৫২।।

বিশ্বনাথ—এবং পরমেশ্বরার্পিত-নিষ্কামকর্ম্মাভ্যাসাৎ তব যোগো ভবিষ্যতীত্যাহ—যদেতি। তব বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলং মোহরূপং গহনং বিশেষতোঽতিশয়েন তরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রোতব্যেষ্বর্থেষু শ্রুতস্য শ্রুতেঽপ্যর্থেষু নির্ব্বেদং প্রাপ্স্যসি। অসম্ভাবনাবিপরীত-ভাবনয়োর্নষ্টত্বাৎ কিং মে শাস্ত্রোপদেশবাক্য শ্রবণেন? সাম্প্রতং মে সাধনেম্বেব প্রতিক্ষণমভ্যাসঃ সর্ব্বথোচিত ইতি মংস্যস ইতি ভাবঃ।। ৫২।।

বঙ্গানুবাদ—এইরূপ পরমেশ্বরে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করিলে তোমার যোগ হইবে, ইহাই বলিতেছেন—'যদা' প্রভৃতি। তব বুদ্ধি—

অন্তঃকরণ, 'মোহকলিলং'—মোহরূপগহন, ব্যতিতরিষ্যতি— বিশেষতঃ অতিশয় উত্তীর্ণ হইবে, তখন 'শ্রোতব্যস্য'—শ্রোতব্য অর্থ সমূহে 'শ্রুতস্য'—শ্রুত অর্থসমূহে 'নির্ব্বেদং গন্তাসি'—প্রাপ্ত হইবে। যদি প্রশ্ন হয় যে, অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা নষ্ট হইলে আমার শাস্ত্রোপদেশবাক্য শ্রবণে কি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—সম্প্রতি আমার সাধনসমূহেই প্রতিক্ষণ অভ্যাস সর্ব্বথা উচিত, ইহা মনে করিবে এই ভাব।।৫২।।

অনুবর্ষিণী—পরমেশ্বরে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মের অভ্যাসে মোহরূপ অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ গহন নষ্ট হয়। তখন জীব বৈরাগ্য লাভ করিয়া শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত শাস্ত্রে নিরপেক্ষ হইয়া নিরন্তর ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন। শ্রুতিও বলেন—'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ' মু ১।২।১২ অর্থাৎ কর্ম্মোপার্জ্জিত লোক সকলের অনিত্যত্ব ও দুঃখপ্রদত্ব বিচার করিয়া ব্রাহ্মণ নির্ব্বেদ লাভ করেন। ভক্তরাজ প্রহ্লাদও বলিয়াছেন—'আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বামেবং বিমৃষ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ।।' ভাঃ ৭।৯।৪৯ হে উরুগায়, বিবেকিগণ সকলই আদ্যন্ত বিশিষ্ট জানিয়া বেদাধ্যয়নাদি ব্যাপার হইতে বিরত হন।।৫২।।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।।৫৩।।

অন্বয়—যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক অর্থ শ্রবণে বিরক্ত) নিশ্চলা (অন্যাসক্তি রহিত হইয়া) সমাধৌ (পরমেশ্বরে) অচলা (স্থিরভাবে) স্থাস্যতি (থাকিবে) তদা (তখন) যোগং (যোগফল) অবাপ্স্যসি (পাইবে)।।৫৩।।

অনুবাদ—যখন তোমার বুদ্ধি নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক অর্থ শ্রবণে বিরক্ত এবং অন্যাসক্তি বিরহিত হইয়া পরমেশ্বরে স্থিরভাবে থাকিবে তখন যোগফল লাভ করিবে।।৫৩।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ শ্রুতিষু নানা-লৌকিকবৈদিকার্থ শ্রবণেষু বিপ্রতিপন্না অসম্মতা বিরক্তেতি যাবৎ। তত্র হেতুঃ—নিশ্চলা তেষু তেম্বর্থেষু চলিতুং বিমুখীভূতেত্যর্থঃ। কিন্তু সমাধৌ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে বক্ষ্যমানলক্ষণে অচলা স্থৈর্য্য-বতী, তদা যোগমপরোক্ষানুভবপ্রাপ্ত্যা জীবন্মুক্ত ইত্যর্থঃ।।৫৩।।

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর শ্রুতি অর্থাৎ নানা লৌকিক ও বৈদিক অর্থ শ্রবণে 'বিপ্রতিপন্ন'—অসম্মতা বা বিরক্ত। তাহার কারণ 'নিশ্চলা'—সেই সেই অর্থে চলিতে বিমুখ। কিন্তু সমাধিতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণে 'অচলা'—স্থৈর্য্যবতী, যোগ—অপরোক্ষানুভব প্রাপ্তি হইলে জীবন্মুক্তি পাইবে ইহাই অর্থ।।৫৩।।

অনুবর্ষিণী—ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণে—'যোগী যুঞ্জীত সততম্' গীঃ ৬।১০ হইতে 'সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে'।। (গীঃ ৬।২৮) ।।৫৩।।

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্?।।৫৪।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) কেশব! (হে কেশব!) স্থিপ্রজ্ঞস্য (স্থিতপ্রজ্ঞের) সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ ব্যক্তির) কা ভাষা (ভাষা-লক্ষণ কি?) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) কিং প্রভাষেত (কিরূপ বলেন?) কিম্ আসীত (কিরূপ ভাবে অবস্থান করেন?) কিম্ ব্রজেত (কিরূপ ভাবে চলেন?)

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন। কেশব! সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? এবং তিনি কিরূপ কথা বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন এবং কিভাবে বিচরণ করেন?।।৫৪।।

বিশ্বনাথ—সমাধাবচলা বুদ্ধিরিতি শ্রুত্বা তত্ত্বতো যোগিনো লক্ষণং পৃচ্ছতি—স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি, স্থিতা স্থিরা অচলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্যেতি। কা ভাষা?—ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষালক্ষণং কিং লক্ষণমিত্যর্থঃ। কীদৃশস্য সমাধিস্থস্য ইতি সমাধৌ স্থাস্যতীতি। অস্যার্থঃ—এবঞ্চ স্থিতপ্রজ্ঞ ইতি সমাধিস্থ ইতি জীবন্মুক্তস্য সংজ্ঞাদ্বয়ম্। কিং প্রভাষেতেতি সুখদুঃখয়োর্মানাপমানয়োঃ স্তুতিনিন্দয়োঃ স্নেহদ্বেষয়োর্বা সমুপস্থিতয়োঃ কিং প্রভাষেত? স্পষ্টং স্বগতং বা কিং বদেদিত্যর্থঃ কিমাসীত?—তদিন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়েষু চলনাভাবঃ কীদৃশঃ? ব্রজেত কিং?—তেষু চলনং বা কীদৃশমিতি।।৫৪।।

বঙ্গানুবাদ—'সমাধিতে অচলা বুদ্ধি'—ইহা শুনিয়া তত্ত্বতঃ যোগীর লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'স্থিতপ্রজ্ঞস্য—স্থিতা স্থিরা বা অচলা প্রজ্ঞা—বুদ্ধি যাহার। কি ভাষা বলেন? ইহাদ্বারা কি ভাষা বলা হয়, ভাষালক্ষণ, কি লক্ষণযুক্ত এই অর্থ। কি প্রকার 'সমাধিস্থস্য' সমাধিতে থাকেন এই। ইহার অর্থ —এই প্রকার স্থিতপ্রজ্ঞ ও সমাধিস্থ জীবন্মুক্তের সংজ্ঞাদ্বয়। কি বলেন—সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমানে, স্তুতি বা নিন্দা, স্নেহ বা দ্বেষ সমুপস্থিত হইলে কি বলেন? স্পষ্ট বা স্বগত কি বলেন—এই অর্থ। কিমাসীত?—ইন্দ্রিয়-বর্গের বাহ্যবিষয়সমূহে থাকা বা চলনের অভাব কি প্রকার? 'ব্রজেত কিং' সেই সকল বিষয়ে চলনই বা কিরূপ?।।৫৪।।

অনুবর্ষিণী—বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধানতঃ ষোলটী প্রশ্ন দেখা যায়—(১) 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা' (গীঃ ২।৫৪,) (২) 'জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে (গীঃ ৩।১,) (৩) 'অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং' (গীঃ ৩।৩৬,) (৪) 'অপরং ভবতো জন্ম' (গীঃ ৪।৪) (৫) 'সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ' (গীঃ ৫।১,) (৬) 'যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া' (গীঃ ৬।৩৩,) (৭) 'অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ' (গীঃ ৬।৩৭) (৮) 'কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্ম' (গীঃ ৮।১,) (৯) 'বক্তুমর্হস্যশেষেণ' (গীঃ ১০।১৬,) (১০) 'এবমেতদ্ যথার্থ' (গীঃ ১১।৩,) (১১) 'আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো' (গীঃ ১১।৩১,) (১২) 'তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ' (গীঃ ১২।১,) (১৩) 'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব' (গীঃ ১৩।১,) (১৪) 'কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণান্' (গীঃ ১৪।২১,) (১৫) 'তেষাং নিষ্ঠাতু কা কৃষ্ণ' (গীঃ ১৭।১) এবং (১৬) সন্ন্যাসস্য মহাবাহো' (গীঃ ১৮।১)।।৫৪।।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মানা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।৫৫।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)পার্থ! (হে পার্থ!) যদা (যখন) সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ (সমস্ত মনোগত কাম) প্রজহাতি (পরিত্যাগ করে) আত্মনি এব (প্রত্যাহৃত মনই) আত্মনা (আনন্দস্বরূপ

আত্মার দ্বারা) তুষ্টঃ (তুষ্ট) তদা (তখন) (সঃ—তিনি) স্থিতপ্রজ্ঞঃ (স্থিত-প্রজ্ঞ) উচ্যতে (কথিত হন)।।৫৫।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ।! যখন জীব মনোগত সমস্ত কাম পরিত্যাগ করেন এবং প্রত্যাহৃত মনে আনন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারা তুষ্ট হন তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন।।৫৫।।

বিশ্বনাথ—চতুর্ণাং প্রশ্নানাং ক্রমেণোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। সর্ব্বানিতি কস্মিন্নপ্যর্থে যস্য কিঞ্চিন্মাত্রোঽপি নাভিলাষ ইত্যর্থঃ। মনোগতানিতি কামানামনাত্ম-ধর্ম্মত্বেন পরিত্যাগে যোগ্যতা দর্শিতা। যদি তে হ্যাত্মধর্ম্মাঃ স্যু স্তদা তাংস্ত্যক্তুমশক্যেরন্ বহ্নেরৌষ্ণ্যবদিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—আত্মনি প্রত্যাহৃতে মনসি প্রাপ্তো য আত্মা আনন্দরূপস্তেন তুষ্টঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ইতি'।। ৫৫।।

বঙ্গানুবাদ—ক্রমে চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—'প্রজহাতি' হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত। সর্ব্বান্ অর্থাৎ কোনও অর্থে যাহার কিঞ্চিতন্মাত্র অভিলাষ নাই, এই অর্থ। 'মনোগতান্' শব্দে কামসমূহের অনাত্মধর্ম্মহেতু পরিত্যাগে যোগ্যতা দর্শিত হইয়াছে। যদি তাহারা আত্মধর্ম্ম হইত তখন তাহাদিগকে ত্যাগ করা অসম্ভব হইত, বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় এই ভাব। তাহার হেতু—'আত্মনি'—প্রত্যাহৃত মনে প্রাপ্ত যে আত্মা অর্থাৎ আনন্দরূপ তদ্দ্বারা তুষ্ট। শ্রুতি বলেন—'যখন ইহার হৃদিস্থিত সর্ব্বকাম প্রমুক্ত হয় তখন মর্ত্ত্য অমৃত হয়, ব্রহ্মলাভ করে।' (কঠ ৩।১৪)।।৫৫।।

অনুবর্ষিণী—আলোচ্য শ্লোকের সহিত 'আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ' (গীঃ ৩। ১৭) শ্লোক আলোচ্য। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—'বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবোমনসি স্থিতান্। তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে।' (ভাঃ ৭।১০।৯) অর্থাৎ মানুষ যখন নিজের মনস্থিত কামনাসমূহ পরিত্যাগ করে, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তখন তিনি আপনার তুল্য ঐশ্বর্য্য লাভে সমর্থ হন।।৫৫।।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।৫৬।।

অন্বয়—দুঃখেষু (আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়উপস্থিত হইলে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (অনুদ্বিগ্নচিত্ত) সুখেষু (সুখ উপস্থিত হইলে) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহারহিত) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (রাগ, ভয় ও ক্রোধ বিরহিত) মুনিঃ (মুনি) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) উচ্যতে (কথিত হয়)।।৫৬।।

অনুবাদ—আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উপস্থিত হইলে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখসাধক বস্তু পাইলেও তৃষ্ণারহিত,রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন।।৫৬।।

বিশ্বনাথ—কিং প্রভাষেতেত্যস্য উত্তরমাহ—দুঃখেষ্বিতি দ্বাভ্যাম্। দুঃখেষু ক্ষুৎপিপাসা-জ্বর-শিরোরোগাদিষ্বাধ্যাত্মিকেষু, সর্পব্যাঘ্রা-দ্যুত্থিতেষ্বাধিভৌতিকেষু, অতিবাতবৃষ্ট্যাদ্যুত্থিতেষ্বাধিদৈবিকেষু, উপস্থিতেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ প্রারব্ধং দুঃখমিদং ময়াবশ্যং ভোক্তব্যমিতি স্বগতং কেনচিৎ পৃষ্টঃ সন্ স্পষ্টঞ্চ ব্রুবন্ ন দুঃখেউদ্বিজত ইত্যর্থঃ। তস্য তাদৃশমুখবিক্রিয়াভাব এবানুদ্বেগলিঙ্গং সুধিয়া গম্যম্। কৃত্রিমানুদ্বেগলিঙ্গ বাংস্তু কপটী,—সুধিয়াপরিচিতো ভ্রষ্ট এবোচ্যত ইতি ভাবঃ। এবং সুখেষ্বপ্যুপস্থিতেষু বিগতস্পৃহ ইতি প্রারব্ধমিদমবস্যভোগ্যমিতি স্বগতং স্পষ্টঞ্চ ব্রুবাণস্য তস্য সুখস্পৃহা-রাহিত্যলিঙ্গং সুধিয়াগম্যমেবেতি ভাবঃ। তত্তল্লিঙ্গমেব স্পষ্টীকৃত্যদর্শয়তি—বীতো বিগতো রাগোঽনুরাগঃ সুখেষু। বীতং ভয়ং স্বভোক্তৃভ্যো ব্যাঘ্রাদিভ্যঃ বীতঃ ক্রোধঃ স্বহন্তৃষু বন্ধুজনেষু যস্য সঃ। যথৈবাদিভরতস্য দেব্যাঃ পার্শ্বং প্রাপিতস্য স্বচ্ছেদচিকীর্ষো-র্বৃষলরাজাৎ ন ভয়ং নাপি তত্র ক্রোধোঽভূদিতি।।৫৬।।

বঙ্গানুবাদ—কি বলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'দুঃখেষু' প্রভৃতি দুইটী শ্লোকে। 'দুঃখেষু'—ক্ষুৎপিপাসা-জ্বর-শিরোরোগাদি আধ্যাত্মিক, সর্পব্যাঘ্রাদি হইতে উত্থিত আধিভৌতিক, অতিবাতবৃষ্ট্যাদি হইতে উত্থিত আধিদৈবিক দুঃখ উপস্থিত হইলে 'অনুদ্বিগ্নমনাঃ'—এই প্রারব্ধ দুঃখ আমাকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে জানিয়া—ইহা স্বগত বা কাহারও দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া স্পষ্ট বলেন, দুঃখে উদ্বিজিত হন না—এই অর্থ। সুধীজন তাহার তাদৃশ মুখ-বিক্রিয়ার অভাবেই অনুদ্বেগের চিহ্ন লক্ষ্য করেন। কিন্তু কৃত্রিম অনুদ্বেগচিহ্নযুক্ত কপটীকে সুধীজন চিনিতে পারিয়া

তাহাকে ভ্রষ্ট বলেন, এই ভাব। এই প্রকার উপস্থিত সুখসমূহেও 'বিগতস্পৃহঃ' এই প্রারব্ধ অবশ্য ভোগ্য ইহা স্বগত বা স্পষ্ট বক্তা সেই ব্যক্তির সুখস্পৃহার রাহিত্যচিহ্ন সুধীজনেরই গম্য এই ভাব। সেই সেই চিহ্ন স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছেন—'বীতরাগঃ'—বীত অর্থাৎ বিগত রাগ—অনুরাগ সুখসমূহে। 'বীতভয়ং' বীত অর্থাৎ বিগত ভয় অর্থাৎ স্ব-খাদক ব্যাঘ্রাদি হইতে,'বীত' ক্রোধঃ—বিগত ক্রোধ—স্বহন্তা বন্ধুজনসমূহে যাহার তিনি। যেরূপ দেবীর পার্শ্বপ্রান্ত আদিভরতকে বৃষলরাজ বধ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহার ভয়ও হয় নাই অথবা ক্রোধও হয় নাই।।৫৬।।

অনুবর্ষিণী—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত এবং সুখেও স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি স্থিতপ্রজ্ঞ। 'ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।' (গীঃ ৫।১৯) শ্লোক এতৎসহ আলোচ্য।

বৃষলরাজ কর্ত্তৃক আদিভরত দেবীর সম্মুখে বধ্য স্বরূপে নীত হইলেও ('অথ বৃষলরাজপণিঃ' ভাঃ ৫।৯।১৬—১৮ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য) তিনি ভীত ও ক্রুদ্ধ হন নাই—'ন বা এতদ্বিষ্ণুদত্ত মহদদ্ভুতং যদসম্ভ্রমঃ স্বশিরশ্ছেদ আপতিতেঽপি বিমুক্তদেহাদ্যাত্মভাবসুদৃঢ়হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্ব্বসত্ত্বসুহৃদাত্মনাং নির্ব্বৈরাণাংসাক্ষাদ্ভগবতানিমিষারিবরায়ুধেনাপ্রমত্তেন তৈস্তৈর্ভাবৈরভিরক্ষ্যমাণানাং তৎপাদমূলমকুতশ্চিদ্ভয়মুপসৃতানাং ভাগবত-পরমহংসানাম্'। (ভাঃ ৫।৯।২০)।

হে বিষ্ণুরাত, যাঁহারা দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ দুশ্ছেদ্য হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন, যাঁহাদিগের হৃদয় সর্ব্বভূতের শুভানুধ্যানে নিযুক্ত, যাঁহারা কাহারও অপকার-চেষ্টা অর্থাৎ শত্রুতা করেন না, সর্ব্বমারক কাল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অরিস্বরূপ সুদর্শনচক্রধারী ভক্তরক্ষণকার্যে সর্ব্বদা প্রমত্ত ভগবান্ বিষ্ণু শিষ্ট-পালন ও দুষ্ট-দলনাদিরূপে যাঁহাদ্গিকে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহারা ভগবানের সর্ব্বত্র ভয়নাশক পাদমূল আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সকল ভাগবত পরমহংস যে আপনার শিরশ্ছেদনকাল উপস্থিত হইলেও অব্যাকুল থাকিবেন, ইহা কিছু তাঁহাদের পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য কথা নহে।।৫৬।।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৭।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (পুত্রমিত্রাদিতে) অনভিস্নেহ (স্নেহরহিত) তত্তৎ (সেই সেই) শুভাশুভম্ (অনুকুল ও প্রতিকূল) প্রাপ্য (পাইয়া) ন অভিনন্দতি (অভিনন্দন করেন না) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা)।।৫৭।।

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য এবং শুভ অর্থাৎ অনুকূল বিষয় লাভ করিয়া আনন্দ এবং অশুভ অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয় লাভ করিয়া নিন্দা করেন না তাঁহার বুদ্ধি স্থিরা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।।৫৭।।

বিশ্বনাথ—অনভিস্নেহঃ সোপাধিস্নেহশূন্যঃ দয়ালুত্বান্নিরুপাধিরীষন্মাত্রস্নেহস্তু তিষ্ঠেদেব। তত্তৎপ্রসিদ্ধং সম্মান-ভোজনাদিভ্যঃ স্বপরিচরণং শুভং প্রাপ্য অশুভমনাদরণং মুষ্টিপ্রহারাদিকঞ্চ প্রাপ্য ক্রমেণ নাভিনন্দতি, ন প্রশংসতি—ত্বং ধার্ম্মিকঃ পরমহংস-সেবী সুখী ভবেতি ন ব্রূতে, ন দ্বেষ্টি—ত্বং পাপাত্মা নরকে পতেতি নাভিশপতি। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা—সমাধিং প্রতি স্থিতা, সুস্থিতপ্রজ্ঞা উচ্যত ইত্যর্থঃ।।৫৭।।

বঙ্গানুবাদ—'অনভিস্নেহঃ'—সোপাধিস্নেহশূন্য, দয়ালু বলিয়া ঈষন্মাত্রনিরুপাধি স্নেহ কিন্তু থাকেই। সেই সেই প্রসিদ্ধ সম্মান-ভোজনাদিদ্বারা শুভ নিজের পরিচরণ (পরিচর্য্যা) পাইয়া এবং অশুভ অনাদর মুষ্টিপ্রহারাদিক পাইয়া যথাক্রমে অভিনন্দন বা প্রশংসা করেন না—তুমি ধার্ম্মিক, পরমহংসসেবী সুখী হও—ইহা বলেন না। দ্বেষ করেন না—তুমি পাপাত্মা নরকে পতিত হও—এই বলিয়া অভিশাপ করেন না। তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ সমাধিতে স্থিতা,ইহাকে সুস্থিতপ্রজ্ঞা বলা হয়, এই অর্থ।।৫৭।।

অনুবর্ষিণী—স্নেহ দুই প্রকার—(১) সোপাধি অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধীয় আর (২) নিরূপাধি অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয়। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি দেহাদিতে আত্মাভিমান শূন্য বলিয়া তিনি সোপাধিস্নেহশূন্য কিন্তু সর্ব্বভূতেরশুভানুধ্যানে নিরুপাধিস্নেহযুক্ত। তবে ক্ষেত্রানুযায়ী সেই স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় নচেৎ তাঁহার হৃদয়ে যে ঐরূপ স্নেহ বর্ত্তমান, তাহা

জানা যায় না।।৫৭।।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৮।।

অন্বয়—যদা চ (যখন) অয়ং (এই মুনি) কূর্ম্মোঽঙ্গানীব (কূর্ম্ম যেমন অঙ্গসমূহকে সেইরূপ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বতোভাবে) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সংহরতে (প্রত্যাহার করেন) (তদা—তখন) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ)।।৫৮।।

অনুবাদ—যখন এই মুনি কূর্ম্মের অঙ্গসমূহকে ইচ্ছানুসারে স্বান্তরে গ্রহণের ন্যায় শব্দাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করিতে পারেন তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।।৫৮।।

বিশ্বনাথ—কিমাসীতেত্যস্যোত্তরমাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি সংহরতে। স্বাধীনানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং ব্যহ্যবিষয়েষু চলনং নিষিধ্যান্তরেব নিশ্চলতয়া স্থাপনং স্থিতপ্রজ্ঞস্যাসনমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—কূর্ম্মোঽঙ্গানি মুখনেত্রাদীনি যথা স্বান্তরেব স্বেচ্ছয়া স্থাপয়তি।।৫৮।।

বঙ্গানুবাদ—'কিমাসীত'—ইহার উত্তর বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি। 'ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ'—শব্দাদি হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ সংহরণ করেন। স্বাধীন ইন্দ্রিয়বর্গের বাহ্যবিষয়সমূহে চলন নিষেধ করিয়া অন্তরেই নিশ্চলরূপে স্থাপন স্থিতপ্রজ্ঞের আসন। সে-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'কূর্ম্মোঽঙ্গানি'—মুখনেত্রাদি যেরূপ স্বেচ্ছায় স্বান্তরেই স্থাপন করে।।৫৮।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ'—'নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি'(৫৬-৫৭) শ্লোকদ্বয়ে স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধি হইতে উত্থান দশায়ও সকল তামসবৃত্তির অভাব কথিত হইয়াছে। অধুনা কিন্তু পুনরায় সমাধি অবস্থায় তাঁহার আসন বিশেষভাবে দেখাইতেছেন।।৫৮।।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।।৫৯।।

অন্বয়—নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণে অসমর্থ) দেহিনঃ (দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তির) বিষয়াঃ (বিষয় সকল) বিনিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হয়) (কিন্তু) রসবর্জ্জং (রস অর্থাৎ রাগ বর্জ্জন করয়িা) (ন নিবর্ত্ততে—বিষয় অভিলাষ নিবৃত্ত হয় না) অস্য (স্থিতপ্রজ্ঞের) পরং (পরমাত্মাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) রসঃ অপি (বিষয়ানুরাগও) নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয়)।।৫৯।।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়গ্রহণকারী দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়সকল নিবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহাতে রস বা রাগ বর্জ্জন করিয়া অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত হয় না। অথচ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়ানুরাগও পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া স্বতঃ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।।৫৯।।

বিশ্বনাথ—ননু মূঢ়স্যাপ্যুপবাসতো রোগাদিবশাদ্বা ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বচলনং সম্ভবেত্তত্রাহ—বিষয়া ইতি। রসবর্জ্জং রসো রাগঃ অভিলাষস্তু বর্জয়িত্বা; অভিলাষস্তু বিষয়েষু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা বিষয়েষ্বভিলাষো নিবর্ত্তত ইতি ন লক্ষণব্যভিচারঃ। আত্মসাক্ষাৎকার-সমর্থস্য তু সাধকত্বমেব ন তু সিদ্ধত্বমিতি ভাবঃ।।৫৯।।

বঙ্গানুবাদ—যদি প্রশ্ন হয় যে, মূঢ়েরও উপবাস হইতে বা রোগাদিবশে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সমূহে অচলন সম্ভব; তদুত্তরে বলিতেছেন—'বিষয়া' ইত্যাদি 'রসবর্জ্জং'—রস—রাগ অর্থাৎ অভিলাষ বর্জ্জন করিয়া অর্থাৎ বিষয়ে অভিলাষ নিবৃত্ত হয় না,এই অর্থ। কিন্তু 'অস্য'—স্থিতপ্রজ্ঞের 'পরং'—পরমাত্মাকে দেখিয়া বিষয়-অভিলাষ নিবৃত্ত হয়,এখানে লক্ষণের ব্যভিচার নাই। আত্মসাক্ষাৎকার সমর্থের কিন্তু সাধকত্বই, সিদ্ধত্ব নহে, এইভাব।।৫৯।।

অনুবর্ষিণী—বিষয় গ্রহণ না করিলেও পরমাত্মার সন্দর্শন ব্যতীত বিষয়ে অনুরাগ উচ্ছেদ হয় না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন—"দেহবিশিষ্ট জীবের নিরাহার দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায়, উহা অত্যন্ত মূঢ়লোকসম্বন্ধি বিধান। অষ্টাঙ্গযোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা—ঐ প্রকার লোকসম্বন্ধী বিধি। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ সম্বন্ধে সেই বিধি স্বীকৃত হয় না; স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য দর্শন

পূর্ব্বক তাহাতে সমাকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয়বিষয়রাগ ত্যাগ করেন। অতিমূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও জীবের রাগমার্গ ব্যতীত নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে"।।৫৯।।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।।৬০।।

অন্বয়— কৌন্তেয়! (হে অর্জ্জুন!) হি (যেহেতু) যততঃ (মোক্ষার্থ যত্নকারী) বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য অপি (বিবেকী পুরুষেরও) প্রমাথীনি (প্রমথনকারী) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) প্রসভং (বলপূর্ব্বক) মনঃ (মনকে) হরন্তি (হরণ করে)।।৬০।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! (যেহেতু) আরোহপথে যত্নশীল বিবেকী পুরুষেরও ক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়সকল তাহার মনকে বলপূর্ব্বক বিষয়ে আকর্ষণ করে।।৬০।।

বিশ্বনাথ—সাধকাবস্থায়ান্তু যত্নএব মহান্, নত্বিন্দ্রিয়াণি পরাবর্ত্তয়িতুং সর্ব্বথা শক্তিরিত্যাহ—যতত ইতি। প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি ক্ষোভকরাণীত্যর্থঃ।।৬০।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু সাধক অবস্থায় যত্নই মহান্, ইন্দ্রিয়গণকে কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ফিরাইতে শক্তি নাই, তাই বলিতেছেন—'যততঃ' ইত্যাদি। 'প্রমাথীনি'—প্রমথনশীল অর্থাৎ ক্ষোভকর এই অর্থ।।৬০।।

অনুবর্ষিণী—ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না। অতএব সাধক অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সংযমে মহান যত্ন করা কর্ত্তব্য। অত্যন্ত ক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়সকল শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইলে সংযম করা সহজসাধ্য হয়।।৬০।।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬১।।

অন্বয়—মৎপরঃ (মৎপরায়ণ) যুক্তঃ (ভক্তিযোগী) (সন—হইয়া) তানি সর্ব্বাণি (সেই ইন্দ্রিয়সমূহকে) সংযম্য) (সংযত করিয়া) আসীত (অবস্থান করিবেন) হি (যেহেতু) যস্য (যাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল)

বশে (বশীভূত) তস্য (তাহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা)।।৬১।।

অনুবাদ—(সেইহেতু) ভক্তিযোগী যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণকে সংযম পূর্ব্বক মদাশ্রিত হইয়া অবস্থান করিবেন। যেহেতু যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।।৬১।।

বিশ্বনাথ—মৎপরো মদ্ভক্ত ইতি মদ্ভক্তিং বিনা নৈবেন্দ্রিয়জয় ইত্যগ্রিম-গ্রন্থেহপি সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যং; যদুক্তমুদ্ধবেন—"প্রয়াশঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ। বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনো-নিগ্রহকর্শিতাঃ।। অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্" ইতি। বশে হীতি স্থিতপ্রজ্ঞস্যেন্দ্রিয়াণি বশীভূতানি ভবন্তীতি সাধকাদ্বিশেষ উক্তঃ।।৬১।।

বঙ্গানুবাদ—'মৎপরঃ'—মদ্ভক্ত; মদ্ভক্তি ব্যতীত ইন্দ্রিয় জয় হয় না—ইহা পরবর্ত্তী অংশে সর্ব্বত্রই দ্রষ্টব্য। যেরূপ উদ্ধব বলিয়াছেন—'হে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ! যোগিগণ প্রায়ই মনোনিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া অসমাধানহেতু কথঞ্চিৎ নিগ্রহকার্যে শ্রান্ত ও ক্লেশগ্রস্ত হইয়া থাকেন। অতএব সারাসারবিবেকনিপুণ পুরুষগণ নিখিলানন্দ-পরিপূরক ভবদীয় চরণকমলকেই সুখে আশ্রয় করিয়া থাকেন।' (ভাঃ ১১। ২৯। ২-৩)। 'বশেহি'—স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়মসূহ বশীভূত হয়—ইহা সাধক হইতে পার্থক্য কথিত হইয়াছে।।৬১।।

অনুবর্ষিণী—যেরূপ লোকে বলবন্ত রাজাকে আশ্রয় করিয়া দস্যুসকল নিগ্রহ করিয়া থাকে এবং দস্যুগণও সেই নিগ্রহকারীকে প্রবল পরাক্রান্ত রাজার আশ্রিত জানিয়া আপনারাই তাঁহার বশীভূত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারই প্রভাবে দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করা আবশ্যক। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণও পুরুষকে সর্ব্বশক্তি সমন্বিত ভগবানেরই আশ্রিত জানিয়া সহজেই তদীয় বশ্যতা স্বীকার করিবে। অতএব ভক্তিদ্বারাই ইন্দ্রিয় জয় হয়, তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—'হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যং গতানিহ। স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে'।।৬১।।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।৬২।।

অন্বয়—বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সমূহ) ধ্যায়তঃ পুংসঃ (ধ্যানকারী পুরুষের) তেষু (সেই সকল বিষয়ে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কাম) সংজায়তে (জন্মে) কামাৎ (কাম হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (উদ্ভূত হয়)।।৬২।।

অনুবাদ—শব্দাদি বিষয়সমূহ নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে ধ্যানকারী পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কাম এবং কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়।।৬২।।

বিশ্বনাথ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য মনোবশীকার এব বাহ্যেন্দ্রিয় বশীকার-কারণং সর্ব্বথা মনোবসীকারাভাবে তু যৎ স্যাত্তৎ শৃণু ইত্যাহ—ধ্যায়ত ইতি। সঙ্গ আসক্তিঃ, আসক্ত্যা চ তেম্বধিকঃ কামোঽভিলাষঃ; কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ।।৬২।।

বঙ্গানুবাদ—স্থিতপ্রজ্ঞের মনোবশীকারই বাহ্যেন্দ্রিয়-বশীকারের কারণ, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে মনোবশীকারের অভাবে যাহা হয়, তাহা শ্রবণ কর—'ধ্যায়তঃ' ইত্যাদি। সঙ্গঃ—আসক্তি এবং আসক্তিদ্বারা সেই সকলে অধিক কাম—অভিলাষ, কামাৎ—এবং কাম হইতে কাহারও দ্বারা প্রতিহত হইলে ক্রোধ।।৬২।।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।৬৩।।

অন্বয়—ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ (কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাভাব) ভবতি (হয়) সম্মোহাৎ (সম্মোহন হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতিনাশ) স্মৃতিভ্রংশাৎ (স্মৃতিভ্রংশ হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধিনাশ) বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে)) প্রণশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসারকূপে পতিত হয়) ।।৬৩।।

অনুবাদ—ক্রোধ হইতে সম্মোহ, সম্মোহ হইতে শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বার্থের স্মৃতিনাশ। স্মৃতিনাশ হইতে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ অর্থাৎ সংসারকূপে পতিত।।৬৩।।

বিশ্বনাথ—ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাভাবঃ; তস্মাচ্চ শাস্ত্রোপদিষ্টস্বার্থস্য স্মৃতিনাশঃ; তস্মাচ্চ বুদ্ধেঃ সদ্ব্যবসায়স্য নাশঃ, ততঃ

প্রণশ্যতি সংসারকূপে পততি।।৬৩।।

বঙ্গানুবাদ—ক্রোধ হইতে সংমোহ কার্য্যাকার্য্যবিবেকের অভাব, এবং তাহা হইতে শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বার্থের স্মৃতিনাশ, এবং তাহা হইতে বুদ্ধির সদ্ব্যবসায়ের নাশ, তারপর প্রণশ্যতি— সংসারকূপে পতিত হয়।।৬৩।।

অনুবর্ষিণী—মনই ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা, শাসক ও চালক। অতএব মনোবশেই বাহ্যেন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয়। তাই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিগণের নিগ্রহে পরমপদ প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন—'যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহু পরমাং গতিম্।।' (কঠ ২।৩।১০)। মনোবশীকারের অভাবে জীবের সংসারগতির কথা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ শ্লোক দেখা যায়—'বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ। সঙ্গাৎ তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্নৃণাম্।। কলের্দুর্ব্বিষহঃ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ত্ততে। তমসা গ্রস্যতে পুংসচেতনা ব্যাপিনী দ্রুতম্।। তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে। ততোঽস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ।।' (ভাঃ ১১।২১।১৯-২১) মনের নিগ্রহাভাবে ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারীর যখন পরমানর্থপ্রাপ্তি হয় তখন মহান্ প্রযত্নে ভগবদুপাসনার দ্বারা মনকে নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। অতএব—'তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ' (৬১ শ্লোঃ)—শ্রীভগবদুক্তিই যুক্তিযুক্ত।।৬২-৬৩।।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।।৬৪।।

অন্বয়—রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (রাগ ও দ্বেষরহিত) আত্মবশ্যৈঃ (আত্মাধীন) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহ) চরন্ (উপভোগ করিয়াও) বিধেয়াত্মা তু (নিগৃহীতমনা পুরুষ কিন্তু) প্রসাদম্ (প্রসন্নতা) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)।।৬৪।।

অনুবাদ—যুক্তবৈরাগ্যাশ্রয়ে রাগদ্বেষরহিত আত্মাধীন ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিয়াও বিধেয়াত্মাপুরুষ কিন্তু চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন।।৬৪।।

বিশ্বনাথ—মানস-বিষয়গ্রহণাভাবে সতি স্ববশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়-

গ্রহণেঽপি ন দোষ ইতি বদন্ স্থিতপ্রজ্ঞো ব্রজেত কিমিত্যস্যোত্তরমাহ—রাগেতি। বিধেয়ো বচনে স্থিত আত্মা মনো যস্য সঃ। "বিধেয়ো বিনয়গ্রাহী বচনেস্থিত আশ্রবঃ। বশ্যঃ প্রণেয়ো নিভৃতবিনীত প্রসৃতাঃ সমাঃ।।" ইত্যমরঃ। প্রসাদমধিগচ্ছতীত্যেতাদৃশস্যাধিকারিণো বিষয়গ্রহণমপি ন দোষ ইতি কিং বক্তব্যম্?—প্রত্যুত গুণ এবেতি। স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ত্যাগ-স্বীকারাবেব আসনব্রজনে তে উভে অপি তস্য ভদ্রে ইতি ভাবঃ।।৬৪।।

বঙ্গানুবাদ—মনে বিষয় গ্রহণের অভাব হইলে নিজ বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয় গ্রহণেও দোষ নাই, ইহা বলিতে যাইয়া 'স্থিত প্রজ্ঞ' ব্রজেত কিম্' ইহার উত্তর দিতেছেন—'রাগঃ' ইত্যাদি। বিধেয়াত্মা—বিধেয়—অর্থাৎ বচনে স্থিত আত্মা অর্থাৎ মন যাহার। 'বিধেয়, বিনয়গ্রাহী, বচনেস্থিত, আশ্রব, বশ্য, প্রণেয়, নিভৃত, বিনীত, প্রসৃত,—এই সকল সমান অর্থ—অমরকোষ। প্রসাদমধিগচ্ছতি—এরূপ অধিকারীর বিষয় গ্রহণও দোষ নহে, ইহাতে কি বলিবার আছে? প্রত্যুত উহা গুণই। স্থিত প্রজ্ঞের বিষয়-ত্যাগ ও স্বীকার, চলনাভাব ও চলন উভয়ই তাঁহার পক্ষে শুভ, এইভাব।।৬৪।।

অনুবর্ষিণী—বাহ্য ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় গ্রহণ হইতে সংযত করিলেও মন বিষয় চিন্তা ত্যাগ করে না। সুতরাং ঐরূপ বৈরাগ্য ফল্গু বা নিরর্থক—'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্'। (গীঃ ৩।৬)। কিন্তু যুক্ত বৈরাগ্য বা ভগবদুপাসনার দ্বারা চিত্ত যখন রাগদ্বেষ বিমুক্ত হয় তখন ঐ চিত্ত স্বীয় অভীষ্টের প্রতি স্থির থাকায় বিষয়গ্রহণ বা ত্যাগ দোষের নহে বরং গুণেরই।।৬৪।।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।।৬৫।।

অন্বয়—প্রসাদে (প্রসন্নতা লাভ হইলে) অস্য (ইহার—বিধেয়াত্মা পুরুষের) সর্ব্বদুঃখনাম্ (সকল দুঃখের) হানিঃ উপজায়তে (বিনাশ হয়) হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) আশু (শীঘ্র) পর্য্যবতিষ্ঠতে (সর্ব্বতোভাবে অভীষ্টের প্রতি স্থির হয়)।।৬৫।।

অনুবাদ—চিত্তপ্রসাদ লাভ হইলে বিধেয়াত্মা পুরুষের সকল দুঃখের

নাশ হয়। প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ ভক্তের **বুদ্ধি শীঘ্রই** স্বীয় অভীষ্টের প্রতি সর্ব্বতোভাবে স্থির হয়।।৬৫।।

বিশ্বনাথ—বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে **সর্ব্বতো**ভাবেন স্বাভীষ্টং প্রতি স্থিরীভবতীতি বিষয়গ্রহণাভাবাদপি সমুচিতবিষয়গ্রহণং তস্য সুখমিতি ভাবঃ। প্রসন্ন চেতস ইতি চিত্তপ্রসাদো ভক্ত্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তয়া বিনা তু ন চিত্তপ্রসাদ ইতি প্রথমস্কন্ধ এব প্রপঞ্চিতং, কৃতবেদান্তশাস্ত্রস্যাপি ব্যাসস্যাপ্রসন্নচিত্তস্য শ্রীনারদোপদিষ্টায়া ভক্ত্যৈব চিত্তপ্রসাদ-দৃষ্টেঃ।।৬৫।।

বঙ্গানুবাদ—'বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে'—সর্ব্বতোভাবে স্বীয় অভীষ্টের প্রতি স্থির থাকে। এইরূপ বিষয় গ্রহণের অভাব হইতেও সমুচিত বিষয় গ্রহণও তাঁহার সুখ এই ভাব। 'প্রসন্নচেতসঃ'—চিত্তপ্রসাদও ভক্তি দ্বারা জানিতে হইবে; ভক্তি ব্যতীত চিত্তপ্রসাদ হয় না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। বেদান্তশাস্ত্র রচনা করিয়াও ব্যাস অপ্রসন্নচিত্ত হইলে শ্রীনারদের উপদেশানুসারে ভক্তিই চিত্তপ্রসাদ —ইহা দৃষ্ট হইয়াছে।।৬৫।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীব্যাস-নারদ সংবাদ—"ধৃতব্রতেন হি ময়া" ভাঃ ১।৪।২৮ হইতে 'যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।' (অর্থাৎ নিরন্তর কামলোভাদি বশীভূত মন যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সাক্ষাৎ সুপ্রসন্নতা লাভ করে, যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন করিলে সেরূপ শান্ত হয় না) (ভাঃ ১।৬।৩৬) শ্লোক পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।।৬৫।।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।৬৬।।

অন্বয়—অযুক্তস্য (অবশীকৃতমনা ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি) ন অস্তি (নাই) অযুক্তস্য চ (ও তাদৃশবুদ্ধিরহিতের) ভাবনা (পরমেশ্বর ধ্যান) ন (নাই) অভাবয়তঃ চ (ও ধ্যানরহিত ব্যক্তির) শান্তিঃ ন (বিষয়োপরাম নাই) অশান্তস্য (অশান্ত ব্যক্তির) সুখং (আত্মানন্দ) কুতঃ (কোথায়)?।।৬৬।।

অনুবাদ—যে ব্যক্তির মন বশীভূত হয় নাই তাহার আত্মবিষয়িণী

প্রজ্ঞা নাই। তাদৃশপ্রজ্ঞারহিতের পরমেশ্বর ধ্যান হয় না। এবং ধ্যানহীনের শান্তি নাই। শান্তিহীন ব্যক্তির আত্মানন্দ কোথায়?।।৬৬।।

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন দৃঢ়য়তি—নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতমনসো বুদ্ধিরাত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা নাস্তি। অযুক্তস্য তাদৃশপ্রজ্ঞারহিতস্য ভাবনা পরমেশ্বরধ্যানঞ্চ। অভাবয়তঃ অকৃতধ্যানস্য শান্তির্বিষয়োপরামো নাস্তি। অশান্তস্য সুখং আত্মানন্দো ন।। ৬৬।।

বঙ্গানুবাদ—উক্ত অর্থ ব্যতিরেকমুখে দৃঢ় করিতেছেন—"নাস্তি" প্রভৃতি। অযুক্ত—যাহার মন বশীকৃত হয় নাই তাহার বুদ্ধি বা আত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা নাই। অযুক্ত অর্থাৎ তাদৃশ প্রজ্ঞারহিতের ভাবনা—পরমেশ্বরধ্যান। অভাবয়তঃ—যিনি ধ্যান করেন না তাহার শান্তি—বিষয়ের উপরাম হয় না, অশান্তের সুখ বা আত্মানন্দ নাই।।৬৬।।

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।।৬৭।।

অন্বয়—হি (যেহেতু) চরতাং ইন্দ্রিয়ানাং (বিষয় বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে) যৎ (যে কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি) মনঃ (মন) অনুবিধীয়তে (অনুগমন করে) তৎ (সেই মন) বায়ুঃ (বায়ু) অম্ভসি (জলে) নাবম্ ইব (নৌকার ন্যায়) অস্য (অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির) প্রজ্ঞাং (বুদ্ধিকে) হরতি (হরণ করে।।৬৭।।

অনুবাদ—বিষয়বিচরণশীল স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের প্রতি মন অনুগমন করিয়া থাকে সেই মনই কর্ণধারহীন সমুদ্রে নিমজ্জিত নৌকা, বায়ুর দ্বারা বিচলিত হইবার ন্যায়, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া থাকে।।৬৭।।

বিশ্বনাথ—অযুক্তস্য বুদ্ধির্নাস্তীত্যুপপাদয়তি—ইন্দ্রিয়ানাং স্বস্ববিষয়েষু চরতাং মধ্যে যন্মন একমিন্দ্রিয়মনুবিধীয়তে, পুংসা সর্ব্বেন্দ্রিয়ানুবর্ত্তিঃ ক্রিয়তে তদেব মন অস্য প্রজ্ঞাং বুদ্ধিং হরতি, যথাম্ভসি নীয়মানাং নাবং প্রতিকূলো বায়ুঃ।।৬৭।।

বঙ্গানুবাদ—অযুক্তের বুদ্ধি নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন—স্ব স্ব বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে' যে মন এক ইন্দ্রিয়, অনুবিধীয়তে—

পুরুষ কর্ত্তৃক সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী করা হয়, সেই মনই উহার প্রজ্ঞা—বুদ্ধি হরণ করে, যেরূপে জলে নিয়মান নৌকাকে প্রতিকূল বায়ু হরণ করে।।৬৭।।

অনুবর্ষিণী—জলেই বায়ু নৌকা হরণ বা নিমজ্জন করিতে পারে কিন্তু ভূমিতে পারে না। তদ্রূপ তরল জলস্থানীয় মনশ্চাঞ্চল্যে ইন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞা হরণের সামর্থ্য আছে কিন্তু দৃঢ়ভূস্থানীয় মনঃস্থৈর্য্যে নহে।।৬৭।।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬৮।।

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) তস্মাৎ (অতএব) যস্য যাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (নিগৃহীত) তস্য (তাহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা)।।৬৮।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! অতএব যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।।৬৮।।

বিশ্বনাথ—যস্য নিগৃহীতমনসঃ, হে মহাবাহো! ইতি যথা শত্রূন্ নিগৃহ্নাসি তথা মনোঽপি নিগৃহাণেতি ভাবঃ।।৬৮।।

বঙ্গানুবাদ—যস্য—যাহার মন নিগৃহীত হইয়াছে, হে মহাবাহো—তুমি যেরূপ শত্রুগণকে নিগ্রহ কর যেইরূপ মনেরও নিগ্রহ কর, এই ভাব।।৬৮।।

অনুবর্ষিণী—ভগবানে নিবিষ্ট চিত্ত সিদ্ধ স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়বিজয় স্বাভাবিক সাধকের তাহা সাধনভূত বলিয়া জানিতে হইবে।।৬৮।।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।৬৯।।

অন্বয়—যা (যে আত্মপ্রবণা বুদ্ধিতে) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতগণের) নিশা (নিশাস্বরূপ) তস্যাং (তাহাতে) সংযমী (স্থিতপ্রজ্ঞ) জাগর্ত্তি (জাগ্রত থাকেন) যস্যাং (যে বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে) ভূতানি (ভূতসকল) জাগ্রতি (জাগ্রৎ থাকে) সা (সেই বিষয়প্রবণা বুদ্ধিই) পশ্যতঃ মুনেঃ (তত্ত্বদর্শী

মুনির নিকট) নিশা (নিশাস্বরূপ)।।৬৯।।

অনুবাদ—যে আত্মপ্রবণা বুদ্ধি জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবের নিকট রাত্রি বিশেষ, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে জাগরিত থাকেন। এবং যে বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে সাধারণ জীবগণ জাগরিত থাকে তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট তাহাই রাত্রি স্বরূপ অর্থাৎ তিনি নির্লিপ্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করেন।।৬৯।।

বিশ্বনাথ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু স্বতঃসিদ্ধ এব সর্ব্বেন্দ্রিয়-নিগ্রহ ইত্যাহ—যেতি। বুদ্ধির্হি দ্বিবিধা ভবতি—আত্মপ্রবণা, বিষয়প্রবণা চ। তত্র যা আত্মপ্রবণা বুদ্ধিঃ, সা সর্ব্বভূতানাং নিশা। নিশায়াং কিং কিং স্যাদিতি তস্যাং স্বপন্তো জনাঃ যথা ন জানন্তি, তথৈবাত্মপ্রবণবুদ্ধৌ প্রাপ্যমানং বস্তু সর্ব্বভূতানি ন জানন্তি। কিন্তু তস্যাং সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞো জাগর্ত্তি, ন তু স্বপিত্যি অত আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠমানন্দং সাক্ষাদনুভবতি। যস্যাং বিষয়প্রবণায়াং বুদ্ধৌ ভূতানি জাগ্রতি, তন্নিষ্ঠং বিষয় সুখশোকমোহাদিকং সাক্ষাদনুভবতি, ন তু তত্র স্বপতি। সা মুনেঃ স্থিত প্রজ্ঞস্য নিশা তন্নিষ্ঠং কিমপি নানুভবতীত্যর্থঃ। কিন্তু পশ্যতঃ সাংসারিকাণাং সুখ দুঃখ-প্রদান্ বিষয়ান্ তত্রৌদাসীন্যেনাবলোকয়তঃ স্বভোগ্যান্ বিষয়ানপি যথোচিতং নির্লেপমাদদানস্যেত্যর্থঃ।।৬৯।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের সর্ব্বেন্দ্রিয়নিগ্রহ স্বতঃসিদ্ধই, তাই বলিতেছেন—'যা' ইত্যাদি। বুদ্ধি দুই প্রকার—আত্মপ্রবণা ও বিষয়প্রবণা। তন্মধ্যে যে বুদ্ধি আত্মপ্রবণা তাহা সর্ব্বভূতগণের পক্ষে নিশা। নিশায় কি কি হয় ইহা যেমন নিদ্রিত ব্যক্তিগণ জানে না সেইরূপ আত্মপ্রবণা বুদ্ধিতে যে বস্তু পাওয়া যায় জীবগণ তাহা জানে না। কিন্তু সেই নিশায় সংযমী বা স্থিতপ্রজ্ঞ জাগ্রৎ থাকেন, নিদ্রিত হন না, অতএব আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠায় যে আনন্দ তাহা সাক্ষাৎ অনুভব করেন। যে নিশায় বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে জীবগণ জাগ্রৎ থাকে, তন্নিষ্ঠ বিষয়সুখ শোকমোহাদি সাক্ষাৎ অনুভব করে, সে ক্ষেত্রে নিদ্রিত হয় না। মুনির অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের সেই নিশা, তন্নিষ্ঠ কিছুই অনুভব করে না এই অর্থ। কিন্তু পশ্যতঃ—সংসারিকগণের সুখদুঃখপ্রদ বিষয়সমূহকে উদাসীন-ভাবে অবলোকন করেন ও স্বভোগ্য

বিষয়সমূহকেও নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করেন, এই অর্থ।।৬৯।।

অনুবর্ষিণী—আত্মপ্রবণাবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ বা প্রকৃত জ্ঞানী। আর বিষয়প্রবণাবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সংসারী বা অজ্ঞ। কেননা, দিবা জ্ঞানসদৃশ এবং নিশা অজ্ঞানসদৃশা—'অজ্ঞানং তু নিশা প্রোক্তা দিবা জ্ঞানমুদীর্য্যতে।' স্কান্দে।

সর্ব্বাশ্চর্য্যময় সর্ব্বেশ্বরের রাজ্যে সকলই আশ্চর্য্য। একের পক্ষে যাহা রাত্রি, অন্যের পক্ষে তাহা দিবা। যেমন দিবান্ধ পেচকের পক্ষে রাত্রিই দিবা, রাত্র্যান্ধ কাকের নিকট তাহা রাত্রিই। আবার দিবান্ধ পেচকাদির যেরূপ রাত্রিতেই দর্শন কিন্তু দিবসে নহে, এই প্রকার আত্মজ্ঞব্যক্তির আত্মাতেই দৃষ্টি, কিন্তু বিষয়ে নহে।

মস্তকে জলপূর্ণ কলস লইয়া নৃত্যপরায়ণা নর্ত্তকী বাহিরে স্বীয় অঙ্গাদি চালনায় নানা হাবভাব প্রকাশ করিলেও সে যেমন সর্ব্বদাই কলসে অবহিতচিত্তা, তদ্রূপ আত্মানুভবী স্থিতপ্রজ্ঞ বিষয়ে অবস্থিত ও বিষয় গ্রহণ করিলেও তাহাতে নির্লিপ্ত।।৬৯।।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।৭০।।

অন্বয়—আপূর্য্যমাণম্ (বর্ষাকালে নদীর জলদ্বারা পরিপূর্ণ হইলেও) অচলপ্রতিষ্ঠং (অনতিক্রান্তমর্য্যাদ) সমুদ্রম্ (সমুদ্রে) যদ্বৎ (যে প্রকার) আপঃ (অন্যান্য জল) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) তদ্বৎ (সেই প্রকার) সর্ব্বে কামাঃ (সকল কাম) যং (যে মুনিতে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন), কামকামী (কামকামী ব্যক্তি) ন (শান্তি পান না)।।৭০।।

অনুবাদ—সম্যক্ পরিপূর্ণ ও অনতিক্রান্তমর্য্যাদ সমুদ্রে যেরূপ অন্যান্য জল প্রবেশ করিয়া থাকে (কিন্তু ক্ষোভিত করিতে পারে না) তদ্রূপ কামসমূহস্থিতপ্রজ্ঞ মুনিতে প্রবেশ করিলেও (ক্ষুব্ধ করিতে পারে না) তিনি শান্তি বা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু কামকামী ব্যক্তি শান্তি বা

জ্ঞানলাভ করিতে পারে না।।৭০।।

বিশ্বনাথ—বিষয়গ্রহণে ক্ষোভরাহিত্যমেব নির্লেপতেত্যাহ—অপূর্য্যমাণমিতি। যথা বর্ষাসু ইতস্ততো নাদেয়া আপঃ সমুদ্রং প্রবিশন্তি, কীদৃশম্? আ—ঈষদপি আপূর্য্যমাণং তাবতীভিরপ্যদ্ভিঃ পূরয়িতুং ন শক্যম্। অচলপ্রতিষ্ঠং অনতিক্রান্তমর্য্যাদং তদ্বদেব কামা বিষয়া যং প্রবিশন্তি ভোগ্যত্বেনায়ান্তি। যথা অপাং প্রবেশে অপ্রবেশে বা সমুদ্রো ন কমপি বিশেষমাপদ্যতে, এবমেব যঃ কামানাং ভোগে অভোগে চ ক্ষোভরহিত এব স্যাৎ স স্থিতপ্রজ্ঞঃ। শান্তিং জ্ঞানম্।।৭০।।

বঙ্গানুবাদ—বিষয়গ্রহণে ক্ষোভরাহিত্যই নির্লেপতা তাই বলিতেছেন—'আপূর্যমাণম্' ইত্যাদি। যেমন বর্ষায় ইতস্ততঃ নদীসকলের জল সমুদ্রে প্রবেশ করে, কিরূপ? আ—ঈষৎ আপূর্য্যমাণ অর্থাৎ সেই পরিমাণ জলেও পূর্ণ করিতে সমর্থ নহে। অচল প্রতিষ্ঠং—অনতিক্রমমর্য্যাদং অর্থাৎ সীমা উল্লঙ্ঘিত হয় না। সেইরূপই কাম বা বিষয়সমূহ ভোগ্যভাবে যাঁহার নিকট আগমন করে যেরূপ জলের প্রবেশে অপ্রবেশে সমুদ্র কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য প্রাপ্ত হয় না এইরূপই যিনি কামসমূহের ভোগে এবং অভোগে ক্ষোভরহিত তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। 'শান্তিং'—জ্ঞান।।৭০।।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।৭১।।

অন্বয়—যঃ পুমান্ (যে পুরুষ) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কাম) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) নিঃস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য) নিরহঙ্কার (অহঙ্কার রহিত) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্য) (সন্-হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন) সঃ (সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)।।৭১।।

অনুবাদ—যে পুরুষ সমস্ত কাম পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ নিরহঙ্কার এবং মমতাশূন্যভাবে বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক বিচরণ করেন তিনি (স্থিতপ্রজ্ঞ) শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।।৭১।।

বিশ্বনাথ—কশ্চিত্তু কামেষ্ববিশ্বসন্ নৈব তান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যাহ—বিহায়েতি। নিরহঙ্কারো নির্ম্মম ইতি দেহদৈহিকেষ্বহংতা-মমতাশূন্যঃ

।।৭১।।

বঙ্গানুবাদ—কেহ বা কামসমূহে বিশ্বাসহীন হইয়া তাহাদ্গিকে ভোগ করেন না, তাই বলিতেছেন—'বিহায়' ইত্যাদি। 'নিরহঙ্কার নির্ম্মমঃ'—দেহদৈহিক বিষয়ে অহংতা-মমতাশূণ্য।।৭১।।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি।।৭২।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) এষা (বর্ণিত ইহা) ব্রাহ্মী (ব্রহ্মপ্রাপিকা) স্থিতিঃ (নিষ্ঠা) এনাং (এই স্থিতিকে) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) ন বিমুহ্যতি (কেহ মোহপ্রাপ্ত হন না) অন্তকালে অপি (মৃত্যুসময়েও) অস্যাম্ (ইহাতে) স্থিত্বা (ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি (ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন)।।৭২।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়ং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদ সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়াস্যন্বয়ঃ সমাপ্ত।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! এই প্রকার ব্রহ্মপ্রাপিকা স্থিতিকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলে। এই স্থিতি লাভ করিলে কেহ মোহপ্রাপ্ত হন না। মৃত্যুকালেও ক্ষণকালের জন্য ইহাতে অবস্থান করিতে পারিলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ ঘটে।।৭২।।

ইতি ব্যাস-রচিত শ্রীমহাভারতাখ্যা শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবৎ গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় ও যোগশাস্ত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগ নাম দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—উপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা। অন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি কিং পুনরাবাল্যম্।।৭২।।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ বিস্পষ্টং অস্পষ্টং ভক্তিমুক্তবান্।
অতএবায়মধ্যায়ঃ শ্রীগীতাসূত্রমুচ্যতে।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
শ্রীগীতাসু দ্বিতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—উপসংহার করিতেছেন—'এষা' ইত্যাদি। ব্রাহ্মী—

ব্রহ্মপ্রাপিকা। অন্তকালে—মৃত্যুসময়েও, আবাল্যের আর কি কথা।।৭২।। এই অধ্যায়কে গীতাসূত্র বলা যায়, যেহেতু ইহাতে বিশিষ্টরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং অস্পষ্টরূপে ভক্তি উক্ত হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।

অনুবর্ষিণী—জড়ের বিলক্ষণ তত্ত্বের নাম ব্রহ্ম। সেই তত্ত্বে অবস্থিত হইলে অপ্রাকৃত রস লাভ হয়। ব্রহ্মপ্রাপক জড়মুক্তিকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলে। খট্টাঙ্গ রাজার (ভাঃ৯।৯।৪৯-৫০) ন্যায় অন্তকালে ঐ স্থিতি লাভ করিলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লব্ধ হয়।' (শ্রীলভক্তিবিনোদ)। বাল্যকাল হইতে ইহাতে অবস্থান করিলে যে ব্রাহ্মস্থিতি লাভ করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি?।।৭২।।

'এই অধ্যায় গীতাসূত্র। ১০ম শ্লোক পর্য্যন্ত প্রশ্নকর্ত্তার স্বভাবপরিচয়, ১১—৩০ শ্লোঃ পর্য্যন্ত আত্মানাত্ম বিবেক, (৩১—৩৮) শ্লোঃ পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্মান্তর্গত পাপ-পুণ্য বিচার, ৩৯ শ্লোক হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রযোজকরূপ আত্মা যথাত্ম্যসাধক নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও সেই যোগস্থিত পুরুষের জীবন ও আচার প্রদর্শিত হইয়াছে। (শ্রীলভক্তিবিনোদ)।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।

তৃতীয়ঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।।১।।

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) জনার্দ্দন! কেশব! (হে জনার্দ্দন! হে কেশব!) চেৎ (যদি) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মাপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (গুণাতীতা ভক্তি বিষয়িণী বুদ্ধি) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠা) তে (তোমার) মতা (অনুমোদিতা) তৎ (তাহা হইলে) কিম্ (কি জন্য) মাং (আমাকে) ঘোরে কর্ম্মণি (যুদ্ধরূপ কর্ম্মে) নিয়োজয়সি (প্রবর্ত্তিত করিতেছ)।।১।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন, হে জনার্দ্দন! হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্মাপেক্ষা ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা ভক্তি-বিষয়ণী বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা হয়, তাহা হইলে কি জন্য আমাকে ঘোর হিংসাত্মক যুদ্ধ-কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ?।।১।।

বিশ্বনাথ—নিষ্কামমর্পিতং কর্ম্ম তৃতীয়ে তু প্রপঞ্চ্যতে।
কাম-ক্রোধ-জিগীষায়াং বিবেকোঽপি প্রদর্শ্যতে।।

পূর্ব্ববাক্যেষু জ্ঞানযোগাৎ নিষ্কামকর্ম্মযোগাচ্চ নিস্ত্রৈগুণ্য প্রাপকস্য গুণাতীত ভক্তিযোগস্য উৎকর্ষমাকলয্য তত্রৈব স্বৌৎসুক্যমভিব্যঞ্জয়ন্ স্বধর্ম্মে সংগ্রামে প্রবর্ত্তকং ভগবন্তং সখ্যভাবেনোপালভতে, জ্যায়সী শ্রেষ্ঠা বুদ্ধির্ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা ভক্তিরিত্যর্থঃ। ঘোরে যুদ্ধরূপে কর্ম্মণি কিং নিয়োজয়সি প্রবর্ত্তয়সি? হে জনার্দ্দন! জনান্ স্বজনান্ স্বাজ্ঞয়া পীড়য়সীত্যর্থঃ। ন চ তবাজ্ঞা কেনাপ্যন্যথা কর্ত্তুং শক্যত ইত্যাহ হে কেশব! কো ব্রহ্মা, ঈশো মহাদেবঃ, তাবপি বয়সে বশীকরোষি।।১।।

বঙ্গানুবাদ—তৃতীয়াধ্যায়ে নিষ্কামভাবে অর্পিত কর্ম্মের বিস্তারিত বর্ণন হইবে ও কামক্রোধজয়াভিলাষীর বিবেক প্রদর্শিত হইবে।

পূর্ব্ববাক্যসমূহে জ্ঞানযোগ ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে নিস্ত্রৈগুণ্যপ্রাপক গুণাতীত ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া তাহাতেই নিজের ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া স্বধর্ম্ম অর্থাৎ সংগ্রামে প্রবর্ত্তক ভগবানকে সখ্যভাবে তিরস্কার

করিতেছেন; জ্যায়সী—শ্রেষ্ঠা বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা ভক্তি, এই অর্থ। ঘোর অর্থাৎ যুদ্ধরূপ কর্ম্মে কি জন্য নিয়োজয়সি—প্রবৃত্ত করিতেছ? হে জনার্দ্দন—জন অর্থাৎ স্বজনগণকে স্বীয় আদেশ দ্বারা পীড়া প্রদান কর, এই অর্থ। তোমার আজ্ঞা কেহই অন্যথা করিতে সমর্থ নহে তাই বলিতেছেন—হে কেশব, ক—ব্রহ্মা, ঈশ—মহাদেব, সেই উভয়কেই ব অর্থাৎ বশীকৃত কর।।১।।

অনুবর্ষিণী—'কেশব—ক ইতি ব্রহ্মণো নাম ঈশোঽহং সর্ব্বদেহিনাম্। আবাং তবাঙ্গসম্ভূতৌ তস্মাৎ কেশবনামভাক্।।' হরিবংশে কৃষ্ণং প্রতি রুদ্রোক্তেঃ।।১।।

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।।২।।

অন্বয়—ব্যামিশ্রেণ ইব (যেন নানাবিধার্থ্যবোধক) বাক্যেন (বাক্যের দ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (মোহিত করিবার ন্যায় করিতেছ) যেন (যদ্দ্বারা) অহং (আমি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আপ্নুয়াম্ (লাভ করিতে পারি) তৎ (সেই) একং (একটী) নিশ্চিত্য বদ (নিশ্চয় করিয়া বল)।।২।।

অনুবাদ—যেন ব্যামিশ্রবাক্যদ্বারা তুমি আমার বুদ্ধিকে মোহিত করিবার ন্যায় করিতেছ। অতএব যদ্দ্বারা আমি মঙ্গল লাভ করিতে পারি এইরূপ একটী নিশ্চয় করিয়া বল।।২।।

বিশ্বনাথ—ভো বয়স্য অর্জ্জুন, সত্যং গুণাতীতা ভক্তিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টৈব, কিন্তু সা যাদৃচ্ছিক-মদৈকান্তিক-মহাভক্তকৃপৈকলভ্যত্বাৎ পুরুষোদ্যম-সাধ্যা ন ভবতি। অতএব নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব, গুণাতীতয়া মদ্ভক্ত্যা ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভূয়া ইত্যাশীর্ব্বাদ এব দত্তঃ। স চ যদা ফলিষ্যতি তদা তাদৃশ-যাদৃচ্ছিকৈকান্তিক-ভক্তকৃপয়া প্রাপ্তামপি লপ্স্যসে। সাম্প্রতন্তু 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' ইতি ময়োক্তমেবেতি চেৎ, সত্যং; তর্হি কর্ম্মৈব নিশ্চিত্য কথং ন ব্রূষে কিমিতি সন্দেহসিন্ধৌ মাং ক্ষিপসীত্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি। বিশেষতঃ আ—সম্যক্তয়া মিশ্রণং নানাবিধার্থমিলনং যত্র তেন বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি। তথাহি "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"

ইত্যুক্তাপি "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।" "বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে। তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।।" ইতি যোগ-শব্দবাচ্যং জ্ঞানমপি ব্রবীষি। "যদা তে মোহকলিলম্" ইত্যনেন জ্ঞানং কেবলমপি ব্রবীষি। কিঞ্চাত্র ইব-শব্দেন ত্বদ্‌বাক্যস্য বস্তুতো নাস্তি নানার্থমিশ্রিতত্বং, নাপি কৃপালোস্তব মন্মোহনেচ্ছা, নাপি মম তত্তদর্থানভিজ্ঞত্বং, কিন্তু স্পষ্টীকৃত্য এব তব কথনমুচিতমিতি ভাবঃ। অয়ং গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ—রাজসাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাৎ সাত্ত্বিকং কর্ম্ম শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, তচ্চ সাত্ত্বিকমেব। নির্গুণভক্তিশ্চ তস্মাদতিশ্রেষ্ঠৈব। তত্র সা যদি ময়ি ন সম্ভবেদিতি ব্রূষে, তদা সাত্ত্বিকং জ্ঞানমেবৈকং মামুপদিশ। তত এব দুঃখময়াৎ সংসারবন্ধনান্মুক্তো ভবেয়মিতি।।২।।

বঙ্গানুবাদ—ভো বয়স্য অর্জ্জুন, গুণাতীতা ভক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্টা, ইহা সত্য কিন্তু সে ভক্তি যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে মদৈকান্তিক একমাত্র মহাভক্তের কৃপাদ্বারাই লভ্যা, পুরুষের উদ্যমদ্বারা লভ্যা নহে। অতএব নিস্ত্রৈগুণ্য হও, অর্থাৎ গুণাতীতা মদ্ভক্তিদ্বারা তুমি যেন নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে পার—এই আশীর্ব্বাদই দেওয়া হইয়াছে। সেই আশীর্ব্বাদ যখন ফলিবে তখন সেইরূপ যাদৃচ্ছিক ঐকান্তিক ভক্তকৃপায় প্রাপ্ত হইলে উহা অর্থাৎ গুণাতীতা ভক্তি লাভ করিবে। বর্ত্তমানে কিন্তু যদি বল তোমার কর্ম্মেই অধিকার ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা সত্য। তাহা হইলে কর্ম্মই নিশ্চিত করিয়া কেন বলিতেছ না? আমাকে কেন সন্দেহ-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিতেছ? ইহাই বলিতেছেন—'ব্যামিশ্র' ইত্যাদিদ্বারা। বিশেষতঃ আ—সম্যক্ মিশ্রণ অর্থাৎ নানাবিধ অর্থের মিলন যাহাতে এমন বাক্যদ্বারা আমার বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করিতেছ। আরও 'তোমার কর্ম্মেই অধিকার', (গীঃ ২।৪৭) এই কথা বলিয়াও 'সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইলে সেই সমত্বই যোগ বলিয়া কথিত হয়', (গীঃ ২।৪৮,) বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই ত্যাগ করেন,' অতএব নিষ্কাম কর্ম্মের জন্য যত্ন কর, যেহেতু বুদ্ধিযোগই কর্ম্মের কৌশল, গীঃ (২।৫০)।

এস্থলে যোগশাস্ত্রবাচ্য জ্ঞানও বলিতেছ। 'যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ

গহনকে ত্যাগকরিবে', গীঃ (২।৫২) ইহাদ্বারা কেবল জ্ঞানকেও বলিতেছ। কিন্তু এস্থলে 'ইব' শব্দের দ্বারা তোমার বাক্য বস্তুতঃ নানার্থমিশ্রিত নহে, কৃপালু তোমার আমাকে মোহিত করিবার ইচ্ছা নাই। আমারও সেই সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞত্ব নাই, কিন্তু স্পষ্ট করিয়াই তোমার বলা উচিত, এই ভাব। এই গূঢ় অভিপ্রায়—রাজস কর্ম্ম হইতে সাত্ত্বিক কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাহাও সাত্ত্বিক। নির্গুণভক্তি তাহা হইতে অতিশ্রেষ্ঠই। তাহা যদি আমাতে সম্ভবপর নয় বল তাহা হইলে একমাত্র সাত্ত্বিকজ্ঞানের উপদেশ দাও। তাহাদ্বারাই দুঃখময় সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইব।।২।।

এতৎ প্রসঙ্গে (গীঃ ২।৪৭) শ্লোকের সারার্থবর্ষিণী টীকা আলোচ্য।

অনুবর্ষিণী—রাজস কর্ম্ম হইতে সাত্ত্বিক কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, সাত্ত্বিক কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেই জ্ঞানও সাত্ত্বিক—'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং' (গীঃ ১৪।১৭)। আর নির্গুণভক্তি সেই সাত্ত্বিক জ্ঞান হইতেও অতি শ্রেষ্ঠ।

নির্গুণা ভক্তি—"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।। লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।।" (ভাঃ—৩।২৯।১১-১২)।

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজলপ্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ; পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি ফলানুসন্ধানরহিতা ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ প্রাকৃতভেদলক্ষণরহিতা।

এতৎসহ 'দেবানাং গুণলিঙ্গানাম্'—(ভাঃ ৩।২৫।৩২-৩৩) শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।।২।।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্।।৩।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ কহিলেন)—অনঘ! (হে

পাপরহিত অর্জ্জুন!) অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) দ্বিবিধা (দুই প্রকার) নিষ্ঠা (নিত্য স্থিতি বা মর্য্যাদা) ময়া পুরা প্রোক্তা (আমা কর্ত্তৃক পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রকৃষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে) সাংখ্যানাং (সাংখ্যবাদী জ্ঞানিগণের) জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগের দ্বারা) যোগিনাম্ (যোগীদের) কর্ম্মযোগেন (কর্ম্মযোগের দ্বারা) (নিষ্ঠা হয়)।।৩।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—ইহলোকে দুইপ্রকার নিষ্ঠার কথা আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছি। সাংখ্যবাদী জ্ঞানিগণের জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং যোগিগণের কর্ম্মযোগের দ্বারা নিষ্ঠা হইয়া থাকে।।৩।।

বিশ্বনাথ—অত্রোত্তরং—যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষাবেব মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মযোগ—জ্ঞানযোগাবুক্তৌ স্যাতাং, তদা তদেকং বদ নিশ্চিত্য ইতি ত্বৎপ্রশ্নো ঘটতে। ময়া তু কর্ম্মনিষ্ঠা-জ্ঞাননিষ্ঠাবত্ত্বেন যদ্দ্বৈবিধ্যমুক্তং, তৎ খলু পূর্ব্বোত্তর দশাভেদাদেব, ন তু বস্তুতো মোক্ষং প্রত্যধিকারী দ্বৈধমিত্যাহ—লোকে ইতি দ্বাভ্যাম্। দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতির্মর্য্যাদা ইত্যর্থঃ। পুরা প্রোক্তা পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিতা। তামেবাহ—সাংখ্যানাং সাংখ্যং জ্ঞানং তদ্বতাম্। তেষাং শুদ্ধান্তঃকরণত্বেন জ্ঞানভূমিকামধিরূঢ়ানাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা তেনৈব মর্য্যাদা স্থাপিতা; অত্র লোকে তে জ্ঞানিত্বেনৈব খ্যাপিতা ইত্যর্থঃ—'তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা। তথা শুদ্ধান্তঃকরণত্বাভাবেন জ্ঞানভূমিকা-মধিরোঢ়ুমসমর্থানাং যোগিনাং তদারোহণার্থমুপায়বতাং কর্ম্মযোগেন মদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মণা নিষ্ঠা মর্য্যাদা স্থাপিতা; তে খলু কর্ম্মিত্বেনৈব খ্যাপিতা ইত্যর্থঃ—"ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা। তেন 'কর্ম্মিণো' 'জ্ঞানিনঃ' ইতি নামমাত্রেণৈব দ্বৈবিধ্যম্। বস্তুতস্তু কর্ম্মিণ এব কর্ম্মভিঃ শুদ্ধচিত্তা জ্ঞানিনো ভবন্তি ; জ্ঞানিন এব ভক্ত্যা মুচ্যন্তে ইতি মদ্বাক্যসমুদায়ার্থ ইতি ভাবঃ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—ইহার পর—যদি আমি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ পরস্পর নিরপেক্ষরূপে মোক্ষসাধনের হেতু বলিয়া থাকি, তাহা হইলে 'তাহা একটীকে নিশ্চিত করিয়া বল'—তোমার এই প্রশ্ন ঘটিতেছে। কিন্তু আমি যে কর্ম্মনিষ্ঠাযুক্ত ও জ্ঞাননিষ্ঠাযুক্তরূপ দ্বিপ্রকার বলিয়াছি, তাহা কেবল

পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী দশাভেদমাত্র, বস্তুতঃ মোক্ষের অধিকারী দ্বিপ্রকার এরূপ বলি নাই—তাই বলিতেছেন 'লোকে'—এই দুইটী শ্লোকে। দ্বিবিধা—দ্বিপ্রকার নিষ্ঠা নিতরাং বা সম্যক্ স্থিতি-মর্য্যাদা পুরা—পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রোক্তা—কথিত হইয়াছে। সেই নিষ্ঠার কথা বলিতেছেন—সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানবান্দিগের। জ্ঞানভূমিকায় আরূঢ়গণের অন্তঃকরণ শুদ্ধ বলিয়া জ্ঞানযোগ দ্বারা নিষ্ঠা অর্থাৎ তদ্দ্বারা মর্য্যাদা স্থাপিত। এইলোকে তাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত, এই অর্থ, 'সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া যোগী মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। (গীঃ ২।৬১) ইত্যাদি। আর শুদ্ধ-অন্তঃকরণের অভাবে জ্ঞানভূমিকায় অধিরূঢ় হইতে অসমর্থ ও তাহাতে আরোহণ নিমিত্ত উপায়বান্ যোগিগণের পক্ষে আমাতে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা নিষ্ঠা—মর্য্যাদা স্থাপিতা। তাহারা কর্ম্মী বলিয়াই খ্যাত, এই অর্থ—'ধর্ম্মযুদ্ধ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের অন্য শুভ নাই', (গীঃ ২।৩১) ইত্যাদি। তাই 'কর্ম্মী' ও 'জ্ঞানী' এই নামমাত্রে দ্বিপ্রকার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মিগণই কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানী হন। জ্ঞানিগণই ভক্তিদ্বারা মুক্ত হয়—ইহাই মদীয় বাক্যসমূহের অর্থ—এই ভাব।।৩।।

অনুবর্ষিণী—'ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান।' (চৈতন্যচরিতামৃত মঃ ২২ পঃ)। অতএব ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম বা জ্ঞানাদি ফলপ্রদানে অসমর্থ। সেই ভক্তিযোগই মোক্ষসাধনের উপায় এবং সেই সাধন বিষয়ে নিষ্ঠা দুই প্রকার। যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ বিশিষ্ট, তাঁহারই সাংখ্য বা জ্ঞানযোগে নিষ্ঠাদ্বারাই ভক্তিযোগে অধিরূঢ় হন; আর যাহাদের অন্তঃকরণ অশুদ্ধ তাহারা ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মযোগদ্বারা জ্ঞানভূমিকায় আরূঢ় হইয়া অবশেষে ভক্তিদ্বারা মোক্ষ লাভ করে।।৩।।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।৪।।

অন্বয়—পুরুষঃ (পুরুষ) কর্ম্মণাম্ (শাস্ত্রীয় কর্ম্মসমূহের) অনারম্ভাৎ (অননুষ্ঠান হেতু) নৈষ্কর্ম্ম্যং (জ্ঞান) ন অশ্নুতে (লাভ করিতে পারে না) চ (এবং) সন্ন্যসনাৎ এব (অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কেবল কর্ম্মত্যাগের দ্বারাও) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন সমধিগচ্ছতি (পাইতে পারে না)।।৪।।

অনুবাদ—পুরুষ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। আবার অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কেবল কর্ম্মত্যাগের দ্বারাও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।।৪।।

বিশ্বনাথ—চিত্তশুদ্ধ্যভাবে জ্ঞানানুৎপত্তিমাহ—নেতি। শাস্ত্রীয়-কর্ম্মণামনারম্ভাদননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি ন চাশুদ্ধচিত্তঃ সংন্যসনাৎ শাস্ত্রীয়কর্ম্মত্যাগাৎ।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানের অনুৎপত্তি বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদি, শাস্ত্রীয় কর্ম্ম আরম্ভ বা অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্য—জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সংন্যাস বা শাস্ত্রীয় কর্ম্মত্যাগ করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।।৪।।

অনুবর্ষিণী—চিত্তশুদ্ধির অভাবে যখন জ্ঞানোৎপত্তি হয় না এবং জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষের অঙ্গ সন্ন্যাস হয় না তখন চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞানোৎপত্তি পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় কর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মসকল করা কর্ত্তব্য।।৪।।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।৫।।

অন্বয়—জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালের জন্যও) অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্মরহিত) ন হি তিষ্ঠতি (থাকিতেই পারে না) সর্ব্বঃ হি (সকলেই) প্রকৃতিজৈঃ (স্বভাবজাত) গুণৈঃ (রাগ দ্বেষাদি গুণ দ্বারা) অবশঃ সন্ (অস্বতন্ত্র হইয়া) কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়) ।।৫।।

অনুবাদ—কখনও কেহ কোন অবস্থায় ক্ষণকালের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতেই পারে না। সকলেই স্বভাবজাত রাগদ্বেষাদি দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে।।৫।।

বিশ্বনাথ—কিন্তু অশুদ্ধচিত্তঃ কৃতসংন্যাসঃ শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম পরিত্যজ্য ব্যবহারিকে কর্ম্মণি নিমজ্জতীত্যাহ—ন হীতি। ননু সংন্যাস এব তস্য বৈদিকলৌকিক-কর্ম্মপ্রবৃত্তিবিরোধী? তত্রাহ—কার্য্যত ইতি। অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু অশুদ্ধচিত্ত কৃতসংন্যাস ব্যক্তি শাস্ত্রীয় কর্ম্মত্যাগ

করিয়া ব্যবহারিক কর্ম্মে নিমগ্ন হয়,—তাহাই বলিতেছেন—'ন হি' ইত্যাদি। সংন্যাস কি তাঁহার বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধী? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'কার্য্যতে' ইত্যাদি। অবশ—অস্বতন্ত্র।।৫।।

অনুবর্ষিণী—সন্ন্যাস শব্দে কর্ম্মে অনাসক্তি বুঝায় কিন্তু স্বরূপতঃ কর্ম্মের ত্যাগ নহে, কেননা তাহা অসম্ভব—'দেহবান্ ন হ্যকর্ম্মকৃৎ, ভাঃ ৬।১।৪৪ অর্থাৎ দেহধারি-ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। তবে শুদ্ধচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যগ্র আর অশুদ্ধচিত্ত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অকর্ম্ম;কুকর্ম্মানুষ্ঠানরত। অতএব তাহার সন্ন্যাস সম্ভবপর নহে।

গীতার অনুরূপ শ্লোক—'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম গুণৈঃ স্বাভাবিকৈর্ব্বলাৎ।' (ভাঃ ৬।১।৫৩)।।৫।।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।৬।।

অন্বয়—যঃ (যে ব্যক্তি) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে) সংযম্য (নিগ্রহ করিয়া) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে) মনসা স্মরন্ (মনে মনে স্মরণ করিয়া) আস্তে (অবস্থান করে) সঃ (সেই) বিমূঢ়াত্মা (বিমুগ্ধ ব্যক্তি) মিথ্যাচারঃ (কপটাচার বা দাম্ভিক বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)।।৬।।

অনুবাদ—কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া যে ব্যক্তি মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে স্মরণ করিতে করিতে অবস্থিত থাকে সেই মূঢ়কে মিথ্যাচার অর্থাৎ কপটাচার বা দাম্ভিক বলা হয়।।৬।।

বিশ্বনাথ—ননু তাদৃশোঽপি সংন্যাসী কশ্চিৎ কশ্চিদিন্দ্রিয়ব্যাপার-শূন্যো মুদ্রিতাক্ষো দৃশ্যতে? তত্রাহ—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, বাক্‌পাণ্যাদীনি নিগৃহ্য যো মনসা ধ্যানচ্ছলেন বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে, স মিথ্যাচারো দাম্ভিকঃ।।৬।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, তাদৃশ সংন্যাসীও কেহ কেহ ইন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্য ও মুদ্রিতচক্ষু দেখা যায়, তদুত্তরে বলিতেছেন—বাক্ পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ করিয়া যে মনে মনে বিষয়সমূহকে ধ্যানচ্ছলে স্মরণ করিতে থাকে, সে মিথ্যাচার দাম্ভিক।।৬।।

অনুবর্ষিণী—'ত্বম্পদার্থবিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। শ্রুত্যেহ বিহিতো যস্মাৎ তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ।।' ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায় যে—শ্রুতি বিধান করিয়াছেন, যেহেতু ত্বম্পদার্থ বিবেক বা আত্মজ্ঞানের জন্য শ্রুতিতে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে; যিনি তত্ত্যাগী তিনি পতিত। সুতরাং অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়াও যে আসনাদি করিয়া ভগবদ্ধ্যানের অভিনয় করে তাহা মিথ্যাচার অর্থাৎ তাহার ঐ আচরণ মিথ্যা বা অলীকই। লোকে নিজ ভক্তি খ্যাপনের চেষ্টার নাম দম্ভ, সুতরাং সেই ভক্তিহীন শুধু মিথ্যাচারী নহে, দাম্ভিকও।।৬।।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।।৭।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যঃ তু (কিন্তু যিনি) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) নিয়ম্য (নিয়মিত করিয়া) অসক্তঃ সন্ (অফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা) কর্ম্মযোগম্ (শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম) আরভতে (আরম্ভ করেন) সঃ (তিনি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ হন)।।৭।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! কিন্তু যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তিনি বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ হন।।৭।।

বিশ্বনাথ—এতদ্বিপরীতঃ শাস্ত্রীয়কর্ম্মকর্ত্তা গৃহস্থস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্ত্বিতি। কর্ম্মযোগং শাস্ত্রবিহিতম্। অসক্তোঽফলাকাঙ্ক্ষী বিশিষ্যতে। "অসম্ভাবিতপ্রমাদত্বেন জ্ঞাননিষ্ঠাদপি পুরুষাদ্বিশিষ্ট" ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—ইহার বিপরীত গৃহস্থ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাই বলিতেছেন—'যস্তু' ইত্যাদি। কর্ম্মযোগ—শাস্ত্রবিহিত। অসক্ত—অফলাকাঙ্ক্ষী, বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হন। অসম্ভাবিতপ্রমাদহেতু জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ হইতেও বিশিষ্ট, ইহা শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণ বলেন।।৭।।

অনুবর্ষিণী—চিত্তশুদ্ধির জন্য শাস্ত্রীয় কর্ম্মসমূহ অনাসক্তভাবে করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহদ্বারা

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা প্রমাদ বা অনবধানতারহিত হওয়ায় পুরুষার্থের অধিকারী। অতএব যাহারা ঔৎসুক্যবশে সংন্যাস করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক জ্ঞানেন্দ্রিয়ে প্রমাদী ও বিষয়ভোগী, তাহাদের অপেক্ষা ইনি শ্রেষ্ঠ।।৭।।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।।৮।।

অন্বয়—ত্বং (তুমি) নিয়তং (নিত্য) কর্ম্ম (সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম) কুরু (কর) হি (যেহেতু) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্ম অকরণ হইতে) কর্ম্ম জ্যায়ঃ (কর্ম্ম অধিকতর শ্রেষ্ঠ) চ (আরও) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্মরহিত) তে (তব) শরীরযাত্রা অপি (শরীর নির্ব্বাহও) ন প্রসিধ্যেৎ (সিদ্ধ হইবে না)।।৮।।

অনুবাদ—তুমি সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম কর। যেহেতু সর্ব্ব কর্ম্ম না করা হইতে কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ। আরও সর্ব্ব কর্ম্ম রহিত হইলে তোমার দেহযাত্রা নির্ব্বাহও সিদ্ধ হইবে না।।৮।।

বিশ্বনাথ—তস্মাত্ত্বং নিয়তং নিত্যং সন্ধ্যোপাসনাদি, অকর্ম্মণঃ কর্ম্মসংন্যাসাৎ সকাশাৎ জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠম্। সংন্যস্ত-সর্ব্বকর্ম্মণস্তব শরীর-নির্ব্বাহোঽপি ন সিধ্যেৎ।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব তুমি নিয়ত নিত্য সন্ধ্যা-উপাসনাদি কর। অকর্ম্ম কর্ম্মসংন্যাস হইতে উহা শ্রেষ্ঠ। তুমি সমস্ত কর্ম্ম সংন্যাস (ত্যাগ) করিলে শরীর নির্ব্বাহও সিদ্ধ হইবে না।।৮।।

অনুবর্ষিণী—'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ', (ছাঃ ৭।২৬।২) অর্থাৎ আহার-শুদ্ধি হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে স্মৃতি নিশ্চল হয়, স্মৃতিলাভ হইলে সমুদয়গ্রন্থির বিমোচন হয়। এবং 'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্তি আত্মকারণাৎ।' (গীঃ ৩।১৩) বাক্য হইতে জানা যায় যে, সাধনসমাপ্তির জন্য শরীর ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে সেই ফল লাভ হয় সে সকলের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। নতুবা ঔৎসুক্য-বশে সর্ব্বকর্ম্মের সংন্যাসে একদিকে যেমন মলিন হৃদয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হয় না অপরদিকে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের অভাবে দেহও নষ্ট হয়।।৮।।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।৯।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) যজ্ঞার্থাৎ (বিষ্ণুর্পিত নিষ্কাম) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (কর্ম্মভিন্ন) অয়ং লোকঃ (এই মনুষ্যলোক) কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্ম্মাবদ্ধ) (ভবতি—হয়) তদর্থং (সেই নিমিত্ত) মুক্তসঙ্গঃ (সন্) (ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া) কর্ম্ম সমাচর (কর্ম্মসম্যক্‌রূপে আচরণ কর।।৯।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুর্পিত কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মের দ্বারা এই মনুষ্যলোক কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিষ্ণূদ্দেশেই ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ম্মের সম্যক্ আচরণ কর।।৯।।

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইতি স্মৃতেঃ, কর্ম্মণি কৃতে বন্ধঃ স্যাদিতি চেন্ন; পরমেশ্বরার্পিতং কর্ম্ম ন বন্ধকমিত্যাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। বিষ্ণুর্পিতো নিষ্কামো ধর্ম্ম এব যজ্ঞ উচ্যতে। তদর্থং যৎ কর্ম্ম ততোঽন্যত্রৈব অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মণা বধ্যমানো ভবতি। তস্মাৎ ত্বং তদর্থং তাদৃশধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং কর্ম্ম সমাচর। ননু বিষ্ণুর্পিতোঽপি ধর্ম্মঃ কামনামুদ্দিশ্য কৃতশ্চেৎ বন্ধকো ভবত্যেব ইত্যাহ-মুক্তসঙ্গঃ ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিতঃ। এবমেবোদ্ধবং প্রত্যপি শ্রীভগবতোক্তং—"স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃ কাম উদ্ধব। ন যাতি স্বর্গ নরকৌ যদ্যন্যৎ ন সমাচরেৎ।। অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি" ইতি।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল 'কর্ম্ম দ্বারা জন্তু বা জীব বদ্ধ হয়'—এই স্মৃতিবাক্য দ্বারা কর্ম্মকৃত হইলে বন্ধন হইবে, ইহার উত্তর—না, তাহা নহে, পরমেশ্বরে অর্পিত কর্ম্ম বন্ধক নহে, ইহাই বলিতেছেন—'যজ্ঞার্থাৎ' ইত্যাদি। বিষ্ণুকে অর্পিত যে ধর্ম্ম, তাহাকেই যজ্ঞ বলা হয়। তাঁহার নিমিত্ত যে কর্ম্ম, তদ্ব্যতীত অন্যত্র এই লোক কর্ম্মবন্ধন অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হয়। অতএব তুমি তদর্থ তাদৃশ ধর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম সমাচরণ কর। আর বিষ্ণুকে অর্পিত ধর্ম্মও যদি কামনাকে উদ্দেশ করিয়া করা যায়—তাহা হইলে উহা বন্ধক হইবে, তাই বলিতেছেন—মুক্তসঙ্গ—

ফলাকাঙ্ক্ষারহিত। এইরূপই ভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন—'হে উদ্ধব, স্বধর্ম্মাচরণশীল অফলকামী পুরুষ যজ্ঞদ্বারা আরাধনা করিয়া যদি নিষিদ্ধ বা কাম্য বিষয়ের আচরণ না করেন, তাহা হইলে স্বর্গ বা নরক প্রাপ্ত হন না। পুরুষ স্বধর্ম্মস্থ নিষিদ্ধত্যাগী এবং রাগাদিশূন্য হইয়া ইহলোকে বর্ত্তমানদশায়ই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।' (ভাঃ ১১।২০।১০-১১)।।৯।।

অনুবর্ষিণী—'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ'—শ্রুতেঃ। অর্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণু। শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—'যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ', (ভাঃ ১১।১৯।৩৯) অর্থাৎ 'আমি বসুদেবনন্দনই যজ্ঞ'—শ্রীল বিশ্বনাথ।

যজ্ঞো যজ্ঞপুমাংশ্চৈব যজ্ঞেশো যজ্ঞভাবনঃ।

যজ্ঞভুক্ চেতিপঞ্চাত্মা যজ্ঞেষ্বিজ্যো হরিঃ স্বয়ম্।। তন্ত্রসারে।

উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকদ্বয়ের 'স্বধর্ম্মস্থঃ' শব্দটী দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—(১) স্বধর্ম্মস্থঃ বলিয়া বিহিতের অনতিক্রম এবং নিষিদ্ধের বর্জ্জন হেতু নরকে গমন করে না আর ফলকামনা রহিত বলিয়া স্বর্গেও গমন করে না। (২) স্বধর্ম্মস্থ—নিষ্কাম কর্ম্মকরণের জন্য।

সুতরাং শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম্মাচরণ করিলে সেই কর্ম্মই ভক্তিযোগের সাধকস্বরূপ হইয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করতঃ নির্গুণ ভক্তিলাভ করায়।

এতৎপ্রসঙ্গে 'তস্মাদসক্তঃ সততং'—(গীঃ ৩।১৯) শ্লোঃ আলোচ্য।

দেবর্ষি শ্রীনারদ বলিয়াছেন—'এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়-চিকিৎসিতম্। যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্মব্রহ্মণি ভাবিতম্।।' হে ব্রহ্মজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয়, তাহা তাপত্রয় নিবর্ত্তক বা উপশমকারক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ প্রচেতোগণকে বলিয়াছেন—'গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং 'কুশলকর্ম্মণাম্। মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ।।'—(ভাঃ ৪।৩০।১৯।) যাঁহারা কুশলকর্ম্মা অর্থাৎ আমিই যে নিখিল কর্ম্মের একমাত্র ফলভোক্তা—ইহা জানিয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ

করেন এবং যাঁহারা আমার কথা প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন, সেই সকল পুরুষ গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও গৃহ তাঁহাদিগের বন্ধনের কারণ হয় না।

'কুশল—আমাতে অর্পিত কর্ম্ম যাঁহাদের'—শ্রীধর।।৯।।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।।১০।।

অন্বয়—পুরা (আদিকালে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণাদি) প্রজাঃ (প্রজাসকল) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন) অনেন (এই যজ্ঞের দ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও), এষঃ (যজ্ঞ) বঃ (তোমাদের) ইষ্টকামধুক্ (অভিষ্ট ফলপ্রদ) অস্তু (হউক) ।।১০।।

অনুবাদ—সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণাদি প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক।।১০।।

বিশ্বনাথ—তদেব অশুদ্ধচিত্তো নিষ্কামং কর্ম্মৈব কুর্য্যাৎ, ন তু সন্ন্যাসমিত্যুক্তম্। ইদানীং যদি চ নিষ্কামোঽপি ভবিতুং ন শক্নুয়াৎ, তদা সকামমপি ধর্ম্মং বিষ্ণ্বর্পিতং কুর্যাৎ, ন তু কর্ম্মত্যাগমিত্যাহ—সহেতিসপ্তভিঃ। যজ্ঞেন সহিতঃ সহযজ্ঞাঃ—"বোপসর্জ্জনস্য" ইতি 'সহস্য সাদেশাভাবঃ। পুরা বিষ্ণ্বর্পিত ধর্ম্মকারিণীঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা ব্রহ্মা উবাচ—অনেন ধর্ম্মেণ প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামতিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তাসাং সকামত্বমভিলক্ষ্যাহ—এষ যজ্ঞো ব ইষ্টকামধুক্ অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—সেইজন্যই অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্মই করিবে, সংন্যাস নহে, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে যদি নিষ্কামও হইতে না পারে, তাহা হইলে সকাম কর্ম্মও বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া থাকিবে, কিন্তু কর্ম্মত্যাগ করিবে না—ইহাই বলিতেছেন 'সহ' প্রভৃতি সাতটী শ্লোকে। সহযজ্ঞ—যজ্ঞের সহিত, এখানে 'বিকল্পে উপসর্জ্জন' এই সূত্র অনুসারে 'সহ'স্থানে 'স' এই আদেশের অভাব। পুরা (পূর্ব্বে) বিষ্ণুকে অর্পিত ধর্ম্মকারী প্রজা সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা বলিয়াছেন—'অনেন ধর্ম্মেণ প্রসবিষ্যধ্বং' এই ধর্ম্মদ্বারা

প্রসব বা বৃদ্ধি অর্থাৎ উত্তরোত্তর অতিবৃদ্ধি লাভ কর, এই অর্থ। প্রজাগণের সকামত্ব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই যজ্ঞ তোমাদের ইষ্টকামধুক্ অর্থাৎ অভীষ্টভোগপ্রদ হউক, এই অর্থ।।১০।।

অনুবর্ষিণী—অকর্ম্ম হইতে কাম্যকর্ম্মও বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া করা ভাল।।১০।।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।১১।।

অন্বয়—অনেন (এই যজ্ঞ দ্বারা) দেবান্ (দেবতাদ্গিকে) ভাবয়ত (প্রসন্ন কর) তে দেবা (সেই দেবতাগণ) বঃ (তোমাদ্গিকে) ভাবয়ন্তু (প্রসন্ন করুন) পরস্পরং (পরস্পর) ভাবয়ন্তঃ (প্রীণন্ পূর্ব্বক) পরম্ শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে)।।১১।।

অনুবাদ—এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাগণকে প্রসন্ন কর। দেবতাগণ তোমাদ্গিকে প্রসন্ন করুন। পরস্পরে প্রসন্নতার ফলে পরম মঙ্গল লাভ করিবে।।১১।।

বিশ্বনাথ—কথমিষ্টকামপ্রদো যজ্ঞো ভবেত্তত্রাহ—দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন দেবান্ ভাবয়ত, ভাববতঃ কুরুত,—ভাবঃ প্রীতিস্তদ্‌যুক্তান্ কুরুত প্রীণয়ত ইত্যর্থঃ। তে দেবা অপি বঃ প্রীণয়ন্তু।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞ কিরূপে ইষ্টকামপ্রদ হইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন—'দেবান্' ইত্যাদি। এই যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে ভাবনা কর অর্থাৎ ভাববান্ কর। ভাব অর্থাৎ প্রীতি, তদ্‌যুক্ত কর অর্থাৎ প্রীত কর এই অর্থ। সেই দেবগণও তোমাদ্গিকে প্রীত করুন।।১১।।

অনুবর্ষিণী—ভগবান্ বলিলেন—দেবগণকে ঘৃতাহুতিদ্বারা প্রীত করিলে তাহারাও বৃষ্টিদানে অন্নাদি উৎপাদনের সুযোগ দিয়া তোমাদের অভীষ্ট ভোগ প্রদানে তোমাদ্গিকেও প্রীত করিবেন।

দেবগণকে প্রীত করিবার উপদেশপ্রদানে শ্রীভগবান্ তাঁহার ভজন পরিত্যাগে ঈশ্বরবুদ্ধিতে অন্য দেবভজনের আদেশ করেন নাই। কেননা, দেবগণ তাঁহার অঙ্গভূত—'বাহবো লোকপালানাং', ভাঃ (১।১১।২৬) —অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাহুসকল লোকপালগণের আশ্রয়; 'ইন্দ্রাদয়ো বাহব

আহুরুস্রাঃ'—(ভাঃ ২।১।২৯)—ইন্দ্রাদি দেবগণ বিরাট্ পুরুষের বাহু।।১১।।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ।।১২।।

অন্বয়—দেবাঃ দেবতাগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞে প্রীত হইয়া) বঃ (তোমাদ্গিকে) ইষ্টান্ ভোগান্ (অভিলষিত ভোগসমূহ) দাস্যন্তে (প্রদান করিবেন) হি (অতএব) তৈঃ দত্তান্ (তাহাদিগের দত্ত দ্রব্যসকল) এভ্যঃ (দেবগণকে) অপ্রদায় (না দিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) ভুঙ্ক্তে (ভোগ করে) সঃ স্তেনঃ এব (সে চোরই)।।১২।।

অনুবাদ—দেবতাগণ যজ্ঞে প্রীত হইয়া তোমাদ্গিকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবেন। অতএব তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্য তাঁহাদ্গিকে না দিয়া যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে সে নিশ্চয় চোর।।১২।।

বিশ্বনাথ—এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টানিতি। তৈর্দত্তান্ বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণান্নাদীন্ উৎপাদ্য ইত্যর্থঃ। এভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্ক্তে, স তু চৌর এব।।১২।।

বঙ্গানুবাদ—ইহাই স্পষ্ট করিয়া কর্ম্মের অকরণে দোষ বলিতেছেন, 'ইষ্টান্' ইত্যাদি। তাঁহাদিগের দত্ত অর্থাৎ বৃষ্টিপ্রভৃতিদ্বারা অন্নাদি উৎপাদন করিয়া—এই অর্থ। এই দেবগণকে পঞ্চমহাযজ্ঞদ্বারা প্রদান না করিয়া যে ভোজন করে, সে ত' চোরই।।১২।।

অনুবর্ষিণী—পঞ্চমহাযজ্ঞ—'অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।। গরুড়পুরাণ। অর্থাৎ অধ্যাপনা—শিষ্যকে শাস্ত্রোপদেশপ্রদান ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃলোকের উদ্দেশ্য তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ, হোম দৈবযজ্ঞ, বলি প্রভৃতি ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসৎকার নৃযজ্ঞ নামে অভিহিত।।১২।।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।।১৩।।

অন্বয়—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ (যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনকারী সাধুগণ) **সর্ব্বকিল্বিষৈঃ** (সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন)। যে তু

(কিন্তু যাহারা) আত্মকারণাৎ (নিজদিগের নিমিত্ত) পচন্তি (পাক করে) তে পাপাঃ (সেই দুরাচারেরা) অঘং (পাপ) ভুঞ্জতে (ভোজন করে) ।।১৩।।

অনুবাদ—যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনকারী সাধুগণ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা নিজেদের জন্য অন্নাদি পাক করে সেই দুরাচারগণ কেবল পাপই ভক্ষণ করে।।১৩।।

বিশ্বনাথ—বৈশ্বদেবাদি-যজ্ঞাবশিষ্টমন্নং যেঽশ্নন্তি, তে পঞ্চসূনা-কৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈর্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃত্যুক্তাঃ—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি।।" ইতি।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—যাঁহারা বৈশ্বদেবাদির যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা পঞ্চসূনাকৃত সমস্ত পাপমুক্ত হ'ন। স্মৃতিতে পঞ্চসূনা এইরূপ কথিত হইয়াছে—'কন্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী ও মার্জ্জনী'—গৃহস্থের এই পঞ্চসূনা। ইহাদের জন্য গৃহস্থ স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না।।১৩।।

অনুবর্ষিণী—বিশ্বদেব সম্বন্ধীয় যজ্ঞহোমাদিকে বৈশ্বদেব বলে। বিশ্বদেবাঃ—"বসুসতো ক্রতুদক্ষৌ কালকামৌ ধৃতিঃ কুরুঃ। পুরূরবা মাদ্রবাশ্চ বিশ্বদেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।" (ভারত)।

গৃহস্থের পক্ষে, মুষল, জাঁতা, চুল্লী, জলপূর্ণ কলস ও মার্জ্জনী বা ঝাটা এই পাঁচটী জীববধস্থান বা পাপস্থান। যাহারা নিজে ভোজনের জন্য রন্ধন করে, তাহারা উক্ত পাপে লিপ্ত হয় সুতরাং স্বর্গ লাভ করিতে পারে না। তাই স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন—'পঞ্চসূনা কৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্ব্যপোহতি' —অর্থাৎ পঞ্চ-যজ্ঞদ্বারা পঞ্চসূনাকৃত পাপের বিনাশ হয়।।১৩।।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।।১৪।।

অন্বয়—ভূতানি (ভূতগণ) অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভবন্তি (জন্মে) পর্জন্যাৎ (মেঘ বা বৃষ্টি হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্ন জন্মে), পর্জন্যঃ (মেঘ বা বৃষ্টি) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে) ভবতি (হয়), যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন)।।১৪।।

অনুবাদ—অন্ন হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি হইতে অন্নের

উৎপত্তি। বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন।। ১৪।।

বিশ্বনাথ—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি যজ্ঞং কুর্য্যাদেবেত্যাহ—অন্নাদ্ ভূতানি প্রাণিনো ভবন্তীতি ভূতানাং হেতুরন্নম্। অন্নাদেব শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাৎ প্রাণিশরীরসিদ্ধেঃ। তস্যান্নস্য হেতুঃ পর্জন্যঃ বৃষ্টিভিরেবান্নসিদ্ধেঃ। তস্য পর্জন্যস্য হেতুর্যজ্ঞঃ, লোকৈঃ কৃতেন যজ্ঞেনৈব সমুচিতবৃষ্টি-প্রদমেঘসিদ্ধেঃ তস্য যজ্ঞস্য হেতুঃ কর্ম্ম, ঋত্বিগ্ যজমানব্যাপারাত্মকত্বাৎ কর্ম্মণ এব যজ্ঞসিদ্ধেঃ।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তির হেতু বলিয়াও যজ্ঞ করা প্রয়োজনই, ইহাই বলিতেছেন। অন্ন হইতে ভূত বা প্রাণিগণ হয়, ভূতগণের হেতু অন্ন। যেহেতু অন্ন হইতে শুক্রশোণিতরূপে পরিণত প্রাণিশরীর সিদ্ধি। সেই অন্নের হেতু মেঘ, যেহেতু বৃষ্টি হইতে অন্নসিদ্ধি। সেই মেঘের হেতু যজ্ঞ, যেহেতু লোকগণদ্বারাকৃত যজ্ঞেই সমুচিত বৃষ্টিপ্রদ মেঘসিদ্ধি। সেই যজ্ঞের হেতু কর্ম্ম, যেহেতু ঋত্বিক্ (পুরোহিত) ও যজমানের ব্যাপারাত্মক কর্ম্মেরই যজ্ঞসিদ্ধি।।১৪।।

অনুবর্ষিণী—'ঋত্বিক্'—যিনি ঋতুতে যজ্ঞ করেন, যজ্ঞপুরোহিত। যজ্ঞকার্য্যে মুখ্য পুরোহিত চারিজন—হোতা, অধ্বর্য্যু ব্রহ্মা ও উদ্গাতা। 'আগ্নেধেয়ংপাকযজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্মখান্। যঃ করোতি বৃতো যস্য স তস্যর্ত্বিগিহোচ্যতে' ।।১৪।।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।১৫।।

অন্বয়—কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং (কর্ম্ম ব্রহ্ম বা বেদ হইতে উদ্ভূত) বিদ্ধি (জান), ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবম্ (বেদ অচ্যুত হইতে উৎপন্ন), তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বগতং (সর্ব্বব্যাপক) ব্রহ্ম (পরম ব্রহ্ম) নিত্যং (সর্ব্বদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ (যজ্ঞে অবস্থিত আছেন)।।১৫।।

অনুবাদ—কর্ম্ম বেদ হইতে সমুদ্ভুত। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ অক্ষর বা অচ্যুত হইতে উৎপন্ন। অতএব সর্ব্ব ব্যাপক ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে বিরাজমান আছেন।।১৫।।

বিশ্বনাথ—তস্য কর্ম্মণো হেতুর্ব্রহ্ম বেদঃ বেদোক্তবিধিবাক্যশ্রবণাদেব

যজ্ঞং প্রতি ব্যাপারোৎপত্তেঃ। তস্য বেদস্য হেতুরক্ষরং ব্রহ্ম, ব্রহ্মত এব বেদোৎপত্তেঃ;তথাচ শ্রুতিঃ—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথাঙ্গিরসঃ" ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপকং ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমিতি যজ্ঞেন ব্রহ্মাপিপ্রাপ্যত ইতি ভাবঃ। অত্র যদ্যপি কার্য্যকারণভাবেনান্নাদ্যা ব্রহ্মপর্য্যন্তাঃ পদার্থা উক্তাস্তদপি তেষু মধ্যে যজ্ঞ এব বিধেয়ত্বেন শাস্ত্রেণোচ্যতে ইতি। স এব প্রস্তুতঃ, 'অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ইতি স্মৃতেঃ।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—সেই কর্ম্মের হেতু ব্রহ্ম বা বেদ, যেহেতু বেদোক্ত বিধিবাক্যশ্রবণ হইতেই যজ্ঞের প্রতি ব্যাপার উৎপন্ন হয়। সেই বেদের হেতু অক্ষর ব্রহ্ম, যেহেতু ব্রহ্ম হইতেই বেদের উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—(বৃহদারণ্যক ৪।৫।১১)—'এই যে ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ, ইঁহারা এই মহাপুরুষের নিঃশ্বাসস্বরূপ।।' অতএব সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম যজ্ঞে-প্রতিষ্ঠিত, এই বাক্যে যজ্ঞদ্বারা ব্রহ্মও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে যদিও কার্য্যকারণভাবে অন্ন হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত পদার্থসমূহ উক্ত হইয়াছে, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে যজ্ঞকেই বিধেয়ভাবে শাস্ত্রে বলিতেছেন। উহাই অর্থাৎ যজ্ঞই প্রশংসিত, স্মৃতিতে (মনু) বলিতেছেন—'অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যের নিকট পৌঁছে, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রজা (প্রাণী) উদ্ভূত হয়।।১৫।।

অনুবর্ষিণী—'উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ' অর্থাৎ লক্ষ্মী সর্ব্বদা উদ্যমে বাস করেন। তদ্রূপ সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মও যজ্ঞে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেই যজ্ঞাদি কর্ম্মাচরণে জীব যে কেবল পাপমুক্ত হন তাহা নহে, ব্রহ্মও প্রাপ্ত হন।।১৫।।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।১৬।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপে) প্রবর্ত্তিতং (প্রবর্ত্তিত) চক্রং (কর্ম্মচক্র) যঃ (যে ব্যক্তি) ইহ (এই সংসারে) ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুবর্ত্তন না করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) অঘায়ুঃ (পাপজীবন) ইন্দ্রিয়ারামঃ

(ভোগাসক্ত) মোঘং (বৃথা) জীবতি (বাঁচিয়া থাকে)।।১৬।।

অনুবাদ—হে পার্থ! যে ব্যক্তি এই সংসারে জগচ্চক্র প্রবর্ত্তকরূপ যজ্ঞের অনুবর্ত্তন না করে সে ব্যক্তি পাপাত্মা ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে।।১৬।।

বিশ্বনাথ—এতদননুষ্ঠানে প্রত্যবায়মাহ—এবমিতি। চক্রং পূর্ব্ব-পশ্চাদ্ভাগেন প্রবর্ত্তিতং—যজ্ঞাৎ পর্জন্যঃ পর্জন্যাদন্নম্ অন্নাৎ পুরুষঃ, পুরুষাৎ পুনর্যজ্ঞো, যজ্ঞাৎ পর্জন্য ইত্যেবং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি যজ্ঞানুষ্ঠানেন ন পরিবর্ত্তয়তি, স অঘায়ুঃ পাপব্যাপ্তায়ুঃ। কো নরকে ন মঙ্ক্ষ্যতি ইতি ভাবঃ।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ—ইহার অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় হয়, ইহাই বলিতেছেন, 'এবম্' ইত্যাদি। চক্র পূর্ব্ব-পশ্চাদ্ভাগে প্রবর্ত্তিত—যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ, পুরুষ হইতে পুনরায় যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ—এইরূপ চক্র যে অনুবর্ত্তন না করে অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা পরিবর্ত্তন না করায়, সে অঘায়ু—পাপব্যাপ্ত-আয়ুযুক্ত। কে নরকে মগ্ন না হয়? এই ভাব।।১৬।।

অনুবর্ষিণী—জীবগণের সিদ্ধির জন্য পরমেশ্বর কর্ম্মাদি চক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং জগচ্চক্রপ্রবর্ত্তকরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করিলে জীব পাপভাগী হইয়া নরকে গমন করে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন—"তাৎপর্য্য এই যে, ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মযোগে পাপপুণ্যের অধিকার নাই। কেননা, সেই পন্থা নির্গুণ ভক্তিলাভের প্রশস্ত পন্থা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। সেই পন্থাশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষে কষায়নাশরূপ চিত্তশুদ্ধি—অনায়াসলভ্য। যে সকল ব্যক্তি ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মযোগের অধিকার লাভ করে নাই, তাহারা সর্ব্বদা কামনা ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বশীভূত, অতএব পাপরত। তাহাদের পাপপ্রবৃত্তির সঙ্কোচ করিবার জন্য পুণ্যকর্ম্মই একমাত্র উপায়। পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তই অবলম্বনীয়। যজ্ঞ-ব্যবস্থাই ধর্ম্ম অথবা পুণ্যকর্ম্ম। যাহাতে সমষ্টি-জীবের শুভ এবং জগচ্চক্রের গতি সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয় তাহাই 'পুণ্য'। পুণ্য ব্যবস্থাদ্বারা পঞ্চসূনা প্রভৃতি অপরিহার্য্য পাপসকল নষ্ট

হইয়া পড়ে। অনুষ্ঠাতার স্বীয় সুখ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, যতটুকু জগন্মঙ্গল রক্ষাপূর্ব্বক স্বীকার করা যাইতে পারে, ততটুকু 'যজ্ঞাঙ্গ' হইয়া পুণ্যমধ্যে পরিগণিত হয়। যেসকল অলক্ষিত বিধিদ্বারা জগন্মঙ্গলরূপ ফলের উৎপত্তি হয়, তাহারা ভগবচ্ছক্তিজাত দেবতাবিশেষ। সেই বিধিরূপ দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া তাঁহাদের অনুকম্পাদত্ত প্রীতিলাভ করিলে আর কোন পাপ থাকে না; ইহাকেই 'কর্ম্মচক্র' বলে। এইরূপ দেবতাপূজার দ্বারা যে কর্ম্মস্বীকার, তাহাকে 'ভগবদর্পিত কাম্যকর্ম্ম' বলে। সেই বিধিসকলকে প্রাকৃতিক বিধি বলিয়া যাহারা কার্য্য করে, তাহারা কেবল নৈতিক বিষ্ণ্বর্পিত কর্ম্মাচারী নয়। অতএব সেইরূপ না হইয়া ভগবদর্পিত কাম্যকর্ম্মাচার করাই তদধিকারি-জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক" ।।১৬।।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।।১৭।।

অন্বয়—যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে মানব) আত্মরতিঃ (আত্মারাম) আত্মতৃপ্তঃ এব চ (এবং আত্মাতেই পরিতৃপ্ত) আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ (আত্মাতেই সন্তুষ্ট) স্যাৎ (হন) তস্য (তাঁহার) কার্য্যং (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) ন বিদ্যতে (নাই)।।১৭।।

অনুবাদ—কিন্তু যে মানব আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত, এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন, তাঁহার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই।।১৭।।

বিশ্বনাথ—তদেবং নিষ্কামত্বাসামর্থ্যে সকামোঽপি কর্ম্ম কুর্য্যাদেবেত্যুক্তম্। যস্তু শুদ্ধান্তঃকরণত্বাৎ জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ঃ, স তু নিত্যং কাম্যঞ্চ ন করোতীত্যাহ—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মরতিঃ আত্মারামঃ যত আত্মতৃপ্ত আত্মানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ। ন স্বাত্মনি নির্বৃতো বহির্বিষয়ভোগেঽপি কিঞ্চিন্নির্বৃতো ভবতু তত্র নৈবেত্যাহ—আত্মন্যেব, ন তু বহির্বিষয়ভোগে তস্য কার্য্যং কর্ত্তব্যত্বেন কর্ম্ম নাস্তি।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ—তাহাও নিষ্কামভাবে করিতে অসমর্থ হইলে সকাম হইয়াও কর্ম্ম করা উচিত, ইহাই কথিত হইল। যিনি শুদ্ধ অন্তঃকরণহেতু জ্ঞান-ভূমিকায় আরূঢ়, তিনি নিত্য (নিয়ত) কাম্যকর্ম্ম করেন না—ইহাই বলিতেছেন, 'যস্তু' এই দুইটী শ্লোকে। আত্মরতি—আত্মারাম, যাহা হইতে

আত্মতৃপ্ত—আত্মানন্দানুভবে সুখী। স্বীয় আত্মাতে সুখী নহে, বহির্বিষয়ভোগেও কিঞ্চিৎ সুখী হউন, সে ক্ষেত্রে নিশ্চিত নহে, ইহাই বলিতেছেন—আপনাতেই, বহির্বিষয়ভোগে তাঁহার কার্য্য নাই বা কর্ত্তব্যরূপে কর্ম্ম নাই।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—"এবম্ভূত কর্ম্মচক্রে বর্ত্তমান জীবসকল 'কর্ত্তব্য' বলিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু যিনি আত্মরতি অর্থাৎ অনাত্ম ও আত্মতত্ত্বকে পৃথকরূপে বিবেচনা করিতে সমর্থ হইয়া আত্মবস্তুতেই রত, তিনি আত্মতৃপ্ত এবং আত্মবস্তুতেই সন্তুষ্ট। তিনি 'কর্ত্তব্য' বলিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, কেবলমাত্র শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মচক্র হইতে নিবৃত্তিরূপ শান্তিকে অনুসন্ধান করেন। অতএব সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি নিত্য ও কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন না; এইজন্য তাঁহার কর্ম্মকে 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত করা যায় না। তাঁহার কর্ম্মসকলকে অবস্থাভেদে, হয় 'জ্ঞান' নয় 'ভক্তি' বলা যায়।"

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।।' (মু ৩।১।৪)—অর্থাৎ আত্মাতেই যাঁহার ক্রীড়া, আত্মাতেই যাঁহার রতি, যিনি আত্মাতেই ক্রিয়াবান্, তিনি ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ।।১৭।।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ।।১৮।।

অন্বয়—ইহ (এই জগতে) কৃতেন (অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা) তস্য (তাঁহার) অর্থঃ (পুণ্যফল) ন এব (নাই) অকৃতেন চ (কর্ম্মের অননুষ্ঠান দ্বারাও) কশ্চন ন (কোন প্রত্যবায় নাই) অস্য (ইহার) সর্ব্বভূতেষু চ (ব্রহ্মাণ্ডস্থ সর্ব্বভূতমধ্যেও) কশ্চিদর্থ (স্বপ্রয়োজনের নিমিত্ত) ব্যপাশ্রয়ঃ ন (কোন আশ্রয়ণীয় নাই)।।১৮।।

অনুবাদ—ইহ জগতে তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কোন পুণ্যফল বা অননুষ্ঠান দ্বারা কোন প্রত্যবায় বা পাপ হয় না। ইঁহার ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্থাবরাদি ভূত মধ্যে স্বপ্রয়োজনার্থ কাহারও আশ্রয় লইতে হয় না।।১৮।।

বিশ্বনাথ—কৃতেনানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা নার্থঃ ন ফলম্। অকৃতেন কশ্চন

প্রত্যবায়োঽপি ন;যষ্মাদস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাণ্ডস্থাবরাদিষু মধ্যে কশ্চিদপ্যর্থায় স্বপ্রয়োজনার্থং ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ণীয়ো ন ভবতি। পুরাণাদিষু ব্যপাশ্রয়শব্দেন তথৈবোচ্যতে, যথা—"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্। জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।।" ইতি, তথা "যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি" ইতি, "সংস্থা-হেতুরপাশ্রয়ঃ।।" ইত্যাদাবপ্যপেত্যুপসর্গ-স্যানধিকার্থং দৃষ্টম্।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—কৃত—অনুষ্ঠিত কর্ম্মে অর্থ বা ফল নাই। অকৃত হইলে কোনও প্রত্যবায়ও নাই। যেহেতু ইঁহার সর্ব্বভূতে—ব্রহ্মাণ্ডস্থাবরাদি মধ্যে কোনও অর্থ বা স্বপ্রয়োজন নিমিত্ত ব্যপাশ্রয়—আশ্রয়ণীয় নাই। পুরাণাদিতে 'ব্যপাশ্রয়' শব্দে সেইরূপ বলা হইয়া থাকে, যেমন—'ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযুক্ত নরগণের পক্ষে জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যাদির কোনটীই ব্যপাশ্রয় বা আশ্রয়ণীয় নহে।' আর 'যে ভগবানের আশ্রিতগণের চরণাশ্রয়মাত্রেই জীব শুদ্ধিলাভ করেন', (ভাঃ ২।৪।১৮;) 'সংস্থাহেতু অপাশ্রয়'—ইত্যাদি স্থলেও 'অপ' এই উপসর্গের অনধিক অর্থ দৃষ্ট হয়।।১৮।।

অনুবর্ষিণী—আত্মানুভবানন্দী পুরুষের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে পুণ্য অথবা কর্ত্তব্যের অপালনে পাপ সম্ভব হয় না। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত জীবগণের জড়ভোগরূপ স্বার্থ তাঁহার আশ্রয়ণীয় নহে। এমন কি ত্যাগিগণের আশ্রয়ণীয় যে মনোধর্ম্ম—জ্ঞান বৈরাগ্যাদি তাহাও তাঁহার আশ্রয়ণীয় নহে। কেননা, তিনি যে আত্মধর্ম্ম—ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন, জ্ঞানবৈরাগ্যদি সেই ভক্তিরই অনুগামী। 'ভক্তিঃপরেশানুভবো বিরক্তিঃ' (ভাঃ১১।২।৪২) শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

যদি প্রশ্ন হয় যে, শ্রুতিতে 'তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেত্তন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ', (বৃঃ আঃ ১।৪।১০)—অর্থাৎ যেহেতু এই দেবগণের ইহা প্রিয় নয় যে, মনুষ্যগণ এই ব্রহ্মকে জানুক, এবং ভাগবতে—'বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ', (১১।১৮।১৪,) দেখা যায় যে, দেবগণ বিঘ্নাচরণ করেন; অতএব বিঘ্ন নিবারণের জন্য তাঁহাদিগের সেবা করা উচিত—তদুত্তরে আমরা ঐ শ্রুতিবচনেই পাই যে—'তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশত আত্মা হ্যেষাং সংভবতি' অর্থাৎ দেবগণও তাঁহার অমঙ্গল

করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু আত্মাই ইঁহাদের রক্ষাকর্ত্তা।

অতএব সকলের আত্মা 'বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ', (ভাঃ ১।২।২৮)—বাসুদেবের ভজনে সকলেরই প্রীতি—"কৃষ্ণভক্তি আছে যাঁর, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁর, ভক্তে সবে করেন আদর।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। তবে ভক্তসঙ্গেই ভক্তিলাভ হয়—'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।' বলিয়া ভগবদ্ভক্তের পক্ষে ভগবান্ যেরূপ আশ্রয়ণীয়, তদীয় ভক্তও তদ্রূপ আশ্রয়ণীয়। তাই শ্রুতি বলেন—'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ।' (শ্বেঃ ৬।২৩)।।১৮।।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।১৯।।

অন্বয়—তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (সন্) (অনাসক্ত হইয়া) সততং (সর্ব্বদা) কার্য্যং কর্ম্ম (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) সমাচর (সম্যক্‌রূপে আচরণ কর) হি (যেহেতু) অসক্তঃ (সন্) (অনাসক্ত হইয়া) কর্ম্ম আচরন্ (কর্ম্ম করিলে) পুরুষঃ (পুরুষ) পরম্ (মোক্ষ) আপ্নোতি (লাভ করে)।।১৯।।

অনুবাদ—অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণ কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিলে পুরুষ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে।।১৯।।

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ তব জ্ঞানভূমিকারোহণে নাস্তি যোগ্যতা। কাম্যকর্ম্মণি তু সদ্বিবেকবতস্তব নৈবাধিকারঃ। তস্মান্নিষ্কাম-কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ—তস্মাদিতি। কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন বিহিতং পরং মোক্ষম্।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব তোমার জ্ঞানভূমিকায় আরোহণের যোগ্যতা নাই। অথচ সদ্বিবেকবান্ তোমার কাম্যকর্ম্মেও অধিকার নাই। অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম কর, ইহাই বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। কার্য্য—অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত। পর—মোক্ষ।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি ও তজ্জনিত জ্ঞানলাভে পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। "মোক্ষ আর কিছুই নয় কেবল—কর্ম্মসকলের চরম পরিপাকাবস্থায় যে পরমা ভক্তি, তাহাই মাত্র।" শ্রীল

ভক্তিবিনোদ।।১৯।।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্. কর্ত্তুমর্হসি।।২০।।

অন্বয়—জনকাদয়ঃ (জনকাদি রাজর্ষিবর্গ) কর্মণা এব হি (কর্ম্মদ্বারাই) সংসিদ্ধিম্ (সংসিদ্ধি) আস্থিতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) লোকসংগ্রহম্ অপি সংপশ্যন্ (লোকশিক্ষার দিকেও দৃষ্টি করিয়া) (কর্ম্ম) কর্ত্তুম্ এব অর্হসি (কর্ম্ম করাই উচিত)।।২০।।

অনুবাদ—জনকাদিরাজর্ষিগণ কর্ম্মদ্বারাই সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং লোকশিক্ষার নিমিত্তও তোমার কর্ম্ম করাই উচিত।।২০।।

বিশ্বনাথ—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—কর্ম্মণেতি। যদি বা ত্বমাত্মানং জ্ঞানাধিকারিণং মন্যসে, তদপি লোকে শিক্ষা-গ্রহণার্থং কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ—লোকেতি।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে সদাচার প্রমাণ করিতেছেন, 'কর্ম্মণা' ইত্যাদি। যদি বা তুমি আপনাকে জ্ঞানাধিকারী মনে কর, তাহা হইলেও লোকের শিক্ষাগ্রহণনিমিত্ত কর্ম্মই কর, ইহা বলিতেছেন—'লোক' ইত্যাদি।।২০।।

অনুবর্ষিণী—লোকসংগ্রহ—'আমি কর্ম্ম করিলে সকল লোকই কর্ম্ম করিবে, অন্যথা পণ্ডিতের দৃষ্টান্তে মূর্খ নিজধর্ম্ম—নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধঃপতিত হইবে।'—শ্রীধর।

সুতরাং লোকদ্দিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার এবং তাহাদিগের উন্মার্গগামিনী প্রবৃত্তি নিবর্ত্তিত করিবার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয়।।২০।।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।।২১।।

অন্বয়—শ্রেষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ লোক) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করিয়া থাকেন) ইতরঃ জনঃ (ইতর ব্যক্তি) তৎ তৎ এব (আচরতি) (সেই সেই আচরণ করিয়া থাকে); সঃ (তিনি) যৎ (যাহা) প্রমাণং কুরুতে (প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন) লোকঃ (লোক) তৎ (তাহা) অনুবর্ত্ততে (অনুবর্ত্তন করে)।।২১।।

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম আচরণ করেন, সাধারণ লোক

সেইরূপই করিয়া থাকেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অন্য লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।।২১।।

বিশ্বনাথ—লোকসংগ্রহপ্রকারমেবাহ—যদ্‌যদিতি।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—লোকসংগ্রহের প্রকার বলিতেছেন—'যদ্‌যৎ' ইত্যাদি।।২১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ শ্লোক দেখা যায়,—"যদ্‌যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।।"—ভাঃ ৬।২।৪, ('অপরে চানুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈঃ কৃতম্।।'—ভাঃ ২। ৮। ২৫, 'লোকোঽগ্রহীষ্যদৃষভস্য হি তৎ প্রমাণম্।।'—ভাঃ ৩।১৬।২৩, 'যদ্‌যচ্ছীর্ষণ্যাচরিতং তত্তদনুবর্ত্ততে লোকঃ'), ভাঃ ৫।৪।১৪।।২১।।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।।২২।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) মে (আমার) কর্ত্তব্যং (করণীয়) ন অস্তি (নাই) (যতঃ—যেহেতু) ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোকে) অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্তব্য) কিঞ্চন (কিছুমাত্র) ন অস্তি (নাই) তথাপি অহং (তথাপি আমি) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) বর্ত্তে এব চ (প্রবৃত্ত আছি)।।২২।।

অনুবাদ—হে পার্থ! আমার কোন করণীয় কর্ম্ম নাই, যেহেতু ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য কিছুই নাই তথাপি আমি কর্ম্মাচরণ করিতেছি।।২২।।

বিশ্বনাথ—অত্রাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ত্রিভিঃ।।২২।।

বঙ্গানুবাদ—এস্থলে আমিই দৃষ্টান্ত, এই কথা বলিতেছেন তিন শ্লোকে।।২২।।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।২৩।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) যদি অহং (যদি আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (সন্) (অনলস হইয়া) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) ন বর্ত্তেয়ং (প্রবৃত্ত না থাকি) (তাই—তাহা হইলে) হি (নিশ্চয়ই) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যসকল) সর্ব্বশঃ

(সর্ব্বতোভাবে) মম বর্ত্ম (আমার পথ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুবর্ত্তন করিবে) ।।২৩।।

অনুবাদ—হে পার্থ! যদি আমি কখন অনলস হইয়া কর্ম্ম না করি তাহা হইলে মানবগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পথ অনুকরণ করিবে।।২৩।।

বিশ্বনাথ—অনুবর্ত্তন্তে অনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ।।২৩।।

বঙ্গানুবাদ—অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ অনুকরণ করিবে, এই অর্থ।।২৩।।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।২৪।।

অন্বয়—চেৎ (যদি) অহং (আমি) কর্ম্ম ন কুর্য্যাং (কর্ম্ম না করি) (তদা—তবে) ইমে লোকাঃ (এই লোকসকল) উৎসীদেয়ুঃ (উৎসন্ন হইবে) চ (এবং) (অহং—আমি) সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করের) কর্ত্তা স্যাম্ (প্রবর্ত্তক হইব) (এবং অহমেব—এইরূপে আমিই) ইমাঃ প্রজাঃ (এই প্রজাগণকে) উপহন্যাম্ (বিনাশ করিব)।।২৪।।

অনুবাদ—যদি আমি কর্ম্ম না করি তাহা হইলে এই সকল লোক উৎসন্ন হইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্করের প্রবর্ত্তক হইব। এইরূপে আমিই এই প্রজাগণকে বিনাশ করিব।।২৪।।

বিশ্বনাথ—উৎসীদেয়ুর্মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ধর্ম্মমকুর্ব্বাণা ভ্রংশ্যেয়ুঃ। ততশ্চ বর্ণসঙ্করো ভবেত্তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যামেবমহমেব প্রজা হন্যাং মলিনাঃ কুর্য্যাম্।।২৪।।

বঙ্গানুবাদ—'উৎসীদেয়ুঃ'—উৎসন্ন হইবে অর্থাৎ আমার দৃষ্টান্ত অনুসারে ধর্ম্ম না করিয়া ভ্রষ্ট হইবে। তাহা হইতে বর্ণসঙ্কর হইবে, তাহারও আমি কর্ত্তা হইব; আমিই প্রজাগণকে হত্যা বা মলিন করিব ।।২৪।।

অনুবর্ষিণী—বর্ণসঙ্কর—ব্রাহ্মণাদি জাতির অনুলোম বা প্রতিলোমে জাত বর্ণ।

"অনুলোমজাত—বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি, বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, শূদ্রাতে নিষাদ ও পার্ষত। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য ও শূদ্রাঙ্গনাতে মাহিষ্য ও উগ্র (আগুরি) জাতি জন্মগ্রহণ করে। বৈশ্য হইতে

শূদ্রাতে করণ জাতি উৎপন্ন হয়।

প্রতিলোমজাত—'ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় হইতে সূত এবং বৈশ্য হইতে বৈদেহক জাতি জন্মে। ব্রাহ্মণীতে শূদ্র হইতে চণ্ডালজাতি উৎপন্ন হয়। ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বৈশ্য হইতে মাগধ জাতি এবং শূদ্র হইতে ক্ষত্তৃ জাতি জন্মগ্রহণ করে। শূদ্র হইতে বৈশ্যার গর্ভে অয়োগব জাতি হইয়াছে।"—গরুড় পুরাণ।

মলিন করিব অর্থাৎ পাপমলিন করিব।।২৪।।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্।।২৫।।

অন্বয়—ভারত! (হে ভারত!) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) সক্তাঃ (আসক্ত) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞলোকেরা) যথা (যে প্রকার) কুর্ব্বন্তি (কর্ম্ম করিয়া থাকে) লোকসংগ্রহম্ চিকীর্ষুঃ (লোকসংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক) বিদ্বান্ (জ্ঞানীব্যক্তিও) অসক্তঃ (সন্) (অনাসক্ত হইয়া) তথা কুর্য্যাৎ (সেইরূপ কর্ম্ম করিবে)।।২৫।।

অনুবাদ—হে ভারত! কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞগণ যে প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে, লোকহিতকামী আত্মজ্ঞব্যাক্তিও অনাসক্ত হইয়া সেই প্রকার কর্ম্ম করিবেন।।২৫।।

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতেন জ্ঞানিনাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুপসংহরতি—সক্তা ইতি।।২৫।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীরও কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এই উপসংহার করিতেছেন, 'সক্তাঃ' ইত্যাদি।।২৫।।

অনুবর্ষিণী—অজ্ঞ আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করে আর বিদ্বান্ অনাসক্ত ভাবে কার্য করেন। অতএব উভয়ের কর্ম্মের প্রকার ভিন্ন নহে, কেবল আসক্তি ও অনাসক্তি সম্বন্ধিনী নিষ্ঠাই পৃথক্।।২৫।।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম সংঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।২৬।।

অন্বয়—অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং (অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিদিগের) বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ (বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না) (অপিতু—বরং) বিদ্বান্ (বিদ্বান্ ব্যক্তি)

যুক্তঃ (সন্) (অবহিত হইয়া) সর্ব্ব কর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) সমাচরন্ (সম্যক্ আচরণ করিয়া) যোজয়েৎ (অজ্ঞদিগকে নিয়োজিত করিবেন)।।২৬।।

অনুবাদ—অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গিদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিবে না। বরং বিদ্বান্ ব্যক্তি অবহিত হইয়া সকল কর্ম্ম সম্যক্ আচরণ পূর্ব্বক অজ্ঞদিগকে নিযুক্ত করিবেন।।২৬।।

বিশ্বনাথ—অলং কর্ম্মজড়িম্না, ত্বং কর্ম্মসন্ন্যাসং কৃত্বা জ্ঞানাভ্যাসে-নাহমিব কৃতার্থী ভবেতি; বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ কর্ম্মসঙ্গি—নামশুদ্ধান্তঃকরণত্বেন কর্ম্ম স্বেবাসক্তিমতাম্; কিন্তু ত্বং কৃতার্থীভবিষ্যন্ নিষ্কামকর্ম্মৈব কুর্ব্বিতি কর্ম্মাণ্যেব যোজয়েৎ কারয়েৎ। অত্র কর্ম্মাণি সমাচরন্ স্বয়মেব দৃষ্টান্তীভবেৎ। ননু "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্নবক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিনোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ।।" (ভাঃ ৬।৯।৫০)—ইত্যজিতবাক্যেনৈতদ্বিরুধ্যতে, সত্যং; তৎ খলু ভক্ত্যুপদেষ্টৃকবিষয়মিদন্তু জ্ঞানোপদেষ্টৃক-বিষয়মিত্যবিরোধঃ, জ্ঞানস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যধীনত্বাৎ তচ্ছুদ্ধেস্তু নিষ্কাম-কর্ম্মাধীনত্বাৎ; ভক্তেস্তু স্বতঃ প্রাবল্যাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধিপর্য্যন্তানপেক্ষত্বাৎ। যদি ভক্তৌ শ্রদ্ধামুৎপাদয়িতুং শক্নুয়াৎ, তদা কর্ম্মিণাং বুদ্ধিভেদমপি জনয়েৎ; ভক্তৌ শ্রদ্ধাবতাং কর্ম্মানধিকারাৎ—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।" ইতি, "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ", ইতি, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি, "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি" ইত্যাদিবচনেভ্য ইতি বিবেচনীয়ম্।।২৬।।

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মজড়তার প্রয়োজন নাই, তুমি কর্ম্মসংন্যাস করিয়া জ্ঞানাভ্যাস পূর্ব্বক আমার ন্যায় কৃতার্থ হও। এই বলিয়া বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেনা, কর্ম্মসঙ্গিগণের অর্থাৎ অন্তঃকরণ অশুদ্ধ বলিয়া কর্ম্মেই আসক্তিবিশিষ্টগণের । কিন্তু তুমি পরে কৃতার্থ হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মই কর। কর্ম্মগুলিকে যোজনা করা বা করান উচিত। এক্ষেত্রে কর্ম্ম সমাচরণ করিয়া স্বয়ং দৃষ্টান্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি বল—'স্বয়ং নিঃশ্রেয়স বা চরম কল্যাণ জানিয়া সুধী, অজ্ঞব্যক্তিকে কর্ম্ম উপদেশ করেন না, যেমন

রোগী অপথ্য চাহিলেও সদ্বৈদ্য তাহা দেন না।"—(ভাঃ ৬।৯।৪৯)—ভগবান্ অজিত-কথিত এই উক্তির বিরুদ্ধ হয়, তাহা সত্য বটে, তবে তাহা ভক্তি-উপদেশমূলক বিষয়, ইহা কিন্তু জ্ঞান-উপদেশমূলক, এইজন্য বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞান অন্তঃকরণ-শুদ্ধির অধীন, সেই শুদ্ধি আবার নিষ্কাম কর্ম্মের অধীন। কিন্তু ভক্তি স্বতঃপ্রবলা বলিয়া অন্তঃকরণশুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। যদি ভক্তিতে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় তাহা হইলে কর্ম্মিগণের বুদ্ধিভেদও জন্মান উচিত। যেহেতু ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্‌জনের কর্ম্মে অধিকার নাই,—'সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, যতকাল না নির্ব্বেদ আসে, অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা যতদিন না উৎপন্ন হয়।' (ভাঃ ১১।২০।৯)। যে সমস্ত ধর্ম্ম সম্যক্ ত্যাগ করিয়া আমার ভজন করে, সে উত্তম সাধু—(ভাঃ ১১।১১।৩২), 'সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই শরণ লও'—(গীঃ ১৮।৬৬), 'স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া হরির চরণ ভজন করিতে করিতে যদি অপক্ক অবস্থায় পতন হয়' (ভাঃ ১।৫।১৭)—এই সকল বচন হইতে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।।২৬।।

অনুবর্ষিণী—কর্ম্মসঙ্গী—কর্ম্মের তাৎপর্য্য যে ভক্তি-উৎপাদক জ্ঞান, তাহা যিনি জানেন না, তিনি অজ্ঞ; সেই অজ্ঞতাবশতঃ কর্ম্মে যাহার আসক্তি, তিনি কর্ম্মসঙ্গী।

এইরূপ কর্ম্মসঙ্গিগণকে জ্ঞানিগণ কর্ম্মেই নিযুক্ত করিবেন। কেননা, অজ্ঞগণের বুদ্ধিকে বিচলিত করিলে কর্ম্মে শ্রদ্ধা হ্রাস পাইবে, আবার জ্ঞানেরও উৎপত্তি হইবে না, অতএব তাহারা উভয়তঃ ভ্রষ্ট হইবে।

কিন্তু ভক্তির উপদেষ্টৃবর্গ সকলকেই ভক্তির উপদেশ দিয়া কৃতকৃতার্থ করিবেন—"পুত্রাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ নৃপো গুরুঃ পিতা মল্লোককামো মদনুগ্রহার্থঃ। ইত্থং বিমন্যুরনুশিষ্যাদতজ্জ্ঞান্ন যোজয়েৎ কর্ম্মসু কর্ম্মমূঢ়ান্। কং যোজয়ন্ মনুজোঽর্থদং লভেত নিপাতয়ন্ নষ্টদৃশং হি গর্ত্তে।।" (ভাঃ৫।৫।১৫)। শ্রীঋষভদেব বলিলেন—আমার লোক ও কৃপাই একমাত্র প্রার্থনীয় হইলে পিতা পুত্রদিগকে, গুরু শিষ্যগণকে এবং রাজা প্রজাবর্গকে এই প্রকার শিক্ষাই দিবেন। উপদিষ্ট ব্যক্তি উপদেশানুসারে

কার্য্য না করিলেও তৎপ্রতি ক্রোধ করিবে না। কর্ম্মবিমূঢ় চিত্ত অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণকেও কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে না। মানবগণ মোহান্ধ ব্যক্তিগণকে কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া সংসারকূপে নিক্ষেপ করিলে, কি পুরুষার্থ লাভ হইবে?

'অন্যথা উপদেশে প্রত্যবায় বলিতেছেন'—শ্রীধর।

"গীতায় 'যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি' (৩।২৬) শ্লোকের উপদেশ—জ্ঞানোপদেষ্টার প্রতি ভক্ত্যুপদেষ্টার প্রতি নহে, জানিতে হইবে।"—শ্রীবিশ্বনাথ।।২৬।।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।২৭।।

অন্বয়—প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণের দ্বারা) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি (ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহ) (তানি—সেইসকল) অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কার দ্বারা বিমুগ্ধচিত্ত ব্যক্তি) অহম্ কর্ত্তা (আমি কর্ত্তা) ইতি (এই প্রকার) মন্যতে (মনে করে)।।২৭।।

অনুবাদ—প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কর্ম্মকে, অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তি আমি কর্ত্তা—আমি করিতেছি এই প্রকার অভিমান করে।।২৭।।

বিশ্বনাথ—ননু যদি বিদ্বানপি কর্ম্ম কুর্য্যাত্তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্য তয়োর্বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতের্গুণৈঃ কার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কর্ম্মাণি, তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি অবিদ্বান্ মন্যতে।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, যদি বিদ্বান্‌কেও কর্ম্ম করিতে হয়, তবে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্—এই উভয়ের কি পার্থক্য?—এই আশঙ্কা করিয়া তদুভয়ের বিশেষ দেখাইতেছেন—'প্রকৃতি' ইত্যাদি দুই শ্লোকে। প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা কার্য্য ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ বা কৃত কর্ম্মগুলিকে কর্ত্তৃরূপে আমি করিতেছি, অবিদ্বান্ এইরূপ মনে করে।।২৭।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ শ্লোক পাওয়া যায়—'স এব

যর্হি প্রকৃতেগুণৈস্বভিবিসজ্জতে। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।' (৩।২৭।২) এতৎপ্রসঙ্গে—'দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা। বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে।।'—(ভাঃ১১।১১।১০) অর্থাৎ অজ্ঞ পুরুষ প্রাক্তন কর্ম্মাধীন শরীরে অবস্থিত হইয়া 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অহঙ্কারহেতু গুণজাত কর্ম্মদ্বারা দেহাদিতে আবদ্ধ হইয়া থাকে।।২৭।।

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।২৮।।

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবাহো অর্জ্জুনঃ!) গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ (যিনি গুণকর্ম্ম-বিভাগের তত্ত্ব জানেন) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) গুণেষু (রূপাদি বিষয়েতে) বর্ত্তন্তে (রত আছে) ইতি (ইহা) মত্বা (মনে করিয়া) (সঃ) তু (তিনি কিন্তু) ন সজ্জতে (আসক্ত হন না)।।২৮।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো অর্জ্জুন! গুণ ও কর্ম্ম হইতে আত্মার পার্থক্য যিনি অবগত আছেন, সেই তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সকল বিষয়েতে রত, আমি তাহা হইতে পৃথক্—এইরূপ মনে করিয়া বিষয়ের কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না।।২৮।।

বিশ্বনাথ—গুণকর্ম্মণোঃ যৌ বিভাগৌ তয়োস্তত্ত্বং বেত্তীতি সঃ। তত্র গুণবিভাগঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, কর্ম্মবিভাগঃ সত্ত্বাদি-কার্য্যভেদা দেবতেন্দ্রিয়বিষয়াঃ। তয়োস্তত্ত্বং স্বরূপং তজ্জ্ঞস্তু তত্ত্ববিৎ। গুণাঃ দেবতাঃ প্রযোজ্যানীন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে। অহন্তু ন গুণঃ, নাপি গুণকার্য্যঃ কোঽপি, নাপি গুণেষু গুণকার্য্যেষু তেষু কোঽপি মে সম্বন্ধঃ ইতি মত্বা বিদ্বাংস্তু ন সজ্জতে।।২৮।।

বঙ্গানুবাদ—গুণকর্ম্মের যে দুইটী বিভাগ, তাহাদের তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি তত্ত্ববিৎ। তন্মধ্যে গুণবিভাগ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। কর্ম্মবিভাগ—সত্ত্বাদি কার্য্যভেদ দেবতা ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ। সেই দুইটীর তত্ত্ব বা স্বরূপ তত্ত্ববিৎ জানেন। গুণসমূহ বা দেবতাগণ প্রযোজ্য ইন্দ্রিয় চক্ষুঃ প্রভৃতি গুণসমূহে বা রূপাদি বিষয়সমূহে বর্ত্তমান থাকে। আমি কিন্তু গুণ নহি, কোনও গুণকার্য্যও নহি, আর গুণসমূহে বা সেই গুণকার্য্যসমূহে আমার সম্বন্ধ নাই, এই মনে করিয়া বিদ্বান্ আসক্ত হন না।।২৮।।

অনুবর্ষিণী—বিদ্বান ব্যক্তি প্রাকৃত গুণ ও কর্ম্মসমূহ হইতে আত্মাকে পৃথক জ্ঞানে কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্ম করেন। 'প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি'।।—গীঃ ১৩।৩০ (অর্থ তথায় দ্রষ্টব্য)।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন—'ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ। গৃহ্যমাণেষ্বহংকুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ।।' (ভাঃ ১১।১১।৯) অর্থাৎ রাগাদিদোষরহিত বিদ্বান্ ব্যক্তি গুণজাত ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ত্তৃক গুণজাত বিষয়সমূহ গৃহীত হইলেও 'আমি গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অহঙ্কার করেন না।।২৮।।

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।।২৯।।

অন্বয়—প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ (প্রাকৃত গুণাবিষ্ট ব্যক্তিগণ) গুণকর্ম্মসু (বিস্ময়ে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়), কৃৎস্নবিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) তান্ (সেই সকল) অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ (অজ্ঞ মন্দমতি ব্যক্তিগণকে) ন বিচালয়েৎ (বিচলিত করিবেন না)।।২৯।।

অনুবাদ—প্রাকৃত গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিষয়ে আসক্ত হয়। সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও মন্দমতি ব্যক্তিগণকে বিচলিত করিবেন না।।২৯।।

বিশ্বনাথ—ননু যদি জীবা গুণেভ্যো গুণকার্য্যেভ্যশ্চ পৃথগ্ভূতাস্তদসম্বন্ধাস্তর্হি কথং তে বিষয়েষু সজ্জন্তো দৃশ্যন্তে? তত্রাহ—প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সংমূঢ়াস্তদাবেশাৎ প্রাপ্তসংমোহাঃ যথা ভূতাবিষ্টো মনুষ্য আত্মানং ভূতমেব মন্যতে, তথৈবপ্রকৃতিগুণাবিষ্টাঃ জীবাঃ স্বান্ গুণানেব মন্যন্তে। অতো গুণকর্ম্মসু গুণকার্য্যেষু বিষয়েষু সজ্জন্তে। তানকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞঃ ন বিচালয়েৎ। ত্বং গুণেভ্যঃ পৃথগ্ভূতো জীবঃ, ন তু গুণ ইতি বিচারং প্রাপয়িতুং ন যতত্বে কিন্তু গুণাবেশনিবর্ত্তকং নিষ্কামকর্ম্মৈব কারয়েৎ। ন হি ভূতাবিষ্টো মনুষ্যস্ত্বং ন ভূতঃ; কিন্তু মনুষ্য এবেতি শতকৃত্বোঽপ্যুপদেশেন স্বাস্থ্যমাপদ্যতে কিন্তু তন্নিবর্ত্তকৌষধ-মণিমন্ত্রাদিপ্রয়োগৈরেবেতি ভাবঃ।।২৯।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, যদি জীবসমূহ গুণসকল ও গুণকার্য্যসকল হইতে

পৃথক্‌ভূত ও সম্বন্ধশূন্য, তাহা হইলে কেন তাহাদ্গিকে বিষয়সমূহে আসক্ত দেখা যায়? তাই বলিতেছেন—প্রকৃতির গুণসমূহ কর্ত্তৃক সংমূঢ় অর্থাৎ তাহাদের আবেশজন্য সংমোহপ্রাপ্ত, যেমন ভূতগ্রস্ত মনুষ্য আপনাকে ভূতই মনে করে, সেইরূপ প্রকৃতির গুণাবিষ্ট জীবগণ আপনাদ্গিকে গুণই মনে করে। অতএব গুণকর্ম্ম বা গুণকার্য্য বিষয়সমূহে আসক্ত হয়। সেই অকৃৎস্নবিদ্ অর্থাৎ মন্দমতিগণকে কৃৎস্নবিৎ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, বিচলিত করিবেন না। অর্থাৎ তুমি গুণ হইতে পৃথকভূত জীব, গুণ নহ এই বিচার প্রাপ্ত করিবার জন্য যত্ন করিবেন না। কিন্তু গুণাবেশ-নিবর্ত্তক নিষ্কাম কর্ম্মই করাইবেন। ভূতাবিষ্ট মনুষ্য তুমি, ভুত নও, কিন্তু মনুষ্যই—এইরূপ শতবার উপদেশ দিলে স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার নিবর্ত্তক-ঔষধ-মণিমন্ত্রাদি প্রয়োগদ্বারাই, এই ভাব।।২৯।।

অনুবর্ষিণী'—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ'—ইত্যাদির উপসংহারে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, ভূতাবিষ্ট পুরুষের স্বাস্থ্যপ্রাপ্তির জন্য যেমন তাহাকে ভূতনিবর্ত্তক ঔষধ-প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপের উপদেশ করিতে হয়, তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ প্রকৃতির গুণসমূহে আবিষ্ট অল্পজ্ঞ জীবকে ক্রমশঃ বৈদিক কর্ম্মযোগদ্বারা অধিকারী করিয়া উচ্চাধিকারস্থ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবেন।।২৯।।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ববিগতজ্বরঃ।।৩০।।

অন্বয়—অধ্যাত্মচেতসা (আত্মনিষ্ঠচিত্ত দ্বারা) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্ম্মমঃ (সর্ব্বত্র মমতাশূন্য) বিগতজ্বরঃ (ত্যক্তশোক) ভূত্বা (হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)।।৩০।।

অনুবাদ—আত্মনিষ্ঠ চিত্তদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম, সর্ব্বত্র মমতাশূন্য এবং শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর।।৩০।।

বিশ্বনাথ—তস্মাত্ত্বং ময়ি অধ্যাত্মচেতসা আত্মনীত্যর্থঃ। এবমধ্যাত্মমব্যয়ীভাবসমাসাৎ, ততশ্চ আত্মনি যচ্চেতস্তদধ্যাত্মচেতস্তেন আত্মনিষ্ঠেনৈব চেতসা, ন তু বিষয়নিষ্ঠেনেত্যর্থঃ। ময়ি কর্ম্মাণি

সংন্যস্যসমর্প্য নিরাশীর্নিষ্কামঃ নির্ম্মমঃ সর্ব্বত্র মমতাশূন্যো যুধ্যস্ব।।৩০।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব তুমি অধ্যাত্মচেতঃ দ্বারা অর্থাৎ আত্মায়। এইরূপ আত্মায়—অব্যয়ীভাব সমাসবদ্ধ অধ্যাত্ম। অতএব আত্মায় যে চেতঃ সেই অধ্যাত্মচেতঃ অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠাচিত্তদ্বারা, বিষয়নিষ্ঠাযুক্ত চিত্তদ্বারা নহে। আমাতে কর্ম্মসমূহ সংন্যস্ত বা সমর্পিত করিয়া, নিরাশী—নিষ্কাম, নির্ম্মম—সর্ব্ববিষয়ে মমতাশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর।।৩০।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্মাচরণের উপদেশ দিতেছেন। কর্ম্মসমূহ—লৌকিক এবং বৈদিক সর্ব্বপ্রকার। সর্ব্ববিষয়ে অর্থাৎ দেহ, পুত্র, ভ্রাতাদি এবং নিজেও মমতাশূন্য। যুদ্ধ কর অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম কর এই অভিপ্রায়।।৩০।।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ।।৩১।।

অন্বয়—শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান্) অনসূয়ন্তঃ (অসূয়ারহিত) যে মানবাঃ (যে সকল মানব) মে (আমার) ইদং মতং (এই অভিপ্রায়) নিত্যং (সর্ব্বদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরণ করে) তে অপি (তাহারাও) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্ম হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্তিলাভ করেন)।।৩১।।

অনুবাদ—শ্রদ্ধাবান্ অসূয়ারহিত যে মানবগণ আমার এই মতের সর্ব্বদা অনুসরণ করে তাহারাও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।।৩১।।

বিশ্বনাথ—স্বকৃতোপদেশে প্রবর্ত্তয়িতুমাহ—'যে মে'ইতি।।৩১।।

বঙ্গানুবাদ—স্বকৃত উপদেশে প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্য বলিতেছেন—'যে মে' ইত্যাদি।।৩১।।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।।৩২।।

অন্বয়—যে তু (যাহারা কিন্তু) অভ্যসূয়ন্তঃ (অসূয়া প্রকাশ পূর্ব্বক) মে (আমার) এতৎ মতম্ (এই মত) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুবর্ত্তন না করে) তান্ (সেই সকলকে) অচেতসঃ (বিবেকরহিত) সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্

(সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়) নষ্টান্ (নষ্ট) বিদ্ধি (জানিবে)।।৩২।।

অনুবাদ—যাহারা কিন্তু অসূয়াপ্রকাশপূর্ব্বক আমার এই মত অনুবর্ত্তন না করে তাহাদিগকে বিবেকরহিত, সর্ব্বজ্ঞান বঞ্চিত ও সর্ব্ব পুরুষার্থভ্রষ্ট বলিয়া জানিবে।।৩২।।

বিশ্বনাথ—বিপক্ষে দোষমাহ —যে ত্বিতি।।৩২।।

বঙ্গানুবাদ—বিপক্ষে দোষ বলিতেছেন—'যে তু' ইত্যাদি ।।৩২।।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।।৩৩।।

অন্বয়—জ্ঞানবান্ অপি (বিবেকবান্ ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ (স্বকীয় প্রকৃতির) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (চেষ্টা করে), ভূতানি (ভূতসকল) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতির অনুগমন করে) (অতঃ—অতএব) নিগ্রহঃ (নিগ্রহ) কিং কবিষ্যতি (কি করিবে?)।।৩৩।।

অনুবাদ—জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজস্বভাবনুরূপ কার্য্য করে। সমস্ত প্রাণী প্রকৃতির অনুগমন করিয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে?।।৩৩।।

বিশ্বনাথ—ননু রাজ্ঞ ইব তব পরমেশ্বরস্য মতমননুতিষ্ঠন্তঃ রাজকৃতাদিব ত্বৎকৃতান্নিগ্রহাৎ কিং ন বিভ্যতি? সত্যম্; যে খল্বিন্দ্রিয়াণি চারয়ন্তো বর্ত্তন্তে তে বিবেকিনোঽপি রাজ্ঞঃপরমেশ্বরস্য চ শাসনং মন্তুং ন শক্নুবন্তি। তথৈব তেষাং স্বভাবোঽভূদিত্যাহ—সদৃশমিতি। জ্ঞানবানপ্যেবং পাপে কৃতে সত্যেবং নরকো ভবিষ্যত্যেবং রাজদণ্ডো ভবিষ্যতি। এবং দুর্যশশ্চ ভবিষ্যতীতি বিবেকবানপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেশ্চিরন্তনপাপাভ্যাসোত্থদুঃখভারস্য সদৃশমনুরূপমেব চেষ্টতে। তস্মাৎ প্রকৃতিং স্বভাবং যান্তি অনুসরন্তি। তত্র নিগ্রহঃ তৎশাস্ত্রদ্বারা মৎকৃতো রাজকৃতো বা তেনাশুদ্ধচিত্তান্ উক্তলক্ষণো নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ শুদ্ধচিত্তান্ জ্ঞানযোগশ্চ সংস্কর্ত্তুং প্রবোধয়িতুং চ শক্নোতি। ন ত্বত্যন্তাশুদ্ধচিত্তান্; কিন্তু তানপি পাপিষ্ঠস্বভাবান্ যাদৃচ্ছিক-মৎকৃপোত্থভক্তিযোগ এব উদ্ধর্ত্তুং প্রভবেৎ; যদুক্তং স্কান্দে—"অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তে ক্ষণাৎ। নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমুচ্যতে"।।৩৩।।

বঙ্গানুবাদ—যদি প্রশ্ন হয় যে, রাজার মতের ন্যায় তোমার অর্থাৎ

পরমেশ্বরের অভিপ্রায় অনুষ্ঠান না করিলে রাজার কৃত নিগ্রহের ন্যায় তোমাকৃত নিগ্রহের ভয় হয় না কি? তাহা সত্য, তবে যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে চরাইয়া থাকে তাহারা বিবেকী হইলেও রাজার ও পরমেশ্বরের শাসন মানিতে পারে না। সেইরূপ তাহাদের স্বভাব হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন—'সদৃশ' ইত্যাদি। এইরূপ পাপ কৃত হইলে নরক হয় ও রাজদণ্ড হয় ইহা জানিয়াও এবং দুর্যশ বা নিন্দা হইবে এরূপ বিবেকবান্ হইয়াও স্বীয় প্রকৃতির চিরন্তন পাপাভ্যাসজনিত দুঃখভারের সদৃশ বা অনুরূপ চেষ্টাই করিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতি বা স্বভাবকে গমন বা অনুসরণ করে। সে স্থলে নিগ্রহ তদুপযোগী শাস্ত্র সহযোগে আমার কৃত বা রাজার কৃত শাসন অশুদ্ধচিত্ত জনগণকে কথিতলক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, আর শুদ্ধচিত্তগণকে জ্ঞানযোগ সংস্কার করিতে ও প্রতিবোধিত করিতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অশুদ্ধচিত্তগণকে নহে। কিন্তু সেই সমস্ত পাপিষ্ঠ-স্বভাব ব্যক্তিকেও যদৃচ্ছাক্রমে আমার কৃপা-জনিত ভক্তিযোগই উদ্ধার করিতে সমর্থ, যেরূপ স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে—"হে দেবর্ষে, আপনি ধন্য, যে আপনার কৃপায় ক্ষণকাল মধ্যেই নীচ ব্যাধও উৎপুলক হইয়া (ভগবচ্চরণে) রতিলাভ করিয়াছে।" ৩৩।।

অনুবর্ষিণী—অজিতেন্দ্রিয় বিবেকী ব্যক্তিও শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না—"স্তম্ভয়ন্নাত্মনাত্মানং যাবৎসত্ত্বং যথাশ্রুতম্। ন শশাক সমাধাতুং মনো মদনবেপিতম্।।" (ভাঃ ৬।১।৬২) অজামিলের যতটুকু ধৈর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তাহার সাহায্যে ও নিজবুদ্ধি বলে তিনি আপনার চিত্তকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মদনবেগ-কম্পিত মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেন না।

কিন্তু সাধুসঙ্গপ্রভাবে প্রবল দুর্ব্বাসনাও নিবর্ত্তিত হয়—'সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ'। (ভাঃ ১১।২৬।২৬)। সাধুগণই উপদেশবচনদ্বারা ইহার মনের বিরুদ্ধা আসক্তি বিনাশ করিয়া থাকেন। "ব্যাসঙ্গ—বিরুদ্ধাসক্তি। সন্ত 'এব' কারদ্বারা সুকৃতি, তীর্থ, দেব, শাস্ত্রজ্ঞানাদির তাদৃশ সামর্থ নাই, ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

"এরূপ মনে করিবে না যে, বিদ্বান্ পুরুষ অনাত্ম ও আত্মবিচারপূর্ব্বক

প্রাকৃত গুণ-কর্ম্মকে সহসা ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিলেই তাহার মঙ্গল হইবে। জ্ঞানবান্ হইলেও বদ্ধ জীব স্বীয় বহুকালাদৃত প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করিবে, সহসা নিগ্রহ করিলেই যে প্রকৃতি-পরিত্যাগ হয়, তাহা নহে; বদ্ধ জীবসকল সহজেই বহুকালাভ্যস্ত-চেষ্টারূপা প্রকৃতিকেই অবলম্বন করিবে। এই প্রকৃতি-ত্যাগের উপায় এই যে, সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া তদনুযায়ী কর্ম্মসকল একটু সতর্কতার সহিত করিতে থাকিবে। ভক্তিযোগ-লক্ষণযুক্ত বৈরাগ্য যে পর্য্যন্ত হৃদ্গত না হয়, সে পর্য্যন্ত নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগই একমাত্র শ্রেয়ঃ পন্থা, যেহেতু তাহাতে স্বধর্ম্মপালন ও স্বধর্ম্ম-সংস্কার, উভয় ফলই যুগপৎ সম্ভব। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে উৎপথ-গমনই চরম ফল হয়। যে স্থলে মৎকৃপা ও ভক্তকৃপাদ্বারা ভক্তিযোগ হৃদ্গত হয়, সে স্থলে মদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা লাভবশতঃই এরূপ স্বধর্ম্ম-পালন বিধির অবসর হয় না। তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই এই মদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগই শ্রেয়ঃ।"—শ্রীভক্তি বিনোদ।।৩৩।।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।।৩৪।।

অন্বয়—ইন্দ্রিয়স্য (ইন্দ্রিয়ের) ইন্দ্রিয়স্য অর্থে (স্ব স্ব বিষয়ে) রাগদ্বেষো (রাগ এবং দ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবী) (অতঃ—অতএব) তয়োঃ (তাহাদিগের) বশং ন আগচ্ছেৎ (অধীন হইবে না) হি (যেহেতু) তৌ (রাগ ও দ্বেষ) অস্য (পুরুষার্থ সাধকের) পরিপন্থিনৌ (প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শত্রু)।।৩৪।।

অনুবাদ—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ বিশেষভাবে অবস্থিত আছে। অতএব তাহাদিগের অধীন হইবে না। যেহেতু পুরুষার্থ সাধকের পক্ষে তাহারা পরম শত্রু।।৩৪।।

বিশ্বনাথ—যস্মাদদঃস্বভাবেষু লোকেষু বিধিনিষেধশাস্ত্রং ন প্রভবতি, তস্মাৎ যাবৎ পাপাভ্যাসোত্থ-দুঃস্বভাবো নাভূত্তাবদ্ যথেষ্টমিন্দ্রিয়াণি ন চারয়েদিত্যাহ—ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সা প্রত্যেকং; সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামর্থে স্ব স্ব বিষয়ে পরস্ত্রীমাত্রগাত্রদর্শনস্পর্শন-তৎসম্প্রদানক-দ্রব্যদানাদৌ

শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি রাগঃ তথা গুরুবিপ্রতীর্থাতিথিদর্শনস্পর্শন-পরিচরণ-তৎসমপ্রদানক-ধনবিতরণাদৌ শাস্ত্রবিহিতেঽপি দ্বেষ ইত্যেতৌ বিশেষেণাবস্থিতৌ বর্ত্তেতে; তয়োর্বশমধীনত্বং ন প্রাপ্নুয়াৎ;যদ্বা, ইন্দ্রিয়ার্থে স্ত্রীদর্শনাদৌ রাগঃ তৎপ্রতিঘাতে কেনচিৎ কৃতে সতি দ্বেষ ইতি অস্য পুরুষার্থসাধকস্য ক্বচিত্তু মনোঽনুকূলেঽর্থে সুরস-স্নিগ্ধান্নাদৌ রাগঃ; মনঃ প্রতিকূলেঽর্থে বিরস-রুক্ষান্নাদৌ দ্বেষঃ; তথা স্বপুত্রাদি-দর্শন শ্রবণাদৌ রাগঃ, বৈরিপুত্রাদি-দর্শনশ্রবণাদৌ দ্বেষঃ;—তয়োর্বশং ন গচ্ছেদিতি ব্যাচক্ষতে।।৩৪।।

বঙ্গানুবাদ—যেহেতু দুঃস্বভাব লোকসমূহের উপর বিধিনিষেধ শাস্ত্রের ক্ষমতা নাই, সেইজন্য যত দিন না পাপাভ্যাসজনিত দুঃস্বভাব উৎপন্ন হয়, ততদিন যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়-পরিচালন উচিত নয়, ইহাই বলিতেছেন—ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য' ইত্যাদি। এস্থলে বীপ্সা বা পুনরুল্লেখ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটীরই অর্থে—নিজ নিজ বিষয়ে পরস্ত্রীমাত্রেরই গাত্রদর্শন, স্পর্শন, তাহাকে সংপ্রদান মূলক দ্রব্যদানাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও তাহাতে অনুরাগ এবং গুরু, বিপ্র, তীর্থ ও অতিথির দর্শন, স্পর্শন, পরিচর্য্যা, তাঁহাদ্গিকে সংপ্রদানমূলক ধন বিতরণাদি শাস্ত্রবিহিত হইলেও তাহাতে দ্বেষ—এই দুইটী বিশেষভাবে অবস্থিত বা আছে। এই দুইটীর বশ বা অধীনতা প্রাপ্ত হওয়া উচিত নহে। অথবা ইন্দ্রিয়ার্থ স্ত্রীদর্শনাদিতে রাগ, কেহ তাহার প্রতিঘাত করিলে দ্বেষ, এইরূপ পুরুষার্থ সাধকের মনের কোনও অনুকূল অর্থে—সুরস, সুস্নিগ্ধ অন্নাদিতে রাগ, মনের প্রতিকূল অর্থে—বিরস, রুক্ষ অন্নাদিতে দ্বেষ, সেইরূপ নিজ পুত্রাদিদর্শনশ্রবণাদিতে রাগ, শত্রুপুত্রাদি দর্শন-শ্রবণাদিতে দ্বেষ। ইহাদের (রাগ ও দ্বেষের) বশ্যতা প্রাপ্ত হওয়া উচিত নহে, ইহাই ব্যাখ্যাত হইতেছে।।৩৪।।

অনুবর্ষিণী—"যদি বল, ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয় স্বীকার করিলে জীবের অধিকতর বিষয়বন্ধনই সম্ভব, কর্ম্মমুক্তি সম্ভব হইবে না,তাহা শ্রবণ কর। বিষয়সকলই যে জীবের বিরোধী, তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগ-দ্বেষ, তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগ-দ্বেষকে বশীভূত করিবে; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি

বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না। যে পর্যন্ত প্রাকৃত দেহ আছে, সে পর্য্যন্ত বিষয়স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু সেই সেই কার্য্যে দেহাত্মাভিমান বশতঃ যে সকল রাগ-দ্বেষ ঘটিয়া তাকে, তাহা খর্ব্ব করিতে করিতে তুমি বিষয়-বৈরাগ্য লাভ করিবে। বিষয় সম্বন্ধে যে ভগবৎ সম্বন্ধী রাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তুতে বা কার্য্যে রাগ ও ভক্তিবিঘাতক বস্তু বা কার্য্যে দ্বেষ, তাহা দমন করিতে উপদেশ দিলাম না, কিন্তু আত্মসুখসম্বন্ধী রাগ ও দ্বেষকে বশীভূত করিবার উপদেশ করিলাম মাত্র, জানিবে।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

ইন্দ্রিয়ের অর্থে—ইন্দ্রিয়বর্গ দুই প্রকার—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শে এবং বাক্, পাণি , পাদ, পায়ু ও উপস্থ যথাক্রমে ভাষণ, গ্রহণ, গমন, উৎসর্গ, আনন্দ প্রভৃতি অর্থে।।৩৪।।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বর্ধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।।৩৫।।

অন্বয়—স্বনুষ্ঠিতাৎ (সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্ম অপেক্ষা) বিগুণঃ (অপি) (অঙ্গহীন হইলেও) স্বধর্ম্মঃ (স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। স্বধর্ম্মে (ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদিরূপ ধর্ম্মে) নিধনং (মরণ) শ্রেয়ঃ (ভাল), পরধর্ম্মঃ (পর ধর্ম্ম) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল)।।৩৫।।

অনুবাদ—সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানকারীর মরণও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়সঙ্কুল।।৩৫।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ যুদ্ধরূপস্য ধর্ম্মস্য যথাবদ্রাগদ্বেষরাহিত্যেন কর্ত্তু-মশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাৎ ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণঃ কিঞ্চিদ্দোষবিশিষ্টোঽপি সম্যগনুষ্ঠাতুমশক্যোঽপি পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাঙ্গ্যেবানুষ্ঠাতুং শক্যাদপি সর্ব্বগুণপূর্ণাদপি সকাশাৎ শ্রেয়ান্। তত্র হেতুঃ—স্বধর্ম্ম ইত্যাদি; "বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ। অধর্ম্ম-শাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ।।" (ভাঃ ৭।১৫।১২) ইতি সপ্তমোক্তেঃ।।৩৫।।

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর যুদ্ধরূপ ধর্ম্ম যথাবৎ রাগদ্বেষাদি রহিত বলিয়া তাহা করিতে অসমর্থতাপ্রযুক্ত, আর পরধর্ম্ম অহিংসাদি সহজসাধ্য বলিয়া ও ধর্ম্মরূপে দৃষ্ট বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক অর্জ্জুনের প্রতি বলিতেছেন—'শ্রেয়ান্' ইত্যাদি। বিগুণ অর্থাৎ কিঞ্চিদ্দোষবিশিষ্ট ও সম্যক্ অনুষ্ঠানে অশক্য (করিতে অসমর্থ) বলিয়া স্বনুষ্ঠিত অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের যোগ্য। সর্ব্বগুণপূর্ণ ও পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহার কারণ—'স্বধর্ম্মে' ইত্যাদি। "বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, আভাস, উপমা এবং ছলধর্ম্ম—এই পাঁচটী অধর্ম্মবৃক্ষের শাখা। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাদ্গিকে নিষিদ্ধবৎ ত্যাগ করিবেন।" (ভাঃ ৭।১৫।১২) শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধস্থ এই উক্তি অনুসারে।।৩৫।।

অনুবর্ষিণী—ব্রাহ্মণের অহিংসাদি এবং ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদিই স্বধর্ম্ম। সুতরাং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বধর্ম্মে—যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্তি নিধন অর্থাৎ মরণও স্বর্গাদি-প্রাপক বলিয়া শ্রেষ্ঠ।

অতএব "স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে উচ্চধর্ম্ম লাভ করিবার পূর্ব্বেই যদি মরণ হয়, তাহাও মঙ্গলজনক, যেহেতু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় হয় না। তবে নির্গুণ ভক্তি উপস্থিত হইলে স্বধর্ম্মত্যাগে কোন আপত্তি হয় না, যেহেতু তখন জীবের নিত্যধর্ম্মই (আত্মধর্ম্ম) স্বধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়, ঔপাধিক (দেহ মনোধর্ম্ম) স্বধর্ম্ম তখন পরধর্ম্ম হইয়া পড়ে।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।৩৫।।

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।৩৬।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)—অথ (অনন্তর) বার্ষ্ণেয়! (বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণ!) অনিচ্ছন্ অপি (ইচ্ছা না থাকিলেও) অয়ং পূরুষঃ (এই পুরুষ) কেন (কাহাকর্ত্তৃক) প্রযুক্ত (সন্) (প্রেরিত হইয়া) বলাৎ (বলপূর্ব্বক) নিয়োজিতঃ ইব (যেন নিয়োজিতের ন্যায়) পাপং চরতি (পাপ করে?)।।৩৬।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন—অতঃপর হে বার্ষ্ণেয়! ইচ্ছা না

করিলেও এই পুরুষ কাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিতের ন্যায় পাপ করে?।।৩৬।।

বিশ্বনাথ—যদুক্তং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতাবিত্যত্র শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপীন্দ্রিয়ার্থে পরস্ত্রীসম্ভোগাদৌ রাগ ইত্যত্র পৃচ্ছতি—অথেতি। কেন প্রয়োজককর্ত্রা অনিচ্ছন্নপি বিধিনিষেধশাস্ত্রার্থজ্ঞানবত্ত্বাৎ পাপে প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছারহিতোঽপি বলাদিবেতি প্রয়োজক-প্রেরণবশাৎ প্রযোজ্যস্যাপি ইচ্ছা সম্যগুৎপদ্যত ইতি ভাবঃ।।৩৬।।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে 'রাগদ্বেষ ব্যবস্থিত'—এস্থলে শাস্ত্রনিষিদ্ধ ইন্দ্রিয়ার্থ পরস্ত্রী-সম্ভোগাদিতে রাগ, এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। কাহাদ্বারা প্রয়োজিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিধি নিষেধ শাস্ত্রার্থজ্ঞান থাকা অবস্থাতেও পাপে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছারহিত হইলেও যেন বলপ্রয়োগে—এই প্রয়োজক কর্ত্তৃক প্রেরণাবশে প্রযোজ্য (অর্থাৎ যাহার উপর প্রেরণা আসে)—তাহারও ইচ্ছা সম্যক্ উৎপন্ন হয়, এই ভাব।।৩৬।।

অনুবর্ষিণী—ভক্ত অর্জ্জুন বলিলেন—হে বার্ষ্ণেয়! আমার মাতামহের কুলে বৃষ্ণিবংশে আপনি যখন কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন আমি কদাপি আপনার উপেক্ষণীয় নহি। আপনি বলিয়াছেন আত্মা বা জীব জড়গুণ ও জড়সম্বন্ধ হইতে পৃথক্। তাহাতে জীবের স্বভাবে যখন পাপাচরণ নাই তখন কে জীবকে পাপে রত করে?।।৩৬।।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।৩৭।।

অন্বয়—ভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)—রজঃ গুণ সমুদ্ভবঃ (রজগুণ হইতে উৎপন্ন) মহাশনঃ (দুষ্পুরণীয়) মহাপাপ্মা (অত্যুগ্র) এষঃ কামঃ (এই কাম) এষঃ ক্রোধঃ (এই ক্রোধ) ইহ (মুক্তিপথে) এনম্ (কামকে) বৈরিণং (শত্রু) বিদ্ধি (জানিবে)।।৩৭।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—রজগুণ হইতে সমুদ্ভুত দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র এই কাম ও ক্রোধ—ইহাকে মোক্ষপথে জীবের

প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে।।৩৭।।

বিশ্বনাথ—এষ কাম এব বিষয়াভিলাষাত্মকঃ পুরুষং পাপে প্রবর্ত্তয়তি তেনৈব প্রযুক্তঃ পুরুষঃ পাপং চরতীত্যর্থঃ। এষ কাম এব পৃথক্‌ত্বেন দৃশ্যমান এষ প্রত্যক্ষঃ ক্রোধো ভবতি। কাম এব কেনচিৎ প্রতিহতো ভূত্বা ক্রোধাকারেণ পরিণমতীত্যর্থঃ। কামো রজোগুণসমুদ্ভব ইতি রাজসাৎ কামাদেব তামসঃ ক্রোধো জায়ত ইত্যর্থঃ। কামস্যাপেক্ষিতপূরণেন নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—মহাশনঃ মহদশনং যস্য সঃ। "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ।।" ইতি স্মৃতেঃ, কামস্যাপেক্ষিতং পূরয়িতুমশক্যমেব। ননু দানেন সন্ধাতুমশক্যশ্চেৎ সামভেদাভ্যাং স স্ববশীকর্ত্তব্যঃ? তত্রাহ—মহাপাপ্মা অত্যুগ্র।।৩৭।।

বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়াভিলাষাত্মক কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্ত করে। তদ্দ্বারা প্রযুক্ত পুরুষ পাপ আচরণ করে, এই অর্থ। এই কামই পৃথক্ ভাবে দৃষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ ক্রোধ হইয়া দাঁড়ায়। কামই কোন কিছু দ্বারা প্রতিহত হইয়া ক্রোধাকারে পরিণত হয়, এই অর্থ। কাম রজঃগুণসমুদ্ভব, এই রাজস কাম হইতে তামস ক্রোধ জন্মে, এই অর্থ। কামের ঈপ্সিত পূরণ দ্বারা নিবৃত্তি হইবে কি না, যদি এই প্রশ্ন হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—মহাসন—যাহার মহৎ অসন (ভোগ), 'পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু স্ত্রী আছে, সে সমুদয়ও একেরই পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, এই মনে করিয়া শমতা লাভ করা উচিত'—এই স্মৃতি-উক্তি অনুসারে কামের অপেক্ষিত বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সামর্থ্যের অতীত। আচ্ছা, দান দ্বারা সন্ধির সুযোগ না হইলে সাম ও ভেদ দ্বারা উহাকে স্ববশে আনিতে হইবে—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—মহাপাপ্মা অর্থাৎ অত্যুগ্র।।৩৭।।

অনুবর্ষিণী—মহাশন—যাহার মহৎ ভোজন অর্থাৎ দুষ্পূর—'কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরম্'—(গীঃ ১৬।১০।)

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়—"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। ন দুহ্যন্তি মনঃ প্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে"।। (ভাঃ ৯।১৯।১১) 'কামহতত্বই অপূর্ণকামত্বের কারণ'—বিশ্বনাথ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—'অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম, নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ'। কল্যাণকল্পতরু।

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই চারিটী নীতির মধ্যে সাম, দান ও ভেদদ্বারা যখন কামকে স্ববশে আনা যায় না, তখন বক্ষ্যমাণ দণ্ড-নীতি দ্বারা সে দমনীয়।।৩৭।।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।৩৮।।

অন্বয়—যথা (যে প্রকার) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) আব্রিয়তে (আবৃত থাকে), আদর্শঃ (দর্পণ) মলেন (ময়লার দ্বারা) চ (এবং) যথা (যে প্রকার) উল্বেন (জরায়ু দ্বারা) গর্ভঃ (গর্ভ) আবৃতঃ (আবৃত থাকে) তথা (সেই প্রকার) তেন (কাম দ্বারা) ইদম্ (জগৎ) আবৃতম্ (আবৃত থাকে)।।৩৮।।

অনুবাদ—যে প্রকার ধূমের দ্বারা অগ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেই প্রকার কামের দ্বারা এই জগৎ আচ্ছন্ন থাকে।।৩৮।।

বিশ্বনাথ—ন চ কস্যাচিদেবায়ং বৈরী; অপি তু সর্ব্বস্যৈবেতি সদৃষ্টান্তমাহ—ধূমেনেতি। কামস্যাগাঢ়ত্বে গাঢ়ত্বেঽতিগাঢ়ত্বে চ ক্রমেণ দৃষ্টান্তাঃ—ধূমেনাবৃতোঽপি মলিনো বহ্নির্দাহাদিলক্ষণং স্বকার্য্যন্তু করোতি। মলেনাবৃতো দর্পণস্তু স্বচ্ছতা-ধর্ম্ম-তিরোধানাৎ বিম্বগ্রহণং স্বকার্যং ন করোতি, স্বরূপতস্তু উপলভ্যতে। উল্বেন জরায়ুনা আবৃতো গর্ভস্তু স্বকার্য্যং করচরণাদিপ্রসারণং ন করোতি, ন বা স্বরূপত উপলভ্যত ইতি। এবং কামস্যাগাঢ়ত্বে পরমার্থস্মরণং কর্ত্তুং শক্নোতি, গাঢ়ত্বে ন শক্নোত্যতিগাঢ়ত্বে ত্বচেতনমেব স্যাদিদং জগদেব।।৩৮।।

বঙ্গানুবাদ—উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের শত্রু নহে, কিন্তু সকলেরই, ইহা দৃষ্টান্ত সহিত বলিতেছেন—অগ্নি ধূমে আবৃত ও মলিন হইলেও কিন্তু দাহাদিলক্ষণ নিজকার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু মলাদ্বারা আবৃত দর্পণের স্বচ্ছতাধর্ম্ম চলিয়া যায়, নিজ কার্য্য বিম্বগ্রহণ তাহা করে না, কিন্তু স্বরূপতঃ নিন্দিত হয়। উল্ব বা জরায়ুদ্বারা আবৃত গর্ভ (গর্ভস্থ শিশু) স্বীয়

কার্য করচরণাদি প্রসারণ, তাহা করে না, অথচ স্বরূপতঃ নিন্দিত হয় না। এইরূপ কাম গাঢ় না হইলে পরমার্থ স্মরণ করা যায়, গাঢ় হইলে আর হয় না। অতি গাঢ় হইলে কিন্তু এই জগৎ অচেতনই হইয়া যায়।।৩৮।।

অনুবর্ষিণী—মৃদু, মধ্য ও তীব্রভেদে ত্রিবিধ কামদ্বারা বহির্ম্মুখ জীবগণের জ্ঞান আবৃত আছে। তন্মধ্যে মৃদু কামদ্বারা আবৃত জ্ঞান কথঞ্চিৎ তত্ত্বার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ, মধ্য কামদ্বারা আবৃত জ্ঞান তাহাও সমর্থ নয়। আর তীব্রকামাবৃত জ্ঞানের কোন প্রতীতিই হয় না।

"সেই কামই এই জগতকে কোন স্থলে কিঞ্চিৎ শিথিলরূপে, কোন স্থলে গাঢ়রূপে এবং কোনস্থলে অত্যন্ত গাঢ়রূপে আবৃত করিয়াছে। উদাহরণস্থল দিয়া বলি, শ্রবণ কর। ধূমাবৃত বহ্নির ন্যায় জীব-চৈতন্য কামকর্ত্তৃক কিয়ৎ পরিমাণে শিথিলরূপে আবৃত থাকায় ভগবৎস্মরণাদি কার্য্য করিতে পারে। এস্থলে মুকুলিত-চেতনরূপে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগাশ্রিত জীবের অবস্থিতি। ময়লাচ্ছন্ন আদর্শের ন্যায় জীব-চৈতন্য গাঢ়রূপে আবৃত হইয়া নররূপে অবস্থিতিকালেও পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে না। এস্থলে সঙ্কোচিত চেতনস্বরূপে নিতান্ত নৈতিক ও নাস্তিকাদি জীবগণের অবস্থিতি। তাহারা—পশুপক্ষীর তুল্য। উল্বদ্বারা আবৃত গর্ভের ন্যায় জীব-চৈতন্য কামকর্ত্তৃক অতি গাঢ়রূপে আবৃত হইয়া আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষাদিভাবে অবস্থিতি করে।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।৩৮।।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।।৩৯।

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিদিগের) নিত্য বৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) দুষ্পূরেণ (দুষ্পূরণীয়) অনলেন চ (ইব) (অনলের ন্যায়) কামরূপেণ (কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা) জ্ঞানম্ (বিবেকজ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হয়)।।৩৯।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিগণের চিরশত্রু এই দুষ্পূরণীয় অনলের ন্যায় কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা বিবেকজ্ঞান আবৃত হয়।।৩৯।।

বিশ্বনাথ—কাম এব হি জীবস্যাবিদ্যা ইত্যাহ—আবৃতমিতি। নিত্যবৈরিণা ইত্যতোঽসৌ সর্ব্বপ্রকারেণ হন্তব্য ইতি ভাবঃ। কামরূপেণ

কামাকারেণাজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। চ-কারঃ—ইবার্থে; অনলো যথা হবিষা পূরয়িতুমশক্যস্তথা কামোঽপি ভোগেনেত্যর্থঃ। যদুক্তং—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।।"ইতি।।৩৯।।

বঙ্গানুবাদ—কামই জীবের অবিদ্যা—ইহাই বলিতেছেন, 'আবৃত' ইত্যাদি। নিত্যবৈরী—এই হেতু উহাকে সর্ব্বপ্রকারেই নাশ করা প্রয়োজন—এই ভাব। কামরূপ—কামাকার অজ্ঞান, এই অর্থ। 'চ' এখানে ন্যায় বা মত অর্থে ব্যবহৃত। যেমন অনলকে ঘৃতদ্বারা পূর্ণ বা তৃপ্ত করিতে পারা যায় না, সেইরূপ কামও ভোগদ্বারা তৃপ্ত হয় না, এই অর্থ। যেমন উক্ত হইয়াছে—'ঘৃতদ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় না, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশম প্রাপ্ত হয় না।' ভাঃ ৯।১৯।১১ ।।৩৯।।

অনুবর্ষিণী—কাম, শোক ও সন্তাপের কারণ বলিয়া উহাকে অগ্নির সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হয় না—'কামানলং মধুলবৈঃ শময়ন্ দুরাপৈঃ।' (ভাঃ৭।৯।২৫,) 'সেবমানো ন চাতুষ্যদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ' (ভাঃ ৯।৬।৪৮)—সৌভরী বিষয়ভোগ করিয়াও ঘৃতবিন্দু সংযোগে অনলের ন্যায় শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। 'ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভীর্যথা।'—(ভাঃ ১১।২৬।১৪)।

"আমি ভগবান্ যেমন চিৎপদার্থ, জীবও তদ্রূপ চিৎপদার্থ। আমাতে ও জীবেতে স্বরূপভেদ এই যে, আমি পূর্ণস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান; জীব—অণুচৈতন্য এবং মদ্দত্ত-শক্তিদ্বারা ক্রিয়াসমর্থ হয়। আমার নিত্যদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম; তাহারই নাম 'প্রেম' বা 'নিষ্কাম জৈবধর্ম্ম'। চেতন পদার্থমাত্রই স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র। শুদ্ধজীবও স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র, অতএব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার নিত্যদাস। 'কাম' বা 'অবিদ্যা' যাহাকে বলি, তাহা সেই বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতি। যে সকল জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা আমার দাস্য অঙ্গীকার না করে, তাহারা সুতরাং সেই পবিত্র তত্ত্বের অপগত-ভাবরূপ কামকেই বরণ করে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আবৃত হইতে

হইতে আচ্ছাদিত-চেতনস্বরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে। ইহারই নাম জীবের 'কর্ম্মবন্ধ' বা 'সংসার-যাতনা'। —শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।৩৯।।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।।৪০।।

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) মনঃ (মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অস্য (এই কামের) অধিষ্ঠানম্ (আশ্রয়) উচ্যতে (কথিত হয়)। এষঃ (কাম) এতৈঃ (ইহাদিগেরদ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছন্ন করিয়া) দেহিনম্ (জীবকে) বিমোহয়তি (বিমোহন করে)।।৪০।।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়। এই কাম ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে বিমোহিত করে।।৪০।।

বিশ্বনাথ—ক্বাসৌ তিষ্ঠত্যত আহ—ইন্দ্রিয়ানীতি। অস্য বৈরিণঃ কামস্য অধিষ্ঠানং মহাদুর্গরাজধান্যঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তু তস্য রাজ্ঞো দেশা ইতি ভাবঃ। এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিঃ। দেহিনং জীবম্।।৪০।।

বঙ্গানুবাদ—উহা কোথায় থাকে, তাই বলিতেছেন—'ইন্দ্রিয়াণি' ইত্যাদি। এই শত্রু কামের অধিষ্ঠান মহাদুর্গরাজধানী। শব্দাদি বিষয়সমূহ সেই রাজার দেশ বা রাজ্য, এই ভাব। ইহাদিগের দ্বারা—ইন্দ্রিয়গণদ্বারা। দেহী—জীব।।৪০।।

অনুবর্ষিণী—শত্রুর অধিষ্ঠান জানিতে পারিলে তাহাকে সুখে জয় করা যায় বলিয়া শ্রীভগবান্ ইন্দ্রিয়গণকেই কামের অধিষ্ঠান জানাইতেছেন।

ইন্দ্রিয়াণি—শব্দাদিগ্রাহক শ্রোত্রাদি, বচনাদিজনক বাগাদি ইন্দ্রিয়বর্গ। কাম—প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতিরূপ; ইন্দ্রিয়বর্গ—মহাদুর্গসংবেষ্টিত রাজধানীস্বরূপ এবং বিষয়সমূহ—সেই রাজার রাজ্য বা জনপদস্বরূপ।

"বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ জীব দেহ ধারণপূর্ব্বক 'দেহী' নামে বিখ্যাত। সেই কাম তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ অধিষ্ঠানদ্বারা জৈবজ্ঞান আবৃত করিয়া রাখে। বিশুদ্ধ অহঙ্কারস্বরূপ অণুচৈতন্য জীবকে, কামের সূক্ষ্মতত্ত্ব যে অবিদ্যা, তাহা প্রথমে প্রাকৃত-অহঙ্কাররূপ প্রথম আবরণ প্রদান করিলে প্রাকৃত-বুদ্ধিই অধিষ্ঠানরূপে কার্য্য করে। পরে প্রাকৃত-অহঙ্কার পরিপক্ক

হইয়া মনোরূপী দ্বিতীয়াধিষ্ঠান প্রদান করে। মন বিষয়াভিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়রূপ তৃতীয়াধিষ্ঠান প্রস্তুত করে। এই অধিষ্ঠানত্রয়কে আশ্রয় করিয়া কাম জীবকে জড়বিষয়ে নিক্ষেপ করে। (জীবের সম্বন্ধে) স্বতন্ত্র-ইচ্ছাবশতঃ, আমার সাম্মুখ্যকে 'বিদ্যা' বলিয়া উক্তকরা এবং স্বতন্ত্র-ইচ্ছাবশতঃ, আমার প্রতি বৈমুখ্যকে 'অবিদ্যা' বলা যায়।" —শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।৪০।।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্।।৪১।।

অন্বয়—তস্মাৎ (সেইহেতু) ভরতর্ষভ! (হে ভরতর্ষভ!) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (সর্ব্বাগ্রে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) নিয়ম্য (বশীভূত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্ (জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশক) পাপ্মানং (পাপরূপ) এনং (কামকে) প্রজহি (বিনাশ কর)।।৪১।।

অনুবাদ—অতএব হে ভরতর্ষভ! তুমি সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক পাপরূপ এই কামকে বিনাশ কর।।৪১।।

বিশ্বনাথ—বৈরিণঃ খল্বাশ্রয়ে জিতে সতি বৈরী জীয়তে ইতি নীতিরতঃ কামস্যাশ্রয়েষু ইন্দ্রিয়াদিষু যথোত্তরং দুর্জয়ত্বাধিক্যম্। অতঃ প্রথম প্রাপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি দুর্জয়ান্যপি উত্তরাপেক্ষয়া সুজয়ানি প্রথমং তে জীয়ন্তামিত্যাহ—তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্যেতি যদ্যপি পরস্ত্রীপরদ্রব্যাদ্যপহরণে দুর্নিবারং মনো গচ্ছত্যেব, তদপি তত্র তত্র নেত্রশ্রোত্রকরচরণাদীন্দ্রিয়ব্যাপারস্থগণনাৎ ইন্দ্রিয়াণি ন গময় ইত্যর্থঃ। পাপ্মানমত্যুগ্রং কামং জহীতি ইন্দ্রিয়-ব্যাপারস্থগণনমতিকালেন মনোঽপি কামাদ্বিচ্যুতং ভবতীতি ভাবঃ।।৪১।।

বঙ্গানুবাদ—বৈরীর আশ্রয় জিত হইলে বৈরী জিত হয়, ইহাই নীতি, অতএব কামের আশ্রয় ইন্দ্রিয়াদি পর পর ক্রমশঃ অধিক অধিক দুর্জ্জয়। অতএব প্রথমপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়গণ দুর্জ্জয় হইলেও পরবর্ত্তী ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা সুজয় বা সহজে জয় করা যায়। প্রথমে তাহাদিগকে জয় কর, ইহাই বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিয়া—যদিও পরস্ত্রী পরদ্রব্যাদি অপহরণে মন যায়, তথাপি সেই সেই চক্ষুকর্ণকরচরণাদি ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের মধ্যে গণনা করা হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়গণকে যাইতে দিও

না—এই অর্থ। পাপ্মা অর্থাৎ অত্যুগ্র কামকে ত্যাগ কর, ইহাতে ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে মধ্যে গণনার কাল অতিক্রমপূর্ব্বক মনও কাম হইতে বিচ্যুত হয়—এই ভাব।।৪১।।

অনুবর্ষিণী—ইন্দ্রিয়বর্গকে আশ্রয় করিয়া মনসিজ কাম জীবগণকে মোহপাশে বদ্ধ করে। অতএব কামকে নিরুদ্ধ ও প্রতিহত করিবার পূর্ব্বেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা কর্ত্তব্য। এইরূপে বাহ্যেন্দ্রিয় জয় করিলে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্পাত্মক মনও বিজিত হইবে। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—'বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা। (ভাঃ ১১।২৬।২২)।

যেহেতু বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃই মন চঞ্চল হইয়া থাকে, অন্যথা চঞ্চল হয় না। অতএব যাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মনও নিশ্চল এবং শান্ত হইয়া থাকে—' অসংপ্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ' (ভাঃ ১১।২৬।২৩) 'প্রাণান্—ইন্দ্রিয়াণি'—শ্রীবিশ্বনাথ।

'প্রথমে ইন্দ্রিয়াদি নিয়মিত করিয়া কামকে জয় কর; অর্থাৎ তাহার অপগত ভাবকে নাশ করতঃ তাহাকে স্ব-স্বভাবে আনয়নপূর্ব্বক তাহার প্রেমাত্মক স্বরূপকে অবলম্বন কর। জড়বদ্ধ জীবের প্রশস্ত কর্ত্তব্য এই যে, প্রথমে যুক্তবৈরাগ্য ও স্বধর্ম্মপালন; ক্রমে সাধনভক্তিলাভ করতঃ প্রেমভক্তি সাধন করিবে। মৎকৃপা বা ভক্তকৃপাদ্বারা যে নিরপেক্ষ ভক্তিলাভ, তাহা নিতান্ত বিরল ও কোন কোন স্থলে আকস্মিকী প্রথারূপে উদিত হয়।'—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।।৪১।।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ।।৪২।।

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) পরাণি আহুঃ (শ্রেষ্ঠ বলে), ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণাপেক্ষা) মনঃ (মন) পরং (শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন হইতে কিন্তু) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) পরা (শ্রেষ্ঠা)। যঃ তু (এবং যিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি অপেক্ষা) পরতঃ (শ্রেষ্ঠ) সঃ (আত্মা) (তিনি আত্মা)।।৪২।।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন

শ্রেষ্ঠ, মন হইতে কিন্তু বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি আত্মা।।৪২।।

বিশ্বনাথ—ন চ প্রথমমেব মনোবুদ্ধি-জয়ে যতনীয়মশক্যত্বাদিত্যাহ—ইন্দ্রিয়াণি পরাণীতি। দশ-দিগ্বিজয়িভিরপি বীরৈর্দুর্জয়ত্বাদতিবলত্বেন শ্রেষ্ঠাণীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়েভঃ সকাশাদপি প্রবলত্বান্মনঃ পরম্—স্বপ্নে খল্বিন্দ্রিয়েষ্বপি নষ্টেষ্বনশ্বরত্বাদিতি ভাবঃ। মনসঃ সকাশাদপি পরা প্রবলা বুদ্ধির্বিজ্ঞানরূপা। সুষুপ্তৌ মনস্যপি নষ্টে তস্যাঃ সামান্যাকারায়া অনশ্বরত্বাদিতি ভাবঃ। তস্যা বুদ্ধেঃ সকাশাদপি পরতো বলাধিক্যেন যো বর্ত্ততে, তস্যামপি জ্ঞানাভ্যাসেন নষ্টায়াং সত্যাং যো বিরাজত ইত্যর্থঃ। স তু প্রসিদ্ধো জীবাত্মা কামস্য জেতা। তেন বস্তুতঃ সর্ব্বতোঽপ্যতিপ্রবলেন জীবাত্মনা ইন্দ্রিয়াদীন্ বিজিত্য কামো বিজেতুং শক্য এবেতি নাত্রাসম্ভাবনা কার্য্যেতি ভাবঃ।।৪২।।

বঙ্গানুবাদ—প্রথমেই মন ও বুদ্ধিজয়ের চেষ্টা করা ঠিক্ নয়, যেহেতু তাহা পারা যায় না—ইহাই বলিতেছেন, 'ইন্দ্রিয়াণি পরাণি' ইত্যাদি। দশদিক্‌বিজয়ী বীরগণের দুর্জ্জয় ও অত্যধিক বলযুক্ত বলিয়া (ইন্দ্রিয়গণ) শ্রেষ্ঠ, এই অর্থ। ইন্দ্রিয়গণ হইতেও প্রবল বলিয়া মন পর বা শ্রেষ্ঠ, স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গণ নষ্ট হইলেও (মন) অনশ্বর বলিয়া—এই ভাব। মন হইতেও বিজ্ঞানরূপা বুদ্ধি পরা প্রবলা। সুষুপ্তি বা সুনিদ্রাকালে মন নষ্ট হইলেও সমান আকার-বিশিষ্টা তাহা (বুদ্ধি) অনশ্বর বলিয়া—এই ভাব। সেই বুদ্ধি হইতেও পরতঃ অর্থাৎ বলাধিকভাবে যে থাকে, জ্ঞানাভ্যাসে বুদ্ধি নষ্ট হইলেও যে বিরাজ করে—এই অর্থ। সেই প্রসিদ্ধ জীবাত্মা কামের জেতা। বস্তুতঃ সকল হইতে সেই অতি প্রবল জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া কামকে জয় করিতে নিশ্চিত সমর্থ, এ বিষয়ে অসম্ভবনা করিতে হইবে না, এই ভাব।।৪২।।

অনুবর্ষিণী—শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্তা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।।" (কঠ ১।৩।১০)।

"জীব জড়বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া মনে করে।

তাহা অবিদ্যাজনিত ভ্রম।”—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।।৪২।।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।।৪৩।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগ নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবোহো!) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতে) পরং (জীবাত্মাকে) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) আত্মনা (নিজদ্বারা) আত্মানং (নিজকে) সংস্তভ্য (নিশ্চল করিয়া) কামরূপং (কামরূপ) দুরাসদং (দুর্জ্জয়) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (নাশ কর)।।৪৩।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবাত্মাকে জানিয়া নিজের দ্বারা নিজকে নিশ্চল পূর্ব্বক কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে নাশ কর।।৪৩।।

ইতি ব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবৎগীতা উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।

বিশ্বনাথ—উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেঃ পরং জীবাত্মানং বুদ্ধ্বা সর্ব্বোপাধিভ্যঃ পৃথগ্ভূতং জ্ঞাত্বা আত্মানা স্বেনৈব আত্মানং স্বং সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা দুরাসদং দুর্জ্জয়মপি কামং জহি নাশয়।।৪৩।।

অধ্যায়েঽস্মিন্ সাধনস্য নিষ্কামস্যৈব কর্ম্মণঃ।
প্রাধান্যমূচে তৎসাধ্যজ্ঞানস্য গুণতাং বদন্।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ঃ খলু গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—উপসংহার করিতেছেন—‘এবম্’ ইত্যাদি। বুদ্ধির পর শ্রেষ্ঠ জীবাত্মাকে বোধ করিয়া—সর্ব্বোপাধি হইতে পৃথক্ভূত জানিয়া

আত্মা বা আপনা দ্বারা আত্মা বা আপনাকে সংস্তভ্য নিশ্চল করিয়া দুরাসদ বা দুর্জ্জয় হইলেও কামকে নাশ কর।।৪৩।।

এই অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধন এবং তৎসাধ্য জ্ঞানের সগুণত্ব কথিত হইল।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবার্ষিণী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুবর্ষিণী—"এইরূপে আপনার অপ্রাকৃততত্ত্ব জানিয়া এবং সমস্ত জড়ীয় সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ চিন্তা হইতে আপনাকে বিশুদ্ধ ভগবদ্দাসরূপ শ্রেষ্ঠ জানিয়া আপনাকে চিৎশক্তিদ্বারা নিশ্চল করতঃ দুর্জ্জয় কামকে ক্রমমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নাশ কর।" —শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।।৪৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।১।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) অহং (আমি) বিবস্বতে (সূর্য্যকে) ইমং অব্যয়ম্ যোগং (এই অব্যয় যোগ) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলাম)। বিবস্বান্ (সূর্য্য) মনবে (মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন)। মনুঃ (মনু) ইক্ষ্বাকবে (ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন)।।১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন আমি সূর্য্যকে পূর্ব্বে এই অব্যয় যোগ বলিয়াছিলাম। সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু নিজ পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ইহা বলিয়াছিলেন।।১।।

বিশ্বনাথ—তুর্য্যে স্বাবির্ভাবহেতোর্নিত্যত্বং জন্মকর্ম্মণোঃ।
স্বস্যোক্তং ব্রহ্মযজ্ঞাদিজ্ঞানোৎকর্ষপ্রপঞ্চনম্।।

অধ্যায়দ্বয়েনোক্তং নিষ্কামকর্ম্মসাধ্যং জ্ঞানযোগং স্তৌতি—ইমমিতি ।।১।।

বঙ্গানুবাদ—চতুর্থ অধ্যায়ে স্বীয় আবির্ভাবহেতু নিজজন্মকর্ম্মের নিত্যত্বকথিত ও ব্রহ্মযজ্ঞাদিজ্ঞানের উৎকর্ষ বিবৃত হইয়াছে।

—দুইটী অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম্মসাধ্য জ্ঞানযোগের প্রশংসা করিতেছেন— 'ইমম্' ইত্যাদি।।১।।

অনুবর্ষিণী—প্রতি মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুবাদি মনুর আবির্ভাব হইলেও ইদানীং বৈবস্বত মন্বন্তর বলিয়া তজ্জনক সূর্য্য এই জ্ঞানযোগের প্রথম উপদেশপাত্র—ইহা জানাইয়া শ্রীভগবান্ সম্প্রদায়ের অবতারণা করিলেন, কেননা, তদ্দ্বারা বিষয়ের প্রাচীনত্ব ও মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় এবং উহা গ্রহণেও লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইয়া থাকে।।১।।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।২।।

অন্বয়—এবং (এই প্রকারে) পরম্পরাপ্রাপ্তং (পরম্পরাগত) ইমং

(এই যোগ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (জানিতেন)। পরন্তপ! (হে পরন্তপ!) ইহ (এই লোকে) স যোগঃ (সেই যোগ) মহতা কালেন (সুদীর্ঘকালবশে) নষ্টঃ (বিনষ্ট হইয়াছে) ।।২।।

অনুবাদ—হে শত্রুতাপন! এই প্রকারে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ রাজর্ষিগণ অবগত ছিলেন। সুদীর্ঘকালবশে ইহলোকে উহা বিনষ্ট হইয়াছে।।২।।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।।৩।।

অন্বয়—(ত্বং—তুমি) মে (আমার) ভক্ত সখা চ অসি; ইতি (ভক্ত ও সখা হও এই জন্য) অয়ং স এব পুরাতনঃ যোগঃ (এই সেই পুরাতন যোগ) (অদ্য ময়া) (অদ্য আমাকর্ত্তৃক) তে (তোমাকে) প্রোক্তঃ (কথিত হইল), হি (যেহেতু) এতৎ (ইহা) উত্তমং রহস্যং (উত্তম রহস্য)।।৩।।

অনুবাদ—তুমি আমার ভক্ত এবং সখা এই জন্য এই সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম কারণ ইহা উত্তম রহস্য।।৩।।

বিশ্বনাথ—ত্বাং প্রত্যেবাস্য প্রোক্তত্বে হেতুঃ—ভক্তো দাসঃ সখা চেতি ভাবদ্বয়ং অন্যাস্ত্বর্ব্বাচীনং প্রত্যেবাবক্তব্যত্বে হেতুঃ রহস্যমিতি।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—তোমাকে (অর্জ্জুনকে) যে ইহা কথিত হইতেছে, তাহার হেতু ভক্ত অর্থাৎ দাস এবং সখা এই ভাবদ্বয়। অর্ব্বাচীন অন্য কাহাকেও বক্তব্য নহে, এইজন্য রহস্য।।৩।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! তুমি আমার দাস ও সখা অর্থাৎ সমপ্রাণ, তাই তোমাকে অন্যের নিকট অব্যক্ত এই রহস্য বলিতেছি।।৩।।

অর্জ্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।।৪।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—(অর্জ্জুন কহিলেন) ভবতঃ জন্ম (তোমার জন্ম) অপরম্ (ইদানীন্তন), বিবস্বতঃ জন্ম (সূর্য্যের জন্ম) পরম্ (পুরাতন), (তস্মাৎ—সেই হেতু) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (পুরাকালে) (ইমং

যোগং—এই যোগ) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলে) ইতি (যে) এতৎ (ইহা) কথম্ (কিরূপে) বিজানীয়াম্ (আমি জানিতে পারিব?)।।৪।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন, সূর্য্য পূর্ব্বকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তোমার জন্ম ইদানীন্তন, সুতরাং তুমি যে পুরাকালে তাহাকে এই যোগ বলিয়াছিলে ইহা কি প্রকারে জানিতে পারা যায়?।।৪।।

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থমসম্ভবং পৃচ্ছতি। অপরং ইদানীন্তনম্, পরং পুরাতনম্, অতঃ কথমেতৎ প্রত্যেমীতি ভাবঃ।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—উক্ত অর্থ অসম্ভব বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অপর—ইদানীন্তন, পরপুরাতন, অতএব কি করিয়া ইহা বিশ্বাস করি? এই ভাব।।৪।।

অনুবর্ষিণী—ভক্ত অর্জ্জুন শ্রীভগবানের নিত্য সখা। সুতরাং তিনি শ্রীভগবানের তত্ত্ব যেরূপ জানেন, অপর কেহই সেরূপ জানে না। অজ্ঞগণ সাধারণতঃ সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীবাসুদেবকে মনুষ্য, অসর্ব্বজ্ঞ এবং অনিত্য বলিয়া জানে; কিন্তু শ্রীভগবানের জন্ম-কর্ম্মাদি যে নিত্য এবং তিনি যে "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্।।" (মহাভারত)—ইহা জানে না। তাই সর্ব্বলোকমঙ্গলকামী বিজ্ঞ অর্জ্জুন শ্রীভগবানেরই নিজমুখে নিজতত্ত্ব জানাইবার জন্য অজ্ঞের ন্যায় এই প্রশ্ন করিলেন।।৪।।

শ্রীভগবানুবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।৫।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ বলিলেন) পরন্তপ অর্জ্জুন! (হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন)! মে (আমার) তব চ (এবং তোমার) বহূনি জন্মানি (অনেক জন্ম) ব্যতীতানি (অতীত হইয়াছে), অহং (আমি) তানি সর্ব্বাণি (সেই সকল) বেদ (জানি), ত্বং (তুমি) ন বেত্থ (জান না) ।।৫।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে, আমি সে সকল অবগত আছি কিন্তু তুমি তাহা জান না।।৫।।

বিশ্বনাথ—অবতারান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণাহ—বহূনীতি। তব চেতি যদা যদৈব মমাবতারস্তদা মৎপার্ষদত্বাত্তবাপ্যাবির্ভাবো ঽ-ভূদেবেত্যর্থঃ। বেদ বেদ্মি সর্ব্বেশ্বরত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। ত্বং ন বেত্থ ময়ৈব স্বলীলাসিদ্ধ্যর্থং ত্বজ্জ্ঞানাবরণাদিতি ভাবঃ। অতএব হে পরন্তপ, সাম্প্রতিক-কুন্তীপুত্রত্বাভিমানমাত্রেণৈব পরান্ শত্রূংস্তাপয়সি।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—অন্য অবতারে উপদেশ করিয়াছিলাম, এ অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, 'বহূনি' ইত্যাদি। 'তব চ'— তোমারও, যখন যখন আমার অবতার, তখন আমার পার্ষদ বলিয়া তোমারও আবির্ভাব হইয়াছে, এই অর্থ। 'বেদ'— বেদ্মি অর্থাৎ আমি জানি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া। তুমি জাননা—স্বলীলাসিদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমার জ্ঞান আবৃত করিয়াছি বলিয়া এই ভাব। অতএব হে পরন্তপ—সম্প্রতি কুন্তীপুত্রত্ব অভিমান জন্য পর অর্থাৎ শত্রুগণকে তাপপ্রদান করিতেছ।।৫।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীগর্গমুনিও বলিয়াছেন—'বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ।' (ভাঃ ১০।৮।১৫) অর্থাৎ তোমার এই পুত্রের গুণকর্ম্মের অনুরূপ বহু নাম এবং রূপ আছে, তাহা আমি অবগত আছি। সাধারণ লোক তাহা জ্ঞাত নহে। শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দকেও বলিয়াছেন—'জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ।' (ভাঃ ১০।৫১।৩৬)।।৫।।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।৬।।

অন্বয়—(অহং—আমি) অজঃ (জন্মরহিত) সন্ অপি (হইয়াও) অব্যয়াত্মা (অব্যয়স্বরূপ) ভূতানাং (ভূতগণের) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) সন্ অপি (হইয়াও) স্বাম্ প্রকৃতিং (নিজ শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি) অধিষ্ঠায় (অবস্থিত হইয়া) আত্মমায়য়া (যোগমায়ার আশ্রয়ে) সম্ভবামি (আবির্ভুত হই)।।৬।।

অনুবাদ—আমি জন্মরহিত, অব্যয়াত্মা, সর্ব্বভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় শুদ্ধা সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার পূর্ব্বক আত্মমায়ার আশ্রয়ে আবির্ভূত হই।।৬।।

বিশ্বনাথ—স্বস্য জন্মপ্রকারমাহ—অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সন্

সম্ভবামি, দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিষু আবির্ভবামি। ননু কিমত্র চিত্রং? জীবোঽপি বস্তুতোঽজএব স্থূলদেহনাশানন্তরং জায়ত এব তত্রাহ—অব্যয়াত্মা অনশ্বরশরীরঃ। কিঞ্চ জীবস্য স্বদেহভিন্নস্বস্বরূপেণ অজত্বমেব আবিদ্যকেন দেহসম্বন্ধেনৈব তস্য জন্মবত্বং মম তু ঈশ্বরত্বাৎ স্বদেহাভিন্নস্য অজত্বং জন্মবত্বং ইত্যুভয়মপি স্বরূপসিদ্ধম্। তচ্চ দুর্ঘটত্বাৎ চিত্রং অতর্ক্যমেব। অতঃ পুণ্যপাপাদিমতো জীবস্যেব সদসদ্যোনিষু ন মে জন্মাশঙ্কামিত্যাহ—ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ কর্ম্ম-পারতন্ত্র্যরহিতোঽপি ভূত্বা ইত্যর্থঃ। ননু জীবো হি লিঙ্গশরীরেণ স্ববন্ধকেন কর্ম্মপ্রাপ্যান্ দেবাদিদেহান্ প্রাপ্নোতি। ত্বং পরমেশ্বরো লিঙ্গরহিতঃ সর্ব্বব্যাপকঃ কর্ম্মকালাদিনিয়ন্তা। "বহু স্যাম্" ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্বজগদ্রূপো ভবস্যেব তদপি যদ্বিশেষত এবম্ভূতোঽপ্যহং সম্ভবামীতি ব্রূষে তন্মন্যে সর্ব্বজগদ্বিলক্ষণান্ দেহবিশেষান্ নিত্যানেব লোকে প্রকাশয়িতুং ত্বজ্জন্ম ইত্যবগম্যতে। তৎখলু কথমিত্যত আহ—প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়েতি। অত্র প্রকৃতিশব্দেন যদি বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরুচ্যতে, তদা তদধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরস্তদ্দ্বারা জগদ্রূপো ভবত্যেবেতি ন বিশেষোপলব্ধিঃ। তস্মাৎ "সংসিদ্ধিপ্রকৃতী ত্বিমে স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ" ইত্যভিধানাৎ অত্র প্রকৃতি-শব্দেন স্বরূপমেবোচ্যতে। ন ত্বং স্বরূপভূতা মায়াশক্তিঃ স্বরূপঞ্চ তস্য সচ্চিদানন্দ এব; অতএব স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ—ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ। প্রকৃতিং স্বভাবং সচ্চিদানন্দঘনৈকরসং; মায়াং ব্যাবর্ত্তয়তি স্বামিতি, নিজস্বরূপমিত্যর্থঃ। "স ভগবতঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বমহিম্নি" ইতি শ্রুতেঃ। স্বস্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত এব সম্ভবামি দেহ দেহিভাবমন্তরেণ এব দেহিবদ্ ব্যবহরামীতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদাঃ। ননু যদব্যয়াত্মা অনশ্বরমৎস্যকূর্ম্মাদিস্বরূপ এব ভবসি তর্হি তব প্রাদুর্ভবৎস্বরূপং পূর্ব্বপ্রাদুর্ভূতস্বরূপাণি চ যুগপদেব কিং নোপলভ্যন্তে তত্রাহ—আত্মভূতা যা মায়া, তয়া। স্বস্বরূপাবরণ-প্রকাশন-কর্ম্ম চ যয়া চিচ্ছক্তিবৃত্ত্যা যোগমায়য়েত্যর্থঃ। তয়া হি পূর্ব্বকালাবতীর্ণ-স্বরূপাণি পূর্ব্বমেব আবৃত্য বর্ত্তমানস্বরূপং প্রকাশ্য সংভবামি। "আত্মমায়য়া সম্যক্ প্রচ্যুতজ্ঞান বলবীর্য্যাদিশক্ত্যেব ভবামীতি স্বামীচরণাঃ।" আত্মমায়য়া

আত্মজ্ঞানেন। মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি জ্ঞানপর্য্যায়োঽত্র মায়াশব্দঃ। তথাচাভিযুক্তপ্রয়োগঃ। মায়য়া সততং বেত্তি প্রাচীনানাং শুভাশুভমিতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ। ময়ি ভগবতি বাসুদেবে দেহদেহিভবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতিঃ মায়ামাত্রমিতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদাঃ।।৬।।

বঙ্গানুবাদ— নিজ জন্মপ্রকার বলিতেছেন। অজ—জন্মরহিত হইয়াও সম্ভূত (জাত) হই, দেব-মনুষ্যতির্য্যগাদিসমূহে আবির্ভূত হইয়া থাকি। আচ্ছা, ইহাতে কি বিচিত্রতা? জীবও বস্তুত অজ, স্থূলদেহ নাশের পর জন্মগ্রহণ করে। তদুত্তরে বলিতেছেন—অব্যয়াত্মা অর্থাৎ অনশ্বর শরীর আর জীবের স্বদেহ ভিন্ন স্বস্বরূপে অজত্ব, অবিদ্যাজনিত দেহসম্বন্ধেই তাহার জন্মলাভ। কিন্তু ঈশ্বর বলিয়া স্বদেহাভিন্ন আমার অজত্ব ও জন্মবত্ত্ব এই উভয়ই স্বরূপসিদ্ধ। তাহা দুর্ঘট বলিয়া বিচিত্র ও অতর্ক্য। অতএব পুণ্য-পাপাদিযুক্ত জীবের সদসদ্ যোনিতে জন্মের ন্যায় আমার জন্মের আশঙ্কা নাই , ইহাই বলিতেছেন—ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও অর্থাৎ কর্ম্ম-পারতন্ত্র্যরহিত হইয়াও—এই অর্থ। যদি প্রশ্ন হয় যে, জীবও স্ববন্ধক লিঙ্গশরীরযোগে কর্ম্মপ্রাপ্য দেবাদিদেহ প্রাপ্ত হয়। তুমি পরমেশ্বর লিঙ্গ (চিহ্ন) রহিত, সর্ব্বব্যাপক, কর্ম্মকালাদির নিয়ন্তা। 'বহু হইতে পারি'— এই শ্রুতি বচনানুসারে তুমি সর্ব্বজগদ্রূপ হও, তাহাও যে বৈশিষ্ট্যজনিত (এবম্ভূতোঽপ্যহং) তুমি বলিতেছ এইরূপ হইয়াও আমি সম্ভূত হই, তাই মনে হয় সর্ব্বজগদ্বিলক্ষণ নিত্য দেহবিশেষসমূহই লোকে প্রকাশ করিতে তোমার জন্ম, ইহাই বুঝা যাইতেছে। তাহা কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়' ইত্যাদি। এস্থলে প্রকৃতি শব্দে যদি বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে বলা হয়, তাহা হইলে তাহার অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর তদ্দ্বারা জগদ্রূপ হ'ন, ইহাতে কোন বিশেষত্বের উপলব্ধি হয় না। অতএব 'সংসিদ্ধি ও প্রকৃতি'— এই দুই স্বরূপ ও স্বভাব, এই অভিধানোক্ত অর্থ হইতে এস্থলে প্রকৃতিশব্দে স্বরূপকেই বলা হইতেছে। তুমি স্বরূপভূত মায়াশক্তি নও, তাহার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ অতএব স্বীয় অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিক-প্রকৃতি, ইহা শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের মত। শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের মত— প্রকৃতি বা স্বভাব, স্বীয় স্বভাবে অধিষ্ঠান করিয়া স্বরূপে স্বেচ্ছাক্রমে

সম্ভূত, এই অর্থ। প্রকৃতি—স্বভাব, সচ্চিদানন্দঘন একরস, ইহাতে মায়া ব্যাবৃত্ত হইতেছে। 'স্বাম্'—নিজস্বরূপ, এই অর্থ। শ্রুতি বলিয়াছেন—'তিনি ভগবানের কোনও স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠিত।' স্বস্বরূপে অধিষ্ঠান করিয়া—স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াই সম্ভূত হই, দেহদেহিভাব ব্যতিরেকেই দেহীর ন্যায় ব্যবহার করি—ইহা শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদের মত। যদি প্রশ্ন হয়—আচ্ছা, তুমি যে অব্যয়াত্মা হইয়া অনশ্বর মৎস্যকূর্ম্মাদি স্বরূপ হও, তাহা হইলে তোমার প্রাদুর্ভবনশীল স্বরূপ ও পূর্ব্ব প্রাদুর্ভূত স্বরূপসমূহ কি যুগপৎ উপলব্ধ হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন—আত্মমায়া অর্থাৎ আত্মভূতা যে মায়া তৎকর্ত্তৃক। স্বস্বরূপের আবরণ ও প্রকাশন কর্ম্ম যে চিৎ-শক্তিবৃত্তিদ্বারা অর্থাৎ যোগমায়াকর্ত্তৃক। তাঁহার সাহায্যেই পূর্ব্বকালে অবতীর্ণ স্বরূপগুলি পূর্ব্বেই আবৃত করিয়া বর্ত্তমান-স্বরূপ প্রকাশপূর্ব্বক সম্ভূত হই। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের টীকা—আত্মমায়া অর্থাৎ সম্যক্ প্রচ্যুত জ্ঞান বল বীর্য্যাদিশক্তিদ্বারা আমি হইয়া থাকি। শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের ভাষ্য—আত্মমায়া বা আত্মজ্ঞানদ্বারা। 'মায়া বয়ূনং জ্ঞানম্', এস্থলে মায়াশব্দ জ্ঞানপর্য্যায়ভুক্ত। সেইভাবেও অভিযুক্ত প্রয়োগ। মায়া-সাহচর্য্যে প্রাচীনগণের শুভাশুভ জানেন, ইতি, শ্রীরামানুজচার্য্যের মত। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর মতে—আমাতে অর্থাৎ দেহদেহিভাবশূন্য ভগবান্ বাসুদেবে সেইরূপে প্রতীতি মায়ামাত্র।।৬।।

অনুবর্ষিণী—(১) শ্রীভগবানের দেহ ও দেহী অভিন্ন—'দেহ-দেহি-বিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ' কূর্ম্মপুরাণ। জীবের দেহ ও দেহী ভিন্ন—'দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ-স্বরূপে বিভেদ।।' (চৈঃ চঃ মঃ ১৭শ পঃ)।

(২) শ্রীভগবান্ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার নিত্য শরীর এই জগতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করেন। তাঁহার বিশুদ্ধ চিৎশরীর লিঙ্গ স্থূলদেহদ্বারা আবৃত হয় না।

জীবসকল শ্রীভগবানের মায়াশক্তি প্রভাবে বশীভূত হইয়া কর্ম্মবশতঃ লিঙ্গশরীর আশ্রয় করতঃ পুনর্জন্মলাভ করে।।৬।।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।৭।।

অন্বয়—ভারত! (হে ভারত!) যদা যদা হি (যখন যখন) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) গ্লানিঃ (হানি) অধর্ম্মস্য চ (এবং অধর্ম্মের) অভ্যুত্থানম্ (বৃদ্ধি) ভবতি (হয়) তদা (তখন) অহং (আমি) আত্মানম্ (আমাকে) সৃজামি (সৃজন করি)।।৭।।

অনুবাদ—হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখন আমি আমাকে প্রকট করি।।৭।।

বিশ্বনাথ—কদা সংভবামি ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি। ধর্ম্মস্য গ্লানির্হানিরধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং বৃদ্ধিস্তে দ্বে সোঢ়ুমশক্নুবন্ তয়োর্বৈপরীত্যং কর্ত্তুমিতি ভাবঃ। আত্মানং দেহং সৃজামি নিত্যসিদ্ধমেব তং সৃষ্টমিব দর্শয়ামি মায়য়েতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদাঃ।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—কবে সম্ভূত হই—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি। ধর্ম্মের গ্লানি বা হানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান বা বৃদ্ধি। সেই দুইটী সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদের বৈপরীত্য (বিপরীত ভাব) করিবার জন্য—এই ভাব। আত্মা অর্থাৎ দেহের সৃষ্টি করি, নিত্যসিদ্ধ তাহাকে সৃষ্টের ন্যায় প্রদর্শন করি মায়াসহযোগে—ইহা শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের মত।।৭।।

অনুবর্ষিণী—কর্ম্মফলবাধ্য জীব প্রতি জন্মেই নূতন জড় দেহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ দেহকে স্বেচ্ছায় অসুর মোহিনী-মায়াদ্বারা সৃষ্টপদার্থবৎ দেখাইয়া থাকেন।

শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ। তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ।।' (ভাঃ ৯।২৪।৫৬)।

দ্রষ্টব্য—ধর্ম্ম—'আমার আরাধ্যস্বরূপপ্রদর্শনে আমার আরাধনা—শ্রীরামানুজ।

'মদেকার্চ্চনধ্যানাদিলক্ষণ শুদ্ধভক্তিযোগ এবং বৈদিকও'—শ্রীবলদেব। ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ—(ভাঃ ১১।১৯।২৭)।।৭।।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।৮।।

অন্বয়—সাধুনাং (মদেকান্ত ভক্তদিগের) পরিত্রাণায় (পরিত্রাণের নিমিত্ত) দুষ্কৃতাম্ (দুষ্টগণের) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ) যুগে যুগে সম্ভবামি (প্রতি যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি)।।৮।।

অনুবাদ—সাধুগণের রক্ষার নিমিত্ত ও দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি প্রতি যুগে আবির্ভূত হই।।৮।।

বিশ্বনাথ—ননু ত্বদ্‌ভক্তা রাজর্ষয়ো ব্রহ্মর্ষয়োঽপি বা ধর্ম্মহান্যধর্ম্মবৃদ্ধী দূরীকর্ত্তুং শক্নুবন্ত্যেব এতাবদর্থমেব কিং তবাবতারেণ ইতি চেৎ সত্যম্। অন্যদপি অন্যদুষ্করং কর্ম্ম কর্ত্তুং সম্ভবামীত্যাহ—পরীতি। সাধুনাং পরিত্রাণায় মদেকান্তভক্তানাং মদ্দর্শনোৎকণ্ঠাস্ফুটচিত্তানাং যদ্বৈয়গ্র্যরূপং দুঃখং তস্মাৎত্রাণায়। তথা দুষ্কৃতাং মদ্ভক্তলোক-দুঃখদায়িনাং মদন্যৈরবধ্যানাং রাবণকংসকেশ্যাদীনাং বিনাশায় তথা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় মদীয়ধ্যানযজনপরিচর্য্যাসংকীর্ত্তনলক্ষণং পরমধর্ম্মং মদন্যৈঃ প্রবর্ত্তয়িতুং অশক্যং সম্যক্ প্রকারেণ স্থাপয়িতুমিত্যর্থঃ। যুগে যুগে প্রতিযুগং প্রতিকল্পং বা। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহকৃতো ভগবতো বৈষম্যমাশঙ্কনীয়ং, দুষ্টানামপি অসুরাণাং স্বকর্ত্তৃকবধেন বিবিধ দুষ্কৃতফলান্নরকসহ প্রণিপাতাৎ সংসারাচ্চ পরিত্রাণতস্তস্য স খলু নিগ্রহোঽপ্যনুগ্রহ এব নির্ণীতঃ।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—যদি প্রশ্ন করা হয় যে তোমার রাজর্ষি বা ব্রহ্মর্ষি ভক্তগণ ধর্ম্মহানি ও অধর্ম্মবৃদ্ধি দূর করিতে সমর্থই, অতএব তোমার অবতার এজন্য কি প্রয়োজন হইয়াছে? উত্তরে বলিতেছেন, তাহা সত্য, অন্যের পক্ষে দুষ্কর অন্য কর্ম্ম করিতেও আমি সম্ভূত হই, ইহাই বলিতেছেন—'পরিত্রাণায়' ইত্যাদি। সাধুগণের পরিত্রাণ নিমিত্ত অর্থাৎ আমার একান্ত ভক্তগণের মদীয় দর্শনজন্য উৎকণ্ঠাগ্রস্ত চিত্ত, তাঁহাদের ব্যগ্রতারূপ যে দুঃখ, তাহা হইতে ত্রাণ করিবার নিমিত্ত, আর দুষ্কৃত অর্থাৎ আমার ভক্তগণের দুঃখদায়ী, আমি ভিন্ন অন্যের অবধ্য রাবণ-কংস-কেশী প্রভৃতির বিনাশজন্য, আর ধর্ম্মসংস্থাপন অর্থাৎ আমার ধ্যান, যজন, পরিচর্য্যা,

সংকীর্ত্তন—এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত পরম ধর্ম্ম আমি ভিন্ন প্রবর্ত্তন করিতে সম্যক্ প্রকারে স্থাপন করিতে অসমর্থ—এই অর্থ। যুগে যুগে প্রতিযুগ বা প্রতিকল্প। আর এভাবে দুষ্ট-নিগ্রহকারী ভগবানের বৈষম্য আশঙ্কা করিতে হইবে না। দুষ্ট অসুরগণকে নিজ হস্তে ধ্বংস করিলে বিবিধ দুষ্কৃত ফল নরকসহ প্রণিপাত ও সংসার হইতে পরিত্রাণহেতু তাহার নিগ্রহ অনুগ্রহ বলিয়াই নির্ণীত।।৮।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি ভক্তগণের সত্তায় শক্ত্যাবেশ করতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। কিন্তু তদ্দর্শনাভিলাষী কাতর ভক্তগণের বিরহ-বেদনা বিনাশ, অন্যের অবধ্য সেই সাধুদ্রোহী কংসাদির বিনাশ এবং শুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার—এই তিনটী কারণে শ্রীভগবানই স্বয়ং অবতীর্ণ হন।

অবতার—'অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণমিতি'—শ্রীজীবপ্রভু। 'অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ'—শ্রীবলদেব। অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম হইতে প্রাকৃত বৈভবে অবতরণকে 'অবতার' বলে।

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে।।
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে 'অবতার' নাম।।
(চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ)।

অবতারী কৃষ্ণের অসংখ্য প্রকার অবতার হইলেও তাহা ছয় ভাগে বিভক্ত—(১) পুরুষাবতার, (২) গুণাবতার, (৩) লীলাবতার, (৪) মন্বন্তরাবতার, (৫) যুগাবতার ও (৬) শক্ত্যাবেশাবতার। (চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ)।

যুগ চারিটী—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—'কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।' (ভাঃ ১১।৫।২০)।

কল্প—ব্রহ্মায়ুষ্কাল ব্রহ্মার শতবর্ষস্থিতিকাল। ব্রহ্মার একদিবসে অর্থাৎ সহস্রচতুর্যগে ৪৩২০০০০০০০ সৌরবর্ষে মানবের 'কল্প' অর্থাৎ ব্রহ্মদিন

ও তাদৃশ ৩৬০ দিনে ব্রহ্মবর্ষ, তাদৃশ শতবর্ষই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল।

দুষ্ট অসুরগণের নিধনে শ্রীভগবানের বৈষম্যদোষ হয়না, বরং তাহাদের প্রতি অনুগ্রহই প্রকাশিত হয়—'অজস্য জন্মোৎপথনাশনায়' (ভাঃ ৩।১।৪৪) অর্থাৎ ভগবান্ জন্মরহিত হইয়াও দুর্ব্বৃত্তগণের বিনাশের জন্য আবির্ভূত হন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—'সন্মার্গচ্ছেদক অসুরগণের নাশের জন্য—স্বকর্ত্তৃক নাশদ্বারা তাহাদের মোক্ষদানের জন্য।'

শ্রীধরস্বামিপাদও বলিয়াছেন—'লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ।' অর্থাৎ যেরূপ শিশুপুত্রের লালন ও তাড়নে মাতার দয়াহীনতা প্রকাশ পায় না সেইরূপ গুণদোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেরও নির্দ্দয়তা নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতরচয়িতা শ্রীলবৃন্দাবনদাসঠাকুর গীতার (৪।৭-৮) শ্লোকদ্বয়ের অর্থ করিয়াছেন—"ধর্ম্ম পরাভব হয় যখনে যখনে। অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে।। সাধুজন রক্ষা, দুষ্ট বিনাশ কারণে। ব্রহ্মাদি প্রভুর পায় করে বিজ্ঞাপনে।। তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে। সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে।।" (আঃ ২ অঃ ১৯-২১)।।৮।।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।।৯।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এইরূপ) দিব্যম্ (অলৌকিক) জন্মকর্ম্ম চ (জন্ম এবং কর্ম্ম) তত্ত্বতঃ (তত্ত্ববিচারে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) দেহম্) (দেহকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্জন্ম) ন এতি (পান না) (কিন্তু) মাম্ এব (আমাকেই) এতি (পাইয়া থাকেন)।।৯।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এইরূপ দিব্যজন্ম এবং কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ অন্তে আর পুনর্জন্ম লাভ করেন না। অধিকন্তু আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন।।৯।।

বিশ্বনাথ—উক্তলক্ষণস্য মজ্জন্মনঃ তথা জন্মানন্তরং মৎকর্ম্মণশ্চ তত্ত্বতো জ্ঞানমাত্রেণৈব কৃতার্থং স্যাদিত্যাহ—জন্মেতি। দিব্যম্ অপ্রাকৃতমিতি

শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদাশ্চ। দিব্যমলৌকিকমিতি স্বামিচরণাঃ। লোকানাং প্রকৃতিসৃষ্টত্বাৎ অলৌকিকং শব্দস্যাপ্রাকৃতত্বমেবার্থস্তেষামপ্যভিপ্রেতঃ। অতএব অপ্রাকৃতত্বেন গুণাতীতত্বাদ্ভগবজ্জন্মকর্ম্মণো নিত্যত্বম্। তচ্চ ভগবৎসন্দর্ভে—"ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা" ইত্যত্র শ্লোকে শ্রীজীবগোস্বামিচরণৈরুপপাদিতম্; যদ্বা, যুক্ত্যা অনুপপন্নমপি শ্রুতিস্মৃতিবাক্যবলাদতর্ক্যমেবেদং মন্তব্যম্। তত্র পিপ্পলাদিশাখায়াং পুরুষবোধিনী শ্রুতিঃ—"একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা" ইতি। তথা জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বম্ শ্রীভাগবতামৃতে বহুশ এব প্রপঞ্চিতম্। এবং 'যো বেত্তি তত্ত্বত' ইতি অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মেতি অস্মিংস্তথা জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমিত্যস্মিংশ্চ মদ্বাক্যে এবাস্তিকতয়া মজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বমেব যো জানাতি ন তু তয়োর্নিত্যত্বে কাঞ্চিদ্যুক্তিমপ্যপেক্ষমাণো ভবতীত্যর্থঃ, যদ্বা, তত্ত্বতঃ 'ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ' ইত্যগ্রিমোক্তেস্তচ্ছব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে। তস্য ভাবস্তুতত্ত্বং তেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন যো বেত্তীত্যর্থঃ। স বর্ত্তমানং দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম নৈতি কিন্তু মামেবৈতি। অত্র দেহং ত্যক্ত্বা ইত্যস্য আধিক্যাদেবং ব্যাচক্ষতে স্ম। স দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্মনৈতি কিন্তু দেহমত্যক্তৈব মামেতি। মদীয় দিব্যজন্মচেষ্টিতযাথার্থ্যজ্ঞানেন বিধ্বস্তসমস্তমৎসমাশ্রয়ণবিরোধিপাপ্মা অস্মিন্নেব জন্মনি মমাশ্রিত্য মদেকপ্রিয়ো মামেব প্রাপ্নোতি ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—উক্ত লক্ষণ আমার জন্মের ও জন্মের পর আমার কর্ম্মের তত্ত্বতঃ জ্ঞান হইলেই কৃতার্থ হইবে, ইহাই বলিতেছেন—'জন্ম' ইত্যাদি। দিব্য—শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতি-পাদের মতে অপ্রাকৃত, শ্রীশ্রীধরস্বামি পাদের মতে দিব্য অলৌকিক। লোকসমূহ প্রকৃতিসৃষ্ট বলিয়া অলৌকিক-শব্দের অপ্রাকৃত্ব—এই অর্থ তাঁহাদেরও অভিপ্রেত। অতএব অপ্রাকৃত বলিয়া, গুণাতীত বলিয়া ভগবানের জন্ম কর্ম্ম নিত্য। উহা ভগবৎসন্দর্ভে—'যাঁহার জন্ম বা কর্ম্ম নাই—(ভাঃ ৮।৩।৮) শ্লোকে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ উপপাদন করিয়াছেন। অথবা যুক্তিদ্বারা অনুপপন্ন হইলেও ইহা শ্রুতিস্মৃতি বাক্যবলে অতর্ক্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

এ বিষয়ে পিপ্পলাদিশাখায় পুরুষবোধিনী শ্রুতি—"এক দেব নিত্য লীলানুরক্ত ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদয়ে অন্তরাত্মা"। আর জন্ম ও কর্ম্মের নিত্যত্ব শ্রীভাগবতামৃতে বহুস্থলে বিস্তারিত হইয়াছে। 'এইরূপ যে তত্ত্বতঃ জানে', 'অজ, অব্যয়াত্মা হইলেও' এবং 'আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য'—আমার এই সকল বাক্যেই আস্তিক বলিয়া আমার জন্ম কর্ম্মের নিত্যত্ব যে জানে অর্থাৎ তাহাদের (জন্ম ও কর্ম্মের) নিত্যত্বে কোনরূপ যুক্তির অপেক্ষা করে না। অথবা তত্ত্বতঃ—'ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ' এই পরবর্ত্তী (১৭।২৩) উক্তিতে তৎশব্দে ব্রহ্ম কথিত, তাহার ভাব তত্ত্ব, তাহাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া যে জানে—এই অর্থ। সে বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া পুনঃ জন্মপ্রাপ্ত হয় না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হয়। এস্থলে 'দেহত্যাগ করিয়া' ইহার আধিক্যভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সে দেহত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে না, কিন্তু দেহত্যাগ না করিয়াই আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমার দিব্যজন্ম কর্ম্ম যথার্থ, এই জ্ঞানদ্বারা আমাতে সম্যক্ আশ্রয় লাভের বিরোধী সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হইলে এই জন্মেই আমাকে আশ্রয় করিয়া, আমি যাহার একমাত্র প্রিয় সেই আমাকেই প্রাপ্ত হয় ইহা শ্রীরামানুজাচার্যের মত।।৯।।

অনুবর্ষিণী—যাঁহারা সাধুকৃপায় জানিতে পারেন যে শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য চিৎশক্তিদ্বারা অপ্রাকৃত জন্ম ও কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাঁহারা জীবদ্দশায় তদীয় হ্লাদিনী শক্তির বশীভূত হইয়া তাঁহার নিত্য-সেবা প্রাপ্ত হন। আর যাহারা ঐ জন্ম ও কর্ম্মকে অনিত্য ও প্রাকৃত বুদ্ধি করে, তাহারা অবিদ্যার বশীভূত হইয়া সংসার লাভ করে।

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন—'তৎকর্ম্ম দিব্যমিব—(ভাঃ ২।৭।২৯) শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলেন—'বস্তুতঃ তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সকল কার্য্যই অপ্রাকৃত।'

"ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা, ন নামরূপে গুণদোষ এব বা। তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ, স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি।।"—(ভাঃ ৮।৩।৮) অর্থাৎ যাঁহার জন্ম কর্ম্ম নাম রূপ গুণ দোষ নাই, তথাপি যিনি **লোকসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশেব জন্য স্বীয় মায়া দ্বারা নিরন্তর ঐ**

সকল স্বীকার করিয়া থাকেন।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুকৃত 'ভগবৎসন্দর্ভ ও শ্রীমদ্ভাগবতে তদীয় 'ক্রমসন্দর্ভ' টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রুতিতে—'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্' (শ্বে ৬।১৯) 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্'—(কঠ ১।৩।১৫)—শ্রীভগবানের নামরূপাদির মায়িকত্ব নিষেধ করিয়া—'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ'—(ছাঃ ৩।১৪।৪) ঐ সকলের অমায়িকত্ব বিধান করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়—"যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূলমনামরূপো ভগবাননন্তঃ। নামাণি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভির্ভেজে স মহ্যং পরমঃপ্রসীদতু।।"—(ভাঃ ৬।৪।৩৩।) যিনি প্রাকৃত নামরূপ রহিত হইয়াও পাদমূলের উপাসনাকারী পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্ত অবতার সকল দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব বহু বহু রূপ এবং কর্ম্মসকল দ্বারা ভূরি ভূরি নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অচিন্তনীয়, সেই অনন্ত পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

ভক্তগণ জীবদ্দশায় ভগবান্‌কে লাভ করেন—'যান্তি মামেব নির্গুণাঃ'—(ভাঃ ১১।২৫।২২) অর্থাৎ নির্গুণ পুরুষগণ আমাকে লাভ করিয়া থাকেন।

"লয় শব্দ না থাকায় জীবিত থাকিয়াও আমার ভক্তগণ নির্গুণ হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হয়"—শ্রীল বিশ্বনাথ।।৯।।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।।১০।।

অন্বয়—বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য) মন্ময়া (মদেকচিত্ত) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আমার শরণাগত) (সন্তঃ—হইয়া) জ্ঞানতপসা (জ্ঞান ও তপস্যাদ্বারা) পূতাঃ (পবিত্র) (সন্তঃ—হইয়া) বহবঃ (অনেকে) মদ্ভাবম্ (আমার ভাব) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন)।।১০।।

অনুবাদ—রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য, আমাতে একাগ্রচিত্ত ও শরণাগত হইয়া জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া অনেকে আমার ভাব লাভ করিয়াছেন।।১০।।

বিশ্বনাথ—ন কেবলমেক এব আধুনিক এব মজ্জন্মকর্ম্মত-

ত্ত্বজ্ঞানমাত্রেণৈব মাং প্রাপ্নোতি অপি তু প্রাক্তনা অপি পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পাবতীর্ণস্য মম জন্মকর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানবন্তো মাম্ আপুরেব ইত্যাহ—বীতেতি। জ্ঞানম্ উক্তলক্ষণং মজ্জন্মকর্ম্মণোস্তত্ত্বতোঽনুভব-রূপমেব তপস্তেন পূতা ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ। যদ্বা জ্ঞানে মজ্জন্ম কর্ম্মণোর্নিত্যত্বনিশ্চয়ানুভাবে যন্নানাকুমতকুতর্ককুযুক্তিসর্পীবিষদাহসহনরূপং তপস্তেন পূতাঃ। তথা চ রামানুজভাষ্যধৃতা শ্রুতিঃ—"তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্" ইতি। ধীরাঃ ধীমন্ত এব তস্য যোনিং জন্মপ্রকারং জানন্তীত্যর্থঃ। বীতাস্ত্যক্তাঃ কুমতপ্রজল্পিতেষু জনেষু রাগাদ্যা যৈস্তেন তেষু রাগঃ প্রীতির্নাপি তেভ্যো ভয়ং নাপি তেষু ক্রোধা মদ্ভক্তানামিত্যর্থঃ। কুতো মন্ময়া মজ্জন্ম-কর্ম্মানুধ্যানমননশ্রবণকীর্ত্তনাদিপ্রচুরাঃ। মদ্ভাবং ময়ি প্রেমাণম্।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—আমার জন্মকর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞানদ্বারা কেবল যে আধুনিক অর্থাৎ আমার এই আবির্ভাবের সমকালীন ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হয়,. তাহানহে, এমন কি প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্ব্বকালীন ব্যক্তিগণও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে অবতীর্ণ আমার জন্মকর্ম্ম-তত্ত্ব জানিয়া আমাকে পাইয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন—'বীতরাগ' ইত্যাদি। 'জ্ঞানতপসা'—জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত লক্ষণ আমার জন্মকর্ম্মের তাত্ত্বিক অনুভবরূপ, তাহাই তপঃ, তদ্দ্বারা 'পূত' বা পবিত্রীকৃত—ইহা শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের ব্যাখ্যা। অথবা আমার জন্মকর্ম্মের নিত্যত্ব নিশ্চয়ভাবে অনুভব করিলে যে নানা কুমত-কুতর্ককুযুক্তিরূপ সর্পের বিষদাহ সহ্যকরারূপ তপঃ তদ্দ্বারা পবিত্রীকৃত। এক্ষেত্রে শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ এই শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন—ধীর বা ধীমান্গণই তাঁহার (শ্রীভগবানের) যোনি বা জন্মপ্রকার সম্যক্ জানেন; এই অর্থ। 'বীতরাগ'—বীত বা ত্যক্ত কুমতপ্রজল্পকারী জনগণে রাগাদি যাঁহাদের, সে সকলে ক্রোধও নাই আমার ভক্তগণের—এই অর্থ। কিহেতু? উত্তর—তাঁহারা মন্ময় অর্থাৎ প্রচুরভাবে আমার জন্ম ও কর্ম্মের অনুধ্যান-মনন-শ্রবণকীর্ত্তনাদিপর। মদ্ভাব—আমাতে প্রেম।।১০।।

অনুবর্ষিণী—আমার জন্ম, কর্ম্ম ও শরীরের চিন্ময়ত্ব ও বিশুদ্ধত্ব বিচার সম্বন্ধে মূঢ় লোকেরা তিনটী প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়, যথা—ইতর রাগ, ভয় ও ক্রোধ। যাহারদের বুদ্ধি নিতান্ত জড়বদ্ধ, তাহারা

জড়তত্ত্বে এতদূর অনুরাগ প্রকাশ করে যে, চিত্তত্ত্ব বলিয়া কোন নিত্যবস্তু আছে তাহা স্বীকার করে না। ইহারা স্বভাবকেই পরমতত্ত্ব বলে, ইহাদের মধ্যে কেহ বা জড়কেই নিত্যকারণ বলিয়া চিত্তত্ত্বের জনকরূপে নির্দ্দিষ্ট করে। ঐ সমস্ত জড়বাদী, স্বভাববাদী বা চৈতন্যহীন বিধিবাদ্গিণ ইতর-রাগ দ্বারা চালিত হইয়া পরমতত্ত্বরূপ চিদ্রাগ হইতে কাজে কাজেই বঞ্চিত হয়। কোন কোন বিচারক চিত্তত্ত্বকে একটী নিত্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু সহজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বদা যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে জড়ে যতপ্রকার গুণ ও কর্ম্ম দৃষ্টি করেন, সে সকলকে সতর্কতার সহিত অসৎ বলিয়া পরিত্যাগ করতঃ, অস্ফুট জড়-বিপরীত বলিয়া কল্পিত একটী অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মকে কল্পনা করেন। তাহা আর কিছুই নয়, কেবল আমার মায়ার ব্যতিরেক-প্রকাশমাত্র। তাহা আমার নিত্যস্বরূপ নয়। পাছে আমার ধ্যান ও চিন্তায় কোনপ্রকার জড়ধর্ম্ম আশ্রয় করে, এই ভয়ে আমার স্বরূপধ্যান ও স্বরূপলিঙ্গ পূজা হইতে বিরত হন। সেই ভয়দ্বারা তাহারা পরমতত্ত্বের স্বরূপ হইতে বঞ্চিত। কেহ বা জড়াতীত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে শূন্য ও নির্ব্বাণকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন। বৌদ্ধ-জৈনাদি মত তাহা হইতেই হয়। এই প্রকার রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া আমাকেই সর্ব্বত্র দর্শন ও আমাকে সম্যক্ আশ্রয়পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান অঙ্গীকার করতঃ এবং পূর্ব্বোক্ত কুযুক্তিবিষদাহ-সহনরূপ তাপদ্বারা পূত হইয়া আমার পবিত্র প্রেম অনেকেই লাভ করিয়াছেন।”—শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।১০।।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।১১।।

অন্বয়—যে (যাহারা) যথা (যে প্রকার) মাম্ (আমার নিকট) প্রপদ্যন্তে (প্রপন্ন হয়) অহং (আমি)তাম্ (তাহাদ্গিকে) তথা এব (সেই প্রকারই) ভজামি (ভজন করি)। পার্থ! (হে পার্থ!) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) মম বর্ত্ম (আমার পথ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করিয়া থাকে) ।।১১।।

অনুবাদ—যাহারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই ভজনা করিয়া থাকি। হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথ অনুবর্ত্তন করে।।১১।।

বিশ্বনাথ—ননু ত্বদেকান্তভক্তাঃ কিল ত্বজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং মন্যন্ত এব কেচিত্তু জ্ঞানাদিসিদ্ধ্যর্থং ত্বাং প্রপন্নাঃ জ্ঞানিপ্রভৃতয়ঃ ত্বজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং নাপি মন্যন্তে ইতি তত্রাহ—যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তে অহমপি তাংস্তেনৈব প্রকারেণ ভজামি ভজনফলং দদামি অয়মর্থঃ। যে মৎপ্রভোর্জ্জন্মকর্ম্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্ব্বাণাস্তত্তল্লীলায়ামেব কৃতমনোরথবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি অহমপি ঈশ্বরত্বাৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুমপি সমর্থস্তেষামপি জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং কর্ত্তুং তান্ স্বপার্ষদীকৃত্য তৈঃ সার্দ্ধং এব যথাসময়মবতরন্নন্তর্দধানশ্চ তান্ প্রতিক্ষণমনুগৃহ্নন্নেব তদ্‌ভজনফলং প্রেমাণমেব দদামি। যে জ্ঞানিপ্রভৃতয়ো মজ্জন্মকর্ম্মণোর্নশ্বরত্বং মদ্বিগ্রহস্য মায়াময়ত্বঞ্চ মন্যমানাঃ মাং প্রপদন্তে অহমপি তান্ পুনঃ পুনর্নশ্বরজন্মকর্ম্মবতো মায়াপাশপতিতানেব কুর্ব্বাণঃ তৎপ্রতিফলং জন্মমৃত্যুদুঃখমেব দদামি। যে তু মজ্জন্মকর্মণোর্নিত্যত্বং মদ্বিগ্রহস্য চ সচ্চিদানন্দত্বং মন্যমানা জ্ঞানিনঃ সজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং মাং প্রপদ্যন্তে, তেষাং স্বদেহদ্বয়ভঙ্গমেবেচ্ছতাং মুমুক্ষুণাম্ অনশ্বরং ব্রহ্মানন্দমেব সম্পাদয়ন্ ভজনফলমাবিদ্যকজন্মমৃত্যুধ্বংসম্ এব দদামি, তস্মান্ন কেবলং মদ্ভক্তা এব মাং প্রপদ্যন্তে, অপি তু সর্ব্বশঃ সর্ব্বেঽপি মনুষ্যাঃ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মিণঃ যোগিনশ্চ দেবতান্তরোপাসকাশ্চ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে;—মম সর্ব্বস্বরূপত্বাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং মামকমেব বর্ত্মেতি ভাবঃ।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, তোমার একান্ত ভক্তগণই তোমার জন্মকর্ম্মকে নিত্য মনে করে, কিন্তু জ্ঞানিপ্রভৃতি কেহ কেহ জ্ঞানাদির সিদ্ধিনিমিত্ত তোমাকে আশ্রয় করে, তাহারা তোমার জন্মকর্ম্মের নিত্যত্ব স্বীকার করে না, (তাহাদের কি হয়?) —ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'যে যথা' ইত্যাদি। যথা—যে প্রকারে আমাকে **প্রপন্ন হয় বা** আশ্রয় করে বা ভজন করে, **আমিও তাহাদিগকে সেই প্রকারেই ভজন করি অর্থাৎ** ভজনফল প্রদান

করি—এই অর্থ। প্রভু যে আমি, আমার জন্ম কর্ম্ম নিত্যই, এই মনে করিয়া সেই সেই লীলাতে বিশেষ মনোরথ করিয়া আমাকে ভজন (সেবা) করিয়া সুখদান করে, আমিও ঈশ্বর অর্থাৎ করিতে, না করিতে ও অন্যথা করিতে সমর্থ বলিয়া তাহাদেরও জন্মকর্ম্মের নিত্যত্ব বিধান করিতে তাহাদ্গিকে নিজ পার্ষদ করি এবং তাহাদের সহিত যথাসময়ে অবতীর্ণ হইয়া ও অন্তর্ধান করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুক্ষণ অনুগ্রহপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদের ভজনফল প্রেমই প্রদান করি। জ্ঞানিপ্রভৃতি যাহারা আমার জন্মকর্ম্ম নশ্বর ও আমার বিগ্রহ মায়াময় মনে করিয়া আমাকে আশ্রয় করে, আমিও তাহাদ্গিকে পুনঃ পুনঃ নশ্বর জন্মকর্ম্মশীল ও মায়া পাশে পতিত করিয়া তাহাদিগের প্রতিফল অর্থাৎ জন্মমৃত্যুদুঃখ দান করি, কিন্তু যে সকল জ্ঞানী আমার জন্মকর্ম্ম নিত্য, আমার বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ মনে করিয়া স্বজ্ঞান সিদ্ধি জন্য আমাকে আশ্রয় করে, সেই স্বদেহদ্বয়ের (স্থূল ও লিঙ্গ) ভঙ্গ ইচ্ছাকারী মুমুক্ষুদিগের ব্রহ্মানন্দ সম্পাদন করাইয়া অবিদ্যাজনিত জন্মমৃত্যু ধ্বংসই ভজনফল দিয়া থাকি। অতএব কেবল যে আমার ভক্তগণই আমাকে আশ্রয়করে, তাহা নহে, কিন্তু সর্ব্বশঃ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেণীর মনুষ্যই জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী, অন্য দেবতার উপাসক সকলেই আমার বর্ত্ম অনুবর্ত্তন করে;—আমি সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া জ্ঞানকর্ম্মাদি সমস্ত আমারই বর্ত্ম বা পথ, এই ভাব।।১১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়—'তাংস্তান্ কামান্ হরির্দদ্যাদ্ যান্ যান্ কাময়তে জনঃ। আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ।।' (ভাঃ ৪।১৩।৩৪) অর্থাৎ লোক যাহা যাহা কামনা করিয়া থাকে, ভগবান্ শ্রীহরি তাহাকে তাহাই দান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি যে ভাবে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে, তাহার ফলোদয়ও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে নিত্যকাল সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যাহারা জ্ঞানী বা নির্ব্বিশেষবাদী তাহারা ভগবানের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের নিষ্ঠায় নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে। যাহারা কর্ম্মী তাহাদিগের নিকট ভগবান্ কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বররূপে প্রাপ্য হন। যাহারা যোগী তাহাদ্গিকে তিনি ঈশ্বররূপে বিভূতি অথবা কৈবল্য প্রদান করেন।

কিন্তু সকলপ্রকার প্রাপ্তির মধ্যে ভগবানের সেবাপ্রাপ্তিই সর্ব্বপ্রধান।

সকলেই শ্রীভগবানের ভজন করে—'অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।'—(ভাঃ২।৩।১০)

'অকামো ধর্ম্মকামো বা মোক্ষকামোঽপি যো ভবেৎ। অথবা সর্ব্বকামো যঃ স বিষ্ণুং পুরুষং যজেৎ।।'—স্কান্দে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন—"আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে।।" (চৈঃ চঃ আ ৪।২১) 'কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।।'—(ঐ ম ৮।৯০) ।।১১।।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা।।১২।।

অন্বয়—কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) কাঙ্ক্ষন্তঃ (অভিলাষিগণ) ইহ (এই) মানুষে লোকে (মনুষ্য-লোকে) দেবতাঃ (দেবগণকে) যজন্তে (যজন করে) হি (যেহেতু) কর্ম্মজা (কর্ম্মজনিত) সিদ্ধিঃ (ফল) ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ভবতি (হয়)।।১২।।

অনুবাদ—কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষাকারিগণ এই মনুষ্যলোকে দেবগণের যজন করিয়া থাকে, যেহেতু কর্ম্মজনিত ফল শীঘ্রই লাভ হয়।।১২।।

বিশ্বনাথ—তত্রাপি মনুষ্যেষু মধ্যে কামিনস্তু মম সাক্ষাদ্ভূতমপি ভক্তিমার্গং পরিহায় শীঘ্রফলসাধকং কর্ম্মবর্ত্ম এবানুবর্ত্তন্তে ইত্যাহ—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ স্বর্গাদিময়ী।।১২।।

বঙ্গানুবাদ—সেই সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে আবার কামনাপর ব্যক্তিগণ আমার সাক্ষাৎভূত ভক্তিমার্গ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া শীঘ্র ফলসাধক কর্ম্মপথই অনুবর্ত্তন করে, তাহাই বলিতেছেন—'কাঙ্ক্ষন্ত'—ইত্যাদি। কর্ম্মজা সিদ্ধি—স্বর্গাদিময়ী।।১২।।

অনুবর্ষিণী—কর্ম্ম তিনপ্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম ভাল। কিন্তু কর্ম্মসিদ্ধির জন্য ফলকামী ব্যক্তিগণ ভগবান্ বাসুদেবের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাদি অন্য

দেবগণের উপাসনা করে—'কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য-দেবতাঃ।'—গীঃ ৭।২০ এবং সেই সেই দেবগণ হইতে শীঘ্রই মদ্বিহিত কামসকল প্রাপ্ত হয়—'লভতে চ ততঃ কামান্'—(গীঃ ৭।২২)।

শ্রীভগবান্ ভক্তিদ্বারাই লভ্য—'ভক্ত্যাঽহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'—(ভাঃ ১১।১৪।২১); 'ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'—(চৈঃ চঃ ম ২০।১৩৬); 'ন সাধয়তি মাং যোগো'—ভাঃ ১১।১৪।২০। (তাহা ছাড়া) 'ভক্ত্যে' ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ। ঐ ১৬৪; কিন্তু তাহারা অনিত্য তুচ্ছ ফললাভের আশায় ভক্তিমার্গ পরিত্যাগ করে।।১২।।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।।১৩।।

অন্বয়—ময়া (আমার দ্বারা) গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে) চাতুর্বর্ণ্যং (চতুর্বর্ণসম্বন্ধীয় বিষয়) সৃষ্টং (সৃষ্ট হইয়াছে) তস্য (তাহার) কর্ত্তারমপি (স্রষ্টা হইলেও) অব্যয়ম্ মাম্ (অব্যয় আমাকে) অকর্ত্তারম্ (অস্রষ্টাই) বিদ্ধি (জানিবে)।।১৩।।

অনুবাদ—আমার দ্বারা গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারিবর্ণের বিষয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার স্রষ্টা হইলেও অব্যয় আমাকে অস্রষ্টাই জানিবে।।১৩।।

বিশ্বনাথ—ননু ভক্তিজ্ঞানমার্গৌ মোচকৌ কর্ম্মমার্গস্তু বন্ধক ইতি সর্ব্বমার্গস্রষ্টরি ত্বয়ি পরমেশ্বরে বৈষম্যং প্রসক্তং, তত্র নহি নহীত্যাহ—চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এব চাতুর্বর্ণ্যং—স্বার্থে ষ্যঞ্। অত্র সত্ত্বপ্রধানাঃ ব্রাহ্মাণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি; রজঃসত্বপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি, তমঃরজঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাং কৃষিগোরক্ষাদীনি কর্ম্মাণি; তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাং পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম ইত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চত্বারো বর্ণাঃ ময়া কর্ম্মমার্গাশ্রিতত্বেন সৃষ্টাঃ। কিন্তু তেষাং কর্ত্তারং স্রষ্টারমপি মাম্ অকর্ত্তারম্ অস্রষ্টারম্ এব বিদ্ধি; তেষাং প্রকৃতিগুণসৃষ্টত্বাৎ প্রকৃতেশ্চ মচ্ছক্তিত্বাৎ, স্রষ্টারমপি মাং বস্তুতস্ত্বস্রষ্টারং, মম প্রকৃতিগুণাতীতস্বরূপত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব অব্যয়ং—**সৃষ্টত্বেঽপি ন মে সাম্যং কিঞ্চিদ্ব্যেতীত্যর্থঃ।।১৩।।**

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, ভক্তি ও জ্ঞানমার্গ মুক্তিদায়ক কিন্তু কর্ম্মমার্গ বন্ধনকারক, এই বৈষম্য সর্ব্বমার্গস্রষ্টা পরমেশ্বর তোমাতে সংশ্লিষ্ট—ইহা যদি বল, তবে বলিতেছেন, "না, না, তা নয়"—'চাতুর্ব্বর্ণ্য' ইত্যাদি। চারিটী বর্ণই চাতুর্বর্ণ্য, এখানে ষ্যঞ্ প্রত্যয় স্বার্থে, ভাবার্থে নহে। ইহাতে সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণগণ, তাহাদের শমদমাদি কর্ম্ম, রজঃসত্ত্বপ্রধান ক্ষত্রিগণ, তাহাদের শৌর্য্যযুদ্ধাদি কর্ম্ম, তমঃরজঃপ্রধান বৈশ্যগণ, তাহাদের কৃষিগোরক্ষাদি কর্ম্ম, তমঃ প্রধান শুদ্রগণ, তাহাদের পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম। এইপ্রকার গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—গুণ ও কর্ম্মসমূহের বিভাগের দ্বারা চারিটী বর্ণ কর্ম্মমার্গাশ্রিত বলিয়া আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট। কিন্তু আমি তাহাদের কর্ত্তা বা স্রষ্টা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা এবং অস্রষ্টাই বলিয়া জানিবে; তাহারা প্রকৃতির গুণকর্ত্তৃক সৃষ্ট বলিয়া ও প্রকৃতি আমার শক্তি বলিয়া, এবং আমি প্রকৃতিগুণাতীত স্বরূপ বলিয়া আমি স্রষ্টা হইয়াও বস্তুতঃ অস্রষ্টা—এই ভাব। অতএব অব্যয়—স্রষ্টা হইলেও, আমার সাম্য কিছুমাত্র ব্যয়িত বা ব্যাহত হয় না—এই অর্থ।।১৩।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ ব্যতীত যখন অন্য কেহই স্রষ্টা বা কর্ত্তা নাই তখন বর্ণ ও বর্ণধর্ম্মের স্রষ্টাও কর্ত্তা তিনিই। নিত্য কৃষ্ণদাস জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করে তখন তাহাকে উদ্ধারের জন্য চিদচিৎ শক্তির অধীশ্বর ভগবান্ মায়া শক্তিদ্বারা কর্ম্মমার্গের সৃষ্টি করিয়াও অব্যয় ও অকর্ত্তারূপে চিচ্ছক্তিসহ বিলাসপরায়ণ থাকেন।

বর্ণচতুষ্টয় ও তাহাদের কর্ম্মের কথা—'ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং'—গীঃ ১৮।৪১ হইতে 'পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজ্' গীঃ ১৮।৪৪; ভাঃ ৭।১১।২১-২৪ এবং ভাঃ ১১।১৭।১৬-১৯ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য ।।১৩।।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে।।১৪।।

অন্বয়—কর্ম্মাণি (কর্ম্মসকল) মাম্ (আমাকে) ন লিম্পন্তি (আসক্ত করিতে পারে না) কর্ম্মফলে মে (আমার) স্পৃহা ন (নাই), ইতি (এইরূপে) মাং (আমাকে) যঃ (যিনি) অভিজানাতি (জানেন) সঃ (তিনি) কর্ম্মভিঃ

(কর্ম্মসকলের দ্বারা) ন বধ্যতে (আবদ্ধ হন না)।।১৪।।

অনুবাদ—কর্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত বা আসক্ত করিতে পারেনা। কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই। এইরূপে আমাকে যিনি জানেন তিনি কর্ম্মসমূহের দ্বারা আবদ্ধ হন না।।১৪।।

বিশ্বনাথ—নন্বেতত্তাবদাস্তাং, সম্প্রতি ত্বং ক্ষত্রিয়কুলেঽবতীর্ণঃ ক্ষত্রিয়জাত্যুচিতানি কর্ম্মাণি প্রত্যহং করোষ্যেব, তত্র কা বার্ত্তেত্যত আহ—ন মামিতি। ন লিম্পন্তি জীবমিব ন লিপ্তীকুর্ব্বন্তি। নাপি জীবস্যেব কর্ম্মফলে স্বর্গাদৌস্পৃহা। পরমেশ্বরত্বেন স্বানন্দপূর্ণত্বেঽপি লোকপ্রবর্ত্তনার্থমেব মে কর্ম্মাদিকরণমিতি ভাবঃ। ইতি— মামিতি; যস্তু ন জানাতি, স কর্ম্মভির্বধ্যতে ইতি ভাবঃ।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, ইহা এই পর্য্যন্ত থাকুক্, সম্প্রতি তুমি ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ, ক্ষত্রিয়জাতির উচিত কর্ম্মসমূহ প্রত্যহই করিতেছ, তাহাতে আর কথা কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ন মাম্' ইত্যাদি। লিপ্ত করে না—জীবের ন্যায় আমাকে লিপ্ত করিয়া তুলে না। আর জীবের ন্যায় আমার কর্ম্ম ফলে অর্থাৎ স্বর্গাদিতে স্পৃহা নাই। পরমেশ্বর বলিয়া আমি স্বানন্দপূর্ণ হইলেও লোক-প্রবর্তন-নিমিত্তই আমার কর্ম্মাদি করা—এই ভাব। ইতি— আমাকে এইরূপ কিন্তু যে না জানে, সে কর্ম্মে বদ্ধ হয়—এই ভাব।।১৪।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আর তদীয় সেবাবিমুখ জীব ভগঃ বা ঐশ্বর্য্যশূন্য। তিনি মায়াধীশ আর জীব মায়াবশযোগ্য। মায়াবদ্ধ জীব ভগবান্‌কে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, অব্যয় ও নিস্পৃহ জানিলে নিজেও কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হন না এবং ভক্তিদ্বারা ভগবানকেই লাভ করেন।।১৪।।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্।।১৫।।

অন্বয়—এবং (এবম্ভূত আমাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্বকালীন) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুমুক্ষুগণও) কর্ম্ম কৃতং (লোক-প্রবর্ত্তনার্থ-কর্ম্ম করিয়াছেন)। তস্মাৎ (সেইহেতু) ত্বং (তুমি) পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং (পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগান্তরসমূহে) কৃতং কর্ম্ম এব (মহাজনকৃত কর্ম্মই) কুরু (কর)

।।১৫।।

অনুবাদ—এইরূপে আমাকে জানিয়া প্রাচীন জনকাদি মহাজনগণও লোকপ্রবর্ত্তনার্থ কর্ম্ম করিয়াছেন। সেইহেতু তুমি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগযুগান্তরে মহাজন কর্ত্তৃক কৃত কর্ম্মই কর।।১৫।।

বিশ্বনাথ—এবম্ এবম্ভূতমেব মাং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বে জনকাদিভিরপি লোকপ্রবর্ত্তনার্থমেব কর্ম্ম কৃতম্।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—এবং—এই প্রকারই আমাকে জানিয়া পূর্ব্বে জনকাদিও লোকপ্রবর্ত্তননিমিত্তই কর্ম্ম করিয়াছেন।।১৫।।

অনুবর্ষিণী—অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জ্ঞানগর্ভজচিত্তশুদ্ধির জন্য এবং শুদ্ধচিত্তব্যক্তি লোকসংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্ম করেন। অতএব তুমিও মহাজন-অনুষ্ঠিত নিষ্কামকর্ম্মযোগ অবলম্বন কর।।১৫।।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।১৬।।

অন্বয়—কিং কর্ম্ম (কর্ম্ম কি?) কিম্ অকর্ম্ম (অকর্ম্ম কি?) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (বিবেকিগণও) মোহিতাঃ (মোহপ্রাপ্ত হন) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অশুভাৎ (অশুভ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্তিলাভ করিতে পার) তৎ কর্ম্ম (সেই কর্ম্ম) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি)।।১৬।।

অনুবাদ—কর্ম্ম কি? এবং অকর্ম্ম কি? —এবিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন। অতএব যাহা অবগত হইলে অশুভরূপ সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে সেই কর্ম্ম তোমাকে উপদেশ করিতেছি।।১৬।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, কর্ম্মাপি ন গতানুগতিকন্যায়েনৈব কেবলং বিবেকিনা কর্ত্তব্যং কিন্তু তস্য প্রকারবিশেষং জ্ঞাত্বৈব ইত্যতস্তস্য প্রথমং দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ।।১৬।।

বঙ্গনুবাদ—কিন্তু কর্ম্মও বিবেকী যে কেবল গতানুগতিক ন্যায়েই করিবেন, তাহা নহে। কিন্তু তাহার প্রকার-বিশেষ জানিয়াই—এইহেতু প্রথমে তাহার দুর্জ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন।।১৬।।

অনুবর্ষিণী—'গতানুগতিক ন্যায়'—প্রকৃত বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা না

করিয়াই কেবল অপরের দেখাদেখি কার্য্য করা।।১৬।।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।।১৭।।

অন্বয়—কর্ম্মণঃ অপি (কর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) বিকর্ম্মণঃ চ (বিকর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) অকর্ম্মণঃ চ (অকর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) (তত্ত্বম্ অস্তি—তত্ত্ব আছে) হি (যেহেতু) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) গতিঃ (তত্ত্ব) গহনা (দুর্গম)।।১৭।।

অনুবাদ—কর্ম্মের, বিকর্ম্মের ও অকর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাতব্য; যেহেতু কর্ম্মের তত্ত্ব দুর্গম। (কর্ত্তব্য আচরণই কর্ম্ম, নিষিদ্ধ আচরণই বিকর্ম্ম, কর্ম্মের অকরণই অকর্ম্ম)।।১৭।।

বিশ্বনাথ—নিষিদ্ধাচরণং দুর্গতিপ্রাপকম্ ইতি তত্ত্বম্; তথা অকর্ম্মণঃ কর্ম্মাকরণস্যাপি সন্ন্যাসিনঃ কীদৃশং কর্ম্মাকরণং শুভদমিতি অন্যথা নিঃশ্রেয়সং কথং হস্তগতং স্যাদিতি ভাবঃ। কর্ম্মণ ইত্যুপলক্ষণং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং গতিস্তত্ত্বং—গহনা দুর্গমা।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ—নিষিদ্ধাচরণ দুর্গতিপ্রাপক—এই তত্ত্ব। আর অকর্ম্মের—কর্ম্মের অকরণেরও; সন্ন্যাসীর কর্ম্মের অকরণ কিরূপ শুভপ্রদ। অন্যথা নিঃশ্রেয়স কিরূপে হস্তগত হইবে? এইভাব। কর্ম্মের—উপলক্ষণে কর্ম্ম, অকর্ম্ম-বিকর্ম্মেরও। গতি—তত্ত্ব, গহনা—দুর্গম।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—কর্ম্মের তত্ত্ব দুর্গম। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই মোক্ষের হেতুভূত। নিষিদ্ধাচরণই বিকর্ম্ম এবং তাহা দুর্গতিপ্রাপক। কর্ম্মের অকরণ বা কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ অকর্ম্ম। 'কর্ম্মণো গহনা গতিঃ' এই বাক্যমধ্যস্থ কর্ম্মণঃ শব্দে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই তিনই উপলক্ষিত হইয়াছে।।১৭।।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।।১৮।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) অকর্ম্ম (অকর্ম্ম) অকর্ম্মণি চ (এবং অকর্ম্মে) কর্ম্ম (কর্ম্ম) পশ্যেৎ (দেখেন) সঃ (তিনি) মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ (পণ্ডিত), সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগী) কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা)।।১৮।।

অনুবাদ—যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, যুক্ত এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা।।১৮।।

বিশ্বনাথ—তত্র কর্ম্মাকর্ম্মণোস্তত্ত্ববোধমাহ—কর্ম্মণীতি। শুদ্ধান্তঃকরণস্য জ্ঞানবত্ত্বেঽপি জনকাদেরিবাকৃত-সন্ন্যাসস্য কর্ম্মণ্যনুষ্ঠীয়মানে নিষ্কামকর্ম্মযোগে অকর্ম্ম, কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ, তৎকর্ম্মণো বন্ধকত্বাভাবাদিতি ভাবঃ; তথা অশুদ্ধান্তঃকরণস্য জ্ঞানাভাবেঽপি শাস্ত্রজ্ঞত্বাৎ জ্ঞানবাবদূকস্য সন্ন্যাসিনোঽকর্ম্মণি, কর্ম্মাকরণে কর্ম্ম পশ্যেৎ দুর্গতিপ্রাপকং কর্ম্মবন্ধমেবোপলভতে, স এব বুদ্ধিমান্; স তু কৃৎস্নকর্ম্মাণ্যেব করোতি, ন তু তস্য জ্ঞানবাবদূকস্য জ্ঞানিমানিনঃ সঙ্গে নাপি তদ্বচসাপি সন্ন্যাসং করোতীতি ভাবঃ। তথা চ ভগবদ্বাক্যং—"যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত স্ত্রিদণ্ডমুপ-জীবতি।। সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা। অবিপক্ক কষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে।।" ইতি।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের তত্ত্ববোধের কথা বলিতেছেন—'কর্ম্মণি' ইত্যাদি। শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইলেও জনকাদির ন্যায় সন্ন্যাস না করিয়া নিষ্কামকর্ম্মযোগে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অকর্ম্ম, ইহা কর্ম্ম হয় না—এইটী যিনি দেখিতে পান; যেহেতু সেই কর্ম্মে বন্ধন হয় না, এই ভাব। আর জ্ঞানাভাবসত্ত্বেও অশুদ্ধান্তঃকরণ, শাস্ত্র জানে বলিয়া জ্ঞানবাবদূক (জ্ঞানী বলিয়া আত্মশ্লাঘাকারী বাচাল বা বহু বক্তা) সন্ন্যাসীর **অকর্ম্ম বা কর্ম্মের অকরণে যিনি কর্ম্মদর্শন করেন** অর্থাৎ দুর্গতিপ্রাপক কর্ম্মবন্ধনের **উপলব্ধি করেন, তিনিই বুদ্ধিমান। তিনি** কিন্তু কৃৎস্ন বা সমস্ত কর্ম্মই করেন, জ্ঞানবাবদূক, আপনি জ্ঞানী বলিয়া অভিমানী সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিলেও এবং তাহার বাক্যেও সন্ন্যাস করেন না এই ভাব। এইরূপ ভগবদ্বাক্যও দেখা যায়—"যিনি জ্ঞান-বৈরাগ্য রহিত, অজিত-কামাদি-ষড়্বর্গ এবং প্রবল ইন্দ্রিয়রূপ সারথি-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ত্রিদণ্ডগ্রহণের অভিনয় করেন, সেই অপরিণত বিষয়বাসনাগ্রস্ত আত্মঘাতী পুরুষ আরাধ্যদেবগণকে, নিজ আত্মাকে এবং আত্মস্থিত আমাকে বঞ্চিত করিয়া

স্বয়ংও উভয়লোক হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।” (ভাঃ ১১। ১৮।৪০-৪১)।।১৮।।

অনুবর্ষিণী—নিষ্কামকর্ম্মযোগীর সকল কর্ম্মই কর্ম্মের অকরণ বা কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ ‘অকর্ম্ম’ এবং কর্ম্মত্যাগই তাঁহার নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠান। সকল কর্ম্ম করিয়াও তিনি কর্ম্মী হন না; অকর্ম্ম ও কর্ম্ম তাঁহার নিকট একই প্রকার। তবে দুরাচার আত্মশ্লাঘাকারী জ্ঞানিগণ নিন্দনীয়।।১৮।।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।।১৯।।

অন্বয়—যস্য (যাহার) সর্ব্বে সমারম্ভাঃ (সকল কর্ম্ম) কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ (কাম ও সংকল্পবিবর্জ্জিত) বুধাঃ (বুধগণ) জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মাণং (জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্মীকৃত কর্ম্মা) তং (তাহাকে) পণ্ডিতং (পণ্ডিত) আহুঃ (বলেন)।।১৯।।

অনুবাদ—যাহার সকল কর্ম্ম, কাম ও সংকল্পশূন্য, জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ভস্মীকৃত-কর্ম্মা, সেই ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন।।১৯।।

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থং বিবৃণোতি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি কামঃ ফলং তৎসংকল্পেন বর্জ্জিতাঃ। জ্ঞানমেবাগ্নিস্তেন দগ্ধানি কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি বিহিতানি নিষিদ্ধানি চ যস্য সঃ;—এতেন বিকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যমিত্যপি বিবৃতম্। এতাদৃশাধিকারিণি কর্ম্ম যথা অকর্ম্ম পশ্যেৎ, তথৈব বিকর্ম্মাপি অকর্ম্মৈব পশ্যেদিতি পূর্ব্বশ্লোকস্যৈব সঙ্গতিঃ। যদগ্রে বক্ষ্যতে—“অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।। যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।” ইতি।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—যে অর্থ কথিত হইল, তাহাই বিবৃত হইতেছে—‘যস্য’ প্রভৃতি পাঁচটী শ্লোকে। সমারম্ভ—যাহা সম্যক্ আরম্ভ করা হয়, সেই সমস্ত কর্ম্ম। কামসংকল্পবর্জিত—কাম বা ফল, তাহার সঙ্কল্পহীন। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা—যাঁহার বিহিত বা নিষিদ্ধ ক্রিয়মান অর্থাৎ করা হইতেছে এমন কর্ম্মগুলি জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়াছে তাঁহাকে। ইহাতে পূর্ব্বে

(১৭ শ্লোকে) উক্ত 'বিকর্ম্মের গতি জানিতে হইবে' ইহাও বিবৃত হইল। এইরূপ অধিকারীর পক্ষে কর্ম্মকে যেরূপ অকর্ম্ম বলিয়া দেখা উচিত, সেইরূপ বিকর্ম্মকেও অকর্ম্ম বলিয়া দেখা উচিত—ইহা পূর্ব্বশ্লোকের সঙ্গতি। যাহা পরে বলা হইতেছে—(গীঃ ৪।৩৬-৩৭ শ্লোকে)।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, নিষ্কামকর্ম্মযোগলব্ধ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা তাঁহার বিহিত ও নিষিদ্ধ সকল কর্ম্মই দগ্ধ হয়। তিনি জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা।।১৯।।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।।২০।।

অন্বয়—(যঃ—যিনি) কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম্মফলাসক্তি ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (নিত্য নিজানন্দে পরিতৃপ্ত) নিরাশ্রয়ঃ (স্বীয় যোগক্ষেমের আশ্রয়শূন্য) সঃ (তিনি) কর্ম্মণি (কর্ম্মসমূহে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না)।।২০।।

অনুবাদ—যিনি কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া নিজানন্দে নিত্যপরিতৃপ্ত এবং যোগক্ষেমের আশ্রয়-চেষ্টারহিত, তিনি কর্ম্মসমূহে প্রবৃত্ত হইলেও, কিছুই করেন না। অর্থাৎ কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না।।২০।।

বিশ্বনাথ—'নিত্যতৃপ্তঃ নিত্যং নিজানন্দেন তৃপ্তঃ। নিরাশ্রয়ঃ স্বযোগক্ষেমার্থং ন কমপ্যাশ্রয়তে।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—নিত্যতৃপ্ত—নিত্য নিজ-আনন্দে তৃপ্ত। নিরাশ্রয়—স্বীয় যোগক্ষেম-নিমিত্ত কাহাকেও আশ্রয় করেন না।।২০।।

অনুবর্ষিণী—যোগ—অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম—লব্ধ বস্তুর রক্ষণ।।২০।।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।২১।।

অন্বয়—(সঃ—তিনি) নিরাশীঃ (কামনাশূন্য) যতচিত্তাত্মা (সংযত চিত্ত ও দেহ) ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য) কেবলং (কেবল) শারীরং (শরীর নির্ব্বাহার্থ) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ (করিয়াও) কিল্বিষম্ (পাপ) ন

আপ্নোতি (লাভ করেন না)।।২১।।

অনুবাদ—তিনি কামনাশূন্য, সংযত চিত্ত ও সংযতেন্দ্রিয়, এবং সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহশূন্য, কেবল শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার পাপ বা বন্ধন লাভ হয় না।।২১।।

বিশ্বনাথ—'আত্মা'—স্থূলদেহঃ। শারীরং শরীরনির্ব্বাহার্থং কর্ম্ম অসৎপ্রতিগ্রহাদিকম্। কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং পাপং নাপ্নোতি ইত্যেতদপি বিকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যম্—ইত্যস্য বিবরণম্।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—আত্মা—স্থূলদেহ। শারীর—শরীরনির্ব্বাহজন্য অসৎপ্রতিগ্রহাদি কর্ম্ম করিয়াও কিল্বিষ বা পাপ প্রাপ্ত হয় না—এই সমস্তও ১৭শ শ্লোকের 'বিকর্ম্মের গতি জানা উচিত'—ইহার বিবরণ।।২১।।

অনুবর্ষিণী—নিরাশীঃ অর্থাৎ কামনামুক্ত ব্যক্তি যিনি চিত্ত ও স্থূলদেহকে বশীভূত করিয়াছেন এবং সকলপ্রকার ভোগের উপকরণ সংগ্রহে চেষ্টাশূন্য হইয়া কেবলমাত্র শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অসৎপ্রতিগ্রহাদি করিয়াও তিনি পাপভাগী বা সৎপ্রতিগ্রহাদিদ্বারা পুণ্যভাগীও হন না।।২১।।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।।২২।।

অন্বয়—(যঃ—যিনি) যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (অযাচিত লব্ধ দ্রব্যে পরিতুষ্ট) দ্বন্দ্বাতীতঃ (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব বিষয়-সহনশীল) বিমৎসরঃ (মৎসরতাশূন্য) সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ (সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে) সমঃ (তুল্যজ্ঞান) (সঃ—তিনি) কৃত্বা অপি (কর্ম্ম করিলেও) ন নিবধ্যতে (বন্ধনপ্রাপ্ত হন না) ।।২২।।

অনুবাদ—যিনি অপ্রার্থিত লব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-বিষয়ের অবশীভূত, মৎসরতাশূন্য, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান বিশিষ্ট, তিনি কর্ম্ম করিলেও বন্ধনপ্রাপ্ত হন না।।২২।।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।২৩।।

অন্বয়—গতসঙ্গস্য—(নিষ্কাম) মুক্তস্য (মুক্ত) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানাবস্থিত-চিত্ত পুরুষের) যজ্ঞায় (পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য) আচরতঃ (কর্ম্ম আচরণকারীর) সমগ্রং কর্ম্ম (সমগ্র কর্ম্ম) প্রবিলীয়তে (লয় প্রাপ্ত হয়)।।২৩।।

অনুবাদ—নিষ্কাম, মুক্ত, জ্ঞানাবস্থিত চিত্ত পুরুষের, যজ্ঞের নিমিত্ত যে কর্ম্ম আচরণ করা হয়, তাহা সমগ্র লয় প্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ অকর্ম্ম ভাব লাভ করে)।।২৩।।

বিশ্বনাথ—যজ্ঞো বক্ষ্যমাণলক্ষণস্তদর্থং কর্ম্মাচরতস্তৎ কর্ম্ম প্রবিলীয়তে। অকর্ম্মভাবমাপদ্যত ইত্যর্থঃ।।২৩।।

বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞ—যাহার লক্ষণ বলা হইবে তাহার নিমিত্ত কর্ম্ম আচরণ করিলে তাহা বিলীন হয় অর্থাৎ অকর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয়।।২৩।।

অনুবর্ষিণী—অকর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ পরিণামভূত ফলের সহিত এবং কারণের উচ্ছেদ পূর্ব্বক বিনষ্ট হইয়া যায়।—'কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে প্রোক্তং পরোক্ষং ন প্রকাশতে।।' (ভাঃ—৪।২৯।৫৯।)

ধর্ম্মকার্য্য বা পাপকার্য্য করিবামাত্রই উহার ফল স্বর্গ বা নরক হয় না। এস্থলে কর্ম্মকোবিদ্‌গণ তত্তৎকর্ম্মজন্য ফলের দ্বারস্বরূপ 'অপূর্ব্ব' (অদৃষ্ট) কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহাদের মতানুসারে তত্তৎ 'অপূর্ব্ব' যথাকালে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু নিষ্কাম যোগীর সম্বন্ধে তাহা হয় না।।২৩।।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।।২৪।।

অন্বয়—অর্পণং ব্রহ্ম (অর্পণ—স্রুবাদি ব্রহ্ম), হবিঃ ব্রহ্ম (ঘৃতাদি ব্রহ্ম), ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মাই অগ্নি তাহাতে) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপ হোতা-কর্ত্তৃক) হুতং (হোমও ব্রহ্ম) তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা (ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত সেই ব্যক্তির দ্বারা) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যং (প্রাপ্য)।।২৪।।

অনুবাদ—অর্পণ—স্রুবাদি ব্রহ্ম, ঘৃতাদি ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ হোতা কর্ত্তৃক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোমও ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত সেই ব্যক্তির দ্বারা ব্রহ্মই গন্তব্য বা প্রাপ্য।।২৪।।

বিশ্বনাথ—"যজ্ঞায়াচরতঃ" ইত্যুক্তম্; স যজ্ঞ এব কীদৃশঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ব্রহ্মেতি। অর্প্যতে অনেন ইত্যর্পণম্, জুহ্বাদি তদপি ব্রহ্মৈব অর্প্যমাণং হবিরপি, ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাগ্নাবিতি হবনাধিকরণমগ্নিরপি ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মণেতি হবনকর্ত্তাপি ব্রহ্মৈব। এবং বিবেকবতা পুংসা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্তব্যং; ন তু ফলান্তরম্। কুতঃ? ব্রহ্মাত্মকং যৎ কর্ম্ম, তত্রৈব সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন।।২৪।।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বশ্লোকে 'যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম্ম আচরণ' বলা হইয়াছে। সে যজ্ঞ কিরূপ? এই প্রশ্ন অপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন—'ব্রহ্ম' ইত্যাদি। অর্পণ—যাহা দ্বারা অর্পণ করা যায় অর্থাৎ জুহ্বাদি, তাহাও ব্রহ্মই, যে হবিঃ অর্পণ করা হয় তাহাও। ব্রহ্মাগ্নিতে—ইহা দ্বারা হবনের অধিকরণ বা স্থান অগ্নিও ব্রহ্মই। ব্রহ্ম দ্বারা—ইহাদ্বারা হবনকর্ত্তাও ব্রহ্মই। এইভাবে বিবেকবান্ পুরুষকর্ত্তৃক ব্রহ্ম গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য; কিন্তু অন্য ফল হয় না। কি হেতু? ব্রহ্মাত্মক যে কর্ম্ম, তাহাতেই সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা যাঁহার তাঁহা দ্বারা।।২৪।।

অনুবর্ষিণী—যজ্ঞকার্যে যে পাত্রদ্বারা অগ্নিতে ঘৃতাদি অর্পিত হয়, তাহা—স্রুবাদি—যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ। হবি—হোমের জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে যে সামগ্রী অর্পণ করা যায়।

যজ্ঞরূপ কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তির প্রকার—"যজ্ঞের মূলতত্ত্ব বলি, শুন। জড়বদ্ধ জীবের জড়কার্য্য অনিবার্য্য। সেই জড়কার্য্যে যতটুকু চিদালোচনা হইতে পারে, তাহাই সুষ্ঠুরূপে করার নাম 'যজ্ঞ'। চিদ্ভাব জড়ে আবির্ভূত হইলে তাহাকে 'ব্রহ্ম' বলে; সেই ব্রহ্ম—আমারই জ্যোতিঃ বা কিরণ। সমস্ত জড়জগৎ হইতে চিৎতত্ত্ব—বিলক্ষণ। অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা ও ফল—এই পাঁচটী যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান হয় তখন যথার্থ 'যজ্ঞ' হয়। কর্ম্মকে ব্রহ্মাত্মক করতঃ তাহাতে যাঁহার চিত্তৈকাগ্র্যরূপ সমাধি হয়, তিনি স্বীয় সমস্ত কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা অর্থাৎ স্বসত্তা, সমুদায়ই 'ব্রহ্মাত্মক'; অতএব তাঁহার গতিও ব্রহ্ম।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।২৪।।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।।২৫।।

অন্বয়—অপরে (অন্য) যোগনিঃ (কর্ম্মযোগিগণ) দৈবম্ এব যজ্ঞং (দৈব যজ্ঞেরই) পর্য্যুপাসতে (প্রকৃষ্টরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন)। অপরে (অন্য জ্ঞানযোগিগণ) ব্রহ্মাগ্নৌ এব (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতেই) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞের দ্বারাই) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) উপজুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন; অর্থাৎ সমগ্র কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে লুপ্ত করেন)।।২৫।।

অনুবাদ—অন্য কর্ম্মযোগিগণ দেবপূজারূপ দৈবযজ্ঞই প্রকৃষ্টরূপে উপাসনা করেন, আর অপর জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞরূপ সমগ্র কর্ম্মকে আহুতি প্রদান করেন। অর্থাৎ বিলয় সাধন করেন।
।।২৫।।

বিশ্বনাথ—যজ্ঞাঃ খলু ভেদেনান্যেঽপি বহবো বর্ত্তন্তে তাংস্ত্বং শৃণ্বিত্যাহ—দৈবমেবেত্যষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন তং দৈবমিতি। ইন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্—"সাস্য দেবতেতি অণ্"।। যোগিনঃ কর্ম্মযোগিনঃ। অপরে জ্ঞানযোগিনস্তু ব্রহ্ম-পরমাত্মৈবাগ্নিস্তস্মিংস্তৎপদার্থে যজ্ঞং হবিঃস্থানীয়ং ত্বং-পদার্থং জীবং যজ্ঞেন প্রণবরূপেণ মন্ত্রেণৈব জুহ্বতি। অয়মেব জ্ঞানযজ্ঞোঽগ্রে স্তোষ্যতে। অত্র 'যজ্ঞং' 'যজ্ঞেন' ইতি শব্দৌ কর্ম্মকরণ সাধনৌ প্রথমাতিশয়োক্ত্যা শুদ্ধজীবপ্রণবাবাহতুঃ।।২৫।।

বঙ্গানুবাদ—প্রকারভেদে অন্য যজ্ঞও বহু আছে, সেগুলি শ্রবণ কর—ইহাই বলিতেছেন—'দৈবমেব' ইত্যাদি আটটী শ্লোকে। দৈব—ইন্দ্রবরুণাদিদেবগণকে যাহাতে (যে যজ্ঞে) যজন করা হয়, তাহাই দৈব। ইন্দ্রাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি নাই, তাই দেখান হইতেছে, 'সাস্য দেবতেতি অণ্' এই অর্থে দৈব অর্থাৎ দেবই ইহার দেবতা; এস্থলে ব্রহ্মের কোনও কথা নাই। 'যোগনিঃ'—কর্ম্মযোগিগণ; 'অপরে'—জ্ঞানযোগিগণ। 'ব্রহ্মাগ্নৌ'—ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই অগ্নি তাহাতে বা তৎপদার্থে। 'যজ্ঞং'—হবিঃ স্থানীয় ত্বংপদার্থ জীবকে, 'যজ্ঞেন'—প্রণবরূপ মন্ত্রদ্বারা 'জুহ্বতি' (হোম করে)। এই জ্ঞানযজ্ঞই পরে স্তুত বা প্রশংসিত হইবে। এখানে 'যজ্ঞং' 'যজ্ঞেন'

এই দুইটী শব্দ কর্ম্মকরণসাধন অথবা প্রথম অতিশয়-উক্তি-দ্বারা শুদ্ধজীব ও প্রণবকে নির্দ্দেশ করিয়াছে।।২৫।।

অনুবর্ষিণী—"যজ্ঞ যত প্রকার, যোগীও তত প্রকার। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতে গেলে যজ্ঞ ও যোগী অনেক প্রকার হয়। বিজ্ঞান-সহকারে বিভাগ করিলে সমস্ত যজ্ঞই কর্ম্মযজ্ঞ বা দ্রব্যময় যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ বা চিদালোচনারূপ যজ্ঞ,—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। কর্ম্মযোগিগণ দৈবযজ্ঞকে উপাসনা করেন, তাহাতেই ইন্দ্র-বরুণাদি আমার মায়িকসামর্থ্যবিশিষ্ট অধিকৃত পুরুষদিগের যজন হইয়া থাকে, তদ্বারাও তাহারা ক্রমশঃ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানযোগিসকল 'প্রণব'রূপ মন্ত্রের দ্বারা 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক, 'তৎ' পদার্থ যে 'ব্রহ্ম', তাহাতে 'ত্বং' পদার্থ যে জীব, তাহাকে হোম করেন।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

জ্ঞানযজ্ঞের প্রশংসা—'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ'। (গীঃ ৪।৩২)।।২৫।।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।।২৬।।

অন্বয়—অন্যে (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ) সংযমাগ্নিষু (মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি (কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন), অন্যে (গৃহস্থগণ) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন)।।২৬।।

অনুবাদ—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দেন এবং গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সমূহকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।।২৬।।

বিশ্বনাথ—অন্যে নৈষ্ঠিকাঃ শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি, সংযমঃ সংযতং মন এব অগ্নয়স্তেষু জুহ্বতি, শুদ্ধে মনসি ইন্দ্রিয়াণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যে ততো ন্যূনা ব্রহ্মচারিণঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু ইন্দ্রিয়াণেবাগ্নয়স্তেষু জুহ্বতি—শব্দাদীনীন্দ্রিয়েষু প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ।।২৬।।

বঙ্গানুবাদ—'অন্যে' অর্থাৎ নৈষ্ঠিকগণ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে,

'সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি'—সংযম অর্থাৎ সংযত মনই অগ্নিসমূহ, সেইগুলিতে হোম করে, শুদ্ধমনে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রবিলাপিত করেন, এই অর্থ। 'অন্যে'—উহাদিগের অপেক্ষা ন্যূন ব্রহ্মচারিগণ শব্দাদি বিষয়গুলিকে 'ইন্দ্রিয়াগ্নিষু'—ইন্দ্রিয়গুলিই অগ্নি, সেই সকলে হোম করেন অর্থাৎ শব্দাদিকে ইন্দ্রিয়গুলিতে প্রবিলাপিত করেন।।২৬।।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।।২৭।।

অন্বয়—অপরে (অন্যযোগিগণ) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানদীপ্ত) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে) সর্ব্বাণি-ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি (সকল ইন্দ্রিয়কর্ম্ম) প্রাণকর্ম্মাণি চ (এবং প্রাণকর্ম্মসমূহ) জুহ্বতি (আহুতি দিয়া থাকেন)।।২৭।।

অনুবাদ—অন্য যোগিগণ জ্ঞানদীপ্ত হইয়া চিত্তসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমগ্র ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন।।২৭।।

বিশ্বনাথ—অপরে—শুদ্ধ-ত্বংপদার্থবিজ্ঞাঃ। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি তৎকর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি চ, প্রাণকর্ম্মাণি দশপ্রাণাঃ তৎকর্ম্মাণি চ, প্রাণস্য বহির্গমনম্ অপানস্যাধোগমনং, সমানস্য ভুক্তপীতাদীনাং সমীকরণম্, উদানস্যোচ্চৈর্নয়নং, ব্যানস্য বিশ্বক্নয়নম্—"উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্মুন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়।।" ইত্যেবং দশপ্রাণাঃ তৎকর্ম্মাণি। আত্মনস্ত্বংপদার্থস্য সংযমঃ শুদ্ধিরেবাগ্নিস্তস্মিন্ জুহ্বতি—মনোবুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়াণি দশপ্রাণাশ্চ প্রবিলাপয়ন্তি। একঃ প্রত্যগাত্মৈবাস্তি নান্যে মন আদয় ইতি ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ—'অপরে' অর্থাৎ শুদ্ধ-ত্বংপদার্থবিদ্গণ। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মগুলি ও শ্রবণদর্শনাদি। 'প্রাণকর্ম্মাণি'—দশ প্রাণ ও তাহাদের কর্ম্ম 'প্রাণের' বহির্গমন, 'অপানের' অধোগমন, 'সমানের' ভক্ষিত ও পীত-পদার্থের সমীকরণ, 'উদানের' ঊর্দ্ধ-নয়ন, 'ব্যানের' বিশ্বক্-নয়ন, আর "উদ্গারে 'নাগ' নামক বায়ু প্রসিদ্ধ, উন্মীলনে 'কূর্ম্ম' কথিত হয়, ক্ষুৎকর (হাঁচি-কাশিতে) 'কৃকর' বলিয়া জানিবে, বিজৃম্ভণে (বা হাই তোলাকালে)

‘দেবদত্ত’ নামে কথিত হয়, আর সর্ব্বব্যাপী ‘ধনঞ্জয়’ নামক বায়ু মৃতব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করে না।” এই প্রকার দশ প্রাণ, তাহাদের কর্ম্মসমূহ। ‘আত্মসংযম’ প্রভৃতি—আত্মা অর্থাৎ ত্বংপদার্থের সংযম অর্থাৎ শুদ্ধিরূপ অগ্নি তাহাতে হোম করে অর্থাৎ মন-বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি ও দশ প্রাণ প্রবিলাপিত করে। এক প্রত্যক্ আত্মাই আছে, মন আদি অন্য কিছু নাই এইরূপভাবে—এই অর্থ।।২৭।।

অনুবর্ষিণী—ইন্দ্রিয় কর্ম্মসকল—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম—শ্রবণদর্শনাদি এবং বাক্পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের—ভাষণাদি।

ব্যানের বিশ্বক্-নয়ন—নিখিলদেহব্যাপী আকুঞ্চন-প্রসারণাদি।

কৈবল্যবাদী পাতঞ্জলাদি যোগিগণ প্রত্যগাত্মা ব্যতীত মন প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।।২৭।।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।।২৮।।

অন্বয়—(কেচিৎ—কেহ কেহ) দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ) (কেচিৎ—কেহ কেহ) তপোযজ্ঞাঃ (তপোযজ্ঞপরায়ণ) (কেচিৎ—কেহ কেহ) যোগযজ্ঞাঃ (যোগরূপ যজ্ঞপরায়ণ) তথা (সেইরূপ) অপরে (অপর কেহ কেহ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ (বেদপাঠ-যজ্ঞপরায়ণ ও বেদার্থজ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ) যতয়ঃ (এই চারিপ্রকার প্রযত্নশীল ব্যক্তি) সংশিতব্রতাঃ (তীক্ষ্ণব্রতযতি)।।২৮।।

অনুবাদ—কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ, কেহ কেহ তপোযজ্ঞপরায়ণ, কেহ কেহ যোগযজ্ঞপরায়ণ, অপর কেহ কেহ বেদপাঠরূপ যজ্ঞপরায়ণ, বা বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞপরায়ণ। এই চারিপ্রকার যত্নশীলব্যক্তি তীক্ষ্ণব্রতযতি।।২৮।।

বিশ্বনাথ—দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে ‘দ্রব্যযজ্ঞাঃ’, তপঃকৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি এব যজ্ঞো যেষাং তে ‘তপোযজ্ঞাঃ’, যোগোঽষ্টাঙ্গ এব যজ্ঞো যেষাং তে ‘যোগযজ্ঞাঃ’, স্বাধ্যায়ো বেদস্য পাঠঃ তদর্থস্য জ্ঞানঞ্চ যজ্ঞো যেষাং তে, যতয়ো যত্নপরাঃ;—সর্ব্ব এতে সম্যক্ শিতং

তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে।।২৮।।

বঙ্গানুবাদ—'দ্রব্যযজ্ঞাঃ—যাঁহাদের দ্রব্যদানই যজ্ঞ, 'তপোযজ্ঞাঃ'—তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিই যাঁহাদের যজ্ঞ, 'যোগযজ্ঞাঃ'—অষ্টাঙ্গ যোগই যাঁহাদের যজ্ঞ, 'স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাঃ'—স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ, তৎপ্রয়োজন জ্ঞানও যাঁহাদের যজ্ঞ—তাঁহারা, 'যতয়ঃ'—যত্নপর ব্যক্তিগণ;—ইঁহারা সকলে 'সংশিতব্রতাঃ'—সম্যক্ শিত বা তীক্ষ্ণীকৃত ব্রত যাঁহাদের তাঁহারা।।২৮।।

অনুবর্ষিণী—দ্রব্যদান—"শরণাগতসন্ত্রাণং ভূতানাঞ্চপ্যহিংসনম্। বহির্ব্বেদি চ যদ্দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে।।" স্মৃতিঃ অর্থাৎ শরণাগতজনের রক্ষাবিধান, সর্ব্বভূতের অহিংসা এবং বহির্ব্বেদি দানকার্য্য 'দত্ত' নামে অভিহিত।

অন্তর্ব্বেদি ও বহির্ব্বেদি—সম্বন্ধে মনুসংহিতা (১১শ অঃ ২।৩) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কৃচ্ছ্রব্রত—"একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াৎ ত্র্যহানি ত্রীণি পূর্ব্ববৎ। ত্র্যহঞ্চোপ-বসেদন্ত্যমতিকৃচ্ছ্রংচরন্ দ্বিজঃ।।" (মনু ১১ অঃ ২১৪ শ্লোক)। প্রথমে তিন দিন দিবাভাগে এক এক গ্রাস, পরে তিন দিন সায়ংকালে এক এক গ্রাস, তদনন্তর তিন দিন অযাচিতভাবে পূর্ব্ববৎ এক এক গ্রাস ভোজন করিবে। শেষে তিন দিন উপবাস করিতে হইবে, ইহা অতি কৃচ্ছ্রব্রত।

চান্দ্রায়ণ—"একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ। উপস্পৃশংস্ত্রিষবণমেতচ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্।।" (ঐ ২১৭) শ্লোক। অর্থাৎ সায়ং, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নে স্নান করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস মাত্র ভোজন করিতে হয়। তারপর প্রতিপদাদি তিথিক্রমে এক এক গ্রাস হ্রাস করিয়া চতুর্দ্দশীতে এক গ্রাস মাত্র ভোজন এবং অমাবস্যায় উপবাস করিতে হয়। পুনরায় শুক্ল-প্রতিপদাদি তিথিক্রমে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমা তিথিতে পঞ্চদশ গ্রাস আহার করিবে। এইরূপ হইলে তাহা 'পিপীলিকামধ্য চান্দ্রায়ণ' নামে অভিহিত হয়।

অষ্ঠাঙ্গ যোগ—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"—পাতঞ্জলি। চিত্তবৃত্তিনি-রোধের নাম যোগ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা,

ধ্যান এবং সমাধি—যোগের এই অষ্টাঙ্গ।

সংশিতব্রত—তীক্ষ্ণব্রত যতি।।২৮।।

অপানে জুহ্বতিপ্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।।২৯।।

অন্বয়—অপরে (প্রাণায়াম-নিষ্ঠগণ) অপানে (অপান বায়ুতে) প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন), তথা (সেইরূপ) অপানং (অপানবায়ুকে) প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) (জুহ্বতি—আহুতি দিয়া থাকেন), প্রাণাপানগতী (প্রাণ ও অপানের গতি) রুদ্ধ্বা (নিরোধ করিয়া) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়ামপরায়ণ হন) অপরে (কেহ কেহ) নিয়তাহারাঃ (আহারসংযমী) প্রাণেষু (প্রাণসমূহে) প্রাণান্ (প্রাণসমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন)।।২৯।।

অনুবাদ—প্রাণায়ামনিষ্ঠগণ পূরককালে অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ প্রাণকে অপানের সহিত একীভূত করেন, সেইপ্রকার রেচককালে প্রাণবায়ুতে আপনবায়ুকে আহুতি প্রদান করেন এবং কুম্ভককালে প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ আহার-সংযমী হইয়া প্রাণেই প্রাণসমূহকে আহুতি দিয়া থাকেন।।২৯।।

বিশ্বনাথ—অপরে প্রাণায়ামনিষ্ঠাঃ;অপানে অধোবৃত্তৌ প্রাণম্ ঊর্দ্ধবৃত্তং জুহ্বতি পূরক-কালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি; তথা রেচক-কালে অপানং প্রাণে জুহ্বতি, কুম্ভক-কালে প্রাণাপানয়োর্গতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণা ভবন্তি। অপরে ইন্দ্রিয়জয়কামাঃ; নিয়তাহারাঃ অল্পাহারাঃ, প্রাণেষু আহারসঙ্কোচনেনৈব জীব্যমানেষু প্রাণান্ ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি। ইন্দ্রিয়াণাং প্রাণাধীনবৃত্তিত্বাৎ প্রাণদৌর্ব্বল্যে সতি স্বয়মেব স্ব স্ব-বিষয়গ্রহণা-সমর্থানীন্দ্রিয়ণি প্রাণেষ্বেবাল্পীয়ন্ত ইত্যর্থঃ।।২৯।।

বঙ্গানুবাদ—'অপরে'—অন্য কেহ কেহ 'প্রাণায়ামপরায়ণাঃ'—প্রাণায়ামনিষ্ঠ; 'অপানে'—অধোবৃত্তিতে ঊর্দ্ধবৃত্তি প্রাণকে হোম করেন অর্থাৎ পূরককালে প্রাণকে অপানের সহিত এক করেন; সেইরূপ

রেচককালে অপানকে প্রাণে হোম করেন; কুম্ভককালে প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হ'ন। অন্যে ইন্দ্রিয়জয়কাম, নিয়তাহার—অল্পাহার; 'প্রাণেষু'—আহার সঙ্কোচন দ্বারাই জীব্যমান প্রাণে, 'প্রাণান্'—ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন। ইন্দ্রিয়গণ প্রাণাধীনবৃত্তি বলিয়া প্রাণের দৌর্ব্বল্য হইলে স্বয়ংই স্ব স্ব বিষয়গ্রহণে অসমর্থ ইন্দ্রিয়গণকে প্রাণেতেই অল্পীভূত করেন—এই অর্থ।।২৯।।

অনুবর্ষিণী—প্রাণায়াম—প্রাণ-আয়াম। প্রাণ অর্থাৎ বায়ুবিশেষ আর আয়াম—বিস্তৃতি। অর্থাৎ সেই প্রাণের যে আয়াম অর্থাৎ বিস্তৃতিকরণ (অর্থাৎ আনখাগ্রকেশপর্য্যন্ত নিরোধকরণ) তাহারই নাম প্রাণায়াম। 'প্রাণায়ামো মরুজ্জয়ঃ'—(গরুড়পুরাণ)

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।১৫।১) কথিত আছে যে, জিতেন্দ্রিয়, জিতশ্বাস, স্থিরচিত্ত যোগিপুরুষ আমাতে চিত্তধারণ করিলে সিদ্ধিসমূহ স্বয়ংই তাহার নিকট উপস্থিত হয়।

পূরক, কুম্ভক ও রেচকের প্রকার—'ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং ত্যজেৎ পিঙ্গলয়া ততঃ। পিঙ্গলাপুরিতং বায়ুমিড়য়া চ পরিত্যজেৎ।।' যোগশাস্ত্রে।

বেদ ও তদনুগত স্মৃতিশাস্ত্রে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ এবং স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞ—এই চারি প্রকার যজ্ঞ লক্ষিত হয়। তন্ত্রাদিশাস্ত্রে হঠযোগ ও নানাবিধ সংযমব্রতরূপ যজ্ঞের কথা দৃষ্ট হয়। তদনুগ ব্যক্তিগণ প্রাণায়ামনিষ্ঠ ও নিয়তাহার।।২৯।।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।।৩০।।

অন্বয়—এতে সর্ব্বে অপি (ইহারা সকলেই) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞবিৎ) যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞের দ্বারা বিনষ্ট-পাপ) যজ্ঞশিষ্টা মৃতভুজঃ (যজ্ঞাবশেষরূপ অমৃত ভোজন করত) সনাতনম্ ব্রহ্ম (সনাতন ব্রহ্মকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন)।।৩০।।

অনুবাদ—ইহারা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ এবং যজ্ঞের দ্বারা বিনষ্ট-পাপ হইয়া যজ্ঞাবশেষরূপ অমৃতভোজন করত অবশেষে সনাতন ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।।৩০।।

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদঃ উক্তলক্ষণান্ যজ্ঞান্ বিন্দমানাঃ সন্তঃ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম যান্তি। অত্রাননুসংহিতং ফলমাহ—যজ্ঞশিষ্টং যজ্ঞাবশিষ্টং যদমৃতং ভোগৈশ্বর্য্যসিদ্ধ্যাদিকং তদ্ভুঞ্জীত ইতি। তথা অনুসংহিতং ফলমাহ—ব্রহ্ম যান্তীতি।।৩০।।

বঙ্গানুবাদ—ইহারা সকলেই যজ্ঞবিদ্ অর্থাৎ উক্তলক্ষণ যজ্ঞসমূহ লাভ করিতে করিতে জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হ'ন। এস্থলে অননুসংহিত ফল বলিতেছেন—যজ্ঞশিষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্ট যে ভৌগৈশ্বর্য্যসিদ্ধি প্রভৃতি অমৃত, তাহা ভোজন করিয়াছেন। সেইরূপ অনুসংহিত ফল বলিতেছেন—'ব্রহ্ম যান্তি'—ব্রহ্ম প্রাপ্ত হ'ন।।৩০।।

অনুবর্ষিণী—যজ্ঞের অনুসংহিত অর্থাৎ মুখ্যফল—ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং অননুসংহিত অর্থাৎ গৌণফল—ভোগ ও অণিমাদি-সিদ্ধিলাভ।।৩০।।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।।৩১।।

অন্বয়—কুরুসত্তম! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ!) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞবিহীনের) অয়ং লোকঃ (এই লোক) ন (নাই), অন্যঃ (অন্যলোক) কুতঃ (কোথায়?) ।।৩১।।

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! যজ্ঞবিহীন ব্যক্তির পক্ষে যখন অল্পসুখকর মনুষ্যলোক লাভ সম্ভব হয় না, তখন দেবাদিলোক কিরূপে লাভ হইবে?।।৩১।।

বিশ্বনাথ—তদকরণে প্রত্যবায়মাহ—নায়মিতি। অয়মল্পসুখো মনুষ্য-লোকোঽপি নাস্তি, কুতোঽন্যো দেবাদিলোকস্তেন প্রাপ্তব্য ইত্যর্থঃ।।৩১।।

বঙ্গানুবাদ—তাহা না করিলে প্রত্যবায় বলিতেছেন—'নায়ম্' ইত্যাদি। এই অল্পসুখ মনুষ্যলোকও নাই, কোথা হইতে 'অন্য'—দেবাদিলোক সে পাইবে—এই অর্থ।।৩১।।

অনুবর্ষিণী—অযজ্ঞকারী যখন অল্পসুখসম্পদ্পূর্ণ মনুষ্যলোকেই বঞ্চিত, তখন বিশিষ্ট সাধনসাধ্য অতুলসুখপরিপূর্ণ স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তি আশা তাহার কোথায়? অতএব নরলোকে নররূপে জন্মগ্রহণকারী সকলেরই পক্ষে যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

'স্মার্ত্ত-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং বৈদিক যোগাদি সমস্তই 'যজ্ঞ';

ব্রহ্মজ্ঞানও যজ্ঞবিশেষ। যজ্ঞ ব্যতীত জগতে অন্যকর্ম্ম নাই, যাহা আছে, তাহা—বিকর্ম্ম।' —শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।৩১।।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।।৩২।।

অন্বয়—ব্রহ্মণঃ মুখে (বেদদ্বারে) এবং (এই প্রকার) বহুবিধাঃ (বহুবিধ) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞ) বিততা (বিস্তৃতরূপে বর্ণিত), তান্ সর্ব্বান্ (সেই সমস্ত) কর্ম্মজান্ (কর্ম্মজনিত) বিদ্ধি (জানিবে), এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (মুক্তিলাভ করিতে পারিবে)।। ৩২।।

অনুবাদ—বেদদ্বারে এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তুমি সেই সকলকে কর্ম্মজ বলিয়া জানিবে, এবং এইপ্রকার জানিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।। ৩২।।

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মণো বেদস্য মুখেন বেদেন স্বমুখেনৈব স্পষ্টমুক্তা ইত্যর্থঃ। কর্ম্মজান্ বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মজনিতান্।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মণঃ'—বেদের, 'মুখেন'—বেদদ্বারা, নিজমুখেই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—এই অর্থ। 'কর্ম্মজান্'—বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মজনিত।। ৩২।।

অনুবর্ষিণী—বেদোক্ত যজ্ঞসমূহ বাক্-মন-কায়-কর্ম্ম হইতে জাত অতএব আত্মস্বরূপস্পর্শ-রহিত। অতএব আত্মা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্লিপ্ত; এই জ্ঞানলাভ করিলে সংসারবন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্তি হয়।। ৩২।।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।। ৩৩।।

অন্বয়—পরন্তপ! পার্থ!(হে পরন্তপ, হে পার্থ!) দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ (দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানযজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। সর্ব্বং কর্ম্ম (সকল কর্ম্ম) অখিলং (অব্যর্থরূপে) জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়)।। ৩৩।।

অনুবাদ—হে পরন্তপ! হে পার্থ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ,যেহেতু সমস্ত কর্ম্ম অব্যর্থরূপে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।। ৩৩।।

যজ্ঞাৎ ব্রহ্মাগ্নাবিত্যনেনোক্তো জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্; কুতঃ?—জ্ঞানে সতি সর্ব্বং কর্ম্ম অখিলম্ অব্যর্থং সৎ পরিসমাপ্যতে সমাপ্তী ভবতি—জ্ঞানানন্তরং কর্ম্ম ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ।। ৩৩।।

বঙ্গানুবাদ—তাহাদের মধ্যেও 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' (২৪শ শ্লোক) এই লক্ষণযুক্ত দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে 'ব্রহ্মাগ্নৌ' (২৫শ শ্লোক) ইত্যাদি কথিত জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেয়ঃ; কি হেতু? জ্ঞান হইলে সর্ব্বকর্ম্ম 'অখিল' অর্থাৎ অব্যর্থ হইয়া 'পরিসমাপ্যতে' অর্থাৎ সমাপ্ত হয়—জ্ঞানের পর কর্ম্ম থাকে না, এই অর্থ।। ৩৩।।

অনুবর্ষিণী—শাস্ত্রে বহুপ্রকার যজ্ঞের উল্লেখ থাকিলেও নিষ্ঠাভেদে যজ্ঞই কখন দ্রব্যময় এবং কখনও বা জ্ঞানময় হয়। অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে যখন চিদালোচনা রহিত হয়, তখনই উহা কেবল দ্রব্যময় হয়। ঐ অবস্থাকে 'কর্ম্মকাণ্ড' বলে। আর যখন চিদালোচনা চলিতে থাকে তখন দ্রব্যময় হইয়াও চিন্ময় বা জ্ঞানময় হয়। ঐ অবস্থাকে 'জ্ঞানকাণ্ড' বলে। অতএব জ্ঞানময় যজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞশ্রেষ্ঠ। কেন না, সমস্ত কর্ম্ম অখিল ফলসহিত জ্ঞানের অনুভুক্ত হয়। তাই শ্রুতি বলেন—"সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি"—(ছাঃ ৪।১।৪।) অর্থাৎ প্রজাগণ যাহা কিছু সৎকার্য্য করেন তাহা সম বা ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখী হয়।।৩৩।।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।৩৪।।

অন্বয়—প্রণিপাতেন (জ্ঞানোপদেষ্টা গুরুর নিকট দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (পরিপ্রশ্নের দ্বারা) সেবয়া (সুশ্রূষার দ্বারা) তৎ (সেই জ্ঞান) বিদ্ধি (জানিবে), তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ (তত্ত্বদর্শী-জ্ঞানিগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানং (জ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ দিবেন)।।৩৪।।

অনুবাদ—তত্ত্বদর্শী-জ্ঞানিগণ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন, তুমি তাঁহাদ্গিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পরিপ্রশ্ন ও সেবাফলে সেই তত্ত্বজ্ঞান অবগত হও।।৩৪।।

বিশ্বনাথ—তজ্জ্ঞানপ্রাপ্তয়ে প্রকারমাহ—তদিতি। প্রণিপাতেন জ্ঞানোপদেষ্টরি গুরৌ দণ্ডবন্নমস্কারেণ, "ভগবন্, কুতোঽয়ং মে সংসারঃ

কথং নিবর্ত্তিষ্যতে' ইতি পরিপ্রশ্নেন চ, সেবয়া তৎপরিচর্য্যয়া চ "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইতি শ্রুতেঃ।।৩৪।।

বঙ্গানুবাদ—সেই জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রকার বলিতেছেন, 'তদ্বিদ্ধি' ইত্যাদি। 'প্রণিপাতেন'—জ্ঞানের উপদেষ্টা গুরুর প্রতি দণ্ডবৎ নমস্কারযোগে এবং "হে ভগবন্, কিহেতু আমার এই সংসার, কিরূপেই বা ইহার নিবৃত্তি হইবে? ইত্যাদি পরিপ্রশ্নযোগে এবং সেবা বা তাঁহার পরিচর্য্যা দ্বারা। "সেই ভগবদ্‌বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধহস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ গুরুর সমীপে গমন করিবেন" (মুঃ ১।২।১২)—এই শ্রুতি অনুসারে।।৩৪।।

অনুবর্ষিণী—দণ্ডবন্নমস্কার—"নিধায় দণ্ডবদ্দেহং প্রসার্য্য চরণৌ করৌ। বদ্ধা মুকুলবৎ পাণী প্রণামো দণ্ডসঙ্গিতঃ।।"

পরিচর্য্যা—সর্ব্বভাবে তদনুকূলকারিতা।

জ্ঞানদাতা গুরুর লক্ষণ দুইটি— তিনি জ্ঞানী এবং তত্ত্বদর্শী।

'জ্ঞানী—শাস্ত্রজ্ঞ;তত্ত্বদর্শী—অপরোক্ষানুভবসম্পন্ন'—শ্রীধর। 'জ্ঞানবান্ হইয়াও কেহ কেহ যথাবৎ তদ্দর্শনশীল হন না, কিন্তু অপরে হইয়া থাকেন, তাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—তত্ত্বদর্শী—যাঁহারা সম্যক্‌দর্শী, তাঁহাদের দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞান কার্য্যক্ষম হয়, অন্য হইতে নহে—ইহাই ভগবানের মত।'—শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়—'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।।' ১১।৩।২১। সুতরাং জীবের পরমমঙ্গল বা শাশ্বত কল্যাণ জানিবার ইচ্ছুক হইয়া শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ, রাগাদিশূন্য গুরুর শরণাগত হইবে।

"শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ এবং বেদতাৎপর্য্যজ্ঞাপক শাস্ত্রান্তরে নিষ্ণাত—নিপূণ। অন্যথা শিষ্যের সংশয়চ্ছেদাভাবে এবং কোন শিষ্য অন্যমনস্ক হইলে শ্রদ্ধার শৈথিল্যও সম্ভব হয়। এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত—অপরোক্ষানুভব সমর্থ, অন্যথা তাঁহার কৃপা সম্যক্ ফলবতী হয় না। পরব্রহ্মনিষ্ণাতের চিহ্ন বলিতেছেন—উপশমাশ্রয়—ক্রোধলোভাদির

অবশীভূত।” —শ্রীবিশ্বনাথ।

স্বয়ং ভগবানই উদ্ধবকে বলিয়াছেন—“শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ।।”—(ভাঃ ১১।১১।১৮।) যদি কেহ শব্দ ব্রহ্মে পারদর্শী হইয়াও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত নহে, তাহার শাস্ত্রেতে যে শ্রম, সে কেবল বন্ধ্যা গো-রক্ষণের ন্যায় শ্রমফল মাত্র।

‘তত্ত্ব’—‘তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ’—(চৈঃ চঃ আ ১। ৯৬)

অতএব শ্রীগুরুদেব সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গত এবং কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা।

দ্রষ্টব্য। আলোচ্য শ্লোকে ‘তৎ’ শব্দদ্বারা জীবজ্ঞান কথিত হইয়াছে, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। বেদান্ত দর্শনেও—“অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ১ম অঃ ৩য় পা ২০ সূত্রে ‘তৎ’ শব্দে পরমাত্মজ্ঞান—এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

‘দহরবাক্য মধ্যে যে জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পরমাত্মার জ্ঞান জন্যই বুঝিতে হইবে। অন্য কারণ প্রযুক্ত নহে। জীব যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া উল্লিখিত (পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, পিপাসাহীন, বুভুক্ষাহীন এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প) গুণাষ্টক বিশিষ্টস্বরূপে পরিণত হন, তিনিই পরমাত্মা।’ —শ্রীবলদেব।

“দহরঃ শ্রীহরিরেব ন জীবঃ”—গোবিন্দভাষ্য (১।৩।২৩ সূত্র)।। ৩৪।।

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভুতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।।৩৫।।

অন্বয়—পাণ্ডব! (হে পাণ্ডব!) যৎ (যে জ্ঞান) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পুনঃ (পুনরায়) এবং মোহং (এইরূপ মোহ) ন যাস্যসি (লাভ করিবে না); যেন (সে জ্ঞানের দ্বারা) অশেষাণি ভূতানি (নিখিল ভূতগণকে) আত্মনি (জীবাত্মাতে) অথো ময়ি (অনন্তর পরমাত্মা আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দর্শন করিবে)।।৩৫।।

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! যে তত্ত্বজ্ঞান জানিতে পারিলে পুনরায় এরূপ মোহ লাভ করিবে না, যে জ্ঞান-দ্বারা ভূতসকলকে এক জীবাত্মরূপ

তত্ত্বে অবস্থিত (মাত্র উপাধি দ্বারা জড়ীয় তারতম্য ঘটিয়াছে), এবং এসমুদয়ই পরমকারণরূপ ভগবৎস্বরূপ আমাতে আমার শক্তিকার্য্যরূপে অবস্থিত দর্শন করিবে।।৩৫।।

বিশ্বনাথ—জ্ঞানস্য ফলমাহ—যজ্জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্জ্ঞানং দেহাদতিরিক্ত এবাত্মেতি লক্ষণং জ্ঞাত্বা এবং মোহমন্তঃকরণধর্ম্মং ন প্রাপ্স্যসি, যেন চ মোহ-বিগমেন স্বাভাবিকনিত্যসিদ্ধাত্মজ্ঞানলাভাৎ অশেষাণি ভূতানি মনুষ্যতির্য্যগাদীনি আত্মনি জীবাত্মনি উপাধিত্বেন স্থিতানি পৃথক্ দ্রক্ষ্যসি। অথো ময়ি পরম কারণে চ কার্য্যত্বেন স্থিতানি দ্রক্ষ্যসি।।৩৫।।

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানের ফল কহিতেছেন—'যজ্জ্ঞাত্বা' ইত্যাদি সার্দ্ধত্রি (সাড়ে তিন) শ্লোকে। 'যং' আত্মা দেহাতিরিক্ত, এই লক্ষণযুক্ত জ্ঞান জানিয়া এইরূপ অন্তঃকরণধর্ম্ম মোহ পাইবে না, যদ্দ্বারা অর্থাৎ মোহাপগমে স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে অশেষ মনুষ্য-তির্য্যগ্ প্রভৃতি ভূতগণকে জীবাত্মাতে উপাধিরূপে স্থিতভাবে পৃথক দেখিবে। 'অথো ময়ি'—পরমকারণ আমাতে কার্য্যরূপে স্থিতভাবে দেখিবে।।৩৫।।

অনুবর্ষিণী—মনুষ্য তির্য্যগাদি ভূতসকল এক জীবাত্মরূপ তত্ত্বে অবস্থিত। আত্মা চেতন, দেহ জড়। আত্মা দেহ ভিন্ন এবং দেহ সেই জীবাত্মার উপাধি। সুতরাং দেহরূপ উপাধিদ্বারাই জীবের জড়ীয় তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এসকলই পরমকারণরূপ ভগবৎস্বরূপে তদীয় শক্তিকার্য্যরূপে অবস্থিতি করে। গুরুর উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিলে মোহ অপনোদিত হয়।।৩৫।।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বংজ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।।৩৬।।

অন্বয়—চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি (সকল পাপী অপেক্ষাও) পাপকৃত্তমঃ (অতিশয় পাপকারী) অসি (হও), (তথাপি—তাহা হইলেও) সর্ব্বম্ বৃজিনং (সমস্ত পাপরূপ অর্ণব) জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপ নৌকা আশ্রয়েই) সন্তরিষ্যসি (সম্যক্ উত্তীর্ণ হইবে)।। ৩৬।।

অনুবাদ—যদি তুমি সমস্ত পাপী হইতেও অতিশয় পাপকারী হও, তাহা হইলেও জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যেই পাপরূপ সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে।। ৩৬।।

বিশ্বনাথ—জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যমাহ—অপি চেদ্‌িতি। পাপিভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ অপি সকাশাৎ যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি অত্রৈতাবৎ-পাপসত্ত্বে কথমন্তঃকরণশুদ্ধিঃ? তদভাবে চ কথং জ্ঞানোৎপত্তি? নাপ্যুৎপন্নজ্ঞানস্যৈতদ্‌দুরাচারত্বং সম্ভবেদতোঽত্র ব্যাখ্যা শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদানাম্—"অপি চেদিত্যসম্ভাবিতাভ্যুপগমপ্রদর্শনার্থৌ নিপাতৌ। যদ্যপ্যয়মর্থো ন সম্ভবত্যেব, তথাপি জ্ঞানফল-কথনায়াভ্যুপেত্যোচ্যতে' ইত্যেষা।। ৩৬।।

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানের মাহাত্ম্য বলিতেছেন, 'অপি চেৎ' ইত্যাদি। পাপিভ্য অপি'—পাপকারিগণ অপেক্ষাও যদি তুমি অতিশয় পাপকারী হও, তবুও এরূপস্থলে এত পাপ থাকিতে কিরূপে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে? আর তাহার অভাবে কিরূপে জ্ঞানোৎপত্তি হইবে? আর যে ব্যক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার এরূপ দুরাচারত্ব সম্ভপর হয় না। অতএব এস্থলে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের এই ব্যাখ্যা—"অপি চেৎ" এই অসম্ভাবিত অভ্যুপগম-প্রদর্শন রীতির ব্যতিক্রম—যদিও এই অর্থ সম্ভপর হয় না, তবুও জ্ঞানফল বলিবার জন্য অভ্যুপগম করিয়া বলা হইল অর্থাৎ অসম্ভব বিষয়কেও সম্ভবরূপে উল্লেখ করা হইল।।৩৬।।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।৩৭।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যথা (যে প্রকার) সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ (প্রজ্জ্বলিত অগ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠরাশিকে) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে) তথা (সেই প্রকার) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানরূপ অগ্নি) সর্ব্বকর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে)।।৩৭।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! যে প্রকার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহকে ভস্মীভূত করে, সেই প্রকার জ্ঞানরূপ অগ্নি কর্ম্মসমূহকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে।।৩৭।।

বিশ্বনাথ—শুদ্ধান্তঃকরণস্যোৎপন্নং জ্ঞানং তু প্রারব্ধভিন্নং কর্ম্মমাত্রং বিনাশয়তীতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতঃ।। ৩৭।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু শুদ্ধান্তঃকরণের উৎপন্ন জ্ঞান প্রারব্ধভিন্ন কর্ম্মমাত্রকেই বিনাশ করে—ইহা উদাহরণ সহিত বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি। সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিত।।৩৭।।

অনুবর্ষিণী—জ্ঞান প্রারব্ধভিন্ন কর্ম্মমাত্রকেই অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যপ্রতিষিদ্ধরূপ সকল কর্ম্মই বিনাশ করে।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—"উভে উহৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধুনী"—(বৃহদারণ্যক।) অর্থাৎ ব্রহ্মানুভবী সঞ্চিত ও ক্রিয়মান উভয় প্রকার কর্ম্মজনিত পুণ্যপাপ হইতে ত্রাণ পান।

বেদান্ত দর্শনেও দেখা যায়—"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বা-ঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।" (৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১৩ সূত্র।)

অর্থাৎ বিদ্যাবলে উত্তর-পূর্ব্ব পাপের অশ্লেষ বিনাশ হয়। কারণ যথেত্যাদি বাক্যে অর্থাৎ পদ্মপত্র ও তুলারাশির পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে উহাই বুঝায়। শ্রুতির অর্থ সঙ্কোচ করা যায় না। ভুনাক্ত ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞবিষয় বলিয়া যুক্তিযুক্ত। (গোবিন্দভাষ্য)।।৩৭।।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।৩৮।।

অন্বয়—ইহ (ইহলোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের সদৃশ) পবিত্রম্ (পবিত্র) ন হি বিদ্যতে (আর কিছুই নাই)। তৎ (সেই জ্ঞান) কালেন (কালক্রমে) যোগসংসিদ্ধঃ (নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগে সম্যক্ সিদ্ধ ব্যক্তি) আত্মনি (নিজ হৃদয়ে) স্বয়ং (আপনিই) বিন্দতি (প্রাপ্ত হন)।।৩৮।।

অনুবাদ—ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই। নিষ্কাম কর্ম্মযোগে সম্যক্ সিদ্ধ ব্যক্তি নিজ হৃদয়ে স্বয়ংই তাহা লাভ করেন।।৩৮।।

বিশ্বনাথ—ইহ তপোযোগাদিযুক্তেষু মধ্যে জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং কিমপি নাস্তি। তজ্জ্ঞানং ন সর্ব্বসুলভং কিন্তু যোগেন নিষ্কামকর্ম্মযোগেন সম্যক্ সিদ্ধ এব, ন ত্বপরিপক্কঃ, সোঽপি কালেনৈব, ন তু সদ্যঃ। আত্মনি **স্বস্মিন্ স্বয়ং প্রাপ্তং বিন্দতি, ন তু সন্ন্যাসগ্রহণমাত্রেণৈবেতি ভাবঃ।।৩৮।।**

বঙ্গানুবাদ—এখানে তপঃযোগ প্রভৃতি-যুক্তসকলের মধ্যে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র কিছুই নাই। সেই জ্ঞান সর্ব্বসুলভ নয়, যোগ অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্মযোগদ্বারা সম্যক্‌সিদ্ধিই, কিন্তু যে অপরিপক্ক অবস্থায় নহে, তাহাও দীর্ঘকালে, সদ্য নয়। 'আত্মনি'—আপনাতে স্বয়ংপ্রাপ্ত জ্ঞানলাভ করে, সন্ন্যাসগ্রহণমাত্রেই তাহা হয় না—এই ভাব।।৩৮।।

অনুবর্ষিণী—'জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছু নাই'—এ কথায় তপযোগাদি মধ্যে জ্ঞানই উৎকৃষ্ট এবং শুদ্ধিকর তত্ত্ব। নিষ্কামকর্ম্মযোগ-অনুষ্ঠানকামী অন্তঃকরণ-শুদ্ধিতে স্বয়ংই ঐ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ জ্ঞান যোগ্যতাহীন ব্যক্তি-দত্ত বিষয় নহে।।৩৮।।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।৩৯।।

অন্বয়—শ্রদ্ধাবান্ (আস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত) তৎপরঃ (তদনুষ্ঠাননিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) জ্ঞানং (জ্ঞান) লভতে (লাভ করেন)। জ্ঞানং (জ্ঞান) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অচিরেণ (শীঘ্রই) পরাং শান্তিং (পরাশান্তি) বা সংসারনাশ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।।৩৯।।

অনুবাদ—শ্রদ্ধাবান্, তৎপর এবং সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন, এবং জ্ঞান লাভ করিয়া পরাশান্তি (অর্থাৎ সংসার নাশ) প্রাপ্ত হন।।৩৯।।

বিশ্বনাথ—তর্হি কীদৃশঃ সন্ কদা প্রাপ্নোতীত্যত আহ—'শ্রদ্ধা' নিষ্কামকর্ম্মণৈবান্তঃকরণশুদ্ধ্যৈব জ্ঞানং স্যাদিতি শাস্ত্রার্থে আস্তিক্যবুদ্ধিস্তদ্বান্ এব; তৎপরস্তদনুষ্ঠাননিষ্ঠঃ; তাদৃসোঽপি যদা সংযতেন্দ্রিয়ঃ স্যত্তদা পরাং শান্তিং সংসার-নাশম্।।৩৯।।

বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে কি প্রকার হইয়া ও কোন্ সময়ে প্রাপ্ত হয়, তাহাই বলিতেছেন। 'শ্রদ্ধাবান্'—নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে জ্ঞান হয়, এই শাস্ত্রবুদ্ধিতে আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন। 'তৎপর'—তাহার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাযুক্ত, সেরূপ হইয়াও যখন সংযতেন্দ্রিয় হয়, তখন 'পরাশান্তি' অর্থাৎ সংসার-নাশ।।৩৯।।

অনুবর্ষিণী—অচিরেই অর্থাৎ অনতিবিলম্বে। যেমন দীপ নিজে উৎপত্তি মাত্রেই অন্ধকার নাশ করে, কালবিলম্ব বা অন্যের সাহায্য

অপেক্ষা করে না তদ্রূপ জ্ঞানও নিজ উৎপত্তিমাত্রই অজ্ঞানের নিবৃত্তি করে, প্রসঙ্খ্যানাদির অপেক্ষা করে না।।৩৯।।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।৪০।।

অন্বয়—অজ্ঞঃ (পশ্বাদিবন্মূঢ়) অশ্রদ্দধানঃ চ (ও শ্রদ্ধাবিহীন) সংশয়াত্মা চ (এবং সংশয়াত্মা) বিনশ্যতি (বিনাশপ্রাপ্ত হয়)। সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মার) অয়ং লোক (ইহ লোক) ন (নাই), ন পরঃ (পরলোক নাই), ন সুখং অস্তি (আর সুখও নাই)।।৪০।।

অনুবাদ—অজ্ঞ, শ্রদ্ধারহিত ও সংশয়াত্ম-ব্যক্তি বিনাশ্ প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে সংশয়াত্ম-ব্যক্তির ইহলোক নাই, পরলোক নাই, আর সুখও নাই।।৪০।।

বিশ্বনাথ—জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতাধিকারিণমাহ—অজ্ঞঃ পশ্বাদিবন্মূঢ়ঃ; অশ্রদ্দধানঃ শাস্ত্রজ্ঞানবত্ত্বেঽপি নানাবাদিনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তিং দৃষ্ট্বা ন ক্বাপি বিশ্বস্তঃ; শ্রদ্ধাবত্ত্বেঽপি সংশয়াত্মা—মমৈতৎ সিধ্যেন্নবেতি সন্দেহাক্রান্তমতিঃ; তেষ্বপি মধ্যে সংশয়াত্মানং বিশেষতো নিন্দতি—নায়মিতি।। ৪০।।

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানাধিকারীর কথা বলিয়া তাহার বিপরীত অধিকারীর কথা বলিতেছেন। 'অজ্ঞ'—পশু প্রভৃতির ন্যায় মূঢ়। 'অশ্রদ্দধান'—শাস্ত্র-জ্ঞানবান হইলেও নানাবিদ্গণের মধ্যে পরস্পর বিপ্রতিপত্তি (বিরোধ) দেখিয়া কাহাতেও বিশ্বাসবান্ নহে। শ্রদ্ধা থাকিলেও 'সংশয়াত্মা'—আমার ইহা সিদ্ধ হইবে কিনা এই সন্দেহ দ্বারা আক্রান্ত মতি। তাহাদের মধ্যে আবার সংশয়াত্মাকেই বিশেষভাবে নিন্দা করিতেছেন—'নায়ম্' ইত্যাদি।।৪০।।

অনুবর্ষিণী—অজ্ঞ, অশ্রদ্ধধান ও সংশয়াত্মা—এই তিন জনের মধ্যে সংশয়াত্মাই বিশেষ নিন্দনীয়। কেননা সে ধনার্জ্জনাদির অভাবে ইহলোকে ভোগসুখ এবং ধর্ম্মকর্ম্মের অভাবে পরলোকে স্বর্গ-মোক্ষাদি সুখলাভে বঞ্চিত হয়।।৪০।।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।।৪১।।

অন্বয়—ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়!) যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে সন্ন্যাসের দ্বারা ত্যক্ত-কর্ম্ম যিনি) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (জ্ঞানের দ্বারা ছিন্ন-সংশয় যিনি) আত্মবন্তং (আত্মবান্ যিনি তাঁহাকে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না)।। ৪১।।

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! যিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা কর্ম্মসন্ন্যাস করেন, জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদন করেন এবং আত্মস্বরূপ অবগত হন, তাঁহাকে কর্ম্মসমূহ আবদ্ধ করিতে পারে না।।৪১।।

বিশ্বনাথ—নৈষ্কর্ম্ম্যং ত্বেতাদৃশস্য স্যাদিত্যাহ—যোগান্নিষ্কাম-কর্ম্মযোগানন্তরমেব সংন্যস্তকর্ম্মাণং সন্ন্যাসেন ত্যক্তকর্ম্মাণম্; ততশ্চ জ্ঞানাভ্যাসানন্তরং ছিন্নসংশয়ম্; আত্মবন্তং প্রাপ্তং প্রত্যগাত্মানং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি।।৪১।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু এইপ্রকার ব্যক্তির নৈষ্কর্ম্ম হইতে পারে, তাই বলিতেছেন—'যোগ'—নিষ্কামকর্ম্মযোগের পরে 'সংন্যস্তকর্ম্মা'—সন্ন্যাস দ্বারা যিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। তাহার পর 'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ঃ'—জ্ঞানাভ্যাসের পর ছিন্নসংশয়। 'আত্মবান্'—যিনি প্রত্যগাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন,তাঁহাকে কর্ম্মসমূহ বন্ধন করে না।।৪১।।

অনুবর্ষিণী—বিষয়াভিমুখী আত্মার নাম—'পরগাত্মা', আর বিষয়ত্যাগী আত্মার নাম—'প্রত্যগাত্মা'।।৪১।।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।।৪২।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—ভারত! (হে ভারত!) তস্মাৎ (অতএব) আত্মনঃ (আত্মার) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানজাত) হৃৎস্থং (হৃদ্গত) এনং (এই) সংশয়ং (সংশয়কে) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়গ দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্ **(নিষ্কাম কর্ম্মযোগ) আতিষ্ঠ** (আশ্রয় কর), উত্তিষ্ঠ (চ) (এবং

যুদ্ধার্থে উঠ)।।৪২।।

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগোনাম চতুর্থোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—অতএব হে ভারত! তোমার হৃদ্গত অজ্ঞানজনিত এই সংশয়কে, জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আশ্রয় করতঃ যুদ্ধ কর।।৪২।।

ইতি— শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।

বিশ্বনাথ—উপসংহরতি— তস্মাদিতি। হৃৎস্থং হৃদ্গতং সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগং নিষ্কামকর্ম্মযোগম্ আতিষ্ঠ আশ্রয়, উত্তিষ্ঠ যুদ্ধং কর্ত্তুমিতি ভাবঃ।।৪২।।

উক্তেষু মুক্ত্যুপায়েষু জ্ঞানমত্র প্রশস্যতে।
জ্ঞানোপায়স্তু কর্ম্মৈবেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ।।
ইতি— সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাস্বয়ং চতুর্থো হি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—উপসংহার করিতেছেন'তস্মাৎ' ইত্যাদি। 'হৃৎস্থ'—হৃদ্গত সংশয় ছেদ করিয়া 'যোগ'—নিষ্কামকর্ম্মযোগকে 'আতিষ্ঠ'— আশ্রয় কর; 'উত্তিষ্ঠ—যুদ্ধ করিবার জন্য, এই ভাব।।৪২।।

মুক্তির কথিত উপায়সমূহের মধ্যে এখানে জ্ঞানের প্রশংসা। কিন্তু জ্ঞানের উপায় কর্ম্মই—অধ্যায়ের এই অর্থ নিরূপিত হইয়াছে।

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্থাধ্যায়ে সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য হে ভারত, বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কেননা, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম অথবা ভরতবংশসম্ভুত বীরের যুদ্ধের উদ্যম কখনই নিষ্ফল হইবে না।

"এই 'সনাতন'-যোগে দুইটী বিভাগ আছে অর্থাৎ জড়দ্রব্যময় বিভাগ ও আত্মযথাত্ম্যরূপ চিন্ময় বিভাগ। জড়দ্রব্যময় বিভাগ পৃথক্ রূপে দৃষ্ট হইলে 'কর্ম্মমাত্র' হইয়া পড়ে। যাঁহারা সেই বিভাগে আবদ্ধ থাকেন,

তাঁহারা 'কর্ম্মজড়'। যাঁহারা চিন্ময় বিভাগকে লক্ষ্য করিয়া জড়কর্ম্মকে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই 'যুক্ত'। চিন্ময়বিভাগ বিশেষরূপে বিচার করিলে তাহার এক অংশে 'জীবতত্ত্ব' ও অপর অংশে 'ভগবত্তত্ত্ব'। ভগবত্তত্ত্বানুভবকারী পুরুষই আত্মযাথাত্ম্যের উপাদেয়াংশ লাভ করেন। ভগবত্তত্ত্বে চিন্ময় জন্ম-কর্ম্মাদি ও নিত্য জীবসঙ্গিত্বের অনুভবের দ্বারা সে অনুভব সিদ্ধ হয়। এই অধ্যায়ের প্রথমেই সেই বিষয় কথিত হইয়াছে। ভগবান্ স্বয়ংই এই নিত্যধর্ম্মের প্রথমোপদেষ্টা। জীব নিজবুদ্ধিদোষে জড়বদ্ধ হইলে ভগবান্ চিচ্ছক্তিক্রমে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে স্ব-তত্ত্বশিক্ষা দিয়া স্বলীলোপযোগী করেন। ভগবদ্দেহ ও ভগবজ্জন্মকর্ম্মাদিকে যাহারা 'মায়াময়' বলে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়। যিনি আমাকে যতদূর শুদ্ধরূপে উপাসনা করেন, তিনি আমাকে ততদূর প্রাপ্ত হন। কর্ম্মযোগিদিগের সকল প্রকার কর্ম্মই 'যজ্ঞ'; দৈবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্যযজ্ঞ, গৃহমেধযজ্ঞ, সংযমযজ্ঞ অষ্টাঙ্গযোগযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, বর্ণাশ্রমযজ্ঞ ইত্যাদি জগতে যতপ্রকার যজ্ঞ আছে সে সমুদয়ই কর্ম্মময়। সেই সকলের মধ্যে যে আত্মযাথাত্ম্যরূপ চিন্ময় অংশ আছে, তাহাই অনুসন্ধেয়। সংশয়ই এই তত্ত্বজ্ঞানের পরম শত্রু। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি উপযুক্ত তত্ত্ববিৎ পুরুষের নিকট সেই তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া আত্মবান্ হইয়া সংশয়কে দূর করতঃ আত্মযাথাত্ম্যলাভের জন্য যাবৎ জড়সম্বন্ধযুক্ত আছেন তাবৎ কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিবেন।"—শ্রীলভক্তিবিনোদ।।৪২।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থাধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।।১।।

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন), কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) সন্ন্যাসং (ত্যাগ) (কথয়িত্বা—বলিয়া) পুনঃ (পুনরায়) যোগং চ (কর্ম্মযোগও) শংসসি (বলিতেছে)। এতয়োঃ (এতদুভয়ের মধ্যে) যৎ (যাহা) মে (আমার) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) তৎ (সেই) একম্ (একটী) সুনিশ্চিতম্ (সুনিশ্চিতরূপে) ব্রূহি (বল)।।১।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্মসন্ন্যাসের কথা বলিয়া পুনরায় কর্ম্মযোগের কথা বলিতেছ, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার মঙ্গলকর সেই একটি সুনিশ্চিতরূপে বল।।১।।

বিশ্বনাথ—প্রোক্তং জ্ঞানাদপি শ্রেষ্ঠং কর্ম্ম তদ্দার্ঢ্যসিদ্ধয়ে।
তৎপদার্থস্য চ জ্ঞানং সাম্যাদ্যা অপি পঞ্চমে।।

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে শ্রুতেন বাক্যদ্বয়েন বিরোধমাশঙ্কমানঃ পৃচ্ছতি—সন্ন্যাসমিতি। "যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম। আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়" ইতি বাক্যেন ত্বং কর্ম্মযোগেনোৎপন্নজ্ঞানস্য কর্ম্মসন্ন্যাসং ব্রূষে; "তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।।" ইত্যনেন পুনস্তস্যৈব কর্ম্মযোগঞ্চ ব্রূষে। ন চ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ একস্যৈকদৈব সম্ভবতঃ, স্থিতিগতিবদ্বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ। তস্মাৎ জ্ঞানী কর্ম্মসন্ন্যাসং কুর্য্যাৎ কর্ম্মযোগং বা কুর্য্যাদিতি ত্বদভিপ্রায়ানবগতোঽহং পৃচ্ছামি—এতয়োর্মধ্যে যদেকং শ্রেয়স্ত্বয়া সুনিশ্চিতং তন্মে ব্রূহি।।১।।

বঙ্গানুবাদ—তাহার সম্বন্ধে দৃঢ়তা সিদ্ধির জন্য কর্ম্মকে জ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পঞ্চমেও তৎপদার্থের জ্ঞান ও সাম্যাদ্যা কথিত হইতেছে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের অন্তে বাক্যদ্বয় শ্রবণ করিয়া বিরোধ আশঙ্কায় জিজ্ঞাসা

করিতেছেন—'সন্ন্যাসম্' ইত্যাদি। 'যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং...ধনঞ্জয়' (৪।৪১) এই বাক্যে তুমি কর্ম্মযোগের প্রভাবে যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কর্ম্মসংন্যাস বলিতেছ। 'তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং...উত্তিষ্ঠ ভারত' (৪।৪২) এই বাক্যে পুনরায় সেই কর্ম্মযোগেরই কথা বলিতেছ। স্থিতি ও গতির ন্যায় কর্ম্মসংন্যাস ও কর্ম্মযোগ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বরূপ বলিয়া উহারা একই সময়ে একই লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য জ্ঞানী কর্ম্মসংন্যাস করিবেন না, কর্ম্মযোগ করিবেন, এ বিষয়ে তোমার অভিপ্রায় কি, তাহা না জানিয়া (বুঝিয়া) জিজ্ঞাসা করিতেছি—ইহাদের মধ্যে যে একটি শ্রেয়ঃ বলিয়া তুমি সুনিশ্চিত করিয়াছ, তাহা আমাকে বল।।১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমদর্জ্জুনের ৫ম প্রশ্ন—হে ভক্তদুঃখকর্ষক কৃষ্ণ, কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? ।।১।।

শ্রীভগবানুবাচ—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে।।২।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ (সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ) উভৌ (উভয়) নিঃশ্রেয়সকর (মঙ্গল জনক)। তু (কিন্তু) তয়োঃ (উভয়ের মধ্যে) কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ (কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে) কর্ম্মযোগঃ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগই) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ)।।২।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মঙ্গলজনক, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ ।।২।।

বিশ্বনাথ—কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানিঃ কর্ম্মকরণে ন কোঽপি দোষঃ;প্রত্যুত, নিষ্কামকর্ম্মণা চিত্তশুদ্ধিদার্ঢ্যাৎ জ্ঞানদার্ঢ্যমেব স্যাৎ;সন্ন্যাসিনস্তু কদাচিচ্চিত্ত-বৈগুণ্যে সতি তদুপশমনার্থং কিং কর্ম্ম নিষিদ্ধং? জ্ঞানাভ্যাসপ্রতিবন্ধকন্তু চিত্ত-বৈগুণ্যমেব, বিষয়গ্রহণে তু বান্তাশিত্বমেব স্যাদিতি ভাবঃ।।২।।

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মযোগ বৈশিষ্ট্যলাভ করে অর্থাৎ শ্রেয়ঃ, ইহা দ্বারা জ্ঞানী কর্ম্ম করিলে কোনও দোষ হয় না। প্রত্যুত, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা

চিত্তশুদ্ধি দৃঢ়ভাবে হইলে, জ্ঞানেরও দৃঢ়তা হইবে। কিন্তু সন্ন্যাসীর কদাচিৎ চিত্তবৈগুণ্য হইলে তাহার উপশম জন্য কর্ম্ম কি নিষিদ্ধ? যেহেতু চিত্তবৈগুণ্যই জ্ঞানাভ্যাসের প্রতিবন্ধক, আর বিষয় গ্রহণ হইলে (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৫।৩৬ উক্ত) বান্তাশী (উদ্গীর্ণবস্তু ভোজীর ন্যায় ত্যক্তবস্তুর পুনর্গ্রহণ দোষদুষ্ট) হইয়া যাইবে।।২।।

অনুবর্ষিণী—বান্তাশী—উদ্গীর্ণ-বস্তু-ভোজী বা বমনভোজী। "যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ। যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ"।।—(ভাঃ ৭।১৫।৩৬) অর্থাৎ যদি কোনও ব্যক্তি ত্রিবর্গসাধক গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার গৃহধর্ম্মাদির সেবা করে, তবে সে বান্তাশী। বান্তাশী—ছর্দ্দিতভোজী নির্লজ্জঃ'—শ্রীবিশ্বনাথ।।২।।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।।৩।।

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) সঃ (তিনি) নিত্যসন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ (নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞাতব্য)। হি (যে-হেতু) নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তিই) বন্ধাৎ (সংসার বন্ধন হইতে) সুখং (অনায়াসে) প্রমুচ্যতে (প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হইয়া থাকেন)।।৩।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! যিনি কোন বিষয়ই দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি অকৃত সন্ন্যাস হইলেও শুদ্ধচিত্ত, সুতরাং তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে; যে-হেতু, বিষয়ে রাগদ্বেষাদি-শূন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন।।৩।।

বিশ্বনাথ—ন চ সন্ন্যাসপ্রাপ্যো মোক্ষঃ অকৃতসন্ন্যাসেনৈব তেন ন প্রাপ্য ইতি বাচ্যম্ ইত্যাহ—জ্ঞেয় ইতি। স তু শুদ্ধচিত্তঃ কর্মী নিত্যসন্ন্যাসী এব জ্ঞেয়ঃ। 'হে মহাবাহো,' ইতি মুক্তিনগরীং জেতুং স এব মহাবীর ইতি ভাবঃ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—সন্ন্যাস দ্বারা প্রাপ্য মোক্ষ অকৃত সন্ন্যাসের প্রাপ্য নহে, এরূপ বলিতে হইবে না। তাই বলিতেছেন—'জ্ঞেয়' ইত্যাদি। সেই শুদ্ধচিত্ত কর্ম্মীকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়াই জানিতে হইবে। 'হে মহাবাহো'—

ইহাতে মুক্তিনগরী জয় করিতে সেই মহাবীর—এই ভাব।।৩।।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্।।৪।।

অন্বয়—বালাঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) সাংখ্যযোগৌ (সাংখ্য এবং কর্ম্মযোগকে) পৃথক্ (স্বতন্ত্ররূপে) প্রবদন্তি (বলে) (পরন্তু) পণ্ডিতাঃ ন (পণ্ডিতগণ বলেন না)। একম্ অপি (একটীকেও) সম্যক্ আস্থিতঃ (সম্যক্ আশ্রয়কারী) উভয়োঃ (উভয়ের) ফলম্ (মোক্ষরূপ ফল) বিন্দতে (লাভ করিয়া থাকেন)।।৪।।

অনুবাদ—অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগকে স্বতন্ত্ররূপে বর্ণনা করে। পরন্তু পণ্ডিতগণ সেরূপ বলেন না। উহার মধ্যে একটীকেও সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিতে পারিলে উভয়ের ফল মোক্ষরূপ লাভ হইয়া থাকে।।৪।।

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ যচ্ছ্রেয় এব এতয়োরিতি ত্বদুক্তমপি বস্তুতো ন ঘটতে; বিবেকিভিরুভয়োঃ পার্থক্যাভাবস্য দৃষ্টত্বাৎ ইত্যাহ—সাংখ্যযোগাবিতি। সাংখ্য শব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গঃ সন্ন্যাসো লক্ষ্যতে। সন্ন্যাস-কর্ম্মযোগৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা বদন্তি, ন তু বিজ্ঞাঃ,—"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী" ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ; অত একমপীত্যাদি।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব তুমি যে বলিয়াছ 'এই দুইটীর মধ্যে যেটী শ্রেয়ঃ' বস্তুতঃ তাহা ঘটে না, যেহেতু বিবেকিগণ এই দুইটির পার্থক্য দর্শন করেন না,—তাই বলিতেছেন 'সাংখ্যযোগৌ' ইত্যাদি। জ্ঞাননিষ্ঠাবাচী সাংখ্য শব্দে তদঙ্গসন্ন্যাস লক্ষিত হয়। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র, ইহা শিশু বা মূর্খেই বলিয়া থাকে, বিজ্ঞগণ বলেন না। যেহেতু "জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী" (৫।৩) ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অতএব একটিকেই আশ্রয় করিলে—ইত্যাদি।।৪।।

অনুবর্ষিণী—কর্ম্মযোগের সম্যক্ অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি হইতে জ্ঞানোদয়ে জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হয়। আবার সন্ন্যাসকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মযোগের পরম্পরাক্রমে জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। অতএব কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয়ের ফল মুক্তি বলিয়া উভয়ই

এক। কেননা, উভয়ের মধ্যে একটীকে সম্যক্প্রকারে আশ্রয় করিলে উভয়ের ফল লাভ হয়।।৪।।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।৫।।

অন্বয়—সাংখ্যৈঃ (সন্ন্যাসের দ্বারা) যৎ (যে) স্থানং (স্থান) প্রাপ্যতে (পাওয়া যায়) যোগৈরপি (নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারাও) তৎ (সেই স্থান) গম্যতে (লাভ হয়)। যঃ (যিনি) সাংখ্যম্ চ যোগম্ চ (সাংখ্যযোগ এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে) একম্ (এক ফল) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি (দেখেন অর্থাৎ চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত)।।৫।।

অনুবাদ—সাংখ্যযোগের দ্বারা যে স্থান লাভ হয়, নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারাও সেইস্থান লাভ হইয়া থাকে। যিনি সাংখ্যযোগ এবং কর্ম্মযোগকে এক ফলদায়ক দর্শন করেন, তিনি প্রকৃতদর্শী অর্থাৎ চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত।।৫।।

বিশ্বনাথ—এতদেব স্পষ্টয়তি— যদিতি। সাংখ্যৈঃ সন্ন্যাসেন যোগৈর্নিষ্কামকর্ম্মণা, বহুবচনং গৌরবেণ;অতএব তদ্‌দ্বয়ং পৃথক্ ভূতমপি যো বিবেকেন একমেব পশ্যতি স পশ্যতি— চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত ইত্যর্থঃ।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—ইহাই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—'যৎ' ইত্যাদি। সাংখ্য অর্থাৎ সন্ন্যাস,যোগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম। এখানে 'সাংখ্যৈঃ, যোগৈঃ'— গৌরবে বহুবচন। সে দুইটী পৃথক্‌ভূত হইলেও যিনি বিবেকদ্বারা একই বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই দর্শন করেন অর্থাৎ চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত এই অর্থ।।৫।।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।।৬।।

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবাহো) অযোগতঃ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বিনা) সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস) দুঃখম্-আপ্তুম্ (দুঃখজনক) (ভবতি—হয়) তু (কিন্তু) যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম কর্ম্মবান্) মুনিঃ (জ্ঞানী) (সন্—হইয়া) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) ন চিরেণ (শীঘ্র) অধিগচ্ছতি (পাইয়া থাকেন)।।৬।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখজনক হয়,—কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মবান্ ব্যক্তি জ্ঞানী হইয়া ব্রহ্মকে শীঘ্র লাভ

করেন।।৬।।

বিশ্বনাথ—কিন্তু সম্যক্‌চিত্তশুদ্ধিমনির্দ্ধারয়তো জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসো দুঃখদঃ কর্ম্মযোগস্তু সুখদ এবেতি পূর্ব্বব্যঞ্জিতমর্থং স্পষ্টমেবাহ—সন্ন্যাসস্ত্বিতি। চিত্তবৈগুণ্যে সতীতি শেষঃ। অযোগতঃ কর্ম্মযোগাভাবাৎ চিত্তবৈগুণ্যপ্রশামককর্ম্মযোগস্য সন্ন্যাসিন্যভাবাৎ তত্রানধিকারাদিত্যর্থঃ। সন্ন্যাসো দুঃখমেব প্রাপ্তুং ভবতি। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ—"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ।।" ইতি; শ্রুতিরপি—"যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটাঃ" ইতি; ভগবতাপি—"যস্ত্ব সংযতষড়্‌বর্গঃ" (ভাঃ ১১।১৮।৪০) ইত্যাদ্যুক্তম্। তস্মাৎ যোগযুক্তঃ নিষ্কামকর্ম্মবান্ মুনির্জ্ঞানী সন্ ব্রহ্ম শীঘ্রং প্রাপ্নোতি।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি নির্দ্ধারিত (প্রাপ্ত) না হইলে জ্ঞানীর সন্ন্যাস দুঃখদ, কিন্তু কর্ম্মযোগই সুখদ—এই পূর্ব্বে ইঙ্গিতকৃত অর্থকে স্পষ্ট করিবার জন্য বলিতেছেন, "সন্ন্যাসস্তু", এখানে 'চিত্তবৈগুণ্য হইলে' ইহা উহ্য আছে। অযোগতঃ—কর্ম্মযোগের অভাবে, সন্ন্যাসীতে চিত্তবৈগুণ্য-প্রশামক কর্ম্মযোগ না থাকাতে, অর্থাৎ অধিকার না থাকাতে, সন্ন্যাস দুঃখ প্রাপ্তির কারণ হয়। বার্ত্তিক সূত্রকারগণ তাহা বলিয়াছেন—"দেখা যায় অনবহিত, অস্থিরচিত্ত, খল ও কলহোৎসুক দৈবকর্ত্তৃক সংদূষিত-চিত্ত সন্ন্যাসীও দৃষ্ট হয়।" শ্রুতিও বলেন (ভাঃ ১০।৮৭।৩৯)—"যদি সন্ন্যাসিগণ হৃদয়স্থ কামজটাসমূহকে সমুদ্ধার বা উচ্ছেদ না করেন।" ভগবানও বলিয়াছেন,—"যাহার ষড়্‌বর্গ সংযত হয় নাই" (ভাঃ ১১।১৮।৪০) ইত্যাদি। সেই হেতু যোগযুক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মবান্ মুনি জ্ঞানী হইয়া শীঘ্র ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।।৬।।

অনুবর্ষিণী—চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে সন্ন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।" (গীতা ৩।৪।।৬।।)

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।।৭।।

অন্বয়—যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগী) বিশুদ্ধাত্মা (বিজিত বুদ্ধি) বিজিতাত্মা (বিশুদ্ধচিত্ত) জিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্ব্বভূতের প্রেমাস্পদীভূত যিনি) কুর্ব্বন্ অপি (কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না)।।৭।।

অনুবাদ—যোগযুক্ত, বিজিতবুদ্ধি, বিশুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বজীবের অনুরাগভাজন যিনি, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না।।৭।।

বিশ্বনাথ—কৃতেনাপি কর্ম্মণা জ্ঞানিনস্তস্য ন লেপ ইত্যাহ—যোগেতি। যোগযুক্তো জ্ঞানী ত্রিবিধঃ—'বিশুদ্ধাত্মা' বিজিতবুদ্ধিরেকঃ, 'বিজিতাত্মা' বিশুদ্ধচিত্তো দ্বিতীয়ঃ, 'জিতেন্দ্রিয়'-স্তৃতীয়ঃ ইতি পূর্ব্বপূর্ব্বেষাং সাধনতারতম্যাদুৎকর্ষঃ। এতাদৃশে গৃহস্থে তু সর্ব্বেঽপি জীবা অনুরজ্যন্তীত্যাহ—সর্ব্বেষামপি ভূতনাম্ আত্মভূতঃ প্রেমাস্পদীভূত আত্মা দেহো যস্য সঃ।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—কৃত কর্ম্মের দ্বারাও জ্ঞানীর পক্ষে তাহার লেপ নাই অর্থাৎ জ্ঞানী নির্লিপ্ত তাহাই বলিতেছেন 'যোগযুক্ত'। যোগযুক্ত জ্ঞানী ত্রিবিধ, প্রথম 'বিশুদ্ধাত্মা'—বিজিতবুদ্ধি, দ্বিতীয় 'বিজিতাত্মা'—বিশুদ্ধচিত্ত, তৃতীয় 'জিতেন্দ্রিয়', এই ভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্বগুলির সাধন তারতম্য জন্য উৎকর্ষ। এইরূপ গৃহস্থের প্রতি সমস্ত জীবই অনুরক্ত, ইহাই বলিতেছেন। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা—সমস্ত ভূতেরই আত্মভূত অর্থাৎ প্রেমাস্পদ যাহার আত্মা অর্থাৎ দেহ।।৭।।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।।৮।।

অন্বয়—যুক্তঃ (কর্ম্মযোগী) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্ববিৎ) (ভূত্বা—হইয়া) পশ্যন্ (দর্শন), শৃণ্বন্ (শ্রবণ), স্পৃশন্ (স্পর্শ), জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ), অশ্নন্ (ভোজন) গচ্ছন্ (গমন) স্বপন্ (নিদ্রা), শ্বসন্ (শ্বাস গ্রহণ), প্রলপন্ (কথন), বিসৃজন্

কুর্ব্বন্) অপি (এ সকল করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়সমূহে) বর্ত্তন্তে (অবস্থিত আছে) ইতি ধারয়ন্ (ইহা বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করিয়া) (নিরভিমানঃ) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোমি (আমি করি না) ইতি (এইরূপ) মন্যেত (মনে করেন)।।৮।।

অনুবাদ—কর্ম্মযোগী (তত্ত্বজ্ঞান বশতঃ) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ করিয়াও, ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহে অবস্থিত আছে বুদ্ধির দ্বারা এরূপ স্থির করিয়া দেহাভিমান শূন্য, ব্রহ্মবিৎ আমি কিছুই করি না, এইরূপ মনে করেন।।৮।।

বিশ্বনাথ—যেন কর্ম্মণা লেপস্তং প্রকারং শিক্ষয়তি—নৈবেতি। যুক্তঃ কর্ম্মযোগী দর্শনাদীনি কুর্ব্বন্নপি, ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন নিরভিমানঃ কিঞ্চিদপ্যহং নৈব করোমীতি মন্যেত।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—যে কর্ম্মের দ্বারা লেপ হয়, সেই প্রকার শিক্ষা দিতেছেন, 'নৈব' ইত্যাদি। যুক্ত—কর্ম্মযোগী দর্শনাদি করিয়াও, ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে বর্ত্তমান, ইহাই ধারণ করিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়া নিরভিমান অর্থাৎ আমি কিছুই করিতেছি না, এই ভাব মনে করিবে।।৮।।

অনুবর্ষিণী—দর্শনাদি—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভক্ষণাদি, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারসমূহ; পাদদ্বয়ের গতি, বাগিন্দ্রিয়ের প্রলাপ বা কথন, পায়ু ও উপস্থের বিসর্জ্জন কার্য্য, হস্তদ্বয়ের গ্রহণ—রাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারসমুহ। বুদ্ধির নিদ্রা, পঞ্চপ্রাণের শ্বাস এবং নাগকূর্ম্মাদি পঞ্চপ্রাণের উন্মেষণ ও নিমেষণাদি ব্যাপারসমূহ।

'আমি কিছুই করি না'—এ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য অর্থাৎ তিনি মনে করেন যে 'বিজ্ঞানসুখৈকরস আমার অনাদি বাসনা হেতু প্রাধানিকভাবে দেহাদি সম্বন্ধ হওয়ায় দেহই এই সকল করিতেছে। ইহাতে আমার স্বস্বরূপের কিছুই কর্ত্তৃত্ব নাই। অবিদ্যাবদ্ধ আমি এই সকল কার্য্যে নির্দ্ধারণ ও মনন মাত্র করিতেছি'।।৮।।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।৯।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (পরমেশ্বর—আমাতে) কর্ম্মাণি

(কর্ম্মসমূহ) আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং (কর্ম্মাসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) (কর্ম্মাণি—কর্ম্মসকল) করোতি (করেন)। সঃ (তিনি) অম্ভসা (জলদ্বারা) পদ্মপত্রমিব (পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন (পাপদ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না)।।৯।।

অনুবাদ—যিনি পরমেশ্বর—আমাতে, কর্ম্মসমূহ সমর্পণ করিয়া, আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্র জলে থাকিলেও যেরূপ জলদ্বারা লিপ্ত হয় না সেইরূপ তিনি কর্ম্ম করিলেও পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না।।৯।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে ময়ি কর্ম্মাণি সমর্প্য সঙ্গং ত্যক্ত্বা সাভিমানোঽপি কর্ম্মাসক্তিং বিহায় যঃ কর্ম্মাণি করোতি। পাপেনেত্যুপলক্ষণম্। সোঽপি কর্ম্মমাত্রেনৈব ন লিপ্যতে।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—আর ব্রহ্মে অর্থাৎ পরমেশ্বর আমাতে কর্ম্মসমূহ আধান বা সমর্পণ পূর্ব্বক সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ অভিমান সত্ত্বেও কর্ম্মাসক্তি বর্জ্জন পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করে। পাপ দ্বারা ইহা উপলক্ষণ, সেও কর্ম্মমাত্রেই লিপ্ত হয়না।।৯।।

অনুবর্ষিণী—কর্ম্মাসক্তি—কর্ম্মফলাসক্তি। ছান্দোগ্যেও দেখা যায়—'যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেব বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে।" অর্থাৎ পদ্মপত্র যেরূপ জলে নির্লিপ্ত থাকে, বিদ্বান্ ব্যক্তিও সেইরূপ পাপে নির্লিপ্ত থাকেন।।৯।।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।।১০।।

অন্বয়—যোগিনঃ (যোগিগণ) আত্মশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির জন্য) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (আসক্তিত্যাগপূর্ব্বক) কায়েন (শরীরের দ্বারা) মনসা (মনের দ্বারা) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (আসক্তি রহিত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই) কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি (কর্ম্ম করিয়া থাকেন)।।১০।।

অনুবাদ—যোগিসকল চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক, কায়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা এবং অভিনিবেশ রহিত কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকেন।।১০।।

বিশ্বনাথ—কেবলৈরপি ইন্দ্রিয়ৈরিতি। 'ইন্দ্রায় স্বাহা' ইত্যাদিনা হবিরাদ্যর্পণকালে যদ্যপি মনঃক্বাঽপ্যন্যত্র তদপীত্যর্থঃ। আত্মশুদ্ধয়ে মনঃশুদ্ধ্যর্থম্।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারাও 'ইন্দ্রায় স্বাহা' ইত্যাদি বলিয়া প্রথম হবিঃ (ঘৃত যজ্ঞে) অর্পণকালে যদি মনই হইল, তবে অন্য সব কোথায় অর্থাৎ তাহাও (কায়, ইন্দ্রিয়) আত্মশুদ্ধি বা মনের শুদ্ধির নিমিত্ত।।১০।।

অনুবর্ষিণী—কেবল—কর্ম্মের অভিনিবেশরহিত বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা। মন একাদশ ইন্দ্রিয়রূপে পরিগণিত হইলেও উহা অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গের চালক ও শ্রেষ্ঠ। অতএব মন যে কার্য্যে ব্রতী হয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়বর্গ তাহারই অনুগমন করে। অতএব যোগিগণ মন, কায় ও বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মাচরণ করেন।।১০।।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।১১।।

অন্বয়—যুক্তঃ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগী) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নৈষ্ঠিকীম্ (নিষ্ঠাপ্রাপ্ত) শান্তিং (মোক্ষ) আপ্নোতি (লাভ করেন) অযুক্তঃ (সকাম কর্ম্মী) কামকারেণ (কামপ্রবৃত্তিবশতঃ) ফলে সক্তঃ (ফলাসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (বন্ধন প্রাপ্ত হয়)।।১১।।

অনুবাদ—নিষ্কাম কর্ম্মযোগী কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক নৈষ্ঠিকী শান্তি অর্থাৎ কর্ম্ম-মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। পরন্তু সকাম কর্ম্মী কামপ্রবৃত্তিবশতঃ ফলাসক্ত হইয়া কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হন।।১১।।

বিশ্বনাথ—কর্ম্মকরণে অনাসক্ত্যাসক্তী এব মোক্ষবন্ধহেতু ইত্যাহ—যুক্তো যোগী নিষ্কামকর্ম্মীত্যর্থঃ। নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠাপ্রাপ্তাং শান্তিং মোক্ষমিত্যর্থঃ। অযুক্তঃ সকাম-কর্ম্মীত্যর্থঃ। কামকারেণ কামপ্রবৃত্ত্যা।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মকরাতে অনাসক্তি ও আসক্তিই মোক্ষ ও বন্ধনহেতু, তাহাই বলিতেছেন, 'যুক্ত' ইত্যাদি। যুক্ত—যোগী, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মী। নৈষ্ঠিকী—নিষ্ঠা হইতে প্রাপ্তা শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ। অযুক্ত অর্থাৎ সকাম কর্ম্মী। কামকার—কামপ্রবৃত্তিবশে।।১১।।

অনুবর্ষিণী—যোগী কর্ম্মে অনাসক্তিহেতু কর্ম্ম-মোক্ষ লাভ করেন এবং অযোগী কর্ম্মাসক্তিবশতঃ কর্ম্মবদ্ধ হন।

নৈষ্ঠিকী—নিষ্ঠায় উৎপন্ন, সত্ত্বশুদ্ধি-জ্ঞান প্রাপ্তি-সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমে।।১১।।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্।।১২।।

অন্বয়—বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (জীব) মনসা (মনের দ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সর্ব্বকর্ম্ম) সংন্যস্য (সম্যক্ ত্যাগ করিয়া) নবদ্বারে পুরে (নবদ্বার বিশিষ্ট দেহে) ন এব কুর্ব্বন্ (স্বয়ং কর্ম্ম না করিয়া) ন কারয়ন্ (অন্যকে না করাইয়া) সুখং আস্তে (সুখে অবস্থান করেন)।।১২।।

অনুবাদ—জিতেন্দ্রিয় জীব মনের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে স্বয়ং কোন কর্ম্ম না করিয়া এবং অন্যকেও না করাইয়া সুখে অবস্থান করেন।।১২।।

বিশ্বনাথ—অতোঽনাসক্তঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি "জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী" ইতি পূর্ব্বোক্তবৎ বস্তুতঃ সন্ন্যাসী এবোচ্যতে ইত্যাহ—সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য কায়াদিব্যাপারেণ বহিষ্কুর্ব্বন্নপি বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ সুখমাস্তে। কুত্র?—নবদ্বারে পুরে পুরবদহং-ভাবশূন্যে দেহে দেহী উৎপন্নজ্ঞানো জীবঃ নৈব কুর্ব্বন্নিতি কর্ম্মসুখস্য বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বং নৈবাস্তীতি জানন্;ন কারয়ন্নিতি নাপি তেষু স্বস্য প্রয়োজনকত্বমিত্যপি জানন্নিত্যর্থঃ।।১২।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিয়াও "জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী" এই পূর্ব্বোক্ত ন্যায় (৫।৩) বস্তুতঃ সন্ন্যাসী বলিয়াই পরিচিত হয়। ইহাই বলিতেছেন 'সর্ব্বকর্ম্মাণি' ইত্যাদি। সমস্ত কর্ম্মকে মনদ্বারা সম্যক্ ত্যাগ করিয়া কায়াদিব্যাপারে বাহিরে করিলেও বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় হইয়া সুখে থাকে। কোথায়? নবদ্বার পুরে অর্থাৎ অহংভাবশূন্য দেহে, দেহী অর্থাৎ উৎপন্নজ্ঞান জীব 'নৈব কুর্ব্বন্' অর্থাৎ কর্ম্মসুখের বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাদি নাই—ইহা জানিয়া, 'ন কারয়ন্' অর্থাৎ সে সকলে নিজের প্রয়োজনও নাই—ইহা জানিয়া।।১২।।

অনুবর্ষিণী—মনুষ্য-দেহ বা শরীর গৃহসদৃশ—'গৃহং শরীরং মানুষ্যম্'

(ভাঃ১১।১৯।৪৩)।

নবদ্বার—নেত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয় ও মুখ—শিরঃস্থ সাতটী, আর পায়ু ও উপস্থ—অধোদেশস্থ দুইটী। 'নবদ্বারং'—(ভাঃ ৪।২৮।৪) 'ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্'—(ভাঃ ১১। ৮।৩৩)—ক্ষরিত নয়টী দ্বারযুক্ত এই নর-শরীর।

যোগী নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে দেহ ভিন্ন আত্মা, জীব বা স্ব স্বরূপকে দর্শন করিয়া প্রবাসীর ন্যায় পরগৃহে তাহার পূজা-পরিভবাদির দ্বারা প্রসন্ন বা বিষণ্ণ না হইয়া অহংকার মমাকারশূন্যভাবে অবস্থান করেন। সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্মসুখের প্রয়োজন না থাকায় তিনি নিজেও কর্ম্ম করেন না এবং অপরকেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান না।।১২।।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।।১৩।।

অন্বয়—প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য (লোকের) কর্ত্তৃত্বং (কর্ত্তৃত্ব) ন সৃজতি (সৃজন করেন না), কর্ম্মাণি ন (কর্ম্মসমূহও না), কর্ম্মফলসংযোগং ন (কর্ম্মফলসংযোগও না), তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (অনাদি-অবিদ্যা) প্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্ত-হয়)।।১৩।।

অনুবাদ—পরমেশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মসমূহ এবং কর্ম্মফল সংযোগ সৃষ্টি করেন না, কিন্তু জীবের স্বভাব অবিদ্যাই উহার প্রবর্ত্তক। ১৩।।

বিশ্বনাথ—ননু চ যদি জীবস্য বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাদিকং নৈবাস্তি, তর্হি পরমেশ্বর সৃষ্টে জগতি সর্ব্বত্র জীবস্য কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-দর্শনান্মন্যে পরমেশ্বরেনৈব বলাত্তস্য কর্ত্তৃত্বাদিকং সৃষ্টম্। তথা সতি তস্মিন্ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে প্রসক্তে, তত্র ন হি ন হীত্যাহ—ন কর্ত্তৃত্বমিতি। নাপি তৎকর্ত্তব্যত্বেন কর্মাণ্যপি, ন চ কর্ম্মফলৈর্ভোগৈঃ সংযোগমপি; কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽনাদ্যবিদ্যৈব প্রবর্ত্ততে—তং জীবং কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানমারো-হয়িতুমিতি ভাবঃ।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, যদি জীবের বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাদি নাই, তাহা হইলে পরমেশ্বরসৃষ্টজগতে সর্ব্বত্র জীবকে কর্ত্তা, ভোক্তা দেখিয়া মনে হয়, তাহার কর্ত্তৃত্বাদি পরমেশ্বরই বলপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইলে

তাঁহাতে বৈষম্য—নৈর্ঘৃণ্য সম্ভাবনা স্থলে বলিতেছেন, না, না—'ন কর্ত্তৃত্বম্' ইত্যাদি। সে সকল কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্মও নয়, আর কর্ম্মফল বা ভোগের সহিত সংযোগও নাই। কিন্তু জীবের স্বভাব অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যাই প্রবৃত্ত হয়; সেই জীবকে কর্ত্তৃত্বাভিমানে আরোহণ করাইবার জন্য—এই ভাব।।১৩।।

অনুবর্ষিণী—জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই বলিলে মনে করা উচিত নহে যে, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সকল কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেছে। তাহা হইলে পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ বৈষম্যদৃষ্টি ও নিষ্ঠুরতা স্বীকার করিতে হয়। আবার কর্ম্মফলের সংযোগও তৎকর্ত্তৃক নয়। উহা জীবের অনাদি অবিদ্যারূপ স্বভাব হইতেই হয়। অর্থাৎ অজ্ঞানাত্মিকা দৈবীমায়া অর্থাৎ প্রকৃতি সেই স্বভাব প্রবর্ত্তন করে। অতএব সেই অবিদ্যাজাত স্বভাবযুক্ত লোককেই পরমেশ্বর কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি নিজে জীবের কর্ত্তৃত্বাদি উৎপাদন করেন না।

পরমেশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই—'বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে দোষ ন সাপেক্ষত্বাত্তথা হি দর্শয়তি' (বেদান্ত ২য় অঃ ১ম পাঃ ৩৪ সূত্র)।

পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন,—ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ববাদ অসমঞ্জস বা সমঞ্জস? এই বিচার উপস্থিত হইলে, সুখদুঃখভাগী দেব মনুষ্য সৃষ্টি করিতেছেন, কাজেই ব্রহ্মে বৈষম্যহেতু সামঞ্জস্য ঘটে না। পরে নির্দোষবাদী শ্রুতির উপরোধ আপত্তি হয়, এই হেতু বলিতেছেন—ব্রহ্মে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই, কারণ—সাপেক্ষত্বহেতু স্রষ্টার কর্ম্মাপেক্ষিত্ব-হেতু; প্রমাণ,—

যে পুরুষকে উৎকৃষ্ট লোকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, পরমেশ্বর সেই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারী হইয়া, তাহাকে উৎকৃষ্ট কর্ম্ম, আর যাহাকে অধোলোকে হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা দ্বারা অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। ইত্যাদি বৃঃ আঃ। জীবমাত্রেরই যে, দেবাদিভাবপ্রাপ্তি, ইহা ঈশ্বর নিমিত্তক, এইটী দেখাইবার জন্যই মধ্যে কর্ম্মবিষয়ক আলোচনা করিতেছেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

"ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নাদিত্বাৎ"।।৩৫।।

এ বিষয়ের আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন, কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরনিষ্ঠ বৈষম্যাদি

দোষ নিরাকৃত হয় না, কি জন্য? উত্তর—কর্ম্মের কোনরূপ বিভাগ না থাকায়; 'সৃষ্টির পূর্ব্বে সদ্রূপ ব্রহ্ম মাত্রই ছিলেন' ইত্যাদি (ছাঃ ৬।২।১) বেদবাক্যে; ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তুর অসদ্ভাব প্রতীতি হওয়ায় সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মবিভক্ত কোনরূপ কর্ম্মই লক্ষিত হয় না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা করিতেছেন, ব্রহ্ম যেরূপ অনাদি, ঐরূপ কর্ম্ম জীবেরও অনাদিত্ব স্বীকার আছে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবকে উত্তর উত্তর কর্ম্মে ঈশ্বর নিয়োজিত করেন; এজন্য ঈশ্বরে বৈষম্যাদি দোষ অযুক্ত। স্মৃতিতেও (ভবিষ্যপুরাণ) এ বিষয়ের প্রমাণ আছে,—'পুরুষের পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই বিষ্ণু জীবকে পুণ্যপাপাদি করাইয়া থাকেন।' সুতরাং কর্ম্মের অনাদিত্বপ্রযুক্ত ঈশ্বরে কোন প্রকারে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না; এদিকে কর্ম্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষও (কারণের কারণ অনুসন্ধানরূপ দোষ) হইতে পারে না। বীজাঙ্কুরবৎ ইহা বিশেষরূপ প্রামাণ্যই আছে। যদি বল, কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম করান, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বাধীনতা নাই; ইহাও বলিতে পার না, কারণ,—দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল ইত্যাদি নির্ণায়কগ্রন্থে ইহাদিগের সত্তা পর্য্যন্ত ঈশ্বরের অধীনরূপে নির্ণীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, 'ঘট্টকুট্টীতে প্রভাত' ন্যায়ে (কোন বণিক কুটীঘাটের কর বঞ্চনা আশয়ে ঘট্টরক্ষককে গোপন করতঃ অন্য পথ দিয়া গমন করে, কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ অন্ধকার নিশাতে সেই কুটীঘাটেই আসিয়া পড়ে তখন ঘট্টপাল সেই বণিককে বিশেষ তাড়নাদি করে, সেইরূপ কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম বিষয়কদোষপরিহার কামনায় পুনর্ব্বার কর্ম্মসত্তার তারতম্যানুসারে ঈশ্বরে বৈষম্যদোষ অপরিহার্য্য)। আমাদের মতে কোনরূপ দোষারোপ করিতে পার না,—কারণ, কর্ম্মসত্তাও ঈশ্বরাধীন স্বীকার করায় তোমরাও বৈষম্য দোষরূপ ফাঁদে পতিত হইলে, কারণ অনাদি জীব-স্বভাবানুসারে ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম করান, ঐ স্বভাব ঈশ্বর অন্যথা করিতে সমর্থ হইলেও কাহারও তাহা করেন না, এইরূপেই তাঁহাকে অবিষম বলা হইয়া থাকে।। ৩৫।। গোবিন্দভাষ্য।।১৩।।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।।১৪।।

অন্বয়—বিভুঃ (পরমেশ্বর) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং (পাপ) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না) সুকৃতং চ এব ন (এবং পুণ্যও গ্রহণ করেন না)। অজ্ঞানেন (অবিদ্যার দ্বারা) জ্ঞানং (জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান) আবৃতং (আচ্ছাদিত) তেন (সেই কারণে) জন্তবঃ (জীবসকল) মুহ্যতি (মোহ প্রাপ্ত হয়)।।১৪।।

অনুবাদ—বিভু পরমেশ্বর কাহারও সুকৃতি বা দুষ্কৃতি গ্রহণ করেন না, জীবের স্বরূপ জ্ঞান অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হওয়ায় জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ দেহাত্মাভিমান বশে নিজেকে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করেন।।১৪।।

বিশ্বনাথ—যস্মাদসাধু-সাধুকর্ম্মণাম্ ঈশ্বরো ন কারয়িতা, তস্মাদেব ন তস্য পাপপুণ্যভাগিত্বমিত্যাহ—নাদত্তে ন গৃহ্ণাতি কিন্তু তদীয়া খলু যা শক্তিরবিদ্যা সৈব জীবজ্ঞানমাবৃণোতীত্যাহ—অজ্ঞানেনাবিদ্যয়া। জ্ঞানং জীবস্য স্বাভাবিকং, তেন হেতুনা।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—যেহেতু অসাধু ও সাধু কর্ম্মসমূহের ঈশ্বর কারয়িতা বা প্রবর্ত্তক নহেন, সেই হেতু তিনি পাপপুণ্য ভাগী নহেন, ইহাই বলিতেছেন,'নাদত্তে' ইত্যাদি। 'নাদত্তে'—গ্রহণ করেন না; কিন্তু তাঁহার যে অবিদ্যা শক্তি, সেই জীবের জ্ঞানকে আবৃত করে, তাই বলিতেছেন, 'অজ্ঞানেন'—অবিদ্যাদ্বারা। জ্ঞান জীবের স্বাভাবিক, সেই হেতু।।১৪।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ বিভু অর্থাৎ তিনি, অপরিমিত, বিজ্ঞানানন্দপূর্ণ ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন। তিনি নিরন্তর স্বকীয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন, সুতরাং অন্যত্র উদাসীন হওয়ায় অসাধু ও সাধুকর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহেন। কিন্তু সেই আপ্তকাম ভগবানের অবিদ্যাশক্তিকর্ত্তৃক জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ আবৃত হওয়ার বদ্ধদশাপ্রাপ্ত জীবের জড় দেহে আত্মাভিমানরূপ মোহবশতঃই্ আপনাকে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়—"নাদত্ত আত্মাহি গুণং ন দোষং ন ক্রিয়াফলম্। উদাসীনবদাসীনঃ পরাবরদৃগীশ্বরঃ।।" (৬।১৬।১১)।।১৪।।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্।।১৫।।

অন্বয়—তু (কিন্তু) আত্মনঃ (ভগবানের) জ্ঞানেন (জ্ঞানের দ্বারা) যেষাং (যাহাদিগের) তৎ (সেই) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) নাশিতম্ (বিনষ্ট হইয়াছে) তেষাম্ (তাহাদিগের) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) আদিত্যবৎ (আদিত্যপ্রভার ন্যায়) তৎপরম্ (সেই জীবনিষ্ঠ অপ্রাকৃত জ্ঞানকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে)।।১৫।।

অনুবাদ—কিন্তু যাহাদের ভগবানের জ্ঞানদ্বারা সেই অবিদ্যাজনিত দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া, অবিদ্যা বিনাশপূর্ব্বক পরম জ্ঞানস্বরূপ অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করে।।১৫।।

বিশ্বনাথ—যথা অবিদ্যা তস্য জ্ঞানমাবৃণোতি, তথৈবাপরা তস্য বিদ্যাশক্তিরবিদ্যাং বিনাশ্য জ্ঞানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। জ্ঞানেন বিদ্যা-শক্ত্যা অজ্ঞানমবিদ্যাং তেষাং জীবানাং জ্ঞানমেব কর্ত্তৃ, আদিত্যবদিতি,—আদিত্যপ্রভা যথা অন্ধকারং বিনাশ্য ঘটপটাদিকং প্রকাশয়তি, তথৈব বিদ্যৈবাবিদ্যাং বিনাশ্য তজ্জীবনিষ্ঠং জ্ঞানং পরম্ অপ্রাকৃতং প্রকাশয়তি। তেন পরমেশ্বরো ন কমপি বধ্নাতি, নাপি কমপি মোচয়তি। কিন্তু অজ্ঞানজ্ঞানে প্রকৃতেরেব ধর্ম্মে ক্রমেণ বধ্নাতি মোচয়তি চ। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব-তৎপ্রয়োজকত্বাদয়ো বন্ধকাঃ;অনাসক্তিশান্ত্যাদয়ো মোচকাশ্চ প্রকৃতেরেব ধর্ম্মাঃ। কিন্তু পরমেশ্বরস্যান্তর্য্যামিত্বে এব প্রকৃতেস্তে তে ধর্ম্মা উদ্বধ্যন্তে ইত্যেতদংশেনৈব তস্য প্রয়োজকত্বমিতি ন তস্য বৈষম্যনৈর্গৃণ্যে।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—যেমন অবিদ্যা তাহার জ্ঞানকে আবৃত করে, সেইরূপ তাঁহার বিদ্যাশক্তি অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যাকে বিনাশ করিয়া জ্ঞানকে প্রকাশ করে, এই অর্থ। জ্ঞানে বিদ্যাশক্তিদ্বারা অজ্ঞানকে—অবিদ্যাকে 'তেষাং'—সেই সকল জীবের জ্ঞান—এখানে কর্ত্তৃপদ। 'আদিত্যবৎ'—আদিত্যপ্রভা যেমন অন্ধকার বিনাশ করিয়া ঘটপটাদি প্রকাশ করে, সেইরূপ বিদ্যা অবিদ্যা বিনাশ করিয়া সেই জীবনিষ্ঠ পরম অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রকাশ করে। সেই-হেতু পরমেশ্বর কাহাকেও বদ্ধ করেন না, কাহাকেও মোচনও করেন না। কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম্মানুসারে অজ্ঞান ও জ্ঞান যথাক্রমে বন্ধ ও মোচন করে। কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, তাহাদের প্রয়োজকত্ব প্রভৃতি বন্ধনকারী

এবং অনাসক্তি শান্তি প্রভৃতি মোচনকারী প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। কিন্তু পরমেশ্বর অন্তর্য্যামী হইলেই প্রকৃতির সেই সেই ধর্ম্ম উদ্বুদ্ধ হয়, এই প্রকার আংশিকভাবে তিনি প্রয়োজক, ইহাতে তাঁহাতে বৈষম্য ও নিঃঘৃণতা দোষের স্থান নাই।।১৫।।

অনুবর্ষিণী—মায়ার অবিদ্যা ও বিদ্যাশক্তি জীবের বন্ধক ও মোচক—'বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে।।' (ভাঃ ১১। ১১।৩) হে উদ্ধব, অবিদ্যা এবং বিদ্যা এই উভয়ই মদীয়মায়াবিরচিত, অনাদি, মদীয়শক্তিস্বরূপ ও জীবগণের বন্ধমোক্ষহেতু বলিয়া জানিবে।

'বিদ্যা—মোক্ষকরী, অবিদ্যা—বন্ধকরী, এই অর্থ। মায়ার তিনটী বৃত্তি—প্রধান, অবিদ্যা এবং বিদ্যা। প্রধানের দ্বারা জীবের উপাধি সত্যেরই মত সৃষ্ট হয়, অবিদ্যাদ্বারা তাহাতে মিথ্যাভূত অধ্যাস এবং বিদ্যাদ্বারা সেই অধ্যাসের উপরম্—এই তিনের কার্য্য।'—শ্রীবিশ্বনাথ।

পরমেশ্বরে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান। প্রকৃতি তাঁহার জড়া শক্তি। প্রভুর অন্তর্য্যামীত্বে বা দৃষ্টিশক্তিতেই প্রকৃতি কার্য্যক্ষমা হয়। সুতরাং প্রকৃতি গৌণকারণ হইলেও পরমেশ্বরই আংশিকভাবে প্রয়োজক।

যদি প্রশ্ন হয় যে, ভক্তগণকে অনুগ্রহ ও অভক্তগণকে নিগ্রহকারী পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হয় না কি? উত্তর—না, কেননা, দুষ্টপুত্রকে শাসনকারিণী মাতার পক্ষে শাসনই যেমন পুত্রের প্রতি অনুগ্রহ; সর্ব্বত্র সমদর্শী পরমেশ্বরের পক্ষে তাঁহার নিগ্রহ যে দণ্ডরূপ অনুগ্রহই—এ বিষয়ে সন্দেহ কি? ।।১৫।।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ।।১৬।।

অন্বয়—তৎ বুদ্ধয়ঃ (পরমেশ্বরে যাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট অর্থাৎ তন্মননপরা) তৎ-আত্মনঃ (তন্মনস্কা অর্থাৎ তাঁহারই ধ্যানশীল যাহারা) তৎনিষ্ঠাঃ (তাঁহাতেই একমাত্র যাহারা নিষ্ঠাবান্) তৎপরায়ণাঃ (তদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তন-পরায়ণ যাহারা) জ্ঞান নির্ধূত কল্মষাঃ (জ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারা সমস্ত অবিদ্যা নষ্ট হইয়াছে যাহাদের তাহারা) অপুনরাবৃত্তিং (মুক্তি)

গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন)।।১৬।।

অনুবাদ—অপ্রাকৃত স্বরূপ পরমেশ্বরে যাহাদের বুদ্ধি, মন ও নিষ্ঠা প্রযুক্ত ও যাহারা তাঁহারই শ্রবণ কীর্ত্তনকে পরমাশ্রয় করিয়াছেন এবং বিদ্যার দ্বারা যাহাদের সমস্ত অবিদ্যা নষ্ট হইয়াছে, তাহারা অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।।১৬।।

বিশ্বনাথ—কিন্তু বিদ্যা জীবাত্মজ্ঞানমেব প্রকাশয়তি, ন তু পরমাত্মজ্ঞানং—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি ভগবদুক্তেঃ। তস্মাৎ পরমাত্মজ্ঞানার্থং জ্ঞানিভিরপি পুনর্ব্বিশেষতো ভক্তিঃ কার্য্যা ইত্যত আহ—তদ্বুদ্ধয় ইতি। তৎপদেন পূর্ব্বোপক্রান্তো বিভুঃ পরামৃশ্যতে। তস্মিন্ পরমেশ্বর এব বুদ্ধির্যেষাং তে তন্মননপরা ইত্যর্থঃ। তদাত্মানস্তন্মনস্কাস্তমেব ধ্যায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তন্নিষ্ঠাঃ "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ" ইতি ভগবদুক্তেঃ। দেহাদ্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানেঽপি সাত্ত্বিকে নিষ্ঠাং পরিত্যজ্য তদেকনিষ্ঠাস্তৎ-পরায়ণাস্তদীয়শ্রবণকীর্ত্তনপরাঃ। যদ্বক্ষ্যতে,—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ! ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।" ইতি। 'জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ' জ্ঞানেন বিদ্যয়ৈব পূর্ব্বমেব ধ্বস্তসমস্তাবিদ্যাঃ।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু বিদ্যা জীবাত্মা-সম্বন্ধেই জ্ঞান প্রকাশ করে, পরমাত্মা-সম্বন্ধে জ্ঞান প্রকাশ করে না, ভগবান বলিয়াছেন—"আমি একমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রহণীয়" (ভাঃ ১১।১৪।২১) অতএব পরমার্থজ্ঞান লাভ নিমিত্ত জ্ঞানিগণকে পুনরায় বিশেষভাবে ভক্তিসাধন করিতে হইবে। তাই বলিতেছেন 'তদ্বদ্ধয়ঃ' ইত্যাদি। এখানে 'তৎ' শব্দে (পূর্ব্বোপক্রান্ত) পূর্বে আরব্ধ বিভুই বিবেচিত হ'ন। সেই পরমেশ্বরেই যাঁহাদের বুদ্ধি তাঁহারা অর্থাৎ তাঁহার বিষয়েই চিন্তাশীল। 'তদাত্মা'—তন্মনস্ক অর্থাৎ তাঁহাকে যাঁহারা ধ্যান করেন। 'তন্নিষ্ঠাঃ'—ভগবদুক্তি 'জ্ঞানও আমাতে সম্যক্ ন্যস্ত করিবে' (ভাঃ ১১।১৯।১) অনুসারে, দেহাদির অতিরিক্ত আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেও সাত্ত্বিকভাবে নিষ্ঠাত্যাগ করিয়া যাঁহারা একমাত্র তাঁহাতেই নিষ্ঠাসম্পন্ন, তৎপরায়ণ, তাঁহার বিষয়ে শ্রবণ কীর্ত্তন তৎপর, পরে বলা হইতেছে 'ভক্ত্যা মাম্' ইত্যাদি (১৮।৫৫) 'জ্ঞান নির্ধূত কল্মষ'—জ্ঞান দ্বারা—বিদ্যা দ্বারা যাঁহাদের সমস্ত অবিদ্যা পূর্ব্বেই

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।।১৬।।

অনু বর্ষিণী—জ্ঞান—সাত্ত্বিক—'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্' (গীঃ ১৪।১৭) আর পরমাত্মা গুণাতীত গুণাধীশ। অতএব বিদ্যা বা সাত্ত্বিক জ্ঞান, অজ্ঞান নিবর্ত্তকের কারণ হইলেও তাহা পরমাত্ম-জ্ঞানের কারণ নহে, ভক্তিই কিন্তু তৎপদার্থ জ্ঞানের কারণ।

এতৎপ্রসঙ্গে 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (গীঃ ১৮।৫৫) শ্লোকের সারার্থবর্ষিণী টীকা আলোচ্য।।১৬।

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।১৭।।

অন্বয়—বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে (বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে) শ্বপাকে চ (এবং চণ্ডালে) গবি (গাভীতে) হস্তিনি (হাতীতে) শুনি চ এব (এবং কুকুরে) পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিগণ) সমদর্শিনঃ (সমদৃষ্টি সম্পন্ন)।। ১৭।।

অনুবাদ—জ্ঞানিগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তিতে, এবং কুকুরে সমদর্শন করিয়া থাকেন।।১৭।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ গুণাতীতানাং তেষাং গুণময়ে বস্তুমাত্র এব তারতম্যময়ং বিশেষমজিঘৃক্ষূণাং সমবুদ্ধিরেব স্যাদিত্যাহ—বিদ্যেতি। 'ব্রাহ্মণে গবি' ইতি সাত্ত্বিকজাতিত্বাৎ, হস্তিনি মধ্যমে, শুনি চ শ্বপাকে চেতি তামসজাতিত্বাদধমেঽপি তত্তদ্বিশেষাগ্রহণাৎ সমদর্শিনঃ পণ্ডিতা গুণাতীতাঃ, বিশেষাগ্রহণমেব সমং গুণাতীতং ব্রহ্ম, তদ্দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর তাঁহারা গুণাতীত, গুণময় বস্তুমাত্রেই তারতম্যময় বিশেষ ভাব গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের সমবুদ্ধিই হইবে, তাই বলিতেছেন 'বিদ্যা বিনয়' ইত্যাদি। সাত্ত্বিক জাতি বলিয়া 'ব্রাহ্মণে', 'গবি' (গাভীতে), মধ্যম (রাজস্) 'হস্তিনি' (হস্তিতে), আর তামসজাতি বলিয়া অধম 'শুনি চ শ্বপাকে' (কুক্কুর ও চণ্ডালেও) সমদর্শী পণ্ডিতগণ গুণাতীত, বিশেষভাবের অগ্রহণই সমগুণাতীত ব্রহ্ম, যাঁহাদের তাহা দর্শনশীল তাঁহারা।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—সমদর্শী—(১) সর্ব্বদেহে শ্রীভগবানের তটস্থ শক্তিজাত

একই স্বরূপবিশিষ্ট জীবাত্মা বাস করেন বলিয়া আত্মদর্শীই সমদর্শী। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্তি যোঽর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।' (গীঃ ৬।৩২)।

(২) ব্রহ্মদর্শী—"ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে। অক্রুরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ।।" (ভাঃ ১১।২৯।১৪)।

'সমদৃক্'—"সমং মামেব ব্রহ্ম একরূপং সর্ব্বত্র পশ্যন্"—শ্রীবিশ্বনাথ ।।১৭।।

ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মাণি তে স্থিতাঃ।।১৮।।

অন্বয়—যেষাং (যাহাদের) মনঃ (মন) সাম্যে (সমত্বে) স্থিতং (অবস্থিত) ইহ এব (ইহলোকেই) তৈঃ (তাহাদিগের দ্বারা) সর্গঃ (সংসার) জিতঃ (পরাভূত) হি (যেহেতু) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) নির্দ্দোষং (নির্ব্বিকার) সমং (সমভাবযুক্ত) তস্মাৎ (সেই হেতু) তে (তাহারা) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) স্থিতাঃ (অবস্থিত থাকেন)।।১৮।।

অনুবাদ—যাঁহাদের মন সমতায় অবস্থিত থাকে, তাঁহাদিগের দ্বারা ইহলোকেই সংসার পরাভূত হয়, যেহেতু ব্রহ্ম সম ও নির্ব্বিকার সেই হেতু তাহারা ব্রহ্মে অবস্থিত থাকেন। অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।।১৮।।

বিশ্বনাথ—সমদৃষ্টিত্বং স্তৌতি—ইহৈব ইহলোক এব সৃজ্যত ইতি সর্গঃ। সংসারো জিতঃ পরাভূতঃ।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—সমদৃষ্টিত্বের প্রশংসা করিতেছেন। ইহ অর্থাৎ ইহলোকেই যাহা দৃষ্ট হয় তাহাই সর্গ অর্থাৎ সংসার জিত বা পরাভূত হয়।।১৮।।

অনুবর্ষিণী—ইহলোকেই—জীবিতাবস্থাতেই বা সাধনদশাতেই।।১৮।।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।।১৯।।

অন্বয়—ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মবিৎ) ব্রহ্মণি স্থিতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ (নিশ্চলা বুদ্ধি যাহার) অসংমূঢ় (মোহশূন্য) প্রিয়ং প্রাপ্য (ইষ্টবস্তু লাভ করিয়া) ন প্রহৃষ্যেৎ (প্রহৃষ্ট হন না) অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ (এবং অপ্রিয় বস্তু লাভ করিয়াও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না)।।১৯।।

অনুবাদ—ব্রহ্মে অবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি, মোহশূন্য ব্রহ্মবিৎ প্রিয়বস্তু লাভ করিয়া প্রচুর আনন্দিত হন না এবং অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও উদ্বিগ্ন হন না ।।১৯।।

বিশ্বনাথ—এবং লৌকিকপ্রিয়াপ্রিয়াদ্যোরপি তেষাং সাম্যমাহ—ন প্রহৃষ্যেদিতি। ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্যতি, নোদ্বিজেৎ নোদ্বিজতে। সাধনদশায়ামেবমভ্যসেদিতি বিবক্ষয়া বা লিঙ্। অসংমূঢ়ঃ হর্ষশোকাদীনাম্ অভিমাননিবন্ধনত্বেন সংমোহ মাত্রত্বাৎ।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—এইরূপ লৌকিকপ্রিয়াপ্রিয়াদিতেও তাঁহাদের সাম্য বলিতেছেন, 'ন প্রহৃষ্যেৎ' ইত্যাদি। 'ন প্রহৃষ্যেৎ'—আনন্দিত হন না, 'নোদ্বিজেৎ'—উদ্বিগ্ন হন না। অথবা সাধনদশাতেই আরম্ভ করা উচিত এইটি বলিবার ইচ্ছায় বিধিলিঙ্ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অসংমূঢ়ঃ' হর্ষশোকাদি অভিমাননিবন্ধন সংমোহমাত্র বলিয়া।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—যাঁহারা দেহাত্মাভিমানশূন্য এবং স্থিররূপ আত্মাবলোকন প্রিয়ানুভবে ব্যবস্থিত, তাঁহারা অস্থির প্রাকৃত প্রিয়াপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট ও উদ্বিগ্ন হন না।

এতৎসহ 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' (গীঃ ২।৫৬) শ্লোঃ আলোচ্য।।১৯।।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।।২০।।

অন্বয়—বাহ্যস্পর্শেষু (বিষয়সুখে) অসক্তাত্মা (অনাসক্তমনা) আত্মনি (জীবাত্মাতে) যৎ সুখম্ (যে সুখ) (তৎ—সেই সুখ) বিন্দতি (লাভ করেন) সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্ম হইয়া, অর্থাৎ স্বস্বরূপে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া) অক্ষয়ম্ সুখম্ (অক্ষয় সুখ) অশ্নুতে (লাভ করিয়া থাকেন)।।২০।।

অনুবাদ—বিষয়সুখে অনাসক্ত চিত্ত ব্রহ্মাজ্ঞ ব্যক্তি, স্বীয় আত্মগত চিৎসুখ লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্ম হইয়া অর্থাৎ পরমাত্ম সমাধিযোগে, অক্ষয়সুখ লাভ করিয়া থাকেন।।২০।।

বিশ্বনাথ—স চ বাহ্যস্পর্শেষু বিষয়সুখেষু অসক্তাত্মা অনাসক্তমনাঃ

তত্র। হেতুঃ—আত্মনি জীবাত্মনি পরমাত্মানং বিন্দতি সতি প্রাপ্তে, যৎ সুখং, তৎ অক্ষয়ং সুখম্। স এব অশ্নুতে প্রাপ্নোতি ন হি নিরন্তর-মমৃতাস্বাদিনে মৃত্তিকা রোচত ইতি ভাবঃ।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—তিনি বাহ্যস্পর্শ বিষয়সুখে অসক্তাত্মা তাহাতে অনাসক্ত-মন। হেতু—আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাতে পরমাত্মাকে লাভ করিলে যে সুখ, তাহা অক্ষয় সুখ, তিনিই 'অশ্নুতে' প্রাপ্ত হ'ন, নিরন্তর অমৃত আস্বাদনকারীর মৃত্তিকায় রুচি হয় না—এই অর্থ।।২০।।

অনুবর্ষিণী—শব্দাদি বাহ্য ব্যাপারসমূহ কেবল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই অনুভূত হয়, তাহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে। যাঁহারা সেই বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত হইয়া অভ্যন্তরে আত্মায় পরমাত্মদর্শনের সুখানুভবে ব্যগ্র, তাঁহারা তুচ্ছ বিষয়সুখভোগ করা ত দূরের কথা, তাহার স্মৃতিবিরহিত হন। 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' (গীঃ ২।৫৯)—ন্যায়ে তাঁহারা পররসের গ্রাহক হইয়া অবররসে নিবৃত্ত ও উদাসীন হন।।২০।।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।।২১।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) যে ভোগাঃ (যে সকল সুখ) সংস্পর্শজাঃ (বিষয় সংস্পর্শজনিত) তে হি (সে সকল নিশ্চয়) দুঃখযোনয়ঃ এব (দুঃখের হেতু)। আদ্যন্তবন্তঃ (এবং আদি-অন্ত বিশিষ্ট) বুধঃ (জ্ঞানী ব্যক্তি) তেষু (তাহাতে) ন রমতে (অনুরক্ত হন না)।।২১।।

অনুবাদ—হে কৌন্তয়! যে সকল সুখ বিষয় হইতে জাত, সে সকল নিশ্চয় দুঃখেরই হেতু। কারণ তাহা আদি ও অন্ত বিশিষ্ট, সুতরাং জ্ঞানিগণ তাহাতে অনুরক্ত হন না।।২১।।

বিশ্বনাথ—বিবেকবানেব বস্তুতো বিষয়সুখৈনৈব সজ্জতীত্যাহ—যে হীতি।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—বিবেকবান্ বস্তুতঃ বিষয়-সুখে আসক্ত হ'ন না, তাই বলিতেছেন 'যে হি' ইত্যাদি।।২১।।

অনুবর্ষিণী—সংস্পর্শজ—সম্যক্ স্পৃষ্ট হয় বলিয়া বিষয়সমূহ সংস্পর্শ বলিয়া কথিত হয়; সেই বিষয় হইতে জাত।

ইন্দ্রিয়সমূহের অর্থ বা প্রয়োজন যে বিষয়সমূহ, তাহা হইতে জাত ভোগসকল দুঃখকেই প্রসব করে—'যাবন্তঃ কুরুতে জন্তু সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্। তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশল্কবঃ।।' (বিষ্ণুপুরাণ) অর্থাৎ জীব প্রিয় বস্তুর সহিত যতদিন মনের সম্বন্ধ স্থাপন করে, ততদিন শোক-শলাকা তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ করিতে থাকে।

সংস্পর্শজ সুখ আদি ও অন্তবিশিষ্ট—বিষয়ের সহিত যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, তখনই সেই সুখের আরম্ভ হয়; এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগের অভাব হইলেই সেই সুখের বিয়োগ হয়।

ঐ সুখ অনিত্য; কেন না বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং বিয়োগ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তীকালে সেই মিথ্যাভূত সুখ, স্বপ্নবৎ আবির্ভূত হইয়া ক্ষণকালমাত্র অবস্থান করে। শ্রীমদ্গৌড়াচার্য্য বলিয়াছেন—'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা' অর্থাৎ আদি ও অন্তে যাহা নাই, বর্ত্তমানেও তাহা নাই।

অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি বিষয়সুখে আসক্ত হন না, কেবল দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য নিষ্কামরূপে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধি-কর্ম্মসকল স্বীকার করেন।।২১।।

শক্লোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।।২২।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহপাতের পূর্ব্বে) ইহ এব (এ জন্মেই) কামক্রোধোদ্ভবং (কাম ক্রোধ হইতে উদ্ভূত) বেগং (বেগ) সোঢ়ুং (সহ্য করিতে) শক্লোতি (সমর্থ হন) সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগী) সঃ (সেই) নরঃ (মানব) সুখী (সুখী)।।২২।।

অনুবাদ—যিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বে ইহজন্মেই কামক্রোধ হইতে উদ্ভূত বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনি যোগী এবং সেই মানবই সুখী।।২২।।

বিশ্বনাথ—সংসারসিন্ধৌ পতিতোঽপ্যেষ এব যোগী এষ এব সুখীত্যাহ—শক্লোতীতি।।২২।।

বঙ্গানুবাদ—সংসারসিন্ধুতে পতিত হইয়াও ইনি যোগী এবং সুখী, তাই বলিতেছেন 'শক্লোতি' ইত্যাদি।।২২।।

অনুবর্ষিণী—ভোগসুখের অনুকূল বিষলাভের জন্য অনুরাগাত্মক

অভিলাষ বা তৃষ্ণার নাম লোভ বা কাম। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সংমিলনজনিত সুখলাভবাসনা কাম শব্দের নিগূঢ় অর্থ। এস্থলে সর্ব্বপ্রকার বাসনাকে লক্ষ্য করিয়াই কামশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। দুঃখের হেতুভূত প্রতিকূল বিষয় সম্বন্ধে মনের নিরতিশয় দ্বেষকে ক্রোধ বলে। মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যিনি ঐ সকলের বেগ সহ্য করেন তিনিই যোগী এবং সুখী। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—'প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ।।' অর্থাৎ প্রাণ গত হইলে দেহ যেরূপ সুখ-দুঃখ জানে না, প্রাণযুক্ত হইয়াও যিনি তদ্রূপ থাকেন তিনি কৈবল্যধামে বাস করেন।।২২।।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।।২৩।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) অন্তঃসুখঃ (আত্মাতেই সুখী) অন্তরারামঃ (আত্মাতেই ক্রীড়াশীল) তথা (সেই প্রকার) যঃ (যিনি) অন্তর্জ্যোতিঃ এব (আত্মাতেই দৃষ্টিযুক্ত) সঃ যোগী (সেই যোগী) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে-অবস্থিত) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মে লয়) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।।২৩।।

অনুবাদ—যিনি আত্মাতে সুখী, আত্মাতে আরামশীল এবং যিনি আত্মাতেই দৃষ্টিযুক্ত, সেই যোগী পুরুষ ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া, ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।।২৩।।

বিশ্বনাথ—যস্তু সংসারাতীতস্তস্য তু ব্রহ্মানুভব এব সুখমিত্যাহ—য ইতি। অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য সঃ,—যতোঽন্তরাত্মন্যেব রমতে, অতোঽন্তরাত্মন্যেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য সঃ।।২৩।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু যিনি সংসারাতীত, তাহার পক্ষে ব্রহ্মানুভবই সুখ, তাই বলিতেছেন 'যে অন্তঃ' ইত্যাদি। অন্তরাত্মাতেই যাঁহার সুখ তিনি, যেহেতু অন্তরাত্মাতেই রমণ বা সুখলাভ করেন, অতএব যাঁহার অন্তরাত্মাতেই জ্যোতিঃ বা দৃষ্টি তিনি।।২৩।।

অনুবর্ষিণী—আত্মাতেই যাঁহার সুখ কিন্তু বিষয়সমূহে নহে, আত্মাতেই যাঁহার রমণ বা ক্রীড়া বা সুখ, কিন্তু বাহ্যবিষয়ে নহে, আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, কিন্তু নৃত্যগীতাদিতে নহে।।২৩।।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।।২৪।।

অন্বয়—ক্ষীণকল্মষাঃ (ক্ষীণপাপ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয়-রহিত) যতাত্মানঃ (সংযতচিত্ত) সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ (সর্ব্বভূতহিতকার্য্যেরত) ঋষয়ঃ (ঋষিসকল) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (মোক্ষ) লভন্তে (লাভ করেন)।।২৪।।

অনুবাদ—ক্ষীণপাপ, সংশয়-রহিত, যতচিত্ত, সর্ব্বভূতহিতেরত, ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।।২৪।।

বিশ্বনাথ—এবং বহব এব সাধনসিদ্ধা ভবন্তীত্যাহ—লভন্ত ইতি ।।২৪।।

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে বহুব্যক্তিই সাধনসিদ্ধ হন, তাই বলিতেছেন 'লভন্তে' ইত্যাদি।।২৪।।

অনুবর্ষিণী—সাধনসিদ্ধ-সাধনের দ্বারা সিদ্ধি অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বস্তু-লাভকারী। 'মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ প্রোক্তাঃ সাধনৈঃ প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ'। (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১ লঃ ১৪৭)।।২৪।।

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্।।২৫।।

অন্বয়—কামক্রোধ বিমুক্তানাং (কামক্রোধ বিমুক্ত) যতচেতসাম্ (যত চিত্ত) বিদিতাত্মনাম্ (আত্মতত্ত্ব জ্ঞানবান্) যতীনাং (যতিগণের) অভিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মনির্ব্বাণ) বর্ত্ততে (উপস্থিত হয়)।।২৫।।

অনুবাদ—কামক্রোধবিহীন, যতচিত্ত, আত্মতত্ত্ব জ্ঞানবান্ যতিদিগের ব্রহ্মনির্ব্বাণ সর্ব্বতোভাবে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হয়।।২৫।।

বিশ্বনাথ—জ্ঞাত-'ত্বং'-পদার্থানাম্ অপ্রাপ্ত পরমাত্মজ্ঞানানাং কিয়তা কালেন ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—কামেতি। যতচেতসাম্ উপরতমনসাং ক্ষীণলিঙ্গশরীরাণামিতি যাবৎ। অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেনৈব বর্ত্ততে এবেতি ব্রহ্মনির্ব্বাণে তস্য নৈবাতি বিলম্বমিতি ভাবঃ।।২৫।।

বঙ্গানুবাদ—যাঁহারা 'ত্বং' পদার্থ জানেন, কিন্তু পরমাত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের কতকালে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে, এই অপেক্ষিত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন 'কাম' ইত্যাদি। যতচেতসাম্—উপরতমনসাম্ অর্থাৎ

যাঁহাদের লিঙ্গশরীর ক্ষীণ বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহাদের। অভিতঃ—সর্ব্বতোভাবেই থাকে, তাঁহার ব্রহ্মনির্ব্বাণে অতিবিলম্ব নাই, এই ভাব ।।২৫।।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।।
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।।২৬-২৭।।

অন্বয়—বাহ্যান্ স্পর্শান্ (বাহ্যবিষয়সমূহকে) বহিঃ কৃত্বা (বহিষ্কৃত করিয়া) চক্ষুঃ চ এব (এবং চক্ষুকেও) ভ্রুবোঃ (ভ্রুদ্বয়ের) অন্তরে (অন্তর্বর্ত্তী) (কৃত্বা—করিয়া) নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল) প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ কৃত্বা (সমান করিয়া) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযতকারী) মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষপরায়ণ) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ বিহীন) যঃ মুনিঃ (যে মুনি) সঃ (সেই মুনি) সদা (সর্ব্বদা) মুক্তঃ এব (মুক্তই)।। ২৬-২৭।।

অনুবাদ—যিনি শব্দস্পর্শাদি-বাহ্যবিষয় সকলকে মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অর্থাৎ প্রত্যাহারপূর্ব্বক, চক্ষুকে ভ্রুদ্বয়ে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া, উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপে উভয় নাসিকায় বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্দ্ধ ও অধোগতি রোধ পূর্ব্বক তাহাদ্দিগকে সমান করিয়া অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া জিতেন্দ্রিয়, জিতমনা ও জিতবুদ্ধি, মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ বিহীন, তিনি সর্ব্বদা অর্থাৎ জীবিত কালেই মুক্ত।।২৬-২৭।।

বিশ্বনাথ—তদেবমীশ্বরার্পিতনিষ্কামকর্ম্মযোগেনান্তঃকরণশুদ্ধিঃ। ততো জ্ঞানং 'ত্বং'-পদার্থবিষয়কম্; ততঃ 'তৎ'-পদার্থজ্ঞানার্থং ভক্তিঃ; তদুত্থজ্ঞানেন গুণাতীতেন ব্রহ্মানুভব ইত্যুক্তম্। ইদানীং নিষ্কামকর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণস্যাষ্টাঙ্গযোগং ব্রহ্মানুভবসাধনং জ্ঞানযোগাদপ্যুৎকৃষ্টত্বেন ষষ্ঠাধ্যায়ে বক্তুং তৎসূত্ররূপং শ্লোকত্রয়মাহ—স্পর্শানিতি। বাহ্যা এব শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ স্পর্শশব্দবাচ্যাঃ। মনসি প্রবিশ্য যে বর্ত্তন্তে তান্ তস্মান্মনসঃ সকাশাৎ বহিষ্কৃত্বা বিষয়েভ্যো মনঃ প্রত্যাহৃত্য ইত্যর্থঃ। চক্ষুশ্চ

ভ্রুবোরন্তরে মধ্যে কৃত্বা নেত্রয়োঃ সম্পূর্ণ নিমীলনে নিদ্রয়া মনোলীয়তে উন্মীলনেন বহিঃ প্রসরতি। তদুভয়দোষপরিহারার্থম্ অর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রমধ্যে দৃষ্টিং নিধায় উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানৌ ঊর্দ্ধাধোগতিনিরোধেন সমৌ কৃত্বা যতা বশীকৃতা ইন্দ্রিয়াদয়োঃ যেন সঃ।। ২৬-২৭।।

বঙ্গানুবাদ—এইরূপ ঈশ্বরে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধি। তাহা হইতে 'ত্বং' পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান; তাহা হইতে 'তৎ' পদার্থজ্ঞান নিমিত্ত ভক্তি; তাহা হইতে গুণাতীত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মানুভব, ইহা কথিত হইয়াছে। এক্ষণে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির অষ্টাঙ্গযোগ, ব্রহ্মানুভব সাধন, জ্ঞানযোগ হইতেও উৎকৃষ্ট বলিয়া ষষ্ঠাধ্যায়ে উহা বলিবার নিমিত্ত তাহার সূত্ররূপ তিনটী শ্লোক বলিতেছেন, 'স্পর্শান্' ইত্যাদি। বাহ্যশব্দ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দবাচ্য। মনে প্রবেশ করিয়া যে গুলি থাকে তাহাদ্গিকে সেই মনের নিকট হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অর্থাৎ বিষয়সমূহ হইতে মনেকে প্রত্যাহার করিয়া। চক্ষুকে দুইটি ভ্রূর অন্তরে বা মধ্যে করিয়া চক্ষু দুইটীর সম্পূর্ণ নিমীলন হইলে নিদ্রাযোগে মন লীন হয়, আর উন্মীলন দ্বারা বহিঃ প্রসারিত হয়। সেই উভয় দোষ পরিহার নিমিত্ত অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া ও ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি সংরক্ষণ করিয়া উচ্ছ্বাস—নিঃশ্বাসরূপে দুইটি নাসিকার অভ্যন্তরে চরণশীল প্রাণ ও অপানকে ঊর্দ্ধ ও অধোগতি নিরোধপূর্ব্বক সমভাবপন্ন করিয়া যিনি ইন্দ্রিয়াদিকে যত বা বশীভূত করেন তিনি।।২৬-২৭।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মযোগ দ্বারা ক্রমপন্থায় ভক্তিজনিত গুণাতীত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মানুভবের কথা বলিয়া বর্ত্তমানে নিষ্কাম কর্মযোগের অঙ্গীভূত অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা ব্রহ্মানুভবের কথা বলিতেছেন—রূপরসাদি স্পর্শ বা বিষয়সকল শরীরের বাহিরে অবস্থিত হইয়াই চিন্তিত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে। সেই বিষয়গুলিকে প্রত্যাহার বা তচ্চিন্তা ত্যাগ দ্বারা বহির্ভাগে বর্জ্জন করতঃ ভ্রূমধ্যে চক্ষুর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক অর্দ্ধনিমীলিত অবস্থায় থাকিতে হইবে। যোগসারে কথিত আছে— **'লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে জিহ্বাং ব্যাবৃত্য ধারয়েৎ। দৃঢ়াসনশ্চিরং তিষ্ঠেৎ**

মুদ্রৈষা খেচরী মতা। ভ্রূমধ্যদৃষ্টিরপ্যেষা মহাদেবেন কীর্ত্তিতা'। অর্থাৎ মুখগহ্বরে উর্দ্ধভাগে যে বিস্তৃত গর্ত্ত বা ছিদ্র আছে, জিহ্বা ব্যাবৃত করিয়া তাহার মধ্যে ধারণ করিবে এবং দৃঢ়াসন হইয়া দীর্ঘকাল স্থির থাকিবে, ইহার নাম খেচরী মুদ্রা। ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিসংস্থাপন ও ইহার ব্যবস্থা মহাদেব কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে।

চক্ষু সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিলে নিদ্রাবশতঃ মনের লয় এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা মন বাহ্য বিষয়ে প্রধাবিত হয় এই জন্য অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

প্রাণবায়ু যাহাতে বহির্গত না হয় এবং অপানবায়ু যাহাতে অন্তরে প্রবেশ না করে কিন্তু উভয়েই যাহাতে নাসা মধ্যে গমনাগমন করে, সেরূপ মন্দগতি উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাস দ্বারা সমান করিয়া অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া।। ২৬-২৭।।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।২৮।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি, শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞ ও তপস্যাসমূহের) ভোক্তারং (ভোক্তা) সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ (সর্ব্বলোকের মহানিয়ন্তা) সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং (সর্ব্বভূতের সুহৃৎ) মাং (আমাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) (নরঃ—মনুষ্য) শান্তিম্ (মোক্ষ) ঋচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।।২৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সন্ন্যাস যোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—যজ্ঞ ও তপস্যাসমূহের ভোক্তা, সর্ব্বলোকের মহান ঈশ্বর সর্ব্বভূতগণের সুহৃদ্ আমাকে অবগত হইয়া নর মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।।২৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সন্ন্যাসযোগ নামক **পঞ্চম** অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—এবম্ভূতস্য যোগিনোঽপি জ্ঞানিন ইব ভক্ত্যুত্থেন পরমাত্মজ্ঞানেনৈব মোক্ষ ইত্যাহ—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং কর্ম্মিকৃতানাং তপসাঞ্চ জ্ঞানিকৃতানাং ভোক্তারং পালয়িতারমিতি কর্ম্মিণাং জ্ঞানিনাং চোপাস্যং, সর্ব্বলোকানাং মহেশ্বরং মহানিয়ন্তারম্ অন্তর্য্যামিনং যোগিনামুপাস্যং, সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং কৃপয়া স্বভক্তদ্বারা স্বভক্ত্যুপদেশেন হিতকারিণমিতি ভক্তানামুপাস্যং মাং জ্ঞাত্বেতি সত্ত্বগুণময়জ্ঞানেন নির্গুণস্য মমানুভবাসম্ভবাৎ "ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ" ইতি মদুক্তেঃ। নির্গুণয়া ভক্ত্যৈব যোগী স্বোপাস্যং পরমাত্মানং মাম্ অপরোক্ষানুভবগোচরীকৃত্য শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি।।২৮।।

নিষ্কামকর্ম্মণা জ্ঞানী যোগী চাত্রবিমুচ্যতে।
জ্ঞাত্বাত্মপরমাত্মানাবিত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানীর ন্যায় এই প্রকার যোগীরও ভক্তি হইতে উৎপন্ন পরমাত্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ ইহাই বলিতেছেন, 'ভোক্তারম্' ইত্যাদি। কর্ম্মীদের কৃত যজ্ঞসমূহের ও জ্ঞানীদিগের তপস্যাসমূহের ভোক্তা বা পালয়িতা, অতএব কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের উপাস্য লোকসকলের মহেশ্বর বা মহানিয়ন্তা অন্তর্য্যামী অতএব যোগিগণেরও উপাস্য সর্ব্বভূতের সুহৃৎ অর্থাৎ কৃপাপূর্ব্বক নিজভক্ত দ্বারা স্বভক্তির উপদেশ দেওয়াইয়া হিতকারী, অতএব ভক্তগণের উপাস্য আমাকে জানিবে। আমি নির্গুণ, সত্ত্বগুণময় জ্ঞানদ্বারা আমার অনুভব অসম্ভব 'একমাত্র ভক্তিদ্বারাই গ্রহণীয়' আমার এই উক্তি অনুসারে। (ভাঃ ১১।১৪।২১।) নির্গুণ ভক্তিদ্বারাই যোগী নিজ উপাস্য পরমাত্মা আমাকে অপরোক্ষানুভবদ্বারা গোচরীভূত করিয়া শান্তি বা মোক্ষ 'ঋচ্ছতি' প্রাপ্ত হয়।।২৮।।

নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানী ও যোগী জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়—এই অধ্যায়ে প্রদত্ত অর্থ।। ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্থাধ্যায়ে সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।।

অনুবর্ষিণী—কর্ম্মযোগিগণও ভক্তিজাত পরমাত্মজ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ

লাভ করেন। যজ্ঞ ও তপস্যাকালে ভগবানকে ভক্তিদ্বারা অর্পিত দ্রব্যসকলের ভগবানই ভোক্তা বা পালয়িতা। তিনিই যোগিগণের উপাস্য অন্তর্য্যামিপুরুষ সর্ব্বভূতের সুহৃৎ এবং সর্ব্বলোকমহেশ্বর—তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।।' (শ্বেঃ ৬।৭)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"পূর্ব্ব অধ্যায়-চতুষ্টয় শ্রবণ করতঃ এই সংশয় হয় যে, 'যদি কর্ম্মযোগের অন্তে মোক্ষলাভ হইল, তবে জ্ঞানযোগের স্থল কোথায় এবং জ্ঞানযোগের আকার কি?' এই সংশয়-দূরীকরণার্থ এই অধ্যায়ের উপদেশ-সকল কথিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ অর্থাৎ সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ পৃথক নয়। তদুভয়ের চরমস্থান—'এক' অর্থাৎ ভক্তি। কর্ম্ম যোগের প্রথমাবস্থা—কর্ম্মপ্রধান জ্ঞান ও তাহার শেষাবস্থা—জ্ঞানপ্রধান কর্ম্ম। জীব স্বভাবতঃ শুদ্ধ চিন্ময়। মায়াভোগ-বাসনাক্রমে জড়বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ জড়ের সহিত ঐক্যলাভরূপ অধোগতি পাইয়াছেন। যে পর্য্যন্ত জড় দেহ, সে পর্য্যন্ত জড়ীয় কর্ম্ম অনিবার্য্য। চিৎ-চেষ্টাই একমাত্র মোচনোপায়। সুতরাং জড়দেহযাত্রায় শুদ্ধচিচ্চেষ্টা যত প্রবলা হয়, কর্ম্মপ্রধানতা তত হ্রাস পায়। ইহাতে ভগবানের কোন বৈষম্য নাই। কর্ম্মযোগই চিচ্চেষ্টার সহায়। সমদর্শন, বিরাগ, চিচ্চেষ্টার অভ্যাস, জড়ীয় কামক্রোধাদির জয়, সংশয়ক্ষয় সাধন করিতে করিতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ অর্থাৎ জড় নিবৃত্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মসুখ-সংস্পর্শ স্বয়ং উপস্থিত হয়। কর্ম্মযোগের সহিত দেহযাত্রানির্ব্বাহপূর্ব্বক যম, নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে করিতে ভক্তসঙ্গ লাভ-দ্বারা ক্রমশঃ ভগবদ্ভক্তিসুখের উদয় হয়। তাহাই 'মুক্তিপূর্ব্বিকা শান্তি'। তখন শুদ্ধভজনপ্রবৃত্তিই জীবের স্বমহিমা প্রকাশ করে।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।২৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পঞ্চমাধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ—

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ।।১।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) যঃ (যিনি) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফলকে) অনাশ্রিতঃ (সন্) (অপেক্ষা না করিয়া) কার্য্যং কর্ম্ম (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) করোতি (করেন) সঃ (তিনি) সন্ন্যাসী চ যোগী চ (সন্ন্যাসী ও যোগী) ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী নহেন) ন চ অক্রিয়ঃ (দৈহিক চেষ্টাশূন্য যোগী নহেন)।।১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, যিনি কর্ম্মফল নিরপেক্ষ হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী, আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগীমাত্র সন্ন্যাসী নহেন এবং দৈহিক-চেষ্টাশূন্য হইলেই যোগী নহেন।।১।।

বিশ্বনাথ—ষষ্ঠেষু যোগিনো যোগপ্রকার বিজিতাত্মনঃ।
মনসশ্চঞ্চলস্যাপি নৈশ্চল্যোপায় উচ্যতে।।

অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসে প্রবৃত্তেনাপি চিত্তশোধকং নিষ্কামকর্ম্ম সহসা ন ত্যাজ্যমিত্যাহ—কর্ম্মফলমনাশ্রিতঃ অনপেক্ষ্যমাণঃ কার্যম্ অবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন শাস্ত্রবিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি, স এব কর্ম্মফলসন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসী, স এব বিষয়ভোগেষু চিত্তাভাবাৎ যোগী চোচ্যতে। ন চ নিরগ্নিঃ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মমাত্রত্যাগবানেব সন্ন্যাস্যুচ্যতে। ন চাক্রিয়ঃ দৈহিক-চেষ্টাশূন্যঃ অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র এব যোগী চোচ্যতে।।১।।

বঙ্গানুবাদ—ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিজিতাত্মা যোগীর যোগপ্রকার এবং চঞ্চল মনেরও নৈশ্চল্যের অর্থাৎ নিশ্চলতার উপায় কথিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাসে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদ্বারাও চিত্তশোধক নিষ্কাম কর্ম্ম সহসা ত্যাজ্য নহে, তাই বলিতেছেন—কর্ম্মফলকে অনাশ্রিত—অনপেক্ষ্যমান, কার্য্য অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম যে করে, সেই কর্ম্মফল সন্ন্যাস হেতু সন্ন্যাসী, এবং সেই বিষয়ভোগে চিত্তাভাব

বলিয়া যোগী বলিয়া কথিত হয়। নিরগ্নি—অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মমাত্রত্যাগীই সন্ন্যাসী বলিয়া কথিত হয় না, এবং অক্রিয়—দৈহিক-চেষ্টাশূন্য অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র ব্যক্তি মাত্রকেই যোগী বলা যায় না।।১।।

অনুবর্ষিণী—পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে যোগসূত্ররূপ যে তিনটী (২৬-২৮) শ্লোক কথিত হইয়াছে, এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহাই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

অগ্নিহোত্র—অগ্নিদেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় বৈদিক যজ্ঞবিশেষ। বিবাহান্তে ব্রাহ্মণ বসন্তকালে বিহিত মন্ত্রদ্বারা অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করিবেন। যে দ্রব্য লইয়া যজ্ঞের সঙ্কল্প হইবে, জীবনাবধি সেই দ্রব্যদ্বারাই হোম বিধেয়। অমাবস্যার রাত্রিতে যজমান স্বয়ং যবাগু (যবমণ্ড বিশেষ) দ্বারা হোম করিবেন। অন্যদিনে অন্যথায় প্রত্যাবায় নাই। শত হোমান্তে প্রাতে সূর্য্যের ও সন্ধ্যায় অগ্নি হোম কর্ত্তব্য। অগ্নির ধ্যানান্তে প্রথম পূর্ণিমায় দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ আরম্ভ করণীয়। তন্মধ্যে পৌর্ণমাসীতে তিনটী ও অমাবস্যায় তিনটী এই ছয়টী যজ্ঞ যাবজ্জীবন পালনীয়। শতপথ ব্রাহ্মণে এই যজ্ঞকারীর ফলপ্রাপ্তিবিষয়ের বর্ণনা আছে।

গৃহাশ্রমীয় ন্যায় গৃহত্যাগীরও অগ্নিহোত্র কৃত্য—'অগ্নিহোত্রঞ্চ দর্শশ্চ...মুনেরাম্নাতানি চ নৈগমৈঃ।।' (ভাঃ ১১।১৮।৮)।।১।।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন।।২।।

অন্বয়—পাণ্ডব! যং (যাহাকে) সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ (পণ্ডিতেরা সন্ন্যাস বলেন) তং (তাহাকে) যোগং বিদ্ধি (যোগ বলিয়া জানিবে), হি (যেহেতু) অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ (অত্যক্তফলাভিসন্ধি) কশ্চন (কেহ) যোগী ন ভবতি (যোগী হইতে পারে না)।।২।।

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলেন, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে, কারণ যিনি কাম-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহাকে যোগী বলা যায় না।।২।।

বিশ্বনাথ—কর্ম্মফলত্যাগ এব সন্ন্যাস-শব্দার্থঃ; বস্তুতস্তথা বিষয়েভ্যশ্চিত্তনৈশ্চল্যমেব যোগ-শব্দার্থঃ। তস্মাৎ সন্ন্যাস-যোগ-

শব্দয়োরৈকার্থ্যমেবাগতমিত্যাহ—যমিতি। "অসংন্যস্তঃ" ন সংন্যস্তস্ত্যক্তঃ সঙ্কল্পঃ ফলাকাঙ্ক্ষা বিষয়ভোগস্পৃহা যেন সঃ।।২।।

বঙ্গানুবাদ—কর্মফল ত্যাগই সন্ন্যাস শব্দের অর্থ আর বস্তুতঃ বিষয়সমূহ হইতে চিত্তের নৈশ্চল্যই যোগশব্দের অর্থ। সেই হেতু সন্ন্যাস ও যোগশব্দদ্বয়ের একই অর্থ আসিতেছে ইহাই বলিতেছেন—'যম্' ইত্যাদি। 'অসংন্যস্ত'—সংন্যস্ত অর্থাৎ ত্যক্ত নহে সঙ্কল্প—ফলাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ বিষয়ভোগস্পৃহা যাহার দ্বারা সে।।২।।

অনুবর্ষিণী—ফলের কামনা ত্যাগ না করিলে কেহ কখনও যোগী হন না। ফলের বাসনা ত্যাগে সন্ন্যাসী এবং ফলের বাসনাত্যাগহেতু চিত্তের বিক্ষেপ না হওয়ার যোগী। সুতরাং সন্ন্যাস ও যোগ একই।।২।।

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।।৩।।

অন্বয়—যোগম্ (নিশ্চল ধ্যানযোগে) আরুরুক্ষোঃ (আরোহণ করিতে ইচ্ছুক) মুনেঃ (মুনির) কর্ম্ম কারণম্ (কর্ম্মই সাধন) উচ্যতে (কথিত হয়)। যোগরূঢ়স্য (যোগারূঢ় অবস্থায়) তস্য এব (তাঁহারই) শমঃ (বিক্ষেপকর্ম্মত্যাগ) কারণম্ উচ্যতে (কারণ বলিয়া কথিত হয়)।।৩।।

অনুবাদ—নিশ্চল ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক মুনির কর্ম্মই ধ্যানযোগালাভের সাধনস্বরূপ, আবার তিনিই যোগারূঢ় হইলে বিক্ষেপককর্ম্মত্যাগই তাঁহার সাধন বলিয়া কথিত হয়।।৩।।

বিশ্বনাথ—ননু তর্হ্যষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবমেব নিষ্কাম-কর্ম্মযোগঃ প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ—আরুরুক্ষোরিতি। মুনের্যোগাভ্যাসিনো যোগং নিশ্চলধ্যানযোগম্ আরোঢ়ুমিচ্ছোঃ, তদারোহে কারণং কর্ম চোচ্যতে, চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। ততস্তস্য যোগং ধ্যানযোগমারূঢ়স্য ধ্যাননিষ্ঠাপ্রাপ্তঃ শমঃ বিক্ষেপকঃ সর্ব্বকর্ম্মোপরমঃ কারণম্। তদেবং সম্যক্চিত্তশুদ্ধিরহিতো যোগারুরুক্ষুঃ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল যে, তাহা হইলে অষ্টাঙ্গযোগীর পক্ষে যাবজ্জীবনই নিষ্কামকর্ম্মযোগ প্রাপ্ত, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার অবধি বলিতেছেন—'আরুরুক্ষঃ' ইত্যাদি। মুনির—যোগাভ্যাসীর যোগ—নিশ্চল

ধ্যানযোগ আরোহণ করিতে ইচ্ছুকের, এবং সেই আরোহে কারণ কর্ম্ম কথিত হয়, চিত্তশুদ্ধিকর বলিয়া। তাহার পর তাহার যোগ ধ্যানযোগে আরূঢ়ের ধ্যাননিষ্ঠাদ্বারা প্রাপ্ত শম—বিক্ষেপক সর্ব্বকর্ম্মের উপশম কারণ। এই প্রকারে সেই সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি রহিত যোগারুরুক্ষু যোগ আরোহণ করিতে ইচ্ছুক।।৩।।

অনুবর্ষিণী—নিশ্চলধ্যানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুকের কর্ম্ম চিত্তের শুদ্ধিকর বলিয়া উহাই সাধন এবং ধ্যানযোগে আরূঢ় পুরুষের পক্ষে শমই সাধন বলা যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—"যোগ'—একটী সোপানবিশেষ। জীবের জীবনের অতি নীচ অবস্থা অর্থাৎ জড়তুল্য জড়-বিষয়াবিষ্টভাব অবস্থা হইতে বিশুদ্ধ চিদাবস্থা পর্য্যন্ত একটী সোপান আছে। সেই সোপানের কোন অংশের কোন একটী নাম আছে, কিন্তু যোগই সমস্ত সোপানের নাম। যোগসোপানের দুইটী স্থূলবিভাগ,—যোগারুরুক্ষু মুনিসকল অর্থাৎ যাঁহারা কেবল আরোহণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ম্মই 'কারণ' বা 'লক্ষ্য'। শম বা শান্তিই আরূঢ় পুরুষদিগের কারণ বা লক্ষ্য। ঐ দুইটী স্থূলবিভাগের নাম—'কর্ম্ম' ও 'শান্তি'।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।৩।।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।।৪।।

অন্বয়—যদা হি (যখনই) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে) ন কর্ম্সু অনুযজ্জতে(তৎসাধনভূত কর্ম্মসমূহে আসক্ত হয় না) সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী (সর্ব্বফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী) তদা (তখন) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে (যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন)।।৪।।

অনুবাদ—যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এবং তৎসাধনভূত কর্ম্মে আসক্তি থাকে না তখনই সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত তিনি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন।।৪।।

বিশ্বনাথ—সম্যক্ শুদ্ধচিত্তস্ত যোগারূঢ়স্তজ্জ্ঞাপকং লক্ষণমাহ—যদেহি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু কর্ম্মসু তৎসাধনেষু।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—সম্যক্ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি যোগারূঢ়, তাহার জ্ঞাপক লক্ষণ বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়ার্থে—শব্দাদিতে, কর্ম্মসমূহে—তৎ-

সাধনসমূহে।।৪।।

অনুবর্ষিণী—ইন্দ্রিয়ার্থ—চক্ষুকর্ণনাসাদির ভোগ্য রূপরসাদি বিষয়সমূহে এবং তৎসাধন কর্ম্মসমূহে অনাসক্ত পুরুষই যোগারূঢ়।।৪।।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।৫।।

অন্বয়—আত্মনা (অনাসক্ত মনের দ্বারা) আত্মানম্ (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবে), আত্মানম্ (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (অধোগতি প্রাপ্ত করিবে না), হি (যেহেতু) আত্মা এব (আত্মাই) আত্নঃ (আত্মার) বন্ধু, আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) রিপুঃ (শত্রু)।।৫।।

অনুবাদ—অনাসক্ত মনের দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, নিজ আত্মাকে কখনই সংসারে অধঃপতিত করিবে না। কারণ আত্মা অর্থাৎ মনই নিজের বন্ধু, এবং মনই নিজের শত্রু।।৫।।

বিশ্বনাথ—যস্মাদিন্দ্রিয়ার্থাসক্ত্যা এবাত্মা সংসারকূপে পাতিতস্তং যত্নেনোদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিষয়াসক্তিরহিতেন মনসা আত্মানং জীবম্ উদ্ধরেৎ; বিষয়াসক্তিসহিতেন মনসা তু আত্মানং 'নাবসাদয়েৎ' ন সংসারকূপে পাতয়েৎ। তস্মাদাত্মা মন এব বন্ধুর্মন এব রিপুঃ।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—যেহেতু ইন্দ্রিয়ার্থে আসক্তিদ্বারাই আত্মা সংসারকূপে পাতিত হয় তাহাকে যত্ন করিয়া উদ্ধার কর। আত্মনা—বিষয়াসক্তি-রহিত মনের দ্বারা আত্মা অর্থাৎ জীবকে উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু বিষয়াসক্তি সহিত মনের দ্বারা আত্মাকে 'নাবসাদয়েৎ'—সাংসারকূপে পাতিত করিবে না। সেই জন্য আত্মা—মনই বন্ধু, মনই রিপু বা শত্রু।।৫।।

অনুবর্ষিণী—আসক্তিহীন মনই নিজের বন্ধু আবার আসক্তিযুক্ত মনই নিজের শত্রু—'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসঙ্গী মুক্ত্যৈর্নির্ব্বিষয়ং মনঃ।।' অমৃতবিন্দূপনিষৎ। 'চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্। গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে।।' (**ভাঃ** ৩।২৫।১৫)—'জীবাত্মাকে মনই দুঃসঙ্গ ও সুসঙ্গদ্বারা বন্ধন ও মোচন করে', পুংসি—'পুরুষোত্তমে।'—শ্রীবিশ্বনাথ।

'গুণানুরক্তং ব্যসনায় জন্তোঃ **ক্ষেমায়** নৈর্গুণ্যমথো মনঃ স্যাৎ।' (**ভাঃ**

৫।১১।৮) অর্থাৎ জীবের মন বিষয়ে আসক্ত হইলেই তাহার সংসারক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। আবার ভোগের অনাসক্তিই তাহার মুক্তির হেতু হয়।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে।।' (ভাঃ ১১।১৪।২৭) অর্থাৎ বিষয়চিন্তাশীল পুরুষের চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হয়, পরন্তু আমার চিন্তারত চিত্ত আমাতেই নিমগ্ন হয়।

'যাঁহারা বিকল্প অর্থাৎ ভেদজ্ঞানকে আবৃত করিয়া থাকেন, এবম্ভূত কেহ কেহ (যোগিগণ) বলেন যে, জীব নিজেই নিজের সুখদুঃখের কর্ত্তা—"কেচিদ্বিকল্পবসনা আহুরাত্মানমাত্মনঃ"—(ভাঃ ১।১৭।১৯)

'যাঁহারা যোগী তাঁহারা আত্মাকে আত্মার সুখদুঃখপ্রদ বলিয়া থাকেন। যেমন কথিত হইয়াছে—'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ'—(গীঃ ৬।৫)—শ্রীবিশ্বনাথ।।৫।।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।।৬।।

অন্বয়—যেন আত্মনা এব (যাঁহার আত্মার দ্বারাই) আত্মা (মন) জিতঃ (বশীভূত) তস্য (তাঁহার) আত্মা আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধুঃ, অনাত্মনঃ তু (অজিতেন্দ্রিয়ের কিন্তু) আত্মা শত্রুত্বে (অপকারকত্বে) শত্রুবৎ এব (শত্রুর ন্যায়ই) বর্ত্তেত (প্রবৃত্ত থাকে)।।৬।।

অনুবাদ—যিনি আত্মার দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার মনই তাঁহার বন্ধু, কিন্তু যিনি অজিতেন্দ্রিয়, তাঁহার মন শত্রুর ন্যায় অপকারী হইয়া থাকে।।৬।।

বিশ্বনাথ—কস্য স বন্ধুঃ? কস্য স রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি। যেনাত্মানা জীবেন আত্মা মনো জিতঃ তস্য জীবস্য স আত্মা মনো বন্ধুঃ অনাত্মনো অজিতমনসস্তু আত্মৈব মন এব শত্রুবৎ শত্রুত্বে অপকারকত্বে বর্ত্ততে।।৬।।

বঙ্গানুবাদ—সে কাহার বন্ধু? কাহার রিপু? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'বন্ধুঃ ইত্যাদি। যে আত্মার দ্বারা অর্থাৎ জীবের দ্বারা আত্মা

অর্থাৎ মন জিত সেই জীবের সেই আত্মা—মন বন্ধু; কিন্তু অনাত্মার অর্থাৎ যাহার মন অজিত তাহার আত্মাই—মনই শত্রুবৎ অর্থাৎ শত্রুত্বে অর্থাৎ অপকারকত্বে অবস্থিত থাকে।।৬।।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।।৭।।

অন্বয়—জিতাত্মনঃ (আত্মবিজেতার) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষাদি-রহিত ব্যক্তির) পরম (কেবল) আত্মা, শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে) তথা মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) সমাহিতঃ (আত্মনিষ্ঠ।।৭।।

অনুবাদ—যিনি জিতেন্দ্রিয় এবং প্রশান্তচিত্ত কেবল তাঁহারই আত্মা শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ এবং মান ও অপমানে সহিষ্ণু হইয়া, আত্মনিষ্ঠ ভাবে অবস্থান করে।।৭।।

বিশ্বনাথ—অথ যোগারূঢ়স্য চিহ্নানি দর্শয়তি ত্রিভিঃ। জিতাত্মনো জিতমনসঃ প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্য যোগিনঃ পরমতিশয়েন সমাহিতঃ সমাধিস্থ আত্মা ভবেৎ। শীতাদিষু সৎস্বপি মানাপমানয়োঃ প্রাপ্তয়োরপি ।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—তার পর তিনটী শ্লোকে যোগারূঢ়ের চিহ্নসমূহ দেখাইতেছেন—জিতাত্মা—যাহার মন জিত হইয়াছে তাহার, প্রশান্তস্য—রাগাদিরহিত যোগীর পর—অতিশয় সমাহিত—আত্মা সমাধিস্থ হয়। শীতাদি বর্ত্তমানেও মান ও অপমান প্রাপ্ত হইলেও।।৭।।

অনুবর্ষিণী—মূলস্থিত 'পরমাত্মা' এই পদের পরম্ আত্মা এইরূপ ছেদ হইয়াছে। পরং—কেবল—শ্রীধর। পরং—অতিশয়ার্থ শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীবলদেব।।৭।।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।।৮।।

অন্বয়—জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান হেতু যাহার চিত্ত তৃপ্ত) কূটস্থঃ (বিকার রহিত) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ, সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃত্তিকা, পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন) (সঃ) যুক্তঃ (যোগারূঢ়) যোগী উচ্যতে (যোগী বলিয়া কথিত হন)।।৮।।

অনুবাদ—জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা যাহার চিত্ত পরিতৃপ্ত এবং যিনি নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং মৃত্তিকা, পাষাণ ও স্বর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন তিনি যোগারূঢ় যোগী বলিয়া কথিত হন।।৮।।

বিশ্বনাথ—জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ। কূটস্থঃ একেনৈব স্বভাবেন সর্ব্বকালং ব্যাপ্য স্থিতঃ, সর্ব্ববস্তুষ্বনাসক্তত্বাৎ। সমানি লোষ্ট্রাদীন যস্য সঃ। লোষ্ট্রং মৃৎপিণ্ডঃ।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞান—ঔপদেশিক, বিজ্ঞান—অপরোক্ষানুভব, সেই দুই হইতে তৃপ্ত অর্থাৎ নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা—চিত্ত যাহার সে। কূটস্থঃ—এক স্বভাবেই সর্ব্বকালব্যাপিয়া স্থিত, সর্ব্ববস্তুতে অনাসক্ত বলিয়া। লোষ্ট্রাদি যাহার নিকট সমান। লোষ্ট্র—মৃৎপিণ্ড।।৮।।

অনুবর্ষিণী—ঔপদেশিক—উপদেশপ্রাপ্ত। কূটস্থ—'কালব্যাপী স কূটস্থ একরূপতয়া তু যঃ।' যিনি অবিকৃতভাবে একইরূপে অনন্তকাল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে কূটস্থ বলা যায়।।৮।।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।।৯।।

অন্বয়—সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু (সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, বিদ্বেষের পাত্র ও বন্ধুতে) সাধুষু (সাধুসমূহে) অপি চ পাপেষু (এবং পাপিগণের প্রতিও) সমবুদ্ধিঃ (সমবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট হন)।।৯।।

অনুবাদ—যিনি সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুজনে এবং সাধু ও পাপীসকলে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি শ্রেষ্ঠ।।৯।।

বিশ্বনাথ—'সুহৃৎ' স্বভাবেন হিতাশংসী, 'মিত্রং' কেনাপি স্নেহেন হিতকারী, 'অরিঃ' ঘাতকঃ, 'উদাসীনঃ' বিবদমানয়োরুপেক্ষকঃ, 'মধ্যস্থঃ' বিবদমানয়োর্বিবাদাপহারার্থী, 'দ্বেষ্যঃ' অপকারকত্বাৎ দ্বেষার্হঃ, 'বন্ধুঃ' সম্বন্ধী, 'সাধবো' ধার্ম্মিকাঃ, 'পাপাঃ' অধার্ম্মিকাঃ,—এতেষু সমবুদ্ধিস্তু বিশিষ্যতে। সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনাৎ সকাশাদপি শ্রেষ্ঠঃ।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—সুহৃৎ—স্বভাবে হিতকামী, মিত্র—কোন স্নেহবশে

হিতকারী, অরি—ঘাতক, উদাসীন—বিবদমানপক্ষদ্বয়ে উপেক্ষক, মধ্যস্থ—বিবদমান পক্ষদ্বয়ের বিবাদ অপহরণে ইচ্ছুক, দ্বেষ্য—অপকারক বলিয়া দ্বেষের যোগ্য, বন্ধু—সম্বন্ধী অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত, সাধু—ধার্ম্মিক, পাপ—অধার্ম্মিক, এই সকলে যিনি সমবুদ্ধি তিনি বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ। লোষ্ট্র, অশ্ম (প্রস্তর) কাঞ্চনে সমদর্শী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।।৯।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বশ্লোকে মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ—এই ত্রিবিধ জড়পদার্থে হেয় উপাদেয় বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তি সমদর্শী আর আলোচ্য শ্লোকে নিজের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, ব্যবহারকারী এবং বিভিন্ন প্রকৃতির জীবসমূহে সমবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।।৯।।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।।১০।।

অন্বয়—যোগী একাকী সততম্ (সর্ব্বদা) রহসি (নির্জ্জনে) স্থিতঃ (থাকিয়া) যতচিত্তাত্মা (চিত্ত ও দেহ সংযম করিয়া) নিরাশীঃ (আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহ না করিয়া) আত্মানম্ (মনকে) যুঞ্জীত (সমাধিযুক্ত করিবেন)।।১০।।

অনুবাদ—যোগীব্যক্তি একাকী সতত নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া, দেহ ও চিত্তকে সংযমপূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা ও পরিগ্রহ রহিত হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন।।১০।।

বিশ্বনাথ—অথ সাঙ্গং যোগং বিধত্তে 'যোগী' ইত্যাদিনা, 'স যোগী পরমো মতঃ' ইত্যন্তেন। 'যোগী' যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাধিযুক্তং কুর্য্যাৎ।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—এইক্ষণ অঙ্গ সহিত যোগের বিধান করিতেছেন—'যোগী' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া। 'তিনিই পরম-যোগী' (গীঃ ৬।৩২)—এই পর্য্যন্ত। যোগী যোগারূঢ় আত্মাকে অর্থাৎ মনকে যুঞ্জীত—সমাধিযুক্ত করিবেন।।১০।।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্।।১১।।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।।১২।।

অন্বয়—শুচৌ দেশে (শুদ্ধস্থানে) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (অনতি উচ্চ) ন অতিনীচং (অনতিনিম্ন) চেলাজিনকুশোত্তরম্ (সুখাসনের উপ মৃগচর্ম্মাসন ও তদুপরি বস্ত্রাসন স্থাপন করিয়া) আত্মনঃ (নিজের) স্থিরম্ আসনম্ (নিশ্চল আসন) প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থাপন করিয়া) তত্র আসনে (সেই আসনে) উপবিশ্য (উপবেশন করিয়া) মনঃ একাগ্রং কৃত্বা (মন একাগ্র করিয়া) যতচিত্ত-ইন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্য সংযত করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য) যোগম্ যুঞ্জ্যাৎ (যোগ অভ্যাস করিবেন)।।১১-১২।।

অনুবাদ—পবিত্র স্থানে অতি উচ্চ নয় ও অতি নিম্ন নয় কুশাসনের উপর মৃগচর্ম্মাসন এবং তদুপরি বস্ত্রাসন আবৃত করিয়া নিজ নিশ্চল আসন স্থাপনপূর্ব্বক সেই আসনে উপবেশন করিয়া মনকে একাগ্র করতঃ চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও তাৎকার্য্য সংযমপূর্ব্বক অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন।।১১-১২।

বিশ্বনাথ—প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপয়িত্বা। 'চেলাজিনকুশোত্তরম্' ইতি কুশাসনোপরি মৃগচর্ম্মাসনং, তদুপরি বস্ত্রাসনং নিধায়েত্যর্থঃ। আত্মনোঽন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধয়ে বিক্ষেপশূন্যত্বেনাতিসূক্ষ্মতয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতায়ৈ,—"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" ইতি শ্রুতেঃ।। (১১-১২।।)

বঙ্গানুবাদ—প্রতিষ্ঠাপ্য—স্থাপন করিয়া। চেলাজিনকুশোত্তরম্—কুশাসনের উপর মৃগচর্ম্মের আসন, তারপর বস্ত্রের আসন রাখিয়া এই অর্থ। আত্মা অর্থাৎ অন্তকঃরণের বিশুদ্ধির জন্য—বিক্ষেপশূন্য বলে ও অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে যোগ্যতা নিমিত্ত—"একাগ্র বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করে"—এই শ্রুতিবাক্য (কঠ ১।৩।১২)।।১১-১২।।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।।১৩।।
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।।১৪।।

অন্বয়—কায়শিরোগ্রীবং (দেহমধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাদেশ) সমং (অবক্র) অচলম্ (নিশ্চল) ধারয়ন্ (ধারণ করিয়া) স্থিরঃ (স্থির হইয়া) স্বং নাসিকাগ্রং (নিজনাসাগ্র) সংপ্রেক্ষ্য (সম্যক্ দৃষ্টি করিয়া) দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ (কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া) প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ (নির্ভয়) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচর্য্যে রত থাকিয়া) মনঃ সংযম্য (মন সংযম করিয়া) মচ্চিত্ত মৎপরঃ (মদেকনিষ্ঠ হইয়া) যুক্তঃ আসীত (যুক্তভাবে থাকিবে)।।১৩-১৪।।

অনুবাদ—শরীরের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাদেশ অবক্র এবং নিশ্চল রাখিয়া নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক অন্য কোন দিকে না তাকাইয়া প্রশান্তচিত্তে, নির্ভয়ে, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থানপূর্ব্বক মনকে সংযত করিয়া মচ্চিত্ত ও মৎপরায়ণ অর্থাৎ ভগবানেই সমাহিতচিত্ত হইয়া যুক্তভাবে অবস্থান করিবে।।১৩-১৪।।

বিশ্বনাথ—'কায়ো' দেহমধ্যভাগঃ। 'সমম্' অবক্রম্, 'অচল্ং' নিশ্চলম্। ধারয়ন্ কুর্ব্বন্, মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য মচ্চিত্তো মাং চতুর্ভুজং সুন্দরাকারং চিন্তয়ন্। 'মৎপরঃ' মদ্ভক্তিপরায়ণঃ।।১৩-১৪।।

বঙ্গানুবাদ—কায়—দেহমধ্যভাগ। সম—অবক্র, অচল—নিশ্চল। ধারণ-করিয়া, মন সংযম করিয়া—প্রত্যাহার করিয়া অর্থাৎ ফিরাইয়া মচ্চিত্ত—চতুর্ভুজ সুন্দরাকার আমাকে চিন্তা করিয়া। মৎপর—মদ্ভক্তিপরায়ণ।।১৩-১৪।।

অনুবর্ষিণী—আসন—যাহাকে অধিকারপূর্ব্বক উপবেশন করা যায়। পাতঞ্জলি বলিয়াছেন—'স্থিরসুখমাসনম্' অর্থাৎ আসন স্থির ও সুখকর হওয়াই বিধিসঙ্গত। স্বস্তিক, ময়ূর, গরুড়, পদ্ম প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকার আসন আছে।

কঠোপনিষদ—'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ"।

আসনের প্রয়োজনীয়তা—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ২।৮ আছে,—দেহ, মস্তক ও গ্রীবা এই তিনটি সম ও সরলভাবে স্থাপন করিয়া মন-সহ ইন্দ্রিয়-সকলকে হৃদি অর্থাৎ তদ্বর্ত্তী ব্রহ্মে সন্নিবেশিত করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ উড়ুপ অর্থাৎ নৌকাদ্বারা ভয়াবহ সর্ব্বপ্রকার

কামক্রোধাদিরূপ সংসারস্রোতসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হন। এই শ্রুতিবাক্যে ভগবদুপাসনায় আসন বিধানের আবশ্যক বিষয়ে সংশয় এই যে, মানসব্যাপাররূপ স্মরণ বিষয়ে দেহস্থিতি বিশেষরূপ আসনের আবশ্যকতা নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—'আসীনঃ সম্ভাবাৎ' বেদান্ত ৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ৭ সূত্র।

আসনের উপযোগীতা আছে। (যথাশাস্ত্র) আসীন হইয়া শ্রীহরি স্মরণ করিবে। কারণ আসন ব্যতিরেকে চিত্তের একাগ্রতাই হয় না। শয়ন, উত্থান ও গমনাদিতে চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ করা সম্ভব নহে। (গোবিন্দ ভাষ্য।)

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়—"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য বিজিতাসন আসনম্। তস্মিন্ স্বস্তিকমাসীন ঋজুকায়ঃ সমভ্যসেৎ।" (ভাঃ ৩।২৮।৮-৩৬) শ্লোঃ পর্য্যন্ত এবং "সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্। হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ।।" (ভাঃ ১১।১৪।৩২) শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

"চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য স্বনাসাগ্রে দত্তদৃষ্টি। যোগশাস্ত্রে কথিত আছে— "অন্তর্লক্ষ্যোঽবহির্দৃষ্টিঃ স্থিরচিত্তঃ সুসঙ্গতঃ।" —শ্রীবিশ্বনাথ।।১৩-১৪।।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।।১৫।।

অন্বয়—এবং (পূর্ব্বোক্তরূপে) সদা (সর্ব্বদা) আত্মানম্ (মনকে) যুঞ্জন্ (যোগযুক্ত করিয়া) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত) যোগী মৎসংস্থাং (মৎস্বরূপে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে স্থিতা) নির্ব্বাণপরমাং (পরম নির্ব্বাণরূপ) শান্তিং অধিগচ্ছতি (শান্তি প্রাপ্ত হন)।।১৫।।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনকে সর্ব্বদা ধ্যানযোগযুক্ত করিতে করিতে সংযতচিত্ত যোগী মৎস্বরূপে সম্যক্স্থিতিরূপা নির্ব্বাণমোক্ষরূপ শান্তি লাভ করেন।।১৫।।

বিশ্বনাথ—আত্মানং মনো যুঞ্জন্ ধ্যানযোগযুক্তং কুর্ব্বন্, যতো নিয়তমানসঃ বিষয়োপরতচিত্তঃ। নির্ব্বাণো মোক্ষএব পরমঃ প্রাপ্যো যস্যাং, ময্যেব নির্ব্বিশেষব্রহ্মাণি সম্যক্ স্থা স্থিতির্যস্যাং তাং শান্তিং সংসারোপরতিং

প্রাপ্নোতি।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—আত্মা—মন যুঞ্জন্ ধ্যানযোগযুক্ত করিয়া যেহেতু নিয়তমানস অর্থাৎ বিষয় হইতে উপরতচিত্ত ব্যক্তি নির্ব্বাণ পরমা—মোক্ষই যাহাতে পরম প্রাপ্য, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আমাতেই সম্যক্ স্থা অর্থাৎ স্থিতি যাহাতে সেই শান্তি—সংসারে উপরতি প্রাপ্ত হয়।।১৫।।

অনুবর্ষিণী—যোগাভ্যাসের ফল বলিতেছেন। 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি'—(শ্বেঃ ৩। ৮) শ্রুতিশ্রুত যোগীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ জড়মোক্ষ ও চিৎপ্রকৃতিকে লাভ করেন।।১৫।।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন।।১৬।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! অত্যশ্নতঃ (অধিক ভোজনকারীর) ন যোগঃ অস্তি (যোগ হয় না) তু (আবার) একান্তম্ অনশ্নতঃ (একান্ত অনাহারীরও) ন চ (হয় না) অতিস্বপ্নশীলস্য (অতিশয় নিদ্রাপরায়ণের) ন চ (হয় না) জাগ্রতঃ এব ন চ (জাগ্রতেরও হয় না)।।১৬।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! অতিশয় ভোজনকারী ব্যক্তির যোগ হয় না, আবার একান্ত অনাহারীরও যোগ হয় না, অত্যন্ত নিদ্রাশীল অথবা অতিশয় জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না।।১৬।।

বিশ্বনাথ—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্য নিয়মমাহ দ্বাভ্যাম্। অত্যশ্নতঃ অধিকং ভুঞ্জানস্যং; যদুক্তং—"পূরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থং তু চতুর্থমবশেষয়েৎ।" ইতি।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ—দুইটী শ্লোকে যোগাভ্যাসনিষ্ঠের নিয়ম বলিতেছেন—অত্যশ্নতঃ—অধিক ভোজনকারীর। যেরূপ বলিয়াছেন—'অন্নের দ্বারা উদরের অর্দ্ধ এবং জলের দ্বারা তৃতীয়ভাগ পূরণ করিবে। বায়ু সঞ্চরণের জন্য চতুর্থ ভাগ অবশেষ রাখিবে।' (যোগশাস্ত্র)।।১৬।।

অনুবর্ষিণী—যোগশাস্ত্রে দেখা যায়—'অর্দ্ধমশনস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীয়মুদকস্য তু। বায়ো সঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ।।'

মার্কণ্ডেয় পুরাণেও যোগের নিয়ম দেখা যায়—'নাধ্মাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ। যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র! যোগী সিদ্ধার্থমাত্মনঃ।।

সাতিশীতে ন চৈবোষ্ণে ন দ্বন্দ্বে নালিপান্বিতে। কালেষ্বেতেষু যুঞ্জতঃ ন যোগং ধ্যানতৎপরঃ।।' অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! সিদ্ধিলাভার্থ যোগী কখনই ক্ষুধাকাতর, শ্রমাবসন্ন, ও ব্যাকুলচিত্ত অবস্থায় যোগ করিবেন না। ধ্যানতৎপর যোগী অতি শীত বা অতি উষ্ণ অথবা ঝটিকা সমন্বিতকালে যোগনুষ্ঠান করিবেন না।।১৬।।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।১৭।।

অন্বয়—যুক্তাহারবিহারস্য (পরিমিত আহার-বিহারপরায়ণের) কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য (কর্ম্মসমূহে সমুচিত চেষ্টাযুক্তের) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত ব্যক্তির) যোগঃ দুঃখহা (ক্লেশনিবারক) ভবতি (হয়)।।১৭।।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি যুক্ত-আহার ও যুক্ত-বিহারশীল, কর্ম্মসমূহে যিনি পরিমিত চেষ্টাযুক্ত, যিনি পরিমিতরূপে নিদ্রিত, ও জাগরিত থাকেন তাঁহার যোগ সংসার-ক্লেশনাশক হয়।।১৭।।

বিশ্বনাথ—যুক্তো নিয়ত এব আহারো ভোজনং বিহারো গমনঞ্চ যস্য তস্য কর্ম্মসু ব্যবহারিক-পারমার্থিক-কৃত্যেষু যুক্তা নিয়তা এব চেষ্টাবাগ্ব্যাপারাদ্যা যস্য তস্য।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ—যুক্ত—নিয়তঃ (সংযত)ই যাহার আহার অর্থাৎ ভোজন এবং বিহার গমন যাহার, তাহার। কর্ম্ম—ব্যবহারিক, পারমার্থিক কৃত্যসমূহে;যুক্ত চেষ্টা—যুক্ত চেষ্টাযুক্ত নিয়ত চেষ্টা অর্থাৎ বাগ্ব্যাপারাদি যাহার তাহার।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—যোগাভ্যাসকালে আহার বিহারের সংযম না করিলে যোগ হয় না, নানা ব্যাধি আসিয়া শরীরকে অসুস্থ এবং নানা চিন্তায় মনকে চঞ্চল করিলে যোগ সিদ্ধ হয় না।

আহার্য্য নির্দ্ধারণ—'শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মুগের যূষ, পটোল, কাঁঠাল, কক্কোল, কাঁকুড়, ফুটি, রম্ভা, কাঁচকলা, কলার মোচা, ডুমুর, থোঁড়, মূলা, আলু, ঝিঙে, শাক, কালশাক, পল্‌তাশাক, বাস্তুশাক, হিঞ্চে শাক, নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুগুড় ও চিনি, দাড়িম্বাদি ফল প্রভৃতি।

লঘুপাক, প্রিয়, স্নিগ্ধ এবং ধাতুপোষক ও মনঃ প্রফুল্লকারক দ্রব্যই যোগিগণের ভক্ষ্য।' (ঘেরণ্ডসংহিতা ও শিবসংহিতা)।

ব্যবহার—অধিক ভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলমর্দ্দন, হিংসা, কৌটিল্য, মিথ্যাব্যবহার, প্রাণিপীড়ন, পরস্ত্রীসঙ্গ, বাচালতা, অপ্রিয়াচরণ, বহু ভোজন প্রভৃতি যোগীর অবশ্য ত্যাজ্য। ঐ

বাগাদির সংযম—বৃথা বাক্যাদির উচ্চারণে বাচালতা হয়। উহা পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় পরিমিত বাক্যাদির প্রয়োগ।

যুক্ত স্বপ্নাববোধ—পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণ। রাত্রিকালকে তিন ভাগ করিয়া আদি ও অন্তে জাগ্রত করিয়া যোগানুশীলনে এবং মধ্য ভাগ নিদ্রায় যাপন।।১৭।।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।।১৮।।

অন্বয়—যদা (যখন) বিনিয়তং (বিশেষরূপে নিরুদ্ধ) চিত্তং (মন) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয়) তদা (তখন) সর্ব্বকামেভ্যঃ (সকল বাসনা হইতে) নিস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (যুক্ত বলিয়া কথিত হন)।।১৮।।

অনুবাদ—যখন চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয়, তখন সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনায় স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি যোগযুক্ত বলিয়া কথিত হন।।১৮।।

বিশ্বনাথ—যোগী নিষ্পন্নযোগঃ কদা ভবেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—যদেতি। বিনিয়তং নিরুদ্ধং চিত্তম্ আত্মনি স্বস্মিন্নেব অবতিষ্ঠতে নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—যোগী কবে নিষ্পন্নযোগ হইবে এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি। বিনিয়ত—নিরুদ্ধ চিত্তকে আত্মায় অর্থাৎ আপনাতেই অবতিষ্ঠতে—নিশ্চল হয় এই অর্থ।।১৮।।

অনুবর্ষিণী—চিত্ত নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করে।।১৮।।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।।১৯।।

অন্বয়—যথা (যেরূপ) নিবাতস্থঃ (বায়ুহীন স্থানে) দীপঃ ন ইঙ্গতে (বিকম্পিত হয় না) আত্মনঃ (আত্মার) যোগম্ যুঞ্জতঃ (যোগাভ্যাসকারী) যতচিত্তস্য যোগিনঃ (সংযতচিত্ত যোগীর) সা উপমা স্মৃতা (সেই উপমা জানিবে)।।১৯।।

অনুবাদ—যে প্রকার বায়ুশূন্য স্থানে দীপ বিচলিত হয় না, সেই প্রকার আত্ম-বিষয়ে যোগাভ্যাসকারী সংযতচিত্ত যোগীর তাহা উপমাস্বরূপ।।১৯।।

বিশ্বনাথ—নিবাতস্থো নির্ব্বাতদেহস্থিতো দীপো নেঙ্গতে ন চলতি যঃ স এব দীপ উপমা যথা যথাবদিত্যর্থঃ। সোঽপি লোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সন্ধিঃ কস্যোপমা ইত্যত আহ—যোগিন ইতি।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—নিবাতস্থ—বায়ুশূন্য গৃহস্থিত দীপ নেঙ্গতে—চলে না যে তাহাই দীপ উপমা যথা—যথাবৎ এই অর্থ। 'সঃ' ইহার যদি 'অ'কারের লোপ হয় তবে পাদপূরণ জন্য সন্ধি। সাধারণ ব্যাকরণ অনুসারে 'স উপমা' হওয়া উচিত। কাহার উপমা? তাই বলিতেছেন—'যোগিন' ইতি।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—বায়ুপ্রভাবেই দীপশিখা বিকম্পিত হয়। কিন্তু বায়ুশূন্য স্থানে চঞ্চল হয় না। সেই রূপ যোগীর চিত্ত বাহ্যবিষয়শূন্য থাকায় নিশ্চল।।১৯।।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।।২০।।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।।২১।।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।২২।।

তং বিদ্যাদ্‌দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা।।২৩।।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।।২৪।।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।।২৫।।

অন্বয়—যত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাস দ্বারা) নিরুদ্ধং চিত্তং (সংযমিত মন) উপরমতে (উপরত হয়) যত্র চ (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা (আত্মার দ্বারা) আত্মানম্ (আত্মাকে) পশ্যন্ (দর্শন করিতে করিতে) আত্মনি এব (আত্মাতেই) তুষ্যতি (তুষ্টিলাভ করেন), যত্র (যে অবস্থায়) অয়ম্ (এই যোগী) যৎতৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যং (বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয়) অতীন্দ্রিয়ম্ (বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্ক রহিত) আত্যন্তিকং সুখং বেত্তি (অনুভব করেন) চ স্থিতঃ (এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপ হইতে) ন চলতি (ভ্রষ্ট হন না) যং লাভং (যে লাভ) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অপরং (অন্য লাভকে) ততঃ অধিকং (তাহা হইতে অধিক) ন মন্যতে (মনে করেন না) যস্মিন্ চ স্থিতঃ (এবং যাহাতে স্থিত হইয়া) গুরুণা দুঃখেন অপি (মহৎ দুঃখের দ্বারাও) ন বিচাল্যতে (অভিভূত হন না) তং (সেই অবস্থাকে) দুঃখ-সংযোগবিয়োগং (দুঃখ সংস্পর্শশূন্য) যোগসংজ্ঞিতম্ বিদ্যাৎ (যোগ নামে জানিবে) স যোগঃ (সেই যোগ) অনির্ব্বিণ্ণচেতসা (ধৈর্য্যযুক্ত চিত্তদ্বারা) সংকল্পপ্রভবান্ (সংকল্প সম্ভূত) সর্ব্বান্ কামান্ (বিষয়ভোগসমূহকে) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) সমন্ততঃ (সর্ব্বদিক হইতে) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) বিনিয়ম্য (প্রত্যাহার পূর্ব্বক) নিশ্চয়েন (সাধুশাস্ত্র বাক্যের দ্বারা নিশ্চয় পূর্ব্বক) যোক্তব্যঃ (যোগ অভ্যাস করণীয়)। ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা (ধৃতি বা ধৈর্য্য গৃহীত বুদ্ধির দ্বারা) মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং (আত্মাতে সংস্থিত) কৃত্বা (করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ক্রমে ক্রমে) উপরমেৎ (বিরত হইবে) কিঞ্চিদপি (অন্য কিছু) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে না)

।।২০-২৫।।

অনুবাদ—যে অবস্থায় যোগাভ্যাস প্রভাবে চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে করিতে আত্মাতেই পরিতুষ্টি লাভ করা যায়, এবং যে অবস্থায় যোগী ব্যক্তি কেবল বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয়, অতীন্দ্রিয় নিত্য সুখ অনুভব করেন, যে অবস্থায় স্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হন না, এবং যে আত্মসুখ লাভ করিয়া অন্য লাভকে তাহা হইতে অধিক মনে করেন না এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া গুরুতর দুঃখেও অভিভূত হন না, সেইরূপ অবস্থাকে সুখদুঃখ সম্পর্কশূন্য যোগ বলিয়া জানিবে। সেই যোগ ধৈর্য্যযুক্ত চিত্তদ্বারা সংকল্পসম্ভূত সমস্ত বিষয়বাসনাকে নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা সর্ব্বদিক হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করতঃ সাধুশাস্ত্র উপদেশের দ্বারা নিশ্চয়পূর্ব্বক অভ্যাস করিবে। ধারণাযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মাতে সংস্থাপন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বিরাগ অভ্যাস করিবে, অন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবে না।।২০-২৫।।

বিশ্বনাথ—"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদৌ 'যোগ'-শব্দেন সমাধি রুক্তঃ। স চ সংপ্রজ্ঞাতঃ অসংপ্রজ্ঞাতশ্চ। সবিতর্ক-সবিচারাদিভেদাৎ সংপ্রজ্ঞাতো বহুবিধঃ। অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিরূপো যোগঃ কীদৃশঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যত্রেত্যাদি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র সমাধৌ সতি চিত্তমুপরমতে বস্তুমাত্রমেব ন স্পৃশতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—বিরুদ্ধমিতি। তথা চ পাতঞ্জলিসূত্রং—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি। 'যত্র' ইত্যাদিপদানাং 'যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ' ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। আত্মনা পরমাত্মাকারান্তঃকরণেন আত্মানং পরমাত্মানং পশ্যন্ তস্মিন্ তুষ্যতি তত্রত্যং সুখং প্রাপ্নোতি। যদাত্যন্তিকং সুখং প্রসিদ্ধং, তদেব যত্র সমাধৌ সতি বেত্তি। বুদ্ধ্যা আত্মাকারয়ৈব গ্রাহ্যম্। অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্করহিতম্। অতএব যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি; অতএব যং লাভং লব্ধা ততঃ সকাশাদপরং লাভমধিকং ন মন্যতে। দুঃখস্য সংযোগেন স্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিন্ তং যোগসংজ্ঞিতং যোগসংজ্ঞাং প্রাপ্তং সমাধিং বিদ্যাৎ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তদপ্যয়ং

মে যোগঃ সংসেৎস্যত্যেবেতি যো নিশ্চয়ঃ তেন। অনির্ব্বিণ্ণ-চেতসা এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ, কিমতঃপরং কষ্টেনেত্যনুতাপো নির্ব্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা। ইহ জন্মনিজন্মান্তরে বা সিধ্যতু, কিং মে ত্বরয়া ইতি ধৈর্য্যযুক্তেন মনসা ইত্যর্থঃ। তদেতদ্গৌড়পাদা উদাজর্হুঃ,—"উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা। মনসো নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেদপরিখেদতঃ।।" ইতি; —উৎসেক উৎসেচনং, শোষণাধ্যবসায়েন জলোদ্ধরণমিতি যাবৎ। অত্র কাচিদাখ্যায়িকাস্তি;—"কস্যচিৎ কিল পক্ষিণোঽণ্ডানি তীরস্থিতানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রো জহার। স চ সমুদ্রং শোষায়িষ্যাম্যেবেতি প্রতিজ্ঞায় স্বমুখাগ্রেণৈকৈকং জলবিন্দুমুপরি প্রচিক্ষেপ। ততশ্চ স বহুভিঃ পক্ষিভির্বিবন্ধুভির্যুক্ত্যা বার্য্যমাণোঽপি নৈবোপররাম। যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন নারদেন নিবারিতোঽপি অস্মিন জন্মনি জন্মান্তরে বা সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি তদগ্রেঽপি পুনঃ প্রতিজজ্ঞে। ততশ্চ দৈবানুকুল্যাৎ কৃপালুর্নারদঃ গরুড়ং তৎসাহায্যায় প্রেষয়ামাস। সমুদ্রস্ত্বদীয়জ্ঞাতিদ্রোহেন ত্বামবমন্যত ইতি ব্যাক্যেন ততো গরুড়পক্ষবাতেন শুষ্যন্ সমুদ্রোঽতিভীতস্তান্যণ্ডানি তস্মৈ পক্ষিণে দদাবিতি।" এবমেব শাস্ত্রবচনাস্তিক্যেন যোগে জ্ঞানে ভক্তৌ বা প্রবর্ত্তমানমুৎসাহবন্তম্ অধ্যবসায়িনং জনং ভগবানেবানুগৃহ্লাতীতি নিশ্চেতব্যম্। এতাদৃশযোগাভ্যাসে প্রবৃত্তস্য প্রাথমিকং কৃত্যম্ অন্ত্যঞ্চ কৃত্যমাহ—সংকল্পেতি দ্বাভ্যাম্। কামাংস্ত্যক্ত্বা ইতি প্রাথমিকং কৃত্যম্। ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েদিত্যন্ত্যং কৃত্যম্।।২০-২৫।।

বঙ্গানুবাদ—'নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি' (গীঃ ৬।১৬) ইত্যাদিতে যোগ-শব্দে সমাধি-কথিত। সেই সমাধি সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাত। সবিতর্ক ও সবিচারাদি ভেদে সংপ্রজ্ঞাত বহুবিধ। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিরূপ যোগ কি প্রকার?—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যত্র' ইত্যাদি সার্দ্ধ তিনটী শ্লোকের দ্বারা। যত্র—সমাধি হইলে চিত্ত উপরত হয় অর্থাৎ বস্তুমাত্রকেই স্পর্শ করে না এই অর্থ। তাহার হেতু—'বিরুদ্ধ' ইত্যাদি। পাতঞ্জলি সূত্রে—'চিত্তবৃত্তিনিরোধ যোগ'। যত্র ইত্যাদি পদসমুহের 'যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ' ২৩ শ্লোকে—এই চতুর্থপদের সহিত অন্বয়। আত্মনা—পরমাত্মাকার

অন্তঃকরণের দ্বারা আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাকে দেখিয়া তাহাতে তুষ্যতি—সেই স্থানে সুখ পায়। যে সুখ আত্যন্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই যাহাতে অর্থাৎ সমাধি হইলে জানে। বুদ্ধিদ্বারা—আত্মাকার অর্থাৎ আত্মসদৃশ বুদ্ধিদ্বারাই গ্রহণীয়। অতীন্দ্রিয়—বিষয়-ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক রহিত। অতএব যেখানে থাকিলে তত্ত্বতঃ আত্মস্বরূপ হইতে চলে না—অর্থাৎ বিচলিত হয় না; অতএব যে লাভ পাইয়া তাহা হইতে অপর লাভ অধিক মনে করে না। দুঃখের সংযোগে—স্পর্শ মাত্রই যাহাতে বিয়োগ তাহাকে যোগসংজ্ঞিত—যোগসংজ্ঞাপ্রাপ্ত সমাধি জানিবে। নিশ্চয়েন—যদিও শীঘ্র সিদ্ধ হয় না, তাহা হইলে উহা আমার যোগ অর্থাৎ সংসিদ্ধ হইবেই এইরূপ যে নিশ্চয় তদ্দ্বারা। অনির্ব্বিণ্ণচেতসা—এতাবৎ কালেও যোগ সিদ্ধ হইল না, অতঃপর আর কষ্টের কি প্রয়োজন—এইরূপ অনুতাপ অর্থাৎ নির্ব্বেদরহিত চিত্তদ্বারা। এই জন্মে বা জন্মান্তরে সিদ্ধ হউক, ব্যস্ততাদ্বারা আমার কি হইবে—এই ধৈর্য্যযুক্ত মনের দ্বারা এই অর্থ। এ সম্বন্ধে শ্রীগৌড়পাদ উদাহরণ দিয়াছেন—‘কুশাগ্রেস্থিত এক বিন্দু জলের দ্বারা সমুদ্রের যেরূপ উৎসেক হয় সেইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমীর মনের নিগ্রহ হয়’। উৎসেক—উৎসেচন শোষণের অধ্যবসায়ের সহিত জলোদ্ধরণ অর্থাৎ জল-উত্তোলন। এ সম্বন্ধে এক আখ্যায়িকা আছে—‘কোন পক্ষীর তীরস্থিত অণ্ডসমূহ সমুদ্র তরঙ্গবেগে হরণ করিয়াছিল। সেই পক্ষী সমুদ্রকে শোষণ করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজমুখের অগ্রভাগ দ্বারা এক এক বিন্দু জল উঠাইয়া উপরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তারপর সে নিজ বন্ধুবর্গ বহু পক্ষিগণের দ্বারা নিবারিত হইয়াও বিরত হইল না। এবং যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগত নারদকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ‘এই জন্মে অথবা জন্মান্তরে সমুদ্র শোষণ করিবই’ এই প্রতিজ্ঞা পুনরায় তাঁহার সম্মুখেও করিল। তারপর দৈব অনুকূল হওয়ায় কৃপালু নারদ সেই কার্য্যের সাহায্যের জন্য গরুড়কে পাঠাইলেন। ত্বদীয় জ্ঞাতিদ্রোহে সমুদ্র তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছে এই বাক্যদ্বারা গরুড় পক্ষ বায়ুতে শুষ্ক করিতে লাগিলে সমুদ্র অতি ভীত হইয়া সেই পক্ষীকে সেই অণ্ডসমুহ ফিরাইয়া দিল।’ এই প্রকারই শাস্ত্রবচন সমূহে আস্তিক্য অর্থাৎ বিশ্বাসযুক্ত

হইয়া যোগ, জ্ঞান বা ভক্তিতে প্রবৃত্ত উৎসাহবান্ অধ্যবসায়ী জনকে ভগবান্ই অনুগ্রহ করেন ইহাই নিশ্চয় করিতে হইবে। এতাদৃশ যোগের অভ্যাসে প্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রাথমিক ও অন্ত্য কৃত্য বলিতেছেন—'সংকল্প' ইত্যাদি দুই শ্লোকে। 'কাম ত্যাগ করিয়া' (গীঃ ৬।২৪)—ইহা প্রাথমিক কৃত্য। 'কিছুও চিন্তা করিবে না' (গীঃ ৬।২৫)—ইহা অন্ত্য অর্থাৎ শেষ কৃত্য।।২০-২৫।।

অনুবর্ষিণী—আত্মাকারবুদ্ধিদ্বারাই পরমাত্মাকে দেখা যায়—'দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' (কঠ ১।৩।১২) শাস্ত্রান্তরেও কথিত হইয়াছে—"আত্মানাত্মাকারং স্বভাবোঽবস্থিতং সদা চিত্তম্ আত্মৈকাকারতয়া তিরস্কৃতানাত্মদৃষ্টির্বিদধীত।"

আত্মানন্দলাভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—'সমাধিনির্দ্ধূতমলস্য চেতস্য নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ। ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা যদেতদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে।।' অর্থাৎ সমাধির দ্বারা যাঁহার চিত্তমল প্রক্ষালিত হইয়াছে, তাঁহার চিত্তে যে সুখের উদয় হয়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই অনুভূত হয়।

সংকল্পপ্রভবান্ কামান্—সঙ্কল্প হইতে সমুদ্ভব কামসমূহ। মনের সঙ্কল্পাত্মক বৃত্তি হইতেই কামসমূহের সমুৎপত্তি হয়। সুতরাং উহারা মনসিজ। দেবর্ষি শ্রীনারদ বলিয়াছেন—'অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামম্' (ভাঃ—৭।১২।২২।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য। "এইরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা বিষয়োপরতিক্রমে চিত্ত সমস্ত জড় বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয়;তখন সমাধি-অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় পরমাত্মাকারান্তঃকরণদ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করতঃ তজ্জনিত সুখ লাভ করেন। পতঞ্জলি মুনি যে দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ অষ্টাঙ্গযোগ-বিষয়ক শাস্ত্র; তাঁহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার টীকাকারগণ এরূপ উক্তি করেন যে, বেদান্তবাদিগণ আত্মার চিদানন্দময়ত্বকেই 'মোক্ষ' বলেন, তাহা—অযুক্ত, যেহেতু কৈবল্যাবস্থায় আনন্দকে মানিতে গেলে সংবেদ্য-সংবেদন-স্বীকাররূপ দ্বৈতভাব-দ্বারা কৈবল্য-হানি হইবে। পতঞ্জলি মুনি কিন্তু তাহা বলেন না; তিনি তাঁহার

কৃত শেষসূত্রে এইমাত্র বলিয়াছেন—'পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।"

অর্থাৎ গুণসকল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থশূন্য হইলে ক্ষণিক বিকার উদ্ভব করিবে না; তখনই চিদ্ধর্ম্মের কৈবল্য হয়; তদ্দ্বারা তাহার স্বরূপের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি হয়; তখনই তাহাকে 'চিতিশক্তি' বলে। গাঢ়রূপে দেখিলে পতঞ্জলি চরমাবস্থায় আত্মার গুণধ্বংস স্বীকার করিলেন না; কেবল গুণ সকলের অবিকারিত্ব স্বীকার করিলেন। 'চিতি-শক্তি' শব্দে চিদ্ধর্ম্ম বুঝিতে হয়। অবিকারত্ব বিগত হইলে স্বরূপধর্ম্মোদয় হইয়া থাকে। প্রাকৃত সম্বন্ধযোগে আত্মার যে দশা, তাহারই নাম 'আত্মগুণবিকার'। তাহা চলিয়া গেলে আত্মশক্তি, আত্মগুণ বা আত্মধর্ম্ম যে 'আনন্দ' তাহা লোপ পাইবে,—পতঞ্জলির এরূপ শিক্ষা নয়। প্রকৃতি-বিকারশূন্য আনন্দই প্রতিবুদ্ধ হয়; সেই আনন্দই সুখস্বরূপ; তাহাই যোগের চরম ফল; তাহাকেই যে 'ভক্তি' বলে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি—সবিতর্ক, সবিচারাদিভেদে বহুবিধ। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—একই প্রকার। সেই অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্ক-রহিত, আত্মাকারবুদ্ধিগ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখলাভ হয়। সেই বিশুদ্ধ আত্মসুখে অবস্থিত যোগীর চিত্ত আর তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না। এই অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে অষ্টাঙ্গযোগে জীবের মঙ্গল হয় না, যেহেতু তাহাতে যে সকল বিভূতিরূপ অবান্তর লাভ আছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইলে যোগীর চিত্ত চরম-উদ্দেশ্যরূপ সমাধিসুখ হইতে বিচলিত হয়। এই সকল অন্তরায় হইতে যোগসাধন সময়ে অনেক অমঙ্গলের ভয় আছে। ভক্তিযোগে যে সেরূপ আশঙ্কা নাই, তাহা পরে কথিত হইবে। সমাধিতে যে সুখ লব্ধ হয়, যোগী তাহা হইতে অন্য কোন প্রকার সুখকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, অর্থাৎ দেহযাত্রা নির্ব্বাহকালে বিষয় সকলের সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শদ্বারা যে সকল সুখকে তুচ্ছ বলিয়াই স্বীকার করেন এবং দুর্ঘটনা, পীড়া, অভাব ও মরণ পর্য্যন্ত গুরুতর দুঃখ-সকলকে সহ্য করিয়া নিজের অন্বেষণীয় সমাধি-সুখ সম্ভোগ করেন; সেই সকল দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া পরমসুখ পরিত্যাগ করেন

না। 'দুঃখসকল উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা অধিকক্ষণ থাকিবে না, ইহাদের শীঘ্রই বিয়োগ হইবে'—এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যোগানুষ্ঠান করিবেন। যোগফল লাভ সম্বন্ধে বিলম্ব হইতেছে, কি ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া নিরর্থক নির্ব্বেদসহকারে যোগের অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন না, অর্থাৎ যোগফল লাভ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে অধ্যবসায় করিবেন।

যোগ সম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য্য এই যে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, সিদ্ধফলসঙ্কল্পজনিত কামসমূহ সর্ব্বতোভাবে দূর করতঃ মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সম্যক্‌রূপে নিয়মিত করিবেন। 'ধারণারূপ' অঙ্গ হইতে লব্ধ বুদ্ধিদ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবেন; ইহার নাম—'প্রত্যাহার'। মনকে ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহার দ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া 'আত্মসমাধি' করিবে, তখন আর জড়বিষয় চিন্তা করিবে না এবং দেহ যাত্রার জন্য বিষয়াদি চিন্তা করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইবে না, ইহাই উপদিষ্ট হইল,—ইহাই যোগের অন্ত্যকৃত্য।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।২০-২৫।।

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।।২৬।।

অন্বয়—চঞ্চলম্ অস্থিরম্ মনঃ, যতঃ যতঃ (যাহাতে যাহাতে) নিশ্চলতি (ধাবিত হয়) ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) এতৎ (এই মনকে) নিয়ম্য (প্রত্যাহার পূর্ব্বক) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (বশীভূত করিবে)।।২৬।।

অনুবাদ—চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইতে ইহাকে প্রত্যাহার পূর্ব্বক আত্মার অধীনে স্থিরভাবে রাখিবে।।২৬।।

বিশ্বনাথ—যদি চ প্রাক্তনদোষোদ্‌গমবশাৎ রজোগুণস্পৃষ্টং মনশ্চঞ্চলং স্যাৎ, তদা পুনর্যোগমভ্যসেদিত্যাহ—যতো যত ইতি।।২৬।।

বঙ্গানুবাদ—যদি প্রাক্তন দোষের উদ্গমবশে রজোগুণস্পৃষ্ট মন চঞ্চল হয় তখন পুনরায় যোগ অভ্যাস করিবে—তাই বলিতেছেন 'যতো যতো' ইত্যাদি।।২৬।।

অনুবর্ষিণী—মন চঞ্চল হইলে অর্থাৎ বিষয় ভোগে প্রধাবিত হইলে,

যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তৎক্ষণাৎ সেই সেই বিষয় হইতে প্রত্যাহার দ্বারা আত্মাতেই নিরতিশয় সুখের ভাবনায় বশ করিবে।।২৬।।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্।।২৭।।

অন্বয়—শান্তরজসং (নিবৃত্ত রজোগুণ) প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত) অকল্মষম্ (পাপ রহিত) ব্রহ্মভূতম্ এনম্ (এই) যোগিনং (যোগীকে) হি (নিশ্চয়) উত্তমং সুখম্ (শ্রেষ্ঠ সুখ) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়)।।২৭।।

অনুবাদ—যাঁহার হৃদয় হইতে রজোগুণ নিবৃত্ত হইয়া চিত্ত প্রশান্ত, নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়াছে, সেই যোগীকে (সমাধিজনিত) শ্রেষ্ঠ সুখ নিশ্চয় আশ্রয় করে।।২৭।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ পূর্ব্ববদেব তস্য সমাধিসুখং স্যাদিত্যাহ—প্রশান্তেতি। সুখং কর্ত্তৃ, যোগিনমুপৈতি প্রাপ্নোতি।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ—এবং তারপর পূর্ব্ববৎই তাহার সমাধিসুখ হয়, তাই বলিতেছেন—'প্রশান্ত' ইত্যাদি। সুখ যোগিকে প্রাপ্ত হয়।।২৭।।

অনুবর্ষিণী—যোগীর নিকট সমাধিসুখ স্বয়ংই উপস্থিত হয়।।২৭।।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।।২৮।।

অন্বয়—এবং (এই প্রকারে) সদা (সর্ব্বদা) আত্মানম্ (মনকে) যুঞ্জন্ (যুক্ত করিতে করিতে) বিগতকল্মষ (নিষ্পাপ) যোগী সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্মসংস্পর্শম (ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ) অত্যন্তং সুখং (অত্যুত্তম সুখ)অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)।।২৮।।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনকে সর্ব্বদা যোগনিষ্ঠ করিলে নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ পরম সুখ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন।।২৮।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ কৃতার্থ এব ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি। 'সুখমশ্নুতে' জীবন্মুক্ত এব ভবতীত্যর্থঃ।।২৮।।

বঙ্গানুবাদ—তারপর কৃতার্থই হয়, তাই বলিতেছেন—'যুঞ্জন্' ইত্যাদি। 'সুখমশ্নুতে'—জীবন্মুক্তই হয়, এই অর্থ।।২৮।।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।।২৯।।

অন্বয়—যোগযুক্তাত্মা (যোগদ্বারা সমাহিত চিত্ত) সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (ব্রহ্মদর্শী) (স—তিনি) আত্মানং (আত্মাকে) সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বভূতে অবস্থিত) সর্ব্বভূতানি চ (এবং সর্ব্বভূতকে) আত্মনি (আত্মাতে) ইক্ষতে (দেখেন)।।২৯।।

অনুবাদ—যোগের দ্বারা সমাহিতচিত্ত সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন।।২৯।।

বিশ্বনাথ—জীবন্মুক্তস্য তস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারং দর্শয়তি—সর্ব্বভূতস্থমাত্মানমিতি। পরমাত্মনঃ সর্ব্বভূতাধিষ্ঠাতৃত্বম্, আত্মনীতি পরমাত্মনঃ সর্ব্বভূতাধিষ্ঠানঞ্চ। 'ইক্ষতে' অপরোক্ষতয়া অনুভবতি। 'যোগযুক্তাত্মা' ব্রহ্মাকারান্তঃকরণঃ। সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ।।২৯।।

বঙ্গানুবাদ—সেই জীবন্মুক্তের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দেখাইতেছেন—'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্' ইত্যাদি। পরমাত্মার সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাতৃত্ব, আত্মনি—পরমাত্মাই সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান। ইক্ষতে—অপরোক্ষভাবে অনুভব করে। যোগযুক্তাত্মা—ব্রহ্মাকারান্তঃকরণ। সম অর্থাৎ ব্রহ্মই দর্শন করে তাই সমদর্শন।।২৯।।

অনুবর্ষিণী—সমাধিপ্রাপ্ত যোগীর দুইটী ব্যবহার আছে অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়া। তাঁহার ভাব-ব্যবহারে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী এবং ক্রিয়া-ব্যবহারে—সর্ব্বত্র সমদর্শী।

'সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্।।' (ভাঃ—৩।২৮।৪২) অর্থাৎ লোকে যেরূপ ভূতসকলকে মহাভূতের অন্তর্বর্ত্তী বলিয়া দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভক্তিযোগীও সর্ব্বভূতে পরমাত্মা এবং পরমাত্মার সর্ব্বভূতে অনন্যভাব দর্শন করিয়া থাকেন।।২৯।।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।।৩০।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) পশ্যতি (দেখেন), সর্ব্বং চ (এবং সর্ব্বভূতকে) ময়ি (আমাতে) পশ্যতি (দেখেন) অহং (আমি) তস্য (তাহার সম্বন্ধে) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্য হই না) স চ (তিনিও) মে (আমার পক্ষে) ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্য হন না)।।৩০।।

অনুবাদ—যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আমাতে দেখেন, আমি তাঁহার নিকট অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার নিকট অদৃশ্য হন না।।৩০।।

বিশ্বনাথ—এবমপরোক্ষানুভবিনঃ ফলমাহ—যো মামিতি। তস্যাহং ব্রহ্ম ন প্রণশ্যামি নাপ্রত্যক্ষীভবামি। তথা মৎপ্রত্যক্ষতায়াং শাশ্বতিক্যাং সত্যাং স যোগী মে মদুপাসকঃ ন প্রণশ্যতি, ন কদাচিদপি ভ্রশ্যতি।।৩০।।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে অপরোক্ষানুভবীর ফল বলিতেছেন—'যো মাম্' ইত্যাদি। তাহার সম্বন্ধে আমি ব্রহ্ম ন প্রণশ্যামি—অপ্রত্যক্ষীভূত হই না। সেই প্রকার আমার প্রত্যক্ষতা শাশ্বতিকা অর্থাৎ নিত্য হওয়ায় সেই যোগী মে— আমার উপাসক ন প্রণশ্যতি—কদাচও ভ্রষ্ট হয় না।।৩০।।

অনুবর্ষিণী—অপরোক্ষানুভবীর পক্ষে ভগবান অদৃশ্য হন না এবং যোগীও ভগবানের পক্ষে অদৃশ্য হন না। অর্থাৎ উভয়ের সাক্ষাৎকার সর্ব্বদা হওয়ার উপাসক ভ্রষ্ট হন না।

"যিনি সর্ব্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি তাঁহারই হই, অর্থাৎ শান্তরতি অতিক্রম করতঃ আমাদের মধ্যে 'আমি—তাহার'; 'সে—আমার' এইরূপ একটী সম্বন্ধযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয়। সে সম্বন্ধ জন্মিলে আর আমি তাহাকে শুষ্ক নির্ব্বাণরূপ সর্ব্বনাশ প্রদান করি না,—সে আমার দাস হয় বলিয়া আর নষ্ট হইতে পারেন না।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।৩০।।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।।৩১।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) সর্ব্বভূতস্থিতং (সর্ব্বভূতে স্থিত) মাং আমাকে একত্বম্ (একত্ব বুদ্ধিতে) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া) ভজতি (ভজন করেন)

সর্ব্বথা (সর্ব্বঅবস্থায়) বর্ত্তমানঃ অপি (অবস্থিত থাকিয়াও) স যোগী (সেই যোগী) ময়ি বর্ত্ততে (আমাতেই থাকেন)।।৩১।।

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বভূতে স্থিত আমাকে একত্ববুদ্ধিতে আশ্রয় করিয়া ভজন করেন, তিনি সর্ব্ব-অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও আমাতেই অবস্থিত থাকেন।।৩১।।

বিশ্বনাথ—এবং মদাপরোক্ষানুভবাৎ পূর্ব্বদশায়ামপি সর্ব্বত্র পরাত্মভাবনয়া ভজতো যোগিনো ন বিধি-কৈঙ্কর্য্যমিত্যাহ—সর্ব্বেতি। পরমাত্মৈব সর্ব্বকরণত্বাদেকোঽস্তীত্যেকত্বমাস্থিতঃ সন্ ভজতি, শ্রবণস্মরণাদিভজনযুক্তো ভবতি। স সর্ব্বথা শাস্ত্রোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নকুর্ব্বন্ বা বর্ত্তমানো ময়ি বর্ত্ততে, ন তু সংসারে।।৩১।।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে আমার অপরোক্ষানুভবের পূর্ব্বদশায়ও সর্ব্বত্র পরাত্মভাবনায় ভজনশীল যোগীর বিধি-কৈঙ্কর্য্য—বিধি-বাধ্যতা নাই, তাই বলিতেছেন—'সর্ব্ব' ইত্যাদি। পরমাত্মাই সর্ব্বকরণ বলিয়া একই আছেন এই একত্বকে আস্থা বা আশ্রয় করিয়া যে ভজন করে অর্থাৎ শ্রবণস্মরণাদি-ভজনযুক্ত হয়। সে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিয়া বা না করিয়া 'বর্ত্তমানঃ'—আমাতে অবস্থান করে, কিন্তু সংসারে নহে।।৩১।।

অনুবর্ষিণী—স্থাবর জঙ্গমভেদে প্রাণীসমূহের দেহ ভিন্ন ও বহু এবং প্রতি দেহে জীবাত্মা পৃথক হইলেও পরমাত্মা একই—'একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।' (শ্রুতি) অর্থাৎ এক হইয়াও যিনি বহু প্রকারে অবভাত হন। স্মৃতিতেও পাওয়া যায়—'এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপী ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে।।' অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু একই; কেবল ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে তিনি একই সূর্য্যের ন্যায় বহু প্রকারে প্রতীত হন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভীষ্মোক্ত 'তমিমমহমজং শরীরভাজাং' (ভাঃ—১।৯।৪২) শ্লোঃ আলোচ্য।

দ্রষ্টব্য। "যোগীর সাধনকালে যে চতুর্ভুজাকার ঈশ্বরের ধ্যান উপদিষ্ট আছে, তাহা সমাধিকালে নির্ব্বিকল্প অবস্থায় পরমতত্ত্বের 'সাধন' ও 'সিদ্ধ'-কালগত দ্বৈতবুদ্ধি-রহিত হইলে আমার সচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দরমূর্ত্তিতে একত্ব বুদ্ধি হয়। সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে যে যোগী ভজন করেন অর্থাৎ

শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা ভক্তি করেন, তিনি কার্য্যকালে 'কর্ম্ম', বিচারকালে 'জ্ঞান' এবং যোগকালে 'সমাধি' অনুষ্ঠান করিয়াও আমাতে বর্ত্তমান থাকেন। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে যোগের উপদেশস্থলে কথিত আছে—"দিক্‌কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতে বিধায় চ। তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ।।"

দিক্ ও কালাদিদ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, তাঁহাতে চিত্ত বিধান করিলে তন্ময়তাদ্বারা জীবের শ্রীকৃষ্ণরূপ পরব্রহ্মের সংস্পর্শ-সুখ উদিত হয়। কৃষ্ণভক্তিই যোগসমাধির চরমতা।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।৩১।।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।৩২।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) আত্মৌপম্যেন (নিজের ন্যায়) সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ অথবা দুঃখকে) সমং (সমান) পশ্যতি (দেখেন) সঃ যোগী (সেই যোগী) পরমঃ মতঃ (শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত) ।।৩২।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! যিনি সর্ব্বভূতে নিজের অনুরূপ (সকলের) সুখ বা দুঃখকে সমান ভাবে দেখেন সেই যোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহাই আমার অভিমত।। ৩২।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, সাধনদশায়ং যোগী সর্ব্বত্র সমঃ স্যাদিত্যুক্তম্। তত্র মুখ্যং সাম্যং ব্যাচষ্টে—আত্মৌপম্যেনেতি। সুখং বা দুঃখং বেতি—যথা মম সুখং প্রিয়ং, দুঃখমপ্রিয়ং, তথৈবান্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি, ন তু কস্যাপি দুঃখং, স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ—আরও সাধনদশায় যোগী সর্ব্বত্র সম হয়—ইহা কথিত হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে মুখ্য সাম্যকে বিশেষভাবে বলিতেছেন—'আত্মৌপম্যেন' ইত্যাদি। সুখং বা দুঃখং বা—যেরূপ সুখ আমার প্রিয়, দুঃখ অপ্রিয়, সেইরূপ অন্যের পক্ষেও তাহাই এইরূপ সর্ব্বত্র সম দর্শন করিয়া সকলের সুখই যে বাঞ্ছা করে, কিন্তু কাহারও দুঃখ নহে, সেই যোগী শ্রেষ্ঠ—আমার অভিমত।। ৩২।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমনু ধ্রুবকে বলিয়াছেন—'সমত্বেন চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি।।' (ভাঃ—৪।১১।১৩) যিনি সর্ব্ব প্রাণীকে সমভাবে দর্শন করেন, সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান্ সেই ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। "সমত্ব—স্বতুল্য হর্ষশোকক্ষুৎপিপাসাদিমত্ব ভাবনাদ্বারা। যেরূপ কথিত হইয়াছে—'আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র' (গীঃ—৬।৩২)" শ্রীবিশ্বনাথ।। ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—'ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ।' (ভাঃ—৩।২৯।৩৩) কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য সমদর্শী পুরুষ অপেক্ষা কোন জীবকেই আমি শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই না।।৩২।।

অর্জ্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্।।৩৩।।

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন), (হে) মধুসূদন! ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) সাম্যেন (সমতাপূর্ব্বক) অয়ম্ (এই) যঃ যোগঃ (যে যোগ) প্রোক্তঃ (কথিত হইল) চঞ্চলত্বাৎ (চঞ্চলতা হেতু) এতস্য (ইহার) স্থিরাম্ (বহুকালব্যাপী) স্থিতিং (স্থিতি) অহম্ (আমি) ন পশ্যামি (দেখিতে পাইতেছি না)।।৩৩।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন—হে মধুসূদন! তুমি সর্ব্বত্র সমদর্শনরূপ যে যোগের কথা বলিয়াছ, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল বলিয়া ইহার দীর্ঘকালস্থায়িত্ব আমি দেখিতেছি না।।৩৩।।

বিশ্বনাথ—ভগবদুক্তলক্ষণস্য সাম্যস্য দুষ্করত্বমালক্ষ্য উবাচ—যোঽয়মিতি। এতস্য সাম্যেন প্রাপ্তস্য যোগস্য স্থিরাং সার্ব্বদিকীং স্থিতিং ন পশ্যামি। এষ যোগঃ সর্ব্বদা ন তিষ্ঠতি। কিন্তু ত্রিচতুরদিনান্যেবেত্যর্থঃ। কুতঃ?—চঞ্চলত্বাৎ। তথা হি আত্মসুখদুঃখসমমেব সর্ব্বজগদ্বর্ত্তিজনানাং সুখদুঃখং পশ্যেদিতি সাম্যমুক্তম্। তত্র যে বন্ধবস্তটস্থাশ্চ, তেষু সাম্যং ভবেদপি; যে রিপবো ঘাতকাঃ দেষ্টারো নিন্দকাশ্চ তেষু ন সম্ভবেদেব। ন হি ময়া স্বস্য যুধিষ্ঠিরস্য দুর্য্যোধনস্য চ সুখদুঃখে সর্ব্বথা তুল্যে দ্রষ্টুং শক্যেতে। যদি চ স্বস্য স্বরিপূণাঞ্চ জীবাত্মপরমাত্মপ্রাণেন্দ্রিয়-দৈহিক ভূতানি সমান্যেবেতি বিবেকেন পশ্যেত, তদা তৎ খলু দ্বিত্রিদিনান্যেব স্যাৎ,

বিবেকনাতিপ্রবলস্যাতিচঞ্চলস্য মনসো নিগ্রহনাশক্যত্বাৎ। প্রত্যুত বিষয়াসক্তেন তেন মনসৈব বিবেকস্য গ্রস্যমানত্বদর্শনাদিতি।।৩৩।।

বঙ্গানুবাদ—ভগবৎকথিত লক্ষণযুক্ত সাম্যের দুষ্করত্ব লক্ষ্য করিয়া (অর্জ্জুন) বলিলেন—'যোঽয়ম্' ইত্যাদি। এই সাম্যদ্বারা প্রাপ্ত যোগের স্থিরা—সর্ব্বদিকে স্থিতি দেখিতে পাই না। এই যোগ সর্ব্বদা থাকে না। কিন্তু তিন চারি দিন মাত্র—এই অর্থ। কেন?—চঞ্চল বলিয়া। সেই রূপই নিজ সুখ দুঃখের সমই সর্ব্বজগদ্বর্ত্তি জনগণের সুখ দুঃখ দেখিবে—এই বাক্যে সাম্য কথিত হইয়াছে। সেস্থলে যে বন্ধুবর্গ তটস্থা তাহাদিগেতে সাম্য হয়, যাহারা রিপু, ঘাতক, দ্বেষ্টা এবং নিন্দক তাহাদিগেতে সম্ভবই হয় না। আমি নিজের, যুধিষ্ঠিরের এবং দুর্যোধনের সুখ ও দুঃখ সর্ব্বতোভাবে তুল্য দেখিতে সমর্থ নহি। যদিও নিজের এবং নিজ বৈরিবর্গের জীবাত্মা পরমাত্মা প্রাণ ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহধারী ভূতসমূহকে বিবেক দ্বারা সমান দৃষ্ট হয়, তাহাও কিন্তু দুই তিন দিনের জন্যই, বিবেকদ্বারা অতি প্রবল—অতি চঞ্চল মনের নিগ্রহ করিতে পারা যায় না বলিয়া। প্রত্যুত বিষয়াসক্ত মন বিবেককে গ্রাস করে এই দেখিয়া।।৩৩।।

অনুবর্ষিণী—ভক্ত অর্জ্জুনের ষষ্ঠ প্রশ্ন—মন অতিশয় চঞ্চল ও বলিষ্ঠ বলিয়া জগতে লোক সমূহের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া সাম্যব্যবহার করা দুষ্কর।

'এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ' ভাঃ—(১১।১৮।৩২) অর্থাৎ এক পরমাত্মাই বিভিন্ন দেহে ও আত্মমধ্যে অন্তর্যামি সূত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছেন—এই বিচারে অর্থাৎ পরমাত্মদৃষ্টিতে সমদর্শন সম্ভবপর।

'স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধির্বিভিদ্যতে। অন্য এব যথান্যোঽহমিতি ভেদগতা সতী।।' (ভাঃ—৭।৫।১২।) ভক্ত প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে কহিলেন—"যখন সেই ভগবান্ মানুষের প্রতি অনুকূল হন, তখন 'ইনি' ও 'আমি'—পরস্পর ভিন্ন, এরূপ পশুর ন্যায় বুদ্ধি নষ্ট হয়।"

"অমিত্র, উদাসীন ও বিদ্বেষীর নিকট সাধুগণের গোপনীয় কিছুই নাই" (ভাঃ—১০।২৪।৪)—এই ভগবদুক্তি হইতে বস্তুতঃ আত্মদৃষ্টি-দ্বারা—(ভগবানের জীবাখ্য তটস্থশক্তিরূপ) সকল জীবেরই একরূপতা

এবং দেহদৃষ্টিদ্বারা (মায়া শক্তিবৃত্তিরূপ) সকল দেহেরই পঞ্চভূতাত্মকত্ব বলিয়া ভেদ নাই (অর্থাৎ সম)।"—শ্রীবিশ্বনাথ।। ৩৩।।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্‌দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।।৩৪।।

অন্বয়—(হে) কৃষ্ণ! মনঃ চঞ্চলং হি (মন স্বভাবতঃ চঞ্চল) প্রমাথি (দেহেন্দ্রিয় মথনকারী) বলবৎ দৃঢ়ম্ (বলবান ও দৃঢ়) অহং (আমি) তস্য (তাহার) নিগ্রহং বায়োঃ ইব (বায়ুর ন্যায়) সুদুষ্করম্ (অসাধ্য) মন্যে (মনে করি)।।৩৪।।

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয় মথনকারী, বলবান্ ও দৃঢ়, সুতরাং তাহার নিরোধ বায়ুর ন্যায় অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়া আমি মনে করি।।৩৪।।

বিশ্বনাথ—এতদেবাহ—চঞ্চলমিতি। ননু "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, "প্রাহুঃ শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি হয়া নভীষুন্। মন ইন্দ্রিয়েশম্ বর্ত্মাতিমাত্রাধিষণাঞ্চ সূতম্" ইতি স্মৃতেশ্চবুদ্ধের্মনোনিয়ন্তৃত্বদর্শনাদ্বিবেকবত্যা বুদ্ধ্যা মনো বশীকর্ত্তুং শক্যমেবেতিচেদত আহ—'প্রমাথি' বুদ্ধিমপি প্রকর্ষেণ মথ্নাতীতি, তৎকুতঃ? ইতি চেদত আহ—'বলবৎ'। স্বপ্রশমকমৌষধমপি বলবান্ রোগো যথা ন গণয়তি, তথৈব স্বভাবাদেব বলিষ্ঠং মনো বিবেকবতীমপি বুদ্ধিম্। কিঞ্চ, দৃঢ়ম্ অতিসূক্ষ্মবুদ্ধিসূচ্যাপি লোহমিব সহসা ভেত্তুমশক্যম্। বায়োরিতি আকাশে দোধূয়মানস্য বায়োর্নিগ্রহং কুম্ভকাদিনা নিরোধমিব যোগেনাষ্টাঙ্গেন মনসোঽপি নিরোধং দুষ্করং মন্যে।।৩৪।।

বঙ্গানুবাদ—এই কথাই বলিতেছেন—'চঞ্চল' ইত্যাদি। আচ্ছা, 'আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ জানিবে' (কঠ ১।৩।৩)—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে, 'পণ্ডিতগণ শরীরকে রথ, ইন্দ্রিয়গণকে ভীষণ অশ্বসমূহ, মনকে ইন্দ্রিয়ের ঈশ বা কর্ত্তা, মাত্রাবর্গকে বর্ত্ম বা পথ এবং ধিষণা বা বুদ্ধিকে সূত বলেন।' —এই স্মৃতি-বাক্য হইতে বুদ্ধিকে মনের নিয়ন্তা দেখিয়া বিবেকবতী বুদ্ধি মনকে বশীভূত করিতে পারে—যদি ইহা হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রমাথি বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টভাবে মথন করে, যদি

বল তাহা কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—বলবৎ—যেমন বলবান্ রোগ স্বপ্রশমক ঔষধকেও গণনা বা গ্রাহ্য করে না; সেইরূপই স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ মন বিবেকবতী বুদ্ধিকেও (গ্রাহ্য করে না)। আরও দৃঢ়ম্—অতিসূক্ষ্ম সূচিদ্বারা যেমন লৌহ সহজে ভেদ করা যায় না তদ্রূপ অতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিও মনকে সহসা ভেদ করিতে পারে না। বায়ো—আকাশে প্রবাহমান বায়ুর নিগ্রহের ন্যায় কুম্ভকাদি যোগেরদ্বারা নিরোধের ন্যায় অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা মনেরও নিরোধ বা নিগ্রহ দুষ্কর মনে করি।। ৩৪।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—'ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি' (গীঃ—১০।২২,) আমি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে (দুর্জ্জয় এবং তাহাদের প্রবর্ত্তক) মন। 'দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ' (ভাঃ—১১।১৬।১১,) (হে উদ্ধব!) আমি দুর্জ্জয়-পদার্থগণের মধ্যে মন।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু গাহিয়াছেন—'মনোবশেহ্যন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি। ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ।।' (ভাঃ—১১।২৩।৪৭) অর্থাৎ অন্য দেবগণ এই মনের বশীভূত কিন্তু মন কাহারও বশীভূত হয় না, যেহেতু এই মন বলবান্ হইতেও মহাবলশালী এবং যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর; অতএব যিনি এই মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় বিজয়ী হইয়া থাকেন।

"যদি বল, অন্য ইন্দ্রিয়জয়ও অপেক্ষনীয়; তদুত্তরে বলিতেছেন—না, মনোবশে সর্ব্বেন্দ্রিয় জয়"—শ্রুতি বলিতেছেন—'মনসো বশে সর্ব্বমিদং বভূব। নান্যস্য মনো বশমন্বিয়ায় ভীষ্মোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্'। — শ্রীবিশ্বনাথ।

স্বভাবতঃ চঞ্চল ও দুর্জ্জয় মনকে যোগদ্বারাও বশে আনয়ন করা অসম্ভব বলিয়া ভক্ত অর্জ্জুন জীবগণের প্রতি সদয় হইয়া শ্রীভগবানকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। যিনি ভক্তগণের পাপাদিদোষ আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের পুরুষার্থ-প্রাপ্তির উপায় বিধান করেন, তিনি কৃষ্ণ। শ্রীধরস্বামিপাদও কৃষ্ণ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।' (মঃ ভাঃ উঃ পঃ ৭১ অঃ ৪ শ্লোঃ।) অর্থাৎ কৃষ্ ধাতু আকর্ষক সত্ত্বা-বাচক, ণশ্চ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক।

অর্থাৎ যিনি জীবগণকে মায়ার কবল হইতে আকর্ষণ করিয়া নিজ নিত্য দাস্যে নিযুক্ত করতঃ পরমানন্দ প্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণ। অতএব কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত মনোনিগ্রহের অন্য উপায় নাই। কিন্তু ভক্তি ব্যতীত সেই কৃপাপ্রাপ্তিরও সম্ভাবনা নাই—'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।।' (ভাঃ—১১।১৪।২০,) অতএব ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই দুর্জ্জয় মন বশীভূত হয়। দেবর্ষি নারদও বলিয়াছেন—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।।" ভাঃ—১।৬।৩৬,

'আত্মা—মন' শ্রীধর। এস্থলেও 'মুকুন্দ—মুকুং—মুক্তিং দদাতি; মুঃ—মুক্তিসুখং কুঃ—কুৎসিতং করোতি 'মুকুঃ'—প্রেমানন্দস্তং দদাতি'।। ৩৪।।

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।৩৫।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—মহাবাহো! মনঃ দুর্নিগ্রহং চলম্ (চঞ্চল) এতৎ অসংশয়ং (সংশয়হীন) তু (কিন্তু) কৌন্তেয়! অভ্যাসেন (অভ্যাসের দ্বারা) বৈরাগ্যেণ চ (এবং বৈরাগ্যের দ্বারা) গৃহ্যতে (নিরুদ্ধ হয়)।।৩৫।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহো অর্জ্জুন! মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল, ইহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিগৃহীত হয়।।৩৫।।

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থমঙ্গীকৃত্য সমাদধাতি—অসংশয়মিতি। ত্বয়োক্তং সত্যমেব; কিন্তু বলবানপি রোগঃ তৎপ্রশমকৌষধসেবয়া সদ্বৈদ্য-প্রযুক্তপ্রকারয়া মুহুরভ্যস্তয়া যথা চিরকালেন শাম্যত্যেব, তথা দুর্নিগ্রহমপি মন অভ্যাসেন সদ্গুরূপদিষ্টপ্রকারেণ পরমেশ্বরধ্যানযোগস্য মুহুরনুশীলনেন বৈরাগ্যেণ বিষয়েষ্বনাসঙ্গেন চ গৃহ্যতে স্বহস্তবশীকর্ত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। তথা চ পাতঞ্জলসূত্রম্—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" ইতি। 'মহাবাহো' ইতি সংগ্রামে ত্বয়া যন্মহাবীরা অপি বিজীয়ন্তে; স চ

পিনাকপাণিরপিবশীকৃতস্তেনাপি কিম্? —যদি মহাবীরশিরোমণির্মনোনামা প্রাধানিকো ভটো মহাযোগাস্ত্রপ্রয়োগেন জেতুং শক্যতে, তদৈব মহাবাহুতেতি ভাবঃ। 'হে কৌন্তেয়'—ইতি তত্র ত্বং মা ভৈষীঃ, —মৎপিতুঃ স্বসুঃ কুন্ত্যাঃ পুত্রে ত্বয়ি ময়া সাহায্যং বিধেয়মিতি ভাবঃ।।৩৫।।

বঙ্গানুবাদ—কথিত অর্থ অঙ্গীকার করিয়া সমাধান করিতেছেন—'অসংশয়ং' ইত্যাদি। তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্যই; কিন্তু বলবান রোগও সদ্বৈদ্যপ্রযুক্ত প্রকারদ্বারা তৎপ্রশমক ঔষধ সেবায় বার বার অভ্যাস দ্বারা যেরূপ দীর্ঘকালে সাম্যতাই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দুর্নিগ্রহ মনও অভ্যাসদ্বারা সদ্গুরুর উপদিষ্ট প্রকারে পরমেশ্বরের ধ্যানযোগের বার বার অনুশীলন এবং বৈরাগ্য বিষয়ে অনাসঙ্গ দ্বারা গৃহ্যতে—স্বহস্তে বশীকৃত করিতে পারা যায়; এই অর্থ। সে বিষয়ে পাতঞ্জল সূত্রে (পাঃ স ১২ সূত্র) পাওয়া যায়—"অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ"। মহাবাহো,—সংগ্রামে তুমি যে মহাবীরগণকেও জয় করিয়াছ, এমন কি পিণাকপাণিও বশীকৃত হইয়াছে, তাহা দ্বারা কি হইল? যদি মহাবীরশিরোমণি মনোনামক প্রাধানিক ভটকে (সেনাকে) মহাযোগাস্ত্র প্রয়োগে জয় করিতে সমর্থ হও, তখনই মহাবাহু, এই ভাব। হে কৌন্তেয়,—সে বিষয়ে তুমি ভয় পাইও না,—আমার পিতার ভগ্নি কুন্তীর পুত্র তোমাকে আমার সাহায্য করা বিধেয়, এই ভাব।।৩৫।।

অনুবর্ষিণী—বৈরাগ্য শব্দে পাতঞ্জল (১৫ সূত্রে)—"দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ে মন যখন বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণ হয় তখনই মনের বশীকার বৈরাগ্য সমুপস্থিত হয়।

যোগশাস্ত্রে হঠ ও ক্রম ভেদে মনের নিগ্রহ দুই প্রকার। হঠনিরোধ—হঠকারিতা কিন্তু ক্রমনিগ্রহই যুক্তিযুক্ত। শ্রীবশিষ্ঠ মনের হঠনিগ্রহের নিন্দা করিয়া ক্রমনিগ্রহ যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন—"উপবিশ্যোপবিশ্যৈব চিত্তজ্ঞেন মুহুর্ম্মুহুঃ। ন শক্যতে মনো জেতুং বিনা যুক্তিমনিন্দিতাম্।। অঙ্কুশেন বিনা মত্তো যথা দুষ্টমতঙ্গজঃ অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমং সাধুসঙ্গম এব চ।। বাসনাসংপরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দনিরোধনম্। এতাস্তা যুক্তয়ঃ স্পষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল। সতীষু যুক্তিষ্বেতাসু হঠান্নিয়ময়ন্তি যে। চেতস্তে

দীপমুৎসৃজ্য বিনিঘ্নন্তি তমোঽঞ্জনৈঃ।।" অর্থাৎ অনিন্দিতা যুক্তি ব্যতীত কেবল বারবার উপবেশন করিলেই চিত্ত জয় করা যায় না। অঙ্কুশ ব্যতীত যেমন দুষ্ট মাতঙ্গকে বশীভূত করা অসম্ভব, তদ্রূপ অধ্যাত্মবিদ্যা, সাধুসঙ্গ, বাসনাত্যাগ এবং প্রাণস্পন্দনিরোধ এই উপায়-চতুষ্টয় ব্যতীত চিত্তজয় করা অসম্ভব। যুক্তিদ্বারা এই সকল উপায় সাধিত না করিয়া যিনি চিত্তজয়ের চেষ্টা করেন, তিনি দীপ অপসারিত করিয়া অঞ্জনদ্বারা অন্ধকার অপনয়নের চেষ্টা করেন।

শ্রীভগবান্, ভক্ত অর্জ্জুনের কথা—'মনের নিগ্রহ দুষ্কর' স্বীকার করিয়া লইলেন। কেননা, তিনিই ভক্ত মুচুকুন্দকে বলিয়াছেন,—"যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ। অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্।।" (ভাঃ—১০।৫১।৬০) অর্থাৎ হে রাজন্, অভক্ত যোগী এবং জ্ঞানিগণের মন প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানেও বাসনাশূন্য না হইয়া পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইতে দেখা যায়।

পূর্ব্বশ্লোকে ভক্ত অর্জ্জুন স্বীয় আরাধ্যদেবতার মুখ্যতম 'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণে জীবগণকে যেমন সেই উপাস্যশিরোমণির শ্রীচরণে ভক্তিযোগেরই উপদেশ দিয়াছেন; ভক্তপ্রাণ ভগবানও তাঁহারই সমর্থনে অর্জ্জুনকে 'কৌন্তেয়' শব্দদ্বারা সম্বোধনে তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের এবং তদীয় বাক্যের যথার্থতার পরিচয় দিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণকে তাঁহারই আশ্রিত হইয়া মনোদমনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।।৩৫।।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ।।৩৬।।

অন্বয়—অসংযতাত্মনা (অবশীকৃতচিত্ত-ব্যক্তির দ্বারা) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (দুষ্প্রাপ্য) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (অভিপ্রায়) তু (কিন্তু) বশ্যাত্মনা (বশীকৃতচিত্ত-ব্যক্তির দ্বারা) উপায়তঃ (উপায়ের দ্বারা) যততা (যত্নশীল ব্যক্তি-কর্ত্তৃক) অবাপ্তুম্ শক্যঃ (পাইতে সমর্থ)।।৩৬।।

অনুবাদ—অসংযতচিত্ত ব্যক্তির দ্বারা যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহা আমার অভিমত, কিন্তু সংযতচিত্ত ব্যক্তি সাধনভূত উপায়ের দ্বারা যত্ন করিতে

করিতে যোগ লাভ করিতে সমর্থ হয়।।৩৬।।

বিশ্বনাথ—অত্রায়ং পরামর্শ ইত্যত আহ—অসংযতাত্মনা অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযতং মনো যস্য তেন। তাভ্যাং তু বশ্যাত্মনা বশীভূতমনসাপি পুংসা যততা চিরং যত্নবতৈব যোগো মনো-নিরোধলক্ষণঃ সমাধিরুপায়তঃ সাধনভূয়স্ত্বাৎ প্রাপ্তুং শক্যঃ।।৩৬।।

বঙ্গানুবাদ—এ বিষয়ে এই পরামর্শ, তাই বলিতেছেন—অসংযতাত্মনা অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা যাহার মন সংযত নহে, তদ্দ্বারা। কিন্তু ঐ উভয়ের দ্বারা বশ্যাত্মনা—বশীভূত মনের দ্বারাই পুরুষ যততা—দীর্ঘকাল যত্নবানই যোগ—মনের নিরোধলক্ষণ সমাধি উপায়তঃ—পুনঃ পুনঃ সাধন বলে পাইতে সমর্থ।।৩৬।।

অনুবর্ষিণী—'যথার্থ উপায়-সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, যিনি ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্ম্মযোগদ্বারা এবং তদঙ্গীভূত আমার ধ্যানাদি-দ্বারা নিয়ত চিত্তকে একাগ্র করিতে অভ্যাস করেন এবং যুগপৎ দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বৈরাগ্য-সহকারে বিষয় স্বীকার করেন, তিনি ক্রমশঃ যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।' —শ্রীভক্তিবিনোদ।।৩৬।।

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।

অপ্রাপ্য যোগ সংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।।৩৭।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ, কৃষ্ণ! শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাসহকারে) উপেতঃ (প্রবৃত্ত) অযতি (পরে শিথিল প্রযত্ন) যোগাৎ (যোগ হইতে) চলিতমানসঃ (ভ্রষ্টচিত্ত) যোগসংসিদ্ধিং (যোগফল) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) কাং গতিং (কি গতি) গচ্ছতি? (লাভ করেন)।।৩৭।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে প্রবৃত্ত হইয়া পরে অভ্যাসের শৈথিল্য হেতু যোগ হইতে বিচলিত চিত্তব্যক্তি যোগসিদ্ধি লাভ করিতে না পারিয়া কীদৃশী গতি লাভ করিয়া থাকেন?।।৩৭।।

বিশ্বনাথ—ননু অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং প্রযত্নবতৈব পুংসা যোগো লভ্যত ইতি ত্বয়োচ্যতে। যস্য এতৎ ত্রিতয়মপি ন দৃশ্যতে তস্য কা গতিরিতি পৃচ্ছতি। অযতিঃ অল্পযত্নঃ,—অনবর্ণায় বা গুরিতিবদল্পার্থে নঞ। অথ চ

শ্রদ্ধয়োপেতঃ, যোগশাস্ত্রাস্তিক্যেন তত্র শ্রদ্ধয়া উপেতঃ যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত এব, ন তু লোকবঞ্চকত্বেন মিথ্যাচারঃ। কিন্তু অভ্যাস-বৈরাগ্যয়োরভাবেন যোগাচ্চলিতং বিষয়প্রবণীভূতং মানসং যস্য সঃ। অতএব যোগস্য সংসিদ্ধিং সম্যক্ সিদ্ধিম্ অপ্রাপ্যেতি যৎকিঞ্চিৎ সিদ্ধিত্বন্তু প্রাপ্ত এবেতি যোগারুরুক্ষা-ভূমিকাতোঽগ্রিমাং যোগারোহভূমিকায়াঃ প্রথমাং কক্ষাং গত ইতি ভাবঃ।।৩৭।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, আপনি বলিয়াছেন—'অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা প্রযত্নবান্ পুরুষই যোগ লাভ করে।' যাহাতে এই তিনটি দেখা যায় না, তাহার কি গতি? ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—অযতি—অল্পযত্ন—'অনবর্ণায়' ইত্যাদি পাণিনি-সূত্রের দ্বারা অল্পার্থে'ন'। কিন্তু শ্রদ্ধয়োপেতঃ—যোগশাস্ত্রে আস্তিক্য হেতু তাহাতে শ্রদ্ধয়া উপেতঃ—যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত, কিন্তু লোকবঞ্চকের ন্যায় মিথ্যাচার নহে। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে যোগ হইতে চলিত বিষয়প্রবণীভূত মন যাহার সে। অতএব যোগের সংসিদ্ধি—সম্যক্ সিদ্ধি না পাইয়া কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ সিদ্ধিত্ব প্রাপ্তই, ইহা যোগারুরুক্ষা-ভূমিকা হইতে অগ্রিম যোগারোহভূমিকার প্রথম কক্ষায় গত, এই ভাব।।৩৭।।

অনুবর্ষিণী—তিনটি—অভ্যাস, বৈরাগ্য ও প্রযত্ন। মিথ্যাচার—যে ব্যক্তি বাহ্যেন্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিয়া ভগবদ্ধ্যানচ্ছলে মনে মনে বিষয়সমূহ স্মরণ করে, তাহারই আচার মিথ্যাচার অর্থাৎ কপটাচার।।৩৭।।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।।৩৮।।

অন্বয়—মহাবাহো! উভয়বিভ্রষ্টঃ (কর্ম্ম ও যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় পথে) বিমূঢ়ঃ (বিক্ষিপ্ত) অপ্রতিষ্ঠঃ (সাধনরূপ আশ্রয়বিহীন) ছিন্নাভ্রম্ ইব (বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায়) ন নশ্যতি কচিৎ? (নাশপ্রাপ্ত হন না কি?)।।৩৮।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! কর্ম্ম ও যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় পথে বিক্ষিপ্ত হইয়া, সাধনরূপ আশ্রয়বিহীন হওয়ায়, ছিন্নমেঘের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হন না কি?।।৩৮।।

বিশ্বনাথ—ক্বচিৎ ইতি প্রশ্নে উভয়বিভ্রষ্টঃ। কর্ম্মমার্গাচ্চ্যুতঃ—যোগমার্গঞ্চ সম্যক্ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। ছিন্নাভ্রমিবেতি—যথা ছিন্নম্ অভ্রং মেঘঃ পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্‌বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরং চাপ্রাপ্তং সৎ মধ্যে বিলীয়তে। তেনাস্য ইহলোকে যোগমার্গেঽপ্রবেশাদ্বিষয়-ভোগত্যাগেচ্ছা সম্যগ্বৈরাভাবাদ্বিষয়-ভোগেচ্ছা চ ইতি কষ্টম্। পরলোকে চ স্বর্গসাধনস্য কর্ম্মণোঽভাবাৎ মোক্ষসাধনস্য যোগস্যাপ্যপরিপাকাৎ ন স্বর্গমোক্ষাবিত্যুভয়লোকে এবাস্য বিনাশ ইতি দ্যোতিতম্। অতো ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়োঽয়ম্ অপ্রতিষ্ঠঃ প্রতিষ্ঠামাস্পদমপ্রাপ্তঃ সন্ ক্বচিৎ কিং নশ্যতি ন নশ্যতি বেতি ত্বং পৃচ্ছ্যসে।।৩৮।।

বঙ্গানুবাদ—ক্বচিৎ—ইহা প্রশ্নে, উভয় বিভ্রষ্ট—কর্ম্মমার্গ হইতে চ্যুত—এবং যোগমার্গ সম্যক্ অপ্রাপ্ত—এই অর্থ। ছিন্নাভ্রমিব—যেরূপ ছিন্ন অভ্র—মেঘ পূর্ব্ব মেঘ হইতে বিশ্লিষ্ট এবং অভ্রান্তর অর্থাৎ অন্য মেঘ না পাইয়া মধ্যে বিলীন হয়। তদ্দ্বারা ইহার ইহলোকে যোগমার্গে অপ্রবেশহেতু বিষয়-ভোগের ত্যাগেচ্ছা এবং সম্যক্ বৈরাগ্যের অভাবহেতু বিষয়ভোগেচ্ছা—এই কষ্ট। এবং পরলোকে স্বর্গসাধন কর্ম্মের অভাবে মোক্ষসাধনের যোগেরও অপরিপাকে স্বর্গ নহে, মোক্ষ নহে—উভয় লোকেই ইহার বিনাশ ইহা প্রকাশিত হইতেছে। তারপর ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় পথে—মার্গে এই বিমূঢ় অপ্রতিষ্ঠ—প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আস্পদ না পাইয়া ক্বচিৎ কি নাশ প্রাপ্ত হয় এবং কি বা নাশ প্রাপ্ত হয় না, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।।৩৮।।

অনুবর্ষিণী—উভয়বিভ্রষ্ট—বৈরাগ্যের অভাবে যোগানুশীলন সুষ্ঠুরূপে না হওয়ায় অর্থাৎ যোগ পূর্ণ না হওয়ায় মুক্তিলাভ হয় না এবং স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবে স্বর্গলাভও হয় না।

নাশ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—ছিন্ন মেঘখণ্ড যেমন পূর্ব্ব মেঘমণ্ডল হইতে ছিন্ন হইয়া অন্যমেঘের আশ্রয় না পাইয়া মধ্যপথে একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়।।৩৮।।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে।।৩৯।।

অন্বয়—কৃষ্ণ! মে (আমার) এতৎ (এই) সংশয়ং (সন্দেহ) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) ছেত্তুম্ (ছেদন করিতে) অর্হসি (তুমি যোগ্য) ত্বদন্যঃ (তোমা ব্যতীত অপর কেহ) অস্য সংশয়স্য (এই সন্দেহের) ছেত্তা (ছেদনকারী) ন হি উপপদ্যতে (নিশ্চয় থাকিতে পারে না)।।৩৯।।

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন করিতে তুমিই সমর্থ, তোমা ছাড়া অন্য কেহ এই সংশয় ছেদনের যোগ্য থাকিতে পারে না।।৩৯।।

বিশ্বনাথ—এতৎ এতম্।।৩৯।।

বঙ্গানুবাদ—'এতৎ'—ক্লীবলিঙ্গস্থলে সংশয়ের বিশেষণ 'এতম' হওয়া উচিত।।৩৯।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমদর্জ্জুন বলিলেন—আপনি পরমেশ্বর, সর্ব্বকারণকারণ, সর্ব্বজ্ঞ। কোন দেবতা বা ঋষি আপনার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন নহেন। অতএব আপনি ব্যতীত অন্য কেহই এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ নহেন।।৩৯।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।।৪০।।

অন্বয়—শ্রীভগবানুবাচ,—পার্থ! তস্য (তাহার) বিনাশঃ (বিনাশ) ন এব ইহ (ইহলোকেও না) ন অমুত্র বিদ্যতে (পরলোকেও নাই) তাত হি (যেহেতু) কল্যাণকৃৎ (শুভানুষ্ঠাতা) কশ্চিৎ (কোন ব্যক্তি) দুর্গতিং (অধোগতি) ন গচ্ছতি (লাভ করেন না)।।৪০।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান বলিলেন—হে পার্থ! তাদৃশ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে বা পরলোকে বিনাশ নাই, হে বৎস, যেহেতু কল্যাণপ্রাপক—যোগের অনুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিই দুর্গতি লাভ করে না।।৪০।।

বিশ্বনাথ—ইহ লোকে অমুত্র—পরলোকেঽপি কল্যাণং কল্যাণপ্রাপকং যোগং করোতীতি সঃ।।৪০।।

বঙ্গানুবাদ—ইহলোকে অমুত্র পরলোকেও কল্যাণং—কল্যাণপ্রাপক যোগ করে।।৪০।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে 'পার্থ' (দেবরাজের প্রসাদে পৃথা হইতে উৎপন্ন) সম্বোধনে নিজের সহিত সম্বন্ধবন্ধের পরিচয়ে পরমাত্মীয়তা দেখাইলেন 'তাত' (পিতা পুত্ররূপে নিজেকে বিস্তার করেন বলিয়া তত' কথিত হয়, স্বার্থে অন্ প্রত্যয়ে—তাত) শ্রীগুরুদেব পুত্রস্থানীয় শিষ্যকে যেমন স্নেহভরে 'তাত' সম্বোধন করেন, শ্রীভগবান্‌ও আজ সেইভাবে প্রিয় সখাকে 'তাত' বাক্যে সম্বোধন করিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন—যিনি আস্তিক্যবুদ্ধি বা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগে প্রবৃত্ত হন, তিনি শুভকারী। সুতরাং সেই যোগ তাঁহার প্রতি কল্যাণ প্রাপক বলিয়া তিনি ইহ ও পরলোকে দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হন না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। "মূলকথা এই যে, মানবসকল দুই ভাবে বিভক্ত—'অবৈধ' ও 'বৈধ'। যে-সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ করে, কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা পশুদিগের ন্যায় বিধিশূন্য। সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক, দুর্ব্বলই হউক বা বলবানই হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ—সর্ব্বদা পশুতুল্য; তাহাদের কার্য্যে কোন প্রকার কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা নাই। বৈধ নরগণকে 'কর্ম্মী', 'জ্ঞানী' ও 'ভক্ত'—এই তিন শ্রেনীতে বিভাগ করা যায়। কর্ম্মিগণকে 'সকামকর্ম্মী' ও 'নিষ্কামকর্ম্মী' এই দুই ভাগে বিভাগ করা যায়; 'সকামকর্ম্মিসকল'—অত্যন্ত ক্ষুদ্র সুখান্বেষী অর্থাৎ অনিত্যসুখাভিলাষী। তাহাদের স্বর্গাদিলাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত সুখই অনিত্য; অতএব যাহাকে জীবের পক্ষে 'কল্যাণ' বলা যায়, তাহা তাহাদের প্রাপ্য নয়। জীবের জড়মোচনানন্তর নিত্যানন্দ-লাভই 'কল্যাণ'। সেই নিত্যানন্দ-লাভ যে পর্ব্বে নাই, সে পর্ব্বই নিরর্থক। কর্ম্মকাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ-লাভের উদ্দেশ্য সংযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মকে 'কর্ম্মযোগ' বলা যায়। সেই কর্ম্মযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর ধ্যানযোগ ও চরমে ভক্তিযোগ লব্ধ হয়। সকাম কর্ম্মে যে সমস্ত আত্মসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্লেশ-স্বীকারের বিধান আছে, তাহাদ্বারা কর্ম্মীকেও 'তপস্বী' বলা যায়। তপস্যা যতই হউক, সে-সকলের অবধি—ইন্দ্রিয়সুখ বই আর কিছুই নহে। অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফললাভ করতঃ ইন্দ্রিয়তর্পণই

করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অবধি (সীমা) অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের কল্যাণউদ্দেশক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে। সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যানযোগী বা জ্ঞানযোগী—অধিকতর কল্যাণকারী। সকামকর্ম্মদ্বারা জীবের যাহা কিছু লভ্য হয়, তাহা হইতে অষ্টাঙ্গ-যোগীর সকল অবস্থার ফলই ভাল।"—শ্রীভক্তিবিনোদ।।৪০।।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।।৪১।।

অন্বয়—যোগভ্রষ্টঃ (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) পুণ্যকৃত্যাং (পুণ্যানুষ্ঠাতৃগণের) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রাপ্য (পাইয়া) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহুসংবৎসর) উষিত্বা (বাস করিয়া) শুচীনাং (সদাচারসম্পন্ন) শ্রীমতাং (ধনবানগণের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মলাভ করেন)।।৪১।।

অনুবাদ—যোগভ্রষ্ট-ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ-ব্যক্তিগণের যোগ্য লোকসমূহ লাভ করিয়া তথায় বহু সংবৎসর বাস-সুখ অনুভব করত সদাচারসম্পন্ন ধনবানগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।।৪১।।

বিশ্বনাথ—তর্হি কাং গতিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যত আহ—প্রাপ্যেতি। পুণ্যকৃতাম্ অশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকানিতি যোগস্য ফলং মোক্ষো ভোগশ্চ ভবতি। তত্র পক্কযোগিনো ভোগেচ্ছায়াং সত্যাং যোগভ্রংশে সতি ভোগ এব। পরিপক্কযোগিনস্তু ভোগেচ্ছায়া অসম্ভবান্মোক্ষ এব। কোচিত্তু পরিপক্কযোগিনোঽপি দৈবাদ্ভোগেচ্ছায়াং সত্যাং কর্দ্দমসৌভর্য্যাদিদৃষ্ট্যা ভোগমপ্যাহুরিতি। শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিকবণিগাদীনাং রাজ্ঞাং বা।।৪১।।

বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কি গতি প্রাপ্ত হয়? তাই বলিতেছেন—'প্রাপ্য' ইত্যাদি পুণ্যকৃতাং—অশ্বমেধাদিযাজিগণের লোক, যোগের ফল মোক্ষ এবং ভোগও হয়। সেক্ষেত্রে পক্কযোগীর ভোগেচ্ছা হইলে যোগভ্রংশে ভোগই। কিন্তু পরিপক্কযোগীর ভোগেচ্ছার অসম্ভব বলিয়া মোক্ষই। কোন কোন পরিপক্কযোগীর কিন্তু দৈবাৎ ভোগের ইচ্ছা হইলে কর্দ্দম, সৌভরি প্রভৃতির উদাহরণে ভোগও কথিত হয়। শুচি—সদাচারপরায়ণ শ্রীমতাং ধনিক-বণিকাদি বা রাজার।।৪১।।

অনুবর্ষিণী—অশ্বমেধ—অশ্বহনন যজ্ঞবিশেষ। শাস্ত্রকথিত সুলক্ষণযুক্ত জয়পত্রসহ অশ্ব একবৎসরকাল নানাদিগ্দেশ মধ্যে পরিচালিত করিয়া পুনরায় রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক হত্যা করিয়া তদীয় মাংসে সম্পাদনীয় যজ্ঞবিশেষ। রাজন্যবর্গই এইযজ্ঞের অধিকারী। ফাল্গুনমাসের শুক্লাষ্টমীতে আরব্ধ হইয়া একবৎসর সাতাশ দিবসে এই যজ্ঞ শেষ হয়। কলিকালে এই যজ্ঞ নিষিদ্ধ—'অশ্বমেধং...কলৌ পঞ্চ নিষেধয়েৎ।।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।) এই যজ্ঞপরায়ণ পুণ্যানুষ্ঠান-কারিগণ অর্চ্চিরাদিমার্গক্রমে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হন।

কর্দ্দম ঋষির ভোগের কথা—ভাঃ ৩।২৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সৌভরী ঋষির ভোগের কথা—ভা ৯।৬।৩৯-৫৩ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

অষ্টাঙ্গযোগ হইতে ভ্রষ্ট যোগিগণ দুই শ্রেনীতে বিভক্ত—অল্পকালাভ্যস্ত যোগভ্রষ্ট ও চিরকালাভ্যস্ত-যোগভ্রষ্ট। প্রথম শ্রেনীর যোগিগণ পুণ্যবান্দিগের প্রাপ্য স্বর্গাদিলোকে বাস করিয়া সদাচারী ধনিক্ বনিকাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।।৪১।।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।।৪২।।

অন্বয়—অথবা যোগিনাম্ (যোগিদিগের) ধীমতাম্ এব (ধীমানগণেরই) কুলে (বংশে) ভবতি (জন্মলাভ করেন), ঈদৃশম্ যৎ জন্ম (এইরূপ জন্ম) এতৎ হি (ইহা) লোকে (ইহ জগতে) দুর্ল্লভতরং (নিরতিশয় দুর্ল্লভ)।।৪২।।

অনুবাদ—অথবা তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ জন্ম ইহলোকে নিরতিশয় দুর্ল্লভ।।৪২।।

বিশ্বনাথ—অল্পকালাভ্যস্ত-যোগভ্রংশে গতিরিয়মুক্ত্বা। চিরকালাভ্যস্ত-যোগভ্রংশে তু পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যোগিনাং নিমিপ্রভৃতীনামিত্যর্থঃ ।।৪২।।

বঙ্গানুবাদ—অল্পকাল অভ্যস্ত যোগভ্রংশে এই গতি বলিয়া দীর্ঘকাল অভ্যস্ত যোগ হইতে পতনে কিন্তু পক্ষান্তর বলিতেছেন—'অথবা' ইত্যাদি। যোগিগণের—নিমি প্রভৃতির, এই অর্থ।।৪২।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বশ্লোকে অল্পকালাভ্যস্ত-যোগভ্রষ্ট যোগী শুদ্ধাচারসম্পন্ন ধনীর বা রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেন; তাদৃশ জন্মপ্রাপ্তি অনেক সুকৃতি-সাধ্য এবং মোক্ষে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া দুর্ল্লভ। আর চিরকালাভ্যস্ত-যোগভ্রষ্ট যোগীর শুদ্ধাচারযুক্ত দরিদ্র যোগনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়। তাদৃশ জন্ম জীবনের প্রথম হইতেই উচ্চসঙ্গবশতঃ অচিরেই মোক্ষপ্রদ বলিয়া দুর্ল্লভতর অর্থাৎ দুর্ল্লভ হইতেও দুর্ল্লভ বলা হইয়াছে।

নিমি—ভাঃ৯।১৩।১-১০ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—'হে রাজন্, আত্মতত্ত্ববিৎ এই সকল মৈথিল রাজন্যবর্গ ভগবৎ কৃপায় গৃহে অবস্থান করিয়াও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত ছিলেন' (ভাঃ—৯।১৩।২৭)।।৪২।।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন।।৪৩।।

অন্বয়—কুরুনন্দন! তত্র (তাহাতে) পৌর্ব্বদৈহিকম্ (পূর্ব্বদেহজাত) তং (সেই) বুদ্ধিসংযোগং (বুদ্ধিযোগ) লভতে (লাভ করেন) ততঃ চ (তদনন্তর) ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ (অধিক সিদ্ধিলাভের জন্য) যততে (যত্ন করেন)।।৪৩।।

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন! পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকার জন্মেই পূর্ব্বদেহজাত সেই পরমাত্মনিষ্ঠ বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া থাকেন; তদনন্তর সিদ্ধিলাভার্থ অধিকতর যত্ন করেন।।৪৩।।

বিশ্বনাথ—তত্র দ্বিবিধেঽপি জন্মনি বুদ্ধ্যা পরমাত্মনিষ্ঠয়া সহ সংযোগং পৌর্ব্বদৈহিকম্—পূর্ব্বজন্মভবম্।।৪৩।।

বঙ্গানুবাদ—সেই অবস্থায় দুই প্রকার জন্মেও বুদ্ধিসংযোগ—বুদ্ধ্যা—পরমাত্মা নিষ্ঠাসহ সংযোগং পৌর্ব্বদৈহিকম্—পূর্ব্বজন্মভব।।৪৩।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বজন্মভব—পূর্ব্বজন্মের যে যোগবিষয়ক বুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে পাওয়া যায়—'দেহে স্বধাতু বিগমেঽনুবিশীর্য্যমাণে ব্যোমেব তত্র পুরুষো ন বিশীর্য্যতেঽজঃ।।'—

২।৭।৪১ অর্থাৎ কালবশতঃ শরীরের আরম্ভক ভূতসমুহ বিয়োগ হইয়া দেহ শীর্ণ হইলেও দেহস্থ জীব আকাশের ন্যায় বিনাশ-প্রাপ্ত হন না, কেননা আত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত বস্তু। "যদি ভক্তিযোগ ও জ্ঞানাদি সাধন করিতে করিতে প্রয়োজন লাভের পূর্ব্বেই দেহভঙ্গ হয়, তাহা হইলেও ভক্তিজ্ঞানাদির সাধনবাসনানুযায়ী সমুচিত স্থানে পুনরায় তত্তৎসাধনোপযোগী দেহ লাভ করিয়া সাধনদ্বারা পরজন্মে সিদ্ধিলাভ হইবে।" যেরূপ কথিত হইয়াছে—'যততে চ ততো ভূয়ঃ' (গীঃ—৬।৪৩)। —শ্রীবিশ্বনাথ।। ৪৩।।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।।৪৪।।

অন্বয়—হিঃ (ইহা প্রসিদ্ধ যে) তেন পূর্ব্বাভ্যাসেন এব (সেই পূর্ব্ব দেহার্জ্জিত অভ্যাসের দ্বারাই) অবশঃ অপি (কোন বিঘ্ন হেতু অনিচ্ছা সত্ত্বেও) সঃ (তিনি) হ্রিয়তে (আকৃষ্ট হন) যোগস্য (যোগ বিষযের) জিজ্ঞাসুঃ অপি (জিজ্ঞাসু মাত্র হইলেও) শব্দব্রহ্ম (বেদশাস্ত্র-কথিত কর্ম্মমার্গ) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন)।।৪৪।।

অনুবাদ—কোন অন্তরায় হেতু মোক্ষসাধন বিষয়ে অনিচ্ছুক হইলেও পূর্ব্ব দেহার্জ্জিত সংস্কার প্রভাবেই তিনি মোক্ষপথে আকৃষ্ট হন, তিনি যোগ-বিষয়-জিজ্ঞাসুমাত্র হইলেও বেদোক্ত কর্ম্মমার্গ অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন (অর্থাৎ তৎপ্রাপ্য ফল হইতে উৎকৃষ্টতর ফল প্রাপ্ত হ'ন) ।।৪৪।।

বিশ্বনাথ—হ্রিয়তে আকৃষ্যতে। যোগস্য যোগং জিজ্ঞাসুরপি ভবতি। অতঃ শব্দব্রহ্ম বেদশাস্ত্রমতিবর্ত্ততে বেদোক্তকর্ম্মমার্গমতিক্রম্য বর্ত্ততে;কিন্তু যোগমার্গ এব তিষ্ঠতীত্যর্থ।।৪৪।।

বঙ্গানুবাদ—হ্রিয়তে—আকৃষ্ট হয়। যোগস্য—ব্যাকরণ অনুসারে যোগং হইবে। যোগের জিজ্ঞাসুও হয়। তারপর শব্দব্রহ্ম—বেদশাস্ত্রকে অতিবর্ত্ততে—বেদকথিত কর্ম্মমার্গকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান থাকে; কিন্তু যোগমার্গেই অবস্থান করে, এই অর্থ।।৪৪।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বাভ্যাসে তিনি অবশেই কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া

যোগমার্গেই অবস্থান করেন।।৪৪।।

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।।৪৫।।

অন্বয়—তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ যতমানঃ (যত্নসহকারে যত্নশীল) যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (নিষ্পাপ) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহুজন্মে সিদ্ধ হইয়া) ততঃ (তদনন্তর) পরাং গতিং (পরাগতি) যাতি (প্রাপ্ত হন)।।৪৫।।

অনুবাদ—কিন্তু যত্নসহকারে অধিকতর যত্নশীল যোগী ক্রমশঃ নিষ্পাপ এবং বহুজন্মার্জ্জিত যোগাভ্যাস দ্বারা সিদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠা গতি লাভ করেন।।৪৫।।

বিশ্বনাথ—এবং যোগভ্রংশে কারণং যত্নশৈথিল্যমেব "অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ" ইত্যুক্তেঃ। তস্য চ যত্নশৈথিল্যবতো যোগভ্রষ্টস্য জন্মান্তরে পুনর্যোগ-প্রাপ্তিরেবোক্তা, ন তু সংসিদ্ধি। সংসিদ্ধিস্তু যাবদ্ভির্জন্মভিস্তস্য যোগস্য পরিপাকঃ স্যাৎ, তাবদ্ভিরেবেত্যবসীয়তে। যস্তু ন কদাচিদপি যোগে শৈথিল্যপ্রযত্নস্তু সন্ যোগভ্রষ্টশব্দবাচ্যঃ। কিন্তু বহুজন্মবিপক্কৈশ্চ সম্যগ্যোগসমাধিভিঃ —"দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্" ইতি কর্দ্দমোক্তেঃ। সোঽপি নৈকেন জন্মনা সিধ্যতীত্যাহ— প্রযত্নাদ্যতমানঃ প্রকৃষ্টযত্নাদপি যত্নবানিত্যর্থঃ। তু-কারঃ পূর্ব্বোক্তাৎ যোগভ্রষ্টাদস্য ভেদং বোধয়তি। সংশুদ্ধকিল্বিষঃ সম্যক্ পরিপক্ককষায়ঃ। সোঽপি নৈকেন জন্মনা সিধ্যতীতি সঃ। পরাং গতিং মোক্ষম্।।৪৫।।

বঙ্গানুবাদ—অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ—এই উক্তি (৩৭) হইতে যত্নশৈথিল্যই যোগভ্রংশের কারণ, এবং সেই যত্নশিথিল যোগভ্রষ্টের জন্মান্তরে পুনরায় যোগপ্রাপ্তিই কথিত হইয়াছে, কিন্তু সংসিদ্ধি নহে। কিন্তু সংসিদ্ধি যতজন্মে তাহার যোগের পরিপাক হয় ততজন্মেই অবসান হয়। যে কদাচ যোগে শিথিল প্রযত্ন হয় না, সে যোগভ্রষ্ট শব্দবাচ্য নহে; কিন্তু বহুজন্মবিপাকে সম্যক্ যোগসমাধিদ্বারা—"যতিগণ শূন্যাগারে যাঁহার পাদপদ্ম দেখিবার জন্য যত্ন করে"—এই কর্দ্দমের উক্তি (ভাঃ ৩।২৪।২৮) হইতে, সেও একজন্ম দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, তাই বলিতেছেন— প্রযত্নাদ্ যতমানঃ—প্রকৃষ্ট যত্ন হইতেও যত্নবান্—এই অর্থ। 'তু' কার

পূর্ব্বকথিত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি হইতে ইহার ভেদ বুঝাইতেছেন। সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ—সম্যক্ পরিপক্ক কষায়। সেও একজন্মে সিদ্ধ হয় না। পরাং গতিং—মোক্ষ।।৪৫।।

অনুবর্ষিণী—যোগভ্রষ্টই হউন, আর নাই হউন বহুজন্ম ধরিয়া সাধন ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না—"বহুজন্মবিপক্কেন সম্যগ্যোগসমাধিনা দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্।।" (ভাঃ—৩।২৪।২৮) অর্থাৎ যতি নির্জ্জন স্থানে বহুজন্মাবধি চিত্তের ঐকান্তিকতা সুসিদ্ধ করিয়া যাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিতে যত্ন করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকে যোগে যত্নশৈথিল্যকারী যোগভ্রষ্ট যোগী হইতে যোগ যত্নশীল যোগীর ভেদসহ শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইয়াছে।।৪৫।।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন।।৪৬।।

অন্বয়—(মদুক্তযোগানুষ্ঠাতা) যোগী তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ (জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ) চ (এবং) কর্ম্মিভ্যঃ (কর্ম্মিগণ হইতে) যোগী অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) মতঃ (আমার মত) তস্মাৎ (সেই হেতু) অর্জ্জুন! যোগী ভব (যোগী হও)।।৪৬।।

অনুবাদ—(আমাকর্ত্তৃক বর্ণিত) যোগী তপস্বিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—ইহা আমার অভিমত; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি (সেইরূপ) যোগী হও।।৪৬।।

বিশ্বনাথ—কর্ম্মজ্ঞানতপোযোগবতাং মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি-তপোনিষ্ঠেভ্যো জ্ঞানিভ্যো ব্রহ্মোপাসকেভ্যোঽপি যোগী পরমাত্মোপাসকোঽধিকো মতঃ ইতি মমেদমেব মতমিতি ভাবঃ। যদি জ্ঞানিভ্যোঽপ্যধিকস্তদা কিম্ উত কর্ম্মিভ্য ইত্যাহ—কর্ম্মিভ্যশ্চেতি।।৪৬।।

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগবানের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—তপস্বিভ্যঃ- কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠগণ হইতে জ্ঞানী—ব্রহ্মের উপাসকগণ হইতেও যোগী—পরমাত্মার উপাসক অধিক মত; ইহাই আমার মত, এই ভাব। যদি জ্ঞানিগণ হইতেও অধিক তখন

কর্ম্মিগণের কা কথা; তাই বলিতেছেন—'কর্ম্মিভ্য' ইত্যাদি।। ৪৬।।

অনুবর্ষিণী—যোগী যখন তপস্বী ও জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ তখন তিনি যে কর্ম্মিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর বক্তব্য কি? কর্ম্মী—সকাম যজ্ঞ ও কূপ দেবলয়াদি নির্ম্মাণকারী।

আলোচ্য শ্লোকে ভগবান্ প্রাগুক্ত—'স যোগী পরমো মত' (৩২ শ্লোক) স্ববাক্যের সমাধান করিয়াছেন।।৪৬।।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।৪৭।।

ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশ্রাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ধ্যান-যোগ-নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—মদ্গতেন অন্তরাত্মনা (আমাতে আসক্ত মনের দ্বারা) যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজনা করেন) সঃ (তিনি) সর্ব্বেষাং যোগিনামপি (যাবতীয় যোগিগণ অপেক্ষাও) যুক্ততমঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) মে মতঃ (এই আমার মত)।।৪৭।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—মদ্গতযুক্তচিত্তে শ্রদ্ধাব্যান্ হইয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনি যাবতীয় যোগিগণ মধ্যেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত।।৪৭।।

ইতি শ্রীব্যাস-রচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ধ্যান-যোগ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—তর্হি যোগিনঃ সকাশান্নাস্ত্যধিকঃ কোঽপীত্যবসীয়তে? তত্র মৈবং বাচ্যমিত্যাহ—যোগিনামিতি; পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী নির্দ্ধারণাযোগাৎ—'তপস্বিভ্যো জ্ঞানিভ্যোঽধিকঃ' ইতি পঞ্চম্যর্থক্রমাচ্চ যোগিভ্যঃ সকাশাদপীত্যর্থঃ। ন কেবলং যোগভ্যি একবিধেভ্যঃ সকাশাৎ, অপি তু

যোগিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ নানাবিধেভ্যো যোগরূঢ়েভ্যঃ সংপ্রজ্ঞাতসমাধ্যসংপ্রজ্ঞাতসমাধিমদ্ভ্যোঽপীতি; যদ্বা, যোগাঃ উপায়াঃ কর্ম্মজ্ঞানতপোযোগ-ভক্ত্যাদয়স্তদ্বতাং মধ্যে যো মাং ভজেত, মদ্ভক্তো ভবতি স যুক্ততমঃ; উপায়বত্তমঃ। কর্ম্মী তপস্বী জ্ঞানী চ যোগী মতঃ, অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতরঃ; শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিমাংস্তু যোগিতম ইত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভাগবতে—"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে" ইতি।।৪৭।।

অগ্রিমাধ্যাষ্টকং যদ্ভক্তি-যোগনিরূপকম্।
তস্য সূত্রময়ং শ্লোকো ভক্তকণ্ঠবিভূষণম্।।
প্রথমেন কথাসূত্রং গীতাশাস্ত্র শিরোমণিঃ।
দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন তুর্য্যেণাকামকর্ম্ম চ।।
জ্ঞানঞ্চ পঞ্চমেনোক্তং যোগঃ ষষ্ঠেন কীর্ত্তিতঃ।
প্রাধান্যেন তদপ্যেতৎ ষট্কং কর্ম্মনিরূপকম্।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু ষষ্ঠোঽধ্যায়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—তবে যোগিগণের তুলনায় কেহও অধিক নাই কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—এরূপ বলিও না—'যোগিনাং' ইত্যাদি। নির্দ্ধারণের অ যোগে পঞ্চমী অর্থে ষষ্ঠী—'তপস্বিভ্যো জ্ঞানিভ্যোঽধিক'—এই পঞ্চমীর অর্থক্রমে—যোগিগণের হইতে এই অর্থ। কেবলমাত্র একপ্রকার যোগী হইতে নহে কিন্তু সর্ব্বপ্রকার—নানাবিধ—যোগারূঢ়, সংপ্রজ্ঞাতসমাধি, অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিমন্ত যোগিগণ হইতে, অথবা—যোগ—উপায়—কর্ম্ম, জ্ঞান, তপ, যোগ, ভক্তি আদি যুক্তগণের মধ্যে যে আমাকে ভজন করে, আমার ভক্ত হয় সে যুক্ততম—উপায়বত্তম। কর্ম্মী, তপস্বী এবং জ্ঞানী ইহারাও যোগী বলিয়া স্বীকৃত আর অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অধিক যোগী কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তিমান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এই অর্থ। যেরূপ শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে (ভাঃ—৬।১৪।৫)—'হে মহামুনে, কোটী কোটী মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ'।।৪৭।।

পরবর্ত্তী আট অধ্যায়ে ভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছে তাহার সূত্ররূপ এই শ্লোক ভক্তগণের কণ্ঠবিভূষণ। প্রথমে শাস্ত্রশিরোমণি গীতার কথাসূত্র, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থে অকামকর্ম্ম, পঞ্চমে জ্ঞান, ষষ্ঠে যোগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা হইলেও এই ছয় অধ্যায় প্রধানভাবে কর্ম্মের নিরূপক।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণীর বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা।

অনুবর্ষিণী—সকল প্রকার যোগী হইতে ভক্তিযোগীই শ্রেষ্ঠ। সেই ভক্তি দুই প্রকার—কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্ম ফলে নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য হইলে প্রথম প্রকার ভক্তিযোগ হয়। আর যখন মানবের হরি কথায় শ্রদ্ধা জন্মে তখন দ্বিতীয় প্রকার ভক্তিযোগ হয়। শ্রদ্ধাজনিত ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ— তাহা শ্রীভগবান্ 'শ্রদ্ধাবান্' শব্দের উল্লেখে জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়—'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।' ১১।২০।৯—অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মে নির্ব্বেদ এবং আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা, উৎপন্ন না হয়, তাবৎকাল কর্ম্মসমূহের আচরণ করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। "বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম কর্ম্মীকে 'যোগী' বলা যায় না। নিষ্কামকর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ-যোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা— ইঁহারা সকলেই যোগী; বস্তুতঃ যোগ 'এক' বই দুই নয়। 'যোগ'—একটী সোপানময় মার্গবিশেষ, সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। 'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ'—ঐ সোপানের প্রথম ক্রম; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যসংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয়; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বর-চিন্তারূপধ্যান যুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গ-যোগ'রূপ তৃতীয় ক্রম হয়; তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্তা হইলে 'ভক্তিযোগ'রূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম-সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহারই নাম—'যোগ'। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগ সকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্য কল্যানই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রত্যেক ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠালাভ করতঃ শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার উপরিস্থ ক্রমগমনের জন্য

পূর্ব্বক্রমনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোনক্রমে অবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না; অতএব যে ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নাম-সুংযুক্ত একটী খণ্ডযোগেই তাঁহার 'প্রতিষ্ঠা'। এই জন্যই কেহ 'কর্ম্মযোগী', কেহ 'জ্ঞানযোগী', কেহ 'অষ্টাঙ্গযোগী', কেহ বা 'ভক্তিযোগী' বলিয়া পরিচিত হন। অতএব হে পার্থ! কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি—অন্য তিন প্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"—শ্রীভক্তিবিনোদ।।৪৭।।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে,—'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।' ১।২।১১ অর্থাৎ যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তত্ত্ববিদ্গণ তাহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—স্বয়ং ভগবান্। তিনি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' (গীঃ—১০।২৭) অর্থাৎ তিনিই ঘনীভূত ব্রহ্ম। আর পরমাত্মা তাঁহার অংশ—'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' গীঃ—১০।৪২। "ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসকগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হন কিন্তু তাঁহাদের প্রেমপ্রাপ্তি দেখা যায় না বলিয়া ভগবানেরই ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব হইলেও ভগবত্বই মূল। অতএব ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণ হইতে পরমাত্মোপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ। আবার সেই যোগিগণ হইতেও ভগবদুপাসক শ্রেষ্ঠ—এই তারতম্য গীতায় দৃষ্ট হয়—'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী'—'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।' (গীঃ—৬।৪৬-৪৭।")—শ্রীবিশ্বনাথ।

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু-পরতত্ত্ব।
পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।।
প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্।।
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল।।
আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।

সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়।।
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ।।
জ্ঞানযোগ মার্গে তারে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব।।
উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা।।”

(চৈঃ চঃ আঃ ২ পঃ।)

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিনী টীকা সমাপ্তা।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।।১।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান কহিলেন) পার্থ! ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (নিবিষ্টচিত্ত) মদাশ্রয়ঃ (সন্) (আমার শরণাগত হইয়া) যোগং যুঞ্জন্ (যোগানুষ্ঠান করিতে করিতে) সমগ্রং মাং (সম্পূর্ণভাবে আমাকে) অসংশয়ং (নিঃসন্দেহে) যথা (যে প্রকারে) জ্ঞাস্যসি (জানিবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর)।।১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন। হে পার্থ! আমাতে আসক্তচিত্ত ও আমার শরণাগত হইয়া, ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করিতে করিতে নিঃসংশয়রূপে সম্পূর্ণভাবে আমাকে যে প্রকারে জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর।।১।।

বিশ্বনাথ—

কদা সদানন্দ-ভূবো মহাপ্রভোঃ কৃপামৃতাব্ধেশ্চরণৌ শ্রয়ামহে।
যথা তথা প্রোজ্ঝিতমুক্তিতৎপথা ভক্ত্যধ্বনা প্রেমসুধাময়ামহে।।
সপ্তমে ভজনীয়স্য শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমুচ্যতে।
ন ভজন্তে ভজন্তে যে তে চাপ্যুক্তাশ্চতুর্বিধাঃ।।

প্রথমেনাধ্যায়ষট্কেনান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থকনিষ্কামকর্ম্মসাপেক্ষৌ মোক্ষফলসাধকৌ জ্ঞানযোগাবুক্তৌ। ইদানীমনেন দ্বিতীয়াধ্যায়ষট্কেন কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্র-শ্রবণান্নিষ্কামত্ব-সকামত্বাভ্যাং চ সালোক্যাদি-সাধকঃ, তথা সর্ব্বমুখ্যঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিনিরপেক্ষ এব প্রেমবৎপার্ষদত্বলক্ষণমুক্তিফলসাধকঃ, তথা "যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ" ইত্যাদৌ "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তোলভতেঽঞ্জসা স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম" ইত্যাদ্যুক্তের্বিনাপি সাধনান্তরং স্বর্গাপবর্গাদিনিখিলসাধকশ্চ পরমঃ স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বসুকরোঽপি সর্ব্বদুষ্করঃ শ্রীমদ্ভক্তিযোগ উচ্যতে। ননু "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" ইতি শ্রুতেঃ, জ্ঞানং বিনা কেবলয়া ভক্ত্যৈব কথং মোক্ষঃ ব্রূষে? মৈবং; 'তমেব তৎ-পদার্থং পরমাত্মানমেব বিদিত্বা সাক্ষাদনুভূয়, ন

তু ত্বং-পদার্থমাত্মানং নাপি প্রকৃতিং নাপি বস্তুমাত্রং বিদিত্বা মৃত্যুমত্যেতি'—ইতি—অস্যাঃ শ্রুতেরর্থ। তত্র সিতশর্করারসগ্রহণে যথা রসনৈব কারণং, ন তু চক্ষুঃশ্রোত্রাদিকং, তথৈব পরব্রহ্মাস্বাদে ভক্তিরেব কারণম্। ভক্তের্গুণাতীতত্বাত্তয়ৈব গুণাতীতস্য ব্রহ্মণো গ্রহণং সম্ভবেৎ, ন তু দেহাদ্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানেন সাত্ত্বিকেন। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি ভগবদুক্তেরিতি, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইত্যত্র সবিশেষং প্রতিপাদয়িষ্যামঃ। জ্ঞান-যোগয়োর্মুক্তিসাধনত্বপ্রসিদ্ধিস্তু তত্রস্থ-গুণীভূতভক্তিপ্রভাবাদেব, তয়া বিনা তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বস্য বহুশঃ শ্রবণাৎ। কিঞ্চ, অস্যাং শ্রুতৌ বিদিত্বা ইত্যনন্তরম্ এব-কারস্যাপ্রয়োগাদেব। যোগব্যবচ্ছদাভাবে জ্ঞাপিতে সতি, তস্মাদেব পরমাত্মনো বিদিতাৎ ক্বচিদবিদিতাদপি মোক্ষ ইত্যর্থো লভ্যতে। ততশ্চ ভক্ত্যত্থেন নির্গুণেন পরমাত্মাজ্ঞানেন মোক্ষঃ। ক্বচিত্তু ভক্ত্যুত্থং তজ্জ্ঞানং বিনাপি কেবলেন ভক্তিমাত্রেণ মোক্ষ ইত্যর্থঃ পর্য্যবস্যতি। যথা মৎস্যণ্ডিকা-পিণ্ডাদ্রসনা-দোষেণালব্ধস্বাদাদপি ভুক্তাৎ তদেকনাশ্যো ব্যাধির্নশ্যত্যেবাত্র ন সন্দেহঃ। "মৎস্যণ্ডিকানি তে খণ্ডবিকারে শর্করাসিতে" ইত্যমরঃ। শ্রীমদুদ্ধ-বেনাপ্যুক্তং (ভাঃ ১০।৪৭।৫৯)—"নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাচ্ছ্রেয় স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ" ইতি। মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণেঽপ্যুক্তং—"যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ" ইতি। একাদশেঽপ্যুক্তং "যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ" ইত্যাদৌ "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা" ইতি। অতএব "যন্নাম সকৃৎশ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ" ইত্যাদৌ বহুশো বাক্যৈর্ভক্ত্যেব মোক্ষঃ প্রতিপাদ্যতে ইতি। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ;—"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।" ইতি ত্বদ্বাক্যেন ত্বন্মনস্কত্বে সতি ত্বদ্‌জনবিষয়কশ্রদ্ধাবত্বমিতি ত্বয়া স্বভক্তঃ বিশেষ লক্ষণমেব কৃতমিত্যবগম্যতে। কিন্তু স চ কীদৃশো ভক্তস্ত্বদীয়জ্ঞান-বিজ্ঞানয়োরধিকারী ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ—ময্যাসক্তেতি দ্বাভ্যাম্। যদ্যপি "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য

যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।।” ইত্যুক্তের্মদ্ভজনপ্রক্রমত এব মদনুভবপ্রক্রমোঽপি ভবতি, তদপ্যেকগ্রাসমাত্রভোজিনো যথা তুষ্টিপুষ্টী ন স্পষ্টে ভবতঃ;কিন্তু বহুতরগ্রাসে ভোজিন এব। তথৈব ময়ি শ্যামসুন্দরে পীতাম্বরে আসক্তম্ আসক্তিভূমিকারূঢ়ং মনো যস্য তথাভূত এব ত্বং মাং জ্ঞাস্যসি। যথা স্পষ্টমনুভবিষ্যসি, তৎ শৃণু। কীদৃশং যোগম্ ময়া সহ সংযোগং যুঞ্জন্ শনৈঃ শনৈঃ প্রাপ্নুবন্ মদাশ্রয়ঃ;মামেব, ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদিকম্ আশ্রয়মাণঃ অনন্যভক্ত ইত্যর্থঃ। অত্র ‘অসংশয়ং সমগ্রম্’ ইতি পদাভ্যাং মদীয়নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানং “ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।” ইত্যগ্রিমোক্তেঃ সংশয়মেব। তথা জ্ঞানিনামুপাস্যং তদ্ব্রহ্ম পরমমহতো মম মহিমস্বরূপমেব। যদুক্তং ময়ৈব সত্যব্রতং প্রতি মৎস্যরূপেণ—“মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যানুগৃহীতং মে” ইতি;অত্রাপি “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্” ইতি। অতো মজ্জ্ঞানাপেক্ষয়া তজ্জ্ঞানমসমগ্রমিতি দ্যোতিতম্।।১।।

বঙ্গানুবাদ—কবে আমরা সদানন্দ নিকেতন মহাপ্রভুর কৃপামৃত সাগরস্বরূপ চরণে আশ্রয়লাভ করিব এবং মুক্তি ও তৎসাধনপন্থাগুলি পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপথাবলম্বনে প্রেমসুধার অধিকারী হইব?

সপ্তমাধ্যায়ে ভজনীয় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যসমূহ এবং ভজনশীল ও অভজনশীল ভেদে চারিপ্রকার উপাসকের বিষয় কথিত হইয়াছে।

প্রথম ছয় অধ্যায়ে অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মসাপেক্ষ মোক্ষফলসাধক জ্ঞান ও যোগের বিষয় কথিত হইয়াছে। এক্ষণে এই দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্র শ্রবণ হইতে নিষ্কাম ও সকাম হইতে সালোক্যাদি সাধক এবং সর্ব্বমুখ্য কর্ম্মজ্ঞানাদিনিরপেক্ষ প্রেমবৎপার্ষদত্বলক্ষণ মুক্তিফল সাধক, এবং ‘কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান বৈরাগ্য হইতে যাহা’—ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া—‘মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগ-দ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, স্বর্গ, অপবর্গ ও বৈকুণ্ঠলোক’ (ভাঃ—১১।২০।৩২-৩৩)—এই সকল উক্তি হইতে সাধনান্তর অর্থাৎ অন্য কোন সাধনা না করিলেও স্বর্গ অপবর্গাদির নিখিল সাধক পরম

স্বতন্ত্র সর্ব্বসুকর হইলেও সর্ব্বদুষ্কর শ্রীমদ্ভক্তিযোগ কথিত হইতেছে। যদি প্রশ্ন হয় যে, 'তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।' —এই শ্রুতিবাক্যে (শ্বেঃ ৩।৮) জ্ঞান বিনা কেবল ভক্তিদ্বারাই মোক্ষের সম্ভাবনা কোথায়? এরূপ আপত্তি করিতে পার না—তমেব—তৎপদার্থকে অর্থাৎ পরমাত্মাকেই জানিয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া, কিন্তু ত্বম্‌পদার্থ জীবাত্মাকে অথবা প্রকৃতিকে বা বস্তুমাত্র জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না—ইহা এই শ্রুতির অর্থ। মিছরী বা শর্করার রস গ্রহণে যেরূপ রসনাই কারণ, কিন্তু চক্ষু কর্ণাদি নহে, তদ্রূপ পরমব্রহ্মের আস্বাদ গ্রহণে অর্থাৎ উপলব্ধিতে ভক্তিই কারণ। ভক্তি গুণাতীত বলিয়া তাহার দ্বারাই গুণাতীত ব্রহ্মের গ্রহণ সম্ভব, কিন্তু দেহাদির অতিরিক্ত সাত্ত্বিক আত্মজ্ঞানদ্বারা নহে 'আমি ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা লভ্য।'—এই ভগবানের (ভাঃ—১১।১৪।২১) উক্তি হইতে 'আমি যৎস্বরূপ সৎস্বভাব তাহা ভক্তিদ্বারাই জীব বিশেষরূপে জানিতে পারে' (গীঃ—১৮।৫৫) এই বাক্যে সবিশেষকে প্রতিপাদন করিব। জ্ঞান ও যোগের মুক্তিসাধনত্বের প্রসিদ্ধি আছে কিন্তু তত্রস্থ গুণীভূত ভক্তি প্রভাবেই তাহা সংঘটিত হইয়া থাকে। তাহা (ভক্তি) বিনা ঐ উভয়ের অকিঞ্চিৎকরত্বের কথা বহু শুনা যায়। আরও এই শ্রুতিতে 'বিদিত্বা' 'জানিয়া' ইহার পর 'এব' কারের প্রয়োগের অভাবেই। যোগব্যবচ্ছেদের অভাব জ্ঞাপিত হইলেও তাহা হইতে পরমাত্মাকে জানিয়া কোনস্থলে না জানিয়াও মোক্ষ এই অর্থ পাওয়া যায়। তারপর ভক্তিজনিত নির্গুণ পরমাত্ম-জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ। কোন কোন ক্ষেত্রে (ভক্তিসম্ভূত) পরমাত্মাজ্ঞান বিনাও কেবল ভক্তিমাত্রে মোক্ষ—এই অর্থ পর্য্যবসিত হয়। যেরূপ রসনার দোষে মিছরী পিণ্ড হইতে আস্বাদ না পাইয়াও ভুক্ত মিছরী দ্বারাই নাশযোগ্য ব্যাধি নাশ হয়, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। মৎস্যণ্ডিকা খণ্ডবিকার এবং শর্করাসিত তুলর্থবাচক অমরকোষ। শ্রীমদুদ্ধবও বলিয়াছেন—(ভাঃ—১০।৪৭।৫৯) 'অহো, লোক যদি অমৃতের স্বরূপ না জানিয়া উহা সেবন করে তাহা হইলে অমৃত যেরূপ সেবকের কল্যাণ উৎপাদন করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি সর্ব্বদা তাঁহার ভজন করেন, তাহা হইলে তিনিও

তাঁহার সাক্ষাৎ অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন।' মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণেও কথিত হইয়াছে—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় লাভ করিতে যে সাধনের প্রয়োজন নারায়ণাশ্রয়ে নর তাহা ব্যতীত ঐগুলি পান। একাদশস্কন্ধেও কথিত হইয়াছে (১১।২০।৩২-৩৩)—কর্ম্মতপাদি দ্বারা যাহা লাভ করা যায় মদীয় ভক্ত আমার ভক্তিযোগে সেইগুলি অনায়াসেই লাভ করেন। অতএব যাঁহার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলেই পুক্কশও সংসার হইতে বিমুক্ত হয়। (ভাঃ—৬।১৬।৪৪) ইত্যাদি বহুবিধবাক্য ভক্তিদ্বারাই মোক্ষ (লাভ হয়) প্রতিপাদন করিতেছে। অনন্তর 'সর্ব্বপ্রকার যোগিগণের মধ্যে মদ্গাত অন্তরাত্মা দ্বারা যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজন করেন, তিনি যুক্ততম।' (গীঃ—৬।৪৭) এই ভগবৎবাক্যে 'ত্বন্মনষ্ক ত্বদ্‌জনবিষয়ক শ্রদ্ধান্বিত স্বভক্তের বিশেষ লক্ষণই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কীদৃশভক্ত ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন, এই অপেক্ষায় দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—'ময্যাসক্ত' ইত্যাদি। যদিও 'ভোক্তার তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধার নিবৃত্তি তিনই এক সঙ্গে ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তি, পরেশানুভব এবং বিরক্তি এই তিনই এককালে সংঘটিত হয়' (ভাঃ—১১।২।৪২) এই উক্তিদ্বারা আমার ভজন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই আমার অনুভব হয়, তাহাও একগ্রাসমাত্র ভোক্তার যেরূপ তুষ্টি ও পুষ্টি স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় না, বহুতরগ্রাস ভোজনকারীরই হয়, সেইরূপই শ্যামসুন্দর পীতাম্বরধারী আমার প্রতি আসক্ত—আসক্তি-ভূমিকায় আরূঢ় মন যাহার, এইরূপই তুমি আমাকে জানিবে। যেরূপে স্পষ্টভাবে অনুভব করিবে তাহা শ্রবণ কর। কীদৃশ যোগ? আমার সহিত সংযোগ যুঞ্জন্—ক্রমে ক্রমে পাইয়া মদাশ্রয়—আমাকেই, কিন্তু জ্ঞানকর্ম্মাদিকে আশ্রয় না করিয়া অনন্য ভক্ত—এই অর্থ। এস্থলে 'অসংশয়ং' ও 'সমগ্রম্' এই দুইটী পদদ্বারা আমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানকে 'যাহারা নির্গুণ-ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করেন, তাহাদের অধিকতর কষ্ট হয়; দেহাভিমানী জীব অব্যক্তভাবকে অতি কষ্টে প্রাপ্ত হয়।' (গীঃ—১২।৫)—এই পরবর্ত্তী উক্তি হইতে সংশয়ই। আর জ্ঞানিগণের উপাস্য সেই ব্রহ্ম পরম মহান্ আমারই মহিমস্বরূপ। যেরূপ মৎস্যরূপধারী

আমিই সত্যব্রতকে বলিয়াছি—'মৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত পরব্রহ্ম শব্দে প্রকাশিত মদীয় মহিমাও অবগত হইবে।' ভাঃ—৮।২৪।৩৮) এই গীতায়ও আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা' (গীঃ—১৪।২৭)। অতএব আমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের জ্ঞানের অপেক্ষায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান 'অসমগ্র' ইহাই প্রকাশিত হইতেছে।।১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন—জড়ীয় বিশেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে নির্ব্বিশেষ চিন্তা লাভ করা যায়, তাহাতেই আমার নির্ব্বিশেষ আবির্ভাবরূপ 'ব্রহ্ম' উদিত হয়। তাহা নির্গুণ নহে, কেননা, তাহা দেহাদির অতিরিক্ত যে সাত্ত্বিক জ্ঞান, তাহাই মাত্র 'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্' (গীঃ ১৪।১৭) আমার এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ নির্গুন এবং ভক্তিও নির্গুণ। সুতরাং সেই নির্গুণা ভক্তিকে অবলম্বন করিলে নির্গুণস্বরূপ আমি জীবের নির্গুণ-চক্ষে পরিদৃষ্ট হই—'প্রেমাঞ্জনাচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈবহৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি। যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" (ব্রহ্ম সংহিতা (৫।৩৮) অর্থাৎ প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্টি শ্যামসুন্দর-কৃষ্ণকে হৃদয়ে সর্ব্বদা অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ভক্তিব্যতীত জ্ঞান-যোগাদি মুক্তি প্রদানে অসমর্থ—"ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।। এই সব সাধনের অতিতুচ্ছ বল। কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল।। কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ।) কিন্তু—"কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা।।" (ঐ)

লোকপিতামহ ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—'শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।।' (ভাঃ ১০।১৪।৪) অর্থাৎ হে বিভো, তোমাতে ভক্তিই শ্রেয়ঃপথ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল ব্যক্তি কেবল বোধলাভের জন্য অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এইটী স্থির জানিবার জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, স্থূলতুষকে যাহারা পেষণ করে, তাহারা

যেরূপ তণ্ডুল পায় না, সেইরূপ, তাহাদের ক্লেশমাত্র অবশেষ হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তিতেও ভক্তিকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যাহারা প্রথমে ভক্তিকে স্বীকার করিয়া পরবর্ত্তীকালে নিজেকে মুক্তাভিমানে ভক্তিকে অনাদর করে, তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তিতে সংশয় আছে—'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।' (ভাঃ ১০।২।৩২।)

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অসমগ্র—"মদীয় মহিমা অর্থাৎ মহৎ আমার যে মহিমা একধর্ম্ম তাহা, আমারই ব্যাপক নির্ব্বিশেষ স্বরূপ"—(ভাঃ ৮।২৪।৩৮) শ্লোকের টীকা শ্রীবিশ্বনাথ। সুতরাং সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের জ্ঞানের অপেক্ষায় তদীয় অঙ্গকান্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান 'অসমগ্র'।।১।।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।।২।।

অন্বয়—অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞানের সহিত) ইদং জ্ঞানং (এই জ্ঞানের কথা) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) বক্ষ্যামি (বলিব) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিলে) ইহ (এই সংসারে) ভূয়ঃ (পুনরায়) অন্যৎ (অন্য কিছু) জ্ঞাতব্যং (জানিবার বিষয়) ন অবশিষ্যতে (অবিশিষ্ট থাকে না)।।২।।

অনুবাদ—আমি তোমাকে বিজ্ঞানসমন্বিত এই জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে বলিব যাহা অবগত হইলে জগতে পুনরায় অন্য কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না।।২।।

বিশ্বনাথ—তত্র মদ্ভক্তেরাসক্তিভূমিকাতঃ পূর্ব্বমপি মে জ্ঞানমৈশ্বর্য্যময়ং ভবেৎ। তদুত্তরং বিজ্ঞান-মাধুর্য্যানুভবময়ং ভবেৎ। তদুভয়মপি ত্বং শৃণ্বিত্যাহ—জ্ঞানমিতি। অন্যজ্জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যত ইতি মন্নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান-বিজ্ঞানে অপ্যেতদন্তর্ভূতে এবেত্যর্থঃ।।২।।

বঙ্গানুবাদ—সেই জ্ঞানে আমার ভক্তির আসক্তি ভূমিকার পূর্ব্বেই আমার জ্ঞান ঐশ্বর্য্যময় হয় তদুত্তর অর্থাৎ পরে বিজ্ঞান-মাধুর্য্যের অনুভবময় হয়। তুমি সেই উভয়ই শ্রবণ কর তাই বলিতেছেন—'জ্ঞানং' ইত্যাদি অন্য জ্ঞাতব্য অবশেষ থাকে না ইহাতে আমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান

ও বিজ্ঞানও তদন্তর্ভূতই—এই অর্থ।।২।।

অনুবর্ষিণী—ভক্তিতে সেই সচ্চিদানন্দ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যনিলয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণস্বরূপের অনুভব হয়—'ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।' (চৈঃ চঃ ম ২০ পঃ।) সুতরাং ভগবজ্‌জ্ঞানে ব্রহ্ম পরমাত্ম-জ্ঞান ও বিজ্ঞান অন্তর্ভূক্ত বলিয়া তাহা জানিলে শ্রেয়ঃপথে নিবিষ্ট ব্যক্তির জিজ্ঞাস্য বা জ্ঞাতব্য অবশেষ থাকে না অর্থাৎ সকলই জানা হয়।

প্রেমভক্তিলাভের ভূমিকা—(১) শ্রদ্ধা, (২) সাধুসঙ্গ, (৩) ভজনক্রিয়া, (৪) অনর্থনিবৃত্তি, (৫) নিষ্ঠা, (৬) রুচি, (৭) আসক্তি—এই পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি; তাহা হইতে (৮) ভাব, এবং অবশেষে (৯) প্রেম উদিত হয়—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)। সুতরাং ভগবানে আসক্তি হইবার পূর্ব্বেই ভক্তগণ ভগবানের যে জ্ঞানলাভ করেন, তাহা—ঐশ্বর্য্যময়। কিন্তু আসক্তি হইতে চিত্তে কৃষ্ণে প্রীতির অঙ্কুর হওয়ায় তখন তাঁহার মাধুর্য্যেরই অনুভব হয়,—উহাই বিজ্ঞান।।২।।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।৩।।

অন্বয়—মনুষ্যানাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মানবের মধ্যে) কশ্চিৎ (কেহ) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধির জন্য) যততি (যত্ন করেন) যততাম্ সিদ্ধানাং অপি (যত্নপরায়ণ সিদ্ধগণের মধ্যেও) কশ্চিৎ (কেহ) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (জানেন)।।৩।।

অনুবাদ—সহস্র সহস্র মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রেয়োলাভের জন্য যত্ন করেন; সেই বহুযত্নপরায়ণ সিদ্ধদিগের মধ্যেও কেহ আমার শ্যামসুন্দর আকার স্বরূপকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন।।৩।।

বিশ্বনাথ—এতচ্চ সবিজ্ঞানং মজ্‌জ্ঞানং পূর্ব্বমধ্যায়ষ্‌টকে প্রোক্তলক্ষণৈর্জ্ঞানিভির্যোগিভিরপি দুর্ল্লভমিতি বদন্ প্রথমং বিজ্ঞানমাহ—মনুষ্যাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে কশ্চিদেব মনুষ্যো ভবতি। মনুষ্যানাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব শ্রেয়সি যততে। তাদৃশানামপি মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং শ্যামসুন্দরাকারং তত্ত্বতো বেত্তি সাক্ষাদনুভবতীতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবানন্দাৎ সহস্রগুণাধিকঃ সবিশেষব্রহ্মানুভবানন্দঃ

স্যাদিতি ভাবঃ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—এই বিজ্ঞানসহিত মদ্বিষয়ক জ্ঞান পূর্ব্বের ছয় অধ্যায়ে কথিত লক্ষণসমূহ দ্বারা জ্ঞানী ও যোগিগণেরও দুর্ল্লভ ইহা বলিতে গিয়া প্রথমে বিজ্ঞান বলিতেছেন—'মনুষ্যাণাম্' ইত্যাদি। অসংখ্যাত জীবগণের মধ্যে কেহ মনুষ্য হয়। সহস্র সহস্র মনুষ্যগণের মধ্যে কেহ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিতে যত্ন করে। তাদৃশ সহস্র সহস্র মনুষ্যগণের মধ্যে কোন একজন শ্যামসুন্দরাকার আমাকে তত্ত্বতঃ জানে অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করে; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবানন্দরূপ আনন্দ হইতে সবিশেষ ব্রহ্মানুভবানন্দ সহস্রগুণাধিক হয়, এই ভাব।।৩।।

অনুবর্ষিণী—ভগবজ্জ্ঞানের দুর্ল্লভত্ব দেখাইতেছেন—"রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ। তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ।। প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম। মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি।। মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।।" —(ভাঃ ৬।১৪।৩-৫।) আবার সেই ঐশ্বর্য্যপর ভক্ত হইতে মাধুর্য্যময় কৃষ্ণভক্ত অতি সুদুর্ল্লভ। "তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর। তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর।। বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি মানে।। ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।। কোটি জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন মুক্ত। কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।।" (চৈঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ)।

ব্রহ্মানুভবানন্দ হইতে শ্রীকৃষ্ণানুভবানন্দ সহস্রগুণাধিক—"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষঃ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণু তুলামপি।।" —(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।২৫) অর্থাৎ যদি ব্রহ্মানন্দ সুখকে দ্বিপরার্দ্ধসংখ্যাদ্বারা গুণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মানন্দসুখ ভক্তিসুখসাগরের পরমাণুরূপ তুল্য হইতে পারে না।

"কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরমপুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।। পঞ্চমপুরুষার্থ—প্রেমামৃত সিন্ধু। ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু।। (চৈঃ চঃ আঃ ৭ পাঃ)।।৩।।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।৪।।

অন্বয়—ভুমিঃ (ক্ষিতি) আপঃ (জল) অনলঃ (অগ্নি) বায়ুঃ (পবন) খং (আকাশ) মনঃ (মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অহঙ্কার এব চ (এবং অহঙ্কার) ইতি ইয়ং মে (এই কয়টী আমার) অষ্টধা (আট প্রকার) ভিন্না (বিভিন্ন) প্রকৃতিঃ।।৪।।

অনুবাদ—আমার বহিরঙ্গা প্রকৃতি, ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আট আগে বিভক্ত।।৪।।

বিশ্বনাথ—অথ ভক্তিমতে জ্ঞানং নাম ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানমেব, ন তু দেহাদ্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানমেবেতি। অতঃ স্বীয়ৈশ্বর্য্যজ্ঞানং নিরূপয়ণ্ পরাপরভেদেন স্বীয় প্রকৃতিদ্বয়মাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদি শব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্মভূতৈর্গন্ধাদিভিঃ সহৈকীকৃত্য সংগৃহ্যন্তে; অহঙ্কার-শব্দেন তৎকার্য্যভূতানীন্দ্রিয়াণি; তৎকারণভূত-মহত্তত্ত্বমপি গৃহ্যতে, বুদ্ধিমনসোঃ পৃথগুক্তিস্তত্ত্বেষু তয়োঃ প্রাধান্যাৎ।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—ভক্তিমতে জ্ঞানশব্দে ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই; কিন্তু দেহাদির অতিরিক্ত আত্মজ্ঞানই নহে। অতঃপর নিজ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে নিরূপণ করিতে গিয়া পর ও অপর ভেদে স্বীয় প্রকৃতিদ্বয়ের কথা বলিতেছেন—**'ভূমিঃ' ইত্যাদি দুই শ্লোকে বলিতেছেন। ভূমি-আদি শব্দে পঞ্চমহাভূত সূক্ষ্ম ভূতসমূহ গন্ধাদি সহিত এক করিয়া সংগ্রহ** করা হইয়াছে। অহঙ্কার-শব্দে তৎকার্য্যভূত ইন্দ্রিয়সমূহ;তৎকারণভূত মহত্তত্ত্বও গ্রহণ করা হয়, বুদ্ধিও মনের পৃথক্ উক্তি তত্ত্বসমুহের মধ্যে সেই দুইয়ের প্রাধান্যহেতু।।৪।।

অনুবর্ষিণী—ভগবৎস্বরূপ নিত্য। তাহাতে তাঁহার শক্তির দুই প্রকার পরিচয়—পর ও অপর। সেই অপরা শক্তির নাম—'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জগৎপ্রসবিনী বলিয়া তাহা 'অপরা'। ভূমি জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—৫টী মহাভূত এবং গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ ও স্পর্শ—৫টী তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত সহিত দশটী তত্ত্ব। অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত এবং ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপাদক। বুদ্ধি ও মনের প্রাধান্যহেতু পৃথক্ উল্লেখ

করিলেও তাহারা এক তত্ত্ব। অর্থাৎ এই সকলই বহিরঙ্গা শক্তিগত। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে এই প্রকৃতির প্র—কৃতি অর্থাৎ প্রকৃষ্ট কার্য্য এইরূপ ভাবে দেখাইয়াছেন—

প্রকৃতি
|
মহৎ
|
অহঙ্কার
|
৫জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫কর্ম্মেন্দ্রিয় মন রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ
| | | | |
তেজ বা অগ্নি জল পৃথিবী বায়ু আকাশ
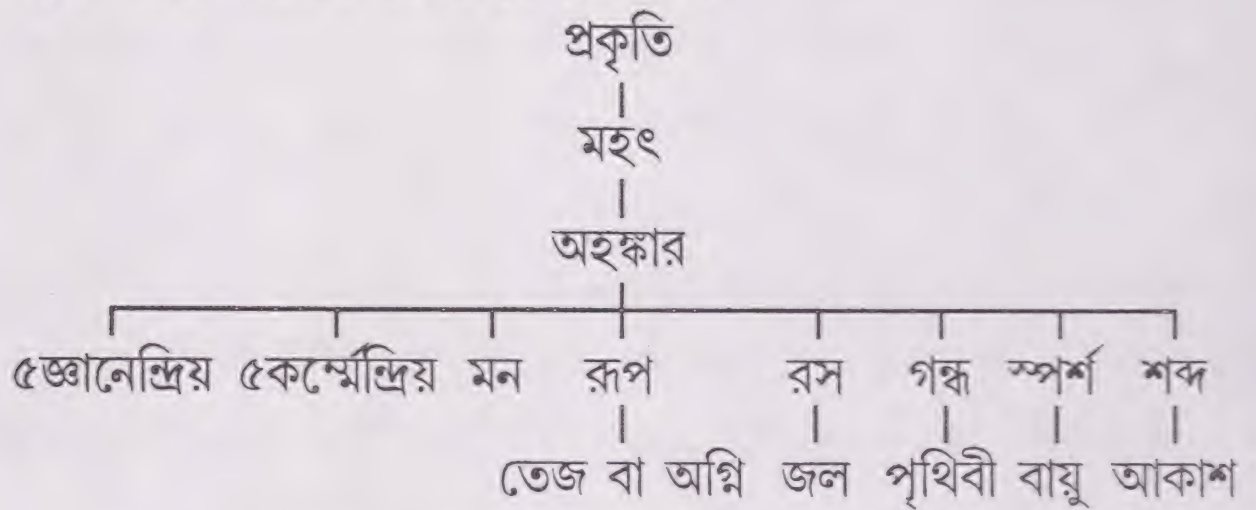
সাংখ্যকারিকায় পাওয়া যায়—'প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ। তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি।।' অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র—এই ষোড়শ পদার্থ। এই ষোড়শ পদার্থের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়।

শ্রীভগবান্ ত্রয়োদশাধ্যায়ে এই প্রকৃতিকেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বরূপে বিস্তারিত করিবেন—'মহাভূতান্যহঙ্কারঃ গীঃ (১৩।৬)।।৪।।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।৫।।

অন্বয়—হে মহাবাহো! ইয়ং তু (ইহা কিন্তু) অপরা (নিকৃষ্টা প্রকৃতি) ইতঃ (ইহা হইতে) পরাম্ অন্যাং (অন্য একটী পরমা) জীবভূতাং (জীবস্বরূপা) মে (আমার) প্রকৃতিং বিদ্ধি (জানিবে) যয়া (যাহার দ্বারা) ইদং জগৎ (এই জগৎ) ধার্য্যতে (ধৃত হইতেছে)।।৫।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার প্রকৃতি কিন্তু নিকৃষ্টা, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠা জীবস্বরূপা আমার আর একটী প্রকৃতি আছে জানিবে, যাহার দ্বারা এই জগৎ ধৃত বা রক্ষিত হইতেছে।।৫।।

বিশ্বনাথ—ইয়ং প্রকৃতির্ব হিরঙ্গাখ্যা শক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা, জড়ত্বাৎ। ইতোঽন্যাং প্রকৃতিং তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং পরামুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি,

চৈতন্যত্বাৎ। অস্যা উৎকৃষ্টত্বে হেতুঃ—যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ চেতনং ধার্য্যতে স্বভোগার্থং গৃহ্যতে।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকৃতি বহিরঙ্গাখ্যা শক্তি, অপরা—অনুৎকৃষ্টা জড় বলিয়া। ইহা হইতে অন্যা প্রকৃতি জীবভূতা তটস্থা শক্তিকে চৈতন্যত্বহেতু পরা—উৎকৃষ্টা জানিবে। ইহার উৎকর্ষের হেতু—যে চেতনাদ্বারা এই জগৎ চেতন ধারণ করে—নিজ ভোগের জন্য গ্রহণ করে।।৫।।

অনুবর্ষিণী—মায়াশক্তি জড়া ও ভোগ্যা বলিয়া অনুৎকৃষ্টা অর্থাৎ নিকৃষ্টা; আর জীবভূতা পরাপ্রকৃতি চেতন ও ভোক্তা বলিয়া উৎকৃষ্টা।

তটস্থাশক্তি—'নদীর জল ও ভূমি উভয়ের মধ্যে তট। তট ভূমিও বটে, জলও বটে, অর্থাৎ উভস্থ। তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি প্রকটিত চিজ্জগৎ ও মায়াশক্তি-প্রকটিত মায়িক জগৎ,—এই দু'-এর মধ্যগত সীমায় স্থিত হইয়া জীবের উভয় জগতের সম্বন্ধ থাকায়, জীব—তটস্থাশক্তি'—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। কৃষ্ণের 'তটস্থাশক্তি' ভেদাভেদ প্রকাশ।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২০ প।)

শ্রুতি বলেন—'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ'—(শ্বেঃ ৬।১৬।)

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।।' অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা—চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা—জীবশক্তি (অবিদ্যা হইতে ভিন্না) কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তির নাম মায়া।।৫।।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।।৬।।

অন্বয়—সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল ভূতসমূহ) এতৎ যোনীনি (পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিজাত) ইতি উপধারয় (ইহা অবগত হও) অহং (আমি) কৃৎস্নস্য জগতঃ (সকল জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তি কারণ) তথা প্রলয়ঃ (এবং বিনাশ কারণ)।।৬।।

অনুবাদ—সমস্ত ভূতগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিদ্বয় হইতে নিঃসৃত জানিবে, সুতরাং আমিই সকল জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের একমাত্র

কারণস্বরূপ।।৬।।

বিশ্বনাথ—এতচ্ছক্তিদ্বয়দ্বারৈব স্বস্য জগৎকারণত্বমাহ—এতদিতি। এতে মায়াশক্তি-জীবশক্তি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপে যোনী কারণভূতে যেষাং তানি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ভূতানি জানীহি। অতঃ কৃৎস্নস্য সর্ব্বস্যাস্য জগতঃ প্রভবঃ মচ্ছক্তিদ্বয়প্রভূতত্বাৎ অহমেব স্রষ্টা, প্রলয়স্তচ্ছক্তিমতি ময্যেব প্রলীনভাবিত্বাদহমেবাস্য সংহর্ত্তা।।৬।।

বঙ্গানুবাদ—এই শক্তিদ্বয়দ্বারেই নিজের জগৎকারণত্বের কথা বলিতেছেন—'এতৎ' ইত্যাদি। এই দুইটি—মায়া ও জীবশক্তি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে যোনী—যাহাদের কারণভূত সেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ জান। অতএব কৃৎস্নস্য—এই সর্ব্বজগতের প্রভব—আমার শক্তিদ্বয়ের প্রভূতত্বহেতু আমিই শ্রেষ্ঠ, প্রলয়—সেই শক্তিমান্ আমাতেই প্রলীন হইবে বলিয়া আমিই ইহার সংহর্ত্তা।।৬।।

অনুবর্ষিণী—মায়াশক্তি স্থাবর ও জঙ্গমের ক্ষেত্র বা দেহরূপে পরিণত হয় আর জীবশক্তি ভোক্তৃরূপে দেহ সকলে প্রবেশ করিয়া আপন কর্ম্মদ্বারা সেগুলিকে ধারণ করে। সুতরাং চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ এই দুই প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। আর ঐ উভয়ই আমার প্রকৃতি—ভগবান্ হইতেই উৎপন্ন। তাই, ভগবানই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ।।৬।।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।।৭।।

অন্বয়—ধনঞ্জয়! মত্তঃ (আমা হইতে) পরতরং (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (আর কিছু নাই) সূত্রে মণিগণা ইব (সূতায় মণিসমূহের ন্যায়) ইদং সর্ব্বং (এই সকল) ময়ি (আমাতে) প্রোতং (গ্রথিত)।।৭।।

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সুতায় যেরূপ মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতেই এই সমগ্র বিশ্ব গ্রথিত আছে, অর্থাৎ ওতঃপ্রোতভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে।।৭।।

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মাদহমেব সর্ব্বমিত্যাহ—মত্তঃ পরতরমন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস্তিকার্য্য-কারণয়োরৈক্যাৎ শক্তিশক্তিমতোরৈক্যাচ্চ। তথা চ

শ্রুতি—“একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম,” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” ইতি। এবং স্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বমুক্ত্বা সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বঞ্চাহ—ময়ীতি। সর্ব্বমিদং চিজ্জড়াত্মকং জগৎ মৎকার্য্যত্বাৎ মদাত্মকমপি পুনর্ময্যন্তর্য্যামিনি প্রোতং গ্রথিতং যথা সূত্রে মণিগণাঃ প্রোতাঃ। মধুসূদন-সরস্বতীপাদাস্তু সূত্রে মণিগণা ইবেতি দৃষ্টান্তস্তু গ্রথিতত্বমাত্রে, ন তু কারণত্বে, কনকে কুণ্ডলাদিবদিতি তু যোগ্যো দৃষ্টান্তঃ ইত্যাহুঃ।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—যেহেতু এই প্রকার সেইহেতু আমিই সকল, তাই বলিতেছেন—‘মত্তঃ পরতরমন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস্তি’—কার্য্য ও কারণের একত্ব এবং শক্তি ও শক্তিমানের ঐক্যহেতু। শ্রুতি বলেন—(‘ছাঃ ৬।২।১) এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক, অদ্বিতীয় সৎবস্তুমাত্র ছিলেন। (বৃঃ ৪।৪।১৯) একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত নানারূপ কিছুই নাই। এই প্রকারে নিজের সর্ব্বাত্মকত্ব বলিয়া সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বও বলিতেছেন—‘ময়ি’ ইত্যাদি। সর্ব্বমিদং—চিৎ ও জড়াত্মক জগৎ আমার কার্য্য বলিয়া মদাত্মকও পুনঃ অন্তর্য্যামী আমাতে প্রোত গ্রথিত যেরূপ সূত্রে মণিগণ গ্রথিত। মধুসূদন সরস্বতীপাদ কিন্তু সূত্রে মণিগণা ইব—এই দৃষ্টান্তকে গ্রথিতত্ব মাত্র, কিন্তু কারণত্বে নহে। কিন্তু কনকে কুণ্ডলাদির ন্যায় যোগ্য দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন।।৭।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বশ্লোকে ভগবান্ নিজেকে সৃষ্টি ও প্রলয়ের স্বতন্ত্র কারণ প্রদর্শন করিয়া আলোচ্য শ্লোকে নিজেরই স্থিতি বা বিশ্বাপালকত্বে সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব দেখাইতেছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বকারণকারণ—“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ অনাদিরাদিঃ গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম।।” (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১) ‘ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান।।’ (চৈঃ চঃ মঃ ৮ পঃ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—“ভগবান্ সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা অন্য যদি কেহ শ্রেষ্ঠ হন তবে তাঁহাতে ভক্তি অসম্ভব। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরে (৩।৮) ‘বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।’ —বাক্যদ্বারা ব্রহ্মসদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশপূর্ব্বক ‘ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি।। ঐ ৩।১০—ইত্যাদি

বচনদ্বারা তাঁহা হইতে প্রধান বস্তু আছে, এইরূপ বলিয়াছেন, এইস্থানে সন্দেহ এই যে, আরাধ্য ব্রহ্মাপেক্ষা প্রধান বস্তু আছে কি না, শব্দের স্বরসতা প্রযুক্ত আছেনই বলা যাইতে পারে। এইরূপ প্রশ্নের নিরাসার্থ পরসূত্র আবিষ্কার করা হইতেছে—

"তথান্যপ্রতিষেধাৎ" বেদান্ত দঃ ৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩৭ সূঃ, আরাধ্য ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রধান। তদপেক্ষা প্রধান আর কেহই নাই। কারণ, যাহা হইতে দ্বিতীয় ও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কেহ নাই, —'যস্মাৎপরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ' ঐ ৩।৯—এই সকল শ্রুতিবাক্য সকল আরাধ্য ব্রহ্ম হইতে অন্যের প্রাধান্য নিবৃত্তি করিয়াছেন। বেদের তাৎপর্য্য এই 'আমি ঐ আদিত্যসদৃশ তমোতীতময় পুরুষকে জানিলাম। তাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয় এবং পুরুষার্থ প্রাপ্ত হয়। মহাপুরুষের জ্ঞানই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র পথ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই'—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বেদ বলিতেছেন যে, 'যাহারা ব্রহ্মের উত্তরোত্তর অনাময়রূপ বিদিত হয়, তাহারা সুধাত্ব প্রাপ্ত হয়। অন্যথা দুঃখাদি নিবারণীয় নহে।' (উপরিউক্ত ৩।৮ ও ৩।৯ শ্লোকার্থ)। ইহার দ্বারা ব্রহ্ম হইতে প্রধান বলিয়া কোন বস্তুর উপদেশ করা হয় নাই। যদি ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠবস্তু আছে বলিয়া বলা হয় তবে গীতাতে 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ' আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু নাই—এই ভগবদ্বাক্য মিথ্যা হয়।" (গোবিন্দভাষ্য)।

নাভির যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ নিজেরই অদ্বিতীয়ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন—'মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ'—(ভাঃ ৫।৩।১৬)।

'মম অহেমেবাভিরূপঃ সদৃশঃ, কৈবল্যাদদ্বিতীয়ত্বাৎ'—(শ্রীধর।) অর্থাৎ আমার তুলনা আমিই, কারণ আমি অদ্বিতীয়। 'ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে'—(শ্বেঃ ৬।৮,) 'কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন। অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।' (চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ)। ভক্ত অর্জ্জুনও বলিয়াছেন—'ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যঃ'—(গীঃ ১১।৪৩) ।।৭।।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।।৮।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! অহং (আমি) অপ্সু (জলে) রসঃ (রস) শশিসূর্য্যয়োঃ (চন্দ্র সূর্য্যের) প্রভা (জ্যোতি) সর্ব্ববেদেষু (সকল বেদে) প্রণবঃ (ওঁকার) খে (আকাশে) শব্দঃ নৃষু (নরে) পৌরুষং (পুরুষাকার) অস্মি (হই)।।৮।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! আমিই জলের রস, চন্দ্র-সূর্য্যের প্রভা, সকল বেদের মূলভূত প্রণব, আকাশের শব্দ এবং মনুষ্যগণের পুরুষাকার।।৮।।

বিশ্বনাথ—স্বকার্য্যে জগত্যত্র যথাহমন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টো বর্ত্তে, তথা ক্বচিৎ কারণরূপেণ ক্বচিৎ কার্য্যেষু মনুষ্যাদিষু সাররূপেণাপ্যহং বর্ত্তে ইত্যাহ—রসোঽহমিতি চতুর্ভিঃ। অপ্সু রসস্তৎকারণভূতো মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্রাগ্রেঽপি প্রভারূপঃ প্রণবঃ 'ওঁকারঃ'—সর্ব্ববেদকারণম্। খে আকাশে শব্দস্তৎকারণং নৃষু পৌরুষং সকল উদ্গম বিশেষ এব মনুষ্যসারঃ।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—স্বকার্য্য এই জগতে যেরূপ আমি অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যমান, সেইরূপ কোন কারণরূপে কোন কার্য্যে—মনুষ্যাদিতে সাররূপে আমিই বিদ্যমান, তাই বলিতেছেন—'রসোঽহম্' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। অপ্সু—তৎকারণভূত রস আমার বিভূতি এই অর্থ। এই প্রকার পরবর্ত্তী সর্ব্বত্রই; প্রভারূপ প্রণব—ওঁকার—সর্ব্ববেদের কারণ। খে—আকাশে তৎকারণ শব্দ, নৃষু পৌরুষং সকল উদগমবিশেষই মনুষ্যসার।।৮।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ নিজের জগতের স্থিতির কারণতা স্পষ্টভাবে দেখাইতে গিয়া কিরূপে তাঁহাতে সর্ব্বজগৎ গ্রথিত তাই বলিতেছেন—আমিই রসতন্মাত্ররূপ বিভূতিক্রমে রসের আশ্রয়ভাবে জলেই আছি। চন্দ্র ও সূর্য্যে প্রকাশরূপ বিভূতিক্রমে তাহাদের আশ্রয়রূপে আমিই বর্ত্তমান আছি। অন্য বিষয়গুলিতেও এইরূপই দেখিতে হইবে।

এতৎপ্রসঙ্গে—'জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্, নক্ষত্রাণামহং শশী' (গীঃ ১০।২১) এবং 'অপাং রসশ্চ'—(ভাঃ ১১।১৬।৩৪) শ্লোঃ আলোচ্য।।৮।।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।।৯।।

অন্বয়—(অহং—আমি) পৃথিব্যাম্ চ পুণ্যঃ গন্ধঃ (পৃথিবীরও পবিত্র গন্ধ) বিভাবসৌ চ (অগ্নিরও) তেজঃ সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতের) জীবনং (আয়ু) তপস্বিষু চ (এবং তপস্বিগণের) তপঃ (তপঃশক্তি) অস্মি (হই) ।।৯।।

অনুবাদ—আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধস্বরূপ, অগ্নির তেজঃস্বরূপ, যাবতীয় ভূতের জীবনস্বরূপ এবং তপস্বিগণের তপঃস্বরূপ।।৯।।

বিশ্বনাথ—"পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধঃ পুণ্যস্তু চার্ব্বপি" ইত্যমরঃ। চ-কারো রসাদীনামপি পুণ্যত্বসমুচ্চয়ার্থঃ। তেজঃ সর্ব্ববস্তুপাচনপ্রকাশন-শীতত্রাণাদিসামর্থ্যরূপঃ সারঃ;জীবনমায়ুরেব সারঃ;তপো দ্বন্দ্বসহনাদিকমেব সারঃ।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—'পুণ্য শব্দে অবিকৃত গন্ধ এবং চারুও'—অমরকোষ। 'চ'-কার দ্বারা রসাদি ও পুণ্য এই সমাহার অর্থ। তেজ—সকল বস্তুর পাচন বা পাক, প্রকাশন, শীত হইতে ত্রাণাদি সামর্থ্যরূপ সার; জীবন—আয়ুই সার; তপ—দ্বন্দ্বসহনাদিই সার।।৯।।

অনুবর্ষিণী—দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসাদি সহন।।৯।।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।।১০।।

অন্বয়—পার্থ, মাং (আমাকে) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) সনাতনম্ (নিত্য) বীজং (কারণ) বিদ্ধি (জান) অহং (আমি) বুদ্ধিমতাম্ (বুদ্ধিমানগণের) বুদ্ধিঃ তেজস্বিনাম্ (তেজস্বিগণের) তেজঃ অস্মি (হই) ।।১০।।

অনুবাদ—হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের নিত্য কারণ বলিয়া জানিবে, আমি বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজঃস্বরূপ।।১০।।

বিশ্বনাথ—বীজমবিকৃতং কারণং প্রধানখ্যমিত্যর্থঃ। সনাতনং নিত্যং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিরেব সারঃ।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—বীজ—প্রধানাখ্য অবিকৃত কারণ এই অর্থ। সনাতন—নিত্য বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধিই সার।।১০।।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।।১১।।

অন্বয়—ভরতর্ষভ! (ভরতকুলশ্রেষ্ঠ) অহং (আমি) বলবতাং (বলবানদিগের) কামরাগবিবর্জ্জিতং (আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিশূন্য) বলং (বল) চ (এবং) ভূতেষু (ভূতগণের মধ্যে) ধর্ম্ম-অবিরুদ্ধ (ধর্ম্মসঙ্গত) কামঃ অস্মি (পুত্রোৎপত্তিমাত্রোপযোগী কামস্বরূপ হই)।।১১।।

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ! আমি বলবান্ পুরুষদিগের কাম ও রাগশূন্য বল এবং সর্ব্বপ্রাণিগণে পুত্রোৎপত্তিমাত্রোপযোগী কামস্বরূপ।।১১।।

বিশ্বনাথ—'কামঃ' স্বজীবিকাদ্যভিলাষঃ, রাগঃ' ক্রোধস্তদ্বিবর্জিতঃ, ন তদ্দ্বয়োত্থমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ স্বভার্য্যায়াং পুত্রোৎপত্তিমাত্রোপযোগী।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—কাম—নিজ জীবিকাদির অভিলাষ, রাগ—ক্রোধ, তাহা শূন্য, কাম ও ক্রোধ এই দুই হইতে উত্থিত ব্যাপার নহে। ধর্ম্মাবিরুদ্ধ—নিজ ভার্য্যায় পুত্রের উৎপত্তির উপযোগী মাত্র।।১১।।

অনুবর্ষিণী—ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম—'এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ' ভাঃ—১১।৫।১৩ অর্থাৎ আত্মতৃপ্তি পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যই মৈথুন বিহিত হইয়াছে। 'প্রজয়া হেতুনা ন তু রমনার্থম্'—শ্রীবিশ্বনাথ।।১১।।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।।১২।।

অন্বয়—যে এব সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ (যাবতীয় সাত্ত্বিক ভাবসমূহ) যে চ (এবং যাহারা) রাজসাঃ তামসাঃ চ (রাজসিক ও তামসিক) তান্ সর্ব্বান্ (সে সকল) মত্ত এব (আমা হইতেই) ইতি বিদ্ধি (ইহা জানিবে) তেষু (সে সকলে) অহং ন (আমি নহি) তু (কিন্তু) তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে)।।১২।।

অনুবাদ—যাবতীয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ আমার প্রকৃতির গুণকার্য্য বলিয়া জানিবে, আমি সে সকলের অধীন নহি কিন্তু তাহারা আমার শক্তির অধীন।।১২।।

বিশ্বনাথ—এবং বস্তুকারণভূতাঃ বস্তুসারভূতাশ্চ রাক্ষসাদ্যাশ্চ বিভূতয়ঃ কাশ্চিদুক্তাঃ; কিন্ত্বলমতিবিস্তরেণ। মদধীনং বস্তুমাত্রমেব মদ্বিভূতিরিত্যাহ যে চৈবেতি। সাত্ত্বিকভাবাঃ শমদমাদয়ঃ দেবাদ্যাশ্চ রাজসা হর্ষদর্পাদয়োঽ-সুরাদ্যাশ্চ তামসাঃ শোকমোহাদয়ো রাক্ষসাদ্যাশ্চ। তান্ মত্ত এবেতি মদীয়প্রকৃতিগুণকার্য্যত্বাৎ। তেম্বহং ন বর্ত্তে, জীববত্তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ। তে তু ময়ি মদধীনাঃ সন্ত এব বর্ত্তন্তে।।১২।।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে বস্তুর কারণভূত, বস্তুর সারভূত এবং রাক্ষসাদি কোন কোন বিভূতি কথিত; কিন্তু আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন কি? আমার অধীন বস্তুমাত্রই আমার বিভূতি— তাই বলিতেছেন—'যে চৈব' ইত্যাদি। সাত্ত্বিকভাব—শমদমাদি দেবাদিও, রাজস—রাজস—হর্ষ-দর্পাদি অসুরাদিও, তামস—শোক-মোহাদি রাক্ষসাদিও। (তান্) তাহারা আমা হইতেই, আমার প্রকৃতির গুণকার্য্য বলিয়া। সে সকলে (সেই সব গুণে) আমি বিদ্যমান নহি, জীবের ন্যায় আমি তাহাদের অধীন নহি, এই অর্থ। কিন্তু তাহারা আমার অধীনে থাকিয়াই বিদ্যমান।। ১২।।

অনুবর্ষিণী—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব সকল আমার প্রকৃতির গুণকার্য্য। আমি সে সকল গুণ হইতে স্বাধীন, কিন্তু তাহারা আমার অধীন। ভগবান্ গুণে অবস্থান করিয়াও গুণাতীত—'এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ন যুজ্যতে।' (ভাঃ—১।১১।৩৮) 'সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ'—(গোঃ তাঃ উঃ)।।১২।।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।।১৩।।

অন্বয়—এভিঃ (পূর্ব্বোক্ত এই) ত্রিভিঃ গুণময়ৈ ভাবৈঃ (ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা) ইদং (এই) সর্ব্বম্ জগৎ (সকল জগৎ) মোহিতং (মোহিত) এভ্যঃ পরম্ (এই ত্রিগুণাতীত) অব্যয়ং মাং (অব্যয়স্বরূপ অর্থাৎ অবিনাশী আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না।।১৩।।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব, রজ, ও তমো গুণের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ মোহিত, ঐ সমস্ত গুণ হইতে অতীত অব্যয়স্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না।।১৩।।

বিশ্বনাথ—নম্বেবম্ভূতং ত্বাং পরমেশ্বরং কথময়ং জনো ন জানাতীত্যত আহ—ত্রিভিরিতি। গুণময়ৈঃ শমদমাদি-হর্ষাদিশোকাদ্যৈঃ ভাবৈঃ স্বাভাবী-ভূতৈর্জ্জগৎ জগজ্জাত-জীববৃন্দং মোহিতং সৎ মাং নির্গুণত্বাদেভ্যঃ পরাম্ অব্যয়ং নির্ব্বিকারম্।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল যে, এই প্রকার পরমেশ্বর তোমাকে লোকে কেন জানে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ত্রিভিঃ' ইত্যাদি। গুণময়—শমদমাদি হর্ষশোকাদি ভাবসমূহের দ্বারা স্বাভাবীভূত জগৎ অর্থাৎ জগতে উদ্ভূত জীববৃন্দ মোহিত হইয়া আমি নির্গুণ বলিয়া গুণগণ হইতে পর অব্যয় নির্ব্বিকার আমাকে (জানিতে পারে না)।।১৩।।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।১৪।।

অন্বয়—এষা (এই) দৈবী (অলৌকিকী) গুণময়ী (গুণাত্মিকা) মম মায়া (আমার মায়া) দুরত্যয়া হি (নিশ্চয় দুস্তরা) যে (যাহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (আশ্রয় করেন) তে (তাহারা) এতাম্ মায়াম্ (এই মায়া) তরন্তি (অতিক্রম করেন))।।১৪।।

অনুবাদ—এই অলৌকিকী গুণময়ী আমার বহিরঙ্গাশক্তি মায়া নিশ্চয় দুরতিক্রমণীয়া, তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন তাঁহারা এই দুরত্যয়া মায়া অতিক্রম করিতে পারেন।।১৪।।

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি ত্রিগুণময়মোহাৎ কথমুত্তীর্ণা ভবন্তি? তত্রাহ—'দৈবী' বিষয়ানন্দেন দীব্যন্তীতি দেবা জীবাস্তদীয়া তেষাং মোহয়িত্রীত্যর্থঃ। গুণময়ীশ্লেষেণ ত্রিবেষ্টনমহাপাশরূপা। মম পরমেশ্বরস্য মায়া বহিরঙ্গাশক্তির্দুরত্যয়া দুরতিক্রমা। পাশপক্ষে, ছেত্তুম্ উদ্‌গ্রন্থয়িতুং বা কেনাঽপ্যশক্যেত্যর্থঃ। কিন্তু, মদ্বাচি বিশ্বসিহি ইতি স্ববক্ষঃ স্পৃষ্ট্বাহ—মাং শ্যামসুন্দরাকারমেব।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, তাহা হইলে ত্রিগুণময় মোহ হইতে কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'দৈবী'—বিষয়ানন্দের দ্বারা ক্রীড়াপর দেব অর্থাৎ জীব তদীয় অর্থাৎ তৎসম্বন্ধীয় তাহাদিগের মোহয়িত্রী, এই অর্থ। গুণময়ী—শ্লেষসূচক অর্থে ত্রিবেষ্টন মহাপাশরূপা। মম—

পরমেশ্বরের, মায়া—বহিরঙ্গা শক্তি, দুরত্যয়া—দুরাতিক্রমা। পাশপক্ষে,—ছেদন করিতে বা গ্রন্থিমুক্ত করিতে কেহই সমর্থ নহে—এই অর্থ। কিন্তু আমার বাক্যে বিশ্বাস কর এই বলিয়া নিজ বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন— মাং—শ্যামসুন্দরাকারকেই।।১৪।।

অনুবর্ষিণী—শ্রুতি বলিয়াছেন—'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।' (শ্বেঃ—৪।১০) অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি ও মায়ার আশ্রয়ভূত পুরুষকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।

সেই মায়া দুষ্পারা—'ন যস্য কশ্চাতিতিতর্ত্তি মায়াং যয়া জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্।' (ভাঃ—৮।৫।৩০) ব্রহ্মা স্তবমুখে ভগবান্‌কে বলিলেন—যে মায়াদ্বারা লোক মোহিত হয় এবং আত্মস্বরূপ জানিতে পারে না, যাঁহার সেই মায়া কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

মায়া এতাদৃশী হইলেও তথাপি সেই মায়ানিয়ন্তা শ্যামসুন্দরে ভক্তি, প্রপত্তি বা শরণাগতির দ্বারাই তন্নিবৃত্তি হয়;কিন্তু যাঁহার মায়ায় মায়াবিগণও মুগ্ধ সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ব্রহ্মা রুদ্রাদির প্রপত্তিতে মায়া উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। কেননা, দেবগণ মুচুকুন্দকে বলিয়াছেন—'বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।।' (ভাঃ—১০।৫১।২০) হে রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক। আপনি অদ্য মুক্তি ব্যতীত অপর যে কোন বর প্রার্থনা করুন, একমাত্র অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মুক্তি প্রদানে সমর্থ। শিবও ঘণ্টাকর্ণকে বলিয়াছেন—'মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।' শ্রুতিও বলিয়াছেন—'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি' শ্বেঃ—৩।৮।

"যদি প্রশ্ন হয় যে, জীবের সংসার যখন মায়াকৃত তখন জীব সেই মায়া দেবীতেই প্রপন্ন হউক, তিনি প্রসন্না হইয়া তাহাকে সংসার হইতে মুক্তিদান করিবেন, হরিগুরুচরণ প্রপত্তির প্রয়োজনীয়তা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—মায়া বিষ্ণুর বশবর্ত্তিনী। অতএব সংসারমোচনে তাহার স্বতন্ত্রতা নাই"—'ঈশ্বরস্য ভগবতো বিষ্ণোর্বশবর্ত্তিন্যা মায়য়া জীবলোকোঽয়ং সংসারাটব্যাং গতো' ভাঃ—৫।১৪।১ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলিয়াছেন—'যে করয়ে বন্দী, ছাড়য় সেই সে।' 'কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়। কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়।।' (চৈঃ চঃ)।

তাই ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ। ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরংপদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্।।" (ভাঃ— ১০।১৪।৫৮) অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি পবিত্রকীর্ত্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের শিবব্রহ্মাদি মহৎদিগের আশ্রয়ভূত পাদপদ্ম তরণি আশ্রয় করিয়াছেন; তাঁহাদের নিকট এই ভবসমুদ্র গোষ্পদ তুল্য হইয়া থাকে, তাঁহাদের প্রাপ্যস্থান পরম পদ বৈকুণ্ঠ, বিপদের আশ্রয়ভূত স্থান নহে।।১৪।।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।১৫।।

অন্বয়—দুষ্কৃতিনঃ (দুষ্ক্রিয়াশীল অথবা, কৃতী বা শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও দুষ্ট অথবা দুর্ভাগ্যশীল জনগণ) মূঢ়াঃ (বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ) নরাধমাঃ (নরাধমগণ) মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ (মায়ার-দ্বারা বিলুপ্ত জ্ঞানবিশিষ্ট জনগণ) আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ (অসুর ভাবযুক্ত ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ন প্রপদ্যন্তে (আশ্রয় করে না)।।১৫।।

অনুবাদ—দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা অপহৃতজ্ঞান এবং অসুর-ভাবাপন্ন; তাহারা আমাকে আশ্রয় করে না, অর্থাৎ আমার শরণাগত হয় না।।১৫।।

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি পণ্ডিতা অপি কেচিৎ কিমিতি ত্বাং ন প্রপদ্যন্তে? তত্র, যে পণ্ডিতাস্তে মাং প্রপদ্যন্ত এব; পণ্ডিতমানিন এব ন মাং প্রপদ্যন্ত ইত্যাহ—ন মামিতি। দুষ্কৃতিনঃ দুষ্টাশ্চ তে কৃতিনঃ পণ্ডিতাশ্চেতি তে কুপণ্ডিতা ইত্যর্থঃ। তে চ চতুর্ব্বিধাঃ—একে মূঢ়াঃ পশুতুল্যাঃ কর্ম্মিণঃ; যদুক্তং—"নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্। হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ।।" ইতি, "মুকুন্দং কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেতরম্" ইতি চ। অপরে নরাধমাঃ কঞ্চিৎ কালং ভক্তিমত্ত্বেন প্রাপ্তনরত্বাঃ অপ্যন্তে ফলপ্রাপ্তৌ ন সাধনোপযোগ ইতি মত্বা। স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তিত্যাগিনঃ—

স্বকর্ত্তৃকভক্তিত্যাগলক্ষণমেব তেষামধমত্বমিতিভাবঃ। অপরে শাস্ত্রাধ্যাপনাদিমত্ত্বেঽপি মায়য়া অপহৃতং জ্ঞানং যেষাং তে। বৈকুণ্ঠবিরাজিনী নারায়ণমূর্ত্তিরেব সার্ব্বকালিকী ভক্তিঃ প্রাপ্যা, ন তু কৃষ্ণরামাদিমূর্ত্তিঃ মানুষীতি মন্যমানা ইত্যর্থঃ যদ্বক্ষ্যতে,—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইতি। তে খলু মাং প্রপদ্যমানা অপি ন মাং প্রপদ্যন্তে ইতি ভাবঃ। অপরে অসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ। অসুরাঃ জরাসন্ধাদয়ঃ মদ্বিগ্রহং লক্ষ্যীকৃত্য শরৈর্বিদ্ধ্যন্তি। তথৈব দৃশ্যত্বাদিহেতুমৎকুতর্কৈঃ মদ্‌বিগ্রহং বৈকুণ্ঠস্থমপি খণ্ডয়ন্ত্যেব, ন তু প্রপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল যে, পণ্ডিতগণও কেহ কেন তোমাতে প্রপন্ন হয় না? তদুত্তর—যাহারা পণ্ডিত তাহারা আমাতেই প্রপন্ন হয়, পণ্ডিতমানীই আমাতে প্রপন্ন হয় না, তাই বলিতেছেন—'ন মাং' ইত্যাদি। দুষ্কৃতিনঃ—তাহারা দুষ্ট অথচ কৃতী এবং পণ্ডিতও বটে, তাহারা কুপণ্ডিত—এই অর্থ। তাহারা চারিপ্রকার—এক মূঢ় পশুতুল্য কর্ম্মিগণ; যেরূপ কথিত হইয়াছে (ভাঃ৩।৩২।১৯)—দৈবকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া হরিকথারূপ সুধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ঠাভোজী শূকর যেরূপ ক্ষীরখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পুরীষ ভোজন করে, তাহারাও সেইরূপ কৃষ্ণেতর অসৎ কথা শ্রবণ করে।' 'পশুব্যতীত কে না মুকুন্দকে সেবা করে?'। অপর নরাধম—কিছুকাল ভক্তিমান্ থাকিয়া নরত্ব প্রাপ্ত হইয়াও অন্তে ফলপ্রাপ্তিতে সাধনের উপযোগ নাই মনে করিয়া স্বেচ্ছায় ভক্তিত্যাগী—নিজেরা ভক্তিত্যাগ করাই তাহাদিগের অধমত্ব, এই ভাব। অপর শাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করিয়াও মায়াদ্বারা অপহৃত জ্ঞান যাহাদিগের তাহারা। বৈকুণ্ঠে বিরাজিতা শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তিতেই সার্ব্বকালিকী ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু কৃষ্ণরামাদি মূর্ত্তিতে নহে ঐসকল মানুষী মনে করিয়া, এই অর্থ, যেমন বলিবেন—'মানুষী তনুধারী আমাকে মূঢ়গণ অবজ্ঞা করে'। (গীঃ ৯।১১।) তাহারা নিশ্চয়ই আমাতে প্রপন্ন হইতে গিয়াও আমাতে প্রপন্ন নহে, এই ভাব। অপরে আসুর ভাবশ্রিত—অসুর—জরাসন্ধাদি আমার বিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া শরদ্বারা বিদ্ধ করে। সেইরূপই আমার বৈকুণ্ঠস্থ বিগ্রহকেও মূর্ত্তরূপ

দৃশ্যত্বহেতু কুতর্ক-দ্বারা খণ্ডনই করে, কিন্তু প্রপন্ন হয় না, এই অর্থ।।১৫।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবানে প্রপন্ন ব্যক্তিগণ যখন মায়ামুক্ত হন, তখন পণ্ডিতগণ কেন তাঁহার ভজন করেন না—এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং ভগবানই দিতেছেন।

পণ্ডিতমানী বা কুপণ্ডিত—'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতস্মন্যমানাঃ। দংদ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।। (কঠ—১।২।৫) অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া আপনাদ্গিকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই কুটিলস্বভাববিশিষ্ট অবিবেকিগণ দুর্গম পথে অন্ধগণের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় অধঃপতিত হয়।

কর্ম্মিগণ—অচ্যুতের কথাই সুধা, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য সকল অসদ্গাথা কথনতৎপর।

অসুর—নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রবাদী। দৃশ্যত্বহেতু দৃষ্ট ভগবত্তনুকে মায়িক জ্ঞানে শর দ্বারা বিদ্ধ করে আর অদৃশ্যত্বাদিজন্য বৈকুণ্ঠস্থ নিত্যবিগ্রহগণকে অস্বীকার করে।।১৫।।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।১৬।।

অন্বয়—ভরতর্ষভ! আর্ত্তঃ (রোগশত্রুভয়াভিভূত) জিজ্ঞাসুঃ (আত্মজ্ঞানার্থী) আর্থার্থী (ঐহিক ও পারত্রিক ভোগকামী) জ্ঞানী চ (এবং তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী) (এতে—এই) চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ (বৈধজীবনাস্থিত চারিপ্রকার সুকৃতিশীল) জনাঃ (জন সমূহ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করে)।।১৬।।

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী, এই চারিপ্রকার সুকৃতিশীল ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন।।১৬।।

বিশ্বনাথ—তর্হি কে ত্বাং ভজন্তে ইত্যত আহ—চতুর্ব্বিধা ইতি। সুকৃতং বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণো ধর্ম্মস্তদ্বন্তঃ সন্তো মাং ভজন্তে; তত্র 'আর্ত্ত'—রোগাদ্যাপদ্গ্রস্তস্তন্নিবৃত্তিকামঃ; 'জিজ্ঞাসুঃ' আত্মজ্ঞানার্থী ব্যাকরণাদি-শাস্ত্রজ্ঞানার্থী বা; 'অর্থার্থী' ক্ষিতিগজতুরগকামিনীকনকাদ্যৈহিক-পারত্রিকভোগার্থীতি,—এতে ত্রয়ঃ সকামা গৃহস্থা 'জ্ঞানী বিশুদ্ধান্তঃকরণ

সন্ন্যাসীতি চতুর্থোঽয়ং নিষ্কামঃ;ইত্যেতে প্রধানীভূত-ভক্ত্যধিকারিণশ্চত্বারো নিরূপিতাঃ। তত্রাদিমেষু ত্রিষু কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিঃ;অন্তিমে চতুর্থে জ্ঞানমিশ্রা; "সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য" ইত্যগ্রিমগ্রন্থে যোগমিশ্রাপি বক্ষ্যতে। জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রা কেবলাভক্তির্যা, সা তু সপ্তমাধ্যায়ারম্ভে এব "ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ" ইত্যনেন উক্তা। পুনশ্চাষ্টমেঽপ্যধ্যায়ে "অনন্যচেতাঃ সততম্" ইত্যনেন, নবমে "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ" ইতি শ্লোকদ্বয়েন "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্" ইত্যনেন চ নিরূপয়িতব্যেতি। 'প্রধানীভূতা' 'কেবলা' ইতি দ্বিবিধৈব ভক্তির্মধ্যমেঽস্মিন্নধ্যায়ষট্‌কে ভগবতোক্তা। যা তু তৃতীয়া গুণীভূতা ভক্তিঃ কর্ম্মিণি, জ্ঞানিনি, যোগিনি চ কর্ম্মাদিফলসিদ্ধ্যর্থা দৃশ্যতে, তস্যাঃ প্রাধান্যাভাবাৎ ন ভক্তিত্বব্যপদেশঃ, কিন্তু তত্র তত্র কর্ম্মাদীনামেব প্রাধান্যাৎ। 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি' ইতি ন্যায়েন কর্ম্মত্ব-জ্ঞানত্ব-যোগত্ব-ব্যপদেশঃ, তদ্বতামপি কর্ম্মিজ্ঞানিত্ব-যোগিত্বব্যপদেশঃ, ন তু ভক্তত্ব-ব্যপদেশঃ। ফলঞ্চ সকামকর্ম্মণঃ স্বর্গঃ নিষ্কামকর্ম্মণো জ্ঞানযোগো জ্ঞানযোগয়োর্নির্ব্বাণমোক্ষ ইতি। অথ দ্বিধায়া ভক্তেঃ ফলমুচ্যতে; তত্র প্রধাণীভূতাসু ভক্তিষু মধ্যে আর্ত্তাদিষু ত্রিষু যাঃ কর্ম্মমিশ্রাস্তিস্রঃ সকামাঃ ভক্তাঃ, তাসাং ফলং তত্তৎকামপ্রাপ্তিঃ। বিষয়সাদ্‌গুণ্যাৎ তদন্তে সুখৈশ্বর্য্য প্রধানসালোক্যমোক্ষপ্রাপ্তিশ্চ, ন তু কর্ম্মফলস্বর্গভোগান্ত ইব পাতঃ; যদ্বক্ষ্যতে,—"যান্তি মদ্‌যাজিনো মাম্" ইতি চতুর্থ্যা জ্ঞানমিশ্রায়াস্তত উৎকৃষ্টায়াস্তু ফলং শান্তরতিঃ সনকাদিম্বিব। ভক্তভগবৎকারুণ্যাধিক্যবশাৎ কস্যাশ্চিৎ তস্যাঃ ফলং প্রেমোৎকর্ষশ্চ শ্রীশুকাদিষ্বিব। কর্ম্মামিশ্রা ভক্তির্যদি নিষ্কামা স্যাৎ, তদা তস্যাঃ ফলং জ্ঞানমিশ্রাভক্তিঃ, তস্যা ফলমুক্তমেব। ক্বচিচ্চ স্বভাবাদেব দাসাদিভক্ত-সঙ্গোত্থবাসনাবশাদ্বা জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্রভক্তিমতামপি দাস্যাদিপ্রেমা স্যাৎ, কিন্তু ঐশ্বর্য্যপ্রধানমেবেতি। অথ জ্ঞান কর্ম্মাদ্যমিশ্রায়াঃ শুদ্ধায়াঃ অনন্যাকিঞ্চনোত্তমাদিপর্য্যায়া ভক্তের্বহুপ্রভেদয়া দাস্যসখ্যাদিপ্রেমবৎ পার্ষদত্বমেব ফলমিত্যাদিকং শ্রীভাগবতটীকায়াং বহুশঃ প্রতিপাদিতম্। অত্রাপি প্রসঙ্গবশাৎ সাধ্যো ভক্তিবিবেকঃ সংক্ষিপ্য দর্শিতঃ।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ—তবে কাহারা তোমাকে ভজন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে

বলিতেছেন—'চতুর্ব্বিধা'—ইত্যাদি। সুকৃত—বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণধর্ম্মবন্ত হইয়া আমাকে ভজন করে, 'আর্ত্ত'—রোগাদি আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাহাতে নিবৃত্তিকাম; 'জিজ্ঞাসু'—আত্মজ্ঞানার্থী অথবা ব্যাকরণাদি শাস্ত্রজ্ঞানার্থী;'অর্থার্থী'—পৃথিবী, হস্তী, অশ্ব, কামিনী, কনকাদি ঐহিক ও পারত্রিক ভোগার্থী—এই তিন জন সকাম গৃহস্থ, জ্ঞানী—বিশুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসী; এই চতুর্থ ব্যক্তি নিষ্কাম; ইহারা চারিজন প্রধানীভূত ভক্তি-অধিকারী বলিয়া নিরূপিত। ঐ সকলের প্রথম তিন প্রকার ব্যক্তিসমূহে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি; শেষে চতুর্থে জ্ঞানমিশ্রা, 'সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য' এই পরবর্ত্তী বাক্যে যোগমিশ্রাও বলিবেন। কর্ম্মজ্ঞানাদি অমিশ্রা যে কেবলা ভক্তি তাহা কিন্তু সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই 'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ' গীঃ (৭।১)—এই দ্বারা কথিত হইয়াছে। পুনরায় অষ্টমাধ্যায়েও 'অনন্যচেতাঃ সততম্' (গীঃ ৮।১৪)—এই শ্লোক, নবম অধ্যায়ে 'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ' (গীঃ ৯।১৩) এবং 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্' (গীঃ ৯।২২) এই দুইটী শ্লোক দ্বারা নিরূপিত হইবে। ভগবান্ প্রধানীভূতা ও কেবলা—এই দুই প্রকার ভক্তির কথাই মধ্যবর্ত্তী এই ছয় অধ্যায়ে (৭-১২) বলিয়াছেন। কিন্তু যাহা তৃতীয়া গুণীভূতা ভক্তি কর্ম্মী, জ্ঞানী এবং যোগীতে কর্ম্মাদিফল সিদ্ধির নিমিত্ত দৃষ্ট হয়, তাহাতে ভক্তি প্রাধান্যের অভাব বলিয়া ভক্তি বলিয়া ব্যপদেশ হয় নাই, কিন্তু সেই সেই ক্ষেত্রে কর্ম্মাদিরই প্রধান্য। 'প্রাধান্যের দ্বারা ব্যপদেশ হয়'—এই ন্যায়ে কর্ম্মত্ব, জ্ঞানত্ব ও যোগত্বের ব্যপদেশ, কর্ম্মবান, জ্ঞানবান ও যোগবানের কর্ম্মিত্ব, জ্ঞানিত্ব ও যোগিত্বের ব্যপদেশ হইয়াছে, কিন্তু ভক্তত্বের ব্যপদেশ নাই। সকাম কর্ম্মের ফল স্বর্গ, নিষ্কাম কর্ম্মের জ্ঞানযোগ এবং জ্ঞান ও যোগের ফল নির্ব্বাণ মোক্ষ। অনন্তর দুই প্রকার ভক্তির ফল কথিত হইতেছে; তাহার মধ্যে প্রধানীভূতা ভক্তিতে আর্ত্তাদি তিন প্রকার ব্যক্তিতে যে কর্ম্মমিশ্রা তাহারা তিন জন সকাম ভক্ত, তত্তৎ কামপ্রাপ্তি তাহাদের ফল। বিষয়ের সদ্‌গুণ হেতু তদন্তে সুখৈশ্বর্য্য প্রধান সালোক্যমোক্ষপ্রাপ্তি কিন্তু কর্ম্মফল স্বর্গ ভোগের পর পতনের ন্যায় পতন নহে; যেমন কথিত হইবে—

'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্' (গীঃ ৯।২৫); চতুর্থ তাহা হইতে উৎকৃষ্টা

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে ফল—শান্তরতি সনকাদির ন্যায়। ভক্ত ও ভগবানের অধিক কারুণ্যবশে তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট ফল প্রেমোৎকর্ষ যাহা শ্রীশুকাদিতে দেখা যায়। যদি কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি নিষ্কামা হয়, তবে তাহার ফল জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি; তাহার ফল কথিত হইয়াছে। জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্র-ভক্তিমান্ কাহারও স্বভাববশে অথবা দাসাদি ভক্ত সঙ্গোত্থ বাসনাবশে দাস্যাদি প্রেমা হয় কিন্তু উহা ঐশ্বর্য্যপ্রধানই। জ্ঞানকর্ম্মাদি অমিশ্রা শুদ্ধা অনন্যা অকিঞ্চনা উত্তমাদি পর্য্যায়ভুক্ত বহু প্রভেদযুক্ত ভক্তির দাস্য সখ্যাদি প্রেম পার্ষদত্বই ফল—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় বহুস্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই টীকায়ও প্রসঙ্গবশে সাধ্য ভক্তির বিবেক সংক্ষেপে দর্শিত হইয়াছে।।১৬।।

অনুবর্ষিণী—সুকৃতিগণ—যাহারা বর্ণাশ্রমলক্ষণ ধর্ম্ম দ্বারা বিষ্ণুভজন করেন—'বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্।।' (বিষ্ণুপুরাণ) অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের আচারযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই।

আর্ত্ত—জরাসন্ধ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ রাজন্যবর্গ, গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রাদি। জিজ্ঞাসু—আত্মজ্ঞানার্থী শৌনকাদি।

অর্থার্থী—ধ্রুবাদি।

প্রধানীভূত-ভক্তি—যে কর্ম্মে, জ্ঞানে বা যোগে ভক্তিরই প্রাধান্য আর কর্ম্মজ্ঞান-যোগের ভক্তির অধীনতা।

কেবলা ভক্তি—'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।' (ভাঃ রঃ সিঃ) 'অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি জ্ঞান, কর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।। এই শুদ্ধা ভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।।' (চৈঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ)।

গুণীভূতা ভক্তি— যে কর্ম্মে, জ্ঞানে বা যোগে ভক্তিবৃত্তির প্রাধান্য নাই, অর্থাৎ কর্ম্ম জ্ঞানযোগেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম্ম-জ্ঞান- যোগফল—স্বর্গ ও নির্ব্বাণ মোক্ষ সাধনে পরিচর্য্যা করে, সেই কর্ম্মের নামই 'কর্ম্ম', জ্ঞানের নামই 'জ্ঞান' এবং যোগের নামই

'যোগ'; ঐ কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগকে 'ভক্তি' নাম দেওয়া যায় না।

গুণীভূতা ভক্তি তখন ভক্তিই নয়, তখন ভক্তি দুই প্রকার—কেবলা ও প্রধানীভূতা। সেই দুইপ্রকার ভক্তির ফল বলিতেছেন— প্রধানীভূতা ভক্তির ফল—(১) আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ইহারা তিনজন সকাম ভক্ত। তাহারা কর্ম্মামিশ্রা ভক্তির যাজক বলিয়া তৎফলে বিপন্মুক্ত, জ্ঞানপ্রাপ্ত ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হন, পরে ভক্তিমহিমায় স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিলাসমূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে বিরাজিত সুখ ও ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীনারায়ণের সহিত একলোক প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সালোক্য মুক্তিলাভে তৎসেবক হন; কিন্তু সাধারণ কর্ম্মীর পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বর্গভোগের পর 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' (গীঃ—৯।২১), ন্যায়ে—পুনরায় সংসারে পতিত হন না।

(২) চতুর্থজ্ঞানী, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি হইতে উৎকৃষ্টা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফলে সনকাদির ন্যায় ভগবানে শান্তরতি লাভ করেন। "শান্তভক্ত— নবযোগেন্দ্র, সনকাদি আর।" (চৈঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ)।

শান্তরতি—'মানসে নির্ব্বিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে' অর্থাৎ মানসে সংশয়াদি রহিত ভাবকে 'শম' বলা যায়। 'বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ। আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ শমঃ ইত্যসৌ। প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জ্জিতা। পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তরতির্মতাঃ।।" (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫ম লঃ) অর্থাৎ বিষয় বাসনা পরিহারপূর্ব্বক নিজানন্দে অবস্থিতিকে 'শম'-স্বভাব বলে। শম-প্রধান ব্যক্তিগণের পরমাত্মজ্ঞানে কৃষ্ণের প্রতি মমতাগন্ধহীন শান্তরতি জন্মে।

এই অবস্থায় যদি ভগবানের বা প্রেমিক ভক্তের সঙ্গ হয় তবে তাঁহাদের করুণায় শান্তভক্ত শ্রীশুকাদির ন্যায় প্রেমবান্ হন। ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদিস্মরণ। 'কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন' (চৈঃ চঃ মঃ ২৪ পঃ)।

ভক্ত সঙ্গেই ভক্তি লাভ হয়—'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।' অতএব কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিযাজনকারীর ভাগ্যফলে যদি দাস্যরসের ভক্তের সঙ্গ হয় তাহা হইলে তাঁহারা দাস্যপ্রেম লাভ করেন কিন্তু উহা ঐশ্বর্য্য প্রধান।

কেবলা ভক্তির ফল—কেবলা ভক্তি,—অনন্যা, অকিঞ্চনা ও উত্তমাদি শব্দে অভিহিত হয়। ইহা স্বতন্ত্রা, নিরপেক্ষা এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। সুতরাং প্রধানীভূতা ভক্তির সহিত তুলনীয়া নহে। কেবলভক্তিমান্ ভক্ত মাধুর্য্যময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চরণে দাস্য-সখ্যাদি রতিলাভ করিয়া তাঁহার নিত্য পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতের—'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' (১।৭।১০) 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত' (২।৯।৩৩) 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং' (৬।১৪।৫) 'যাবন্নৃকায়রথম্' (৭।১৫।৪৫) 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ' (১০।২।৩২) প্রভৃতি শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা দ্রষ্টব্য।

গীতোক্ত এই চতুর্ব্বিধভক্তের বিচার 'ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়া' এবং 'নুনং বিমুষ্টমতয়ঃ' (ভাঃ—৪।৯।৮-৯) শ্লোকদ্বয়ের সারার্থদর্শিনী টীকা দ্রষ্টব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বা তদীয় প্রিয়জনের কৃপাবলে শুদ্ধভক্তির অধিকারী হন—"তত্র গীতাদিযুক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাং। মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপাস্যাত্তৎপ্রিয়স্য বা।। স ক্ষীণতত্তদ্ভাবঃ স্যাচ্ছুদ্ধভক্ত্যধিকারবান্। যথেভঃ শৌনকাদিশ্চ ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ।।" (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৪)।

"ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন, সুকৃতিশালী পুরুষেরাই আমাকে ভজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা চারিপ্রকার-আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। তন্মধ্যে জ্ঞানি আমার প্রিয়তর। যেহেতু তিনি সফল হইলে উত্তম গতিস্বরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া আমা ব্যতীত অন্য কোন ফলের আশা করেন না। বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎকে বাসুদেবময় দেখিয়া থাকেন এবং এই প্রকার সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি নিবন্ধন কেবল আমাকেই ভজনা করেন কিন্তু বিবিধ বাসনাতে যাহাদের জ্ঞান হৃত হইয়াছে, তাহারাই অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে। এই স্থলে জ্ঞানী শব্দে আত্মতত্ত্বজ্ঞ। অতএব জ্ঞানীই উত্তম কারণ, জ্ঞানিগণ দেহাভিমান ও বিষয়ে চিত্ত বিক্ষেপ শূন্য হওয়ায় তাহাদের একান্ত ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইল, অন্যের হইতে পারে না। এইস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে—ত্বং পদার্থ-জ্ঞানদ্বারাও জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হইতে

পারেন, কিন্তু ত্বং-পদার্থজ্ঞানলাভান্তর যাহাদিগের অভেদজ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই সকল জ্ঞানী ভক্ত ও ভগবানের প্রসাদে বিশুদ্ধ ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যেমন ব্রহ্মানন্দসেবি সনকাদি—'তস্যারবিন্দনয়নস্য' (ভাঃ ৩।১৫।৪৩)।

আর্ত্তব্যক্তি স্বীয় পীড়ার উপশমের নিমিত্ত ভগবানের স্মরণ করে, কিন্তু যদি তাহার জন্মান্তরীয় ভক্তিবাসনাহেতু সৎসঙ্গাদি সুকৃতি থাকে, তবে সেই ব্যক্তির হরিভজনে প্রবৃত্তি হয়। যেমন গজেন্দ্র কুম্ভীর দংশনে পীড়িত হইয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া সুকৃতি ফলে ভগবানের অনুগ্রহ ভাজন হইয়া শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইয়াছেন। (এইরূপ শৌনকাদি ঋষি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন) এবং ধ্রুব অর্থার্থী হইয়াও দেবর্ষি নারদের কৃপায় হরিভক্ত হইয়াছেন।"—শ্রীজীবপ্রভুর দুর্গমসঙ্গমনী টীকার মর্ম্মার্থ।

'এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্। 'তত্তৎকামাদি ছাড়ি' হয় শুদ্ধভক্তি-মান।। সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়। কামাদি 'দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায়।।—(চৈঃ চঃ মঃ ২৪ পঃ)।।১৬।।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।।১৭।।

অন্বয়—তেষাং (তাহাদের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (নিত্যমদ্গতচিত্ত) একভক্তিঃ (একমাত্র মদনুরক্ত) জ্ঞানী (তত্ত্ববিৎ) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ) হি (যেহেতু) অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) অত্যর্থং প্রিয়ঃ (অতিশয় প্রিয়) সঃ চ (তিনিও) মম প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়)।।১৭।।

অনুবাদ—তাঁহাদের মধ্যে নিত্য মদ্গতচিত্ত একান্ত মদনুরক্ত তত্ত্ববিৎ জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যেহেতু আমি তত্ত্বজ্ঞানীব্যক্তির অতিশয় প্রিয় এবং তিনিও আমার প্রিয়।।১৭।।

বিশ্বনাথ—চতুর্ণাং ভক্ত্যধিকারিণাং মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠঃ। 'নিত্যযুক্তঃ' নিত্যং ময়ি যুজ্যতে ইতি সঃ। জ্ঞানাভ্যাসবশীকৃত-চিত্তত্বান্মনস্যেকাগ্রচিত্ত ইত্যর্থঃ। আর্ত্তাদ্যাস্ত্রয়স্তু নৈবম্ভূতা ইতি ভাবঃ। ননু সর্ব্বোঽপি জ্ঞানী

জ্ঞানবৈয়র্থ্যভয়াৎ ত্বাং ভজতে এব? তত্রাহ—একা মুখ্যা প্রধানীভূতা ভক্তিরেব, ন তু অন্যেষাং জ্ঞানিনামিব জ্ঞানমেব প্রধানীভূতং যস্য সঃ; যদ্বা, একা ভক্তিরেব তথৈবাসক্তিমত্ত্বাৎ যস্য সঃ নামমাত্রেনৈব জ্ঞানীতি ভাবঃ। এবম্ভূতস্য জ্ঞানিনোঽহং শ্যামসুন্দরাকারোঽত্যর্থমতিশয়েন প্রিয়ঃ সাধনসাধ্যদশয়োঃ পরিহাতুমশক্যঃ। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইতি ন্যায়েন মমাপি সঃ প্রিয়ঃ।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ—চারি প্রকার ভক্তি অধিকারিগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—তাহাদের মধ্যে জ্ঞানী 'বিশিষ্যতে' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। নিত্যযুক্ত—নিত্য আমাতে যুক্ত যে সে। জ্ঞানাভ্যাসে বশীকৃত-চিত্ত বলিয়া মনে একাগ্রচিত্ত, এই অর্থ। আর্ত্তাদি তিনজন কিন্তু এই প্রকার নহে, এই ভাব। তবে কি সকল জ্ঞানীই জ্ঞান বিফল হইবার ভয়ে তোমাকেই ভজন করে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'একভক্তি'—একা অর্থাৎ মুখ্যা ভক্তিই যাহার প্রধানীভূতা, কিন্তু অন্য জ্ঞানিগণের ন্যায় জ্ঞানই যাহার প্রধানীভূত নহে, সে; অথবা একা—ভক্তিতেই আসক্তিমান যাহার ভক্তিই একা, সে নামেই মাত্র জ্ঞানী এই ভাব।

এই প্রকার জ্ঞানীর শ্যামসুন্দরাকার আমি অতিশয় প্রিয়, সাধন ও সাধ্য দশায় পরিহারে অসমর্থ। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'—গীঃ—(৪।১১) এই ন্যায়ে সে আমারও প্রিয়।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—এই শ্লোকে ভগবান্ আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তবে সে জ্ঞানী কিন্তু সাধারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সাযুজ্যপ্রার্থী কেবল জ্ঞানের যাজক নহেন; পরন্তু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অর্থাৎ ভক্তিপ্রধান জ্ঞানের পাত্র বা নাম জ্ঞানী। তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি (১) নিত্যযুক্ত, (২) একভক্তিমান; (৩) ভগবান তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় এবং (৪) তিনিও ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।।১৭।।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্।।১৮।।

অন্বয়—এতে সর্ব্বে এব (ইহারা সকলেই) উদারাঃ (মহৎ) জ্ঞানী তু

(কিন্তু জ্ঞানী) আত্মা এব (আত্মাস্বরূপ) মে মতম্ (ইহাই আমার মত) হি (যেহেতু) সঃ (তিনি)যুক্তাত্মা (মদ্গতচিত্ত) অনুত্তমাং গতিং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ) মামেব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া থাকেন)।। ১৮।।

অনুবাদ—ইহারা সকলেই মহৎ, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি আমার আত্মস্বরূপ—ইহাই আমার অভিমত, যেহেতু তিনি মদ্গতচিত্ত হইয়া সর্ব্বোত্তমা গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন।।১৮।।

বিশ্বনাথ—তর্হি কিমার্ত্তাদ্যাস্ত্রয়স্তব ন প্রিয়াস্তত্র ন হি, ন হীত্যাহ—উদারা ইতি। যে মাং ভজন্তে, মত্তঃ কিঞ্চিৎ কামিতং ময়াপি দিৎসিতং গৃহ্নন্তি, তে ভক্তবৎসলায় মহ্যং বহুপ্রদায়িনঃ প্রিয়া এবেতি ভাবঃ। জ্ঞানী ত্বাত্মৈবেতি,, স হি ভজন্নথ চ মত্তঃ কিমপি স্বর্গাপবর্গাদিকং নাকাঙ্ক্ষতে ইতি; অতস্তদধীনস্য মম স আত্মৈবেতি মম মতং মতিঃ; যতঃ স মাং শ্যামসুন্দরাকারমেবানুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং প্রাপ্য আস্থিতঃ নিশ্চিতবান্; ন তু মম নির্ব্বিশেষ স্বরূপ-ব্রহ্মনির্ব্বাণমিতি ভাবঃ। এবঞ্চ নিষ্কামপ্রধানীভূতভক্তিমান্ জ্ঞানী ভক্তবৎসলেন ভগবতা স্বাত্ম-ত্বেনাভিমন্যতে; কেবলভক্তিমাননন্যস্তু আত্মনোঽপ্যাধিক্যেন। যদুক্তং—"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।" ইতি "নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা" ইতি, "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ"ইত্যাদি।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—তবে কি আর্ত্তাদি তিনজন তোমার প্রিয় নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, না, তাহা নহে, তাই বলিতেছেন—'উদারা' ইত্যাদি। যাহারা আমার ভজন করে, আমা হইতে কিছু কামনা করে, আমি দিলে গ্রহণ করে, তাহারা ভক্তবৎসল আমাকে বহু প্রদাতা, আর আমার প্রিয়ই—এই ভাব। 'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব'—সে ভজন করিয়া আমা হইতে স্বর্গ-অপবর্গাদি কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না। অতএব তাহার অধীন আমার সেই আত্মাই এই আমার মত অর্থাৎ মতি। যেহেতু সে আমাকে—শ্যামসুন্দরাকারকেই অনুত্তমা—সর্ব্বোত্তমা গতি পাইয়া আস্থিত—নিশ্চিতবান্ কিন্তু আমার নির্ব্বিশেষস্বরূপ ব্রহ্মনির্ব্বাণকে আশ্রয় করে না—এই ভাব। এই প্রকারে

নিষ্কাম প্রধানীভূত ভক্তিমান্ জ্ঞানীকে ভক্তবৎসল ভগবান্ আমি নিজের আত্মা বলিয়া মনে করি, অনন্য কেবল ভক্তিমান্ কিন্তু আত্মা হইতে অধিক। যেমন কথিত হইয়াছে—'(হে উদ্ধব) তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যেরূপ প্রিয়তম, পুত্র ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, লক্ষীদেবী অথবা আমার নিজ স্বরূপও তাদৃশ প্রিয়তম নহে।' (ভাঃ— ১১।১৪।১৫,) 'আমার ভক্ত সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজ স্বরূপগত আনন্দ অভিলাষ করি না।' (ভাঃ— ৯।৪।৬৪;) 'আত্মারামও রমণ করিয়াছিলেন।' (ভাঃ ১০।২৯।৪২) ইত্যাদি।। ১৮।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অনেক সুকৃতি থাকিলে লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন। অন্যথা কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তিগণ অন্য দেবদেবীর উপাসক হয়। সুতরাং সকাম হউন আর নিষ্কামই হউন, যিনি কৃষ্ণ ভজন করেন, তিনি উদারবুদ্ধিবিশিষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতের—'অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।'— ২।৩।১০ শ্লোকের 'উদারধী' শব্দের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন— 'উদারধীঃ—সুবুদ্ধিঃ, কামরহিত বা কামসহিত ভক্তের ভগবদ্বিষয়ত্বই সুবুদ্ধির চিহ্ন; তদভাবই মন্দবুদ্ধির চিহ্ন।' কেননা—উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি। নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি।। ভক্তিপ্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া। কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া।।' (চৈঃ চঃ মঃ ২৪ পঃ।)

শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল ও কৃতজ্ঞশিরোমণি। ভক্ত অক্রূর বলিয়াছেন— 'ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ' (ভাঃ—১০।৪৮।২৬) শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন— 'কৃতজ্ঞ—ভক্ত বিস্মৃত হইয়াও যদি কদাচিৎ তোমার কিছুও ভজন করে, তুমি তাহা জান—এই অর্থ।' ভক্ত নারদ বলিয়াছেন—'ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ' (ভাঃ— ৪।৩১।২২) অর্থাৎ এইরূপ ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে কৃতজ্ঞ পুরুষ কিরূপে ঈষদ্ভাবেও পরিত্যাগ করিতে পারেন? সুতরাং যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, স্বানন্দতৃপ্ত ভগবান্ তাহাদিগকেও বহুদান করিয়াও 'নিজে কিছুই দিতে পারিলাম না এবং বরং তাহারাই আমাকে বহু দান করিল'—বলেন।

সকাম ভক্ত ভগবানের প্রিয়। নিষ্কাম কৃষ্ণভজনশীল জ্ঞানীকে আত্মা বলিয়াছেন। যেমন সংসারে কোন ব্যক্তি তাহার অতিপ্রিয় ব্যক্তিকে বলে—'অমুক আমার আত্মা' তদ্রূপ।

কেবল ভক্তিমান্ ভগবানের আত্মা হইতে অধিক—'ন তথা মে প্রিয়তম' এই উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন—"ব্রহ্মা, শঙ্কর, সংকর্ষণ ও লক্ষ্মীদেবী আমার ভক্ত হইলেও তাহাদিগে ভক্তত্বাংশ অপেক্ষা পুত্রত্বাদি অংশ অধিক বর্ত্তমান। কিন্তু নন্দ মহাপ্রেমবান্ যশোদাদিতে পিতৃত্বাদি অংশ অপেক্ষা ভক্তত্বলক্ষণাংশ অধিক। অতএব ভক্তত্বাংশই কৃষ্ণের অতি প্রিয়ত্বের পরিচয়। (অর্থাৎ যে ভক্তে অনন্যা ভক্তি যত বেশী, সে ভক্ত কৃষ্ণের তত প্রিয় এবং সেই ভক্তের ভক্তিতে কৃষ্ণ তাঁহার বশীভূত)। অথবা তাদৃশ ভক্তগণের মধ্যে (হে উদ্ভব) তুমি আমার যেরূপ প্রিয়, তাহা আমার মুখেই শ্রবণ কর—সর্ব্বভক্তমধ্যে উদ্ভব শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষা গোপীসকল শ্রেষ্ঠ কেননা, 'আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং' (ভাঃ— ১০।৪৭।৬১) শ্লোকে উদ্ধব তাহাদিগের চরণধুলি প্রার্থনা করিয়াছেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ পুনরায় 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ' শ্লোকের টীকায় বলেন—'যদিও 'হে উদ্ভব তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মাদি তাদৃশ আমার প্রিয়তম নহে' এবং 'আমার ভক্ত সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজস্বরূপগত আনন্দ অভিলাষ করি না'—এই ভগবানের উক্তি হইতে তাঁহার নিজ আত্মা হইতেও ভক্তগণের আনন্দপ্রদত্ব অধিক জানা যায়, কিন্তু এই গোপীগণ সর্ব্বভক্তশিরোমণি বলিয়া আত্মারাম ভগবানেরও অধিক আনন্দদাতা বলিয়া তাঁহাদের সহিত রমণ জানিতে হইবে।"

অতএব ব্রজগোপীগণই কৃষ্ণের আত্মা হইতে অধিক। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' শ্লোকের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ নিজ ভজনকারীর ভজন ঋণ শোধ দিয়া থাকেন জানাইয়াছেন। কিন্তু সেই গোপীগণের ভজনে ঋণী হইয়া বলিয়াছেন—'ন পারয়েঽহং' (ভাঃ—১০।৩২।।২২) "কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।। এই 'প্রেমে'র অনুরূপে না পারে ভজিতে। অতএব 'ঋণী' হয়, কহে

ভাগবতে।।"—(চৈঃ চঃ মঃ ৮ পঃ)।।১৮।।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।।১৯।।

অন্বয়—বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে (বহু জন্মের পর) সর্ব্বম্ বাসুদেবঃ (সকল বাসুদেবময়) ইতি জ্ঞানবান্ (এই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি) মাম্ (আমাকে) প্রপদ্যতে (আশ্রয় করেন) সঃ (সেরূপ) মহাত্মা, সুদুর্ল্লভঃ (নিতান্ত দুর্ল্লভ)।।১৯।।

অনুবাদ—বহুজন্মের পর সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শী জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আমাতেই প্রপত্তিলাভ করেন, সেইরূপ মহাত্মা নিতান্ত দুর্ল্লভ।।১৯।।

বিশ্বনাথ—ননু মামেবানুত্তমাং গতিমাস্থিত ইতি ব্রূষে, অতঃ স জ্ঞানিভক্তস্ত্বামেব প্রাপ্নোতি, কিন্তু কিয়তঃ সময়াদনন্তরং স জ্ঞানী ভক্ত্যধিকারী ভবতীত্যত আহ—বহূনামিতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি—সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শী জ্ঞানবান্ বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে মাং প্রপদ্যতে। তাদৃশ-সাধুর্যাদৃচ্ছিকসঙ্গবশাৎ মৎপ্রপত্তিং প্রাপ্নোতি; স চ জ্ঞানী ভক্তো মহাত্মা সুস্থিরচিত্তঃ সুদুর্ল্লভঃ—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু" ইতি মদুক্তেঃ। ঐকান্তিকভক্তস্তু কিমুতেতি; স তু অতি সুদুর্ল্লভ এবেতি ভাবঃ।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, আপনি বলিতেছেন—'অনুত্তমা গতি আমাকেই আশ্রয়বান্' অতএব সেই জ্ঞানী ভক্ত আপনাকেই পায়; কিন্তু ঐ জ্ঞানী কত সময় পরে ভক্তিতে অধিকারী হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বহূনাম্' ইত্যাদি। 'বাসুদেবঃ সর্ব্বং'—সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শী জ্ঞানবান্ বহুজন্ম পরে আমাতে প্রপন্ন হয়। তাদৃশ সাধু যাদৃচ্ছিক সঙ্গবশে আমাতে প্রপত্তি প্রাপ্ত হয়; সেই—জ্ঞানী ভক্ত, মহাত্মা—সুস্থিরচিত্ত সুদুর্ল্লভ—'সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে' এই আমার উক্তি হইতে। ঐকান্তিক ভক্তের কথা আর কি বলিব? তিনি কিন্তু অতি দুর্ল্লভ—এইভাব।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—আর্ত্তাদি চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্য মদেকনিষ্ঠ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, বহু বহু জন্মের পর যে সুকৃতিমান্ জ্ঞানী যাদৃচ্ছিক সাধুসঙ্গ ফলে বাসুদেব স্বরূপ অবগত হইয়া, সর্ব্বত্র বাসুদেবদর্শী অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুতে বাসুদেব সম্বন্ধ দর্শন করতঃ, বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি লাভ করেন

তাদৃশ মহাত্মা সুদুর্ল্লভ। শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এই শ্লোকের টীকায় এইরূপ মর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন যে, "আর্ত্তাদি ত্রিবিধ মদ্ভক্ত আমার ভক্তিমহিমা অনুষ্ঠান ফলে বহু বহু জন্ম উত্তম বিষয়ানন্দ অনুভবান্তর, তাহাতে বিতৃষ্ণ হইয়া অন্তে কোন জন্মে মৎস্বরূপজ্ঞ সৎসঙ্গ হেতু জ্ঞানবান্ অর্থাৎ মদ্স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমাতে প্রপত্তি লাভ করে অর্থাৎ বসুদেবসুত শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব এইরূপ জ্ঞানবান্ হইয়া...তিনি নিখিল স্পৃহা নিবৃত্তিপূর্ব্বক মদ্স্পৃহ, মদাত্মা, উদারমনা, মন্নিবেদিতাত্মা কোটী কোটি জ্ঞানীর মধ্যে সুদুর্ল্লভ"। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই—"জীবসকল অনেকজন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞান লাভ করে, অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্যনিষ্ঠ হইবার সময়ে প্রথমে কিয়ৎপরিমাণ জড়ত্যাগকালীন 'অদ্বৈত'-ভাব অবলম্বন করে; তখন জড়ীয়-বিশেষের প্রতি ঘৃণাপ্রযুক্ত বিশেষ-ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হয়। চৈতন্য-ধর্ম্মে একটু অবস্থিতি হইলেই চৈতন্যের যে বিশুদ্ধবিশেষ-ধর্ম্ম, তাহা জানিতে পারিয়া তাহাতে অনুরক্ত হয়; অনুরক্ত হইয়া পরম-চৈতন্যরূপ আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করে; তখন এই মনে করে যে, এই জড়-জগৎ স্বতন্ত্র নয়, চৈতন্য-বস্তুর একটী হেয় প্রতিফলন মাত্র;—ইহাতেও বাসুদেব-সম্বন্ধ আছে। অতএব 'সমস্তই বাসুদেবময়',—এইরূপ যাঁহাদের ভগবৎপ্রপত্তি, তাঁহারাই মহাত্মা ও দুর্ল্লভ"।। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।২৮-২৯ এবং ১০।১৪।৫৬ ও-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১১।৪০ শ্লোক আলোচ্য।।১৯।।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে২ন্যদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।২০।।

অন্বয়—তৈঃ তৈঃ কামৈঃ (আর্ত্তিবিনাশাদিবিষয়ক সেই সেই কামনাদ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিসমূহ) তং তং নিয়মং (সেই সেই নিয়ম) আস্থায় (আশ্রয়পূর্ব্বক) স্বয়া-প্রকৃত্যা-নিয়তাঃ (স্ব স্বভাববশীভূত হইয়া) অন্য-দেবতাঃ (অন্য-দেবতাদিগকে) প্রপদ্যন্তে (ভজন করিয়া থাকে)।।২০।।

অনুবাদ—সেই সেই কামনাদ্বারা হৃতজ্ঞান ব্যক্তিসকল সেই সেই

দেবআরাধনোপযোগী নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক স্বপ্রকৃতি অনুযায়ী অন্য দেবতাসমূহকে ভজন করিয়া থাকে।।২০।।

বিশ্বনাথ—ননু আর্ত্তদয়ঃ সকামা অপি ভগবন্তং ত্বাং ভজন্তং ত্বাং ভজন্তঃ কৃতার্থা ইব ইত্যবগতম্; যে তু আর্ত্তাদয়ঃ আর্ত্তিহানাদিকামনয়া দেবতান্তরং ভজন্তে, তেষাং কা গতিরিত্যপেক্ষায়ামাহ—কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। হৃতজ্ঞানা ইতি রোগাদ্যার্ত্তিহরাঃ শীঘ্রং যথা সূর্য্যাদয়স্তথা ন বিষ্ণুরিতি নষ্টবুদ্ধয়ঃ। প্রকৃত্যেতি স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ বশীকৃতাঃ সন্তঃ তেষাং দুষ্টা প্রকৃতিরেব মৎ প্রপত্তৌ পরাঙ্মুখীতি ভাবঃ।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, আর্ত্তাদি সকাম ব্যক্তিগণও ভগবান্ আপনাকে কাম্যফলদানে ভজনকারী আপনাকে ভজনা করিয়া কৃতার্থের ন্যায় হয়, ইহা অবগত হইয়াছি, কিন্তু যে সকল আর্ত্তাদি ব্যক্তি আর্ত্তি প্রভৃতি নাশ করিবার কামনায় অন্য দেবতার ভজন করে, তাহাদিগের কি গতি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'কামৈঃ' ইত্যাদি চারিটী শ্লোকে। হৃতজ্ঞানা—যেরূপ সূর্য্যাদি দেববৃন্দ শীঘ্র রোগাদি আর্ত্তিহর, বিষ্ণু তদ্রূপ নহে এই নষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণ। স্বীয় প্রকৃতিদ্বারা নিয়ত—বশীকৃত হয়, তাহাদের দুষ্টা প্রকৃতিই আমার প্রপত্তিতে পরাঙ্মুখী এই ভাব।।২০।।

অনুবর্ষিণী—বুদ্ধিমান্ ও সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি কামনার বশবর্ত্তী হইলেও কাম্যবস্তু লাভের জন্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেই ভজনা করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে সেই কাম্যবস্তু লাভ করিয়াও ক্রমশঃ কাম্যবিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভজন লাভ করিতে পারেন, এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।১০ শ্লোক এবং ৫।১৯।২৬ শ্লোক আলোচ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২।৩৫—৪২ শ্লোকও আলোচ্য। যাহারা মূর্খ ও দুর্ভাগা তাহারা অত্যন্ত রজঃ ও তমোগুণে আবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বশতঃ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুদ্র নিয়ম স্বীকার পূর্ব্বক স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় শীঘ্র ফললাভ হয় এইরূপ বিচারপূর্ব্বক তাহাদের উপাসনায় রত হয়; ফলে তাহারা সংসারাবদ্ধ হইয়া অশেষ কষ্টই লাভ করে। "আর্ত্তাদি ব্যক্তিগণ কষায়শূন্য হইয়া আমার ভক্তি আচরণ করে। যে পর্য্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় বিগত

না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা—স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ; কামী হইয়াও যাহারা আমার স্বরূপকে আশ্রয় করে, তাহারা বহির্ম্মুখতাকে আশ্রয় দেয় না; আমি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের কামকে দূর করি। কিন্তু যাহারা—আমা হইতে বহির্ম্মুখ, কামদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া শীঘ্র ক্ষুদ্রফল-লাভের জন্য সেই সেই কাম্যফলদাতা দেবতাদিগের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ আমাকে ভালবাসে না; যেহেতু তাহারা তাহাদের স্ব-স্ব তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতিদ্বারা চালিত হইয়া সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করতঃ তদনুরূপ দেবতাসকলের উপাসনা করে"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।২৭ ও ২।৩।২—৯, শ্লোক আলোচনা করিলে কে কিরূপ কামনা দ্বারা চালিত হইয়া কোন্ কোন্ দেবতার আরাধনা করে তাহা পাওয়া যায়। এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ—১১।২১।৩২ ও ৩।৩২।২ শ্লোকও আলোচ্য।।২০।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।২১।।

অন্বয়—যঃ যঃ ভক্তঃ (যে যে ভক্ত) যাং যাং তনুং (যে যে দেবমূর্ত্তি) শ্রদ্ধায়া (শ্রদ্ধা সহকারে) অর্চ্চিতুম্ (পূজা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে) তস্য তস্য (তাহার তাহার) তামেব (তাহাতেই) অচলাং শ্রদ্ধাং (দৃঢ় শ্রদ্ধা) অহম্ (অন্তর্য্যামীরূপে আমি) বিদধামি (বিধান করিয়া থাকি।।২১।।

অনুবাদ—যে যে ভক্ত মদ্বিভূতিরূপা যে যে দেবতামূর্ত্তিকে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্য্যামীরূপে আমি সেই সেই ভক্তের, তাহাতেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি।।২১।।

বিশ্বনাথ—তে তে দেবাঃ পূজাং প্রাপ্য প্রসন্নাস্তেষাং স্ব স্ব পূজকানাং হিতার্থং ত্বদ্ভক্তৌ শ্রদ্ধামুৎপাদয়িষ্যন্তীতি মাবাদীর্যতস্তে দেবাঃ স্বভক্তাবপি শ্রদ্ধামুৎপাদয়িতুমশক্তাঃ কিং পুনর্মৎভক্তাবিত্যাহ—যো য ইতি। যাং যাং তনুং সূর্য্যাদিদেবরূপাং মদীয়াং মূর্ত্তিং বিভূতিম্ অর্চ্চিতুং পূজয়িতুম্; তামেব তত্তদ্দেবতাবিষয়ামেব, ন তু স্ববিষয়াং শ্রদ্ধামহমন্তর্যাম্যেব বিদধামি, ন তু সা সা দেবতা।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—সেই সেই দেবগণ পূজা পাইয়া প্রসন্ন হইয়া তাহাদের

নিজ নিজ পূজকগণের মঙ্গলের জন্য তোমার ভক্তিতে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবেন—এই কথা বলিও না। সেই দেবগণ যখন নিজ ভক্তিতেই শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে অসমর্থ তখন আমার ভক্তিতে শ্রদ্ধা উৎপাদন কি প্রকারে করিবে?—তাই বলিতেছেন—'যো যঃ' ইত্যাদি। যাং যাং তনুং—সূর্য্যাদি দেবরূপ মদীয় মূর্ত্তি—বিভূতিকে, অর্চ্চিতুং—পূজা করিতে, তামেব—তত্তৎ দেবতা বিষয়েই শ্রদ্ধা আমি—অন্তর্যামীই বিধান করি, কিন্তু নিজ বিষয়ে শ্রদ্ধা নহে। আর সেই সেই দেবতাও শ্রদ্ধা বিধান করে না।।২১।।

অনুবর্ষিণী—কেহ কেহ মনে করেন, দেবগণের পূজা করিলে দেবগণই শ্রীভগবানে ভক্তি উৎপাদন করিয়া দিতে পারিবেন, কিন্তু এখানে শ্রীভগবদুক্তিতে পাওয়া যায় যে, দেবপূজক যে দেবতনু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী স্বরূপে তাহার শ্রদ্ধা অনুযায়ী স্ববিভূতিরূপা দেবমূর্ত্তির প্রতি অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকেন, নিজ প্রতি বহির্মুখ তাহাকে নিজ বিষয়ক শ্রদ্ধা প্রদান করেন না; আর দেবগণ কিন্তু নিজ পূজকগণের নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে অসমর্থ, তখন তাহারা শ্রীভগবানে ভক্তি উৎপাদন করিয়া দিবেন, ইহা সম্ভব নহে। এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ—৬।৪।৩৪ শ্লোক আলোচ্য।।২১।।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।।২২।।

অন্বয়—সঃ (সেই ব্যক্তি) তয়া শ্রদ্ধা যুক্তঃ (সেই শ্রদ্ধাযুক্ত) (সন্—হইয়া) তস্যাঃ (তাহার) আরাধনম্ ঈহতে (আরাধনার প্রয়াস করিয়া থাকে) চ (এবং) ময়া এব (অন্তর্যামীরূপে আমার দ্বারাই) বিহিতান্ তান্ কামান্ (বিহিত সেই কামনাসমূহ) ততঃ (তাহা হইতে) হি লভতে (অবশ্য লাভ করে)।।২২।।

অনুবাদ—সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবমূর্ত্তির আরাধনা করে এবং অন্তর্যামী আমাকর্ত্তৃক বিহিত সেই কামসমূহকে তাহা হইতে অবশ্য লাভ করিয়া থাকে।।২২।।

বিশ্বনাথ—ঈহতে করোতি। স তত্তদ্দেবতারাধনাৎ কামান্

আরাধনফলানি লভতে। ন চ তে তে কামা অপি তৈস্তৈর্দেবৈঃ পূর্ণাঃ কর্ত্তুং শক্যন্তে ইত্যাহ—ময়ৈব বিহিতান্ পূর্ণীকৃতান্।।২২।।

বঙ্গানুবাদ—ঈহতে—করে। সেই সেই দেবতার আরাধনা হইতে কামান্—আরাধনার ফলসমূহ লাভ করে, কিন্তু সেই সেই দেবতা সেই সেই কামও পূর্ণ করিতে সমর্থ নহে, তাই বলিয়াছেন—'ময়ৈব বিহিতান্'— পূর্ণীকৃত।।২২।।

অনুবর্ষিণী—কেহ মনে করেন, দেবতাগণের আরাধনাদ্বারা কাম্যবিষয় লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এই শ্লোকের মর্ম্মে পাওয়া যায় যে, শ্রদ্ধাপূর্বক দেবতাগণের আরাধনা করিলেও দেবগণ নিজেরা কাম্যফল দিতে পারে না, অন্তর্যামী ভগবৎকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াই কাম্যবিষয়সকল দেবপূজকগণ তাহাদের নিকট হইতে লাভ করিয়া থাকে। দেবগণ যেমন নিজপ্রতি নিজ ভক্তের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারে না, সেই প্রকার নিজভক্তের কাম্যফল সকলও ভগবদ্‌বিধান ব্যাতিরেকে স্বয়ং দিতে অসমর্থ।।২২।।

অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।।২৩।।

অন্বয়—তু (কিন্তু) তেষাম্ অল্পমেধসাম্ (সেই হীনবুদ্ধিগণের) তৎ ফলম্ (সেই ফল) অন্তবৎ (নশ্বর) দেবযজঃ (দেবপূজকগণ) দেবান্ (দেবতাসমূহকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) মদ্ভক্তা অপি (আর আমার ভক্তগণ) মাম্ (আমাকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন)।।২৩।।

অনুবাদ—কিন্তু অল্পবুদ্ধিজনগণের সেই ফল নশ্বর। দেবপূজকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।।২৩।।

বিশ্বনাথ—কিন্তু তেষাং দেবতান্তরভক্তানাং ফলং তত্তদ্দেবতারাধনজন্যম্ অন্তবৎ নশ্বরং করোষি, স্বভক্তানান্তু অনশ্বরং করোষীতি ত্বয়ি পরমেশ্বরে অয়মন্যায়স্তত্র নায়মন্যায় ইত্যাহ—দেবানিতি। দেবযজো দেবপূজকাঃ দেবানেব যান্তি প্রাপ্নুবন্তি, মৎপূজকা অপি মাম্। অয়মর্থঃ—যে হি যৎপূজকাস্তে তান্ প্রাপ্নুবন্ত্যেবেতি ন্যায়ঃ এব। তত্র যদি দেবা অপি নশ্বরাস্তদা তদ্ভক্তাঃ কথমনেশ্বরা ভবন্তু, কথন্তরাং বা তদ্ভজনফলং বা ন নশ্যতু। অতএব, তদ্ভক্তা অল্পমেধসঃ উক্তাঃ। ভগবাংস্তু

নিত্যস্তদ্ভক্তা অপি নিত্যাস্তদ্ভক্তির্ভক্তিফলঞ্চ সর্ব্বং নিত্যমেবেতি।।২৩।।

বঙ্গানুবাদ—সেই সকল দেবতান্তর ভক্তগণের তত্তৎ দেবতার আরাধনা-জনিত ফলকে নশ্বর কর; কিন্তু স্ব-ভক্তগণের আরাধনাফলকে অনশ্বর কর ইহা পরমেশ্বর তোমার পক্ষে অন্যায়, তদুত্তরে—ইহা অন্যায় নহে বলিতেছেন— 'দেবান্' ইত্যাদি। দেবযজো—দেবপূজকগণ, দেবানেব যান্তি—প্রাপ্ত হয়, মৎপূজকগণও আমাকে। ইহার অর্থ—যাহারা যাহার পূজক তাহারা তাহাকে পায়—এই ন্যায়ই। সেস্থলে যদি দেবগণই নশ্বর তবে তাহাদিগের ভক্তগণ কিরূপে অনশ্বরা হয় আর কেনই বা তাহাদের ভজনফল নষ্ট হইবে না। অতএব সেই ভক্তগণ অল্পমেধা বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ নিত্য—তাঁহার ভক্তগণও নিত্য, তাহার ভক্তি, ভক্তিফল সকলই নিত্য।।২৩।।

অনুবর্ষিণী—কেহ যদি মনে করেন যে, দেবতাগণ যখন শ্রীভগবানের বিভূতিরূপা মূর্ত্তি এবং শ্রীভগবান্ যখন দেবপূজকগণকে সেই দেবতনুতে শ্রদ্ধাবিধান করিয়া থাকেন এবং শ্রীভগবান্ যখন দেবতাগণের নিকট হইতে দেবপূজকগণের কাম্যফল লাভের বিধানও করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেবতা আরাধনায় আর ক্ষতি কি? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, কেহ যদি কামনাযুক্ত হইয়া আমার নিকট প্রপন্ন না হইয়া অন্য দেবগণকে ফলদাতা মনে করিয়া তাহাদের নিকট প্রপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা যেমন পূর্ব্ববর্ণিত 'হৃতজ্ঞানাঃ' সেইপ্রকার দেবপূজকগণ নশ্বর ফল লাভ করে বলিয়া তাহাদ্গিকে এই শ্লোকে 'অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট' বলা হইয়াছে। কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, শ্রীভগবান্ স্বস্বরূপের ভক্তগণকে অবিনশ্বর ফল প্রদান করতঃ, স্ববিভূতিরূপা দেবমূর্ত্তির পূজকগণকে নশ্বর ফল প্রদান করেন তাহা তাঁহার পক্ষে অন্যায়; তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যিনি যদ্‌বস্তুর পূজক, তিনি তদ্‌বস্তু লাভ করেন, ইহাই ন্যায়সঙ্গত। যেহেতু দেবগণ ও দেবলোক অনিত্য, সেইহেতু দেবপূজকগণের ভজনফলও অনিত্য; আর যেহেতু শ্রীভগবৎস্বরূপ ও শ্রীভগবৎধাম নিত্য, সেই হেতু ভগবদ্‌ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্যফলস্বরূপ তাঁহাকেই লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকাম হইলেও নিত্যস্বরূপ

শ্রীভগবানকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার উপাসনা করেন না।। ২৩।।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।।২৪।।

অন্বয়—মম (আমার) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অনুত্তমম্ (সর্ব্বোত্তম) পরং (সর্বশ্রেষ্ঠ) ভাবম্ (মায়াতীত স্বরূপ-জন্মলীলাদি) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অবুদ্ধয়ঃ (হীনবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীত) মাম্ (আমাকে) ব্যক্তিম্ আপন্নং (মায়িক মনুষ্যাদির ন্যায় জন্মপ্রাপ্ত) মন্যন্তে (মনে করে।।২৪।।

অনুবাদ—নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অব্যয়, অপ্রাকৃত স্বরূপ ও জন্ম-লীলাদি অবগত না হইয়া, প্রপঞ্চাতীত আমাকে প্রাকৃত মনুষ্যাদি শরীর প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে।।২৪।।

বিশ্বনাথ—দেবতান্তরভক্তানামল্পমেধসাং বার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাং, বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রদর্শিনোঽপি মত্তত্ত্বং ন জানন্তি। "অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।" ইতি ব্রহ্মণাপি মাং প্রত্যুক্তম্। অতো মদ্ভক্তান্ বিনা মত্তত্ত্ব-জ্ঞানে সর্ব্বত্র বাল্পবুদ্ধয়ঃ ইত্যাহ—অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং নিরাকারং ব্রহ্মৈব মাং মায়িকাকারত্বেনৈব ব্যক্তিং বসুদেবগৃহে জন্মপ্রাপ্তং নির্ব্বুদ্ধয়ো মন্যন্তে, মায়িকাকারস্যৈব দৃশ্যত্বাদিতি ভাবঃ; যতো মম পরং ভাবং মায়াতীতং স্বরূপজন্মকর্ম্মলীলাদিকম্ অজানন্ত। ভাবং কীদৃশম্? অব্যয়ং নিত্যম্ অনুত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্ "ভাবঃ সত্ত্বা স্বভাবাভিপ্রায়চেষ্টাত্মজন্মসু। ক্রিয়ালীলাপদার্থেষু" ইতি মেদিনী। ভগবৎস্বরূপগুণজন্মকর্ম্মলীলা-নামনাদ্যন্তত্বেন নিত্যত্বং শ্রীরূপগোস্বামি-চরণৈর্ভাগবতামৃতগ্রন্থে প্রতিপাদিতম্। "মম পরং ভাবং স্বরূপম্ অব্যয়ং নিত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত-সত্ত্বমূর্ত্তিম্" ইতি স্বামিচরণৈশ্চোক্তম্।।২৪।।

বঙ্গানুবাদ—অল্পমেধাবী অন্যদেবভক্তগণের কথা দূরে থাকুক, বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রদর্শীও আমার তত্ত্ব জানে না। "হে দেব! হে ভগবন্, যিনি আপনার পাদপদ্ম-যুগলের করুণাকণামাত্র লাভ করিয়াছেন একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন, তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও

কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হয় না।" (ভাঃ—১০।১৪।২৯)—ইহা ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছেন। অতএব আমার ভক্তবৃন্দ ব্যতীত আমার তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে সকলেই অল্পবুদ্ধি বিশিষ্ট—তাই বলিতেছেন—অব্যক্তং—প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মই যে আমি, সেই আমাকে মায়িক আকারযুক্ত বলিয়াই ব্যক্তিং—বসুদেবের গৃহে জন্মপ্রাপ্ত নির্বুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণ মনে করে, মায়িক আকারই দৃষ্ট হয়—এই ভাব; যেহেতু আমার পর ভাব—মায়াতীত স্বরূপ-জন্ম-কর্ম্ম লীলাদি জানে না। কীদৃশ ভাব? অব্যয়ং—নিত্য, অনুত্তমং—সর্ব্বোৎকৃষ্ট। "সত্ত্বা, স্বভাব, অভিপ্রায়, চেষ্টা, জন্ম, ক্রিয়া, লীলা, পদার্থ, অর্থে ভাব।"—মেদিনী (কোন গ্রন্থে)। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ভাগবতামৃতগ্রন্থে ভগবানের স্বরূপ-গুণ-জন্ম-কর্ম্ম-লীলাদি আদ্যন্ত শূন্য বলিয়া নিত্য প্রতিপাদিত করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদও বলিয়াছেন—'আমার পরং ভাবং—স্বরূপ অব্যয়—নিত্যবিশুদ্ধউর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তি'।। ২৪।।

অনুবর্ষিণী—স্বকাম ব্যক্তিগণ শ্রীবিষ্ণুর ভজন না করিয়া কাম্যফল লাভের জন্য অন্য দেবতার পূজা করিতে গিয়া, অন্তবৎ ফল প্রাপ্ত হইয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করেন; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্যের বিষয় যে, যাহারা সমস্ত বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়াও, কাম্যফল পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়াও, ভক্তির অভাবে ভগবৎপ্রসাদ রহিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বোত্তম অব্যয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিত্য, চিৎ-বিশেষ সম্পন্ন মায়াতীত জন্ম-কর্ম্ম-লীলাদিময় স্বরূপকে অবগত হইতে না পারিয়া, চরমে নির্ব্বিশেষ-স্বরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া সেই অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ স্বরূপ হইতে কার্যবশতঃ তিনি মনুষ্যাদি জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক ব্যক্ত হন, এরূপ বিচার করেন অর্থাৎ তাঁহার এই শ্যামসুন্দর আকারকে নিত্য ও সচ্চিদানন্দ বলিয়া বিশ্বাস করে না, তাহারা অত্যন্ত নির্ব্বোধ।।২৪।।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।

মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।২৫।।

অন্বয়—অহং (আমি) যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন) সর্ব্বস্য প্রকাশঃ ন (সকলের গোচরীভূত নহি) অয়ং (এই) মূঢ়ঃ লোকঃ

(অজ্ঞান মনুষ্যজগৎ) অজম্ (জন্মরহিত) অব্যয়ম্ (নিত্য) মাম্ (আমাকে) ন অভিজানাতি (সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারে না)।।২৫।।

অনুবাদ—আমি যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া সকলের সমক্ষে প্রকট নহি, এইজন্য মূঢ় এই মানব-জগৎ আমার অজ ও নিত্যস্বরূপকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে না।।২৫।।

বিশ্বনাথ—ননু যদি ত্বং নিত্যরূপগুণলীলোঽসি, তদা তে তথাভূতা সার্ব্বকালিকী স্থিতিঃ কথং ন দৃশ্যতে? তত্রাহ—নাহমিতি। অহং সর্ব্বস্য সর্ব্বদেশকালবর্ত্তিনো জনস্য ন প্রকাশঃ ন প্রকটঃ। যথা গুণলীলাপরিকরবত্ত্বেন সদৈব বিরাজমানোঽপি কদাচিদেব কেষুচিদেব ব্রহ্মাণ্ডেষু, কিঞ্চ সূর্য্যো যথা সুমেরুশৈলাবরণবশাৎ সর্ব্বদা লোকদৃশ্যো ন ভবতি, কিন্তু কদাচিদেব তথৈবাহমপি যোগমায়য়া সমাবৃতঃ। ননু চ জ্যোতিশ্চক্রবর্ত্তমানানাং প্রাণিনাং জ্যোতিশ্চক্রস্থঃ জ্যোতিশ্চক্রমধ্যে সামস্ত্যেন সদৈব বিরাজমানোঽপি সূর্য্যঃ সর্ব্বকাল দেশবর্ত্তিজনস্য ন প্রকটঃ, কিন্তু কদাচিৎকেষু চ ন ভারতাদিষু খণ্ডেষু বর্ত্তমানস্য জনস্যৈব তথৈবাহমিতি স্বধামসু স্বরূপসূর্য্যো যথা সদৈব দৃশ্যস্তথৈব শ্রীকৃষ্ণধামনি মথুরাদ্বারকাদৌ স্থিতানামিদানীন্তনানাং জনানাং তত্রস্থঃ কৃষ্ণ কথং ন দৃশ্যো ভবতি? উচ্যতে—যদি জ্যোতিশ্চক্রমধ্যে সুমেরুরভবিষ্যত্তদা তত্রাপি—তদাবৃতঃ সূর্য্যো দৃশ্যো নাভবিষ্যৎ। তত্র তু মথুরাদি-কৃষ্ণদ্যুমণি ধামনি সুমেরুস্থানীয়া যোগ-মায়ৈব সদা বর্ত্ততে ইত্যন্তস্তদাবৃতঃ কৃষ্ণার্কঃ সদা ন দৃশ্যতে, কিন্তু কদাচিদেবেতি সর্ব্বমনবদ্যম। অতো মূঢ়ো লোকো মাং শ্যামসুন্দরাকারং বসুদেবাত্মজমপ্যজমব্যয়ং মায়িকজন্মাদিশূন্যং নাভিজানাতি। অতএব কল্যাণগুণবারিধিং মামপ্যন্ততস্ত্যক্ত্বা মন্নির্বিশেষ-স্বরূপং ব্রহ্মৈবোপাসত ইতি।।২৫।।

বঙ্গানুবাদ—যদি প্রশ্ন হয় যে, যদি তুমি নিত্যরূপগুণলীলাময় তাহা হইলে তাহাদের (রূপাদি) তথাভূত সার্ব্বকালিকী স্থিতি দৃষ্ট হয় না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'নাহম্' ইত্যাদি। অহং—আমি সর্ব্বস্য—দেশ ও কালবর্ত্তী জনের নিকট ন প্রকাশঃ—প্রকট নহি। যেরূপ গুণলীলাপরিকরবিশিষ্ট সর্ব্বদাই বিরাজমান হইয়াও কদাচিৎ কোন কোন

ব্রহ্মাণ্ডে (প্রকট হই); সূর্য্য যেরূপ (নিরন্তর বিরাজমান থাকিলেও) সুমেরুশৈলের আবরণবশতঃ সর্ব্বদা লোকের দৃষ্টিগোচর হন না, কিন্তু কদাচিৎই, সেইরূপ আমিও যোগমায়া কর্ত্তৃক সমাবৃত। যদি বল জ্যোতিশ্চক্রে বিরাজমান প্রাণিগণের পক্ষে জ্যোতিশ্চক্রস্থ—সমগ্র জ্যোতিশ্চক্র-মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান হইয়াও সূর্য্য সর্ব্বকালদেশবর্ত্তী জনের নিকট দৃষ্ট হয় না কিন্তু যেমন ভারতাদি খণ্ড সমূহে বর্ত্তমান জনগণের পক্ষে কখনও কখনও দৃষ্ট নহে, সেইরূপ স্বধামে স্বরূপসূর্য্য আমি যেমন সর্ব্বদা দৃক্‌গোচর, তেমন মথুরাদ্বারকাদি শ্রীকৃষ্ণধামসমূহে স্থিত ইদানীন্তন জনগণের নিকট তত্রস্থ কৃষ্ণ কেন দৃশ্য হন না? ইহার উত্তর—যদি জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যে সুমেরু পর্ব্বত থাকিত, তাহা হইলে তদাবৃত সূর্য্য দর্শন-বিষয়ীভূত হইত না। মথুরাদি কৃষ্ণসূর্য্যের ধামে সুমেরুস্থানীয় যোগমায়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান, ইহার অন্তস্থলে তদ্দ্বারা আবৃত শ্রীকৃষ্ণার্ক সতত দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কখনও কখনও তাঁহার সকলই সুন্দর (অনিন্দনীয়)। এইজন্য মূঢ় লোকের আমি শ্যামসুন্দরাকার বসুদেবতনয় হইলেও অজ অব্যয় আমাকে মায়িক জন্মাদিশূন্য জানিতে পারে না। অতএব কল্যাণগুণসমুদ্র আমাকে অবশেষে পরিত্যাগ করিয়া আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা করে।।২৫।।

অনুবর্ষিণী—কেহ যদি মনে করেন যে অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ স্বরূপ হইতে রূপ-গুণ-লীলাময় ভগবৎস্বরূপ ব্যক্ত না হইলে, ঐ সকল রূপাদির নিত্যস্থিতি দৃষ্ট হয় না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, শ্যামসুন্দর শ্রীভগবান্ সকল লোকের নিকট প্রকটিত হন না, সেই জন্য সকলে তাঁহার সার্ব্বকালিকী স্থিতি জানিতে ও দেখতে পায় না। তিনি চিৎজগতে স্বয়ং সূর্য্যস্বরূপ, নিত্য প্রকাশমান থাকিয়াও, যোগমায়ারূপ ছায়ার দ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকেন বলিয়া মূঢ় লোকগণ সাধারণ চক্ষুতে তাঁহার সেই অজ ও অব্যয় স্বরূপকে জানিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে, সূর্য্য যেরূপ সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিলেও সুমেরু শৈলের আবরণ বশতঃ, সর্ব্বদা সকল লোকের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া কর্ত্তৃক সমাবৃত থাকায় সকলে তাঁহাকে

দেখিতে পায় না, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্য চিন্ময় লীলাদির তারতম্য অবগত হইতে না পারিয়া, অপ্রাকৃত কল্যাণগুণসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া, তদাশ্রিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, তাঁহার উপাসনাপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ গতি লাভ করত বুদ্ধিহীনতার পরিচয় প্রদান করেন। (ভাঃ—১০।৫১।১ এবং ১০।৮৪।২৩ শ্লোক আলোচ্য)।।২৫।।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যানি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন।।২৬।।

অন্বয়—অর্জ্জুন অহং (আমি) সমতীতানি (অতীত) বর্ত্তমানানি (বর্ত্তমান) ভবিষ্যানি চ (এবং ভবিষ্যৎ) ভূতানি চ (স্থাবর জঙ্গমাদি-ভূতসমূহকে) বেদ (জানি) তু (কিন্তু) কশ্চন (কেহই) মাং (আমাকে) ন বেদ (জানে না)।।২৬।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আমি ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাবর-জঙ্গমাদি ভূতসমূহকে জানি, কিন্তু কেহই আমাকে জানে না।। ২৬।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাভাবাৎ বহিরঙ্গা মায়া অন্তরঙ্গা যোগমায়া চ মম জ্ঞানং নাবৃণোতীত্যাহ—বেদাহমিতি। মান্তু কশ্চন প্রাকৃতোঽপ্রাকৃতশ্চ লোকো মহারুদ্রাদির্মহাসর্ব্বজ্ঞোঽপি ন কার্ৎস্ন্যেন বেদ যথা যোগং মায়য়া যোগমায়য়া চ জ্ঞানাবরণাদিতি ভাবঃ।।২৬।।

বঙ্গানুবাদ—আর মায়া নিজের আশ্রয়তত্ত্বকে বিমোহন করিতে পারে না বলিয়া বহিরঙ্গা মায়া এবং অন্তরঙ্গা যোগমায়া আমার জ্ঞান আবরণ করে না—তাই বলিতেছেন—'বেদাহং' ইত্যাদি। মাং তু কশ্চন—প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত লোক মহারুদ্রাদি মহাসর্ব্বজ্ঞও আমাকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে পারে না যেরূপ যোগ—মায়া, যোগমায়াদ্বারা জ্ঞান আবৃত বলিয়া এই ভাব।।২৬।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিততত্ত্ব মায়া দ্বিবিধা, অন্তরঙ্গা যোগমায়া ও বহিরঙ্গা মহামায়া; যোগমায়ার ছায়াস্বরূপা বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা, সাধারণ লোকের চক্ষু বা জ্ঞান আবৃত থাকে বলিয়া তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য মধ্যমাকার শ্যামসুন্দর—রূপকে নিত্য বলিয়া অবগত হইতে পারে না। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-স্বরূপ প্রকাশদ্বয়কে অবগত

হইয়াও চিৎশক্তি যোগমায়ার আশ্রয় ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণলীলা বুঝিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাবতীয় স্থাবর, জঙ্গম প্রাণিগণের বিষয় অবগত আছেন, কারণ ভগবদাশ্রিতা মায়া জৈবজ্ঞান আবরণে সমর্থা হইলেও নিজের আশ্রয়তত্ত্বকে মোহিত করিতে পারে না।।২৬।।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গেযান্তি পরন্তপ।।২৭।।

অন্বয়—পরন্তপ! ভারত! সর্গে (সৃষ্টিকালে) সর্ব্বভূতানি (সকল প্রাণী) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (বাসনা ও বিরাগ জনিত) দ্বন্দ্বমোহেন (সুখ দুঃখদ্বন্দ্বমোহে) সম্মোহং যান্তি (সম্যক্ মোহ প্রাপ্ত হয়)।।২৭।।

অনুবাদ—হে পরন্তপ! হে ভারত অর্জ্জুন! সৃষ্টি আরম্ভকালে যাবতীয় জীব ইচ্ছা ও দ্বেষজনিত সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ববিষয়ে সম্যক্ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।।২৭।।

বিশ্বনাথ—তন্মায়য়া জীবাঃ কদারভ্য মুহ্যন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—ইচ্ছেতি। সর্গে জগৎসৃষ্ট্যারম্ভকালে সর্ব্বাভূতানি সর্ব্বে জীবাঃ সম্মোহয়ন্তি কেন প্রাচীনকর্ম্মোদ্বুদ্ধৌ যাবিচ্ছাদ্বেষৌ ইন্দ্রিয়াণামনুকূলে বিষয়ে ইচ্ছা অভিলাষঃ, প্রতিকূলে দ্বেষঃ; তাভ্যাং সমুত্থং সমুদ্ভূতো যো দ্বন্দ্বো মানাপমানয়োঃ শীতোষ্ণাদ্যয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মোহঃ 'অহং সম্মানিতঃ সুখী, অহমবমানিতো দুঃখী, মমেয়ং স্ত্রী, মমায়ং পুরুষঃ',—ইত্যাদ্যাকারক আবিদ্যকো যো মোহস্তেন সম্মোহং স্ত্রীপুত্রাদিষ্বত্যন্তাসক্তিং প্রাপ্নুবন্তি, অতএব অত্যন্তাসক্তানাং ন মদ্ভক্তাবধিকারঃ; যদুদ্ধবং প্রতি ময়ৈব বক্ষ্যতে—"যদৃচ্ছায়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।।" ইতি ।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল, তোমার মায়াদ্বারা জীবগণ কখন হইতে মুগ্ধ হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ইচ্ছা' ইত্যাদি। সর্গে—জগৎ সৃষ্টির আরম্ভকালে সর্ব্বভূতানি—সকল জীব সম্মোহন করে; কাহার দ্বারা? প্রাচীন কর্ম্ম-দ্বারা উদ্বুদ্ধ যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা ও দ্বেষ ইন্দ্রিয়বর্গের অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা—অভিলাষ, প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, সেই দুই হইতে সমুত্থ—

সমুদ্ভূত যে দ্বন্দ্ব—মান ও অপমান; শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, স্ত্রী ও পুরুষ; আমি সম্মানিত অতএব সুখী', 'আমি অবমানিত অতএব দুঃখী', 'এই রমণী আমার স্ত্রী' 'এই পুরুষ আমার স্বামী' ইত্যাদি আকার বিশিষ্ট অবিদ্যাজনিত যে মোহ তদ্দ্বারা সম্মোহং—স্ত্রীপুত্রাদিতে অত্যন্ত আসক্তি প্রাপ্ত হয়, অতএব অত্যাসক্তগণের আমার ভক্তিতে অধিকার হয় না। যেরূপ উদ্ধবকে আমিই বলিব—'যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে মদীয় কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন এবং যাহার বিষয়ে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।' (ভাঃ ১১।২০।৮) ।।২৭।।

অনুবর্ষিণী—জীব মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়াই পরমেশ্বর-জ্ঞান রহিত হয়, তখন ইচ্ছা-দ্বেষ হইতে উত্থিত দ্বন্দ্বমোহ দ্বারা সম্মোহিত হওয়ায় তাহার কৃষ্ণবিমুখতা অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। "ইহার হেতু এই যে, জীব যখন শুদ্ধ থাকে, তখনই চিদিন্দ্রিয় দ্বারা আমার এই 'নিত্য' স্বরূপ দেখিতে পায়। যখন বদ্ধ হইয়া সৃষ্টিমধ্যে বৰ্ত্তমান হয়, তখন অবিদ্যাবশতঃ ইচ্ছা-দ্বেষজনিত দ্বন্দমোহ দ্বারা সকলেই সম্মোহিত হইয়া পড়ে; তখন আর বিদ্বৎ প্রতীতি থাকে না। আমি স্বীয় চিচ্ছক্তিবলে প্রপঞ্চে আমার নিত্য স্বরূপকে উদয় করাইয়াছি এবং তাহাদের জড়চক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়াছি! তথাপি মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উহারা অবিদ্বৎ প্রতীতি প্রাপ্ত হইয়া আমার স্বরূপকে 'অনিত্য' মনে করিতেছে,— ইহা তাহাদের 'দুর্ভাগ্য' বলিতে হইবে"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদ।।২৭।।

যেষাংত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ।।২৮।।

অন্বয়—তু (কিন্তু) যেষাম্ (যেসকল) পুণ্যকর্ম্মণাম্ জনানাং (পুণ্য কর্ম্মকারী জনগণের) পাপম্ অন্তগতং (নাশপ্রাপ্ত) তে (তাহারা) দ্বন্দ্ব-মোহনির্ম্মুক্তাঃ (সুখ-দুঃখাদির মোহ পরিত্যাগ করিয়া) দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজন্তি (ভজন করেন)।।২৮।।

অনুবাদ—কিন্তু যে সকল পুণ্যানুষ্ঠানকারী জনগণের পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা সুখ দুঃখাদির মোহ পরিশূন্য হইয়া অবিচলিত চিত্তে

আমাকে ভজন করিয়া থাকেন।। ২৮।।

বিশ্বনাথ—তর্হি কেষাং ভক্তাবধিকার ইত্যত আহ—যেষাং পুণ্যকর্ম্মণাং পাপং তু অন্তং গতম্ অন্তকালং প্রাপ্তং নশ্যদবস্থং, তত্তু সম্যক্ নষ্টমিত্যর্থঃ তেষাং সত্ত্বগুণোদ্রেকে সতি তমোগুণহ্রাসঃ। তস্মিন্ সতি তৎকার্য্যোমোহোঽপি হ্রসতি। মোহহ্রাসে সতি তে খল্বত্যাসক্তিরহিতা যাদৃচ্ছিকমদ্ভক্তসঙ্গেন ভজন্তে মাত্রম্। যে তু ভজনাদ্যভ্যাসতঃ সম্যক্ নষ্টপাপাঃ, তে মোহেন নিঃশেষেণ মুক্তা দৃঢ়ব্রতাঃ প্রাপ্তনিষ্ঠাঃ সন্তো মাং ভজন্তে। ন চৈবং পুণ্যকর্ম্মৈব সর্ব্ববিধায়া ভক্তেঃ কারণমিতি মন্তব্যম্;—"যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখা-স্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি।। ইতি ভগবদুক্তেঃ। কেবলভক্তিযোগস্য পুণ্যাদিকর্ম্মাশ্রয়ং নৈব কারণমিতি বহুশঃ প্রতিপাদনাৎ।।২৮।।

বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে ভক্তিতে কাহাদের অধিকার? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'যেষাম্' ইত্যাদি। যেষাং পুণ্যকর্ম্মণাং পাপন্তু অন্তগতং—অন্তকাল প্রাপ্ত নাশপ্রাপ্ত হইতেছে এমন অবস্থাযুক্ত সম্যক্ নষ্ট এই অর্থ। তাহাদিগের সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে তমোগুণের হ্রাস হয়। তমোগুণের হ্রাস হইলে তাহার কার্য্যভূত মোহেরও হ্রাস হয়। মোহের হ্রাস হইলে সেই অত্যাসক্তিরহিত পুরুষেরা যদৃচ্ছাক্রমে আগত আমার ভক্তসঙ্গে আমার ভজন করেন মাত্র। কিন্তু ভজন অভ্যাসক্রমে পাপরাশি সম্যক্ নষ্ট হওয়ায় যাঁহারা নিঃশেষরূপে মোহমুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা দৃঢ়ব্রত—প্রাপ্তনিষ্ঠ হইয়া আমার ভজন করেন। কেবল পুণ্যকর্ম্মই যে সর্ব্ববিধা ভক্তির কারণ, তাহা নহে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—(ভাঃ—১১।১২।৮) 'যাঁহাকে যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞানুষ্ঠান, শাস্ত্রালোচনা এবং সন্ন্যাসদ্বারা যত্নশীল জনও প্রাপ্ত হন না'। পুণ্যাদি কর্ম্মাশ্রয়ই কেবল-ভক্তিযোগের কারণ নহে, ইহা বহু প্রকারে প্রতিপাদিত হইয়াছে।।২৮।।

অনুবর্ষিণী—জীব সাধারণতঃ মায়াবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ-ভজন না করিলেও, যে পুরুষ ভাগ্যবশতঃ যাদৃচ্ছিক মহৎ-সঙ্গ প্রভাবে মদীয় কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার বিষয়বৈরাগ্য সম্পূর্ণ না হইলেও, অত্যাসক্তি

নাই, তাদৃশ পুরুষ সাধুসঙ্গে ভজনপ্রাপ্ত হইয়া ভজন-অভ্যাস বশতঃ নষ্টপাপ এবং মোহনির্ম্মুক্ত হইয়া, প্রাপ্তনিষ্ঠ হইলে ঐকান্তিক ভজন লাভ করিতে পারেন। মহৎ-কৃপা ও ভজন-চেষ্টাই ভক্তিলাভের উপায়। এই শ্লোকে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে টীকা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল—"আমার এই নিত্য স্বরূপের বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করিবার অধিকার যেরূপ হয়, তাহা শ্রবণ কর। পাপাবিষ্ট অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্বৎপ্রতীতি হয় না। যাঁহারা ধর্ম্মসম্মত জীবন স্বীকার করতঃ প্রভূত পুণ্যকর্ম্মদ্বারা জীবন হইতে পাপকে একেবারে অন্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই আদৌ কর্ম্মযোগ স্বীকার, পরে জ্ঞান ও অবশেষে ধ্যানযোগদ্বারা সমাধিক্রমে আমার চিৎতত্ত্ব উপলব্ধি হয়; তাঁহারা আমার 'নিত্য' স্বরূপকে বিদ্বৎপ্রতীতিক্রমে দেখিতে পান। বিদ্যাদ্বারা যে প্রতীতি হয়, তাহাই 'বিদ্বৎপ্রতীতি'। তাঁহারাই ক্রমশঃ দ্বৈতাদ্বৈতরূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন"।।২৮।।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্।।২৯।।

অন্বয়—জরামরণমোক্ষায় (জরা ও মরণ নিবারণার্থ) মাম্ (আমাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) যে (যাঁহারা) যতন্তি (যত্ন করেন) তে (তাঁহারা) তৎ (প্রসিদ্ধ) ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্মকে) কৃৎস্নম্ (সপরিকর) অধ্যাত্মং (শুদ্ধ জীবস্বরূপকে) অখিলম্ কর্ম্ম চ (এবং সমুদয় কর্ম্মস্বরূপকে) বিদুঃ (জানেন)।।২৯।।

অনুবাদ—জরা ও মরণ নাশের নিমিত্ত আমাকে আশ্রয় করিয়া, যাঁহারা যত্ন করেন তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে, শুদ্ধ জীবাত্মস্বরূপকে এবং সংসার-বন্ধনরূপ সমুদয় কর্ম্মকে অবগত হন।।২৯।।

বিশ্বনাথ—তদেবমার্ত্তাদ্যাস্ত্রয়ঃ সকামা মাং ভজন্তঃ কৃতার্থা ভবন্তীতি। দেবতান্তরং ভজন্তস্তু চ্যবন্তে ইত্যুক্ত্বা স্বস্যাভজনেঽপ্যধিকারিণশ্চোক্তা। ভগবতা ইদানীম্ অন্যঃ সকামঃ চতুর্থোঽপি মদ্ভক্তোঽস্তীত্যাহ—জরেতি। জরামরণয়োর্মোক্ষায় নাশায় যে যোগিনো যতন্তি যতন্তে, যে মোক্ষকামা মাং ভজন্তি ইতি ফলিতোঽর্থঃ, তে তৎপ্রসিদ্ধং ব্রহ্ম তথা কৃৎস্নমাত্মানং

দেহমধিভোক্তৃতয়া বর্ত্তমানো অধ্যাত্মং জীবাত্মনঞ্চ অখিলং কর্ম্ম নানাবিধকর্ম্মজন্যং জীবস্য সংসারঞ্চ মদ্ভক্তিপ্রভাবাদেব বিদুর্জানন্তি।।২৯।।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্, পূর্ব্বে আর্ত্তাদি সকাম ভক্তগণ আমাকে ভজনা করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য দেবতার ভজন করিয়া পতিত হয় অর্থাৎ সংসার প্রাপ্ত হয়, এই বলিয়া নিজের অভজনেও অধিকারীর কথা বলিয়াছেন। এক্ষণে ভগবান্ অন্য অর্থাৎ চতুর্থ একপ্রকার সকাম নিজভক্তের উল্লেখ করিতেছেন—'জরা' ইত্যাদি। জরা ও মরণের মোক্ষ—নাশের জন্য—যে সকল যোগী যত্ন করে, অর্থাৎ যাহারা মোক্ষার্থী হইয়া আমার ভজন করে—এই ফলিতার্থ, তাহারা আমার ভক্তি প্রভাবেই সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম আর অধ্যাত্ম—সমগ্র আত্মা বা দেহকে অধিকার করিয়া ভোক্তৃভাবে বিদ্যমান অধ্যাত্ম—জীবাত্মাকে ও নিখিল কর্ম্ম নানাবিধ কর্ম্ম জন্য জীবের সংসার প্রাপ্তির বিষয় জানিতে পারেন।।২৯।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, আর্ত্তাদি সকাম ভক্তত্রয় আমাকে ভজনা করিয়া প্রথমতঃ কাম্যবিষয় লাভ করিলেও উপভোগান্তে তাহাতে বৈরাগ্যবান্ হইয়া আমাতে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন, কিন্তু যে সকল সকামব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা সংসারে পতিত হয়। বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ অন্য অর্থাৎ চতুর্থ একপ্রকার সকাম মোক্ষকামীকেও ভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। জড়শরীরেই জরা ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, যাঁহারা চিৎদেহ লাভপূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিত্যদাস্য লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত মুমুক্ষু ভক্ত। যাঁহারা সেই প্রকার মোক্ষলাভার্থ আমাকে আশ্রয় করিয়া যত্নশীল, তাঁহারাই সেই ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও অখিল কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হন।।২৯।।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ।।৩০।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বাণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'বিজ্ঞান-যোগো'নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।।

অন্বয়—যে চ (এবং যাঁহারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈব

সহিত) সাধিযজ্ঞং চ (এবং অধিযজ্ঞের সহিত) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) যুক্তচেতসঃ (আমাতে আসক্তচিত্ত) প্রয়াণকালে অপি (মরণকালেও) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানেন)।।৩০।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসু-উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞান যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—যে সকল ব্যক্তি আমাকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত জানেন, তাঁহারা আমাতে আসক্তচিত্ত, অন্তকালেও আমাকে জানেন, অর্থাৎ বিস্মৃত হন না।।৩০।।

ইতি শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রীসংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞান বিজ্ঞান-যোগ নামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।

বিশ্বনাথ—মদ্ভক্তিপ্রভাবাৎ যেষামীদৃশং মজ্জ্ঞানং স্যাত্তেষামন্তকালেঽপি তদেব জ্ঞানং স্যাৎ; ন ত্বন্যেষামিব কর্ম্মোপস্থাপিতা ভাবিদেহপ্রাপ্ত্যনুরূপা মতিরিত্যাহ—সাধিভূতেতি। অধিভূতাদয়োঽগ্রিমাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যন্তে। ভক্তা এব হরেস্তত্ত্ববিদো মায়াং তরন্তি; তে চোক্তাঃ ষড়্‌বিধাঃ অত্রেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ।।৩০।।

ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গত সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—আমার ভক্তিপ্রভাবে যাহাদের ঈদৃশ (মজ্জ্ঞান) মৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ হয়, তাহাদের অন্তকাল পর্য্যন্তও সেই জ্ঞানই থাকে, কিন্তু অন্যের ন্যায় কর্ম্মদ্বারা উপস্থাপিত ভাবিদেহ প্রাপ্তির অনুরূপা মতি নহে—তাই বলিতেছেন—'সাধিভূত' ইত্যাদি। অধিভূতাদি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইবে।

ভক্তগণই শ্রীহরির তত্ত্বপরিজ্ঞাত হইয়া মায়াকে অতিক্রম করেন। তাদৃশ ছয় প্রকার ভক্তের কথা এই অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে।

ইতি সাধুজন-সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকায় শ্রীমদ্ভগবগীতার সপ্তমাধ্যায় সমাপ্তা।

অনুবর্ষিণী—যাঁহারা আমার ভক্তির প্রভাবে অধিভূত-তত্ত্ব, অধিদেব-তত্ত্ব ও অধিযজ্ঞ তত্ত্বের সহিত আমাকে জানেন, তাঁহারাই মরণকালেও আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ মৃত্যুভয়ে কাতর হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না।।৩০।।

ইতি শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'বিজ্ঞান-যোগ' নামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবর্ষিণী সমাপ্তা।।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভুতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।।১।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ,—পুরুষোত্তম! তৎ ব্রহ্ম কিম্? (সেই ব্রহ্ম কি?) অধ্যাত্মম্ কিম্ (অধ্যাত্ম কি?) কর্ম্ম কিম্? (কর্ম্ম কি?) অধিভূতম্ চ কিং প্রোক্তম্? (এবং অধিভূত কাহাকে বলে?) অধিদৈবং কিম্ উচ্যতে? (অধিদৈব কাহাকে বলে?)।।১।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কি?।।১।।

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ।।২।।

অন্বয়—মধুসূদন! অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ কঃ? (যজ্ঞাধিষ্ঠাতা কে?) অস্মিন্ (এই দেহে) কথং (কি প্রকারে) (স্থিতঃ—অবস্থিত আছেন) চ (এবং) প্রয়াণকালে (মৃত্যু-সময়ে) নিয়তাত্মভিঃ (সংযতচিত্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক) কথং (কি উপায়ে) জ্ঞেয়ঃ অসি (জ্ঞাত হও) ।।২।।

অনুবাদ—হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? এবং এই দেহমধ্যে কিরূপে অবস্থিত আছেন? এবং মৃত্যুকালে সংযতচিত্ত পুরুষগণ তোমাকে কি উপায়ে জানিতে পারেন?।।২।।

বিশ্বনাথ—পার্থপ্রশ্নোত্তরং যোগং মিশ্রাং ভক্তিং প্রসঙ্গতঃ।
শুদ্ধাঞ্চ ভক্তিং প্রোবাচ দ্বে গতী অপি চাষ্টমে।।

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ব্রহ্মাদিসপ্তপদার্থানাং জ্ঞানং ভগবতোক্তম্। অত্র তেষাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি দ্বাভ্যাম্—অত্র দেহে কোঽধিযজ্ঞো যজ্ঞাধিষ্ঠাতা স চাস্মিন্ দেহে কথং জ্ঞেয় ইত্যুত্তরস্যানুষঙ্গী।।১-২।।

বঙ্গানুবাদ—অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ পার্থকৃত প্রশ্নে উত্তর প্রদান করিতে গিয়া যোগ এবং প্রসঙ্গতঃ যোগমিশ্রাভক্তি ও শুদ্ধাভক্তি, এই

দুই প্রকার গতির বিষয়ও বলিয়াছেন।

পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তে ভগবান্ ব্রহ্মাদিসপ্তপদার্থের জ্ঞান বলিয়াছেন। এই অধ্যায়ে তাহাদিগের-তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জ্জুন বলিতেছেন—'কিন্তদ্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। এই দেহে কে অধিযজ্ঞ—যজ্ঞাধিষ্ঠাতা, এই দেহে তাঁহাকে কিরূপে জানা যায়—ইহা উত্তরের অনুষঙ্গী।।১-২।।

অনুবর্ষিণী—প্রথম দুই শ্লোকে অর্জ্জুন, সপ্তম অধ্যায়ের শেষভাগে ভগবদ্-বর্ণিত ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ, —এই ছয়টি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? এবং অধিযজ্ঞ কে? ও তিনি দেহে কিরূপে অবস্থান করেন? আর নিয়তাত্ম পুরুষেরা তাঁহাকে কিরূপে প্রয়াণকালে জানিতে পারেন? প্রভৃতি সাতটী প্রশ্ন করিতেছেন ।।১-২।।

শ্রীভগবানুবাচ,—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।।৩।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—অক্ষরং পরমং (পরম অক্ষর বস্তু) ব্রহ্মঃ, স্বভাবঃ (জীব) অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়) ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (ভূতসমূহের দেহাদি উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর) বিসর্গঃ (জীবের সংসার) কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম্মনামে অভিহিত)।।৩।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—নিত্যবিনাশরহিত পরমতত্ত্বই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম শব্দে শুদ্ধ জীব এবং ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর সংসারই কর্ম্মনামে অভিহিত।।৩।।

বিশ্বনাথ—উত্তরমাহ—অক্ষরমিতি ন ক্ষরতীত্যক্ষরং;নিত্যং যৎ পরমং তদ্ ব্রহ্ম—"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। স্বভাবঃ সমাত্মানাং দেহাধ্যাসবশাদ্ভাবয়তি জনয়তি ইতি স্বভাবো জীবঃ, যদ্বা, স্বং ভাবয়তি পরমাত্মানং প্রাপয়তি ইতি। 'স্বভাবঃ' শুদ্ধজীবঃ অধ্যাত্মমুচ্যতে— অধ্যাত্ম-শব্দবাচ্য ইত্যর্থঃ। ভূতৈরেব ভাবানাং মনুষ্যাদিদেহানাং উদ্ভবং করোতীতি। সঃ বিসর্গো জীবস্য সংসারঃ কর্মজন্যত্বাৎ কর্ম্মসংজ্ঞঃ কর্ম্মশব্দেন জীবস্য সংসার উচ্যতে ইত্যর্থঃ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—উত্তর দিতেছেন—'অক্ষর' ইত্যাদি। যাহা ক্ষরিত হয়

না, তাহা অক্ষর যাহা নিত্য পরম তাহা ব্রহ্ম—"হে গার্গি, ইহাকে ব্রাহ্মণগণ অক্ষর বলিয়া থাকেন" (বৃঃ—৩। ৮। ৮,) স্বভাবঃ—সম-আত্মাসমূহের দেহাধ্যাসবশতঃ ভাবনা করায় অর্থাৎ সৃষ্টি করে বলিয়া স্বভাব—জীব, অথবা নিজকে ভাবনা করায়—পরমাত্মাকে পাওয়ায়। স্বভাবঃ—শুদ্ধজীব অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়—অধ্যাত্মশব্দবাচ্য এই অর্থ। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ—ভূতগণেরই দ্বারা ভাবসমূহের—মনুষ্যাদিদেহসমূহের উদ্ভব করে। সেই বিসর্গ—জীবের সংসার কর্ম্মজন্য, কর্ম্মসংজ্ঞঃ—কর্ম্মশব্দে জীবের সংসার কথিত হয়, এই অর্থ।।৩।।

অনুবর্ষিণী—ব্রহ্ম—যাঁহার ক্ষর অর্থাৎ চ্যুতি নাই তাঁহাকেই অক্ষর বলে, সেই নিত্যবিনাশরহিত ও অবস্থান্তর শূন্য অক্ষরতত্ত্বই ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত হয়। কিন্তু কেবল চিৎ-বিশেষময় ভগবৎ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম জানিতে হইবে এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বকে তদাশ্রিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। (গীঃ—১৪। ২৭) শ্লোক দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কৌটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

অর্থাৎ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি বিভূতির দ্বারা পৃথক কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।

পদ্যাবলী-ধৃত রঘুপতি উপাধ্যায়ের বাক্যে পাই—"অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম" অর্থাৎ আমি শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি,—যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ খেলা করেন।।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ব্রহ্মার স্তবে পাই—"যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্" অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন (শ্রীকৃষ্ণ) যাঁহাদের মিত্র।

অধ্যাত্ম—অধ্যাত্ম শব্দে স্বভাব অর্থাৎ জড়সম্বন্ধশূন্য শুদ্ধ জীবকে

বুঝিতে হইবে। 'স্বং ভাবয়তি' অর্থাৎ নিজেকে দেহাধ্যাস বশতঃ উদ্ভাবন করে বলিয়া স্বভাব শব্দবাচ্য, অথবা 'স্বং ভাবয়তি' অর্থে পরমাত্মাকে পাওয়ায় বলিয়া স্বভাব শব্দে জীবকে লক্ষ্য করা হয়। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন—'স্বস্য জীবাত্মনঃ সম্বন্ধী যো ভাবো' অর্থাৎ জীবাত্মার সম্বন্ধীয় যে ভাব তাহাকে স্বভাব বলা হয়, অথবা শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন—'স্বস্যৈব ভবনং' অর্থাৎ নিজেরই অংশরূপে জীবভাবে অবস্থানকে স্বভাব বলা হয় এবং সেই জীবাত্মাই দেহকে আশ্রয় পূর্ব্বক ভোক্তৃরূপে অবস্থিত হওয়ায় 'অধ্যাত্ম' শব্দে কথিত হয়।

কর্ম্ম—দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যদানাদিরূপ যজ্ঞ, যাহা হইতে স্থূল-সূক্ষ্ম-ভূত দ্বারা জীবের মনুষ্যাদি স্থূল দেহ নির্ম্মাণরূপ সংসার সৃষ্টি হয়, তাহাকেই 'ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ' বলিয়া জানিবে।।৩।।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর।।৪।।

অন্বয়—দেহভৃতাং বর! (দেহধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ!) ক্ষরঃ ভাবঃ (নশ্বর পদার্থ) অধিভূতং (অধিভূত) পুরুষঃ চ (এবং বিরাট্ পুরুষ) অধিদৈবতম্ (দেবতাগণের অধিপতি) অত্র দেহে (এ দেহে) অহম্ এব (আমিই) অধিযজ্ঞঃ (অন্তর্যামীরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবর্ত্তক)।।৪।।

অনুবাদ—হে সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠ! নশ্বর পদার্থ সমূহই অধিভূত বিরাট্ পুরুষই দেবগণের অধিপতি অধিদৈব, এই দেহে অবস্থিত আমিই অধিযজ্ঞ, অর্থাৎ অন্তর্যামীরূপে যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রবর্ত্তক।।৪।।

বিশ্বনাথ—ক্ষরো নশ্বরো ভাবঃ পদার্থো ঘটপটাদিঃ অধিভূতম্ অধিভূতশব্দবাচ্যঃ পুরুষঃ সমষ্টি-বিরাট্ অধিদৈবতম্ অধিদৈবত-শব্দবাচ্যঃ—"অধিকৃত্য বর্ত্তমানানি সূর্য্যাদিদৈবতানি যত্র' ইতি তন্নিরুক্তেঃ। অত্র দেহে অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ অন্তর্যামী অহং মদংশকত্বাৎ অহমেবেত্যেবকারেণ কথম্ ইত্যস্যোত্তরমন্তর্যামিত্বাহমেব মদভিন্নত্বেনৈব জ্ঞেয়ঃ, ন ত্বধ্যাত্মাদিরিব মদ্ভিন্নত্বেনেত্যর্থঃ। দেহে দেহভৃতাং বরেতি ত্বন্তু সাক্ষাৎ মৎসখত্বাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এব ভবসীতি ভাবঃ।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—ক্ষর—নশ্বর, ভাব—পদার্থ ঘটপটাদি; অধিভূতং—

অধিভূতশব্দবাচ্য;পুরুষঃ—সমষ্টি বিরাট্, অধিদৈবতং—অধিদৈবতশব্দবাচ্য—'যেখানে সূর্য্যাদি দেবগণকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান'। —নিরুক্ত। এই দেহে অধিযজ্ঞ—যজ্ঞাদিকর্ম্মের প্রবর্ত্তক অন্তর্যামী আমি, আমার অংশ বলিয়া। 'অহমেব' এই পদস্থিত 'এব'-কারদ্বারা 'কিরূপ' এই প্রশ্নের উত্তর অন্তর্যামী বলিয়া আমার অভিন্ন স্বরূপ আমিই জ্ঞেয়, কিন্তু অধ্যাত্মাদির ন্যায় আমা হইতে অভিন্ন নহে, এই অর্থ। দেহে দেহভৃতাং বর—কিন্তু তুমি সাক্ষাৎ আমার সখা বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই ভাব।।৪।।

অনুবর্ষিণী—অধিভূত—ক্ষর—বিনাশশীল, ভাব—ঘটপটাদি পদার্থ। ভূত অর্থাৎ প্রাণিমাত্রকে অবলম্বন করিয়া যে নশ্বর পদার্থজনক ভাব, তাহাকে অধিভূত বলে।

অধিদৈব—আদিত্যাদি দেবগণকে অধিকার করিয়া অধিষ্ঠাতৃরূপে যে সমষ্টি বিরাট্ পুরুষ, সকল দেবতার অধিপতি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাধিষ্ঠিত পুরুষ, তাঁহাকে অধিদৈব বলা হয়।

অধিযজ্ঞ—জীবের দেহান্তর্গত—অন্তর্যামী পুরুষ, যিনি যজ্ঞের প্রবর্ত্তক ও তৎফলদাতারূপেসর্ব্বহৃদয়ে অবস্থিত। তিনি পরাৎপরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ পরমাত্মরূপ। এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।"

অর্থাৎ সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একদেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অন্যজন অর্থাৎ অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ দর্শন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকবাক্যে পাই—

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে—প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্"

অর্থাৎ কোন কোন যোগীপুরুষ স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়গহ্বরে—

বিরাজিত প্রাদেশমাত্র পুরুষকে (স্মরন্তি) স্মরণ করিয়া থাকেন। প্রাদেশমাত্র শব্দে শ্রীধরস্বামী—'তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার' বলিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ—'ব্যষ্টিঅন্তর্যামী', শ্রীলচক্রবর্ত্তী ঠাকুর—'তাবন্মাত্র প্রদেশে—অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা পঞ্চদশবর্ষীয় পুরুষাকার প্রমাণ—কিশোর বয়সে অবস্থিত' বলিয়াছেন।

কঠোপনিষদে আছে—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি"—২।১।১২ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ পরমাত্মা প্রতিজীবহৃদয়ে অবস্থিত আছেন। গীঃ—১৮।৬১ এবং ভাঃ—৩।৭।৬ ও ৩।৯।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

'দেহভৃতাং বর!'—এই সম্বোধনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাক্ষাৎ নিজ নিত্য সখা বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠই প্রতিপাদন করিতেছেন, অর্থাৎ অর্জ্জুন অন্য দেহধারী জীবের ন্যায় নহেন, ইহাই বুঝাইতেছেন।।৪।।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।৫।।

অন্বয়—অন্তকালে চ (অন্তকালেও) মামেব (আমাকেই) স্মরন্ (চিন্তা করিতে করিতে) কলেবরম্ (শরীরকে) মুক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রকৃষ্টরূপে যান) সঃ (তিনি) মদ্ভাবং (আমারই ভাব) যাতি (প্রাপ্ত হন) অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) নাস্তি (নাই)।।৫।।

অনুবাদ—যিনি অন্তিমকালেও আমাকেই স্মরণপূর্ব্বক স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তিনি আমার ভাবই প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনই সংশয় নাই।।৫।।

বিশ্বনাথ—প্রয়াণকালে কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যস্যোত্তরমাহ—অন্তকালে চেতি। মামেব স্মরন্নিতি মৎস্মরণমেব মজ্জ্ঞানং, ন তু ঘটপটাদিরিবাহং কেনাপি তত্ত্বতো জ্ঞাতুং শক্য ইতি ভাবঃ। স্মরণরূপজ্ঞানস্য প্রকারস্তু চতুর্থ-শ্লোকে বক্ষ্যতে।।৫।।

অনুবাদ—প্রয়াণকালে কি প্রকারে জ্ঞেয় হও?—তদুত্তরে বলিতেছেন—'অন্তকালে' ইত্যাদি। মামেব স্মরন্—অর্থাৎ আমার স্মরণই আমার জ্ঞান, কিন্তু ঘটপটাদির ন্যায় আমাকে তত্ত্বতঃ কেহই জানিতে

পারে না, এই ভাব। স্মরণরূপ জ্ঞানের প্রকার চতুর্থ-শ্লোকে বলিবেন।।৫।।

অনুবর্ষিণী—সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি মৃত্যুকালে তাঁহাকেই স্মরণ পূর্ব্বক শরীর-ত্যাগ করিতে পারেন অর্থাৎ মরণ সময়ে যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানসহ ভগবদ্ স্মৃতির উদয় হয়। ঘটপটাদির ন্যায় নহে, তাঁহারই ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি ঘটে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; তবে এই স্মরণরূপ-জ্ঞানের প্রকার চতুর্থ-শ্লোকে বলিবেন।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন—'মদ্ভাবং' শব্দে মৎস্বভাব—

অর্থাৎ আমি যে প্রকার 'অপহতপাপ্মাত্বাদি'-গুণবিশিষ্ট, অন্তকালে মৎস্মরণপরায়ণ ভক্তও তাদৃশ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা আমার স্মরণকারী হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভীষ্মের উক্তিতে পাই—"ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নামকীর্ত্তয়ন্। ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্ম্মভিঃ।" —১। ৯। ২৩ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-সমাহিত-অন্তঃকরণ ভক্তগণ ভক্তিভরে মনোনিবেশ পূর্ব্বক বাক্যদ্বারা তাঁহার নামকীর্ত্তন করিতে করিতে দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে—৩। ৯। ১৫ শ্লোকে ব্রহ্মার বাক্যমধ্যেও পাওয়া যায় 'নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি'। এবং ভাঃ—১০। ৪৬। ৩২ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবও বলিয়াছেন—

'যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে ক্ষণং সমাবেশ্য মনোঽবিশুদ্ধং।
নির্হৃত্য কর্ম্মাশয়মাশু যাতি পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ'।।৫।।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।৬।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! যং যং অপি বা ভাবং (যে যে বিষয়) স্মরন্ (চিন্তা করিতে করিতে) অন্তে (অন্তিমকালে) (যঃ—যিনি) কলেবরং ত্যজতি (শরীর ত্যাগ করেন) সদা (সর্ব্বদা) তদ্ভাবভাবিতঃ (তদনুচিন্তনে তন্ময়ীভূত) (সঃ—তিনি) তং তং এব (সেই সেই ভাবকেই) এতি (প্রাপ্ত হন)।।৬।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! যিনি যে যে বিষয় চিন্তা করিতে করিতে

অন্তিমকালে শরীর ত্যাগ করেন, তিনি সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হন, কারণ সর্ব্বদা সেই ভাবনা-দ্বারা তাঁহার চিত্ত তন্ময়ীভূত হইয়াছে।।৬।।

বিশ্বনাথ—মামেব স্মরন্মাং প্রাপ্নোতীতিবন্মদন্যমপি স্মরন্মদন্যমেব প্রাপ্নোতীত্যাহ—যং যমিতি। তস্য ভাবেন ভাবনেন অনুচিন্তনেন ভাবিতো বাসিতঃ তন্ময়ীভূতঃ।।৬।।

বঙ্গানুবাদ—যেমন আমাকেই স্মরণ করিয়া আমাকে পায় তদ্রূপ অন্যকেও স্মরণ করিয়া অন্যই পায়—তাই বলিতেছেন—'যং যং' ইত্যাদি। তাহার ভাব অর্থাৎ ভাবনা বা অনুচিন্তাদ্বারা ভাবতি—বাসিত তন্ময়ীভূত।।৬।।

অনুবর্ষিণী—মৃত্যুকালে যেমন ভগবৎ-স্মরণে ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য পদার্থের স্মরণেও তদ্রূপ ভাব প্রাপ্তি ঘটে। সেকারণ মৃত্যুকালে যাহাতে অন্য বিষয়ের স্মরণ না হইয়া শ্রীভগবানেরই স্মরণ হয় তাহারই যত্ন করা কর্ত্তব্য; যেহেতু—'মরণে যা মতিঃ সা গতিঃ'। শ্রীবলদেব বলেন,—'অন্তিম-স্মৃতিশ্চ পূর্ব্বস্মৃতবিষয়ৈব ভবতি' অর্থাৎ অন্তিমকালে পূর্ব্বাভ্যস্ত স্মৃতিবিষয়ই অন্তিম-স্মৃতি হয়। সুতরাং যিনি সর্ব্বদা 'তদ্ভাবভাবিত' অর্থাৎ নিখিল অবস্থায় ভগবৎ স্মরণ আশ্রয় করিয়া অন্য বিষয়ে আসক্ত না হইয়াই জীবনধারণ করেন, তাঁহার পক্ষেই অন্তঃকালে ভগবৎস্মরণের আশা থাকে। ভাঃ—৫।৮।২৭ শ্লোকে পাওয়া যায়—শ্রীল ভরত মহারাজ রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজন করিতে গিয়াও দেহত্যাগকালে মৃগচিন্তা করিয়া মৃগ-দেহ লাভ করিয়াছিলেন। ইহা আমাদের লোকশিক্ষার নিমিত্তই; কারণ তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ এই দেহ-লাভ ঘটে নাই, পরন্তু স্বভক্ত্যুৎকণ্ঠা-বর্দ্ধন নিমিত্তই ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রারব্ধতুল্যরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। মৃগদেহ লাভ করিলেও, তিনি জাতিস্মরতা প্রাপ্ত হওয়ায় মৃগসঙ্গ না করিয়া ঋষির আশ্রমে ভগবৎ-কথা শ্রবণ-মুখেই জীবনযাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার এই দৃষ্টান্ত হইতে কর্ম্মফল-বাধ্য আমরা সতর্ক হইব সত্য, কিন্তু তাহাকে তদ্রূপ মনে করিব না। ভাঃ—৪।২৮।২৭-২৮ শ্লোকে স্ত্রী-চিন্তাদ্বারা পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তির ঘটনাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। শুধু ইহাই নহে, আমরা যেরূপ

কর্ম্ম অভ্যাস করিব, সেই রূপই আমাদের অন্তিম স্মৃতি বা জন্মান্তর ঘটিবে। ভাঃ—৪।২৯।২৯ শ্লোকে পাই—'যথা কর্ম্মগুণং ভবঃ। সুতরাং সর্ব্বদা জীবনকে হরিসেবাময় কার্য্যে রত রাখিয়া হরিস্মৃতি প্রবলা করিতে পারিলেই অন্তকালে আমাদের কল্যাণ হইবে।।৬।।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ।।৭।।

অন্বয়—তস্মাৎ (তদ্ধেতু) সর্ব্বেষু কালেষু (সকল কালে) মাম্ অনুস্মর (আমাকে চিন্তা কর) যুধ্য চ (এবং যুদ্ধ কর) ময়ি (আমাতে) অর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি সমর্পিত করিলে) মাম্ এব (আমাকেই) অসংশয়ঃ (নিঃসন্দেহে) এষ্যসি (পাইবে)।।৭।।

অনুবাদ—সেই হেতু সর্ব্বদা আমাকে চিন্তা কর এবং যুদ্ধ কর, তাহা হইলে আমাতে মনবুদ্ধি সমর্পিত হইয়া আমাকেই নিঃসংশয়রূপে পাইবে।।৭।।

বিশ্বনাথ—মনঃ সঙ্কল্পকাত্মকং, বুদ্ধির্ব্যবসায়াত্মিকা।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—মন—সঙ্কল্পাত্মক, বুদ্ধি—ব্যবসায়াত্মিকা।।৭।।

অনুবর্ষিণী—যেহেতু সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত হইলেই অন্তকালে শ্রীভগবানের স্মরণ লাভের সম্ভাবনা, সেই হেতু ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় পূর্ব্বক স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মকরতঃ সঙ্কল্পাত্মক মন ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রীভগবানে সমর্পণ করিতে পারিলে, নিরন্তর শ্রীভগবানের স্মরণ লাভ ও তাঁহার প্রাপ্তি অবশ্যই হইবে।।৭।।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্।।৮।।

অন্বয়—পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাস যোগযুক্ত) নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (চিত্তের দ্বারা) দিব্যং পরমং পুরুষং (দিব্য পরম পুরুষকে) অনুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিতে করিতে) (তমেব—তাহাকেই) যাতি (প্রাপ্ত হয়)।।৮।।

অনুবাদ—হে পার্থ! অভ্যাসরূপ-যোগসহকারে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত চিত্তের দ্বারা, একমাত্র দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে

করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।।৮।।

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ স্মরণাভ্যাসিন এবান্তকালে স্বতএব মৎস্মরণং ভবতি, তেন চ মাং প্রাপ্নোতীত্যতশ্চেতসো মৎস্মরণমেব পরমো যোগ ইত্যাহ—অভ্যাসযোগ ইতি। অভ্যাসো মৎস্মরণস্য পুনঃ পুনরাবৃত্তিরেব যোগস্তদ্‌যুক্তেন চেতসা, অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন স্মরণাভ্যাসেন চিত্তস্য স্বভাববিজয়োঽপি ভবতীতি ভাবঃ।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—সেইজন্য স্মরণাভ্যাসীরই অন্তকালে স্বতঃই আমার স্মরণ হয়, এবং তদ্দ্বারা আমাকে পায়—অতএব আমার স্মরণই চিত্তের পরম যোগ, তাই বলিতেছেন—'অভ্যাসযোগ' ইত্যাদি। অভ্যাসঃ—আমার স্মরণের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিই যোগ তদ্‌যুক্ত চিত্তদ্বারা, অতএব অন্য বিষয়ে যাইবার স্বভাব নহে যাহার, সেই স্মরণাভ্যাসে চিত্তের স্বভাব বিজয় হয়, এই ভাব।।৮।।

অনুবর্ষিণী—স্মরণের নৈরন্তর্য্য লাভের প্রধান উপায় অভ্যাস। সুতরাং অভ্যাসযোগে চিত্তকে অন্যান্য বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক, ভগবৎস্মরণে নিয়োজিত করিতে পারিলে, চিত্তের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্বভাবকে জয় করা যায়, এবং স্মরণ-অভ্যাসের ফলেই অন্তকালে ভগবৎ-স্মরণজনিত তৎপ্রাপ্তি ঘটে। ভাঃ—১১। ২০। ১৮ শ্লোকে পাওয়া যায়—"অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ" অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা যোগিপুরুষ মনকে নিশ্চল ভাবে ধারণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে ভাঃ—১১।২০।১৯-২১ শ্লোক পর্য্যন্ত ও গীঃ—১২। ৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৮।।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।৯।।

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।১০।।

অন্বয়—কবিং (সর্ব্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অনুশাসিতারম্ (নিয়ন্তা)

অণোঃ অণীয়াংসম্ (সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর) সর্ব্বস্য ধাতারম্ (সকলের বিধাতা) অচিন্ত্যরূপম্ (চিন্তাতীত রূপ) আদিত্যবর্ণং (সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ) তমসঃ পরস্তাৎ (মায়াতীত স্বরূপ) প্রয়াণকালে (মৃত্যুসময়ে) অচলেন মনসা (নিশ্চল মনের দ্বারা) ভক্ত্যা যুক্তঃ (ভক্তিযোগ সহকারে) যোগবলেন চ এব (যোগ প্রভাবেই) ভ্রুবোঃ মধ্যে (আজ্ঞাচক্রে) প্রাণম্ (প্রাণবায়ুকে) সম্যক্ আবেশ্য (সম্যক্ প্রকারে স্থাপন পূর্ব্বক) যঃ (যিনি) অনুস্মরেৎ (চিন্তা করেন) সঃ (তিনি) তং দিব্যং (সেই দিব্য) পরং পুরুষম্ (পরম পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ।।৯-১০।।

অনুবাদ—সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, অখিল নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ, সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ ও প্রকৃতির অতীত পুরুষকে, যিনি মরণকালে একাগ্র-চিত্তে, ভক্তি-সহকারে, যোগবলে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে, প্রাণবায়ুকে সম্যক্ স্থাপন পূর্ব্বক চিন্তা করেন, তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন।।৯-১০।।

বিশ্বনাথ—যোগাভ্যাসং বিনা মনসো বিষয়গ্রামান্নিবৃত্তিদুর্ঘটাৎ, যচ্চ বিনা সাতত্যেন ভগবৎস্মরণমপি দুর্ঘটমিতি যুক্তম্। কৈশ্চিৎ যোগাভ্যাসেন সহিতৈব ভক্তিং ক্রিয়তে ইতি তাং যোগমিশ্রাং ভক্তিমাহ—কবিমিতি পঞ্চভিঃ। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বজ্ঞোঽপ্যন্যঃ সনকাদিঃ সার্ব্বকালিকঃ ন ভবত্যত আহ—পুরাণমনাদিং সর্ব্বজ্ঞোঽনাদিরপ্যন্তর্যামী স ভক্ত্যুপদেষ্টা ন ভবত্যত আহ—অনুশাসিতারং, কৃপয়া স্বভক্তিশিক্ষকং কৃষ্ণরামাদিস্বরূপমিত্যর্থঃ। তাদৃশ-কৃপালুরপি সুদুর্ব্বিজ্ঞেয়তত্ত্ব এব ইত্যাহ—অণোঃ সকাশাদপ্যণীয়াংসম্। তর্হি স কিং জীব ইব পরমাণু প্রমাণস্তত্রাহ—সর্ব্বস্য ধাতারং সর্ব্ববস্তুমাত্রধারকত্বেন সর্ব্বব্যাপকত্বৎ পরম-মহাপরিমাণমপীত্যর্থঃ; অতএবাচিন্ত্যরূপম্। পুরুষবিধত্বেন মধ্যমপরিমাণমপি তস্য অনন্যপ্রকাশ্যত্বমাহ—আদিত্যবর্ণম্ আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তথা তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ বর্ত্তমানং মায়াশক্তিমন্তমপি মায়াতীতস্বরূপমিত্যর্থঃ। প্রয়াণকালে অন্তকালে অচলেন নিশ্চলেন মনসা যা সততস্মরণময়ী ভক্তিস্তথা যুক্তঃ। কথং মনসো নৈশ্চল্যম্? অত আহ—যোগস্য যোগাভ্যাসস্য বলেন।

যোগপ্রকারং দর্শয়তি— ভ্রুবোর্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে।।৯-১০।।

বঙ্গানুবাদ—যোগাভ্যাস ব্যতীত বিষয়সমূহ হইতে মনের নিবৃত্তি দুর্ঘট। যে হেতু সতত না হইলে ভগবানের স্মরণও দুর্ঘট। কোন প্রকার যোগের অভ্যাস সহিত যে ভক্তি করা হয় তাহাকে যোগমিশ্রা ভক্তি বলে, তাই বলিতেছেন—'কবি' ইত্যাদি পাঁচটী শ্লোকে। কবি—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞও অন্য সনকাদি সার্ব্বকালিক নহে, তাই বলিতেছেন—পুরাণ—অনাদি, সর্ব্বজ্ঞও অনাদি হইয়াও অন্তর্যামী ভক্তির উপদেষ্টা হন না, তাই বলিতেছেন—অনুশাসিতারং—কৃপাপূর্ব্বক নিজ-ভক্তির শিক্ষক কৃষ্ণরামাদিস্বরূপ—এই অর্থ। তাদৃশ কৃপালুও সুদুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব তাই বলিতেছেন—অণু হইতে অণু, তাহা হইলে সে কি জীববৎ পরমাণুপ্রমাণ? তদুত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্বস্য ধাতারং—সর্ব্ববস্তুমাত্রেরই ধারক বলিয়া সর্ব্বব্যাপকত্ব হেতু পরম মহাপরিমাণ, এই অর্থ। অতএব অচিন্ত্যরূপ। পুরুষ বলিয়া মধ্যম পরিমাণও তাঁহার অনন্য প্রকাশত্বের কথা বলিতেছেন—আদিত্যবর্ণং—আদিত্যের ন্যায় স্ব ও পর প্রকাশক বর্ণ স্বরূপ যাহার এবং তমসঃ—প্রকৃতির পরস্তাৎ—বর্ত্তমান মায়াশক্তিমান্ হইয়াও মায়াতীত স্বরূপ, এই অর্থ। প্রয়াণকালে—অন্তকালে অচলেন—নিশ্চল মনের দ্বারা সতত স্মরণময়ী যে ভক্তি তদ্দ্বারা যুক্ত। কি প্রকারে মনের নিশ্চলতা হয়, তাই বলিতেছেন—যোগ অর্থাৎ যোগের অভ্যাস বলে, যোগপ্রকার দেখাইতেছেন—ভ্রূমধ্যে—আজ্ঞাচক্রে।।৯-১০।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম শ্লোকে যে প্রয়াণকালে ভগবৎ-স্মরণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই স্মরণরূপ জ্ঞানের প্রকার এক্ষণে বর্ণন করিতে গিয়া যোগমিশ্রা ভক্তি বলিতেছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"পরম-পুরুষের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি—সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, অতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, জড়বুদ্ধির অচিন্ত্যস্বরূপ পুরুষ বলিয়া নিত্য-মধ্যমাকার, তথাপি স্বপ্রকাশ-বশতঃ আদিত্যবৎ স্বরূপ-প্রকাশক বর্ণ বিশিষ্ট এবং জড়া-প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব। মরণ-কালে অচলমনা হইয়া ভক্তিসহকারে পূর্ব্বযোগাভ্যাস-বশতঃ ভ্রূদ্বয় মধ্যে প্রাণকে স্থিত করিয়া, সেই দিব্যপুরুষের নিকট প্রয়াণ করিবে;

মরণ-ক্লেশ দ্বারা যাহাতে চিত্তবিক্ষেপ না হয়, তাহার উপায়স্বরূপ এ যোগ উপদিষ্ট"।।৯-১০।।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।।১১।।

অন্বয়—বেদবিদঃ (বেদজ্ঞগণ) যৎ (যাহাকে) অক্ষরং (অবিনাশী) বদন্তি (বলেন) বীতরাগাঃ (বাসনাশূন্য) যতয়ঃ (সন্ন্যাসিগণ) যৎ (যাহাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন), যৎ (যাহাকে) ইচ্ছন্তঃ (অভিলাষ করিয়া) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য) চরন্তি (আচরণ করেন) তৎ পদং (সেই প্রাপ্য বস্তু) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি) ।।১১।।

অনুবাদ—বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাহাকে অক্ষর বলিয়া বলেন, বীতরাগ সন্ন্যাসিগণ যাহাতে প্রবিষ্ট হন, যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন, সেই প্রাপ্য বস্তুর কথা সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি।।১১।।

বিশ্বনাথ—ননু ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেস্য ইত্যেতাবন্মাত্রোক্ত্যা যোগেন জ্ঞায়তে। তস্মাৎ তত্র যোগে প্রকারঃ কঃ, কিং জপ্যং, কিং বা ধ্যেয়ং, কিং বা প্রাপ্যম্ ইত্যপি সংক্ষেপেণ ব্রূহীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদিতি ত্রিভিঃ। যদেবাক্ষরং ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মবাচকং বেদজ্ঞা বদন্তি। যদেব ওমিত্যেকাক্ষরবাচ্যং ব্রহ্ম যতয়ো বিশন্তি, তৎপদং পদ্যতে গম্যতে ইতি পদং প্রাপ্যং সম্যক্‌তয়া গৃহ্যতেঽনেনেতি সংগ্রহস্তদুপায়স্তেন সহ প্রবক্ষ্যে শৃণু।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, ভ্রূরমধ্যে প্রাণকে আবিষ্ট করিয়া—এই মাত্র উক্তি হইতে যোগদ্বারা জানা যায়। তাহা হইলে সেই যোগের প্রকার কি? জপ্য কি? ধ্যেয় বা কি? প্রাপ্যই বা কি? ইহাও সংক্ষেপে বল, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যদ্' ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে। যাহাই অক্ষর—ওঁ—এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক, বেদজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। যাহা ওঁ—এই একাক্ষরবাচ্যব্রহ্মে যতিগণ প্রবেশ করেন, সেই পদ—পদ্যতে—যাওয়া যায়, প্রাপ্যপদ সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করা হয় ইহাদ্বারা—সংগ্রহ অর্থাৎ তদুপায়, তৎসহ বলিব, শুন।।১১।।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।।১২।।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।।১৩।।

অন্বয়—সর্ব্বদ্বারাণি (সকল ইন্দ্রিয়দ্বার) সংযম্য (প্রত্যাহার করিয়া) মনঃ (মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য চ (এবং নিরোধ করিয়া) মূর্দ্ধ্নি (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে) প্রাণম্ (প্রাণকে) আধায় (স্থাপন করিয়া) আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগধারণাম্ (যোগ স্থৈর্য্য) অস্থিতঃ (আশ্রয় পূর্ব্বক) ওঁ ইতি (ওঁ এই) একাক্ষরং ব্রহ্ম (একাক্ষর ব্রহ্ম) ব্যাহরন্ (উচ্চারণ করিতে করিতে) মাং (আমাকে) অনুস্মরন্ (চিন্তা করিতে করিতে) দেহং ত্যজন্ (দেহত্যাগ পূর্ব্বক) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রয়াণ লাভ করেন) সঃ (তিনি) পরমাং গতিম্ (শ্রেষ্ঠা গতি) যাতি (প্রাপ্ত হন)।।১২-১৩।।

অনুবাদ—সকল ইন্দ্রিয়দ্বার সংযমপূর্ব্বক মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া, ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে প্রাণ বায়ুকে স্থাপন করত, আত্মবিষয়ক সমাধিরূপ যোগস্থৈর্য্যসহকারে ওঁ একাক্ষর এই ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে এবং আমাকে ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ পূর্ব্বক, যিনি প্রয়াণ লাভ করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন।।১২-১৩।।

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থং বদন্ যোগে প্রকারমাহ—সর্ব্বাণি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য বাহ্যবিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য মনশ্চ হৃদ্যেব নিরুধ্য বিষয়ান্তরেষু অসংকল্প্য মূর্দ্ধ্নি-ভ্রুবোর্মধ্যে এব প্রাণমাধায় যোগধারণাম্ আনখশিখ-মন্মূর্ত্তিভাবনাম্ আশ্রিতঃ সন্ ওমিত্যেকমেবাক্ষরং ব্রহ্মস্বরূপং ব্যাহরন্ উচ্চারয়ন্; তদ্বাচ্যং মামনুস্মরন্ননুধ্যায়ন্ পরমাং গতিং মৎসালোক্যম্।।১২-১৩।।

বঙ্গানুবাদ—উক্ত অর্থ বলিতে বলিতে যোগের প্রকার বলিতেছেন—সর্ব্বাণি—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহ, সংযম্য—বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়াও মনকে হৃদয়েই নিরোধ করিয়া—অন্য বিষয়সমূহের অসংকল্প করিয়া মূর্দ্ধ্নি—ভ্রূমধ্যেই প্রাণকে স্থাপন করিয়া যোগধারণাং—আনখশিখ (আপাদমস্তক) আমার মূর্ত্তির ভাবনাকে আশ্রয় করিয়া

ওমিত্যেকমেবাক্ষরংব্রহ্মস্বরূপ, ব্যাহরন্—উচ্চারণ করিয়া তদ্বাচ্য মামনুস্মরণ্ আমাকে অনুধ্যান করিয়া, পরমাং গতিম্ আমার সালোক্যকে।। ১২-১৩।।

অনুবর্ষিণী—যোগের প্রকার, জপ, ধ্যান ও প্রাপ্যবিষয় সংক্ষেপে তিনটী শ্লোকে বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন যে—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে সংযম পূর্ব্বক, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া এবং প্রাণকে ভ্রূদ্বয়মধ্যে স্থাপন করত, সর্ব্ববেদমূল ব্রহ্মস্বরূপ একাক্ষর ওঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমার মূর্ত্তিকে অনুধ্যান করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি মৎসালোক্যাদিরূপা গতি লাভ করেন।

ওঁকার—"অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধংত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্"। ভাঃ—২। ১। ১৭ অর্থাৎ অকার, উকার, মকার এই তিন অক্ষর গ্রথিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর প্রণব মনে মনে অভ্যাস বা আবৃত্তি করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই—

'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি। প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি।। (চৈঃ চঃ মঃ ৬। ১৭৪,) 'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান। ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্ব-ধাম।। (চৈঃ চঃ আঃ—৭। ১২৮,) ওঁ বা প্রণবই বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। প্রতি বৈদিক মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব নিহিত। 'প্রণব'—ঈশ্বরস্বরূপ। "অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ। উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ।"

(ভক্তিসন্দর্ভ) শ্রুতৌ—"ওঁ মিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্টং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি।"

(ভগবৎ সন্দর্ভে)—"অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোহয়মিতি তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব।"

(মাণ্ডুক্য)—"ওঁকার এবেদং সর্ব্বং ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।"

'সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।'

"ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ"।।১২-৩।।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।১৪।।

অন্বয়—পার্থ! অনন্যচেতাঃ (অন্য ভাবনাশূন্য) যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) সততং (নিরন্তর) নিত্যশঃ (প্রতিদিন) স্মরতি (স্মরণ করেন) তস্য নিত্যযুক্তস্য (সেই নিত্যযুক্ত) যোগিনঃ (যোগীর পক্ষে) অহং (আমি) সুলভঃ (সুখলভ্য)।।১৪।।

অনুবাদ—হে পার্থ! অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি আমাকে সতত প্রতিদিন ধ্যান করেন সেই ভক্তিযোগবান্ যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।।১৪।।

বিশ্বনাথ—তদেবং 'আর্ত্তঃ' ইত্যাদিনা কর্ম্মমিশ্রাং, 'জরামরণমোক্ষায়' ইত্যনেনাপি কর্ম্মমিশ্রাং, "কবিং পুরাণম্" ইত্যাদিভিঃ যোগমিশ্রাঞ্চ সপরিকরাং প্রধানীভূতাং ভক্তিমুক্ত্বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠাং নির্গুণাং কেবলাং ভক্তিমাহ—অনন্যচেতো ইতি। ন বিদ্যতে হন্যস্মিন্ কর্ম্মণি জ্ঞানযোগে বা অনুষ্ঠেয়ত্বেন তথা দেবতান্তরেব আরাধ্যত্বেন তথা স্বর্গাপবর্গাদাবপি প্রাপ্যত্বেন চেতো যস্য। সততং সদেতি কালদেশপাত্রশুদ্ধ্যাদ্যনপেক্ষতয়ৈব নিত্যশঃ প্রতিদিনমেব যো মাং স্মরতি, তস্য তেন ভক্তেনাহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ। যোগজ্ঞানাভ্যাসাদিদুঃখমিশ্রণাভাবাদিতি ভাবঃ। নিত্যযুক্তস্য নিত্য-মদ্‌যোগাকাঙ্ক্ষিণঃ আশংসায়াং ভূতবচ্চেতি ভাবিন্যপি যোগে আশংসিতে ক্ত-প্রত্যয়ঃ। যোগিনো ভক্তিযোগবতঃ, যদ্বা, যোগসম্বন্ধঃ দাস্যসখ্যাদিস্তদ্বতঃ।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে 'আর্ত্ত' হইতে আরম্ভ করিয়া (গীঃ—৭।১৬) 'জরামরণ-মোক্ষায়' (গীঃ—৭। ২৯) শ্লোক পর্য্যন্ত কর্ম্মমিশ্রা, 'কবিং পুরাণম্' (গীঃ—৮। ৯) ইত্যাদি দ্বারা যোগমিশ্রা এবং সপরিকরা প্রধানীভূতা ভক্তির কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নির্গুণা কেবলা ভক্তির কথা বলিতেছেন—'অনন্যচেতাঃ' ইত্যাদি। ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ অনুষ্ঠেয় বলিয়া, অন্য দেবতা আরাধ্য বলিয়া, স্বর্গ ও অপবর্গাদি প্রাপ্য বলিয়া অন্য বিষয়ে যাহার চিত্ত নাই। সততং—সদা অর্থাৎ কালদেশপাত্রেশুদ্ধি প্রভৃতিতে অনপেক্ষ হইয়া নিত্যশঃ—প্রতিদিনই যে আমাকে স্মরণ করে, তস্য—সেই ভক্তদ্বারা আমি সুলভ বা সুখলভ্য। যোগজ্ঞানাদির অভ্যাসাদিজনিত দুঃখ-মিশ্রণের অভাব প্রযুক্ত—এই ভাব। নিত্যযুক্তস্য—নিত্য আমার যোগাকাঙ্ক্ষীর 'আশংসায় অতীতের ন্যায়'

এই অনুসারে ভবিষ্যতেও যোগ আশংসিত হইলে (যুজ্ ধাতুর উত্তর) 'ক্ত' প্রত্যয়। যোগিনঃ—ভক্তিযোগবান্ অথবা যোগ সম্বন্ধ অর্থাৎ দাস্যসখ্যাদি ভাবযুক্ত।।১৪।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বে কর্ম্মমিশ্রা ও যোগমিশ্রাভক্তির কথা বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ এক্ষণে নির্গুণ-শুদ্ধা-ভক্তির কথা বর্ণন করিতেছেন। অনন্যাভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান্ একমাত্র লভ্য হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"—ভাঃ—১১। ১৪। ২১ অর্থাৎ অনন্যভক্তির প্রভাবেই আমি লভ্য হই।

"কেবলেন হি ভাবেন...মামীয়ুরঞ্জসা"—ভাঃ—১১। ১২। ৮ অর্থাৎ কেবলভাবের দ্বারাই আমাকে শীঘ্র প্রাপ্ত হইয়াছিল।

"ন সাধয়তি মাং যোগো...যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা"—ভাঃ—১১।১৪। ২০ অর্থাৎ প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশ করিতে পারে যোগাদি সেরূপ নহে।

"যং ন যোগেন...যত্নবানপি"—ভাঃ ১১। ১২। ৯ অর্থাৎ যোগাদির দ্বারা যত্নবান্ হইলেও আমাকে পায় না। গীঃ—৮। ২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

"ভক্ত্যে" কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি"—(চৈঃ চঃ মঃ২০।১৩৬।)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিচারারম্ভ হইতে জরা-মরণ-মোক্ষ পর্য্যন্ত তোমাকে কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং "কবিং পুরাণং" ইত্যাদি শ্লোক হইতে এ-পর্য্যন্ত যোগমিশ্রা অর্থাৎ যোগপ্রধানীভূতা ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। তাহার মধ্যে মধ্যে কেবলা-ভক্তি অনুভব করাইবার জন্য কিছু কিছু ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে 'কেবলাভক্তির স্বরূপ' বলি, শ্রবণ কর। যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল আমাকেই স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত-যোগীদিগের সম্বন্ধে সুলভ, অর্থাৎ প্রধানীভূতা ভক্তিতে আমি যে দুর্লভ, ইহা জানিবে।।১৪।।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।।১৫।।

অন্বয়—মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) মামুপেত্য (আমাকে পাইয়া) পুনঃ (পুনরায়) দুঃখালয়ম্ (ক্লেশাশ্রয়) অশাশ্বতম্ জন্ম (অনিত্য-জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন না) (তে—তাহারা) পরমাম্ সিদ্ধিং (শ্রেষ্ঠা সিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন)।।১৫।।

অনুবাদ—মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দুঃখের আশ্রয়স্বরূপ অনিত্য-জন্ম লাভ করেন না, কারণ তাঁহারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।।১৫।।

বিশ্বনাথ—ত্বাং প্রাপ্তবতস্তস্য কিং স্যাদিত্যাহ—মামিতি। দুঃখালয়ং দুঃখপূর্ণং অশাশ্বতম্ অনিত্যঞ্চ জন্ম নাপ্নুবন্তি; কিন্তু সুখপূর্ণং নিত্যভূতং জন্ম মজ্জন্মতুল্যং প্রাপ্নুবন্তি; "শাশ্বতস্তু ধ্রুবো নিত্যঃ সদাতনঃ সনাতনঃ" ইত্যমরঃ। যদা বসুদেব গৃহে সুখপূর্ণং নিত্যভূতম্ অপ্রাকৃতং মজ্জন্ম ভবেত্তদৈব তেষাং মদ্ভক্তানামপি মন্নিত্যসঙ্গিনাং জন্ম স্যান্নান্যদা ইতি ভাবঃ। পরমামিতি অন্যে ভক্তাঃ সংসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি অনন্যচেতসস্তু পরমাং সংসিদ্ধিং মল্লীলাপরিকরতামিত্যর্থঃ। তেনোক্তলক্ষণেভ্যঃ সর্ব্বভক্তেভ্যো দৃশ্য-শ্রৈষ্ঠ্যং দ্যোতিতম্।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—তোমাকে যে পায়, তাহার কি হয়? তাই বলিতেছেন—'মাম্' ইত্যাদি দ্বারা। দুঃখালয়ম্ —দুঃখপূর্ণ, অশাশ্বতম্—অনিত্য জন্ম প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু সুখপূর্ণ নিত্যভূত আমার জন্মের তুল্য জন্ম পায়; 'শাশ্বত, ধ্রুব, নিত্য, সদাতন সনাতন—একার্থ বাচক'। অমরকোষ। যে সময়ে বসুদেবগৃহে আমার সুখপূর্ণ, নিত্যভূত অপ্রাকৃত জন্ম হয়, আমার নিত্যসঙ্গী আমার ভক্তগণেরও সেই সময়েই জন্ম হইয়া থাকে, অন্য সময়ে হয় না, এই ভাব। পরমা এই শব্দে—অন্য ভক্তগণ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অনন্যচেতা কিন্তু পরমা সংসিদ্ধি অর্থাৎ আমার লীলাপরিকরতা প্রাপ্ত হয়—এই অর্থ। তদ্দ্বারা উক্ত লক্ষণযুক্ত ভক্তগণ হইতেও দৃশ্য (প্রত্যক্ষ) শ্রেষ্ঠতা দ্যোতিত হইল।।১৫।।

অনুবর্ষিণী—যাঁহারা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি নিরপেক্ষ হইয়া অন্য দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অনন্য-ভক্তিসহকারে কেবল শ্রীকৃষ্ণের ভজন করতঃ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের আর দুঃখপূর্ণ অনিত্য জন্ম

হয় না। যেহেতু তাঁহাদের জন্মবন্ধন বা কর্ম্মবন্ধন থাকে না।—

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণুরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্ম্মনীষিণঃ।।"

(হঃ ভঃ বিঃ ১০। ১১৩ ধৃতপাদ্মোত্তর বাক্য)

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই; তাঁহারা বিষ্ণুর অনুচর বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাদ্গিকে মুক্তিভাজন বলেন।

শ্রীভগবানে অনন্যচিত্ত ব্যক্তিগণই অনন্যভক্ত। তাঁহারা কেবলাভক্তির অনুষ্ঠান করায় পরমা সংসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীভগবানের লীলাপরিকরত্বলাভ করিয়া নিত্যসঙ্গী হন এবং শ্রীভগবানের অবতরণকালে তাঁহারই ন্যায় অপ্রাকৃত সুখপূর্ণ জন্মলাভ করিয়া থাকেন।

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই।।
ধর্ম্ম, কর্ম্ম জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে।। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৭। ৮। ১৭৩-১৭৪)

এস্থলে পূর্ব্বোক্ত মিশ্রভক্তগণ অপেক্ষা শুদ্ধভক্তগণেরই শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইয়াছে।। ১৫।।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।১৬।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ (ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোক) পুনরাবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তনশীল) তু (কিন্তু) কৌন্তেয়! মাম্ উপেত্য (আমাকে পাইয়া) পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে (পুনরাবর্ত্তন হয় না)।।১৬।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোক বা লোকবাসীর পুনরাবর্ত্তন অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।।১৬।।

বিশ্বনাথ—সর্ব্ব এব জীবাঃ মহাসুকৃতিনোঽপি জায়ন্তে মদ্ভক্তাস্তু তদ্বন্ন জায়ন্ত ইত্যাহ—আব্রহ্মেতি। ব্রহ্মণো ভবনং সত্যলোকস্তমভিব্যাপ্য ।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ—সকল জীবই, মহাসুকৃতিবান্‌ও জন্মগ্রহণ করে কিন্তু আমার ভক্তগণ তাহাদের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করে না, তাই বলিতেছেন—'আব্রহ্ম' ইত্যাদি। ব্রহ্মার ভবন—সত্যলোক, তাহাকে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া।।১৬।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ব্যতীত মহাসুকৃতিশালী ব্যক্তিও কর্ম্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে ব্রহ্মার লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বলোক লাভ করিয়াও পুণ্যক্ষয়ে পুনরাবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ তাঁহাকে লাভ করিয়া তাঁহার নিত্যধামে নিত্যলীলা প্রাপ্ত হন। "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' গীঃ—৮। ২১ অর্থাৎ যাঁহাকে লাভ করিলে তদ্ধাম প্রাপ্ত হইয়া আর নিবৃত্ত হইতে হয় না। সত্যলোক অবধি সমস্ত লোক পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া তদ্ধামবাসী পুনরাবর্ত্তন লাভ করে। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—গীঃ—৯। ২১ এবং "তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে" ভাঃ—১১। ১০। ২৬, "তদা লোকা লয়ং যান্তি"—ভাঃ ৩। ৩২। ৪ অর্থাৎ তখন সকল লোক লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবানের ধাম নিত্য বলিয়া তাহা লাভ করিলে আর পতিত হইতে হয় না। "ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মে অনিমিষো" লেঢ়ি হেতিঃ"—ভাঃ ৩। ২৫। ৩৮ অর্থাৎ মদীয় বৈকুণ্ঠে মৎপরায়ণ ভক্তগণের কখনও ভোগ্যবস্তু নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই কারণ আমার অনিমিষ কালচক্রও তাহাদ্দিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। এসম্বন্ধে শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই অনিত্য; সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জন্ম সম্ভব; কিন্তু যিনি কেবলা-ভক্তির বিষয়রূপ আশ্রয় করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। যাঁহারা কর্মযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও প্রধানীভূতা ভক্তিকে আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে যে পুনর্জন্ম না হইবার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবলা-ভক্তিই এই সকল প্রক্রিয়ার চরম ফল বা সংসিদ্ধি। তাঁহারা ক্রমশঃ কেবলা-ভক্তি লাভ করতঃ পুনর্জন্ম হইতে উদ্ধার পান"।। ১৬।।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ।।১৭।।

অন্বয়—সহস্রযুগপর্য্যন্তম্ (সহস্র যুগান্তব্যাপী) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ অহ (যে দিন) যুগসহস্রান্তাং (সহস্রচতুর্যুগ পর্য্যন্ত) রাত্রিং (একরাত্রি) বিদুঃ (যাঁহারা জানেন) তে জনাঃ (সেই সকল ব্যক্তি) অহোরাত্রবিদঃ (দিবারাত্রির তত্ত্ববিৎ)।।১৭।।

অনুবাদ—সহস্রচতুর্যুগব্যাপী ব্রহ্মার একদিন, সহস্রচতুর্যুগব্যাপী এক রাত্রি, ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অহোরাত্র তত্ত্ববেত্তা।।১৭।।

বিশ্বনাথ—ননু "অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু" ইতি (ভাঃ—২। ৬। ১৯) দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তাঃ, কেষাঞ্চিন্মতে ব্রহ্মলোকস্য অভয়ত্বশ্রবণাৎ; সন্ন্যাসিভিরপি জিগমিষিতত্বাৎ তত্রত্যানাং পাতো ন সম্ভাব্যতে? মৈবম্; তল্লোকস্বামিনো ব্রহ্মণোঽপি পাতঃ স্যাৎ কিমুতান্যেষাম্ ইতি ব্যঞ্জয়ন্নাহ—সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তৎ ব্রহ্মণোঽহর্দিনং যৎ যে শাস্ত্রাভিজ্ঞা বিদুর্জানন্তি, তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ রাত্রিমপি তস্যা যুগসহস্রাণাং বিদুঃ। তেন তাদৃশাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি। এতদন্তে তস্যাপি পাতঃ কস্যচিদ্বৈষ্ণবস্য তস্য ব্রহ্মণো মোক্ষশ্চেতি ব্যঞ্জিতম্।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, 'তিনলোকের ঊর্দ্ধে মহর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধে জন-তপঃসত্য—এই ত্রিলোকে অমৃত, ক্ষেম ও অভয় সংস্থাপিত।'—শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে কথিত, কাহার কাহার মতে ব্রহ্মলোকের অভয়ত্বের কথা শুনা যায়, তথায় সন্ন্যাসিগণও গন্তকামী অতএব তল্লোকবাসিগণের পতন কি সম্ভব নহে? —না, এরূপ নহে, সেই লোকপতি ব্রহ্মারও যখন পতন হয়, তখন অন্যের কা কথা, ইহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—সহস্র যুগ পরিমিত কাল ব্রহ্মার একদিন—যাহারা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ তাহারা জানেন, সেই অহোরাত্রবিদ্ জনগণ রাত্রিকেও যুগ সহস্র জানেন। সেইরূপ অহোরাত্রদ্বারা পক্ষমাসাদিক্রমে শতবর্ষকাল ব্রহ্মার পরমায়ু। তদন্তে ব্রহ্মারও পতন হয়। যে কোন ব্রহ্মা বৈষ্ণব হন, তাঁহারই মোক্ষ হয়।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—'তপস্বী, দানশীল, বীতরাগ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ত্রিলোকের উর্দ্ধে শোকশূন্যস্থান লাভ করেন' ইত্যাদি পুরাণবাক্য বলে ত্রিলোক অপেক্ষা মহর্লোকাদির উৎকর্ষ জানিতে পারিলেও উহা নিত্য নহে, তবে বহুকল্পকালস্থায়ী বলিয়াই বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমান শ্লোকে ব্রহ্মার পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। মানব পরিমিত সহস্রচতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন এবং তদ্রূপ তাঁহার একরাত্রি। এই প্রকার শত বৎসর পরমায়ু অন্তে ব্রহ্মার পতন ঘটে। ব্রহ্মার এই প্রকার অবস্থা ঘটিলেতল্লোকবাসীর অভয়ত্ব কোথায়? তবে যে ব্রহ্মার সহিত মোক্ষলাভেব কথা শাস্ত্রে শুনা যায় যথা—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে...কৃতাত্মনঃ প্রবিশন্তি পরম্ পদম্" তাহাও ব্রহ্মার পরমায়ু অবসানে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ পরমপদে ভক্তি লাভ করিলে সেই সকল কৃতাত্মাই পরম স্থানে প্রবেশ করেন এমন কি, ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ভগবৎপরায়ণ হইলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।।১৭।।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।।১৮।।

অন্বয়—অহরাগমে (দিবা উপস্থিত হইলে) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত হইতে) সর্ব্বাঃ (সকল) ব্যক্তয়ঃ (ভূতসকল) প্রভবন্তি (প্রকাশিত হয়) রাত্র্যাগমে (রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে) তত্র (সেই) অব্যক্ত-সংজ্ঞকে এব (অব্যক্ত নামক কারণস্বরূপেই) প্রলীয়ন্তে (প্রলীন হয়)।।১৮।।

অনুবাদ—ব্রহ্মার দিবাকাল উপস্থিত হইলে, অব্যক্ত কারণস্বরূপ হইতে যাবতীয় চরাচর শরীরবিষয়াদি ভোগভূমিসমূহ প্রকাশ লাভ করে এবং রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে, সেই অব্যক্তনামক কারণস্বরূপে সমুদয় লয় প্রাপ্ত হয়।।১৮।।

বিশ্বনাথ—যে তু ততোঽর্ব্বাচীনাস্ত্রিলোকস্থাস্তেষান্ত তস্যাহন্যহন্যপি পাত ইত্যাহ—অব্যক্তাদিতি। "অত্র দৈনন্দিনসৃষ্টিপ্রলয়য়োরাকাশদীনাং সত্ত্বাৎ অব্যক্তশব্দেন স্বাপাপরস্থঃ প্রজাপতিরেবোচ্যতে" ইতি মধুসূদন সরস্বতীপাদাঃ। ততশ্চ অব্যক্তাৎ স্বাপাপরস্থাৎ প্রজাপতেঃ সকাশাদ্ব্যক্তয়ঃ শরীরবিষয়াদিরূপা ভোগভূময়ো ভবন্তি ব্যবহারক্ষমা স্যুঃ। রাত্র্যাগমে তস্য স্বাপকালে প্রলীয়ন্তে তস্মিন্নেব তিরোভবন্তি।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু যাহারা তাঁহা হইতে নিকৃষ্ট ত্রিলোকবাসী তাহাদিগের প্রতিদিনই পতন হইতেছে, তাই বলিতেছেন—'অব্যক্তাদ্' ইত্যাদি। শ্রীমধুসূদন সরস্বতী মহাশয় বলিয়াছেন যে, দৈনন্দিন সৃষ্টি প্রলয়ের উপক্রমে আকাশাদির সত্তা থাকে, এস্থলে অব্যক্ত শব্দে (অব্যাকৃত অবস্থা বা প্রধান লক্ষিত হইতে পারে না; স্বাপাব প্রজাপতিই সূচিত হইতেছেন। সেই অব্যক্ত স্বাপাপবস্থ প্রজাপতিই হইতে ব্যক্তিসমূহ শরীরবিষয়াদিরূপ ভোগভূমি সফল হয়, ব্যবহারযোগ্য হয়। রাত্রির আগমনে তাহার নিদ্রাকালে প্রলয় প্রাপ্ত হয়—তাহাতেই তিরোহিত হয়।।১৮।।

অনুবর্ষিণী—ব্রহ্মলোক অপেক্ষা ত্রিলোকের অধিক অনিত্যত্ব সূচিত হয়।।১৮।।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।।১৯।।

অন্বয়—পার্থ! অয়ম্ এব (এই) সঃ ভূতগ্রামঃ (সেই ভূতসমূহ) ভূত্বা ভূত্বা (বার বার উৎপন্ন হইয়া) রাত্র্যাগমে (রাত্রিকালে) প্রলীয়তে (লয় প্রাপ্ত হয়) (পুনঃ—পুনরায়) অহরাগমে (দিবাকালে) অবশঃ (নিয়মাধীন হইয়া) প্রভবতি (প্রাদুর্ভূত হয়)।।১৯।।

অনুবাদ—হে পার্থ! এই সেই ভূতসমূহ বার বার উৎপন্ন হইয়া রাত্রিকালে লয় প্রাপ্ত হয়, পুনরায় দিবাকাল উপস্থিত হইলে নিয়মাধীন হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়।।১৯।।

বিশ্বনাথ—এবমেব ভূতনাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারই ভূতগণের অর্থাৎ চরাচর প্রাণিগণের গ্রাম সমূহ।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—কৃতকর্ম্মের ফলনাশ ও অকৃতকর্ম্মের ফলাগমরূপ দোষদ্বয়ের আশঙ্কা নিবারণার্থে ও বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত একই ভূতগ্রাম কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া সৃষ্টি ও প্রলয় প্রবাহে সর্ব্বদা চলিতেছে—ইহা এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।।১৯।।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।।২০।।

অন্বয়—তু (কিন্তু) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ (পূর্ব্বোক্ত অব্যক্তহইতে) পরঃ অন্যঃ (অন্য শ্রেষ্ঠ) সনাতনঃ (অনাদি) অব্যক্তঃ যঃ ভাবঃ (অব্যক্ত যে ভাব) সঃ (তাহা) সর্ব্বভূতেষু নশ্যৎসু (যাবতীয় ভূতপদার্থের নাশেও) ন বিনশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হন না)।।২০।।

অনুবাদ—কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অব্যয়ভাব হইতে স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ, সনাতন যে অব্যক্ত ভাব, তাহা যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের নাশেও বিনষ্ট হয় না।।২০।।

বিশ্বনাথ—তস্মাদুক্তলক্ষণাৎ অব্যক্তাৎ প্রজাপতের্হিরণ্যগর্ভাৎ সকাশাৎ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ। হিরণ্যগর্ভস্যাপি কারণভূতো যোহন্যঃ খলু অব্যক্তো ভাবঃ সনাতনোহনাদিঃ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ—সেইউক্ত লক্ষণ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের সকাশ হইতে পর—শ্রেষ্ঠ। হিরণ্যগর্ভেরও কারণভূত যে অন্য অব্যক্তভাব তাহা সনাতন—অনাদি।। ২০।।

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।২১।।

অন্বয়—অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি (সেই অব্যক্তভাবকে জন্মাদিরহিত অক্ষরতত্ত্ব বলে) তং (তাহাকে) পরমাং গতিং (শ্রেষ্ঠাগতি) আহুঃ (বলিয়া থাকে) যং (যাহাকে) প্রাপ্য (পাইলে) ন নিবর্ত্তন্তে (সংসারে নিবর্ত্তন হয় না) তৎ (তাহা) মম (আমার) পরমং ধাম (শ্রেষ্ঠ ধাম)।।২১।।

অনুবাদ—সেই অব্যক্ততত্ত্বকেই অক্ষর বলে ও তাহাকে পরমা গতি বলিয়া থাকে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবকে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাহাই আমার পরমধাম বা নিত্যস্বরূপ।।২১।।

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বশ্লোকোক্তমব্যক্তশব্দং ব্যাচষ্টে—অব্যক্ত ইতি। ন ক্ষরতীত্যক্ষরো নারায়ণঃ "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ" ইতি শ্রুতেঃ, মম পরমং ধাম নিত্যং স্বরূপম্; যদ্বা, অক্ষরঃ পরম ধাম ব্রহ্মৈব মদ্ধাম মত্তেজোরূপম্।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বশ্লোককথিত অব্যক্তশব্দকে ব্যাখ্যা করিতেছেন—'অব্যক্ত' ইত্যাদি। অক্ষর—ক্ষয় বা নাশ হয় না বলিয়া অক্ষর—নারায়ণ

শ্রুতি বলেন—একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা নহে, শঙ্কর নহে,” মম পরমং ধাম—আমার নিত্যস্বরূপ, অথবা অক্ষর পরম ধাম—ব্রহ্মই মদ্ধাম—আমার তেজরূপ।।২১।।

অনুবর্ষিণী—চরাচর লোকসমূহের অনিত্যত্ব বর্ণানান্তে বর্ত্তমান দুইটী শ্লোকে পরমেশ্বরতত্ত্বের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিতে গিয়া অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ তদ্বিলক্ষণ অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদির অগোচর সনাতন পুরুষের কথা বর্ণন করিতেছেন। সেই অব্যক্ততত্ত্বকে অক্ষর বলে এবং তাহাই ভূতগণের পরমা গতি। যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পতিত হইতে হয় না, তাহাই তাঁহার পরম ধাম।।২১।।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।।২২।।

অন্বয়—পার্থ! ভূতানি (ভূতসমূহ) যস্য (যাহার) অন্তঃস্থানি (মধ্যাবস্থিত) যেন (যাহার দ্বারা) ইদম্ সর্ব্বম্ (এই সমগ্র জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত) সঃ (সেই) পরঃ পুরুষঃ (পরম পুরুষ) তু (কিন্তু) অনন্যয়া ভক্ত্যা (অনন্যা ভক্তির দ্বারা) লভ্যঃ (প্রাপ্য)।।২২।।

অনুবাদ—হে পার্থ! ভূতসমূহ যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, যদ্দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই পরমপুরুষ আমি কিন্তু, একমাত্র অনন্যা-ভক্তির দ্বারাই পাপ্য।।২২।।

বিশ্বনাথ—স চ মদংশঃ পরমঃ পুরুষঃ ন বিদ্যতে অন্যৎ কর্ম্মজ্ঞান-যোগ-কামনাদিকং যস্যাং তয়ৈব। অতএব পূর্ব্বং ময়োক্তং “অনন্যচেতাঃ সততম্” ইতি ভাবঃ।।২২।।

বঙ্গানুবাদ—সেই আমার অংশ পরম পুরুষ অনন্যা—অন্য অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-কামনাদি যাহাতে নাই তদ্দ্বারাই। অতএব পূর্ব্বে (১৪ শ্লোকে) আমি বলিয়াছি—‘অনন্য-চেতাঃ সততম্’ এই ভাব।।২২।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত অব্যক্ত অবস্থায়-স্থিত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বাংশতত্ত্ব। ভূতসকল যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং যিনি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন তিনিই অন্তর্যামী পুরুষ। তাঁহাকে অনন্যা অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-নিরপেক্ষা ঐকান্তিকী ভক্তির

দ্বারাই লাভ করা যায়।

"ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখমাত্র পায়"।। (চৈঃ, ভাঃ অঃ ৮। ১৩১,)
এ বিষয়ে গীঃ—৮। ১৪ শ্লোকের অনুবর্ষিণী দ্রষ্টব্য।।২২।।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ।।২৩।।

অন্বয়—ভরতর্ষভ! যত্রকালে (যে কালে বা মার্গে) প্রয়াতাঃ যোগিনঃ (গমনশীল যোগিগণ) তু (নিশ্চয়) অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিম্ চ এব(অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি উভয়কেই) যান্তি (লাভ করেন) তং কালং (সেই কাল বা মার্গের বিষয়) বক্ষ্যামি (বলিব) ।।২৩।।

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ! যোগিগণ যে কালে দেহত্যাগ পূর্ব্বক যে মার্গে গমন করিলে সংসারে পুনরাগমন ও অপুনরাগমন লাভ করিয়া থাকে, সেই (কালাভিমানী দেবতা পালিত) মার্গের বিষয় বলিতেছি।।২৩।।

বিশ্বনাথ—ননু "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" ইতি ত্বদুক্ত্যা ত্বদ্ভক্তাস্ত্বাং প্রাপ্য ন পুনরাবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তং, ন তত্র ত্বৎপ্রাপ্তৌ কশ্চিন্মার্গনিয়ম ইত্যুক্তঃ; ত্বভক্তানাঞ্চ গুণাতীতত্বাত্তন্মার্গোঽপি গুণাতীত এব অবসীয়তে; ন তু সাত্ত্বিকেঽর্চ্চিরাদিঃ, যস্তু মার্গো যোগিনো জ্ঞানিনঃ কর্ম্মিণশ্চাস্তি, তমহং জিজ্ঞাসে ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যত্রেতি। প্রাণোৎক্রমণানন্তরং তত্র কালে কালোপরক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা অনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চ যান্তি তং কালং মার্গং বক্ষ্যে ইত্যন্বয়ঃ।।২৩।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, "আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীব আর নিবৃত্ত হয় না" (গীঃ—৮। ২১।) তোমার এই উক্তিদ্বারা তোমার ভক্তগণ তাহা পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন না—ইহাই কথিত হইয়াছে, কিন্তু তথায় তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে কোন মার্গনিয়ম অর্থাৎ পন্থার নিয়ম কথিত হয় নাই, তোমার ভক্তগণ গুণাতীত বলিয়া সেই পথও গুণাতীত, কিন্তু সাত্ত্বিক অর্চ্চিরাদি নহে; কিন্তু যে মার্গ যোগী, জ্ঞানী ও কর্ম্মীর থাকে আমি সেই মার্গের বিষয় জিজ্ঞাসা করি, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'যত্র' ইত্যাদি। প্রাণের **উৎক্রমণের পর তত্রকালে—কালের উপলক্ষিত**

পথে প্রয়াতাগণ অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি প্রাপ্ত হ'ন, তৎকাল বা মার্গ বলিব, এই অন্বয়।।২৩।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবানের অনন্যভক্তগণ অক্লেশে 'তদ্ধাম' লাভ করেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীদিগের ন্যায় সাত্ত্বিক অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিতে হয় না। নির্গুণভক্তির আশ্রয়কারী ভক্তগণ নির্গুণ বলিয়া তাঁহাদের গমনমার্গ বা কালও নির্গুণ। ভক্তগণকে উত্তরায়ণাদি কাল অপেক্ষা করিতে হয় না। যে কালেই তাঁহারা অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেন, তাহাই নির্গুণ। যে কালে বা মার্গে যোগিগণের মৃত্যু হইলে অনাবৃতি হয় এবং যে কালে মৃত্যু হইলে পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন।।২৩।।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।।২৪।।

অন্বয়—অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ (শুভদিন) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষঃ) ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ (ছয়মাসরূপ উত্তরায়ণ কাল) তত্র (সেই সময়ে) প্রয়াতাঃ (দেহত্যাগকারী) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মবিৎ লোকসমূহ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন)।।২৪।।

অনুবাদ—অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন, শুক্লপক্ষ, ষণ্মাসরূপ উত্তরায়ণ কালে এই সকল কালাভিমানিনী দেবতার মার্গে, যে সকল ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি প্রয়াণ লাভ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।।২৪।।

বিশ্বনাথ—অত্র অনাবৃত্তিমার্গমাহ—অগ্নিরিতি। অগ্নিজ্যোতিঃশব্দাভ্যাং "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি শ্রুত্যুক্ত্যা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে। অহরিতি অহরভিমানিনী, শুক্ল ইতি পক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা; এতদ্রূপো যো মার্গস্তত্র প্রযাতা ব্রহ্মবিদো জ্ঞানিনঃ ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি। তথা চ শ্রুতিঃ "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি আর্চ্চিষোঽহরহঃ আপূর্য্যমাণ পক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষা-দ্যান্ষণ্মাসাণ্ণুদঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকম্" ইতি।।২৪।।

বঙ্গানুবাদ—এখানে অনাবৃত্তি মার্গের কথা বলিতেছেন—'অগ্নিঃ' ইত্যাদি। **'অগ্নি' ও 'জ্যোতিঃ' শব্দদ্বয় দ্বারা শ্রুতি-কথিত** (ছাঃ ৫।১০)

—তাঁহারা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন' অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা বুঝায়। 'অহঃ'-শব্দে অহরভিমানিনী দেবতা, 'শুক্ল'-শব্দে পক্ষাভিমানিনী দেবতা, 'উত্তরায়ণ'-রূপ ষণ্মাস শব্দে উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে বুঝায়। এইরূপ যে মার্গ তাহাতে গমনশীল ব্রহ্মবিদ্—জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে শ্রুতি বলেন—(ছাঃ ৫।১০) "তাঁহারা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অর্চ্চিঃ হইতে ক্রমশঃ দিন, পক্ষ ও মাসের অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। মাসসমূহ হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্য প্রাপ্ত হন।।২৪।।

ধুমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।।২৫।।

অন্বয়—ধূমঃ (ধুমদেবতা) রাত্রিঃ (রাত্রি-দেবতা) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ-দেবতা) ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ (ছয়-মাসরূপ দক্ষিণায়নের দেবতা) তত্র (সেই কালে বা মার্গে) (প্রয়াতঃ—গমনশীল) যোগী (কর্ম্মযোগী) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (চন্দ্রমার জ্যোতিস্বরূপ স্বর্গ) প্রাপ্য (পাইয়া) নিবর্ত্ততে (পুনরাবর্ত্তন করে)।।২৫।।

অনুবাদ—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, ছয়মাসরূপ দক্ষিণায়ন কালে তদুপলক্ষিত দেবতার মার্গে গমনশীল কর্ম্মযোগিগণ চন্দ্র-জ্যোতিস্বরূপ স্বর্গলোক লাভ করিয়া উপভোগান্তে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করে।।২৫।।

বিশ্বনাথ—কর্ম্মিণামাবৃত্তিমার্গমাহ—ধুম ইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব তত্তদভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা লক্ষ্যন্তে। এতাভির্দৈবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রযাতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতা স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্র কর্ম্মফলং ভুক্ত্বা নিবর্ত্ততে পুনরাবর্ত্ততে।।২৫।।

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মিগণের আবৃত্তিমার্গের কথা বলিতেছেন—'ধূম' ইত্যাদি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্রি-আদি শব্দদ্বারা পূর্ব্বেরই ন্যায় তত্তদভিমানিনী তিন দেবতাকে লক্ষ্য করিতেছে। এই সকল দেবতাগণের দ্বারা উপলক্ষিত মার্গে গমনশীল কর্ম্মযোগী চান্দ্রমাস—জ্যোতিঃ তদুপলক্ষিত স্বর্গলোক পাইয়া তথায় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া নিবর্ত্ততে—

পুনরাবর্ত্তন করে।।২৫।।

অনুবর্ষিণী—যোগিগণের মধ্যে যাঁহারা দেবযান মার্গে গমন করেন, তাঁহাদের আর পুনরাগমন হয় না আর যাহারা পিতৃযান মার্গে গমন করে, তাহাদের পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয়। শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকদ্বয়ের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতিঃ, শুভদিন ও উত্তরায়ণকালে দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্মলাভ করেন। 'অগ্নি' ও 'জ্যোতিঃ'-শব্দের দ্বারা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা, 'অহঃ'-শব্দে অহরভিমানিনী দেবতা 'শুক্ল'-শব্দে পক্ষাভিমানিনী দেবতা, 'উত্তরায়ণ'-শব্দে উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তত্তদ্বস্তু ও কালপ্রাপ্ত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাই যোগীর ব্রহ্মলাভের কারণ হয়। এইরূপ সময়ে মৃত্যুলাভ করিলে যোগিদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নরূপ ছয়মাস ও চন্দ্রজ্যোতিঃ অর্থাৎ তত্তদভিমানিনী দেবতা বা ইন্দ্রিয়ক্রিয়াদ্বারা কর্ম্মযোগিসকল পুনরাবৃত্তিমার্গ প্রাপ্ত হন।।২৪-২৫।।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ।।২৬।।

অন্বয়—শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ) এতে গতী হি (এই গতিদ্বয়ই) জগতঃ (জগতের) শাশ্বতে মতে (অনাদি বলিয়া সম্মত) একয়া (একটীর দ্বারা অনাবৃত্তিং (মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হয়) অন্যয়া (অন্যটীর দ্বারা) পুনঃ (পুনরায়) আবর্ত্ততে (প্রত্যাবর্ত্তন করে) ।।২৬।।

অনুবাদ—শুক্ল ও কৃষ্ণ—জগতের এই দুইটী গতিই অনাদি বলিয়া সম্মতা। একটীর দ্বারা শুক্ল অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মার্গে মোক্ষ লাভ হয়, অন্যটীর দ্বারা—কৃষ্ণ অর্থাৎ ধূমাদিমার্গে সংসারে পুনর্জন্ম হয়।।২৬।।

বিশ্বনাথ—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্লকৃষ্ণে ইতি। শাশ্বতে অনাদি সংসারস্যানাদিত্বাৎ একয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষম্ অন্যয়া কৃষ্ণয়া আবর্ত্ততে পুনঃ পুনরত্র জায়তে।।২৬।।

বঙ্গানুবাদ—কথিত মার্গদ্বয়ের উপসংহার করিতেছেন—'শুক্লকৃষ্ণে' ইত্যাদি। শাশ্বতে— অনাদি, সংসার অনাদি বলিয়া। এক— শুক্লপক্ষ দ্বারা

অনাবৃত্তি—মোক্ষ, অন্য কৃষ্ণ—কৃষ্ণপক্ষদ্বারা আবর্ত্ততে—পুনঃ—পুনরায় সংসারে জন্ম হয়।।২৬।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত দেবযান অর্থাৎ অর্চ্চিরাদিমার্গ জ্ঞান-প্রকাশক বলিয়া শুক্লাগতি নামেও অভিহিত হয় এবং পিতৃযান বা ধূমাদিমার্গ তমোময় বলিয়া কৃষ্ণাগতি নামেও কথিত হয়। এই উভয় গতি জগতে অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তিত। ব্রহ্মবিৎ যোগী শুক্লাগতির দ্বারা দেবযানে অর্চ্চিরাদি লোক হইয়া ক্রমপন্থায় মোক্ষলাভ করেন আর ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকারী যোগী কৃষ্ণাগতির দ্বারা পিতৃযানে ধূমাদি দেবতার অনুবর্ত্তন-ক্রমে চন্দ্রলোকে জ্যোতিঃ স্বরূপ সুখভোগান্তে সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

দেবযান—"তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে...তৎপুরুষো মানবঃ **স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি**"।। ছান্দোগ্য—৫। ১০। ১-২। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে—যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন এবং অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর অর্চ্চিতে গমন করেন। অর্চ্চি হইতে দিনে, দিন হইতে শুক্ল পক্ষে এবং তাহা হইতে উত্তরায়ণের ছয়মাসে, মাস হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুতে গমন করেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত টীকানুসারে অর্চ্চি, অহঃ, শুক্ল প্রভৃতি শব্দে তত্তদভিমানী দেবতাকে বুঝায়। সেই স্থান হইতে এক অমানব তৎপুরুষের কৃপায় ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মলাভ করেন, এইরূপে দেবযান পথে অনেক কষ্টের পর ব্রহ্মলাভ হয়।

পিতৃযান—"অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি...তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" ছান্দোগ্য (৫।১০।৩-৫)। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে—ইষ্টাপূর্ত্ত ও দান প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানকারী মৃত্যুর পর ধুমে গমন করে। ধুম হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণ পক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের ছয় মাসে, ছয়মাস হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমাতে গমন করে, অর্থাৎ তত্তদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যফলের অবসানে

তথা হইতে পৃথিবীতে পূর্ব্ববর্ণিত পথে পুনরায় ক্রমান্বয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাই পিতৃযান বা ধুম্রযান।

এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আরও পাওয়া যায় যাঁহারা পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই জগতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি জন্ম লাভ করেন; আর যাহারা পাপকর্ম্ম করিয়াছিল তাহারা কুক্কুর, শূকর, চণ্ডালাদি জন্ম লাভ করে, আর যাহারা এতদুভয়ের কোন পথেই যায় না তাহারা নিত্যপুনরাবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র প্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।।২৬।।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।।২৭।।

অন্বয়—পার্থ! এতে সৃতী (এই উভয় মার্গ) জানন্ (জানিলে) কশ্চন যোগী (কোন যোগী) ন মুহ্যতি (মোহ প্রাপ্ত হন না) তস্মাৎ (সেই হেতু) অর্জ্জুন! সর্ব্বেষু কালেষু (সকল কালে) যোগযুক্তঃ ভব (যোগপরায়ণ হও)।।২৭।।

অনুবাদ—হে পার্থ! এই উভয় গতি অবগত হইলে কোন যোগী মোহপ্রাপ্ত হন না, সুতরাং হে অর্জ্জুন! সর্ব্বদা সমাহিত চিত্ত হও।।২৭।।

বিশ্বনাথ—এতন্মার্গদ্বয়জ্ঞানং বিবেকোৎপাদকমতস্তদ্বন্তং স্তৌতি—নৈতে ইতি। যোগযুক্তঃ সমাহিতচিত্তো ভব।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ—এই দুই মার্গের জ্ঞান বিবেক উৎপাদন করে অতএব সেই জ্ঞানবানের প্রশংসা করিতেছেন—'নৈতে' ইত্যাদি। যোগযুক্ত—সমাহিত চিত্ত হও।।২৭।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্ববর্ণিত মার্গদ্বয়ের তাত্ত্বিক পার্থক্য জ্ঞান হইতে বিবেক উৎপন্ন হইলে, উভয় মার্গই ক্লেশকর জানিয়া তদুভয়ের অতীত শুদ্ধা-ভক্তি-যোগমার্গকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সুখসাধ্য জানিয়া. তাহা আশ্রয়পূর্ব্বক ভক্তিযোগে সমাহিত-চিত্তযোগী আর মোহপ্রাপ্ত হন না। বরাহপুরাণে পাওয়া যায়—"নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদি গতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ।।" অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি গতি ব্যতীতও অনন্য ভক্তগণকে গরুড়স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া যথেচ্ছ ও অবাধে পরম স্থানে উপনীত করি। —এসম্বন্ধে—"বিশেষং চ দর্শয়তি"—ব্রঃ সূঃ—৪।৩।১৬

গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদ্গিকে সর্ব্বকালে সেই অনন্য ভক্তিযোগ অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন।।২৭।।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্।।২৮।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'তারকব্রহ্ম যোগো' নাম-অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।।

অন্বয়—বেদেষু (বেদসমূহে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞসমূহে) তপঃসু (তপসমূহে) দানেষু চ এব (এবং দানসমূহেও) যৎ (যে) পুণ্যফলং (পুণ্যফল) প্রদিষ্টম্ (উপদিষ্ট) ইদং (ইহা) বিদিত্বা (জানিয়া) যোগী তৎ সর্ব্বম্ (সেই সকল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন) চ (এবং) আদ্যম্ (আদি) পরং স্থানং (অপ্রাকৃত নিত্য স্থান) উপেতি (লাভ করেন)।। ২৮।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাসু-উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'তারকব্রহ্ম-যোগো' নামাষ্টমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা এবং দানকর্ম্মাদিতেও যে সকল পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, মৎকথিত এই তত্ত্ব অবগত হইলে, ভক্তিযোগী সে সকল অতিক্রম করিয়া অনাদি ও অপ্রাকৃত স্থানকে প্রাপ্ত হন।।২৮।।

ইতি শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে 'তারক-ব্রহ্মযোগ' নামক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।

বিশ্বনাথ—এতদধ্যায়োক্তার্থজ্ঞানফলমাহ—বেদেষ্বিতি। তৎসর্ব্বং অত্যেতি অতিক্রম্য চ যোগী ভক্তিমান্ ততোঽপি শ্রেষ্ঠং স্থানম্ আদ্যম্ অপ্রাকৃতং নিত্যং প্রাপ্নোতি।।২৮।।

ভক্তানাং সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠং পূর্ব্বোক্তং তেম্বপি স্ফুটম্।
অনন্যভক্তস্যেত্যর্থোঽত্রাধ্যায়ে ব্যঞ্জিতোঽভবৎ।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
শ্রীগীতাস্বষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—এই অধ্যায়ে কথিত অর্থের জ্ঞানফল বলিতেছেন—'বেদেষু' ইত্যাদি। তৎ সর্ব্বং অত্যেতি—অতিক্রম করিয়া যোগী—ভক্তিমান্, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠস্থান আদ্য—অপ্রাকৃত নিত্য প্রাপ্ত হয়।।২৮।।

পূর্ব্বে ভক্তদিগেরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে, অধুনা তাহাই অধিকতর পরিস্ফুট হইল। অনন্য ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ের সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারর্থবর্ষিণী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবদুপদিষ্ট অনন্যভক্তিযোগ অবলম্বন করিতে পারিলে, বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান প্রভৃতি যতপ্রকার জ্ঞান-কর্ম্মের সাধন আছে, তৎসমুদয়ের ফল ভক্তযোগী আনুষঙ্গিকভাবে লাভপূর্ব্বক তাহা অতিক্রম করতঃ, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত, নিত্য পরমস্থান প্রাপ্ত হন। এতদ্দ্বারা অনন্যভক্তেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই—"যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।...সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।।' (ভাঃ—১১।২০।৩২-৩৩) অর্থাৎ কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধনের দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসেই সেই সকল লাভ করিয়া থাকে।

অথবা "যা বৈ সাধনসম্পত্তিপুরুষার্থ চতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ।।" (মহাভারত মোক্ষধর্ম্মীয় বাক্য) অর্থাৎ পুরুষার্থচতুষ্টয়ের যাহা সাধন-সম্পত্তি, নারায়ণাশ্রিত হইলে মানব সেই সাধনব্যতীতও সেই পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

"কেবলা ভক্তিদ্বারাই সকল মঙ্গল লাভ হয়, কিন্তু ভক্তি ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না; অতএব অন্বয়ব্যতিরেকভাবে ভক্তিই সকল শ্রেয়ঃসাধনরূপে স্থিরীকৃত হইল।"—শ্রীলবিশ্বনাথ।

অনন্য ভক্তিমানের নিকট অনাকাঙ্ক্ষিত স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা ও অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিসমূহ মূর্ত্তিধারণে সমাগত হয়।—

"হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।

ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ।।" নাঃ পঃ রাঃ।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবের নিকট "আমার ভক্ত আমাতে ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসেই সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন"—এই সুগুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ভক্তিই একমাত্র শ্রেয়ঃসাধন জানাইয়াছেন।

কর্ম্ম, জ্ঞানযোগাদি ভক্তিরহিত হইলে পণ্ডশ্রম হয় বলিয়া উহা শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া কথিত হইতে পারে না। এসম্বন্ধে ভাঃ—১।৫।১৭, ১০।১৪।৪ ও ১০।১৪।৫ শ্লোক আলোচ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"অনন্যশ্রদ্ধা-সহকারে সাধুসঙ্গের সহিত আমার ভজন করিতে করিতে যখন অনর্থ শেষ হয়, তখন সেই শ্রদ্ধা নিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। শ্রদ্ধার পূর্ব্বেই পাপসকল তিরোহিত হয়, কিন্তু তত্ত্বজড়তাও উপাস্যসম্বন্ধে চিন্তামল থাকে। তাহা সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে যায়। জ্ঞানমিশ্রা ভাব, যোগমিশ্রা ভাব ও ভুক্তি-মুক্তি দূষিতভাব এই সমস্ত ভজনতত্ত্বের অনর্থ। এই সকল অনর্থ হইতে ভজন যত পরিশুদ্ধ হয়, ভক্তি বৃত্তি ততই কেবলা হইয়া বিশুদ্ধতত্ত্ব ভগবানকে আশ্রয় করে। ইহাই অষ্টম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।"—শ্রীলভক্তিবিনোদ।।২৮।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অষ্টম অধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।১।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—ইদম্ (এই) গুহ্যতমং (গোপ্যতম) বিজ্ঞান-সহিতং জ্ঞানং তু (বিজ্ঞানযুক্ত কেবল-শুদ্ধভক্তি-লক্ষণযুক্ত জ্ঞান) অনসূয়বে (অসূয়ারহিত) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (কহিতেছি) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (অবগত হইলে) অশুভাৎ (অশুভ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে)।।১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—এই সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় বিজ্ঞানসহিত কেবল-শুদ্ধভক্তি-লক্ষণযুক্ত জ্ঞান মৎসরতারহিত তোমাকে বলিতেছি, যাহা অবগত হইলে সংসাররূপ অশুভ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।।১।।

বিশ্বনাথ—আরাধ্যত্বে প্রভোর্দাসৈরৈশ্বর্য্যং যদপেক্ষিতম্।
তৎশুদ্ধভক্তেরুৎকর্ষশ্চোচ্যতে নবমে স্ফুটম্।।

কর্ম্মজ্ঞানযোগাদিভ্যঃ সকাশাৎ ভক্তেরেব উৎকর্ষঃ। সা চ ভক্তিঃ 'প্রধানীভূতা' 'কেবলা' চেতি সপ্তমাষ্টময়োরুক্তম্। তত্রাপি কেবলয়া অতি প্রবলয়া জ্ঞানবদন্তঃকরণশুদ্ধ্যাদ্যনপেক্ষিণ্যা ভক্তেঃ স্পষ্টতয়া এব সর্ব্বোৎকর্ষঃ। তস্যামপেক্ষিতমৈশ্বর্য্যঞ্চ বক্তুং নবমোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতস্য গীতাশাস্ত্রস্যাপি মধ্যমমধ্যায়াষ্টকমেব সারং, তস্যাপি মধ্যমৌ নবমদশমাবেব সারাবিত্যতোঽত্র নিরূপয়িষ্যমাণমর্থং স্তৌতি—ইদন্ত্বিতি ত্রিভিঃ। দ্বিতীয়-তৃতীয়াধ্যায়াদিষু যদুক্তং মোক্ষোপযোগিজ্ঞানাং 'গুহ্যং' সপ্তমাষ্টময়োর্মৎপ্রাপ্ত্যুপযোগি-জ্ঞানাং—জ্ঞায়তেঽনেন ভগবত্তত্ত্বমিতি 'জ্ঞানং'; 'ভক্তিতত্ত্বং'—'গুহ্যতরম্', অত্র তু 'কেবলশুদ্ধভক্তিলক্ষণং জ্ঞানং' 'গুহ্যতমং' প্রকর্ষেণৈব তুভ্যং বক্ষ্যামি। অত্র তু জ্ঞান-শব্দেন ভক্তিরবশ্যং ব্যাখ্যেয়া, ন তু প্রথমষট্‌কোক্তং প্রসিদ্ধং জ্ঞানং, পরশ্লোকে অব্যয়মনশ্বরমিতি বিশেষণদানাৎ গুণাতীতত্বলাভাৎ

গুণাতীতা ভক্তিরেব, ন তু জ্ঞানং তস্য সাত্ত্বিকত্বাৎ। "অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য" ইত্যগ্রিমশ্লোকে ধর্ম্মশব্দেনাপি ভক্তিরেবোচ্যতে। 'অনসূয়বে' অমৎসরায় ইত্যন্যোঽপীদমমৎসরায় এবোপদিশেদিতি বিধির্ব্যঞ্জিতঃ। বিজ্ঞানসহিতং মদপরোক্ষানুভবপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। অশুভাৎ সংসারাৎ ভক্তিপ্রতিবন্ধকাদন্তরায়াদ্বা।।১।।

বঙ্গানুবাদ—প্রভু ভগবানের দাসগণ, আরাধনার অনুকূল বোধে যে সকল ভগবৎ-ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞানের অপেক্ষা করেন, তৎসমস্ত এবং শুদ্ধভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব নবমে পরিস্ফুট হইতেছে।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির অপেক্ষা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই ভক্তি প্রধানীভূতা ও কেবলা, ইহা সপ্তম ও অষ্টম দুই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেবলা ভক্তি অতিশয় প্রবলা; জ্ঞানের ন্যায় অন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যাদির অপেক্ষা করে না, তাদৃশী ভক্তি স্পষ্টতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টা। সেই ভক্তির অপেক্ষিত ভগবদৈশ্বর্য্যাদির কথা বলিবার জন্য এই নবম অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। সকল শাস্ত্রের সারভূত গীতাশাস্ত্রেরও মধ্যম আটটী অধ্যায় সারস্বরূপ; তাহার মধ্যেও নবম ও দশম এই দুইটী অধ্যায় সারস্বরূপ—এই বিষয়ে যে অর্থ নিরূপিত হইবে এস্থলে তাহার প্রশংসা 'ইদং তু' ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি অধ্যায়ে মোক্ষের উপযোগী যে জ্ঞানের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা 'গুহ্য'। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে মৎপ্রাপ্তির উপযোগী জ্ঞান—যাহা দ্বারা ভগবতত্ত্ব জানা যায় তাহা 'জ্ঞান'; ভক্তিতত্ত্ব 'গুহ্যতর'। এই অধ্যায়ে কিন্তু কেবল শুদ্ধভক্তিলক্ষণ যে জ্ঞান 'গুহ্যতম' তাহা প্রকৃষ্টরূপে তোমাকে বলিব। এস্থলে জ্ঞানশব্দে ভক্তি অর্থই অবশ্য গ্রহণীয়, কিন্তু প্রথম ছয় অধ্যায়ে কথিত প্রসিদ্ধ যে জ্ঞান তাহা নহে, পরবর্ত্তী শ্লোকে অব্যয়, অনশ্বর বিশেষণ প্রয়োগে গুণাতীত লাভহেতু গুণাতীতা ভক্তিই, কিন্তু জ্ঞান নহে, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া। 'অশ্রদ্ধালু পুরুষ সকল এই ধর্ম্মের'—এই পরবর্ত্তী শ্লোকে ধর্ম্মশব্দেও ভক্তিই কথিত হইয়াছে। 'অনসূয়বে' 'অমৎসরায়' ইহাদ্বারা আমি ভিন্ন অন্যও অমৎসরকেই (ভক্তির) উপদেশ দিবে—এই বিধি সূচিত হইয়াছে। বিজ্ঞানসহিতং—আমার অপরোক্ষানুভব পর্য্যন্ত এই অর্থ। অশুভাৎ—

ভক্তির প্রতিবন্ধক সংসার হইতে অথবা অন্তরায় হইতে।।১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে প্রধানীভূতা ও কেবলা ভক্তির পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া এই অধ্যায়ে কেবলা ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব আরও অধিকতররূপে পরিস্ফুট করিতেছেন। ইহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ্যাদির অপেক্ষা নাই;স্বতঃই প্রবলা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে মোক্ষের উপযোগী যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন তাহা—'গুহ্য', আর সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে যে ভক্তিজনক ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন তাহা—'গুহ্যতর', বর্ত্তমান অধ্যায়ে কেবলা ভক্তি লক্ষণময় যে জ্ঞান উপদেশ করিতেছেন তাহা—'গুহ্যতম'। এই গুহ্যতম জ্ঞানের দ্বারাই সংসাররূপ অশুভ হইতে মুক্তিলাভ হয়। এই 'গুহ্যতম' শুদ্ধাভক্তিজনক জ্ঞান পরমবিজ্ঞানময়। ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান, বিলাস বা অনুভূতির সহিত বিশেষ জানাই বিজ্ঞান। ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্"—ভাঃ—২।৯।৩০। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"অথৈতৎ পরমং গুহ্যং...সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎসখা"—ভাঃ—১১।১১।৪৯। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীলসুতগোস্বামীকে বলিয়াছেন—"ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত"—ভাঃ—১।১।৮ অর্থাৎ স্নিগ্ধস্বভাব অর্থাৎ প্রীতিশীল শিষ্যের নিকটই গুরুবর্গ অতিনিগূঢ় রহস্যও ব্যক্ত করিয়া থাকেন। এখানেও শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে অসূয়ারহিত পুরুষ বলিয়া এই গুহ্যতম জ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন, অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ গুরু উপযুক্ত শিষ্যকেই গুহ্যতমতত্ত্বের জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (৬।২২-২৩) শ্লোকে আমরা পাই—"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্। নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।। যস্য দেবে পরাভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।" এস্থলে গীঃ—১৮।৬৪-৬৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।।১।।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্।।২।।

অন্বয়—ইদম্ (ইহা) রাজবিদ্যা (বিদ্যার শ্রেষ্ঠ) রাজগুহ্যং

(গোপ্যবিষয়ের শ্রেষ্ঠ) উত্তমম্ পবিত্রম্ (নিরতিশয় পবিত্র) প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষফলপ্রদ) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মসঙ্গত) কর্ত্তুম্ (করিতে) সুসুখং (সুখকর) অব্যয়ম্ (অক্ষয় ফলপ্রদ)।।২।।

অনুবাদ—এই জ্ঞান সর্ব্ববিদ্যাশ্রেষ্ঠ, গুহ্যবিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতীব পবিত্র, সাক্ষাৎ অনুভব স্বরূপ, সর্ব্বধর্ম্ম-সাধক, সুখসাধ্য এবং অক্ষয় অর্থাৎ নির্গুণ ফলপ্রদ।।২।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যা উপাসনা বিবিধা এব ভক্তয়ঃ তাসাং রাজা রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। গুহ্যানাং রাজেতি ভক্তিমাত্র মেবাতিগুহ্যম্। তস্য বহুবিধস্যাপি রাজেত্যতিগুহ্যতমং পবিত্রমিদমিতি সর্ব্বপাপপ্রায়শ্চিত্তত্বাৎ। ত্বং-পদার্থজ্ঞানাচ্চ সকাশাদপি পাবিত্র্যকরম্। অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতানাং সর্ব্বেষামপি পাপানাং স্থূলসূক্ষ্মাবস্থানাং তৎকারণস্যাজ্ঞানস্য চ সদ্য এবোচ্ছেদকম্; অতঃ সর্ব্বোত্তমং পাবনমিদমেবেতি মধুসূদন সরস্বতীপাদাঃ। প্রত্যক্ষ এবাবগ-মোঽনুভবো যস্য তৎ। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।।" ইত্যেকাদশোক্তেঃ প্রতিপদমেব ভজনানুরূপভগবদনুভবলাভাৎ। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সর্ব্বধর্ম্মাকরণেঽপি সর্ব্বধর্ম্মসিদ্ধেঃ "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।" ইতি নারদোক্তেঃ। কর্ত্তুং সুসুখমিতি কর্ম্মজ্ঞানাদাবিব নাত্র কোঽপি কায়বাঙ্মানস-ক্লেশাতিশয়ঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিভক্তেঃ শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ব্যাপারমাত্রত্বাৎ অব্যয়ং কর্ম্মজ্ঞানাদিবন্ননশ্বরং নির্গুণত্বাৎ।।২।।

বঙ্গানুবাদ—আরও এই জ্ঞান রাজবিদ্যা—বিদ্যা বা উপাসনা বিবিধ। ভক্তিই তাহাদিগের রাজা (রাজদন্তাদিগণের অন্তর্গত হওয়ায় রাজন্ শব্দের পরনিপাত) গুহ্যসমূহের রাজা এই বাক্যে ভক্তিমাত্রেই অতিগুহ্য। তাহা বহুবিধ হইলেও তাহার রাজা অর্থাৎ অতিগুহ্যতম—ইহা পবিত্র সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া। 'ত্বং'-পদার্থ জ্ঞান হইতেও পবিত্রকর। 'বহু সহস্র জন্মের সঞ্চিত সর্ব্বপ্রকার পাপসমূহের স্থূল ও সূক্ষ্ম

অবস্থাসমূহের এবং তৎকারণ অজ্ঞানের সদ্যই উচ্ছেদক। অতএব ইহা সর্ব্বোত্তম পাবন'—শ্রীমধুসূদন সরস্বতী পাদ। প্রত্যক্ষাবগমং—যাহার অনুভব প্রত্যক্ষই তাহা। 'ভোজন নিরত ব্যক্তির প্রতিগ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ভোজন জনিত সুখ, উদরপূর্ত্তিজনিত তৃপ্তি এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি জনিত তুষ্টি, এই তিন ফলই এককালে লাভ হয়; তদ্রূপ হরি ভজনপরায়ণ জনগণের ভজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম, পরমেশ্বরের অনুভব এবং বিষয়ে বিরক্তি, এই তিনটী এককালেই লাভ হইয়া থাকে।"—(ভাঃ১১।২।৪২) একাদশ-স্কন্ধের উক্তি হইতে ভজন অনুরূপ ভগবদ্-অনুভব লাভ হয়। ধর্ম্ম্য—ধর্ম্মের বহির্ভূত নহে। সর্ব্ব-ধর্ম্মের অকরণেও সর্ব্বধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন 'যেমন বৃক্ষের মূলদেশে জল নিষেকদ্বারা বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা সকলেরই তৃপ্তি সংশাধিত হয়; তদ্রূপ একমাত্র অচ্যুতের আরাধনায় অন্যান্য সকলেরই উপাসনা সিদ্ধ হয়।' (ভাঃ—৪।৩১।১৪।) 'কর্ত্তুং সুসুখম্'—কর্ম্মজ্ঞানাদির ন্যায় ভক্তিতে কায়, বাক্য ও মনের ক্লেশাধিক্য নাই, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির কেবল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপারমাত্র। ভক্তি নির্গুণ বলিয়া কর্ম্মজ্ঞানাদির ন্যায় নশ্বর নয়।।২।।

অনুবর্ষিণী—এই কেবলাভক্তিরূপ জ্ঞানই রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য, সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রসাধক, প্রত্যক্ষানুভবস্বরূপ, সর্ব্বধর্ম্মফলপ্রদ, সুখসাধ্য ও অক্ষয়ফলযুক্ত। এস্থলে বিদ্যা শব্দে উপাসনা, অতএব ইহা যাবতীয় উপাসনার রাজা। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন,—'শাণ্ডিল্য, বৈশ্বানর, দহরাদি যাবতীয় বিদ্যার রাজা বলিয়া এই ভক্তিরূপ জ্ঞান রাজবিদ্যা'। এই ভক্তিই গুহ্যসমূহের মধ্যে অতিশয় গুহ্য বলিয়া রাজগুহ্য অর্থাৎ সর্ব্বগুহ্যতম।

উত্তম পবিত্রতা সাধক—কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্তসমূহ লোকের কৃত পাপ বিনাশে সমর্থ হইলেও উহা আত্যন্তিক নহে, এমনকি তপস্যা ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা পাপনাশের কথা থাকিলেও, পুনরায় পাপের অঙ্কুর উদ্গমের আশঙ্কা আছে, কিন্তু শ্রীল শুকদেব কথিত,—"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ" —(ভাঃ ৬।১।১৫) শ্লোকে আমরা কেবলাভক্তির দ্বারা যে পাপনাশের কথা পাই, উহা আত্যন্তিক, এমন কি কেবলা

ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপে ঐ পাপ সমূলে বিধ্বংস হয়, কিন্তু তপস্যাদির দ্বারা সেরূপ হয় না। যথা—"ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-আদিভিঃ" (ভাঃ—৬।১।১৬)। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শুদ্ধাভক্তির ছয়টী বৈশিষ্ট্য বর্ণনমুখে সর্ব্বপ্রথমেই উত্তমা ভক্তিকে 'ক্লেশঘ্নী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহাতে পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা নাশের কথা পাওয়া যায়।

শ্রীপদ্মপুরাণে আমরা পাই,—

"অপ্রারব্ধ ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং।
ক্রমেনৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাং।।"

এ সম্বন্ধে ভাঃ—৩।৩৩।৬, ৬।২।১৭, ৪।২২।৩৯ ও ১১।১৪।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কেবলাভক্তি শুধু স্থূল, সূক্ষ্ম উপাধির পবিত্রকারক নহে—আত্মারও পবিত্রকারক। আত্মারাম পুরুষগণকেও আত্মারামত্ব ত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণসেবারামত্বে আকর্ষণ করে।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো"—ভাঃ ১।৭।১০

প্রত্যক্ষানুভবস্বরূপ—ভোজনকারী ব্যক্তির প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রয় সাধিত হয়, শরণাগত পুরুষের ভজন কালে সাধনদশাতেই সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তি একসঙ্গেই অনুভূত হইয়া থাকে। (ভাঃ—১১।২।৪২) ভক্তি ব্যতীত অন্য সাধনে সাধকদশায় এইরূপ প্রত্যক্ষফলানুভবের সম্ভাবনা নাই।

শ্রবণাদি অভ্যাসযুক্ত ব্যক্তির সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়সমীপে পুরুষোত্তম শ্রীভগবান প্রকাশিত হন। ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়,—"প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ"—ব্রহ্মসূঃ—৩।২।২৫।

ধর্ম্ম্য—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"-গীতোক্ত এই বাক্যানুসারে সর্ব্বধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির পন্থা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কেবলা-ভক্তির আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিলে সর্ব্বফল লাভ হয়। "সংসিদ্ধিঃ হরিতোষনম্"—ভাঃ—১।২।১৩। "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা" (ভাঃ—১১।২০।৩৩)।

কেবলা-ভক্তিতে অন্যধর্ম্মানুষ্ঠান না থাকিলেও গুরুশুশ্রূষাদি ধর্ম্ম সর্ব্বদা বর্ত্তমান। শ্রুতিও বলেন—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" অর্থাৎ আচার্য্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই পুরুষকে জানেন। দেবর্ষি নারদের উক্তিতেও পাওয়া যায়—"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন... সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যাঃ।"

সুখসাধ্য—কেবলা ভক্তি যাজনে কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদির ন্যায় কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন,—"শ্রোত্রাদি ব্যাপারমাত্রেই এবং তুলসীপত্র ও একগণ্ডুষ জলমাত্র উপকরণেই এই ভক্তির সাধন হয়।"শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতে পাই,—"ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসো" (ভাঃ—৭।৬।১৯) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"কুটুম্ব প্রীণয়নে যে প্রকার ক্লেশ, শ্রীহরিপ্রীতি সাধনে তদ্রূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। তিনি সর্ব্বহৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান থাকায় অন্বেষণেরও কোন ক্লেশ নাই। সর্ব্বতঃ সর্ব্বপ্রকারে, এমনকি, মানস উপাচারের দ্বারা, সেবার সঙ্কল্পমাত্রের দ্বারা, শ্রবণকীর্ত্তনাদি একটিমাত্র ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা, তাঁহার প্রীতি সাধিত হয় বলিয়া তন্নিমিত্ত শ্রমাভাব।" "সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ" (ভাঃ—৩।১৯।৩৬) অর্থাৎ যিনি অনন্যশরণ সরলচিত্ত নরমাত্রেরই সুখারাধ্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন।
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন।
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।।"

(আঃ—৩।১০৪-১০৬)

গৌতমীয় তন্ত্রবাক্যে পাওয়া যায়,—

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।।"

অব্যয়—কর্ম্ম-জ্ঞানাদির সাধন ফলসিদ্ধিতে অবস্থান করে না, কিন্তু ভক্তি সাধনে ও সিদ্ধদশাতে অবস্থিত থাকে। মুক্তিতেও ভক্তির অভাব দেখা যায় না, পরন্তু সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহা অব্যয়, কর্ম্ম-

জ্ঞানাদির ন্যায় নশ্বর নহে।।২।।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।।৩।।

অন্বয়—পরন্তপ! অস্য ধর্ম্মস্য (এই ধর্ম্মের) অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ (অশ্রদ্ধাবান পুরুষগণ) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) মৃত্যুসংসার-বর্ত্মনি (মৃত্যুযুক্ত সংসার পথে) নিবর্ত্তন্তে (প্রত্যাগমন করে)।।৩।।

অনুবাদ—হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাশূন্য পুরুষগণ আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুপূর্ণসংসার-মার্গে পরিভ্রমণ করে।।৩।।

বিশ্বনাথ—নন্বেবমস্য ধর্ম্মস্যাতিসুকরত্বে সতি কো নাম সংসারী স্যাৎ? তত্রাহ—'অশ্রদ্দধানাঃ'। অস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী আর্ষী;ইমং ধর্ম্মম্ অশ্রদ্দধানাঃ শাস্ত্রবাক্যৈঃ প্রতিপাদিতং ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকর্ষং স্তুত্যর্থবাদমেব মন্যমানা আস্তিক্যেন ন স্বীকুর্ব্বন্তি। যে তে উপায়ান্তরৈর্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারবর্ত্মনি নিতরামতিশয়েন বর্ত্তন্তে।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—যদি প্রশ্ন হয় যে, এই ধর্ম্ম যদি এইরূপ সহজ সাধ্য হয় তবে কেই বা সংসারী হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অশ্রদ্দধানাঃ' ইত্যাদি। অস্য অর্থাৎ ভক্তির এস্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী, আর্ষ প্রয়োগ। এই ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধাকারী পুরুষগণ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রতিপাদিত হইলেও অতিস্তুতি মনে করিয়া আস্তিক্যবুদ্ধির সহিত স্বীকার করে না। যাহারা এইরূপ তাহারা (ভক্তি ত্যাগ করিয়া) অন্য উপায়ে মৎপ্রাপ্তির জন্য প্রকৃষ্ট যত্ন করিয়াও আমাকে না পাইয়া মৃত্যু-ব্যাপ্ত সংসারমার্গে নিবর্ত্তন্তে—নিতরাং—অতিশয় ভাবে বর্ত্তমান থাকে।।৩।।

অনুবর্ষিণী—যাহারা ভক্তির এতাদৃশী মহিমা শ্রবণ করিয়াও, ইহাকে অতিস্তুতি মনে করিয়া ভক্তি পথে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, তাহারা অশ্রদ্ধাবান বলিয়া ভগবানকে না পাইয়া সংসারে নিপতিত হয়। শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল বীজ এবং ভক্তিদ্বারাই ভক্তবৎসল ভগবান্ লভ্য হন। শ্রীচরিতামৃতে পাই—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী"। শ্রীরূপশিক্ষাতেও শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।।"

এই ভক্তিলতা বীজই শ্রদ্ধা, উহার আশ্রয়ে জীব কৃষ্ণ চরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রেম ফল লাভ করিয়া থাকে। যে সকল ভাগ্যহীন ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদিত ভক্তিমার্গ আশ্রয় না করিয়া, অন্য উপায়ে শ্রীভগবানকে পাইবার যত্ন করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীভাগবত বলেন,—"যং ন যোগেন...প্রাপ্নুয়াৎ যত্ন বানপি" (১১।১২।৮) অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থায় যত্নবান হইলেও যাঁহাকে পাওয়া যায় না। শ্রীভাগবতে শ্রুতির স্তবেও পাই,—য ইহ যতন্তি...উপায়খিদঃ ব্যসনশতান্বিতাঃ" (১০।৮৭।৩৩) এই শ্লোকে শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—'যাঁহারা গুরু-চরণ-পরিচর্য্যা (যাহা ভক্তিপথের প্রধান আশ্রয়) পরিত্যাগ করিয়া অন্য যোগাদিমার্গে মন দমন করিতে চায়, তাহারা স্বস্ব উপায়-খিন্ন হইয়া বহুবিপদসঙ্কুলান্বিতভাবে সংসার সিন্ধুতে অবস্থান করে।'

গীঃ—১২।২০ শ্লোকেও পাওয়া যায় যে, যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবদ্বর্ণিত ধর্ম্মামৃতের উপাসনা করেন, তাঁহারা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। এ সম্বন্ধে গীঃ—৩।৩১ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। আর যাহারা শ্রীভগবানের বাক্যে অশ্রদ্ধাবান্ ও সংশয়াত্মা, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মঙ্গললাভ করিতে পারে না। গীঃ—৪।৪০ শ্লোক আলোচ্য।।৩।।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ।।৪।।

অন্বয়—ইদম্ সর্ব্বং জগৎ (এই সমগ্র জগৎ) অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া (অতীন্দ্রয় মূর্ত্তি আমাকর্ত্তৃক) ততম্ (ব্যাপ্ত) সর্ব্বভূতানি (ভূতসমূহ) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত) অহম্ চ (আমি কিন্তু) তেষু (তৎসমূহে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি)।।৪।।

অনুবাদ—এই সমগ্র জগৎ অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি আমাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, সমূদয় ভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তৎসমূহে অবস্থিত নহি।।৪।।

বিশ্বনাথ—মদ্দাস্যভক্তাবেতন্মাত্রং মদৈশ্বর্য্যজ্ঞানং মদ্ভক্তৈরপেক্ষিত-ব্যম্ ইত্যাহ সপ্তভিঃ। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তেন ময়া

কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্। অতএব মৎস্থানি ময়ি কারণভূতে পূর্ণচৈতন্যস্বরূপে স্থিতানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি সন্তি। এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্য্যেষু মৃদাদিবত্তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—আমার দাস্যভক্তিতেই এই মাত্র আমার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মদীয় ভক্তগণের অপেক্ষার বিষয় তাই বলিতেছেন—'ময়া' ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে। যাহার অব্যক্ত বা অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি বা স্বরূপ সেই কারণভূত আমার দ্বারা দৃশ্য সমগ্র জগৎ ততং—ব্যাপ্ত। অতএব 'মৎস্থানি'—কারণভূত পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ আমাতে স্থিত সর্ব্বাণি ভূতানি—চরাচর জীবসমূহ অবস্থিত। এরূপ হইলেও আমি অসঙ্গ বলিয়া স্বকার্য্য ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নহি।।৪।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ স্বভক্তি-উদ্দীপক নিজ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতেছেন,—এই সমগ্র জগৎ ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ নিমিত্ত অব্যক্তমূর্ত্তি আমা-কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত এবং চরাচর সর্ব্বভূত আমার অধীনেই অবস্থিত। আমি স্বাংশতত্ত্বের দ্বারা নিখিল অন্তর্যামীরূপে সকলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অবস্থিত আছি। (গীঃ ১০।৪২, দ্রষ্টব্য)। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—'তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ', তৈত্তরীয় শ্রুতিতে (৩।১) পাওয়া যায়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" এ সম্বন্ধে গীঃ—৭।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কিন্তু শ্রীভগবান্ ঘটাদি কার্য্যে মৃত্তিকার ন্যায় সর্ব্বত্র অবস্থিত নহেন। এ বিষয়ে ভাঃ—১০।৮৫।১৪ এবং ৩।৩১।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকের টীকায় ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"অব্যক্ত-মূর্ত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তিস্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি; চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নহি, অর্থাৎ জগৎ যে আমার 'পরিণাম' বা 'বিবর্ত্ত' তাহা নয়; আমি—চৈতন্যস্বরূপ, আমার শক্তিপ্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্যকারিণী; আমি—পূর্ণ-চৈতন্যরূপে লব্ধস্বরূপ একটী পৃথক্ তত্ত্ব"।।৪।।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।।৫।।

অন্বয়—ভূতানি চ (ভূত সমূহও) ন মৎস্থানি (আমাতে স্থিত নহে) মে (আমার) ঐশ্বরম্ যোগম্ (অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্য) পশ্য (দর্শন কর) মম (আমার) আত্মা (স্বরূপ) ভূতভৃৎ (ভূতগণের ধারক) ভূতভাবনঃ চ (এবং ভূতগণের পালক) ন ভূতস্থঃ (পরন্তু ভূতগণে অবস্থিত নহে।।৫।।

অনুবাদ—ভূতসমূহও আমাতে অবস্থিত নহে, আমার অঘটন-ঘটন চাতুর্য্যময় অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্য দর্শন কর, আমার আত্মা, ভূতগণের ধারক এবং ভূতগণের পালক হইলেও ভূতগণে স্থিত নহে।।৫।।

বিশ্বনাথ—অতএব ময়ি স্থিতান্যপি ভূতানি ন মৎস্থানি মমাসঙ্গত্বাদেবেতি ভাবঃ। ননু তর্হি তব জগদ্ব্যাপকত্বং জগদাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাহ— পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ অসাধারণং যোগৈশ্বর্য্যম্ অঘটিত-ঘটনা-চাতুর্য্যময়ম্। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তি ইতি। ভূতভৃৎ ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ। এবম্ভূতোঽপি মমাত্মভূতস্থো ন ভবতি, মমেতি ভগবতি দেহিদেহ-বিভাগাভাবাৎ 'রাহোঃ শিরঃ' ইতিবৎ অভেদেঽপি ষষ্ঠী। অয়ং ভাব—যথা জীবো দেহং দধৎ পালয়ন্নপি তস্মিন্নাসক্ত্যা দেহস্থ এব ভবতি, এবমহং ভূতানি দধৎ পালয়ন্নপি মায়িকসর্ব্বভূতশরীরোঽপি ন তত্রস্থঃ, নিঃসঙ্গত্বাদিতি।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব আমাতে অবস্থিত সর্ব্বভূতও আমার স্বরূপে অবস্থিত নাই, কেননা আমি অসঙ্গ; এই ভাব। যদি বল, তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত তোমার জগদ্ব্যাপকত্ব ও জগদাশ্রয়ত্ব বিরুদ্ধ হয়, তাই বলিতেছেন—পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্—অসাধারণ অঘটিত ঘটনায় চাতুর্য্যময় যোগৈশ্বর্য্য দেখ। আরও আশ্চর্য্য দেখ—'ভূত' ইত্যাদি। যিনি ভূতদিগকে ভরণ—ধারণ করেন, তিনি ভূতভৃৎ। যিনি ভূতগণের ভাবনা—পালন করেন, তিনি ভূতভাবন। এইরূপ হইলেও আমার আত্মা ভূতস্থ নহে অর্থাৎ ভূতস্বরূপে অবস্থিত নহে। মম—ভগবান্ আমাতে দেহদেহি-বিভাগ না থাকায় 'রাহুর শির'—এখানে যেমন অভেদে ষষ্ঠী, সেইরূপ ষষ্ঠীর প্রয়োগ হইয়াছে। এইভাব—যেরূপ জীব দেহকে ধারণ ও পালন করিয়াও তাহাতে আসক্তি বশতঃ দেহেই অবস্থান করে; এইরূপ আমি ভূতসমূহকে ধারণ ও পালন করিয়াও মায়িক সর্ব্বভূতশরীরস্থ হইলেও তাহাতে

নিঃসঙ্গত্ব হেতু অবস্থিত নহি।।৫।।

অনুবর্ষিণী—ভূতগণও আমার ব্যাপকত্বের আশ্রয়ে থাকিলেও আমার আসক্তিহীনতাবশতঃ আমাতে অবস্থিত নহে।

"আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে।।
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত গীতার অর্থ-কৈল পরচার।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮৯-৯০।)

এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতেও পাই,—"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ন যুজ্যতে" (১।১১।৩৮) অর্থাৎ ইহাই ঈশ্বরের ঈশিতা যে তিনি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়াও প্রাকৃতিক গুণের দ্বারা লিপ্ত হন না। এইরূপ অঘটন ঘটনাই তাঁহার ঐশ্বরিক যোগ। কিন্তু ইহা মানব চিন্তার অতীত। তিনি ভূতগণের ধারক ও পালক হইলেও তাঁহার স্বরূপ ভূতস্থ নহে অর্থাৎ ভূতগণের ন্যায় অহঙ্কার আশ্রয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট নহেন—ইহাও তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি। "দেহ-দেহি বিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"আমি বলিলাম যে, আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত; তাহাতে এরূপ বুঝিবেনা যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত। যেহেতু আমার যে মায়াশক্তি প্রভাব, তাহাতেই সমস্ত অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধি দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না, অতএব ইহাকে আমার 'ঐশ্বর-যোগ' জ্ঞান করিয়া, আমার শক্তি-কার্য্যকে আমার কার্য্য-বোধে আমাকে 'ভূতভৃৎ'; 'ভূতস্থ' ও 'ভূতভাবন' জানিয়া এই স্থির করিবে যে, আমাতে দেহ-দেহী ভেদ না থাকায় আমি সর্ব্বস্থ হইয়াও—নিতান্ত নিঃসঙ্গ।।৫।।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।।৬।।

অন্বয়—যথা (যেরূপ) বায়ুঃ সর্ব্বত্রগঃ (সর্ব্বব্যাপী) মহান্ (অপরিসীম) (অপি—হইলেও) নিত্যং (নিরন্তর) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থিত)

তথা (সেইরূপ) সর্ব্বাণি ভূতানি (যাবতীয় ভূতসমূহ) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ইতি (ইহা) উপধারয় (অবধারণ কর)।।৬।।

অনুবাদ—যেরূপ বায়ু সর্ব্বব্যাপী ও অপরিসীম হইলেও নিরন্তর আকাশে অবস্থিত থাকে। (কিন্তু তাহাতে আকাশের সঙ্গ হয় না) সেইরূপ যাবতীয় ভূতগণ আমাতে অবস্থান করে, (তথাপি আমি তাহাতে অবস্থিত নহি), ইহা অবগত হও।।৬।।

বিশ্বনাথ—অসঙ্গে ময়ি ভূতানি স্থিতান্যপি ন স্থিতানি তেষ্বপি অহং স্থিতোঽপি ন স্থিত ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথৈবাসঙ্গস্বভাবে আকাশে স্থিতো নিত্যং বাতীতি বায়ুঃ সর্ব্বদা চলনস্বভাবঃ, অতএব সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বত্রগঃ, মহান্ পরিমাণতঃ, যথা স্বাকাশস্য অসঙ্গাত্বাৎ তত্র স্থিতোঽপি ন স্থিতঃ, আকাশোঽপি বায়ৌ স্থিতোঽপি ন স্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ এব, তথৈব অসঙ্গস্বভাবে ময়ি সর্ব্বাণি ভূতানি আকাশাদীনি মহান্তি সর্ব্বত্রগানি স্থিতানি নাপি স্থিতানি ইত্যুপধারয় বিমৃশ্য নিশ্চিনু—ননু তর্হি "পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" ইতি ভগবদুক্তং যোগৈশ্বর্য্যস্যাতর্ক্যত্বং কথং সিদ্ধমভূৎ দৃষ্টান্তলাভাৎ? উচ্যতে—আকাশস্য জড়ত্বাদেব অসঙ্গত্বং, চেতনস্য তু অসঙ্গত্বং জগদধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃত্বেব পরমেশ্বরং বিনা নান্যত্রাস্তীত্যতর্ক্যত্বং সিদ্ধমেব, তদপি আকাশদৃষ্টান্তো লোকবুদ্ধিপ্রবেশার্থ এব জ্ঞেয়ঃ।।৬।।

বঙ্গানুবাদ—অসঙ্গ আমাতে ভূতসকল থাকিয়াও নাই, আর ভূতসমূহে আমি থাকিয়াও নাই, এবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি। যেরূপ অসঙ্গ স্বভাববিশিষ্ট আকাশে অবস্থিত 'বায়ু',—নিত্য প্রবাহিত হয় বলিয়া বায়ু, সর্ব্বদা চলন স্বভাব, অতএব 'সর্ব্বগ'—সর্ব্বত্র গমন করে, 'মহান্'—পরিমাণে যেরূপ অসঙ্গ আকাশে অবস্থিত হইয়াও অবস্থিত নহে, আকাশও অসঙ্গ বলিয়া বায়ুতে স্থিত হইয়াও স্থিত নহে; সেইরূপই অসঙ্গস্বভাববিশিষ্ট আমাতে সর্ব্বানি ভূতানি—সর্ব্বগত আকাশাদি মহাভূতসমূহ অবস্থিত হইয়াও অবস্থিত নহে "ইত্যুপধারয়"—বিচার করিয়া নিশ্চয় কর। আচ্ছা, তাহা হইলে ভগবদুক্ত 'আমার যোগৈশ্বর্য্য দেখ'। এই যোগৈশ্বর্য্যের অতর্ক্যত্ব দৃষ্টান্তদ্বারা কিরূপে সিদ্ধ হইল? উত্তরে বলিতেছেন—আকাশ জড় থাকিয়াই অসঙ্গ এবং চেতনের অসঙ্গত্ব জগদধিষ্ঠানের অধিষ্ঠাতৃত্ব

জন্য ইহা পরমেশ্বর বিনা অন্যত্র অসম্ভব ইহাদ্বারাই অতর্ক্যত্ব সিদ্ধ, সেক্ষেত্রেও আকাশের দৃষ্টান্ত লোকসমূহের বুদ্ধি সহজে প্রবেশ করিবে বলিয়াই জানিতে হইবে।।৬।।

অনুবর্ষিণী—অসঙ্গ ভগবানে ভূতগণের থাকিয়াও না থাকা ভাব এবং ভূতসমূহে তাঁহার থাকিয়াও না থাকা ভাব অর্থাৎ অসংশ্লিষ্ট বস্তুদ্বয়ের আধার আধেয় বিচার বুঝাইবার জন্য, আকাশে বায়ুর অবস্থিতির দৃষ্টান্ত দিতেছেন। এসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"এইরূপ সম্বন্ধের জড়ীয় উদাহরণ সন্তোষকর নয়; অতএব এই তত্ত্বে বদ্ধজীবের ধারণা হয় না। কিন্তু কোন অংশে একটি উদাহরণ মোটামুটি দেওয়া যায়, তাহা বলিতেছি; বিচার পূর্ব্বক তুমি তাহার সম্যক্ ধারণা করিতে না পারিলেও উপ (নিকট) ধারণা করিতে পারিবে। আকাশ—একটী সর্ব্বব্যাপী বস্তু, তাহাতে বায়ু অর্থাৎ পরমাণ্বাদির যে চালনা, তাহা—সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট; তথাপি আকাশ—সকলের আধার হইয়াও সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ। তদ্রূপ আমার শক্তিতেই সর্ব্বভূতের উদয় ও গতি হইলেও আকাশস্থানীয় আমি—সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ।।৬।।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।।৭।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে সর্ব্বাণি ভূতানি (যাবতীয় ভূত) মামিকাম্ প্রকৃতিং (মদীয়া প্রকৃতিতে) যান্তি (লীন হয়) পুনঃ (পুনরায়) কল্পাদৌ (সৃষ্টিকালে), তানি (সেই সকলকে) অহং (আমি) বিসৃজামি (বিশেষভাবে সৃজন করি)।।৭।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! প্রলয়কালে ভূতসমূহ মদীয়া প্রকৃতি মায়াতে লীন হয়, পুনরায় সৃষ্টিকালে তাহাদ্গিকে আমি বিশেষভাবে সৃজন করি।।৭।।

বিশ্বনাথ—ননু অধুনা দৃশ্যমানানি এতানি ভূতানি ত্বয়ি স্থিতানি ইত্যবগম্যতে; মহাপ্রলয়ে ক্ব যাস্যন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—সর্ব্বেতি। মামিকাং মদীয়াং মম ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়াশক্তৌ লীয়ন্তে ইত্যর্থঃ। পুনঃ কল্পক্ষয়ে প্রলয়ান্তে সৃষ্টকালে তানি বিশেষেণ সৃজামি।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, অধুনা দৃশ্যমান্ এই সকল ভূত তোমাতে অবস্থিত জানা যাইতেছে; মহাপ্রলয়ে তাহারা কোথায় যাইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'সর্ব্ব' ইত্যাদি। মামিকাং—মদীয় অর্থাৎ আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিতে লয় হইবে—এই অর্থ। পুনঃ কল্পক্ষয়ে—প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে 'তানি'—সেই সকলকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করি।।৭।।

অনুবর্ষিণী—ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ-পরিমিত আয়ুষ্কাল অতীত হইলে যে প্রাকৃতিক প্রলয় ঘটে, তাহাতে ভূতসকল ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতিতে তদীয় সঙ্কল্পনুসারে প্রবেশ করিয়া থাকে, এবং পুনরায় কল্পারম্ভে ভগবদিচ্ছাক্রমে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টিলাভ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে—ভাঃ—১২।৪।৫-৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৭।।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।।৮।।

অন্বয়—স্বাম্ প্রকৃতিং (স্বীয় প্রকৃতিতে) অবষ্টভ্য (অধিষ্ঠান করিয়া) প্রকৃতের্বশাৎ (প্রকৃতির স্বভাব বশতঃ) অবশং (কর্ম্মপরতন্ত্র) ইমং (এই) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) ভূতগ্রামম্ (ভূতসকলকে) (অহং—আমি) পুনঃ পুনঃ (বার বার) বিসৃজামি (সৃষ্টি করিয়া থাকি)।।৮।।

অনুবাদ—স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত প্রকৃতির বশহেতু কর্ম্মপরতন্ত্র এই সমগ্র ভূতসমূহকে আমি পুনঃ পুনঃ সৃজন করি।।৮।।

বিশ্বনাথ—ননু অসঙ্গো নির্ব্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রকৃতিমিতি। স্বাং স্বীয়াম্ অবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রকৃতের্ব্বশাৎ স্বীয় স্বভাববশাৎ প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্তাদিতি যাবৎ, অবশং কর্ম্মাদি-পরতন্ত্রম্।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, অসঙ্গ ও নির্ব্বিকার তুমি কি প্রকারে সৃষ্টি কর? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'প্রকৃতিম্' ইত্যাদি। স্বাং—স্বীয়া (প্রকৃতিতে) অবষ্টভ্য—অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতের্বশাৎ—স্বীয়স্বভাববশে, অর্থাৎ প্রাচীন কর্ম্ম নিমিত্তহেতু। অবশম্—কর্ম্মাদিপরতন্ত্র।।৮।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ঈক্ষণপ্রভাবে প্রকৃতির দ্বারা ভূতগ্রাম পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেন, এবং ভূতসকলও ঈশ্বরেচ্ছায়

প্রকৃতির অধীন হইয়াই সৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি অসঙ্গ ও নির্ব্বিকার, তাঁহার শক্তির পরিণতিতে জগৎ ও জীব প্রকাশিত হয়।

এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে পাই—"স এষ প্রকৃতিং...অভ্যপদ্যত লীলয়া"—৩। ২৬। ৪। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চমমন্ত্রে 'অজামেকাং' শ্লোকও পাওয়া যায়।।৮।।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু।।৯।।

অন্বয়—ধনঞ্জয়! তেষু কর্ম্মসু (সেই কর্ম্ম সকলে) অসক্তং (অনাসক্ত) উদাসীনবৎ আসীনং (উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত) মাম্ (আমাকে) তানি কর্ম্মাণি (সেই কর্ম্ম সমূহ) ন নিবধ্নন্তি (বদ্ধ করিতে পারে না)।। ৯।।

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! সেই সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে অনাসক্ত ও উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত আমাকে, সেই সকল কর্ম্ম বন্ধন করিতে পারে না।।৯।।

বিশ্বনাথ—নন্বেবঞ্চ নানা-কর্মাণি কুর্ব্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাদত আহ—ন চেতি। তানি সৃষ্ট্যাদীনি। কর্ম্মাসক্তির্হি বন্ধহেতুঃ, স চাপ্তকাম-ত্বান্মম নাস্তি উদাসীনবদিতি। অন্য উদাসীনো যথা বিবদমানানাং দুঃখ-শোকাদি সংসৃষ্টো ন ভবতি, তথৈবাহমিত্যর্থঃ।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, এইরূপে নানাবিধ কর্ম্ম করিয়াও তোমার জীবের ন্যায় কেন বন্ধন হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ন চ' ইত্যাদি। তানি—সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মে আসক্তিই বন্ধনের হেতু, তাহা কিন্তু আপ্তকাম আমার নাই, তাই বলিতেছেন—'উদাসীনবৎ'। অন্য উদাসীন যেমন বিবদমান অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ দুঃখ-শোকাদি দ্বারা সংসৃষ্ট হয় না, আমিও সেইরূপ—এই অর্থ।।৯।।

অনুবর্ষিণী—সৃষ্ট্যাদি নানাবিধ কর্ম্ম করিয়াও শ্রীভগবান্ জীবের ন্যায় বন্ধন প্রাপ্ত হন না।

"স এব বিশ্বং সৃজতি, স এবাবতি, হন্তি চ।
তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ।।" (ভাঃ ৪।১১।২৫)।

প্রকৃতি-সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ। তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শ গন্ধ।। (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৮৬)।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকায় পাই,—

'কিন্তু, হে ধনঞ্জয়, সেই সকল কর্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; আমি সেই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত ও উদাসীনবৎ থাকি। আমি কিন্তু বাস্তবিক উদাসীন নই, চিদানন্দেই সর্ব্বদা আসক্ত। সেই চিদানন্দের পুষ্টিকারিণী আমার বহিরঙ্গা-মায়া ও তটস্থা-শক্তিই এই ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমার 'স্বরূপ' তদ্দ্বারা বিচলিত হয় না। ঐ ভূতসমূহ মায়ার বশীভূত হইয়া যাহা যাহা করে, তদ্দ্বারা আমার শুদ্ধ চিদানন্দ-বিলাসেরই পুষ্টি হয়। জড়ীয়ব্যাপার সম্বন্ধে আমার উদাসীনভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয়"।।৯।।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।।১০।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! ময়া অধ্যক্ষেণ (আমার অধ্যক্ষতায়) প্রকৃতিঃ সচরাচরম্ (চরাচর সহিত বিশ্বকে) সূয়তে (উৎপাদন করে) অনেন হেতুনা (এই কারণে) জগৎ বিপরিবর্ত্ততে (পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হয় ।।১০।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষরূপ নিমিত্ত প্রভাবে মায়া চরাচর সহিত এই বিশ্বকে উৎপাদন করে এবং আমার এই অধ্যক্ষতা হেতু জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হয়।।১০।।

বিশ্বনাথ—ননু সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তুস্তবেদমৌদাসীন্যং ন প্রত্যেমি ইত্যত আহ—ময়েতি। অধ্যক্ষেণ ময়া নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে প্রকৃতিরেব জগৎ জনয়তি, মম অত্রাধ্যক্ষতা-মাত্রম্;—যথা কস্যচিৎ অম্বরীষাদেরিব ভূপতেঃ প্রকৃতিরেব রাজ্যকৃত্যং নির্ব্বাহ্যতে, অত্রোদাসীনস্য ভূপতেঃ সত্তামাত্রমিতি, যথা তস্য রাজসিংহাসনে সত্তামাত্রেণ বিনা প্রকৃতিভিঃ কিমপি ন শক্যতে কর্ত্তুং, তথৈব মমাধিষ্ঠানলক্ষণমধ্যক্ষত্বং বিনা প্রকৃতিরপি জড়া কিমপি কর্ত্তুং ন শক্নোতীতি ভাবঃ। অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা তোমার এরূপ ঔদাসীন্য প্রত্যয় করি না, তদুত্তরে বলিতেছেন—'ময়া' ইত্যাদি। অধ্যক্ষেণ ময়া—

নিমিত্তভূত আমাদ্বারা প্রকৃতি সচরাচরম্ জগৎ সূয়তে—সমগ্র জগৎ প্রসব করে, এস্থলে আমার অধ্যক্ষতা মাত্র—যেরূপ অম্বরীষাদি ভূপতির প্রকৃতিই রাজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করে, এস্থলে উদাসীন ভূপতির সত্ত্বামাত্র, যেরূপ তাহার রাজ সিংহাসনে সত্ত্বামাত্র বিনা প্রকৃতি বা প্রজাবৃন্দ কিছুই করিতে সমর্থ নহে, তদ্রূপই আমার অধিষ্ঠান লক্ষণ অধ্যক্ষত্ব বিনা জড়া প্রকৃতিও কিছুই করিতে সমর্থ নহে এই ভাব। অনেন হেতুনা—আমার অধিষ্ঠান দ্বারা এই জগৎ বিপরিবর্ত্ততে—পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়।।১০।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ গুণাধীশতত্ত্ব ও মায়ার অধীশ্বর। সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে জড়া প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ও নিমিত্তকারণ। তাঁহার কটাক্ষ দ্বারা চালিত হইয়াই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রসব করিয়া থাকে। প্রকৃতি তাঁহার অধীনা বলিয়া তাঁহার অধ্যক্ষতায় সৃজন শক্তি লাভ করে, নতুবা জড়রূপা প্রকৃতি সৃজন করিতে পারে না।

"মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ।
আদ্য-অবতার করে মায়ার দরশন।।
জগৎ কারণ নহে, প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা।।
কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ।।
অতএব কৃষ্ণমূল জগৎ কারণ।
প্রকৃতি-কারণ, যৈছে অজাগলস্তন।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।৫৬, ৫৯-৬১।)

"নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ" ভাঃ—৪।১১।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতং...ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ" (৪।৯-১০) 'স ঈক্ষত লোকন্ নু সৃজা"—ঐতরেয়োপনিষৎ—১।১।১।

নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিগণ পঙ্গু ও অন্ধ এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ ন্যায়ের দ্বারা যে সৃষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা করেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। "পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি"—(ব্রঃ সূঃ—২।২।৭ দ্রষ্টব্য)।।১০।।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।১১।।

অন্বয়—ভূতমহেশ্বরম্ (ভূতসমূহের পরমেশ্বর) মম (আমার) পরং ভাবং (প্রকৃষ্টতত্ত্ব) অজানন্তঃ (অপরিজ্ঞাত) মূঢ়াঃ (মুর্খগণ) মানুষীং তনুম্ (মনুষ্য শরীর) আশ্রিতং (গৃহীত) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে)।।১১।।

অনুবাদ—সর্ব্বভূতের মহেশ্বর আমার পরমতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া মুর্খগণ আমাকে মনুষ্যশরীরধারী বলিয়া অবজ্ঞা করে অর্থাৎ প্রাকৃত মনে করে।।১১।।

বিশ্বনাথ—ননু চ, সত্যম্, অনন্তকোটীব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষঃ স্বপ্রকৃত্যা জগৎ সৃজতীতি যঃ প্রসিদ্ধঃ, স এব হি ভবান্;কিন্তু বসুদেবসূনোস্তবেয়ং মানুষী তনুরিত্যেতদংশেনৈব কেচিত্তব নিকর্ষং বদন্তীত্যত আহ—অবজানন্তীতি। মম মনুষ্যাস্তনোরস্যাঃ পরং ভাবং কারণার্ণবশায়িমহাপুরুষাদিভ্যোঽপ্যুৎকৃষ্টং স্বরূপম্ অজানন্ত এব তে। কীদৃশং? ভূতং সত্যং যদ্ব্রহ্ম, তচ্চ তন্মহেশ্বরঞ্চেতি; তন্মহেশ্বরপদং সত্যান্তরব্যাবর্ত্তকমত্র জ্ঞেয়ম্—"মুক্তো ক্ষ্মাদাবৃতে ভূতম্" ইত্যমরঃ। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহভাবনাসীনং সততং স-মরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি" ইতি শ্রুতেঃ, "নরাকৃতি পরব্রহ্ম" ইতি স্মৃতেশ্চ, মমাস্যাঃ মনুষ্যাস্তনোঃ সচ্চিদানন্দময়ত্বং মদভিজ্ঞভক্তৈরুচ্যতে এব, তথা সর্ব্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত্বঞ্চ বাল্যে মন্মাত্রা শ্রীযশোদয়া দৃষ্টমৈব; যদ্বা, মানুষীং তনুমেব বিশিনষ্টি—পরম্ উৎকৃষ্টং ভাবং সত্তাং বিশুদ্ধং সত্ত্বং সচ্চিদানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ; —"ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায়ঃ" ইত্যমরঃ। পরং ভাবমপি বিশিনষ্টি—মম ভূতমহেশ্বরং মম সৃজ্যানি ভূতানি যে ব্রহ্মাদ্যাস্তেষামপি মহান্তমীশ্বরম্। তস্মাজীবস্যেব মম পরমেশ্বরস্য তনুর্ন ভিন্না, তনুরেবাহং, অহমেব তনুঃ, সাক্ষাদ্ ব্রহ্মৈব— "শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ" ইতি মদভিজ্ঞ-শুকোক্তেরিতি ভবাদৃশৈস্তু বিশ্বস্যতামিতি ভাবঃ।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, সত্য, 'অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ

কারণার্ণবশায়ী যে মহাপুরুষ স্বীয় প্রকৃতির দ্বারা জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তুমিই তিনি। কিন্তু বসুদেবতনয় তোমার এই মানুষী তনু দর্শনে কেহ কেহ তোমার উৎকর্ষ স্বীকার করে না'—তদুত্তরে বলিতেছেন—'অবজানন্তি' ইত্যাদি। আমার এই দৃশ্যমান মানুষী তনুর 'পরং ভাবং' কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষাদি হইতেও উৎকৃষ্ট স্বরূপকে না জানিয়াই তাহারা অবজ্ঞা করে। কীদৃশ স্বরূপ? 'ভূতং'—সত্য যে ব্রহ্ম, তাহা এবং তাহার মহেশ্বর; সেই মহেশ্বরপদ সত্যান্তর-ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ অন্য সত্য নিষেধক বলিয়া এখানে জানিতে হইবে। 'মুক্ত' ক্ষ্মা (পৃথিবী) হইতে আবৃত পদার্থ 'ভূত'— অমরকোষ। গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন— 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বৃন্দাবনীয় অমরবৃক্ষকুঞ্জাসীন একমাত্র গোবিন্দকে মরুদ্গণসহ আমি পরমা স্তুতি দ্বারা তুষ্ট করি।' 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম'— (ভাঃ ৯।২৩।২০) আমার এই মানুষী তনুর সচ্চিদানন্দময়ত্ব আমার তত্ত্বাভিজ্ঞ ভক্তগণ কর্ত্তৃকই পরিকীর্ত্তিত হয় এবং এই শরীরেই যে আমি সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তাহা আমার বাল্যকালে আমার মাতা শ্রীযশোদাদেবী দর্শন করিয়াছেন। অথবা মানুষী তনুকে বিশেষ ভাবে কহিতেছেন— পরং—উৎকৃষ্ট, ভাব—সত্তা বিশুদ্ধ সত্ত্ব সচ্চিদানন্দরূপ, এই অর্থ। অমরকোষে 'ভাব, সত্তা, স্বভাব, অভিপ্রায়' এক পর্য্যায়ে ব্যবহৃত দেখা যায়। পরম ভাবকেও বিশেষ ভাবে দেখাইতেছেন—মম ভূতমহেশ্বরম্ আমার সৃজ্য ভূতসহ যে ব্রহ্মাদি তাহাদিগেরও মহান্ ঈশ্বর। সেই জন্য জীবরেই ন্যায় পরমেশ্বর আমার তনু ভিন্ন নহে, তনুই আমি, আমিই তনু, সাক্ষাৎ ব্রহ্মাই 'শব্দব্রহ্ম বপুধারণ করিলেন' (ভাঃ—৩।২১।৮) ইহা আমার তত্ত্বাভিজ্ঞ শুকের উক্তি অতএব তোমার ন্যায় ব্যক্তিগণ (যাহারা আমার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত) বিশ্বাস করে।।১১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল বা আকর বস্তু। উপনিষৎ বর্ণিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গজ্যোতি এবং জগদ্ব্যাপী পরমাত্মরূপ তাঁহার একাংশ। বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণ তাঁহার স্বাংশ-বিলাসরূপ; তিনিই সর্ব্বাংশী পরাৎপরতত্ত্ব পরমেশ্বর বস্তু। সর্ব্বভূতমহেশ্বর, নিখিল জগতের একমাত্র স্বামী, সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্বজ্ঞ এবং মহাকারুণিক

শ্রীকৃষ্ণের মানুষীতনু দর্শনে উহার পরম ভাব অবগত না হইয়া, মূঢ়লোকেরাই বসুদেবনন্দন বা যশোদানন্দন স্বরূপকে আদর করিতে না পারিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে শ্রীকৃষ্ণের দেহও জীববৎ প্রাকৃত ও নশ্বর। কেহ কেহ আবার এরূপ মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণের দেহ নশ্বর হইলেও দেহী বস্তুটী পরমেশ্বর, কিন্তু কূর্ম্মপূরাণ বলেন—"দেহদেহি-বিভাগশ্চ নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।"

শ্রীভাগবতে শ্রীশুকোক্তিতেও পাই—"শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ।"

অবিবেকী নরাধমগণ আবার তাঁহাকে ইতর রাজকুমারতুল্য জনৈক উগ্র পুণ্যশালী অলৌকিক বা অসাধারণ মনুষ্যমাত্র মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই মানুষী তনুতেই চতুর্ভূজত্ব এবং যুগপৎ "দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং"—বিচারে পরম মাধুর্য্যময়ী দ্বিভূজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। যাহারা তাঁহার এই মানুষী তনুর জ্ঞানানন্দাত্মত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব ও মোক্ষদাতৃত্বাদি প্রভাব বা স্বভাব জানিতে পারে না, তাহারাই তাঁহার মানুষী তনুকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাঁহার এই মানুষীতনু যে প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক নহে পরন্তু নিত্য অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মস্বরূপ, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র হইতেই প্রতিপাদিত হয়।

শ্রুতি বলেন—"ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়", "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং", "দ্বিভূজং মৌন-মুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্"।

ব্রহ্মসংহিতা বলেন—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ", "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা"—ঋগ্বেদ—১।২২।১৬৬।৩১, "তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি"—১।৫৪।৬ ঋক্।

শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়—"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" (ভাঃ—৭।১০।৪৮) "সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" (ভাঃ—৭।১৫।৭৫) "যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ" (ভাঃ—৯।২৩।২০) "যদয়ং নৃলিঙ্গ-গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ" (ভাঃ—১০।৪৪।১৩) "দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাদ্ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ।" (ভাঃ—১০।৪৮।২২) অর্থাৎ ভক্ত অক্রূর শ্রীভগবানকে বলিলেন—আপনার দেহাদি উপাধি-নিরূপিত নহে, একারণ আপনার জন্য তথা দেহ-দেহীর

ভেদ থাকিতে পারে না। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন— "অতএব আপনার দেহাদির উপাধিত্ব-অভাবহেতু জীবের ন্যায় আপনার সাক্ষাৎ পৈতৃক-ধাতুসম্বন্ধীয় জন্মাদি হয় না, কিন্তু আবির্ভাবাত্মক জন্ম হইয়া থাকে।"

"গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরেহব্যয়ে" (ভাঃ—১১।৫।৪৯) "বপুষা যেন ভগবান্...সর্ব্বলোকমলাপহম্" (ভাঃ—১১।৬।৪)।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু কাশীবাসী জনৈক বিপ্রকে বলিয়াছেন— 'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুই ত সমান। 'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ। তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন চিদানন্দরূপ।। দেহদেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'। জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'।।—(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদ।)

শ্রীমহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ-আকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার।।" (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৬)

শ্রীমহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলিয়াছেন—

" 'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ্ব-সমান।।
তাঁহার বিভূতি, দেহ—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার'।।
চিদানন্দ—দেহ, তাঁর, স্থান, পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১১-১১৩)
"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর।।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১৫)

"চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে 'মায়িক' করি মানি। এই বড় 'পাপ'—সত্য চৈতন্যের বাণী।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৩৫।)

শ্রীকৃষ্ণের মানুষীতনুর পরম ভাব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পাই—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।

গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ।। (মধ্য ২১।১০১।)

শ্রীকৃষ্ণের গোকুল-লীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোম-লীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার-লীলা, মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, ব্রহ্মশিবাদি গুণাবতার-লীলা, পৃথু-ব্যাসাদি আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি-লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্ত ক্রীড়াময় ভগবানের খেলাসমূহের মধ্যে, তারতম্য বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণস্বরূপ—নরলীলার সদৃশ, কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণ-মল-বিশিষ্ট নহে। (শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য)

বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে প্রতিপাদিত ও ব্রহ্মা শিবাদির বন্দ্য শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ মানুষীতনুকে যাহারা অবজ্ঞা করে, তাহারা মূঢ় ত' বটেই, অধিকন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগা ও অপরাধী, তাহারা কর্ম্মজ্ঞানাদি কোন পথেই সুফল লাভ করিতে পারে না। ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে পাওয়া যাইবে। এইরূপ ভগবদজ্ঞার ফলে তাহাদের কি গতি হয়, এ সম্বন্ধে (গীঃ—১৬।১৯-২০) শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ ও নির্ব্বিশেষ বিচারপরায়ণ মায়াবাদিগণ অপ্রাকৃত ভগবত্তনুকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে আর প্রাকৃত সহজিয়াগণও যোগমায়া প্রকটিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলাকে তাহাদের নশ্বর ভোগান্তর্গত মনে করিয়া, অপ্রাকৃতত্বে প্রাকৃতত্বের আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করত চিন্ময় ভগবত্তনুর অবজ্ঞাই করিয়া থাকে; আর যাহারা শ্রীবলদেবতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সচ্চিদানন্দময় বপুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া জড়ীয় শৌক্রবিচার আরোপ করে, তাহারাও অত্যন্ত অপরাধী।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম—"আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তুমি ইহাই স্থির করিবে যে, আমার স্বরূপ—সচ্চিদানন্দময়, আমারই অনুগ্রহে আমার

শক্তি সমস্ত কার্য্য করে, কিন্তু আমি—সমস্ত কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। এই জড় জগতে আমি যে লক্ষিত হইতেছি, তাহাও কেবল আমার অনুগ্রহ ও শক্তি প্রভাব মাত্র। আমি—জড়বিধি সকলের অতীত-তত্ত্ব, তজ্জন্যই আমি চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও স্ব-স্বরূপে প্রপঞ্চ মধ্যে প্রকাশিত হই। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অসীমভাবের বিশেষ আদর করে, উহা—তাহাদের মায়াবদ্ধা বুদ্ধির কার্য্য মাত্র; আমার পরমভাব তাহা নয়। আমার পরমভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক, মধ্যমাকার-স্বরূপ হইয়াও আমার শক্তিদ্বারা আমি—যুগপৎ সর্ব্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমার এই স্বরূপ-প্রকাশ কেবল আমার অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমেই ঘটে। মূঢ় লোকসমূহ আমার এই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে মানব-তনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে এই স্বরূপেই সমস্ত ভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না; অতএব অবিদ্বৎ-প্রতীতিদ্বারা আমাতে একটী ক্ষুদ্রভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে 'নিত্য সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব' বলিয়া বুঝিতে পারেন"।।১১।।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।।১২।।

অন্বয়—(তে—তাহারা) মোঘাশা (বিফল আশা সম্পন্ন) মোঘকর্ম্মাণঃ (নিষ্ফলকর্ম্মা) মোঘজ্ঞানাঃ (বৃথা জ্ঞানী) বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া) মোহিনীং (মোহকরী) রাক্ষসীম্ (তামসী) আসুরীম্ চ (এবং রাজসী) প্রকৃতিং এব (প্রকৃতিকেই) শ্রিতাঃ (আশ্রিত) (ভবন্তি—হয়)।।১২।।

অনুবাদ—তাহারা বিফল আশা সম্পন্ন, নিষ্ফল কর্ম্মা, বৃথাজ্ঞানী ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া বুদ্ধিমোহকরী তামসী ও রাজসী প্রকৃতিকেই আশ্রয় করে।।১২।।

বিশ্বনাথ—ননু যে মানুষীং মায়াময়ীং তনুমাশ্রিতোঽয়ম্ ঈশ্বর ইতি মত্বা ত্বাং অবজানন্তি, তেষাং কা গতিস্তত্রাহ—মোঘাশা ইতি। যদি ভক্তা অপিস্যুস্তদপি মোঘাশা ভবন্তি, মৎসালোক্যাদিম্ অভিবাঞ্ছিতং ন প্রাপ্নুবন্তি।

যদি তে কর্ম্মিণস্তদা মোঘকর্ম্মাণঃ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং ন লভন্তে; যদি তে জ্ঞানিনস্তর্হি মোঘজ্ঞানাঃ জ্ঞানফলং মোক্ষং ন বিদন্তি। তর্হি তে কিং প্রাপ্নুবন্তীত্যত আহ—রাক্ষসীমিতি। তে রাক্ষসীং প্রকৃতিং রাক্ষসানাং স্বভাবং শ্রিতাঃ প্রাপ্তাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ।।১২।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, যাহারা তোমাকে মায়াময়ী মানুষী তনুধারী ঈশ্বর মনে করিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাদের কি গতি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—যদি তাহারা ভক্ত হয় তাহা হইলেও মোঘাশা—নিষ্ফলাশা হয় অর্থাৎ অভিলষিত আমার সালোক্যাদি লাভ করিতে পারে না। যদি তাহারা কর্ম্মী হয় তবে 'মোঘকর্ম্মাণঃ'—কর্ম্মফল স্বর্গাদি লাভ করিতে পারে না; যদি তাহারা জ্ঞানী হয়, তবে 'মোঘজ্ঞানাঃ'—জ্ঞানফল মোক্ষ জানিতে পারে না। তাহা হইলে তাহারা কি পায়? উত্তরে বলিতেছেন—'রাক্ষসী' ইত্যাদি। তাহারা 'রাক্ষসীং প্রকৃতিং'—রাক্ষসগণের স্বভাব 'শ্রিতাঃ'—প্রাপ্ত হয় এই অর্থ।। ১২।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মানুষী তনুকে অবজ্ঞাকারী জনগণের কি গতি হয়, তাহা বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। তাহাদের আশা, কর্ম্ম, জ্ঞান সকলই নিরর্থক হয়। এমন কি বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া বিবেক হারিণী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করতঃ মোহিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই—"যাঁহারা আমার সচ্চিদানন্দময় মানুষী তনুকে উগ্রপুণ্যবান্, পুরুতেজশালী ও পাঞ্চভৌতিক প্রভৃতি মনে করিয়া অবজ্ঞা করে, তাহারা ঈশ্বর ভক্ত হইলেও তাহাদের মোক্ষবাঞ্ছা নিষ্ফল হয়; যদি তাহারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাদের সেই সকল কর্ম্ম পণ্ডশ্রমেই পরিণত হয়; যদি তাহারা জ্ঞান লাভের নিমিত্ত বেদান্তাদি-শাস্ত্র অনুশীলনকারী হয়, তাহা হইলে তাহাদের সেই বোধলাভ চেষ্টা নিষ্ফল হয়। যেহেতু তাহারা নিত্যসিদ্ধ মনুষ্যরূপী সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অবজ্ঞাজনিত পাপে বিবেকজ্ঞান প্রতিবদ্ধ হইয়া বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়। বৃহদ্বৈষ্ণবেও কথিত আছে—"যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ।

মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ”। অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দেহকে যে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া মনে করে, সে শ্রুতি ও স্মৃতির বিধানানুযায়ী যাবতীয় কর্ম্মাধিকার হইতে বহিষ্কৃত, তাহার মুখদর্শন হইলেও, পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করাই বিধি। আরও ঐরূপ অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি হিংসাদি-প্রচুর-তামসী কামগর্ব্বাদি-প্রচুর-রাক্ষসী, বিবেক-বিলোপনী-মোহিনী প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবকে আশ্রয়পূর্ব্বক নরকবাসযোগ্য হইয়া অবস্থান করে।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

“যদি বল, অবিদ্বৎপ্রতীতি কি জন্য উদিত হয়? তবে শুন, মূঢ়লোকগণ রাক্ষসী ও আসুরী-প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায়, তাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান সবই নিরর্থক হয়। লোকপ্রাপ্তির আশা-দ্বারা তাহাদের চিত্ত কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত হয়; তুচ্ছফলদ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করতঃ তাহারা আর বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যদি কখনও তাহারা জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তবে ‘অভেদবাদ’ রূপ দুষ্টজ্ঞানদ্বারা তাহাদের ‘বিদ্যা’ লোপ পায়। তখন তাহারা মনে করে যে, আমার এই মূর্ত্তি—মায়াময়ী, আমি—‘ঈশ্বর’ সুতরাং ‘ব্রহ্ম’ অপেক্ষা ‘হীন-তত্ত্ব’, সাধনীভূত আমার উপাসনা-দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তৎসিদ্ধিস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মলাভ হইবে। তাহাতে ফল এই হয় যে, অবশেষে রাক্ষস ও আসুর-স্বভাবদ্বারা জীবের দৈবী-প্রকৃতি লুপ্ত হইয়া পড়ে।।১২।।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।।১৩।।

অন্বয়—পার্থ! মহাত্মানঃ (মহাত্মারা) তু (কিন্তু) দৈবীং প্রকৃতিং (দৈব প্রকৃতিকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয়পূর্ব্বক) অনন্যমনসঃ (অনন্যচিত্ত) (সন্তঃ—হইয়া) মাং (আমাকে) ভূতাদিম্ (ভূতগণের কারণ) অব্যয়ম্ (অব্যয়) জ্ঞাত্বা (জানিয়া ভজন্তি (ভজন করিয়া থাকেন)।।১৩।।

অনুবাদ—হে পার্থ! মহাত্মারা কিন্তু, দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয়পূর্ব্বক অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকেই ভূতগণের আদি ও অবিনশ্বর জানিয়া ভজন করিয়া থাকেন।।১৩।।

বিশ্বনাথ—তস্মাদ্ যে মহাত্মানঃ যাদৃচ্ছিক-মদ্ভক্তকৃপয়া মহাত্মত্বং প্রাপ্তাস্তে তু মানুষা অপি দৈবীং প্রকৃতিং দেবানাং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো মাং মানুষাকারমেব ভজন্তে। ন বিদ্যতেঽন্যত্র জ্ঞানকর্ম্মান্যকামনাদৌ মনো যেষাং তে। মাং ভূতাদিং "ময়া ততমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি-মদৈশ্বর্য্যজ্ঞানেন মাং ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং কারণম্। অব্যয়ং সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাৎ, অনশ্বরং জ্ঞাত্বেতি মমারাধ্যত্বে মদ্ভক্তেরেতাবন্মাত্রং মজ্জ্ঞানমপেক্ষিতব্যম্। ইয়মেব ত্বং-পদার্থজ্ঞান-কর্ম্মাদ্যানপেক্ষা ভক্তিরনন্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রাজবিদ্যা রাজ গুহ্যমিতি দ্রষ্টব্যম্।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—সেই হেতু যাহারা 'মহাত্মানঃ'—যাদৃচ্ছিক আমার ভক্তের কৃপায় মহাত্মত্ব প্রাপ্ত হন, তাহারা কিন্তু মানুষ হইলেও 'দৈবীং প্রকৃতিং'—দেবগণের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আমার মনুষ্যাকারেরই ভজনা করিয়া থাকেন। 'অনন্যমনসঃ'—জ্ঞান, কর্ম্ম, অন্যকামনাদিতে যাহাদের মন নাই তাহারা। মাং—ভূতাদি "আমি এই সমস্ত-জগতে ব্যাপিয়া আছি" (গীঃ ৯।৪) ইত্যাদি আমার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে আমাকে ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতগণের কারণ। 'অব্যয়ং' সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলিয়া অনশ্বর জানেন। আমার আরাধ্যত্ব সম্বন্ধে আমার ভক্তগণের মদ্বিষয়ক এইরূপ ও এই পর্য্যন্ত জ্ঞানমাত্রেরই অপেক্ষা। ইহাই ত্বম্ পদার্থজ্ঞান-কর্ম্মাদির অনপেক্ষমানা অনন্যাভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রাজবিদ্যা রাজগুহ্যরূপে দেখিতে হইবে।।১৩।।

অনুবর্ষিণী—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, তবে কাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপকে আদরপূর্ব্বক ভজনা করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন,—যাঁহারা 'মহাত্মা' অর্থাৎ যাদৃচ্ছিক মদ্ভক্ত-কৃপায় মহাত্মত্ব প্রাপ্ত, এসম্বন্ধে শ্রীভাগবতে পাই,—"ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ" (২।৩।১১) শ্রীমদ্বলদেবের টীকার মর্ম্মেও পাই—"যাঁহারা নরাকৃতি-পরব্রহ্মমত্তত্ত্ববিৎ সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা, তাদৃশ মন্নিষ্ঠা প্রভাবে বিস্তীর্ণ ও অগাধমনবিশিষ্ট হইয়া সহস্রশীর্ষাদি মদীয় আকারেও শ্রদ্ধাযুক্ত", তাঁহারাই আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের ভজনা করেন। এইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ, ইহা গীঃ—৭।১৯ শ্লোকেও পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ভজনকারী মহাত্মাগণই দৈবপ্রকৃতির আশ্রিত, তদ্বিপরীত ব্যক্তিগণই অসুর।

শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন,—"বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ"। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ আমাকে অর্থাৎ আমার এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকেই 'ভূতাদি' অর্থাৎ ভূতশব্দে ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তের আদি—কারণ জানেন। শ্রীবলদেব বলেন,—'বিধিরুদ্রাদির সকলের কারণ'ও 'অব্যয়' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব হেতু অনশ্বর অর্থাৎ নিত্য জানিয়া তুচ্ছ-ফলপ্রদ কর্ম্ম বা অভেদ-চিন্তারূপ শুষ্ক জ্ঞানাদি পরিহার পূর্ব্বক অনন্যভক্তি সহকারে ভজন করেন। শ্রীভাগবতে শ্রীকপিলদেবের বাক্যেও পাই,—"ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে"—(৩। ২৫। ৪০) ও "তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্"—(৩। ২৫। ৪৪)।। ১৩।।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।।১৪।।

অন্বয়—(তে—তাঁহারা সততং (সর্ব্বদা) মাং (আমাকে) কীর্ত্তয়ন্তঃ (কীর্ত্তন করিতে করিতে) দৃঢ়ব্রতাঃ চ (এবং দৃঢ়ব্রত) (সন্তঃ—হইয়া) যতন্তঃ (যত্ন করিতে করিতে) ভক্ত্যা (ভক্তি-সহকারে) নমস্যন্তঃ চ (প্রণাম করিতে করিতে) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্যযুক্ত ভাবে) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন)।।১৪।।

অনুবাদ—তাঁহারা সতত আমার কীর্ত্তন করিতে করিতে এবং দৃঢ়ব্রত হইয়া যত্ন করিতে করিতে ও ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতে করিতে, নিত্যযুক্ত ভাবে আমাকে ভজন করেন।।১৪।।

বিশ্বনাথ—ভজন্তীত্যুক্তং ত্বদ্ভজনমেব কিমিত্যত আহ—সততং সদেতি নাত্র কর্ম্মযোগ ইব কালদেশপাত্রশুদ্ধাদ্যপেক্ষা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ;—"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক।।' ইতি স্মৃতেঃ। যতন্তো যতমানাঃ,—যথা কুটুম্বপালনার্থং দীনাঃ গৃহস্থাঃ ধনিকদ্বারাদৌ ধনার্থং যতন্তে, তথৈব মদ্ভক্তাঃ কীর্ত্তনাদিভক্তি প্রাপ্ত্যর্থং সাধুসভাদৌ যতন্তে, প্রাপ্য চ, ভক্তিম্ অধীয়মানং শাস্ত্রং পঠতঃ ইব পুনঃ পুনরভ্যস্যন্তি চ। এতাবন্তি নামগ্রহণানি, এতাবত্যঃ প্রণতয়ঃ, এতাবত্যঃ পরিচর্য্যাশ্চাবশ্যকর্ত্তব্যাঃ ইত্যেবং দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মাঃ যেষাং তে যদ্বা, দৃঢ়ানি অপতিতানি একাদশ্যাদিব্রতানি নিয়মাঃ যেষাং তে।

নমস্যন্তশ্চ ইতি চকারঃ শ্রবণপাদসেবনাদ্যনুক্তসর্ব্বভক্তি সংগ্রহার্থঃ। নিত্যযুক্তাঃ ভাবিনং মন্নিত্যসংযোগম্ আকাঙ্ক্ষন্তঃ আশংসায়াং ভূতবচ্চেতি বর্ত্তমানেঽপি ভূতকালিকঃ ক্ত-প্রত্যয়ঃ। অত্র মাং কীর্ত্তয়ন্ত এব মামুপাসত ইতি মৎকীর্ত্তনাদিকমেব মদুপাসনমিতি বাক্যার্থঃ। অতো মামিতি ন পৌনরুক্ত্যমাশঙ্কনীয়ম্।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—আপনি বলিয়াছেন—'ভজন করে' তোমার ভজন কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—'সততং' ইত্যাদি। সততং—সদা, এ বিষয়ে কর্ম্মযোগের ন্যায় কাল, দেশ ও পাত্রের শুদ্ধাদির অপেক্ষা কর্ত্তব্য নহে এই অর্থ। স্মৃতি (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর) বলেন—'শ্রীহরির নামকীর্ত্তন বিষয়ে লোভযুক্ত ব্যক্তিতে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টমুখে কিম্বা কোনপ্রকার অশুচি অবস্থাতেও নিষেধ নাই।" 'যতন্তঃ'—যতমান, যেরূপ দীন গৃহস্থেরা কুটুম্ব পালনের জন্য ধনিদিগের দ্বারে ধনের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার ভক্তগণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি-লাভের জ্যন্য সাধুগণের সভায় যত্ন করিয়া থাকেন এবং ভক্তি লাভ করিয়াও তাহারা অধীয়মান শাস্ত্রসমূহের পাঠের ন্যায় পুনঃ পুনঃ তাহার অভ্যাস করিয়া থাকেন। এতবার নামগ্রহণ, এতবার প্রণতি এবং এইপ্রকার পরিচর্য্যা অবশ্যকরণীয় ইত্যাকার দৃঢ়ব্রত বা নিয়ম যাহাদের তাহারা। নমস্যন্তশ্চ এখানে 'চ'কারে শ্রবণ, পাদসেবনাদি অনুক্ত সর্ব্বপ্রকার ভক্তিসংগ্রহ অর্থ বা প্রয়োজন। 'নিত্যযুক্তাঃ'—ভবিষ্যতে আমার নিত্য সংযোগ আকাঙ্ক্ষা করেন আশাংসার্থে ভূতবৎ চ অতীতের ন্যায় বর্ত্তমানেও অতীতকালক ক্ত-প্রত্যয়। এই শ্লোকে 'মাং কীর্ত্তয়ন্ত', 'মামুপাসতে' এই পদদ্বয়ে আমার কীর্ত্তনাদিই আমার উপাসনা—ইহাই বাক্যার্থ। অতএব মাং শব্দের পুনরুক্তির আশঙ্কা করিতে হইবে না।।১৪।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণ কি প্রকারে ভজন করেন তাহাই বলিতেছেন—তাঁহারা সতত আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীভাগবত বলেন,—"ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ" (৬।৩।২২)। এই কীর্ত্তন-ভক্তিতে দেশ, কাল বা পাত্রের শুদ্ধাদির অপেক্ষা নাই। "ন দেশ নিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা বিদ্যতে

নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে"।। (বৈষ্ণবচিন্তামণি বাক্য) স্কান্দে পাওয়া যায়—'চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ"। আরও পাওয়া যায় "ন দেশ কালাবস্থাত্মশুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষ্যতে'। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' (শিক্ষাষ্টক)

তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্যদাস্য লাভের জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়া যত্নশীল। কুটুম্ব পোষণের জন্য দরিদ্র গৃহস্থগণ যে প্রকার ধনিগণের দ্বারে ধনলাভের আশায় যত্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আগ্রহসহকারে তাঁহারা সাধুগণের সভায় কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা করিয়া ভক্তিধন লাভের জন্য যত্ন করেন। এমন কি, ভক্তিলাভ হইলেও নিয়ম পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করেন, ইহাই দৃঢ়ব্রতের লক্ষণ; আবার দৃঢ়ব্রত শব্দে অপতিত ভাবে শ্রীএকাদশী, শ্রীজন্মষ্টম্যাদি ব্রতের পালনকেও বুঝায়। শ্রীবলদেব বলেন,—"সমান আশয়যুক্ত সাধুগণের সহিত আমার স্বরূপ-গুণাদি-যাথাত্ম্য-নির্ণয়ার্থ যতমান সকল।"

তাঁহারা নিত্যযুক্ত হইয়া ভক্তিসহকারে নমস্কার করিতে করিতে, শ্রীমদ্বলদেবের টীকায় পাই—"আমার অর্চ্চনা নিকেতনে গমন পূর্ব্বক ধূলি-পঙ্কলিপ্ত ভূতলে প্রীতিভরে (সাষ্টাঙ্গ) দণ্ডবৎ করিতে করিতে", আমার ভজন করে, এবং 'চ' কারের দ্বারা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন (ভাঃ—৭। ৫। ২৩) প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গই যাজনীয়। তবে শ্রীচরিতামৃতে পাই—'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ। 'নিষ্ঠা' হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।। 'এক' অঙ্গে সিদ্ধি পাইল 'বহু' ভক্তগণ। অম্বরীষাদি ভক্তের 'বহু' অঙ্গ সাধন।। (মধ্য—২২। ১২৯-১৩০)।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"সেই বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত মহাত্মা ভক্তসকল সর্ব্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তি আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্যদাস্য লাভের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক-কর্ম্মে চিত্ত যাহাতে বিক্ষিপ্ত

না হয়, এই জন্য সংসারনির্ব্বাহকালে ভক্তিযোগদ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন।।” ১৪।।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।।১৫।।

অন্বয়—অন্যে অপি চ (অন্য কেহ কেহ) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজন্তঃ (যজন করিতে করিতে) একত্বেন (অভেদভাবে) পৃথক্ত্বেন (পৃথক্ভাবে) বহুধা (নানাদেবরূপে) বিশ্বতোমুখম্ (সর্ব্বাত্মক্) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন)।।১৫।।

অনুবাদ—অন্য কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজন করিতে করিতে, কেহ অভেদভাবে, কেহ পৃথক্ভাবে, কেহ নানাদেবতারূপে, কেহবা সর্ব্বাত্মক্ভাবে আমাকে উপাসনা করেন।।১৫।।

বিশ্বনাথ—তদেবং অত্রাধ্যায়ে পূর্ব্বাধ্যায়ে চ অনন্যভক্ত এব মহাত্ম-শব্দবাচ্যঃ, আর্ত্তাদিসর্ব্বভক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি দর্শিতম্। অথান্যেঽপি অনুক্তপূর্ব্বা যে ত্রিবিধা ভক্তাঃ পূর্ব্বতো ন্যূনাঃ, 'অহংগ্রহোপাসকাঃ', 'প্রতীকোপাসকাঃ', 'বিশ্বরূপোপাসকা'স্তান্ দর্শয়তি—জ্ঞানযজ্ঞেনেতি। অন্যেন মহাত্মনঃ পূর্ব্বোক্ত সাধনানুষ্ঠানাসমর্থাঃ ইত্যর্থঃ; জ্ঞানযজ্ঞেন "তং বা অহমস্মি ভগবো দেবতা অহং বৈ ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তমহংগ্রহোপাসনং জ্ঞানং স এব পরমেশ্বর যজনরূপত্বাৎ যজ্ঞস্তেন, চকার এবার্থে অপি-শব্দসাধনান্তরত্যাগার্থঃ, একত্বেন উপাস্যোপাসকয়োরভেদচিন্তনরূপেণ। ততোঽপি ন্যূনা অন্যে পৃথক্ত্বেন ভেদচিন্তনরূপেণ "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তেন প্রতীকোপাসনেন জ্ঞানযজ্ঞেন। "অন্যে ততোঽপি মন্দা বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈর্বিশ্বতোমুখং বিশ্বরূপং সর্ব্বাত্মানং মামেবোপাসতে" ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদানাং ব্যাখ্যা। অত্র 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ ইতি তান্ত্রিকদৃষ্ট্যা "গোপালোঽহম্" ইতি ভাবনাবত্ত্বে যা গোপালোপাসনা, সা অহংগ্রহোপাসনা'। তথা "যঃ পরমেশ্বরো বিষ্ণুঃ, স হি সূর্য্য এব নান্যঃ; স হি ইন্দ্র এব নান্যঃ; স হি সোম এব নান্যঃ", ইত্যেবং ভেদেন একস্যা এব ভগবদ্বিভূতের্যা উপাসনা, সা 'প্রতীকোপাসনা'। 'বিষ্ণুঃ, সর্ব্বঃ' ইতি

সমস্তবিভূত্যুপাসনা বিশ্বরূপোপাসনেতি জ্ঞানযজ্ঞস্য ত্রৈবিধ্যম্; যদ্বা, একত্বেন পৃথক্ত্বেন ইত্যেক এব "অহংগ্রহোপাসনা"—'গোপালোঽহং', 'গোপালস্য দাসোঽহম্' ইত্যুভয়ভাবনাময়ী সমুদ্রগামিনী নদীব সমুদ্রভিন্নাভিন্না চেতি। তদা চ জ্ঞানযজ্ঞস্য দ্বৈবিধ্যম্।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—এই অধ্যায়ে এবং পূর্ব্ব অধ্যায়ে অনন্যভক্তই মহাত্মশব্দবাচ্য, আর্ত্তাদি সকল প্রকার ভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর অন্য অনুক্তপূর্ব্ব—পূর্ব্ব হইতে ন্যূন বা নিকৃষ্ট যে তিন প্রকার ভক্ত—'অহংগ্রহোপাসক', 'প্রতীকোপাসক' এবং 'বিশ্বরূপোপাসক,—তাহাদ্গিকে দেখাইতেছেন—'জ্ঞানযজ্ঞেন' ইত্যাদি। অন্যে—অপরে মহাত্মা নহে—পূর্ব্বোক্ত সাধনানুষ্ঠানে অসমর্থ এই অর্থ, 'জ্ঞানযজ্ঞেন'—"হে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবপুরুষ! তুমি বা আমি হও;আমি বা তুমি হই" ইত্যাদি শ্রুতিকথিত অহংগ্রহোপাসনা জ্ঞান সেই পরমেশ্বর যজনরূপ যজ্ঞ তদ্দ্বারা, 'চ'কার 'এব' অর্থে 'অপি'-শব্দ সাধনান্তর ত্যাগার্থ; 'একত্বেন'—উপাস্য ও উপাসকের অভেদ চিন্তারূপে, তাহা হইতেও ন্যূন অন্যে অপরে 'পৃথক্ত্বেন' ভেদচিন্তনরূপে "আদিত্যই ব্রহ্ম এই আদেশ"—ইত্যাদি শ্রুতিকথিত প্রতীকোপাসনারূপ জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা। তাহা অপেক্ষা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'বহুধা'—বহুপ্রকারে 'বিশ্বতোমুখম্'—বিশ্বরূপ সর্ব্বাত্মা আমাকেই উপাসনা করে—শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীকৃত ব্যাখ্যা। এস্থলে 'অদেবতা দেবতাকে অর্চ্চন করিবে না'—এই তন্ত্রাবাক্য দৃষ্টিতে "আমি গোপাল" ইত্যাকার ভাবনারূপ যে গোপালোপাসনা তাহাই 'অহংগ্রহোপাসনা', তদ্রূপ "যিনি পরমেশ্বর বিষ্ণু তিনি ভিন্ন আর কেহই সূর্য নহেন; তিনিই ইন্দ্র, আর কেহই ইন্দ্র নহেন, তিনিই সোম, আর কেহই সোম নহেন;ইত্যাকার ভেদদ্বারা একই ভগবানের বিভূতিসমূহের যে উপাসনা, তাহাই 'প্রতীকোপাসনা'। 'বিষ্ণুই সকল' এইরূপ জ্ঞানে ভগবানের যাবতীয় বিভূতির যে উপাসনা তাহাই 'বিশ্বরূপোপাসনা'—এই ভাবে জ্ঞানযজ্ঞের ত্রিবিধ ভাব প্রদর্শিত হইল। অথবা একত্ব ও পৃথকত্ব ইহা একই 'অহংগ্রহোপাসনা'—'আমি গোপাল' এবং 'আমি গোপালের দাস'—এই দুই প্রকার ভাবনা সমুদ্রগামিনী নদীর ন্যায়

সমুদ্রভিন্ন এবং সমুদ্রাভিন্না। সেক্ষেত্রে জ্ঞানযজ্ঞ দুই প্রকার।। ১৫।।

অনুবর্ষিণী—আর্ত্তাদি ভক্তগণ অপেক্ষা অনন্যভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মহাত্মা শব্দ-বাচ্য, ইহা বিশেষরূপে বর্ণনান্তর তদপেক্ষা ন্যূন বা নিকৃষ্ট আরও তিন প্রকার উপাসকের কথা বলিতেছেন। ইহারা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের সাধনানুষ্ঠানে অসমর্থ বলিয়াই একত্ব, পৃথকত্ব বহুধা বা বিশ্বতোমুখ প্রভৃতি তত্ত্ব-বিচারের সহিত গুণীভূতা-ভক্তিযুক্ত জ্ঞান-যজ্ঞের দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনা করেন। শ্রীভাগবতেও পাই—"একঃ পৃথঙ্ নামভিরাহুতো মুদা গৃহ্ণাতি পূর্ণঃ স্বয়মাশিষাং প্রভুঃ" (৫। ১৯। ২৫) অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গী ভগবান্ শ্রীহরি পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গস্বরূপ ইন্দ্রাদি—নামে আহুত হইয়াও সেই সকল দ্রব্য হর্ষ সহকারে গ্রহণ করেন। তিনি সকল পুরুষার্থ প্রদানে সমর্থ ও স্বয়ং পরিপূর্ণ হইয়াও তাহা উপেক্ষা করেন না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"হে অর্জ্জুন, অনন্যভক্ত সকল যে আর্ত্তাদি ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং 'মহাত্ম'শব্দবাচ্য, তাহা আমি তোমাকে অনেক প্রকারে দেখাইলাম। সম্প্রতি অনুক্তপূর্ব্ব অথচ তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন আর তিন প্রকার ভক্ত আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি। সেই তিন প্রকার ভক্তকে পণ্ডিতগণ 'অহংগ্রহোপাসক', 'প্রতীকোপাসক' এবং 'বিশ্বরূপোপাসক' বলিয়া থাকেন। উক্ত তিন প্রকার ন্যূন-ভক্তদিগের মধ্যে অহংগ্রহোপাসকই প্রধান; তিনি 'আপনাকে ভগবান্' বলিয়া অভিমান-সহকারে উপাসনা করেন;—ইহাই পরমেশ্বর-যজনরূপ একপ্রকার 'যজ্ঞ'; এই অভেদজ্ঞানরূপ যজ্ঞ যজনপূর্ব্বক অহংগ্রহোপাসকগণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। প্রতীকোপাসকগণ—তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন। তাঁহারা ভগবান্ হইতে আপনাদিগকে পৃথক জানিয়া সূর্য্য ও ইন্দ্রাদিতে 'ভগবদ্বিভূতি' বলিয়া উপাসনা করেন। তাঁহাদের অপেক্ষা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'বিশ্বরূপ' বলিয়া ভগবানকে উপাসনা করেন। এই প্রকার জ্ঞানযজ্ঞের ত্রিবিধিত্ব লক্ষিত হয়।।" ১৫।।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্।।১৬।।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ।।১৭।।
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।।১৮।।
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন।।১৯।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! অহং (আমি) ক্রতুঃ (শ্রৌত-অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ) অহং (আমি) যজ্ঞঃ (স্মার্ত্ত-বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞ) অহং (আমি) স্বধা (পিতৃলোকার্থ শ্রাদ্ধাদি) অহং (আমি) ঔষধম্ (ঔষধ) অহং (আমি) মন্ত্রঃ (মন্ত্র) অহম্ এব আজ্যং (আমিই ঘৃত) অহম্ অগ্নি (আমি অগ্নি) অহং হুতং (আমি হোম) অহম্ (আমি) অস্য জগতঃ (এই জগতের) পিতা (জনক) মাতা (জননী) ধাতা (বিধাতা) পিতামহঃ (পিতামহ) বেদ্যং (জ্ঞাতব্য) পবিত্রম্ (শোধক) ওঙ্কারঃ (ওঁকার) ঋক্, সাম, যজুঃ এব চ (ঋক্, সাম এবং যজুর্ব্বেদও) গতিঃ (কর্ম্মফল) ভর্ত্তা (পতি) প্রভুঃ (নিয়ন্তা) সাক্ষী (শুভাশুভ দ্রষ্টা) নিবাসঃ (আস্পদ) শরণং (বিপদ্ত্রাতা) সুহৃৎ (হিতকারী) প্রভবঃ (স্রষ্টা) প্রলয়ঃ (সংহারকর্ত্তা) স্থানং (আধার) নিধানং (লয়স্থান) বীজম্ (কারণ) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) অহং (আমি) তপামি (তাপ প্রদান করি) অহং (আমি) বর্ষং (বৃষ্টি) উৎসৃজামি (নিক্ষেপ করি) নিগৃহ্ণামি চ (এবং আকর্ষণ করি) অহং এব অমৃতম্ (আমিই মোক্ষ) মৃত্যুঃ চ (এবং সংসার) সৎ অসৎ চ (স্থূল এবং সূক্ষ্ম)।।১৬-১৯।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আমি অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত এবং বৈশ্বদেবাদি স্মার্ত্ত যজ্ঞ, আমি শ্রাদ্ধীয় অন্ন, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত আমি অগ্নি, আমি হোম, আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, আমি জ্ঞেয়বস্তু, আমি শোধক, আমি ওঁকার, এবং আমিই ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ, আমি সকলের কর্ম্মফলরূপ গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ক্রিয়া, আমি আধার এবং অব্যয় বীজ,

আমিই তাপ প্রদান করি, বারি বর্ষণ করি এবং উহা আকর্ষণ করি, আমি অমৃত, আমি মৃত্যু, আমিই স্থূল-সূক্ষ্ম যাবতীয় বস্তু।।১৬-১৯।।

বিশ্বনাথ—বহুধোপাসতে কথং ত্বামেব ইত্যাশঙ্ক্য আত্মনো বিশ্বরূপত্বং প্রপঞ্চয়তি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ যজ্ঞঃ, স্মার্ত্তো বৈশ্বদেবাদিঃ, ঔষধম্ ঔষধি-প্রভবমন্নম্। 'পিতা'ব্যষ্টিসমষ্টি সর্ব্বজগদুৎপাদনাৎ, 'মাতা' জগতোঽস্য স্বকুক্ষি-মধ্য এব ধারণাৎ, 'ধাতা' জগতোঽস্য পোষণাৎ, 'পিতামহঃ' জগৎস্রষ্টুঃ ব্রহ্মণোঽপি জনকত্বাৎ; বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং বস্তু, গতিঃ ফলং, ভর্ত্তাঃ পতিঃ, প্রভুর্নিয়ন্তা, 'সাক্ষী' শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসঃ আস্পদং, 'শরণং' বিপদ্ভ্যস্ত্রাতা, 'সুহৃৎ' নিরুপাধিহিতকারী। 'প্রভবাদ্যাঃ' সৃষ্টিসংহারস্থিতয়ঃ ক্রিয়াশ্চাহং, 'নিধানং' নিধিঃ পদ্ম-শঙ্খাদিঃ, 'বীজং' কারণম্' 'অব্যয়ম্' অবিনাশি, ন তু ব্রীহ্যাদিবন্নশ্বরম্;আদিত্যো ভূত্বা নিদাঘে তপামি, প্রাবৃষি বর্ষম্ উৎসৃজামি, কদাচিচ্চৈব গ্রহরূপেণ বর্ষং নিগৃহ্ণামি চ। 'অমৃতং' মোক্ষ, 'মৃত্যুঃ' সংসারঃ, 'সদসৎ' স্থূলসূক্ষ্মঃ;—এতৎ সর্ব্বম্ অহমেব ইতি মত্বা বিশ্বতোমুখং মামুপাসতে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।।১৬-১৯।।

বঙ্গানুবাদ—তোমাকে কেন বহুপ্রকারে উপাসনা করে? এই আশঙ্কায় চারিটী শ্লোকে নিজের বিশ্বরূপত্ব বিস্তার পূর্ব্বক বলিতেছেন—'ক্রতুঃ'—শ্রৌত অর্থাৎ শ্রুতিবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, স্মার্ত্ত স্মৃতিবিহিত বিশ্বদেবাদি—'ঔষধম্'—ওষধি হইতে উৎপন্ন অন্ন। 'পিতা'—ব্যষ্টি ও সমষ্টি সর্ব্বজগতের উপাদান বলিয়া, 'মাতা'—এই জগৎকে নিজ কুক্ষি মধ্যে ধারণ করি বলিয়া 'ধাতা'—এই জগতের পোষণ করি, 'পিতামহঃ' —জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মারও জনক, 'বেদ্যং'—জ্ঞেয়বস্তু, 'পবিত্রং'—শোধক বস্তু, 'গতিঃ'—ফল, 'ভর্ত্তা'—পতি, 'প্রভুঃ'—নিয়ন্তা, 'সাক্ষী'—শুভাশুভদ্রষ্টা, 'নিবাসঃ'—আস্পদ, 'শরণং'—বিপদসমূহ হইতে ত্রাতা, 'সুহৃৎ'—নিরুপাধি হিতকারী। 'প্রভবাদ্যাঃ'—প্রভব প্রভৃতি অর্থাৎ সৃষ্টি, সংহার এবং স্থিতি কার্য্য আমি, 'নিধানং'—নিধি অর্থাৎ পদ্মশঙ্খাদি, 'বীজং'—কারণ, 'অব্যয়ং'—অবিনাশী, ব্রীহি প্রভৃতির ন্যায় নশ্বর নহে, আমি আদিত্যরূপে নিদাঘে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে তাপ প্রদান করি, বর্ষাকালে

বৃষ্টি নিক্ষেপ করি, এবং কখনও বা গ্রহরূপে বৃষ্টি নিগ্রহ অর্থাৎ নিবারণ করি। 'অমৃতং'—মোক্ষ, 'মৃত্যুঃ'—সংসার, 'সদসৎ'—স্থূলসূক্ষ্ম —এই সকল আমিই—এই মনে করিয়া বিশ্বতোমুখ আমাকে উপাসনা করে, পূর্ব্বের সহিত এই অন্বয়।।১৬-১৯।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ তদীয় বিশ্বরূপের উপাসকগণের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজ বিশ্বরূপত্বের কথা চারিটী শ্লোকে বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন। তদীয় শক্তির পরিণতিতেই এই সমগ্র জগৎ বা যাবতীয় বস্তু প্রকাশিত। তদীয় শক্তির কার্য্য তাঁহারই—এই বিচারে তাঁহা হইতে সব বা তিনি সব বলা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে পাই—"সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা। আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা।।" (মধ্য—১৮। ২০৫) "প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ' (ভাঃ—১০। ১। ৭) শ্লোক আলোচ্য।।১৬-১৯।।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।।২০।।

অন্বয়—ত্রৈবিদ্যা (ত্রিবেদ-সম্মত কর্ম্মপরায়ণগণ) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞসমূহ দ্বারা) মাম্ (আমাকে) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষ সোমপানকারিগণ) পূতপাপাঃ (নিষ্পাপ) (সন্তঃ—হইয়া) স্বর্গতিং (স্বর্গ-গমন) প্রার্থয়ন্তে (প্রার্থনা করেন) তে (তাহারা) পুণ্যম্ (পুণ্যফলরূপ) সুরেন্দ্রলোকম্ (দেবরাজ-লোক) আসাদ্য (পাইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (দিব্য) দেবভোগান্ (দেবভোগ্য সকল) অশ্নন্তি (ভোগ করে)।। ২০।।

অনুবাদ—বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মপরায়ণগণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া, যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ-গমন প্রার্থনা করে, তাহারা পুণ্যফল-স্বরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গপুরে দিব্য দেবভোগ্য ভোগসমূহ উপভোগ করে।।২০।।

বিশ্বনাথ—এবং ত্রিবিধোপাসনাবন্তোঽপি ভক্তা এব মামেব পরমেশ্বরং জানন্তো মুচ্যন্তে। যে তু কর্ম্মিণস্তে ন মুচ্যন্তে এব ইত্যাহ দ্বাভ্যাং—

ত্রৈবিদ্যা ইতি। ঋগ্‌যজুসামলক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে জানন্তি বা ত্রৈবিদ্যাঃ বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ। যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা ইন্দ্রাদয়ো মমৈব রূপাণীত্যজানন্তোঽপি বস্তুত ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেব ইষ্ট্বা যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তে পুণ্যং প্রাপ্য।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—এই ভাবে তিনপ্রকার উপাসনাকারী ভক্তগণ আমাকেই পরমেশ্বর জানিয়া মুক্ত হয়। কিন্তু যাহারা কর্ম্মী তাহারা মুক্তি পায় না, তাই দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—'ত্রৈবিদ্যা' ইত্যাদি। ঋক্, যজু, সামলক্ষণ ত্রিবিদ্যা অধ্যয়ন করে বা জানে তাহারা ত্রৈবিদ্যা—বেদত্রয় কথিত কর্ম্মপর, এই অর্থ। যজ্ঞদ্বারা আমার যজন করিয়া ইন্দ্রাদি আমারই রূপ ইহা না জানিয়াও বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপে আমাকেই পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরস পান করিয়া থাকে, তাহারা 'সোমপা', পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া।।২০।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত অহংগ্রহোপাসক,প্রতীকোপাসক, বিশ্বরূপো-পাসকত্রয়ও যদি আমার ভক্ত হইয়া আমাকে পরমেশ্বর জানিতে পারেন, তবে মুক্ত হন অর্থাৎ যদি তাঁহারা উপাসনাকালে যদৃচ্ছাক্রমে আমাতে ভক্তিমান্ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানেন ও মৎকীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি-আশ্রয়পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ ক্রমে ক্রমশঃ কষায় রহিত হইয়া নির্গুণা ভক্তি-লাভরূপ মোক্ষ পাইতে পারেন। কিন্তু যাহারা ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ-বিহিত কর্ম্মকাণ্ডীয় বিদ্যায় আসক্ত হইয়া আপাত-মনোরম, শ্রবণে রমণীয় কিন্তু পরিণামে বিষময়, মধুপুষ্পিত বাক্য সকলে মুগ্ধ হইয়া কাম্য-কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা ও স্বর্গসুখ প্রার্থনা করত, কর্ম্মকাণ্ড-আশ্রয় করেন;(গী—২। ৪২-৪৩) এবং ইন্দ্রাদি দেবতাকে স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে অর্থাৎ মদ্বিভূতি না জানিয়া যজ্ঞের দ্বারা বস্তুত তদ্রূপে অবস্থিত আমাকে যজন করেন এবং যজ্ঞশেষ সোমপানপূর্ব্বক বিগতপাপ ও পুণ্যবান্ হইয়া স্বর্গে দিব্যভোগ সকল মৎকর্ত্তৃকই ব্যবস্থাপিত হইয়া প্রাপ্ত হয়; তাহারা মদ্বিমুখতাবশতঃ আমাকে পরমেশ্বর জানিতেও পারে না বা মুক্তিলাভও করিতে পারে না। তাহাদের কি গতি হয়? পরবর্ত্তী শ্লোকে জানা যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই—

"ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি।

তস্যান্ত ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ।।
এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।
মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে।।" (১১।২১। ৩৩-৩৪)

অর্থাৎ আমরা ইহলোকে যজ্ঞের দ্বারা দেবতাগণের আরাধনাপূর্ব্বক স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বিহার করিব এবং তদন্তে পুনরায় পৃথিবীতে মহাকুলোদ্ভব মহা গৃহস্থ হইব—এই প্রকার পুষ্পসদৃশ রমণীয় বেদবাক্যের দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত অতিলুব্ধ অভিমানী ব্যক্তিগণের আমার কথাপ্রসঙ্গও রুচিকর হয় না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকায় পাই—"এবম্ভূত ত্রিবিধ উপাসনাতে যদি ভক্তি-গন্ধ থাকে, তাহা হইলেই আমাকে 'পরমেশ্বর' বলিয়া উপাসনা করতঃ জীব ক্রমশঃ তত্তৎ কষায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শুদ্ধভক্তিলাভরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 'অহংগ্রহোপাসনায়' উপাসকের নিজের প্রতি যে ভগবদ্ বুদ্ধি, তাহা ভক্তির আলোচনাক্রমে দূরীভূত হইয়া শুদ্ধভক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে; 'প্রতীকোপাসনায়' যে অন্য-দেবাদিতে ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা তত্ত্বালোচনা ও সাধুসঙ্গক্রমে দূরীভূত হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাতেই পর্য্যবসিত হইতে পারে; 'বিশ্বরূপোপাসনায়' যে অনিশ্চিত পরমাত্মা-জ্ঞান, তাহা মৎস্বরূপাবির্ভাবক্রমে দূরীভূত হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ মধ্যমাকার আমাতেই ঘনীভূত হইতে পারে, কিন্তু ঐ ত্রিবিধ উপাসনায় যাহাদের ভগবদ্বৈমুখ্যতালক্ষণ কর্ম্মজ্ঞানাগ্রহ থাকে, তাহাদের পক্ষে নিত্যমঙ্গলস্বরূপ ভক্তিলাভ হয় না। 'অভেদসাধকগণ' ক্রমশঃ ভগবদ্বৈমুখ্য-বশতঃ মায়াবাদরূপ কুতর্কজালে পতিত হয়। 'প্রতীকোপাসকগণ' ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদোল্লিখিত কর্ম্মতন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া উক্তবেদত্রয়ের কর্ম্মোপদেশিনী বিদ্যাত্রয় অধ্যয়ন করতঃ সোমপানদ্বারা ধৌতপাপ হয়; ক্রমে যজ্ঞসকলদ্বারা আমার উপাসনা করতঃ স্বর্গলাভ প্রার্থনা করে; তাহারা পুণ্যলভ্য দেবলোকে দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হয়"।।২০।।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে।।২১।।

অন্বয়—তে (তাহারা) তং বিশালং (সেই বিশাল) স্বর্গলোকং (স্বর্গলোক) ভুক্ত্বা (উপভোগ করিয়া) পুণ্যেক্ষীণে (পুণ্যক্ষয়ে) মর্ত্ত্যলোকং (মর্ত্ত্যভূমিতে) বিশন্তি (আগমন করে) এবং (এইরূপে) ত্রয়ীধর্ম্মম্ (বেদবিহিত কর্ম্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুসরণকারী) কামকামাঃ (কামকামিগণ) গতাগতং (পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু) লভন্তে (লাভ করে)।।২১।।

অনুবাদ—তাহারা সেই বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে বেদত্রয়োক্তধর্ম্মের অনুসরণকারী কামকামিগণ পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মমৃত্যু লাভ করিয়া থাকে।।২১।।

বিশ্বনাথ—গতাগতং পুনঃ পুনর্মৃত্যুজন্মনী।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—'গতাগতং'—পুনঃ পুনঃ মৃত্যু ও জন্ম।।২১।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত ভগবদ্বিমুখ কামকামী ব্যক্তিসকল স্বর্গীয় সুখভোগান্তে পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম-কর্ম্মফলপ্রদ গতি লাভ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতেও পাই—

"স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃপরাঙ্‌মুখঃ।
যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৃংশ্চ শ্রদ্ধয়াম্বিতঃ।। (৩।৩২।২)

অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ভগবদারাধনারূপ আত্মধর্ম্ম হইতে বিমুখ ও কামমূঢ়বশতঃ কর্ম্মমার্গে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা প্রাকৃত দেবতা ও পিতৃপুরুষের যজন করিয়া থাকে।

"কর্ম্মবল্লীমবলম্ব্য তত আপদঃ কথঞ্চিন্নরকাদ্‌বিমুক্তঃ পুনরপ্যেবং সংসারাধ্বনি বর্ত্তমানো নরলোকসার্থমুপযাতি, এবমুপরি গতোঽপি।"
(ভাঃ—৫।১৪।৪১)

অর্থাৎ এই প্রকারে প্রাণিগণ কর্ম্মবল্লীকে আশ্রয়পূর্ব্বক স্বর্গলোক লাভ করে এবং নরকরূপ আপদ হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হয় বটে, কিন্তু পুণ্যক্ষয় হইলে তাহাদিগকেও পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয়।

"তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ।।" (ভাঃ—১১।১০।২৬)

অর্থাৎ যেকাল পর্য্যন্ত ভোগের দ্বারা পুণ্যের সমাপ্তি না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত পুরুষ স্বর্গ-গত সুখভোগ করেন; অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কালদ্বারা চালিত হইয়া অধঃপতিত হয়।।২১।।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।২২।।

অন্বয়—অনন্যাঃ যে জনাঃ (অনন্যভাবে ভজনশীল যে জনগণ) মাং চিন্তয়ন্তঃ (আমাকে চিন্তা করিতে করিতে) পর্য্যুপাসতে (বিশেষরূপে উপাসনা করেন) অহং (আমি) তেষাম্ (সেই সকল) নিত্যাভিযুক্তানাম্ (নিত্যমদেকনিষ্ঠগণের) যোগক্ষেমং (অপ্রাপ্ত-প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত-সংরক্ষণ ভার) বহামি (বহন করি)।।২২।।

অনুবাদ—অন্য দেবোপাসনারহিত যে ব্যক্তিগণ আমাকে নিরন্তর স্মরণ পূর্ব্বক পরিপূর্ণরূপে আরাধনা করেন, আমি সেই সকল নিত্য মদেকনিষ্ঠ জনগণের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ ভার স্বেচ্ছায় বহন করি।।২২।।

বিশ্বনাথ—মদনন্যভক্তানাং সুখন্তু ন কর্ম্মপ্রাপ্যং কিন্তু মদ্দত্তমেব ইত্যাহ—অনন্যা ইতি। নিত্যমেব সদৈবাভিযুক্তানাং পণ্ডিতানামিতি তদন্যে নিত্যম পণ্ডিতা ইতি ভাবঃ; যদ্বা, নিত্যসংযোগস্পৃহাবতাং যোগধ্যানাদিলাভঃ। ক্ষেমং তৎপালমঞ্চ তৈরনপেক্ষিতমপ্যহমেব বহামি, অত্র করোমীত্যপ্রযুজ্য বহামীতি-প্রয়োগাৎ তেষাং শরীরপোষণভারো ময়ৈবোহ্যতে, যথা স্ব-কলত্রপুত্রাদি-পোষণভারো গৃহস্থেনেতি ভাবঃ। ন চান্যেষামিব তেষামপি যোগক্ষেমং কর্ম্মপ্রাপ্যমেবেত্যত আত্মারামস্য সর্ব্বত্রোদাসীনস্য পরমেশ্বরস্য তব কিং তদ্বহনেনেতি বাচ্যম্—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইতি শ্রুতের্মদনন্যভক্তাণাং নিষ্কামত্বেন নৈষ্কর্ম্ম্যাৎ তেষু দৃষ্টং সুখং মদ্দত্তমেব তত্র মম সর্ব্বত্রোদাসীনস্যাপি স্বভক্তবাৎসল্যমেব হেতুর্জ্ঞেয়ঃ। ন চৈবং ত্বয়ি স্বেষ্টদেবে স্বনির্ব্বাহভারং দদানাস্তে ভক্তাঃ প্রেমশূন্যা ইতি বাচ্যম্; তৈর্ময়ি স্ব-ভারস্য সর্ব্বথৈবানর্পণাৎ ময়ৈব স্বেচ্ছয়া গ্রহণাৎ ন চ সঙ্কল্পমাত্রেণ বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ত্তুং মমায়ং ভারো জ্ঞেয়ঃ;যদ্বা, ভক্তজনাসক্তস্য

মমস্বভোগ্যকান্তাভারবহনমিবতদীয়-যোগক্ষেমবহনমতিসুখপ্রদমিতি ।।২২।।

বঙ্গানুবাদ—আমার অনন্যভক্তগণের সুখ কর্ম্ম-প্রাপ্য নহে, কিন্তু মৎ-প্রদত্তই, তাই বলিতেছেন—'অনন্যা' ইত্যাদি। 'নিত্যাভিযুক্তানাং'—নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই অভিযুক্ত পণ্ডিতগণের, তদ্ব্যতীত অন্যে নিত্য অপণ্ডিত এই ভাব;অথবা নিত্য সংযোগাকাঙ্ক্ষিগণের যোগধ্যানাদি লাভ। 'ক্ষেমং'—তাহাদিগের পালন তাহারা অপেক্ষা না করিলেও আমিই বহন করি, এস্থলে 'করোমি'—প্রয়োগ না করিয়া 'বহামি' প্রয়োগে তাহাদিগের শরীর পোষণ ভার আমিই বহন করি, যেমন গৃহস্থ নিজ কলত্রপুত্রাদির পোষণভার বহন করে, এই ভাব। অন্যের ন্যায় তাহাদিগের যোগক্ষেম কর্ম্ম-প্রাপ্য নহে। অতএব সর্ব্বত্র উদাসীন আত্মারাম পরমেশ্বর আপনার পক্ষে তাহা বহনের প্রয়োজন কি? ইহাই বক্তব্য। গোপালতাপনী উপনিষদে পূঃ বিঃ ১৫ পাওয়া যায়—'ভক্তি ইহার ভজন, অর্থাৎ ঐহিক এবং পারলৌকিক উপাধি নিরসন পূর্ব্বক কেবলমাত্র সেই ভগবানেই যে মনোনিবেশ, তাহাই 'নৈষ্কর্ম্ম্য' নামে অভিহিত।' আমার অনন্য ভক্তগণ নিষ্কাম বলিয়া, 'নৈষ্কর্ম্ম্য' হেতু তাহাদের দৃষ্টসুখ আমারই প্রদত্ত, আমি সর্ব্বত্র উদাসীন হইলেও (ভক্তগণের প্রতি এই সুখ প্রদানে) আমার স্বভক্তবাৎসল্যই কারণ জানিতে হইবে। এরূপ দর্শনে নিজ ইষ্টদেবের উপর স্বকীয় প্রতিপালনাদির ভারার্পণ করায় সেই ভক্তগণকে প্রেমশূন্য বলিলে, উত্তর—তাহারা আমাতে নিজের ভার সর্ব্বথা অর্পণ না করিলেও আমিই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি, সঙ্কল্প মাত্রেই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তা আমার পক্ষে ইহা ভার নহে জানিতে হইবে। অথবা ভক্তজনে আসক্ত আমার পক্ষে স্বভোগ্যা কান্তার ভার বহনের ন্যায় তাহাদের যোগ ও ক্ষেম বহন অতিসুখপ্রদ।।২২।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে পুনরায় অনন্যভক্তগণের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করিতে গিয়া বলিতেছেন—যাঁহারা আমার অনন্যভক্ত তাঁহারা কেবলমাত্র আমাকেই প্রয়োজন-জ্ঞানে মদেকচিন্তাপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ আমা ব্যতীত অন্য-কাম্য বা ভজনীয় অপর কোন দেবতার আশ্রয় না

লইয়া, একমাত্র আমাতেই নিত্য-অভিযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠ বা নিত্য-সংযোগাকাঙ্ক্ষী, দেহযাত্রাদির কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া আমার উপাসনা করেন। তাঁহাদের যোগ ও ক্ষেম অর্থাৎ ধনাদি লাভ বা তাহার পালন বা মোক্ষ (শ্রীধর) অথবা যোগশব্দে ধ্যানাদিলাভ এবং মোক্ষশব্দে তৎপালন (শ্রীবিশ্বনাথ) অথবা যোগ—অন্নাদি আহরণ ও ক্ষেম—উহার সংরক্ষণ অথবা নিত্য আমার সহিত অভিযোগ বাঞ্ছারূপ যোগ অর্থে মৎপ্রাপ্তি এবং ক্ষেম অর্থে আমা হইতে অপুনরাবৃত্তি (শ্রীবলদেব)—আমি স্বয়ং বহন করি।

শ্রীবলদেবের টীকার মর্ম্মে পাই—"গৃহস্থের কুটুম্বপোষণভারের ন্যায় ভক্ত-পোষণভার আমারই বহন করা উচিত। এ সম্বন্ধে তিনি বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ৪৪ সংখ্যায় ধৃত "স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ"—সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সূত্রে তাঁহার ভাষ্যের মর্ম্মে পাই—"নিরপেক্ষ ভক্ত নিজের প্রযত্নে অথবা ঈশ্বরের প্রযত্নে স্বীয় দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন? ভগবান্ কোন প্রযত্ন গ্রহণ করেন, ভক্তগণের এরূপ ইচ্ছা নহে; সুতরাং তাঁহারা স্বপ্রযত্নেই দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বর্ত্তমান সূত্র বলিতেছেন—"ভগবান্ স্বয়ংই ভর্ত্তা" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষদের ফলশ্রুতি দর্শন করিয়া আত্রেয় মুনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সর্ব্বেশ্বর হইতেই ভক্তগণের দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, এ বিষয়ে গীতার—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো"—শ্লোক পাওয়া যায়। মৎস্য, কূর্ম্ম ও বিহঙ্গগণ, দর্শন, চিন্তন ও স্পর্শদ্বারা আপন আপন সন্তানদ্গিকে যেরূপ পালন করিয়া থাকে, সেইপ্রকার আমিও।"

সেই অনন্যভক্তগণের মৎপ্রাপণভার আমারই; অর্চ্চিরাদি দেবগণের নহে। এ সম্বন্ধে গীঃ—১২।৬-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ও বেদান্ত চতুর্থ অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, ১৬ সংখ্যায় ধৃত—"বিশেষং চ দর্শয়তি" সূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সূত্রে তাঁহার ভাষ্যের মর্ম্মে পাই—"যাঁহারা নিরপেক্ষ পরম-আর্ত্ত (ভক্ত) তাঁহাদিগের ভগবৎ প্রাপ্তির বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া, ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদ্গিকে প্রাপ্যধামে উপনীত করেন, ইহাই

বিশেষ ব্যবস্থা। বরাহ পুরাণেও পাওয়া যায়—“নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদ্গিতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিত ইতি।।” অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি গতি ব্যতীতও (নিরপেক্ষ ভক্তগণকে) গরুড় স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া যথেচ্ছ ও অবাধে পরমস্থানে উপনীত করি।

শ্রীভগবান্ স্বয়ংই অনন্য ভক্তগণের যোগক্ষেম বহন করেন অর্থাৎ কাহাকেও দিয়া বহন করান না। ইহাতে তাঁহার কোন ভার বোধ নাই, পরন্তু ভক্তবাৎসল্যহেতু ইহা তাঁহার অত্যন্ত সুখদ; যেহেতু অনন্য ভক্তগণ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। নিষ্কাম ভক্তগণের ভগবান্‌কে দিয়া ঐপ্রকার বহন কার্য্য করাইবার কোন প্রকার অভিলাষ না থাকায় তাঁহাদের ইহাতে কোন অপরাধ নাই। ভগবদ্দত্ত ভক্তি অনুকূল বিষয় স্বীকারকে বহির্দৃষ্টিতে ভোগ-অঙ্গীকাররূপ দেখা গেলেও উহা ত্রয়ী-বিদ্যার উপাসকগণের ন্যায় কর্ম্মপ্রাপ্য নহে বা ভক্তিরূপ নিত্যমঙ্গল লাভের পরিপন্থী নহে। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই—

“যে যে জন চিন্তে’ মোরে অনন্য হইয়া।
তা’রে ভিক্ষা দেঙ্ মুঞি মাথায় বহিয়া।।
যেই মোরে চিন্তে’, নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তা’রে।।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে।।
মোর সুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যা’র নাহিক বিনাশ।।
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ পালন।।
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দঢ়।।
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য ‘করি’।
মুঞি যা’র পোষ্টা আছোঁ সবার উপরি।।
সুখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি’ থাক ঘরে।

আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে।।” (অন্ত্য ৫।৫৭-৬৪)

অন্যত্রও পাওয়া যায়—“ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং ব্যর্থাং কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে।।”

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকায় পাই—

“তুমি এরূপ মনে করিবে না যে, সকাম ত্রৈবিদ্য-উপাসক সকল সুখ লাভ করে এবং আমার ভক্তসকল ক্লেশ পা'ন। আমার ভক্তসকল অনন্যরূপে আমাকেই চিন্তা করেন; তাঁহারা দেহযাত্রার জন্য ভক্তি-যোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই স্বীকার করেন; অতএব তাঁহারা—নিত্য অভিযুক্ত; তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন; আমিই তাঁহাদ্গিকে সমস্ত অর্থপ্রদান এবং তাঁহাদের তৎসমুদয় পালন করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি-যোগবিহিত বিষয় স্বীকার করিলে বহির্দৃষ্টিতে সমস্ত বিষয়-ভোগ হয় বটে এবং এ বিষয়ে সকাম প্রতীকোপাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের ভেদ নাই বটে, কিন্তু ভক্তদিগের কাম না থাকিলেও আমি তাঁহাদের যোগ ও ক্ষেম বহন করি। আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহারা আমার প্রসাদে সমস্ত বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন।. প্রতীকোপাসকগণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকরতঃ পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, —তাহাদের নিত্যসুখ নাই। আমি সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হইয়াও ভক্ত-বাৎসল্য বশতঃ ভক্তগণের উপকার চেষ্টা করিয়া আনন্দলাভ করি। তাহাতে আমার ভক্তগণের কিছুমাত্র অপরাধ নাই, যেহেতু তাহারা আমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করে না; আমি স্বয়ং তাহাদের অভাব পূরণ করি”।।২২।।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।২৩।।

অন্বয়—হে কৌন্তেয়! যে (যে সকল) অন্যদেবতা ভক্তাঃ অপি (অন্য দেব ভক্তেরাও) শ্রদ্ধয়া-অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত) (সন্তঃ—হইয়া) যজন্তে (আরাধনা করে) তে অপি (তাহারাও) মাম্ এব (আমাকেই) যজন্তি (পূজা করে) অবিধিপূর্ব্বকম্ (কিন্তু মৎপ্রাপক বিধিরহিত ভাবে) ।।২৩।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! যে সকল অন্যদেবভক্তও শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে কিন্তু মৎপ্রাপক বিধিরহিত ভাবে।।২৩।।

বিশ্বনাথ—ননু চ "জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে" ইত্যনেন ত্বয়া স্বস্যৈবোপাসনা ত্রিবিধোক্তা; তত্র "বহুধা বিশ্বতোমুখম্" ইতি তৃতীয়ায়া উপাসনায়া জ্ঞাপনার্থম্ "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদিনা স্বস্য বিশ্বরূপত্বং দর্শিতম্; অতঃ কর্ম্মযোগেন কর্ম্মাঙ্গভূতেন্দ্রাদিযাজকাস্তথা প্রাধান্যে নৈব দেবতান্তরভক্তা অপি ত্বদ্ভক্তা এব কথং তর্হি তে ন মুচ্যন্তে? যদুক্তং ত্বয়া—"গতাগতং কামকামা লভন্তে" ইতি, "অন্তবত্তু ফলং তেষাম্" ইতি চ তত্রাহ—যেঽপীতি। সত্যং মামেব যজন্তীতি, কিন্ত্ববিধিপূর্ব্বকং—মৎপ্রাপকং বিধিং বিনৈব যজন্ত্যতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে।।২৩।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, 'অন্যে জ্ঞান যজ্ঞদ্বারা'—গীঃ ৯।১৫ এই বাক্যে আপনি নিজের উপাসনা ত্রিবিধা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'বিশ্বরূপ আমাকে নানাভাবে'—এই বাক্যে তৃতীয় উপাসনার কথা জানাইবার জন্য 'আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ' ইত্যাদি বাক্যে নিজের বিশ্বরূপত্ব দেখাইয়াছেন। অতএব কর্ম্মযোগে কর্ম্মাঙ্গভূত ইন্দ্রাদি দেবযাজকগণ এবং প্রধানভাবে দেবতান্তর ভক্তগণঃ তোমারই ভক্ত, তাহা হইলে তাহারা মুক্ত হইবে না কেন? যেহেতু আপনি বলিয়াছেন—'কামকামী ব্যক্তিগণ গতায়াত লাভ করে'—গীঃ ৯।২১;তাহাদিগের ফল অনিত্য—গীঃ ৭।২৩। তদুত্তরে বলিতেছেন—'যেঽপি' ইত্যাদি। সত্য আমাকেই যজন করে, কিন্তু 'অবিধিপূর্ব্বকং'—মৎপ্রাপক বিধি বিনাই যজন করে, অতএব পুনরাবর্ত্তন করে।।২৩।।

অনুবর্ষিণী—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, হে ভগবন্! তুমি—৯।১৬-১৯, শ্লোকে তোমার বিশ্বরূপের কথা বর্ণন করিয়াছ এবং ৯।১৫ শ্লোকে 'বিশ্বতোমুখং' উক্তির দ্বারা বিশ্বরূপোপাসকও তোমার উপাসনা করেন—ইহাও বলিয়াছ, আর বস্তুতঃ তুমি ব্যতীত যখন স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই, তখন ইন্দ্রাদির যাজনকারী বস্তুতঃ তোমারই যাজনকারী, সুতরাং তাহাদের কেন 'গতাগত' অর্থাৎ মুক্তি না হইয়া পুনঃ পুনঃ

জন্মমরণমালা পরিধান করিতে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন যে, অন্য দেবতার ভক্ত, কেবল তাহাদ্গিকেই ভক্তি করিতে চায় অর্থাৎ তাহাদিগের পূজার দ্বারাই শীঘ্র স্ব স্ব কামনা পূর্ণ হইবে এইরূপ বিশ্বাসসহকারে অন্য দেবতার যজন করে। যদি জিজ্ঞাসা হয় কাহারা এইরূপ বিশ্বাসযুক্ত? তাহাদের পরিচয় গীঃ—৭।২০ ও ৪।১২ শ্লোকে পাওয়া যাইবে এবং এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই—"রজস্তমঃ-প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ। পিতৃভূত-প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য-প্রজেপ্সবঃ।।" (১।২।২৭) "ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু...কামকামা যজেৎ সোমং অকামঃ পুরুষং পরম্।।" (২।৩।২-৯) "রজঃ সত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ। উপাসত ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন যথৈব মাম্।।" (১১।২১।৩২) অর্থাৎ সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনিষ্ঠ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের আরাধনা করে, পরন্তু আমার উপাসনা করে না। 'যদিও ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার অংশ বলিয়া, সেই উপাসনা আমারই উপাসনা, কিন্তু আমা হইতে ভিন্ন জ্ঞানে তাহাদের উপাসনা করায়, তাদৃশ উপাসনায় আমার যথাযথ উপাসনা হয়না।' (শ্রীধর)

ঐরূপ অন্য দেবভক্ত অন্য দেবতার যজনে আমারই যজন করিয়া থাকে বটে, যেহেতু আমিই একমাত্র সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা বা সকলের পতি; ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে পাওয়া যাইবে। যদিও দেবগণ 'ভগবত্তনু' বা 'বিভূতিস্বরূপ' যেমন ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—"দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ"—ভাঃ—২।৫।১৫, শ্রুতিঃ বলেন—"য আদিত্যে তিষ্ঠত্যাদিত্বাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরমিত্যাদ্যাঃ"। শ্রীভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তিতেও পাই—"যস্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান ইজ্যাত্মমূর্ত্তির্যজতাং শং তনোতি" (১।১৭।৩৪) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ্ বলেন—'ইজ্যগণের অর্থাৎ ইন্দ্রাদিদেবগণের আত্মমূর্ত্তি অর্থাৎ অন্তর্যামীরূপ; তাঁহারা আত্মমূর্ত্তি সমূহ যাঁহার'। তথাপি দেবভক্তগণ দেবগণকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত কিঙ্কর না জানিয়া, তাঁহাদ্গিকে পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন বলিয়া, তাঁহাদের পূজায় যথাবৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় না; সেইজন্যই

তাঁহারা কৃষ্ণোপাসনার নিত্যফল না পাইয়া অনিত্য দেবোপাসনার অনিত্য ফলই প্রাপ্ত হন্। যদিও ঐ প্রকার দেবগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধার ফল ভগবানই বিধান করিয়া থাকেন, তথাপি দেবভক্ত তাহা জানেন না। ইহা গীঃ—৭।২১-২৩ শ্লোকে পাওয়া যায়। এই নিমিত্তই বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—ঐরূপ দেবপূজার দ্বারা তাঁহার পূজা গৌণভাবে হইলেও ইহা অবিধিপূর্ব্বক যজন, অর্থাৎ যে বিধির দ্বারা পূজা করিলে গতাগতি নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্তিরূপ-নিত্যফল লাভ হয়, তাহা ইহাতে নাই। এইজন্যই দেবভক্তের প্রাপ্তিফল কৃষ্ণভজনের ফল হইতে পৃথক্;ইহা গীঃ—৭।২৩ শ্লোকেই পাওয়া যায়। বর্ত্তমান শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তবর শ্রীঅক্রুরের বাক্যেও পাই—

"সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো।।
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ।।"

(১০।৪০।৯-১০)

এই শ্লোক পাঠ করিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদীসকল বৃষ্টিজলপরিপূর্ণ ও বহুস্রোতবিশিষ্ট হইয়া নানাদিক হইতে যেরূপ এক সমুদ্রেই প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন মার্গের উপাসনাসকল চরমে শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং অন্য দেবপূজার দ্বারাও কৃষ্ণপূজার ফলই লাভ হইবে। কিন্তু এই শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"যোগী-কর্ম্মী প্রভৃতি উপাসকগণ সকলেই আপনাকে যজন করে; যেহেতু আপনিই সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বেশ্বর। যদিও কেহ কেহ নিজদিগকে 'আমরা শিবকে অর্চ্চন করি', 'আমরা সূর্য্যকে', 'আমরা গণেশকে অর্চ্চন করি' বলিয়া অন্য দেবাদিতে বুদ্ধিবিশিষ্ট।"

"আচ্ছা, যদি আমাকেই অর্চ্চন করে, তবে তাহারা আমাকে পায়,— এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—না, এরূপ নহে। তাহাদিগের অর্চ্চনাই আপনাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেই অর্চ্চকগণ নহে।" দৃষ্টান্তদ্বারা সেইরূপই বলিতেছেন। "নদীসমূহ পর্ব্বত হইতে জাত বলিয়া অদ্রিজনিতা। পর্জ্জন্য

বা মেঘদ্বারা আপূরিত হয়। পর্ব্বতসমূহে ইতস্ততঃ বর্ষণশীল মেঘবারিসমূহ একত্র হইয়া নদী হয়। সেই সকল নদী আবার সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া অন্তে সমুদ্রে প্রবেশ করে। গিরি হইতে জাত নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নদীজনক গিরিসমূহ নহে; তদ্রূপই মার্গভূত অর্চ্চনসমূহই আপনাকে প্রাপ্ত হয়, সেই অর্চ্চকগণ নহে। আপনারই সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্ব হেতু অধিষ্ঠান পূজা অধিষ্ঠাতৃত্বে পর্য্যবসিত হয়—এই ন্যায়ানুসারে সর্ব্বদেবপূজাও তদীয় পূজাই। এই উপমাস্থলে—সিন্ধু—ভগবান্, পর্জ্জন্য—বেদ, জল—নানা পূজাবিধি, পর্ব্বত—অধিকারী এবং নানাদেশ-নদী—নানাদেবপূজা। সেই নদীসমূহ যেরূপ নানাদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া সমুদ্রেই গমন করে, তদ্রূপ পূজাও দেবগণ হইতে নিঃসৃত হইয়া বিষ্ণুতেই গমন করে।”

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে উদ্ভুত জল (বাষ্পরূপে) মেঘাকারে পরিণত হইয়া পর্ব্বতোপরি বর্ষিত হয়, পরে সেই জলরাশি একত্র মিলিত হইয়া নদীরূপে যেরূপ নানাদেশের মধ্য দিয়া যাইবার সময় নানাদেশস্থ নদী বলিয়া পরিচিত হইলেও অন্তিমে সেই সমুদ্রেই গমন করে; তদ্রূপ শ্রীভগবান্ হইতে উদ্ভুত বেদের নানাপূজা-বিধিবর্গ অধিকারিগণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া নানাদেবপূজারূপে পরিচিত হইলেও সেই অর্চ্চনাসমূহ দেবগণ হইতে নিঃসৃত হইয়া অন্তিমে বিষ্ণু-ভগবানে গমন করে; কিন্তু অর্চ্চক স্ব স্ব উপাস্য দেবতার নিকটে যায় ও অনিত্যফল লাভ করে, কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা নিত্যমঙ্গল লাভ করে না।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

“বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমিই একমাত্র পরমেশ্বর; আমা হইতে স্বতন্ত্র অন্য কোন দেবতা নাই; আমি স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদাই প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব। সূর্য্যাদি দেবতাকে অনেকে উপাসনা করেন অর্থাৎ প্রপঞ্চ-মধ্যে মায়ার গুণ-দ্বারা প্রতিভাত আমার বৈভব-রূপগুলিকেই প্রপঞ্চবদ্ধ মনুষ্যগণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, তাহারা (মদ্বিভূতি বা দেবগণ) আমার ‘গুণাবতার’; তাহাদের তত্ত্ব এবং আমার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া যাঁহারা আমার

'গুণাবতার' বলিয়া সেই দেবতা-সকলকে ভজন করেন, তাঁহাদের ভজন বৈধ অর্থাৎ উন্নতি-সোপান-সম্মত। যাঁহারা ঐ দেবতা-সকলকে 'নিত্য' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করেন,—এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের নিত্য ফল-লাভ হয় না"।।২৩।।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।।২৪।।

অন্বয়—হি (যেহেতু) অহং এব (আমিই) সর্ব্বযজ্ঞানাং (সকল যজ্ঞের) ভোক্তা চ প্রভুঃ চ (ভোক্তা এবং প্রভু) তু (কিন্তু) তে (তাহারা) মাম্ (আমাকে) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) ন অভিজানন্তি (জানে না) অতঃ (এই হেতু) চ্যবন্তি (মৎপ্রাপক পথ হইতে চ্যুত হয় অর্থাৎ সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে)।।২৪।।

অনুবাদ—(যেহেতু) আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু;কিন্তু তাহারা আমাকে স্বরূপতঃ জানে না, সুতরাং পুনরাবর্ত্তন করে।।২৪।।

বিশ্বনাথ—অবিধিপূর্ব্বকত্বমেবাহ—অহমিতি। দেবান্তররূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুঃ স্বামী ফলদাতা চাহমেবেতি। মান্তু তত্ত্বেন ন জানন্তি;—'যথা সূর্য্যস্যাহমুপাসকঃ সূর্য্য এব ময়ি প্রসীদতু, সূর্য্য এব মদভীষ্টং ফলং দদাতু;—সূর্য্য এব পরমেশ্বর' ইতি তেষাং বুদ্ধির্ন তু পরমেশ্বরো নারায়ণ এব সূর্য্যঃ, স এব তাদৃশশ্রদ্ধোৎপাদকঃ স এব মহ্যং সূর্য্যোপাসনাফলপ্রদ ইতি বুদ্ধিরতস্তত্ত্বতো মদভিজ্ঞানাভাবাত্তে চ্যবন্তে ভগবান্নারায়ণ এব সূর্য্যাদিরূপেণারাধতে ইতি ভাবনয়া বিশ্বতোমুখং মামুপাসীনাস্তু মুচ্যন্ত এব। তস্মান্মদ্বিভূতিষু সূর্য্যাদিষু পূজা মদ্বিভূতিজ্ঞান-পূর্ব্বিকৈব কর্ত্তব্যা, ন ত্বন্যথেতি দ্যোতিতম্।।২৪।।

বঙ্গানুবাদ—অবিধিপূর্ব্বকত্ব কি, তাহাই বলিতেছেন—'অহং' ইত্যাদি। অন্য দেবতারূপে আমিই 'ভোক্তা', 'প্রভুঃ', স্বামী এবং ফলদাতা আমিই। 'মান্তু তত্ত্বেন ন জানন্তি' আমাকে তত্ত্ব অনুসারে জানে না। 'যেরূপ আমি সূর্য্যের উপাসক, সূর্য্য আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, সূর্য্যই আমার অভীষ্ট ফলদান করুন, সূর্য্যই পরমেশ্বর'—তাহাদের এই বুদ্ধি, কিন্তু পরমেশ্বর নারায়ণই সূর্য্য, তিনিই তাদৃশ শ্রদ্ধোৎপাদক, তিনিই আমাকে সূর্য্যোপসনার

ফলপ্রদ—এই বুদ্ধি নহে, অতএব তত্ত্বতঃ—আমার অভিজ্ঞানের অভাবে তাহারা চ্যুত হয়। ভগবান্ নারায়ণই সূর্য্যাদিরূপে আরাধিত হন—এই ভাবনা দ্বারা বিশ্বতোমুখ আমাকে উপাসনাকারিগণ কিন্তু মুক্তই হয়। অতএব আমার বিভূতি সূর্য্যাদির পূজা আমার বিভূতিজ্ঞান পূর্ব্বকই কর্ত্তব্য, অন্য প্রকার নয়, ইহাই দ্যোতিত হইল।।২৪।।

অনুবর্ষিণী—অন্য দেবভক্তের যজন অবিধিপূর্ব্বক কেন? এবং তাহার ফল কিরূপ? তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। আমিই যে ইন্দ্রাদিরূপে সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং আমিই যে সকলের প্রভু, পালক ও সর্ব্বফলদাতা এবং দেবগণ যে আমারই বিভূতিস্বরূপ তাহা না জানিয়া, অন্য দেবভক্তগণ দেবগণকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও ফলদাতা বুদ্ধিতে বিশ্বাস সহকারে পূজা করে, কিন্তু আমার তত্ত্ব অবগত নহে বলিয়া আমার প্রতি শ্রদ্ধা-রহিত—ইহাই তাহাদের পূজার অবিধি। এইরূপ অতাত্ত্বিক উপাসনার ফলস্বরূপে তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয়, অর্থাৎ পুনরাবর্ত্তন লাভ করে।

কিন্তু সূর্য্যাদি দেবতাকে মদ্বিভূতি জ্ঞানে পূজা করিলে ক্রমশঃ উন্নততর সোপানে আরোহণপূর্ব্বক, মদ্‌ভক্তকৃপায় মদীয় স্বরূপের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাতেই বুদ্ধি পরিনিষ্ঠিত হইতে পারে। শ্রুতিতে পাই—"নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ, সর্ব্বদেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে নারায়ণে প্রলীয়ন্তে।" স্মৃতিতেও পাই,—"ব্রহ্মাশম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা।। জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা। বিতেজসশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি তে"। এতৎপ্রসঙ্গে কঠ—১৩।১, শ্বেতাশ্বঃ—৬।১৬ এবং তৈঃ—২।৮ শ্রুতিও দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যে সকল দেবতার ও পরেশ বিষ্ণুর ভেদ দৃষ্ট হয় এবং ঐ সকল দেবতা হইতে শ্রীবিষ্ণুর পরত্বও জানা যায়। তবে যে কোন কোন স্থলে শ্রীবিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার সমানাধিকরণ দেখা যায়, সে স্থলে ঐ সকল দেবতাকে তদায়ত্ব-বৃত্তি অর্থাৎ উহাদের সামর্থ্য বিষ্ণুর অধীন বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

শ্রীভাগবতেও পাই,—"প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপং যৎ...সূর্য্যমাত্মানমীমহি" (৫।২০।৫) অর্থাৎ সেই পুরাণপুরুষ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ সূর্য্যদেবের শরণাগত হই। বিষ্ণুই যে সকাম ব্যক্তিগণের নিকট সূর্য্যাদিরূপে স্বীয় বিভূতি প্রকাশ করেন ইহা অন্য দেবভক্তগণ জানে না।

কেহ যদি মনে করেন যে, তাহা হইলে সর্ব্বদেবতাকে নারায়ণ মনে করিয়া পূজা করিলে ত' ভাল। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—নারায়ণ হইতেই সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় জানা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া সকলে নারায়ণ নহে। যাহারা ভগবানের সহিত অন্য দেবতা বা জীবকে সমজ্ঞান করে তাহারা অপরাধী। এ বিষয়ে শাস্ত্র বলেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্।।"

দেবগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা যেমন অবিধি, সেই প্রকার ঈশ্বরের সহিত সমজ্ঞানও পাষণ্ডতা। অতএব দেবগণকে নারায়ণের বিভূতিজ্ঞান পূর্ব্বক পূজা করা বিশ্বরূপোপাসকগণের পক্ষে বিধি-সম্মত। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে দ্বিবিধ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়,—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদৌ—অন্তর্যামি ভগবদ্দৃষ্ট্যৈব সর্ব্বারাধনং বিহিতম্। বিষ্ণুযামলাদৌ তু—বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া। বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরমিত্যাদি প্রকারেণ বিহিতমিতি।।২৪।।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।।২৫।।

অন্বয়—দেবব্রতাঃ (দেবপূজকগণ) দেবান্ যান্তি (দেব-লোক প্রাপ্ত হন), পিতৃব্রতাঃ (পিতৃ-পূজকগণ) পিতৄন্ যান্তি (পিতৃলোক প্রাপ্ত হন), ভূতেজ্যাঃ (ভূত-পূজকগণ) ভূতানি যান্তি (ভূতলোক প্রাপ্ত হন), মদ্‌যাজিনঃ (মদুপাসকগণ) মাম্ অপি (আমাকেই) (যান্তি—প্রাপ্ত হন) ।।২৫।।

অনুবাদ—দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক লাভ করেন, ভূতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন ও আমার

পূজাপরায়ণগণ আমাকেই পাইয়া থাকেন।।২৫।।

বিশ্বনাথ—ননু চ তত্তদ্দেবতাপূজাপদ্ধতৌ যো যো বিধিরুক্তস্তেনৈব বিধিনা সা সা দেবতা পূজ্যত এব। যথা বিষ্ণুপূজাপদ্ধতৌ য এব বিধিস্তেনৈব বৈষ্ণবা বিষ্ণুং পূজয়ন্ত্যতঃ দেবতান্তরভক্তানাং কো দোষঃ ইতি চেৎ? সত্যং, তর্হি তাং তাং দেবতাং তদ্ভক্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যেব ইত্যয়ং ন্যায় এব ইত্যাহ—যান্তীতি। তেন তত্তদ্দেবতানামপি নশ্বরত্বাৎ তত্তদেবতাভক্তাঃ কথমনশ্বরা ভবন্তু। "অহন্ত্বনশ্বরো নিত্যো মদ্ভক্তা অপ্যনশ্বরাঃ" নিত্যা এবেতি দ্যোতিতম্—"ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ" ইতি, "একো নারায়ণ এবাসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ" ইতি, "পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপরূপো মে পুরস্তাদাবর্বির্ভূব" ইতি, "ন চ্যবন্তে চ মদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াদপি" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ।।২৫।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল যে, সেই সেই দেবতার পূজাপদ্ধতিতে যে যে বিধি কথিত হইয়াছে, সেই সেই বিধিরই দ্বারা সেই সেই দেবতা পূজিত হন। যেরূপ বিষ্ণু পূজা পদ্ধতিতে যে বিধি আছে, সেই বিধিরই দ্বারা বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে পূজা করেন, অতএব অন্য দেবভক্তগণের দোষ কি? সত্য, তাহা হইলে সেই দেবভক্তগণ সেই সেই দেবতাকেই লাভ করে, এই ন্যায়। তাই বলিতেছেন—'যান্তি' ইত্যাদি। সেই সেই দেবতাগণ নশ্বর বলিয়া সেই সেই দেবতাভক্তগণ কি প্রকারে অনশ্বর হইবে? 'আমিই অনশ্বর ও নিত্য, আমার ভক্তেরাও অনশ্বর অর্থাৎ নিত্য', ইহাই দ্যোতিত—'অনন্ত-সংজ্ঞক এক আপনিই বর্ত্তমান থাকেন'—ভা ১০।৩।২৫। 'পূর্ব্বে এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও নহেন, শিবও নহেন'; 'পরার্দ্ধান্তে তিনি বুঝিলেন যে আমার গোপরূপ সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন' (গোঃ তাঃ), 'আমার ভক্তগণ সুমহৎ প্রলয়েও চ্যুত বা পুনরাবর্ত্তিত হন না'—ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়।।২৫।।

অনুবর্ষিণী—অন্য দেবাদি-ভক্তগণের সহিত ভগবদ্ভক্তের পার্থক্য ও উভয়ের প্রাপ্তিফলেরও পার্থক্য বর্ত্তমান শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন। কেহ যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, বিষ্ণু-পূজার বিধি-অনুসারে যেমন বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু-পূজা করেন, দেবাদি-ভক্তগণও তত্তৎ পূজার বিধি-

অনুসারেই তাহাদের স্ব স্ব উপাস্যের পূজা করিয়া থাকেন; তবে ইহা কিরূপে অবিধি বলা যাইতে পারে? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যদি তাহাই হয়, তবে যিনি যাঁহার উপাসক তিনি তাঁহাকেই পাইবেন, ইহাই ন্যায়;এবং যেহেতু দেবাদিলোক বা দেবগণ নশ্বর সেইহেতু তাহাদের উপাসকগণও নশ্বর ফল লাভ করিবেন, আর আমি অনশ্বর বলিয়া মদ্‌যাজী মদ্ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া অনশ্বর ফল লাভ করেন।

অবশ্য এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে পূর্ব্বোক্ত দেবোপাসকগণের পূজাবিধি 'গতাগত নিবর্ত্তকা মৎপ্রাপক বিধিবিনাই' (শ্রীবলদেব)—ইহাই এখানে অবিধির তাৎপর্য্য।

শ্রীবলদেবের টীকার মর্ম্মে পাওয়া যায়,—

যদিও তত্তদ্দেবাদিরূপে একমাত্র আমিই অবস্থিত, তথাপি তদ্রূপতাযুক্ত মজ্জ্ঞানাভাব বশতঃই তাহারা আমাকে পায় না। আর ইহাও লক্ষ্যের বিষয় যে, যাহারা 'দেবব্রতা' ও 'পিতৃব্রতা' তাহারাই কিন্তু দেব ও পিতৃপূজক হন এবং ভূত-পূজকগণেরও ভূতাদির প্রতিই ইজ্য বা পূজ্যবুদ্ধি। যেমন শ্রীভাগবতে পাই—"সমশীলা ভজন্তি বৈ" (ভাঃ—১।২।২৭)। দেবপূজকগণ সাত্ত্বিক দর্শ-পৌর্ণমাস্যাদি দ্বারা ইন্দ্রাদির যজন করে, পিতৃপূজকগণ রাজস শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের দ্বারা পিতৃপুরুষের যজন করে, আর ভূতপূজকগণ তামস তত্তদ্বলির দ্বারা যক্ষ-রক্ষ-বিনায়কগণের পূজা করিয়া থাকে। মদ্‌যাজী মদ্ভক্তগণ কিন্তু নির্গুণ, তাঁহারা সুলভ দ্রব্যের দ্বারা আমারই অর্চ্চন করিয়া থাকেন।

কেহ যদি বলেন যে দেবভক্তেরাও ত' তোমাকে শ্রদ্ধা করে, যেহেতু সর্ব্বদেবপূজার মধ্যে নারায়ণ পূজা দেখা যায়। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উহা কেবল কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত, উহাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা বলে না। অন্যদেবাদি-ভক্তগণ মনে করেন, আমরা ইন্দ্রাদির উপাসক, ইন্দ্রাদি আমাদের উপাস্য এবং আমাদের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রাদিই আমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করিবেন। আর আমার ভক্তগণ মনে করেন, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বেশ্বর বাসুদেব তত্তদ্দেবতারূপে অবস্থিত আমাদের স্বামীসুলভ উপাচারে আরাধিত হইয়া আমাদের সর্ব্ব অভীষ্টই প্রদান করিবেন। সাধারণভাবে উভয় কর্ম্ম

সমানরূপে দৃষ্ট হইলেও, দেবাদিভক্তগণ মদ্ভাবনা-বৈমুখ্য হেতু অনিত্য দেবলোকে পরিমিত ভোগান্তে বিনাশ লাভরূপ নশ্বর ফল প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ কিন্তু অনাদিনিধন, ভক্তবৎসল আমাকে পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন না; পরন্তু আমার সহিত আমার ধামে অনন্তসুখ অনুভব করতঃ তাঁহারা বিলাস করেন।।২৫।।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।২৬।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) মে (মহ্যম্—আমাকে) পত্রং (পত্র) পুষ্পং (পুষ্প) ফলং (ফল) তোয়ং (জল) প্রযচ্ছতি (প্রদান করেন) অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্তজনের) ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত) তৎ (তাহা) অশ্নামি (গ্রহণ করি)।।২৬।।

অনুবাদ—যিনি ভক্তিযুক্তচিত্তে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রদান করিয়া থাকেন, আমি শুদ্ধচিত্ত সেই ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত সেই সমস্তই গ্রহণ করিয়া থাকি।।২৬।।

বিশ্বনাথ—বরং দেবতান্তরভক্তাবায়াসাধিক্যং, ন তু মদ্ভক্তাবিত্যাহ—পত্রমিতি। অত্র ভক্ত্যেতি কারণং,—তৃতীয়ায়াং ভক্ত্যুপহৃতমিতি পৌনরুক্তং স্যাৎ, অতঃ সহার্থে তৃতীয়া, ভক্ত্যা সহিতা, মদ্ভক্তা ইত্যর্থঃ। তেন মদ্ভক্তিভিন্নো জনস্তাৎকালিক্যা ভক্ত্যা যৎ প্রযচ্ছতি, তৎ তেনোপহৃতমপি পত্রপুষ্পাদিকং নৈবাশ্নামীতি দ্যোতিতম্। ততশ্চ মদ্ভক্ত এব পত্রাদিকং যদ্দদাতি, তৎ তস্যাহমশ্নামি যথোচিতমুপযুঞ্জে। কীদৃশম্? ভক্ত্যা উপহৃতং, ন তু কস্যচিদনুরোধাদিনা দত্তমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, মদ্ভক্তস্যাপ্যপবিত্রশরীরত্বে সতি নাশ্নামীত্যাহ—প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধশরীরস্যেতি রজস্বলাদয়ো ব্যাবৃত্তাঃ; যদ্বা, প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য মদ্ভক্তং বিনা নান্যঃ শুদ্ধান্তঃকরণ ইতি। "ধৌতাত্মাপুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি" ইতি পরীক্ষিদুক্তেঃ মৎপাদসেবাত্যাগাসামর্থ্যমেব শুদ্ধচিত্তত্বচিহ্নম্; অতঃ ক্বচিৎ কামক্রোধাদিসত্ত্বেঽপি উৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশবত্তস্যাকিঞ্চিৎকরত্বং জ্ঞেয়ম্।।২৬।।

বঙ্গানুবাদ—বরং অন্যদেবতার আরাধনায় আয়াস বা ক্লেশ অধিক,

কিন্তু আমার ভক্তিতে তাহা নহে অর্থাৎ আমার ভক্তি অনায়াস-সাধ্য, তাই বলিতেছেন—'পত্রম্' ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে ভক্তিই কারণ—তৃতীয় পাদে 'ভক্ত্যুপহৃতম্' অর্থাৎ ভক্তিসহকারে প্রদত্ত উপহার এই কথার পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব সহার্থে তৃতীয়া, ভক্তিসহ, আমার ভক্তগণ এই অর্থ। তদ্দ্বারা আমার ভক্ত ভিন্ন অন্য ব্যক্তি তাৎকালিক ভক্তিসহকারে যাহা প্রদান করে, তৎকর্তৃক সেই তাৎকালিক ভক্তিসহকারে প্রদত্ত পত্রপুষ্পাদি গ্রহণ করি না—ইহাই বুঝাইতেছে। অতএব আমার ভক্ত পত্রাদিক যাহাই দেন তাহার সেই দ্রব্যই 'অহমশ্নামি'—যথোচিত উপভোগ করি। কি প্রকার? ভক্তিসহকারে সমর্পিত, কিন্তু কাহারও অনুরোধাদিতে দত্ত নহে, এই অর্থ। আরও আমার ভক্তেরও শরীর অপবিত্র হইলে গ্রহণ করি না, তাই বলিতেছেন—প্রযতাত্মনঃ—যাহার শরীর শুদ্ধ তাহার, ইহাতে রজস্বলাদি নিষিদ্ধ হইতেছে। অথবা প্রযতাত্মা—যাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ, তাহার। আমার ভক্ত ব্যতীত আর কেহ শুদ্ধান্তঃকরণ নহে। পরীক্ষিতের উক্তি—"ধৌতাত্ম-পুরুষ কৃষ্ণপাদপদ্ম ত্যাগ করেন না" (ভাঃ ২।৮।৬।) আমার পাদসেবা ত্যাগে অসামর্থ্যই শুদ্ধচিত্তত্বের চিহ্ন; অতএব কাহারও চিত্তে কামক্রোধাদি দেখিলেও তাহা উৎপাটিত-বিষদন্ত-সর্পের দংশনের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর জানিতে হইবে।।২৬।।

অনুবর্ষিণী—ভগবদ্ভজনের অক্ষয় ও অনন্তফল বর্ণনান্তে উহার সুখসাধ্যত্ব বর্ণন করিতেছেন। পত্র, পুষ্প, ফল বা জল যে কোন সুলভ দ্রব্যই ভক্তিসহকারে উপহৃত হইয়া ভক্তি অর্থাৎ প্রীতিভরে শ্রীভগবানকে প্রদত্ত হয়, অনন্ত বিভূতিশালী, পূর্ণকাম, তিনি উহা যথোচিত উপভোগ করেন। অথবা ভক্তের প্রীতিতে তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণার উদ্রেক হেতু ভক্তের ভক্তির আবেশ বশতঃই সেই সকল দ্রব্য আহার করেন। যথা ভক্ত বিদুরের গৃহে তৎপত্নীর হস্তে শ্রীকৃষ্ণ কলার বাক্‌লা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয় সখা সুদামা-বিপ্রের আনীত উপায়ন গ্রহণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ"।।

(১০।৮১।৪) এই শ্লোকে শ্রীলচক্রবর্ত্তী পাদের টীকার মর্ম্মে পাই—ভক্তিতে উপহৃত বলিয়া পুনরায় ভক্তিসহকারে প্রদত্ত উল্লেখ থাকায় ভক্তজন যাহা প্রদান করেন, তাহা ভক্তিতেই প্রদত্ত হয় বলিয়া ভগবান্ স্নেহভরে গ্রহণ করেন, কাহারও অনুরোধে নয়। ইহার অর্থ—বস্তু স্বাদু বা অস্বাদু হউক কিন্তু ইহা স্বাদু এই বুদ্ধি দ্বারা আমার ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক যাহা দেয় তাহা আমার অতি স্বাদু হয়, এখানে আমার কোন বিচার থাকে না। আমি আহার করি অর্থাৎ ঘ্রাণের যোগ্য, আহারের অযোগ্য পুষ্পও আমি ভক্তের প্রেমে মোহিত হইয়া ভক্ষণ করি। কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে দেবতান্তর ভক্তের ভক্ত্যুপহৃত বস্তু কি ভগবান্ খান্ না? তদুত্তরে বলেন—না, মদ্ভক্ত যাহা দেয় তাহাই। নাভির যজ্ঞে আবির্ভূত শ্রীভগবানকে ঋত্বিকগণ বলিয়াছিলেন—"পরিজনানুরাগ-বিরচিত...সংভৃতয়া সপর্য্যয়া কিল পরম পরিতুষ্যসি"। (ভাঃ—৫।৩।৫) অর্থাৎ আপনার নিজ জন অনুরাগভরে বাষ্পগদ্গদ-স্তুতিবাক্য, জল, শুদ্ধ পল্লব, তুলসী ও দুর্ব্বাঙ্কুর দ্বারাও সুষ্ঠুভাবে আপনার যেপূজা সম্পাদন করেন, আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজার দ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন শ্রীহরিভক্তিবিলাসে গৌতমীয় তন্ত্রবাক্যে পাই,—'তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ।।" শ্রীমহাপ্রভু ভক্ত শুক্লাম্বরের ভিক্ষাঝুলি হইতে তণ্ডুল লইয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিয়াছেন—"প্রভু বলে—তোর খুদ্‌কণ মুঞি খাও। অভক্তের অমৃত উলটি না চাও"। দেবর্ষি নারদ প্রচেতাগণকে বলিয়াছেন—"ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং"। (ভাঃ—৪।৩১।২১।) শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—"ভূর্য্যপ্যভক্তোপাহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে"। (ভাঃ—১১।২৭।১৮ এবং শ্রীসুদামাকেও বলিয়াছেন, —"অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্য্যেব মে ভবেৎ। ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে"।। (ভাঃ—১০।৮১।৩।) অর্থাৎ ভক্তজনের উপহার অণুমাত্র হইলেও আমার নিকট উহা প্রভূতরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু অভক্তজনের উপাহৃত প্রচুর বস্তুও আমার সন্তোষবিধান করিতে সমর্থ হয় না।

এক্ষণে এই ভক্তের বৈশিষ্ট্য বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—'প্রযতাত্মা'

অর্থাৎ আমার ভক্তির দ্বারাই শুদ্ধান্তঃকরণ হয়, অন্য উপায়ে নহে, অথবা ভক্তিতেই প্রকৃষ্ট 'যতমান মানস'; তাঁহারই দ্রব্য আহার করি, অন্যের নহে। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই—প্রযতাত্মা অর্থাৎ বিশুদ্ধমনা বা নিষ্কাম। নিষ্কাম মদনুরক্ত ভক্তের দ্বারা অর্পিত বস্তুই গ্রহণ করি, তদ্বিপরীত জনের অর্পিত কিন্তু গ্রহণ করি না। এমন কি দ্বিজত্ব, তপস্বিত্বাদিও সূচনা করে না। আমাতে যাঁহারা সমর্পিত আত্মা তাঁহাদেরই ভক্তি সিদ্ধ হয়। শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদের বাক্যেও পাই,—"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ"—অর্থাৎ 'অর্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত'। (শ্রীধর) শ্রীভাগবতে পরীক্ষিতের উক্তিতে পাওয়া যায়, ধৌতাত্মাপুরুষ কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা ত্যাগ করেন না, ইহাই তাঁহার শুদ্ধচিত্তত্বের লক্ষণ।

"দেবতান্তরের উপাসকগণ অনেক আয়াসপূর্ব্বক বহু সম্ভার দ্বারা আমাকে কেবল তাৎকালিক শ্রদ্ধাসহকারে যে পূজা করে, আমি তাহা গ্রহণ করি না; যেহেতু তাহারা কেবল কোন উপরোধক্রমে আমার পূজা করিয়া থাকে"। —শ্রীল ভক্তিবিনোদ।।২৬।।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।।২৭।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! যৎ করোষি (যে কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান কর), যৎ অশ্নাসি (যে কিছু দ্রব্য ভোজন কর), যৎ জুহোষি (যাহা হোম কর), যৎ দদাসি (যাহা দাও), যৎ তপস্যসি (যাহা তপ কর), তৎ (সেই সকল) মদর্পণম্ (আমাতে সমর্পণ) কুরুষ্ব (কর)।।২৭।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! তুমি যে কিছু কর্ম্ম কর, যে কিছু দ্রব্য ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে কিছু তপস্যা কর, সে সকলই আমাতে সমর্পণ কর।।২৭।।

বিশ্বনাথ—ননু চ "আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী" ইত্যারভ্য এতাবতীষু ত্বদুক্তাসু ভক্তিষু মধ্যে খল্বহং কাং ভক্তিং করবৈ ইত্যপেক্ষায়াং, ভো অর্জ্জুন, সাম্প্রতং তাবত্তব কর্ম্মজ্ঞানাদীনাং ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টায়াং কেবলায়ামনন্যভক্তৌ নাধিকারঃ নাপি নিকৃষ্টয়াং সকামভক্তৌ তস্মাত্ত্বং **নিষ্কামাং কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রাং প্রধানীভূতামেব ভক্তিং কুর্ব্বিত্যাহ—যৎ**

করোষীতি দ্বাভ্যাম্। লৌকিকং বৈদিকং বা যৎ কর্ম্ম ত্বং করোষি, যদশ্নাসি ব্যবহারতো ভোজনপানাদিকং যৎ করোষি, যত্তপস্যসি তপঃ করোষি, তৎ সর্ব্বং ময্যেবার্পণং যস্য তৎ যথা স্যাৎ, তথা কুরু। ন চায়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগ এব, ন তু ভক্তিযোগ ইতি বাচ্যম্। নিষ্কামকর্ম্মিভিঃ শাস্ত্রবিহিতং কর্ম্মৈব ভগবত্যর্প্যতে, নতু ব্যবহারিকং কিমপি কৃতং, তথৈব সর্ব্বত্রদৃষ্টেঃ; ভক্তৈস্তু স্বাত্মমনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ব্যাপারমাত্রমেব স্বেষ্টদেবে ভগবত্যর্প্যতে। যদুক্তং ভক্তিপ্রকরণ এব—"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ।।" ইতি। ননু চ জুহোষীতি হবনমিদমর্চ্চনভক্ত্যঙ্গভূতং বিষ্ণূদ্দেশ্যকমেব তপস্যতীতি তপোঽপ্যেতদেকাদশ্যাদিব্রতরূপমেব, অত ইয়মনন্যৈব ভক্তিঃ কিমিতি নোচ্যতে? সত্যং; অনন্যা ভক্তির্হি কৃত্বাপি ন ভগবত্যর্প্যতে, কিন্তু ভগবত্যর্পিতৈব ক্রিয়তে; যদুক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃস্মরণম্" ইত্যত্র "পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ" ইতি, "ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ক্রিয়েত।" ইত্যস্য ব্যাখ্যা চ শ্রীস্বামিচরণানাং— "ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ ক্রিয়তে, সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত" ইত্যতঃ পদ্যমিদং ন কেবলায়াং পর্য্যবসেদিতি।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, 'আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী' (গীঃ ৭।১৬) হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্য্যন্ত তোমার কথিত নানা প্রকার ভক্তির মধ্যে আমি কোন্ প্রকারের ভক্তি অনুসরণ করিব? এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, সম্প্রতি তুমি কর্ম্মজ্ঞানাদি পরিত্যাগ করিতে অশক্ত, এজন্য সর্ব্বোৎকৃষ্টা, কেবলা, অনন্যা ভক্তিতে তোমার অধিকার নাই, অথচ নিকৃষ্টা সকাম ভক্তিতেও নাই; অতএব তুমি নিষ্কাম কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তি কর, তাই বলিতেছেন—'যৎ করোষি' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। লৌকিক বা বৈদিক যে কর্ম্ম তুমি কর, 'যদশ্নাসি'— ব্যবহারতঃ যাহা ভোজন ও পান কর, 'যত্তপস্যসি'—তপ কর, সেই সকল যাহাতে আমাতেই অর্পিত হইতে পারে, এইরূপভাবে কর। ইহা কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অথবা ভক্তিযোগ কথিত হইল না। নিষ্কাম

কর্ম্মপরায়ণগণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই ভগবানে অর্পণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যবহারিক কৃতকর্ম্ম নহে। এইরূপই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভক্তগণ স্বকীয় আত্মা, মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার মাত্রই নিজ ইষ্টদেব ভগবানে অর্পণ করেন। যেরূপ ভক্তিপ্রকরণে কথিত হইয়াছে (ভাঃ—১১।২।৩৬)—'শরীর, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, বুদ্ধি অথবা আত্মদ্বারা কিম্বা স্বভাবের অনুসরণক্রমে ভক্ত যাহা যাহা করেন, সে সকলই পরাৎপর নারায়ণকে সমর্পণ করিয়া থাকেন।' যদি বল যে, 'জুহোষি—হবনকার্য্য অর্চ্চন ভক্তির অঙ্গভূত, বিষ্ণুর উদ্দেশকমাত্র, তপস্যতি—এই তপও একাদশ্যাদি ব্রতরূপ, অতএব ইহা অনন্যা ভক্তি বলিয়া কথিত হয় না কেন?' উত্তর—সত্য, অনন্যাভক্তি-সহকৃত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া ভগবানে অর্পিত হয় না, কিন্তু ভগবানে অর্পিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়। যেরূপ শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—'বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ' তথায় 'পুরুষকর্ত্তৃক বিষ্ণুতে অর্পিত'। 'নবলক্ষণ-যুক্ত ভক্তি করে' (ভাঃ ৭।৫।১৮-১৯) শ্রীধরস্বামিপাদ ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'ভগবান্ বিষ্ণুতে ভক্তি করে, বিষ্ণুতে অর্পণপূর্ব্বক যদি করে, কিন্তু অনুষ্ঠান করিয়া পরে অর্পণ নহে' অতএব এই পদ্য কেবলা ভক্তিতে পর্য্যবসিত নহে।।২৭।।

অনুবর্ষিণী—যাহারা ভগবৎ-বর্ণিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অনন্যাভক্তি আশ্রয় করিতে অসমর্থ, অথচ নিকৃষ্টা সকাম ভক্তি যাজন করিতেও ইচ্ছা নাই, তাহাদের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা প্রধানীভূতা-ভক্তি আশ্রয় করিবার উপদেশ প্রদান করিতে গিয়া, শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া লোক-সংগ্রহের নিমিত্তই নিখিল কর্ম্মার্পণরূপা ভক্তির শিক্ষা দিতেছেন।

লৌকিক, বৈদিক, যাবতীয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ কর, এই ভগবদুক্তির দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, যিনি যাহা ইচ্ছা করুন বা যাহা ইচ্ছা খান, তাহাতে কোন দোষ নাই, শেষে কেবল ভগবানে সমর্পণ করার ভাণ থাকিলেই হইল;অথবা বৈদিক কর্ম্মেও যিনি যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যেই যে কোন সঙ্কল্পসহকারে যে কোন কর্ম্মই করুন, কেবল পরিশেষে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণের ন্যায় 'শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণমস্তু' বলিয়া মন্ত্র পড়িলেই সমর্পণ

হইয়া যাইবে। এই জন্য শ্রীধর, শ্রীবলদেব ও শ্রীবিশ্বনাথ সকলেই এই শ্লোকের টীকায় এইরূপ মর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন যে,—যাহাতে সেই সকল যথাযথ ভগবানে অর্পিত হয় তাহা কর, অর্থাৎ তদুদ্দেশ্যে কৃতকর্ম্মই তাঁহাতে সমর্পণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—"কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়া" (ভাঃ—১।৫।৩৬) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ কর্ম্মীর ও ভক্তের কর্ম্ম সমর্পণের ভেদ প্রদর্শন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"কর্ম্মিগণ কর্ম্মের বৈফল্য না হয় তজ্জন্য অন্য দেবোদ্দেশে নিজ কাম পূরণের জন্য কৃতবৈদিক কর্ম্মও অর্পণ করেন, ভক্তগণ কিন্তু ভগবানই একমাত্র স্বামী, ইহা জানিয়া স্বকর্ত্তব্য বৈদিক, লৌকিক ও দৈহিক কর্ম্ম স্বপ্রভুর দ্বারা প্রবর্ত্তমান হইয়া, যত্নকৃত সকল কর্ম্মই তাঁহাতে সমর্পণ করেন, উভয়ের মধ্যে এই মহান্ ভেদ।

শ্রীভাগবতে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবির বাক্যেও পাই,—"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ"—(১১।২।৩৬)—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"কায়-মনো-বাক্য এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সকল কার্য্য ভগবানের সেবার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলে উহাদিগকে কর্ম্মীর সাধারণ ভোগপর 'ধর্ম্ম' বলিয়া জানিতে হইবে না। ভগবানের প্রতি সেই সকল কর্ম্মের ফল সমর্পিত হইলে, জীবের ভগবদ্বিমুখতাক্রমে কর্ম্ম-গ্রহিতা-জনিত অমঙ্গলসমূহ বদ্ধজীবকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্বরূপাবস্থিত জীব সকল কার্য্যই ভগবৎ-সেবনোদ্দেশে করিয়া থাকেন এবং তাঁহার আদর্শানুসরণ-ক্রমে উন্নত হইবার চেষ্টায় সুকৃতিমন্ত কর্ম্মি-সম্প্রদায় কর্ম্মজন্য ফলসমূহ ভগবৎ-পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। যদিও ইহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিপর্য্যায়ে গণিত, তথাপি ক্রমোন্নতিবশতঃ শুদ্ধভক্তিতে পর্য্যবসিত করাইবে। কর্ম্মকাণ্ডের ফল ভোগবাদ হইতে ক্রমপন্থায় অনর্থসমূহ নিবৃত্ত হইলে কেবলাভক্তি সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধান করিবে।"

"যৎ করোষি" শ্লোকের টীকায় শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"ভক্তাধিকারিদের শ্রেণী চারিটি, —আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী।

ভক্তিপদারূঢ় হইবার প্রাগবস্থায় তাহাদের সাধন তিন প্রকার,—অহংগ্রহোপাসনা, প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বরূপোপাসনা। ভক্তিপদারূঢ় হইবার সময় মানবের সংসার-সম্বন্ধে ব্যবহার চারি প্রকার,—সকাম-কর্ম্মযোগ, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ। এই সমস্ত বলিয়া বিশুদ্ধ ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলাম। হে অর্জ্জুন, এখন তুমি তোমার স্বীয় অধিকার স্থির করিয়া লও। তুমি ধর্ম্মবীরস্বরূপ—আমার সহিত অবতীর্ণ হইয়া আমার লীলা-পুষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত আছ; অতএব তুমি নিরপেক্ষ (শান্ত) ভক্ত বা সকাম-ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইতে পার না; অতএব নিষ্কাম-কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই তোমাকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে;এতন্নিবন্ধন তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর, যাহা তপস্যা কর, তৎ-সমুদয়ই আমাতে অর্পণ কর। ব্যবহারিক মতে অন্যসঙ্কল্পসহকারে কর্ম্ম কৃত হইয়া গেলে কর্ম্ম-জড়-লোকগণ অবশেষে উহা আমাকে অর্পণ করে;উহা কিছুই নয়। মূলে আমাতেই কর্ম্ম অর্পণ করিয়া ভক্তি অনুষ্ঠান কর"।।২৭।।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।।২৮।।

অন্বয়—এবং (এইরূপ) (কুর্ব্বন্—করিলে) শুভাশুভফলৈঃ (শুভাশুভ ফলরাশি হইতে) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (কর্ম্মবন্ধন সমূহ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) বিমুক্তঃ (বিমুক্ত) (সন্—হইয়া) সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা (কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগ দ্বারা যুক্তচিত্ত) (ত্বম্—তুমি) মাম্ (আমাকে) উপৈষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে)।।২৮।।

অনুবাদ—এইরূপ করিলে অনন্ত শুভাশুভ ফলরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, বিমুক্ত হইয়া কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগ-দ্বারা যুক্তচিত্ত তুমি আমাকে পাইবে।।২৮।।

বিশ্বানাথ—শুভাশুভফলৈরনন্তৈঃ কর্ম্মরূপৈবন্ধনৈর্বিমোক্ষ্যসে। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইতি শ্রুতেঃ, সন্ন্যাসঃ কর্ম্মফলত্যাগঃ; স এব যোগঃ তেন যুক্ত আত্মা মনো যস্য সঃ। ন কেবলং মুক্ত এব ভবিষ্যসি, অপি তু

বিমুক্তো মুক্তেম্বপি বিশিষ্টঃ সন্ মামুপৈষ্যসি সাক্ষাৎ পরিচরিতুং মন্নিকটমেষ্যসি;—"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিস্বপি মহামুনে।।" ইতি স্মৃতেঃ। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্ম ন ভক্তিযোগম্" ইতি শুকোক্তেঃ, মুক্তেঃ সকাশাদপি সাক্ষান্মৎপ্রেমসেবয়া উৎকর্ষোঽয়মেবেতি ভাবঃ।।২৮।।

বঙ্গানুবাদ—'শুভ' ইত্যাদি। অনন্ত শুভাশুভ ফল দ্বারা কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে। 'শ্রীকৃষ্ণের ভজনই ভক্তি', এই ভক্তি ইহ ও পরলোকের ফলাভিসন্ধি বিবর্জ্জিত হইয়া উহাতে মানস কল্পনাই 'নৈষ্কর্ম্য'—(গোঃ তাঃ)। 'সন্ন্যাসঃ'—কর্ম্মফলত্যাগ, তাহাই যোগ, তদ্দ্বারা যুক্ত আত্মা—অর্থাৎ মন যাহার তিনি। তুমি কেবল মুক্ত হইবে না, কিন্তু 'বিমুক্ত'—মুক্তগণের মধ্যে বিশিষ্ট হইয়া 'মামুপৈষ্যসি'—সাক্ষাৎ পরিচর্য্যা করিতে আমার নিকট আসিবে;—'হে মহামুনে এইরূপ কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্ল্লভ, (ভাঃ ৬।১৪।৫) 'তিনি মুক্তি প্রদান করেন কিন্তু ভক্তি দেন না' (ভাঃ ৫।৬।১৮) —শুকের উক্তি হইতে জানা যায় যে মুক্তি হইতেও সাক্ষাৎ আমার প্রেম-সেবার উৎকর্ষ—এইভাব।।২৮।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত প্রধানীভূতা ভক্তি আশ্রয় পূর্ব্বক নিখিল কর্ম্মার্পণ-রূপ ধর্ম্ম-দ্বারা যাবতীয় শুভাশুভ ফলবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, সন্ন্যাসযোগযুক্ত চিত্ত লাভ করতঃ বিমুক্তি অর্থাৎ মুক্তগণের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে লাভ করিবে; মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ আমার প্রেমসেবা প্রাপ্ত হইবে।।২৮।।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।।২৯।।

অন্বয়—অহং (আমি) সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে) সমঃ (সমান) মে (আমার) দ্বেষ্যঃ (দ্বেষের বিষয়) প্রিয়ঃ (প্রীতির বিষয়) ন অস্তি (কেহ নাই), যে তু (যাহারা কিন্তু) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) ভজন্তি (ভজন করেন), তে (তাঁহারা) ময়ি (আমাতে) (বর্ত্তন্তে—থাকেন) অহম্ অপি চ (এবং আমিও) তেষু (তাহাদিগেতে) (বর্ত্তে—থাকি)

।।২৯।।

অনুবাদ—আমি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন, আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন, এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি।।২৯।।

বিশ্বনাথ—ননু ভক্তানেব বিমুক্তীকৃত্য স্বং প্রাপয়সি, ন ত্বভক্তানিতি চেত্তর্হি তবাপি কং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ—সমোঽহমিতি। তে ভক্তা ময়ি বর্ত্তন্তে, অহমপি তেষু বর্ত্তে ইতি ব্যাখ্যানে ভগবত্যেব সর্ব্বং জগদ্বর্ত্তত এব ভগবানপি সর্ব্বজগৎসু বর্ত্তত এব ইতি নাস্তি বিশেষঃ; তস্মাৎ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ইতি ন্যায়েন, ময়ি তে আসক্তা ভক্তা বর্ত্তন্তে যথা তথাহমপি তেষ্বাসক্ত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র কল্পবৃক্ষাদি দৃষ্টান্তস্ত্বেকাংশেনৈব জ্ঞেয়ঃ; নহি কল্পবৃক্ষফলাকাঙ্ক্ষয়া তদাশ্রিতা আসজ্জন্তি, নাপি কল্পবৃক্ষ স্বাশ্রিতেস্বাসক্তঃ, নাপি স আশ্রিতস্য বৈরিণং দ্বেষ্টি, ভগবাংস্তু স্বভক্তবৈরিণং স্বহস্তেনৈব হিনস্তি; যদুক্তং প্রহ্লাদায়—"যদা দ্রুহ্যে তদ্ধনিষ্যেঽপি বরোর্জ্জিতম্" ইতি। কেচিত্তু তু-কারস্য ভিন্নোপক্রামার্থত্বমাখ্যায় ভক্তবাৎসল্য-লক্ষণন্তু বৈষম্যং ময়ি বিদ্যত এবেতি; তচ্চ ভগবতোভূষণং, ন তু দূষণমিতি ব্যাচক্ষতে। তথা হি ভগবতো ভক্তবাৎসল্যমেব প্রসিদ্ধং, ন তু জ্ঞানিবাৎসল্যং যোগিবাৎসল্যং বা,—যথা হ্যন্যো জনঃ স্ব-দাসেষ্বেব বৎসলো, নান্যদদাসেষু, তথৈব ভগবানপি স্বভক্তেষ্বেব বৎসলো, ন রুদ্রভক্তেষু, নাপি দেবীভক্তেষ্বিতি।।২৯।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, তুমি ভক্তদিগকেই বিমুক্ত করিয়া নিজসকাশে লইয়া যাও, কিন্তু অভক্তগণকে নহে, তবে কি তোমারও রাগদ্বেষাদিজনিত বৈষম্য আছে? উত্তরে বলিতেছেন—না, তাই বলিতেছেন 'সমোঽহং' ইত্যাদি। সেই ভক্তগণ আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন, আমিও ভক্তগণে বর্ত্তমান থাকি—এই ব্যাখ্যায় সমস্ত জগৎ ভগবানেই বর্ত্তমান আছে, এবং ভগবান্ও সর্ব্বজগতে আছেন। এসম্বন্ধে কোন বিশেষ নাই। তাই, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি যেভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমি তাঁহাকে সেই ভাবেই ভজনা করি।' (গীঃ ৪।১১) ভগবদুক্ত এই ন্যায়ানুসারে

ভক্তগণ আমাতে যেরূপ আসক্তভাবে বর্ত্তমান থাকে, আমিও সেইরূপ আসক্ত হইয়া ভক্তগণে বর্ত্তমান থাকি, এইরূপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে কল্পবৃক্ষাদির দৃষ্টান্ত একাংশেই জানিতে হইবে, কেননা, যাহারা কল্পবৃক্ষের ফলাকাঙ্ক্ষায় তাহার আশ্রিত হয়, তাহারা কল্প বৃক্ষের প্রতি আসক্ত হয় না। কল্পবৃক্ষও স্বকীয় আশ্রিতগণের প্রতি আসক্ত হয় না এবং আশ্রিতের বৈরিগণকেও দ্বেষ করে না। কিন্তু ভগবান্ স্বকীয় ভক্তের বৈরিগণকে স্বহস্তেই হনন করেন। যেমন ভগবান্ প্রহ্লাদের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—'(যে সময়ে হিরণ্যকশিপু) প্রহ্লাদের প্রতি দ্রোহাচরণ করিবে, তখন ব্রহ্মার বরে বর্দ্ধিত হইলেও আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বিনাশ করিব।' (ভাঃ—৭।৪।২৮।) কেহ কেহ কিন্তু'তু'-কারের ভিন্ন উপক্রম অর্থ করিয়া বলেন যে, ভক্তবাৎসল্য লক্ষণ-রূপ বৈষম্য আমাতেই বিদ্যমান;এবং তাহা ভগবানের ভূষণস্বরূপ, কখনই দূষণস্বরূপ নহে, এই ব্যাখ্যা। সেইরূপ ভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণই প্রসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞানিবাৎসল্য বা যোগিবাৎসল্য নহে। যেরূপ মানুষ নিজদাসের প্রতি বৎসল হয়, অপরের দাসের প্রতি নহে;তদ্রূপ ভগবানও নিজ-ভক্তগণের প্রতি বৎসল; রুদ্রভক্ত বা দেবী-ভক্তগণের প্রতি নহে।।২৯।।

অনুবর্ষিণী—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে শ্রীভগবান্ নিজ ভক্তগণকে বিমুক্তি প্রদান পূর্ব্বক নিজ পাদপদ্মসেবা দানে কৃতার্থ করেন, কিন্তু তাঁহার অভক্তগণকে করেন না; ইহা কি তাঁহার রাগ ও দ্বেষ-জাত বৈষম্য? তদুত্তরে বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন—তিনি সর্ব্বভূতে সম, তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই। তিনি দেব-মনুষ্যাদি যাবতীয় ভূতসমূহকেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি ও পালনাদি করিয়া থাকেন। যদি বল যে জীবকে কর্ম্মানুযায়ী পালন করিতে গিয়া তিনি কাহাকেও সুখ, কাহাকেও দুঃখ, কাহাকেও বন্ধন, কাহাকেও বা মোক্ষরূপ ফল প্রদান করেন, তাহাতে কি তাঁহার রাগ-দ্বেষ জনিত বৈষম্য প্রকাশ পায় না? তদুত্তরে শ্রীভাগবতে পাই—

"ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ প্রতীপো ন জ্ঞাতিবন্ধুর্ন পরো ন চ স্বঃ।
সমস্য সর্ব্বত্র নিরঞ্জস্য সুখে ন রাগঃ কুত এব রোষঃ।।"(৬।১৭।২২)

অর্থাৎ তিনি সর্ব্বভূতে সম। তাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় কেহ নাই; নিঃসঙ্গ পুরুষ তাঁহার যখন বিষয়-সুখে রাগ নাই, তখন বিষয়সুখ-প্রাতিকূল্যে রোষ কোথা হইতে আসিবে? পরবর্ত্তী শ্লোকেও পাই,—"তথাপি তচ্ছক্তি বিসর্গ এষাং সুখায় দুঃখায় হিতাহিতায়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—ভগবান্ মূল কর্ত্তা হইলেও স্বয়ংরূপে তিনি জীবের সুখ, দুঃখ, বন্ধন, মোক্ষ প্রভৃতির হেতু হন না; জীবের কর্ম্মফলানুসারে তাঁহার গুণমায়াই পাপপুণ্যাদি সৃষ্টি পূর্ব্বক জীবের জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির হেতু হয়। অবশ্য যদিও তাঁহার মায়াশক্তির কার্য্য, তাঁহারই কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়, তথাপি তাঁহার বৈষম্যের কল্পনা করা যায় না, যেহেতু জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মফলই ভোগ করে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, 'সূর্য্যসম্বন্ধীয় আতপ যেমন পেচক ও কুমুদাদির দুঃখদ, পরন্তু চক্রবাক্ ও কমলাদির সুখদ, তথাপি সূর্য্যের কেহ বৈষম্য বর্ণন করে না, তদ্রূপ ভগবন্মায়ার জীবকে কর্ম্মানুসারে ফল প্রদানে ভগবানের বৈষম্য কথিত হয় না।' এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের—'ন যস্য বধ্যো ন চ রক্ষণীয়ো...ধত্তে রজঃসত্ত্বতমাংসি কালে' (৮।৫।২২) শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

ইহা শ্রীভগবানের সর্ব্বজীব সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম বা বিধি। তাঁহার বিশেষ নিয়ম বা বিধি 'তু'-কারের দ্বারা বলিতেছেন,—**যাঁহারা কিন্তু আমাকে শ্রবণাদি ভক্তির দ্বারা ভজন করতঃ অনুরক্ত হইয়া আমাতে অবস্থান করেন, সর্ব্বেশ্বর আমিও ভক্তিপূর্ব্বক তাহাতেই অবস্থান করি।** 'মণি-সুবর্ণ' ন্যায়নুসারে ভগবানেরও ভক্তেতে ভক্তি আছে, যথা শুকবাক্যে পাই,— 'ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্' (ভাঃ—১০।৮৬।৫৯) শ্রীভাগবতে অন্যত্র পাওয়া যায়— 'তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ'। (৮।১৬।১৪) ভক্ত যেমন ভগবানে আসক্ত, ভগবানও ভক্তেতে সেইরূপ আসক্ত। পরস্পরের প্রেমেই এই বিশেষ পাওয়া যায়। শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়, যে সমস্ত ভক্ত প্রেমপাশে ভগবানের পাদপদ্ম ধারণ করিয়াছেন, ভগবান্ সেইসকল ভক্তকে কখনই ত্যাগ করেন না—'বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ' (ভাঃ ১১।২।৫৫,) এই শ্লোকে যেরূপ অন্তর-সংশ্লেষের কথা আছে, সেইরূপ বহিঃ-সংশ্লেষও স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে—"বহিস্তু-

ভয়থা স্মৃতেরাচারাচ্চ' (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৪৩) শ্রীবলদেবের গোবিন্দ ভাষ্য দ্রষ্টব্য। আদিপুরাণেও পাওয়া যায়—"অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়মং। মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।।" এ সম্বন্ধে ভাঃ—১।১৬।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীঅক্রূরের বাক্যেও পাই—"ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা। তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ।।" (ভাঃ—১০।৮।২২) এই শ্লোকে শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই—সেখানেও 'যথাতথা' শব্দে যিনি যেরূপ ভক্ত তাঁহাকে সেইরূপই ভজন করেন, ইহা গীঃ—৪।১১ শ্লোকে পাওয়া যায়। যে প্রকার সুরদ্রুম অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ আশ্রয় তারতম্যে ফলদান তারতম্য করেন; অনাশ্রিতকে ফল প্রদান করেন না, ইহাতে কল্পবৃক্ষের যেমন বৈষম্য নাই, ভগবানেরও আশ্রিত ও অনাশ্রিতের প্রতি ফলদানে ভেদ থাকিলেও বৈষম্য নাই। কল্পবৃক্ষ হইতে শ্রীভগবানের অধিক বৈশিষ্ট্য এই যে, কল্পবৃক্ষের আশ্রিতের অধীনত্ব নাই, কিন্তু ভগবানের ভক্তাধীনত্ব আছে। অতএব ভক্তি সম্বন্ধের দ্বারাই তাঁহার সৌহার্দ্দ, দ্বেষ ও উপেক্ষা দেখা যায়; অম্বরীষাদিতে সৌহার্দ্দ, তদ্বিদ্বেষী দুর্ব্বাসা প্রভৃতিতে দ্বেষ ও উপেক্ষা।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র সম হইয়াও ভক্তি সম্বন্ধে বা স্বাশ্রিত-বাৎসল্যে বৈষম্য যুক্ত। অবশ্য যিনি ভক্ত হইবেন তিনিই এই বাৎসল্য লাভ করিবেন, ইহাতে কিন্তু সম বা নিরপেক্ষ। তবে যিনি যে প্রকার ভক্ত তিনি কিন্তু সেই প্রকারই। শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল—ইহাই প্রসিদ্ধ কিন্তু জ্ঞানিবৎসল বা যোগিবৎসল নহেন। এমন কি স্বভক্তেই বৎসল, রুদ্রভক্তে নহে বা দেবীভক্তেও নহে।

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে পাওয়া যায়—'উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ'। (২।১।৩৬) এই সূত্রের শ্রীবলদেব ভাষ্যের মর্মে পাই— শ্রীভগবানের এই ভক্তবাৎসল্য হেতু ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য যুক্তিসিদ্ধ; ভক্তরক্ষণাদি তাঁহার স্বরূপ শক্তি-বৃত্তি-ভূত শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য—ইহা শ্রীহরির গুণ বলিয়া স্তূয়মান হইয়া

থাকে। অধিক কি, ভগবানের যত প্রকার গুণ আছে, তন্মধ্যে ভক্তপক্ষপাত সমস্ত গুণের ভূষণ-স্বরূপ।

শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ—ভাঃ—৬।১৬।১০ শ্লোকের টীকায়ও বলিয়াছেন, 'ভগবানে ভক্তবৎসলতা ভূষণই—পরন্তু দূষণ নহে'।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাই—

যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেই মত দাসে ভজেন আপনে।।
এই তান স্বভাব যে—শ্রীভক্ত-বৎসল।
ইহা তানে নিবারিতে কার্ আছে বল।। (অন্ত্য—৩।৭৩-৭৪।।২৯।।)

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।৩০।।

অন্বয়—(যঃ—যিনি) অনন্যভাক্ (অনন্যভজন-পরায়ণ) (সন্—হইয়া) মাম্ (আমাকে) ভজতে (ভজনা করেন) (সঃ—তিনি) চেৎ (যদি) সুদুরাচারঃ অপি (নিরতিশয় দুরাচারও হন) (তর্হি—তাহা হইলে) সঃ (তিনি) সাধুঃ এব (সাধুই) মন্তব্যঃ (জ্ঞাতব্য) হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) সম্যক্ ব্যবসিতঃ (সম্যকপ্রকারে নিশ্চয়-বুদ্ধিবিশিষ্ট)।।৩০।।

অনুবাদ—যিনি অনন্য ভজনপরায়ণ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যদি নিরতিশয় দুরাচারবিশিষ্টও হন্ তথাপি তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মানিবে, যেহেতু তিনি মদ্ভক্তিতে সম্যক্‌প্রকারে নিশ্চয়বুদ্ধিবিশিষ্ট।।৩০।।

বিশ্বনাথ—স্বভক্তেষ্বাসক্তির্মম স্বাভাবিক্যেব ভবতি; সা দুরাচারেঽপি ভক্তে নাপযাতি, তমপ্যুৎকৃষ্টমেব করোমীত্যাহ—অপি চেদিতি। সুদুরাচারঃ পরহিংসা পরদার-পরদ্রব্যাদি-গ্রহণপরায়ণোঽপি মাং ভজতে চেৎ, কীদৃগ্‌ভজনবানিত্যত আহ—অনন্যভাক্ মত্তোঽন্যদেবতান্তরং, মদ্ভক্তেরন্যৎ কর্ম্মজ্ঞানাদিকম্, মৎ কামনাতোঽন্যাং রাজ্যাদিকামনাং ন ভজতে স সাধুঃ। নন্বেতাদৃশে কদাচারে দৃষ্টে সতি কথং সাধুত্বম্? তত্রাহ—মন্তব্যো মননীয়ঃ; সাধুত্বেনৈব স জ্ঞেয় ইতি যাবৎ; মন্তব্যমিতি বিধিবাক্যং, অন্যথা প্রত্যবায়ঃ স্যাৎ; অত্র মদাজ্ঞৈব প্রমাণমিতি ভাবঃ। ননু ত্বাং ভজতে ইত্যেতদংশেন সাধুঃ পরদারাদি গ্রহণাংশেনাসাধুশ্চ স মন্তব্যস্তত্রাহ—

এবেতি। সর্ব্বেণাপ্যংশেন সাধুরেব মন্তব্যঃ, কদাপি তস্যাসাধুত্বং ন দ্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ। সম্যগ্ব্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্য সঃ।—দুস্ত্যজেন স্বপাপেন নরকং তির্য্যগ্যোনীর্বা যামি, ঐকান্তিকং শ্রীকৃষ্ণভজন্তু নৈব জিহাসামীতি স শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবানিত্যর্থঃ।।৩০।।

বঙ্গানুবাদ—স্বভক্তের প্রতি আমার আসক্তি স্বাভাবিকই আছে। সে ভক্ত দুরাচার হইলেও সে আসক্তি অপগত হয় না, এবং আমি তাহাকেই উৎকৃষ্ট করিয়া থাকি। তাই বলিতেছেন,—"অপি চেৎ" ইত্যাদি। 'সুদুরাচারঃ'— পরহিংসা-পরদার-পরদ্রব্যাদিগ্রহণ পরায়ণ হইয়াও আমাকে যদি ভজন করে, আচ্ছা, কি প্রকার ভজনবান্? উত্তরে বলিতেছেন,— 'অনন্যভাক্'—আমা ছাড়া যে অন্য দেবতার ভজন করে না, মদ্ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে না, মৎকামনা ব্যতীত রাজ্যসুখাদি কোন কামনাই করে না, সে ব্যক্তি সাধু। আচ্ছা, এইপ্রকার কদাচার দৃষ্ট হইলেও তাহার সাধুত্ব কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছেন,—'মন্তব্য'— মননীয়; তাহাকে সাধুই জানিতে হইবে। 'মন্তব্য' এইবাক্য দ্বারা বিধি সূচিত হইতেছে। অন্যথায় প্রত্যবায় হয়। এ বিষয়ে আমার আজ্ঞাই প্রমাণ। যদি বলা যায় যে, তোমার ভজনা করে এই জন্য সে ব্যক্তি অংশতঃ সাধু এবং পরদারাদিগ্রহণাংশে অসাধু বলিয়া তাহাকে মনন করিতে হইবে। তখন বলিতেছেন—'এব'—সর্ব্বাংশেই সাধু জ্ঞান করিতে হইবে, কখনও তাহার অসাধুত্ব দেখিতে হইবে না, এই ভাব। 'সম্যক্ব্যবসিতং'—নিশ্চয় যাহার সে। দুস্ত্যজ স্বপাপে নরক অথবা তির্য্যগ্যোনি যাইব কিন্তু ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণ-ভজনকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না—এই শোভন-অধ্যাবসায়শীল।।৩০।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ নিজভক্তের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তির কথা বর্ণন করিয়া অনন্যা-ভক্তি-বশীভূত স্বভাব তিনি বর্ত্তমান শ্লোকে স্বভক্ত নিন্দিতকর্ম্মে অনুরক্ত দৃষ্ট হইলেও তাহাকে উৎকৃষ্ট করেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় অনন্যাভক্তির অচিন্ত্যপ্রভাব বর্ণন করিতেছেন।

অনন্যাভক্তি-আশ্রিত সিদ্ধপুরুষে কোন দুরাচার নাই; অজ্ঞলোকের দৃষ্টিতে দুরাচার বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, তাহা প্রকৃত দুরাচার নহে, তিনি

প্রকৃতই সাধু। অজ্ঞের কথা দূরে থাকুক, "বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"। উত্তমাধিকারী ব্যক্তির আচরণ অক্ষজজ্ঞানে বিচার্য্য নহে। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন— "শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয়। তবে তান দোষ-গুণ কিছু না জন্ময়।।" (চৈঃ, ভাঃ, অঃ ৬।২৬।) শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—"ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ। সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্।।" (ভাঃ ১১।২০।৩৬) তবে মহতের আচরণ অধিকারী জন ব্যতীত অন্যের অনুকরণীয় নহে।

"অধিকারী বই করে তাহান আচার। দুঃখ পায় সেইজন, পাপ জন্মে' তা'র।। রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ পান। সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্বপুরাণ প্রমাণ।।" (চৈঃ, ভাঃ, অঃ ৬।৩০-৩১) এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে শ্রীশুকোক্তিতেও পাই—"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভূজো যথা।" অকৃত্রিম মহতের বাহ্য দুরাচার দর্শনে আধ্যক্ষিক-বিচারপরায়ণ ব্যক্তির কটাক্ষ তাহার নিজ বিনাশেরই কারণ। "এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে' তান কর্ম্ম। নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম।। গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী। নিন্দার কি দায়, তাঁ'রে হাসিলেই মরি।।" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।৩৪-৩৫।) শ্রীভাগবতে পাওয়া—ব্রহ্মার কোন দুর্জ্ঞেয় আচরণ দর্শনে উপহাস করায়, তৎপৌত্র মরীচিপুত্রগণ অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সিদ্ধের কা' কথা, যাঁহারা অনন্যাভক্তির সাধক, তাহাদেরও যদি প্রাক্তনবশতঃ আকস্মিক্ কোন দুরাচার দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও যে সাধু মনে করিতে হইবে ইহাই এখানে শ্রীভগবৎবাক্যের অভিপ্রায়। পূর্ব্বোক্ত (ভাঃ—১১।২০।৩৬) শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—"বুদ্ধেঃ প্রকৃতেঃ পরং ভগবন্তমুপেয়ুষাং ভক্ত্যা সিদ্ধেষ্বেতেষু দোষদৃষ্টির্ন কর্ত্তব্যেতি কিং বক্তব্যং সাধকেষু দুরাচরেষ্বপি ন কার্য্যেতি।" অর্থাৎ বুদ্ধি বা প্রকৃতির পর ভগবানকে প্রাপ্ত সাধুগণের, ভক্তির দ্বারা ইহারা সিদ্ধ হইলে দোষদৃষ্টি কর্ত্তব্য নয়, একথা আর কি বলা হইবে, এমনকি অনন্যাভক্তির সাধক দুরাচার হইলেও দোষদৃষ্টি করা উচিত নয়।

শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—"বিধিধর্ম্মছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ। নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২পঃ।) সুতরাং

অনন্যভক্তের দুরাচারে মন নাই, তথাপি যদি দৈবাৎ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাতেও দোষদৃষ্টি অকর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলিয়াছেন, অনন্যভজনকারী অর্থাৎ যিনি মদ্ব্যতীত অন্য দেবতার ভজন করেন না, মদ্ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদির-আশ্রয় করেন না, এবং মদ্ব্যতীত অন্য কামনা করেন না, অধিকন্তু আমাকেই একমাত্র স্বামী বা পরমপুরুষার্থ জানিয়া ভজন করেন, তাঁহার দুরাচারে স্বাভাবিক রুচি নাই, যদি ঘটনাক্রমে দৈবাৎ কোন সাম্বন্ধিক আচারবশতঃ কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মানিতে হইবে, ইহা আমার আজ্ঞা, লঙ্ঘনে প্রত্যবায় অবশ্যম্ভাবী। এক্ষণে ইহার সাধুত্ব নির্দ্দেশের কারণ বলিতেছেন যে, তিনি সম্যক্ ব্যবসিত অর্থাৎ মদেকান্তনিষ্ঠারূপ শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়বান্। দুস্ত্যজ্য স্বপাপে নরকাদি গমন ঘটিলেও ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণভজন কিছুতেই ছাড়িব না—এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত।

এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের—'জাতশ্রদ্ধঃ মৎকথাসু" (১১।২০।২৭-২৮) শ্লোকে "শ্রদ্ধালুঃ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" কথার 'দৃঢ়নিশ্চয়' শব্দের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন—"গৃহাদিতে আমার আসক্তি, নাশ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—হউক, ভজনে আমার কোটী বিঘ্ন হউক বা নষ্ট হউক, অপরাধে যদি নরক হয়, হউক, কামও যদি অঙ্গীকার করি, তথাপি ভক্তি ত্যাগ করিব না, জ্ঞান-কর্ম্মাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছাই করিব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও আসিয়া বলেন—এইপ্রকার যাহার নিশ্চয় দৃঢ়।"

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিবে, যেহেতু তাঁহার ব্যবসায়—সর্ব্বপ্রকার সুন্দর। 'সুদুরাচার'—শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিবে। বদ্ধজীবের আচার দুই প্রকার,—'সাম্বন্ধিক' ও 'স্বরূপগত'। শরীর রক্ষা, সমাজ রক্ষা ও মনের উন্নতি-সম্বন্ধে যত প্রকার শৌচ, পুণ্য, পুষ্টিকর ও অভাব-নির্ব্বাহী আচার অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্তই 'সাম্বন্ধিক'। শুদ্ধজীব-স্বরূপ আত্মার আমার প্রতি যে চিৎকার্য্যরূপ ভজন-আচার আছে, তাহা—জীবের স্বরূপগত; তাহার অন্য নাম—'অমিশ্রা' বা 'কেবলা'-ভক্তি। বদ্ধদশায় জীবের কেবলা-ভক্তিও

সাম্বন্ধিক-আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে। বদ্ধ-জীবের অনন্য-ভজনরূপ ভক্তি উদিত হইলেও দেহ-থাকাকাল পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্য থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর-রুচি থাকে না। যে পরিমাণে কৃষ্ণ-রুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর-রুচি খর্ব্ব হইতে থাকে, নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও কখনও ইতর-রুচি বল প্রকাশ পূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে;কিন্তু অতিশীঘ্রই তাহা কৃষ্ণ-রুচিদ্বারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উন্নতিসোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসায়—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনাক্রমে দুরাচার, এমত কি, সুদুরাচার—(পরহিংসা, পরদ্রব্য হরণ, পরদারধর্ষণ, যাহাতে ভক্তের সহজে রুচি হইতে পারে না, তাহা) কদাচিৎ লক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবল-প্রবৃত্তিরূপা মদ্ভক্তি দূষিত হয় না,—ইহাই জানিবে। কোন কোন পরম-ভক্তের পূর্ব্বে মৎস্যাদি-ভোজন এবং পূর্ব্বসংগৃহীত পরদার-সঙ্গাদি লক্ষ্য করিয়াও তাহাদ্গিকে 'অসাধু' মনে করিবে না"।।৩০।।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।৩১।।

অন্বয়—(সঃ—তিনি) ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ধর্ম্মাত্মা (ধর্ম্মপরায়ণ) ভবতি (হন্) শশ্বৎ-শান্তিং (নিত্যশান্তি) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন্), কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি (প্রতিজ্ঞা কর), মে ভক্ত (আমার ভক্ত) ন প্রণশ্যতি (নাশ প্রাপ্ত হয় না)।।৩১।।

অনুবাদ—সেই অনন্যভজনপরায়ণ ব্যক্তি অবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিত্য শান্তি লাভ করিয়া থাকেন; হে কৌন্তেয়! তুমি—(আমার হইয়া) প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার ভক্ত কখনও নাশ প্রাপ্ত হন না।।৩১।।

বিশ্বনাথ—ননু তাদৃশস্যাধর্ম্মিণঃ কথং ভজনং ত্বং গৃহ্ণাসি, কামক্রোধাদি দূষিতান্তঃকরণেন নিবেদিতমন্নপানাদিকং কথমশ্নাসীত্যত আহ—ক্ষিপ্রং শীঘ্রমেব স ধর্ম্মাত্মা ভবতি। অত্র ক্ষিপ্রং ভাবী স ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং গমিষ্যতি ইতি। অপ্রযুজ্য ভবতি গচ্ছতি ইতি বর্ত্তমান প্রয়োগাৎ অধর্ম্মকরণানন্তরমেব মামনুস্মৃত্য কৃতানুতাপঃ ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা ভবতি। হন্ত হন্ত! মত্তুল্যঃ কোঽপি ভক্তলোকং কলঙ্কয়ন্নধমো নাস্তি, তদ্ধিঙ্মামিতি

শশ্বৎ পুনঃ পুনরপি শান্তিং নির্ব্বেদং নিতরাং গচ্ছতি; যদ্বা, কিয়তঃ সময়াদনন্তরং তস্যাভাবি ধর্ম্মাত্মত্বং তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্তত, এব। তন্মনসি ভক্তেঃ প্রবেশাৎ যথা পীতে মহৌষধে সতি তদানীং কিয়ৎকালপর্যন্তং নশ্যদবস্থো জ্বরদাহো বিষদাহো বা বর্ত্তমানোঽপি ন গণ্যতে ইতি ধ্বনিঃ। ততশ্চ তস্য ভক্তস্য দুরাচারত্বগমকাঃ কাম-ক্রোধাদ্যা উৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশবদকিঞ্চিৎকরা এব জ্ঞেয়া ইত্যনুধ্বনিঃ। অতএব শশ্বৎ সর্ব্বদৈব শান্তিং কামক্রোধাদ্যুপশমং নিতরাং গচ্ছতি অতিশয়েন প্রাপ্নোতীতি দুরাচারত্বদশায়ামপি স শুদ্ধান্তঃকরণ এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ। ননু-যদি স ধর্ম্মাত্মা স্যাত্তদা নাস্তি কোঽপি বিবাদঃ, কিন্তু কশ্চিদ্দুরাচারভক্তো জন্মপর্যন্তমপি দুরাচারত্বং ন জহাতি, তস্য কা বার্ত্তেত্যতো ভক্তবৎসলো ভগবান্ সপ্রৌঢ়ি সকোপমিবাহ—কৌন্তেয়েতি। মে ভক্তো ন প্রণশ্যতি, তদপি প্রাণনাশে অধঃপাতং ন যাতি। "কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শোকশঙ্কাব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি— হে কৌন্তেয়! পটহ-কাহলাদি-মহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু—কথং? মে মম পরমেশ্বরস্য ভক্তো দুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতি; ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভিতবিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তঃ নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্" ইতি স্বামিচরণাঃ। ননু কথং ভগবান্ স্বয়ম প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাতুমর্জ্জুনমেবাতিদিদেশ,—যথৈবাগ্রে "মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে" ইতি বক্ষ্যতে, তথৈবাত্রাপি "কৌন্তেয়! প্রতিজানেঽহং ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" ইতি কথং নোক্তম্? উচ্যতে—ভগবতা তদানীমেব বিচারিতং ভক্তবৎসলেন ময়া স্বভক্তাপকর্ষলেশমপ্যসহিষ্ণুনা স্বপ্রতিজ্ঞাং খণ্ডয়িত্বাপি স্বাপকর্ষমঙ্গীকৃত্যাপি ভক্তপ্রতিজ্ঞৈব রক্ষিতা বহুত্র;যথা তত্রৈব ভীষ্মযুদ্ধে স্বপ্রতিজ্ঞামপ্যপাকৃত্য ভীষ্মপ্রতিজ্ঞৈব রক্ষিষ্যতে। বহির্মুখা বাদিনো বৈতণ্ডিকা মৎপ্রতিজ্ঞাং শ্রুত্বা হসিষ্যন্তি, অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা তু পাষাণরেখেবেতি তে প্রতিয়ন্তি। অতোঽর্জ্জুনমেব প্রতিজ্ঞাং কারয়ামীত্যত্রৈতাদৃশদুরাচারস্যাপ্যনন্য-ভক্তিশ্রবণাদনন্যভক্তাভিধায়কবাক্যেষু সর্ব্বত্র ন বিদ্যতেঽন্যৎ-

স্ত্রীপুত্রাদ্যাসক্তিবিধর্ম্মশোকমোহকামক্রোধাদিকং যত্র ইতি কুপণ্ডিতব্যাখ্যা ন গ্রাহ্যা ইতি।।৩১।।

বঙ্গানুবাদ—যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাদৃশ অধার্ম্মিকের ভজন তুমি কিরূপে গ্রহণ কর? কামক্রোধাদি দ্বারা দূষিতান্তঃকরণ ব্যক্তির নিবেদিত অন্নপানাদি তুমি কিরূপে ভোজন কর? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ক্ষিপ্রং'—শীঘ্রই সে ধর্ম্মাত্মা হয়। এস্থলে 'ক্ষিপ্রম্' ভাবী অর্থাৎ শীঘ্রই সে ধর্ম্মাত্মা হইয়া 'শশ্বৎ শান্তিং'—নিত্য-শান্তি প্রাপ্ত হইবে। ভবিষ্যৎ কালের পদ প্রয়োগ না করিয়া 'ভবতি' 'গচ্ছতি'—এই বর্ত্তমানকালের পদ প্রয়োগ করায় বুঝা যাইতেছে যে অধর্ম্মানুষ্ঠানের পরই আমাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া অনুতাপ করতঃ শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়। 'হায়! হায়! ভক্ত নামে কলঙ্কিতকারী আমার মত কেহ অধম নাই, অতএব আমাকে ধিক্' এই প্রকারে শশ্বৎ—পুনঃ পুনঃ 'শান্তিং'—নির্ব্বেদ, নিগচ্ছতি—নিত্য প্রাপ্ত হয়। অথবা কিছু সময় পরে তাহার ধর্ম্মাত্মত্ব হইবে তখনও তাহা সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে। তাহার মনে ভক্তি প্রবেশ করায় যেরূপ মহৌষধ পান করিলে তখন কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত নশ্যদবস্থায় জ্বরের দাহ বা বিষের দাহ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা গণনা করে না, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। তারপর সেই ভক্তের দুরাচারত্বের বোধক কামক্রোধাদি (বিদ্যমান থাকিলেও) উহার বিষ-ভগ্নদন্ত বিষধরের দংশনের ন্যায় অকিঞ্চিৎকরই জানিতে হইবে—ইহাই অনুধ্বনিত হইতেছে। অতএব 'শশ্বৎ'—সর্ব্বদাই, 'শান্তিং'—কামক্রোধাদির উপশম। 'নিগচ্ছতি'—নিরতিশয়ভাবে প্রাপ্ত হয়, দুরাচারত্ব অবস্থায়ও সে শুদ্ধান্তঃকরণই কথিত হয়, এই ভাব। আচ্ছা, যদি সে ধর্ম্মাত্মা হয়, তবে কোনও বিবাদ নাই, কিন্তু যদি দুরাচার ভক্ত শেষকাল পর্য্যন্তও দুরাচারত্ব ত্যাগ না করে, তাহার বিষয়ে কি কথা? তদুত্তরে ভক্ত-বৎসল ভগবান্ যেন প্রৌঢ়ি ও ক্রোধের সহিত বলিতেছেন—'কৌন্তেয়' ইত্যাদি। 'মে ভক্তো ন প্রণশ্যতি'—প্রাণনাশেও তাহার অধঃপাত হয় না। 'কুতর্ক-হেতু-কর্কশবাদিগণ এরূপ মনে করিতে পারে না'—এই বলিয়া শোকশঙ্কাব্যাকুল অর্জ্জুনকে উৎসাহ দিতেছেন—হে কৌন্তেয়, ঢাক ও কাহলাদি বাদ্যযন্ত্রের উচ্চশব্দ সহকারে বিবাদকারিগণের সভায় গমন

করিয়া বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক নিঃসন্দেহে 'প্রতিজানীহি'—প্রতিজ্ঞা কর। কেন? "পরমেশ্বর আমার—ভক্ত দুরাচার হইলেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু কৃতার্থই হয়, তাহা হইলে তোমার সেই বাগ্মিতার বিস্তারে তাহাদের কুতর্কগুলি বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা নিশ্চিতই তোমাকে গুরুরূপে আশ্রয় করিবে"—শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা। এক্ষণে আবার আপত্তি হইতে পারে যে, ভগবান্ স্বয়ং প্রতিজ্ঞা না করিয়া অর্জ্জুনকেই প্রতিজ্ঞা করিবার জন্য আদেশ করিলেন কেন?—যেমন তিনি অগ্রে (গীঃ ১৮।৬৫) বলিবেন—। 'আমাকে প্রাপ্ত হইবেই, আমি তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমার প্রিয়।' সেইরূপ এস্থলেও 'হে কৌন্তেয়, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমার ভক্তের বিনাশ নাই'—এইরূপ বলিলেন না কেন? উত্তরে বলিতেছেন—তখনই ভগবান্ বিচার করিলেন যে ভক্ত-বৎসল আমি স্বকীয় ভক্তের অপকর্ষ লেশও সহ্য করিতে অক্ষম, এজন্য বহুস্থলে আমি নিজের প্রতিজ্ঞা খণ্ডনে স্বকীয় অপকর্ষ অঙ্গীকার করিয়াও ভক্তের প্রতিজ্ঞাই রক্ষা করিয়াছি। যেমন সেই কুরুক্ষেত্রেই ভীষ্মযুদ্ধে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাই রক্ষা করিব। যাহারা বহির্ম্মুখ এবং বিতণ্ডাপরায়ণ আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিবে, কিন্তু অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা তাহাদিগের নিকট পাষাণে অঙ্কিত রেখার ন্যায় প্রতীত হইবে। অতএব অর্জ্জুনের দ্বারাই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লই। এতাদৃশ দুরাচারীরও অনন্যভক্তির কথা শুনিয়া অনন্যভক্তের অভিধায়ক বাক্য-সমূহে সর্ব্বত্র অন্য স্ত্রী-পুত্রাদি-আসক্তিজনিত বিধর্ম্ম-শোক মোহ-কামক্রোধাদি সেখানে অবস্থান করে না—এই কুপণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা গ্রাহ্য নহে।।৩১।।

অনুবর্ষিণী—অনন্যভক্তি-আশ্রয়কারী সাধকেরও দুরাচারে স্বাভাবিক রুচি নাই বা থাকিতে পারে না, তথাপি যদি নৈসর্গিকভাবে বা ঘটনাবশতঃ কোন আকস্মিক দুরাচার উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহাতে অধিককাল স্থায়ী হয় না বা তদ্দ্বারা অনন্যাভক্তির অচিন্ত্যপ্রভাব নষ্ট বা দূষিত হইতে পারে না, পরন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় ভক্তির দ্বারাই ঐ দুরাচার শীঘ্রই বিদুরিত হয় এবং পাপপুণ্যনির্ম্মুক্ত হইয়া ভক্তিজনিত পরমশান্তি লাভ করিয়া

থাকেন। অনন্যভক্তের বিনাশ হয় না—এই কথা ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে স্বীয় প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনের মুখে প্রতিজ্ঞা করাইতেছেন।

নৃসিংহ পুরাণে পাওয়া যায়,—

"ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ।।"

অর্থাৎ যে মনুষ্য ভগবান্ শ্রীহরিতে একান্তভাবে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন, যদি বাহ্যে তাহার অত্যন্ত দুরাচারও দেখা যায়, তথাপি তিনি অন্তর্গত ভক্তির প্রভাবে বিরাজমান থাকেন। যেমন পূর্ণচন্দ্র বাহ্যদেশে মৃগচিহ্নে কলঙ্কিত হইলেও কখনও তিমিরের নিকট পরাভূত হন না।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবর উদ্ধবকেও বলিয়াছেন—

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যাবিষয়ৈর্নাভিভূয়তে।।" (ভাঃ ১১।১৪।১৮)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ্ বলিয়াছেন,—

"উৎপন্নভাব ভক্তের কথা দূরে থাকুক, যেহেতু ভক্তিতে প্রথম প্রবৃত্ত ভক্তও কৃতার্থ। প্রায় প্রগল্ভা অর্থাৎ প্রবলীভূতা হইবার পক্ষে, পূর্ণপ্রগল্ভা বা বলবতী হইলে আর কথা কি? অথবা জ্ঞানিপ্রকরণে যেমন দুরাচারজ্ঞানীর নিন্দা হইবে, তাহার জ্ঞানেরও নিন্দা হইবে 'যাঁহার ষড়বর্গ অসংযত'—এই সব বচনানুসারে (ভাঃ—১১।১৮।৪০) এই ভক্তপ্রকরণে ভক্ত দুরাচার হইলেও সেইরূপ নিন্দনীয় ন'ন, তাঁহার ভক্তত্বও নিষিদ্ধ নহে। এস্থলে বিষয় কর্ত্তৃক বাধ্যমান অর্থাৎ আকৃষ্ট হইতেছেন, কিন্তু বিষয়কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ অভিভূত হইতেছেন না, এই উভয়স্থলেই বর্ত্তমান নির্দ্দেশহেতু বিষয়-বাধ্যত্ব-দশাতেই বিষয়ের অবাধ্যত্ব—এই ভক্তি আছে বলিয়া, যেমন শত্রু কর্ত্তৃক কিছু শস্ত্রাঘাত পাইলেও শৌর্য থাকার জন্য পরাভব হয় না, অথবা যেমন জ্বরঘ্ন মহৌষধ ব্যবহারের দিনে জ্বর আসিলেও এবং পীড়া দিলেও সেই অবাধকই; যেহেতু তাহার বিনাশোন্মুখ অবস্থা, অন্যদিনে সম্যক্ নষ্ট হইবে এইজন্য।

বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীবলদেব-ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই—"আমার একান্তীভক্ত অতি পবিত্র সর্ব্বেশ্বর আমাকে হৃদয়ের ধারণ করায় আমার

দ্বারাই আগন্তুক দুরাচার বিধৌত হইয়া শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা অর্থাৎ সদাচারনিষ্ঠমনা হন। পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করায় আমার স্মৃতি-প্রতিকূল বিষয় হইতে নিত্য নিবৃত্তি বা শান্তি লাভ হয়।"

এ সম্বন্ধে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজনও বলিয়াছেন,—

"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।।"
(ভাঃ—১১।৫।৪২)

কেহ যদি বলেন যে তাহা হইলে সেই ভক্তকে কৃত পাপাচারের জন্য প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করিতে হইবে, তদুত্তরে শ্রীভগবতে পাই,—

"যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
যোগেনৈব দহেদংহো নান্যৎ তত্র কদাচন।।" (ভাঃ—১১।২০।২৫)

শ্রীযম স্বভৃত্যগণকেও বলিয়াছেন,—

"তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং স্যাৎপাতকং তদপি হন্ত্যরুগায়বাদঃ"
(ভাঃ—৬।৪।২৬)

ভক্তগণের পাপাচরণে প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই,—'কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মমধুলিড়্...রজঃ পুনঃ স্যাৎ'।। (ভাঃ—৬।৩।৩০ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।)

শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন—'অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত। কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত।।" (চৈঃ, চঃ মঃ ২২পঃ।)

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতেও পাই—

"নিষিদ্ধাচারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্তন্তু নোচিতম্। ইতিবৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং রহস্যংতদ্বিদাংমতম্।।"

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, নিজভক্তের বিনাশ নাই—ইহা শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রতিজ্ঞা না করিয়া অর্জ্জুনকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া থাকেন, যেমন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গিয়া, নিজ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীভীষ্মের উক্তিতে পাই,—

"স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ" (ভাঃ—১।৯।৩৭) সুতরাং ভক্ত অর্জ্জুনের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়ই করিলেন যে, তাঁহার ভক্তকে তিনি স্বয়ং রক্ষা করেন অতএব তাঁহার বিনাশ কখনই হইতে পারে না। ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবানে পরস্পরের প্রীতিবৈশিষ্ট্যে পাই—

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই—প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন।।

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৪৬।।৩১।।)

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।।৩২।।

অন্বয়—পার্থ! যে অপি (যাহারাও)পাপযোনয়ঃ (অধমকুলজাত) স্যুঃ (হইয়াছে) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীসকল) বৈশ্যাঃ (বৈশ্যগণ) তথা শূদ্রাঃ (এবং শূদ্রগণ) তে অপি (তাহারাও) মাম্ (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) হি (নিশ্চয়) পরাং গতিং (পরা-গতি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়)।।৩২।।

অনুবাদ—হে পার্থ! যাহারা অন্ত্যজকুলাদিতেও জন্মগ্রহণ করিয়াছে, স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয় পরাগতি লাভ করিয়া থাকে।।৩২।।

বিশ্বনাথ—এবং কর্ম্মণা দুরাচারাণামাগন্তুকান্ দোষান্ মদ্ভক্তির্ন গণয়তীতি কিং চিত্রম্? যতো জাত্যৈব দুরাচারাণাং স্বাভাবিকানপি দোষান্ মদ্ভক্তির্ন গণয়তীত্যাহ—মামিতি। পাপযোনয়োঽন্ত্যজা ম্লেচ্ছা অপি; যদুক্তং—"কিরাত হূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপাস্তদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।।" "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে।।" কিং পুনঃ স্ত্রীবৈশ্যাদ্যা অশুদ্ধ্যলীকাদিমন্তঃ? ৩২।।

বঙ্গানুবাদ—এইরূপ কর্ম্মবশতঃ দুরাচারিগণের আগন্তুক দোষসমূহ আমার ভক্তি গণনা করে না, ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? যেহেতু জাতিগত দুরাচারিগণের স্বাভাবিক দোষসমূহও আমার ভক্তি গণনা করে

না, তাই বলিতেছেন—'মাম্' ইত্যাদি। 'পাপযোনয়ঃ'—অন্ত্যজ ম্লেচ্ছও; যেরূপ কথিত হইয়াছে—"কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খশা প্রভৃতি যে সকল লোক জাতিগত পাপে দুষ্ট এবং যাহারা কর্ম্মতঃ পাপযুক্ত, ইহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ভাগবতস্বরূপ সদ্গুরুর চরণাশ্রয়মাত্রেই জাতিগত ও কর্ম্মগত দোষ হইতে শুদ্ধিলাভ করেন, সেই শীলতঃ প্রভুতা-সম্পন্ন ভগবান্‌কে নমস্কার।" (ভাঃ—২।৪।১৮) 'যাঁহার জিহ্বার একপ্রান্তে ভবদীয় নাম একটীবারের জন্যও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই পূজ্যতম; যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ববেদ-অধ্যায়ন ও সদাচার সমাপন করিয়াছেন।' (ভাঃ—৩।৩৩।৭) এইরূপ হইলে অশুদ্ধি ও অলীকাদিযুক্ত স্ত্রী-বেশ্যাদির আর কী কথা? ৩২।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকে অনন্যভক্তি-আশ্রিত সাধকের আগন্তুক আকস্মিক্ কর্ম্মাগত দুরাচার ভক্তি-প্রভাবে থাকিতে পারে না বলিয়া, বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন যে, অনন্য-ভক্তিসহকারে আমাকে 'ব্যাপাশ্রিত' অর্থাৎ বিশেষরূপে আশ্রয় করিলে, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছাদি পাপযোনিতে জাত বা নীচ শূদ্রাদি কুলজাত স্বাভাবিক জাতিদোষ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণও, এমনকি পতিতা বেশ্যাদি স্বাভাবিক দুরাচারবিশিষ্টা স্ত্রীসকলও মদ্ভক্তিপ্রভাবে অতি শীঘ্র পরম পবিত্র হইয়া পরাগতি অর্থাৎ যোগিদুর্ল্লভ মৎপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে। শ্রীভাগবতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—"কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা'—এই শ্লোকে শ্রীলবিশ্বনাথের টীকার মর্ম্মে পাই,—কেবলা-ভক্তি-গন্ধ-দ্বারাও যুক্ত ব্যক্তিগণ পাপাত্মা বলিয়া বিগীত হইলেও তাহারা কৃতার্থ হন। কিরাতাদি যাহারা জাতিগত পাপী এবং অন্য যে সকল কর্ম্মগত পাপী তাহারাও শুদ্ধিলাভ করে। যদি তাহারা বৈষ্ণবকেই গুরুত্বে বরণ বা আশ্রয় করে, কারণ সদ্গুরু চরণাশ্রয়মাত্রই জাতি-কর্ম্মদোষে পতিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধতা লাভ করেন। শ্রীল রূপপাদ ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে ভক্তির দ্বারা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপনাশের কথা বলিয়াছেন, সুতরাং কিরাতাদির দুর্জ্জাতিই অশুদ্ধিতার

কারণ, এবং দুর্জ্জাত্যাদি যে পাপ তাহাই প্রারব্ধ, তাহাই শুদ্ধিলাভ করে। এ সম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ আরও বলেন,—ব্যবহারিক জগতে সাধারণ অনভিজ্ঞ জন দীক্ষিত ব্যক্তিকে তাহার দীক্ষার পূর্ব্বের পরিচয়ে জানিয়া থাকেন, বস্তুতঃ পারমার্থিক বিচারে তাহার পূর্ব্ব দুর্জ্জাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে না'। অবশ্য সদ্গুরুর নিকট "দীক্ষিত ব্যক্তিতে জাতিসামান্যবিচার দ্রষ্টার পাতিত্যের কারণ, তাহাতে দীক্ষিত ব্যক্তি গর্হিত হন না। বৈষ্ণবের নিন্দাকারী অনভিজ্ঞতা বশে প্রায়শ্চিত্তার্হ মাত্র"।—শ্রীলপ্রভুপাদ। মাতা শ্রীদেবহূতিও বলিয়াছেন,— "যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ...শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" ভাঃ—৩।৩৩।৬। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলপ্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যে কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মরাজ্যে বিচরণকারী জীবদেহ পাইয়াছে, তাদৃশ শ্বপচের সম্বন্ধে এই সৌভাগ্য বা উন্নতির কথা লিখিত হয় নাই। কিন্তু যে বৈষ্ণব শ্বপচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাদৃশ কুলাচারে রুচিবিশিষ্ট না হইয়া ভগবৎসেবা-নিরত হইবার যোগ্যতা প্রদর্শন করেন, তাহার পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ-কুলের সত্ত্বাধিকারে অবস্থান অবিসংবাদিত সত্য। মূঢ়গণের বিমোহনার্থ অসুরকুলের অক্ষজ জ্ঞানের বিড়ম্বনার জন্য তপস্যা, যজ্ঞ, স্নান, বেদপাঠাদি সমাপন করিয়া তত্তৎফলে অবরকুলে জন্মগ্রহণাভিনয় করিয়া থাকেন;নতুবা তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, স্নান, হোমযজ্ঞ, সদাচারাদির ফল কিছু অবরকুলে পাপ-জন্ম লাভ নহে।"

"অহো বত শ্বপচোঽহতো গরীয়ান্" ভাঃ—৩।৩৩।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

"জাতি, কুল, সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে।।
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।
'উত্তম-কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে।।"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬ অঃ)

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।

যেই ভজে, সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান্।। (চৈঃ চঃ অঃ ৪ পঃ)
"দোহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম।।" (চৈঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ)
"শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্র এই সত্য হয়।
সেই নীচ নহে যা'ত কৃষ্ণভক্তি হয়।। (চৈঃ চঃ অঃ ১১পঃ)

শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ে ৩।১২।১১ শ্লোক—

"শূচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতি কল্মষঃ।
স্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্ল্যাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ।।
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতি শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্।।

ইতিহাস সমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্য—

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।।

"এবদ্ভূত ভগবন্নামগ্রহণকারী ব্যক্তির যে শ্বপচগৃহে জন্ম, সে কেবল ভক্তিপোষক দৈন্যসিদ্ধির জন্য জানিতে হইবে।।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

শ্রীনারদের কৃপায় ব্যাধের উদ্ধার; শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং ঠাকুর শ্রীহরিদাসের কৃপায় বেশ্যার উদ্ধার প্রভৃতিরও কথা পাওয়া যায়।।৩২।।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।।৩৩।।

অন্বয়—পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ (সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ) তথা রাজর্ষয়ঃ (এবং রাজর্ষিগণ) ভক্তাঃ (সন্তঃ) (ভক্ত হইয়া) (পরাং গতিং যান্তি—পরাগতি লাভ করেন) কিং পুনঃ (ইহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক) (অতঃ ত্বম্—অতএব তুমি) অনিত্যম্ (অস্থায়ী) অসুখং (দুঃখপূর্ণ) ইমম্ (এই) লোকম্ (মর্ত্ত্যলোক) প্রাপ্য (পাইয়া) মাম্ (আমাকে) ভজস্ব (ভজনা

কর)।।৩৩।।

অনুবাদ—সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ পরাগতি লাভ করিবে ইহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব তুমি অনিত্য ক্লেশপূর্ণ এই মনুষ্যলোক লাভ করিয়া আমার ভজনা কর।।৩৩।।

বিশ্বনাথ—ততোঽপি কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ যে ভক্তাঃ? তস্মাত্ত্বং মাং ভজস্ব।।৩৩।।

বঙ্গানুবাদ—তাহা হইতেও—'কিং পুনব্রাহ্মণাঃ' ইত্যাদি। 'পুন্যাঃ'—সৎকুল ও সদাচার যে ভক্তগণ, অতএব তুমি আমার ভজনা কর।।৩৩।।

অনুবর্ষিণী—যদি জাতিগত দুরাচার লোকও অনন্যভক্তি আশ্রয়ে সদ্য সদাচার পরায়ণ হইয়া পরাগতি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সৎকুলজাত সদাচারী ব্যক্তিভগবান্‌কে অনন্যভাবে আশ্রয় করিলে তাহাকে প্রাপ্ত হইবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ সর্ব্বজীবকেই অনিত্য ও দুঃখময় লোকে অবস্থিতি লাভ পূর্ব্বক তাঁহার নিত্যানন্দময় স্বরূপেরই একমাত্র ভজন করিতে উপদেশ করিতেছেন।।৩৩।।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।।৩৪।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শ্রীভগবদ্গীতাসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে
'রাজগুহ্য'যোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।।

অন্বয়—মন্মনাঃ (মদ্‌গত চিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) মদ্‌যাজী (মৎপূজাপরায়ণ) ভব (হও) মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর) এবং (এই প্রকারে) মৎপরায়ণঃ (সন্) (মৎপরায়ণ হইয়া) আত্মনং (মনকে) (ময়ি—আমাতে) যুক্ত্বা (নিয়োগ করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে)।।৩৪।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবৎগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোহধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—তুমি মদ্‌গতচিত্ত, মদ্ভক্ত ও মৎপূজাপরায়ণ হও এবং আমাকে নমস্কার কর, এই প্রকারে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে মন নিয়োগ করিলে আমাকেই পাইবে।।৩৪।।

ইতি শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্‌গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।

বিশ্বনাথ—ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি— মন্মনা ইতি এবমাত্মানং মনো দেহঞ্চ যুক্ত্বা ময়ি নিয়োজ্য।।৩৪।।

পাত্রাপাত্রবিচারিত্বং স্বস্পর্শাৎ সর্ব্বশোধনম্।
ভক্তেরেবাত্রৈতদস্যা রাজগুহ্যত্বমীক্ষ্যতে।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

অনুবাদ—ভজনের প্রণালী দেখাইয়া সমাপ্তি করিতেছেন—'মন্মনা' ইত্যাদি। এই প্রকারে 'আত্মনং'—মন এবং দেহ 'যুক্ত্বা'—আমাতে নিয়োগ করিয়া।

ভক্তি স্বকীয়স্পর্শমাত্রেই পাত্রাপাত্রনির্ব্বিশেষে সকল পবিত্র করিয়া থাকেন, ইহাই রাজগুহ্যাখ্য নবম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় নবমাধ্যয়ে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা সাধুজন সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকার অনুবাদ সমাপ্তা।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে অনন্যভক্তের ভজন প্রকার প্রদর্শন পূর্ব্বক উপসংহার করিতেছেন। এ সম্বন্ধে গীঃ—১৮।৬৫ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেব বলেন,—'রাজভক্তও রাজভৃত্য পত্ন্যাদিমনা সেই প্রকার সে তন্মনা হইয়াও তদ্ভক্ত নহে; তুমি কিন্তু তদ্বিলক্ষণভাবের দ্বারা মন্মনা ও মদ্ভক্ত হও, নীলোৎপলশ্যামলত্বাদি গুণবান্ বসুদেবপুত্র আমাতে স্বস্বামিত্ব স্বপুমর্থত্ব বুদ্ধির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন মধুধারার ন্যায় সতত আমাতে মন নিযুক্ত কর, সেই প্রকার তাদৃশ অতিমাত্র প্রিয়—আমার অর্চ্চনে নিরত হও, তাদৃশ আমাকে অতিশয় প্রেমের সহিত নমস্কার কর অর্থাৎ দণ্ডবৎ প্রণাম কর। এই প্রকারে মন

ও দেহযুক্ত আত্মা আমাতে নিবেদন পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া আমাকেই একমাত্র আশ্রয় করতঃ আমাকেই পাইবে। এই ভক্তি কিন্তু অর্পিত হইয়াই অনুষ্ঠিত হইবে—ইহাই বুঝিতে হইবে"।।৩৪।।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"শুদ্ধা-ভক্তিই জীবের প্রয়োজন-প্রাপ্তির উপায়। শুদ্ধ জীবই ভগবদ্ভজনের যোগ্য ও শুদ্ধ কৃষ্ণমূর্ত্তি-তত্ত্বই শুদ্ধজীবের উপাস্য। এইটি (তত্ত্ব কথাটী) যে পর্যন্ত না জানা যায়, সে পর্য্যন্ত পরমার্থ চেষ্টা সুন্দর রূপে হয় না। জ্ঞানমিশ্রতা, যোগমিশ্রতা ও কর্ম্মমিশ্রতা হইতে মুক্ত বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে;নবম অধ্যায়ে উপাস্য-তত্ত্বের শুদ্ধতাই একমাত্র উপদিষ্ট। শুদ্ধ উপাস্য-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে হইলে সেই তত্ত্বের মলসকল বর্ণন পূর্ব্বক দেখাইতে হয়। এই জন্য বিজ্ঞান-দ্বারা বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপা ভগবন্মূর্ত্তির নিত্যসিদ্ধত্ব দেখান হইল। সেই নিত্যমূর্ত্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের প্রভাবরূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকেই জ্ঞানী যোগী ও যাজ্ঞিকেরা উপাসনা করেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত সকল সেই পরমার্থতত্ত্বের খণ্ডভাবকে উপাসনা না করিয়া নিত্যমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ হইতে পৃথকবোধে অন্যান্য দেবতার উপাসনা — নিতান্ত অজ্ঞান-কার্য্য;যেহেতু সেই সেই দেবতার ভজনা করিলে সেই সেই খণ্ডভাববিশিষ্ট-গতি লাভ হয়। ভক্তি-যোগের কথা এই যে, অন্য-দেবাদির উপাসনা হইতে বিরত হইয়া অন্যাভিলাষশূন্যভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি নববিধা ভক্তি আলোচনা পূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। এরূপ অনন্যভক্ত যদি প্রথমাবস্থায় সুদুরাচারও হন, তথাপি তিনি—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব সাধু; যেহেতু অতি স্বল্পদিনের মধ্যে ঐকান্তিকভাবে দৃঢ় হইলে আর কোন প্রকার চরিত্রকষায় থাকিবে না।

আমার শুদ্ধাভক্তিই সেই ফলোৎপত্তি করিবে। শুদ্ধ ভক্তের নাশ বা পতন কখনই হয় না। যেহেতু আমি তাঁহার যোগক্ষেম বহন করি। অতএব শুদ্ধভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করাই চতুরের কার্য্য।—শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায় নবম অধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া।।১।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—মহাবাহো! ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে (আমার) পরমং বচঃ (উৎকৃষ্ট বাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর) যৎ (যাহা) প্রীয়মাণায় (প্রীতি অনুভবকারী) তে (তোমাকে) অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (হিত ইচ্ছা করিয়া) বক্ষ্যামি (বলিতেছি)।।১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো! পুনরায় আমার পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ কর, যাহা প্রেমবান্ তোমাকে, তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি।।১।।

বিশ্বনাথ—ঐশ্বর্য্যং জ্ঞাপয়িত্বোচে ভক্তিং যৎ সপ্তমাদিষু।
সরহস্যং তদেবোক্তং দশমে স বিভূতিকম্।।

আরাধ্যত্বজ্ঞানকারণমৈশ্বর্য্যং যদেব পূর্ব্বত্র সপ্তমাদিষূক্তং তদেব সবিশেষং ভক্তিমতামানন্দার্থং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ "পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্" ইতি ন্যায়েন কিঞ্চিদ্দুর্ব্বোধতয়ৈবাহ—ভূয় ইতি, পুনরপি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিদমুচ্যত ইত্যর্থঃ। হে মহাবাহো, ইতি যথা বাহুবলং সর্ব্বাধিক্যেন ত্বয়া প্রকাশিতং তথৈতদ্বুদ্ধ্যা বুদ্ধিবলমপি সর্ব্বাধিক্যেন প্রকাশয়িতব্যমিতি ভাবঃ। শৃণ্বিতি শৃন্বন্তমপি তং বক্ষ্যমাণেঽর্থে সম্যগবধারণার্থম্ এব। পরমং পূর্ব্বোক্তাদপ্যুৎকৃষ্টম্। তে ত্বামতিবিস্মিতী-কর্ত্তুং—ক্রিয়ার্থোপপদস্য চেতি চতুর্থী; যতঃ প্রীয়মাণায় প্রেমবতে।।১।।

বঙ্গানুবাদ—সপ্তমাদি পূর্ব্বাধ্যায়সমূহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক যে ভক্তিতত্ত্বের কথা কথিত হইয়াছে তাহারই রহস্যসহ ভগবদ্বিভূতি দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।

পূর্ব্বে সপ্তমাদি অধ্যায় সমূহে আরাধ্যত্ব-জ্ঞানের কারণ যে ঐশ্বর্য্যাদির কথা বলিয়াছেন, ভক্তিমান্দিগের আনন্দের জন্য তাহাই বিশেষভাবে

বর্ণনা করিতে 'ঋষিগণ পরোক্ষতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা এবং পরোক্ষও আমার প্রিয়' ভাঃ—১১।২১।৩৫—এই ন্যায়ে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ বলিয়াই বলিতেছেন—'ভূয়ঃ' ইত্যাদি। পুনরায় 'রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিদম্'—বলিতেছেন এই অর্থ। হে 'মহাবাহো'—যেরূপ তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকভাবে বাহুবল প্রকাশ করিয়াছ, তদ্রূপ এ বিষয়ে বুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকভাবে বুদ্ধিবলও প্রকাশযোগ্য এই ভাব। 'শৃণু'—শ্রবণশীল তাহাকে যে কথা বলা হইত তাহা সম্যক্ অবধারণ করিবার জন্যই। 'পরমং'—পূর্ব্বকথিত বিষয় হইতেও উৎকৃষ্ট। 'তে'—তোমাকে অতিশয় বিস্মিত করিবার জন্য ক্রিয়ার্থে (কর্ম্মস্থানীয়) উপপদের চতুর্থী, যেহেতু 'প্রীয়মাণায়'—প্রেমবান্ তোমাকে ।।১।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বে সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায় সমূহে ভজনীয় পরমেশ্বরতত্ত্বের ঐশ্বর্য্যাদি বর্ণন করিয়া, বর্ত্তমানে তাঁহার বিভূতি পুনরায় সবিস্তারে বলিতেছেন। পরোক্ষবাদ অবলম্বনে এই বিভূতিজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে, কারণ 'যাহা অদেয় বস্তু, যাহার প্রচার বিরল এবং যাহা মহৎ, তাহাকেই পরোক্ষ করা হয়'। —সন্দর্ভ। এইজন্য পরোক্ষবাদ বেদের একটি স্বভাব। আত্মগোপন কার্যটি শ্রীভগবানের স্বভাবের একটি পরিচয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—'আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে'। পরোক্ষবাদে বর্ণিত বিষয় দুর্ব্বোধ্য বলিয়া অবধারণ করা কঠিন। তবে শ্রীভগবান আত্মগোপনের চেষ্টা করিলেও ভক্তের নিকট কৃতকার্য্য হন না। শ্রীচরিতামৃতে ইহাও পাওয়া যায়—'তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে'।। অতএব ভক্তিসহকারে বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই বিভূতি-যোগ-অধ্যায় আলোচনা করা দরকার।।১।।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।।২।।

অন্বয়—সুরগণাঃ (দেবসমূহ) মে (আমার) প্রভবং (প্রকৃষ্ট জন্মবৃত্তান্ত) ন বিদুঃ (জানেন না) মহর্ষয়ঃ ন (মহর্ষিগণও জানেন না) হি (যেহেতু) অহম্ (আমি) দেবানাং (দেবতাদিগের) মহর্ষীণাঞ্চ (এবং মহর্ষিগণের) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বতোভাবে) আদিঃ (আদিকারণ)।।২।।

অনুবাদ—দেবগণ ও মহর্ষিগণ আমার লীলাপ্রভব অর্থাৎ প্রপঞ্চে আবির্ভাব বিষয়ের তত্ত্ব অবগত নহেন, যেহেতু আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ ।।২।।

বিশ্বনাথ—এতচ্চ কেবলং মদনুগ্রহাতিশয়েনৈব বেদ্যং নান্যথেত্যাহ—ন মে ইতি। মম প্রভবং প্রকৃষ্টং সর্ব্ববিলক্ষণং ভবং দেবক্যাং জন্ম দেবগণা ন জানন্তি; তে বিষয়াবিষ্টত্বান্ন জানন্তু, ঋষয়স্তু জানীয়ুস্তত্রাহ—ন মহর্ষয়োঽপি। তত্র হেতুঃ—অহমাদিঃ কারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈরেব প্রকারৈঃ, ন হি পিতুর্জন্মতত্ত্বং পুত্রা জানন্তীতি ভাবঃ। "ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ" ইত্যগ্রিমানুবাদাদত্র প্রভব-শব্দস্যান্যার্থতা ন কল্প্যা।।২।।

বঙ্গানুবাদ—ইহা কিন্তু কেবল আমার অতিশয় অনুগ্রহেই জ্ঞেয়, অন্য প্রকারে নহে তাই বলিতেছেন—'ন মে' ইত্যাদি। 'মম প্রভবং'—প্রকৃষ্ট অর্থাৎ সর্ব্ববিলক্ষণ ভব—দেবকীতে জন্ম, দেবগণ জানেন না। তাহারা বিষয়ে আবিষ্ট বলিয়া নাই জানুন কিন্তু ঋষিরা ত' জানেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—মহর্ষিগণও জানেন না, তাহার হেতু—'অহমাদিঃ'—আমি আদি কারণ 'সর্ব্বশঃ'—সর্ব্বপ্রকারেই, লোকে পিতার জন্মতত্ত্ব পুত্রে জানে না, এই ভাব। 'হে ভগবন্, দেবগণ কিম্বা দানবগণ কেহই আপনার জন্ম জানে না।' এই পরবর্ত্তী (১৪ শ্লোঃ) বাক্য হইতে প্রভব শব্দের অন্য অর্থ কল্পনা করিতে হইবে না।।২।।

অনুবর্ষিণী—ভক্তি ব্যতীত ভগবদনুগ্রহ লাভের অন্য উপায় নাই এবং ভগবদনুগ্রহ ব্যতীতও স্বস্বযোগ্যতায় কেহ ভগবত্তত্ত্ব জানিতে পারে না। শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—

"প্রজাপতিপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ গিরিশো মনুঃ।
দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকাঃ সনকাদয়ঃ।।
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বসিষ্ঠ ইত্যেতে মদন্তা ব্রহ্মবাদিনঃ।।
অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্।।"—৪।২৯।৪২-৪৪।

এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।।"—
১০।১৪।২১।

শ্রীব্রহ্মা আরও বলিয়াছেন—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।"
(ভাঃ—১০।১৪।২৯)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই—

"ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয়ত' যাহারে। সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।।"

দেবগণ বা ঋষিগণ কেহই স্ব স্ব যোগ্যতার দ্বারা আমার প্রভব অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ভব—দেবকীতে জন্মাদি-লীলা-তাৎপর্য্য জানিতে পারে না; সুতরাং মনুষ্যের কথা আর কি বলিব?

এ সম্বন্ধে শ্রীবলদেবের ভাষ্যে পাই—'প্রভব অর্থাৎ প্রভুত্বের সহিত ভবন—অনাদিদিব্যস্বরূপগুণ বিভূতিমত্ত্বার সহিত আবর্ত্তন' বা জন্মাদি লীলা।

শ্রীভগবানই সকলের আদি মূল। শ্রীভাগবতে পাই,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।" (২।৯।৩২)

শ্রীবলদেব বলেন, —'যেহেতু আমি তাহাদের পূর্ব্বকারণ, সর্ব্বপ্রকারে উৎপাদকতা এবং বুদ্ধ্যাদি-দাতৃত্বযুক্ত; দেবত্বাদি ও ঐশ্বর্য্যাদি আমার দ্বারাই তাহাদ্গিকে প্রদত্ত, তাহাদের আরাধনায় তুষ্ট হইয়াই দত্ত অতএব স্বপূর্ব্বসিদ্ধ আমাকে এবং আমার ঐশ্বর্য্যকে তাহারা জানে না।'

শ্রুতিও বলেন, —'কো বা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আয়াত। কুত ইয়ং বিসৃষ্টিরর্বগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূবেতি নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শদিতি চৈবম্যাদ্যা।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"আমিই দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি-কারণ, অতএব সেই দেবতা ও

মহর্ষিগণ আমার লীলা-প্রভব অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-জগতে নরাকারস্বরূপে আমার উদয়ের তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। দেবতা বা মহর্ষিগণ সকলেই স্বীয় বুদ্ধিবলে আমার তত্ত্ব অন্বেষণ করেন। তাহাতে তাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধি ভেদ করিবার যত্নসহকারে প্রপঞ্চে বিপরীত কোন অব্যক্ত অপরিস্ফুট, নির্গুণ, স্বরূপহীন শুষ্ক 'ব্রহ্ম'কেই কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিয়া, তাহাই যে পরম-তত্ত্ব, এরূপ মনে করেন। কিন্তু পরমতত্ত্ব তাহা নয়। পরম-তত্ত্বস্বরূপ আমি—সর্ব্বদা অচিন্ত্যশক্তিবলে স্বপ্রকাশ, নির্দ্দোষগুণসম্পন্ন, নিত্যস্বরূপবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি। আমার অপরা-শক্তিতে আমার প্রতিভাত স্বরূপই 'ঈশ্বর'; অপরা-শক্তি-দ্বারা বদ্ধ জীবদিগের চিন্তার সীমাতীত আমার একটি অস্ফুট মূর্ত্তিই 'ব্রহ্ম'। অতএব 'ঈশ্বর' বা 'পরমাত্মা' এবং 'ব্রহ্ম'—আমার এই দুইটি স্ফুর্ত্তিই সৃষ্টবস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে লক্ষিত হয়। আমি স্বয়ং কখনও নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রপঞ্চে স্ব-স্বরূপে উদিত হই;তখন উক্ত ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার অচিন্ত্যশক্তির সামর্থ্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং মায়ার দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া আমার এই স্বরূপ-আবির্ভাবকে 'ঈশ্বর-তত্ত্ব' বলিয়া মনে করে এবং শুষ্ক 'ব্রহ্মভাব'কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহাতে স্ব-স্বরূপের লয় অনুসন্ধান করেন। কিন্তু আমার ভক্ত সকল স্বীয় ক্ষুদ্রজ্ঞানের পরিচালনার দ্বারা অচিন্ত্য-তত্ত্বের অবগতি সহজ নয় মনে করিয়া আমার প্রতি ভক্তিবৃত্তিরই অনুশীলন করেন। তাহাতে আমি দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাদ্গিকে সহজজ্ঞান দ্বারা আমার স্বরূপানুভূতি প্রদান করি।।২।।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৩।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) অনাদিম্ (আদিরহিত) অজম্ (জন্মরহিত) লোকমহেশ্বরম্ চ (ও সর্ব্বলোকের মহেশ্বর) বেত্তি (বলিয়া জানেন) সঃ (তিনি) মর্ত্ত্যেষু (মর্ত্ত্যলোকমধ্যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহশূন্য) (সন্-হইয়া) সর্ব্বপাপৈঃ (সর্ব্বপাপ হইতে) প্রমুচ্যতে (বিমুক্ত হন)।।৩।।

অনুবাদ—যিনি আমাকে অনাদি, অজ ও সর্ব্বলোকের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মর্ত্ত্যলোকমধ্যে মোহশূন্য হইয়া প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিরূপ সর্ব্বপাপ

হইতে বিমুক্ত হন।।৩।।

বিশ্বনাথ—ননু পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বদেশকালাপরিচ্ছিন্নস্য তবৈতদ্দেহস্যৈব জন্ম দেবা ঋষয়শ্চ জানন্ত্যেব, তত্র স্বতর্জন্যা স্ববক্ষঃ স্পৃষ্টাহ—যো মামিতি। যো মামজং বেত্তি, কিং পরমেষ্ঠিনং ন অনাদিং সত্যং, তর্হি অনাদিত্বাদজমজন্যং পরমাত্মানং ত্বাং বেত্ত্যেব, তত্রাহ—চেতি। অজমজন্যং বসুদেবজন্যঞ্চ মামনাদিমেব যো বেত্তি ইত্যর্থঃ। মামিতি-পদেন বসুদেবজন্যত্বং বুধ্যতে—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" ইতি মদুক্তেঃ, মম জন্মবত্তং পরমাত্মত্বাৎ সদৈবাজত্বং চ ইত্যুভয়মপি মে পরমং সত্যং অচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধমেব। যদুক্তং—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা সম্ভবামি" ইতি; তথা চোদ্ধব-বাক্যং—"কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে" ইত্যাদ্যনন্তরং "খিদ্যতি ধীর্ব্বিদামিহ" ইতি; অত্র শ্রীভাগবতামৃতকারিকা চ—"তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ স্যাদ্বিদাং বুদ্ধিভ্রমস্তদা। ন স্যাদেবেত্যতোঽচিন্ত্যা শক্তির্লীনাসু কারণম্। তস্মাৎ যথা মম বাল্যে দামোদরত্বলীলায়ামেকদৈব কিঙ্কিণ্যা বন্ধনাৎ পরিচ্ছিন্নত্বং দাম্না স্বাবন্ধাদপরিচ্ছিন্নত্বং চাতর্ক্যমেব, তথৈব মমাজত্ব-জন্মবত্ত্বে চাতর্ক্যে এব।" দুর্বোধমৈশ্বর্য্যঞ্চাহ—লোকমহেশ্বরং তব সারথিমপি সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং যো বেদ, স এব মর্ত্ত্যেষু মধ্যে অসংমূঢ়ঃ সর্ব্বপাপৈর্ভক্তিবিরোধিভিঃ। যস্তু অজত্বানাদিত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্বান্যেব বাস্তবানি স্যুর্জন্মবত্বাদীনি তু অনুকরণমাত্রসিদ্ধানীতি ব্যাচষ্টে, স সংমূঢ়ঃ এব সর্ব্বপাপৈর্ন প্রমুচ্যতে ইত্যর্থঃ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল যে, পরব্রহ্ম সর্ব্বদেশকাল অপরিচ্ছিন্ন তোমার এই দেহের জন্ম দেবগণ এবং ঋষিগণ জানেন, তদুত্তরে নিজের তর্জ্জনি-দ্বারা নিজ বক্ষঃ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন—'যো মাম্' ইত্যাদি। 'যো মামজং বেত্তি'—যে আমাকে জন্মরহিত বলিয়া জানে। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা কি অনাদি সত্য নহে? তাহা হইলে অনাদি বলিয়া অজ—জন্মকারণ রহিত পরমাত্মা তোমাকে জানেই, তদুত্তরে বলিতেছেন—'চ' ইত্যাদি। 'অজম্'—অজন্য অর্থাৎ জন্মকারণরহিত এবং বসুদেবজন্য অর্থাৎ বসুদেব হইতে জাত আমাকে যে অনাদি বলিয়াই জানে, এই অর্থ। 'মাম্'—এই পদে বসুদেবজন্যত্ব অর্থাৎ বসুদেব হইতে জাত ইহাই বুঝায়—'আমার

জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য' (গীঃ ৪।৯) এই আমার উক্তি হইতে আমি পরমাত্মা বলিয়া আমার নিত্যই জন্মবত্ত্ব ও নিত্যই অজত্ব উভয়ই আমার পরম সত্য অচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধ। যেমন বলিয়াছি—'আমি জন্মশূন্য হইয়াও অবিনাশী আমি সম্ভূত হই' (গীঃ ৪।৬) এবং উদ্ধবের বাক্য—'হে প্রভো, আপনি নিস্পৃহ হইয়াও যে কর্ম্ম করেন' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'বিদ্বজ্জনগণেরও বুদ্ধি সংশয়ের দ্বারা খিন্ন হয়'—এই পর্য্যন্ত; এবং এ বিষয়ে শ্রীভাগবতামৃতের কারিকা—"বিদ্বজ্জনের বুদ্ধিভ্রম যদি বাস্তব নহে, উহা না হওয়াই উচিত। অতএব নানাত্ব বা বিভিন্নত্বের কারণ অচিন্ত্যশক্তি। যেরূপ বাল্যে আমার দামোদর-লীলায় একই সময়ে কিঙ্কিণী দ্বারা উদর বদ্ধ হইয়া পরিচ্ছিন্নত্ব আবার দাম দ্বারা স্বকীয় অবন্ধনে অপরিচ্ছিন্নত্ব অতর্ক্যই, তদ্রূপ আমার অজত্ব এবং জন্মবত্ত্ব অতর্ক্যই।" দুর্ব্বোধ ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতেছেন—'লোকমহেশ্বরম্'—তোমারই সারথিকে যে সর্ব্বলোকের মহান্ত-ঈশ্বর বলিয়া জানে সেই মর্ত্ত্যমধ্যে 'অসংমূঢ়ঃ'—সর্ব্বপ্রকার পাপ ও ভক্তি বিরোধী হইতে। যে অজত্ব, অনাদিত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্বাদিই বাস্তব, কিন্তু জন্মবত্ত্বাদি অনুকরণ মাত্র সিদ্ধ বলে, সে সংমূঢ়ই সর্ব্বপাপ হইতে প্রমুক্ত হয় না, এই অর্থ।।৩।।

অনুবর্ষিণী—যিনি যাদৃচ্ছিক শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ববিদ্ সাধুর প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে অনাদি অর্থাৎ চিদচিৎ যাবতীয় বস্তুর আদি বা মূল কারণ, যাঁহার মূল বা আদি কেহ নাই, যাহা শ্রীভাগবতে,—"অহমেবাসমেবাগ্রে" (২।৯।৩২) 'ভগবানেক আসেদম্' (৩।৫।২৩), ব্রহ্মসংহিতায়—'অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ' এবং বিভিন্ন শ্রুতিতে—"বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ," "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ", "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ", "অথ নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্। ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্", ও গীতায় ১০।২০ শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহা জানিতে পারেন এবং অজ অর্থাৎ নিজ অচিন্ত্য-শক্তি বলে জন্মকারণ রহিত হইয়াও যিনি নিত্য অপ্রাকৃত জন্মবান্ থাকিয়া বসুদেবসূনু বা নন্দসূনুরূপে নিত্য বৎসল-রসের বিষয়রূপে অবস্থান করেন; (গীঃ ৪।৬ ও ৪।৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তাহা জানিতে পারেন, অর্থাৎ এই প্রকারে

যিনি হেয় সম্বন্ধরহিত নিত্যসিদ্ধ সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন, তিনি মজ্জ্ঞান সম্বন্ধে যাবতীয় মোহমুক্ত হইয়া মদ্ভক্তি প্রতিকূল নিখিল কর্ম্ম বা পাপ হইতে মুক্ত হন এবং আমাতে ভক্তি লাভ করেন।।৩।।

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ।।৪।।

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ।।৫।।

অন্বয়—বুদ্ধিঃ (সূক্ষার্থ নিশ্চয় সামর্থ্য) জ্ঞানম্ (আত্মানাত্মবিবেক) অসংমোহঃ (ব্যস্ততার অভাব) ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) সত্যম্ (যথার্থভাষণ) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম) শমঃ (অন্তঃকরণ সংযম) সুখং, দুঃখং, ভবঃ (জন্ম) অভাবঃ (মৃত্যু) ভয়ম্ চ, অভয়ম্ এব চ, অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানং, যশঃ, অযশঃ, (এতানি—এই সকল) ভূতানাং (প্রাণিদিগের) পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ (নানাপ্রকার ভাব) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (হইয়া থাকে)।।৪-৫।।

অনুবাদ—বুদ্ধি, জ্ঞান, ব্যাকুলতার অভাব, সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ ও অযশ—এইসকল প্রাণিগণের নানাপ্রকার ভাব আমা হইতেই হইয়া থাকে।।৪-৫।।

বিশ্বনাথ—ন চ শাস্ত্রজ্ঞাঃ স্ববুদ্ধ্যাদিভিঃ মত্তত্ত্বং জ্ঞাতুং শক্নুবন্তি, যতো বুদ্ধ্যাদীনাং সত্ত্বাদিবন্মায়াগুণজন্যত্বান্মত্ত এব জাতানামপি গুণাতীতে ময়ি নাস্তি স্বতঃ প্রবেশযোগ্যতেত্যাহ—বুদ্ধিঃ সূক্ষ্মার্থনিশ্চয়সামর্থ্যং, জ্ঞানমাত্মানাত্মবিবেকঃ, অসম্মোহো বৈয়গ্র্যাভাবঃ,—এতে ত্রয়ো ভাবা মত্তত্ত্বজ্ঞানহেতুত্বেন সম্ভাব্যমান ইব, ন তু হেতবঃ। প্রসঙ্গাদন্যানপি ভাবান্ লোকেষু দৃষ্টান্ ন স্বত এবোদ্ভূতানাহ—'ক্ষমা' সহিষ্ণুত্বং, 'সত্যং' যথার্থভাষণং, 'দমো বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, 'শমো' ঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ,—এতে সাত্ত্বিকাঃ। 'সুখং' সাত্ত্বিকং, 'দুঃখং' তামসং, 'ভবাভাবৌ'

জন্মমৃত্যুদুঃখবিশেষৌ, 'ভয়ং' তামসং, 'অভয়ং' জ্ঞানোত্থং সাত্ত্বিকং, রজসাদ্যুত্থং রাজসম্। 'সমতা' আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সুখদুঃখাদি-দর্শনম্, 'অহিংসা-সমতে' সাত্ত্বিক্যৌ, 'তুষ্টি' সন্তুষ্টিঃ; সা নিরুপাধিঃ সাত্ত্বিকী, সোপাধিস্তু রাজসী, 'তপোদানে' অপি সোপাধি-নিরুপাধিত্বাভ্যাং সাত্ত্বিক-রাজসে, যশোঽযশসী অপি তথা। মত্ত ইতি—এতে মন্মায়াতো ভবন্তোঽপি শক্তিশক্তিমতোরৈক্যাৎ মত্ত এব।।৪-৫।।

বঙ্গানুবাদ—আর শাস্ত্রজ্ঞগণ নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা আমার তত্ত্ব জানিতে সমর্থ নহেন, যেহেতু বুদ্ধি-প্রভৃতি মায়ার সত্ত্বগুণ হইতে জাত বলিয়া আমা হইতেই জাত হইলেও গুণাতীত আমাতে তাহাদের স্বতঃ প্রবেশ যোগ্যতা নাই, তাই বলিতেছেন—'বুদ্ধি'—সূক্ষ্মার্থনিশ্চয় সামর্থ্য, 'জ্ঞানম্'—আত্মানাত্মবিবেক, 'অসম্মোহ'—ব্যগ্রতার অভাব, এই তিনপ্রকার ভাব আমার তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে হেতু বলিয়া সম্ভাব্যমান হইলেও কিন্তু হেতু নহে। প্রসঙ্গক্রমে অন্য ভাবসমূহ লোকে দেখা যায়, কিন্তু স্বতঃই উদ্ভূত নহে, তাই বলিতেছেন—'ক্ষমা'—সহিষ্ণুতা, 'সত্যং'—যথার্থভাষণ, 'দমঃ'—বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, 'শমঃ' অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ—এই সকল সাত্ত্বিক। 'সুখং'—সাত্ত্বিক, 'দুঃখং'—তামস, 'ভবাভবৌ'—জন্ম ও মৃত্যুর দুঃখ বিশেষ, 'ভয়ং'—তামস, 'অভয়ং'—জ্ঞান হইতে উত্থিত হইলে সাত্ত্বিক, রজঃ হইতে উদ্ভুত হইলে রাজস। 'সমতা'—নিজের তুলনায় সর্ব্বত্র সমভাবে সুখদুঃখাদির দর্শন, 'অহিংসা ও সমতা' সাত্ত্বিক, 'তুষ্টিঃ'—সন্তুষ্টি, তাহা নিরুপাধি হইলে সাত্ত্বিকী, সোপাধি হইলে রাজসী, 'তপ ও দান'—উপাধিযুক্ত ও উপাধিরহিত হইলে রাজসী ও সাত্ত্বিকী, 'যশঃ ও অযশঃ' ঐরূপ 'মত্তঃ' ইত্যাদি। এই সকল আমার মায়া হইতে উদ্ভূত হইলেও 'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ'—এই ন্যায়ে আমা হইতেই।।৪-৫।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমানে শ্রীভগবানই যে সকলের আদি অর্থাৎ মূলকারণ ও সকলের ঈশ্বর, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। যাবতীয় বিষয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপে তাঁহার সহিতই সম্বন্ধ বিশিষ্ট। শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকদ্বয়ের টীকায় লিখিয়াছেন,—"শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণ সুবুদ্ধি দ্বারাও

আমার তত্ত্ব জানিতে পারে না; তাহার হেতু এই যে, সূক্ষ্মার্থ-নিশ্চয়-সামর্থ্যরূপ 'বুদ্ধি' আত্মানাত্ম বিবেকরূপ 'জ্ঞান' ও অসম্মোহ, তথা ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব (জন্ম), অভাব (মৃত্যু), অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশঃ, অযশঃ—এই সমস্তই ভূতসকলের ভাব। আমিই এ সকলের আদিকারণ বটে, কিন্তু আমি—এই সকল হইতে পৃথক্। আমার অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব জানিতে পারিলে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। শক্তি ও শক্তিমান্ যেমন অপৃথক্ হইয়াও ভিন্ন, সেইরূপ শক্তিমান্ যে আমি, আমা হইতে আমার শক্তি নিঃসৃত সমস্ত বস্তু ও ভাবময় জগৎ—নিত্য অপৃথক্ হইয়াও ভিন্ন।।৪-৫।।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ।।৬।।

অন্বয়—সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্ত মহর্ষিগণ) পূর্ব্বে (তৎ পূর্ব্বে) চত্বারঃ (সনকাদি চারজন) তথা মনবঃ (এবং মনুগণ) মদ্ভাবাঃ (আমা হইতে জন্ম যাহাদের) মানসাঃ জাতাঃ (মন হইতে জাত যাহারা) লোকে (সংসারে) ইমাঃ (ব্রাহ্মণাদি এই সকল) যেষাং (যাহাদের) প্রজাঃ (পুত্র পৌত্রাদি)।।৬।।

অনুবাদ—মরীচ্যাদি সপ্তঋষি, তাঁহাদের পূর্ব্বজাত সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু, সকলেই আমার হিরণ্যগর্ভরূপ হইতে সঙ্কল্পমাত্র উৎপন্ন, সংসারে ব্রাহ্মণাদি এই সকল তাঁহাদেরই পুত্র-পৌত্র বা শিষ্যপ্রশিষ্যরূপে পরিপূরিত আছে।।৬।।

বিশ্বনাথ—বুদ্ধিজ্ঞানাসম্মোহন্ স্বতত্ত্বজ্ঞানেঽসমর্থানুক্ত্বা তত্ত্বতোঽপি তত্রসমর্থানাহ—মহর্ষয়ঃ সপ্ত মরীচ্যাদয়ঃ, তেভ্যোঽপি পূর্ব্বেঽন্যে চত্বারঃ সনকাদয়ঃ, মনবশ্চতুর্দ্দশস্বায়ম্ভুবাদয়ঃ মত্ত এব হিরণ্যগর্ভাত্মনঃ সকাশাদ্ভবো জন্ম যেষাং তে। মানসা মন আদিভ্য উৎপন্না জাতাঃ অভূবন্নিত্যর্থঃ;—যেষাং মরীচ্যাদীনাং সনকাদীনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ পুত্র-পৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্য-প্রশিষ্যরূপাশ্চ।।৬।।

বঙ্গানুবাদ—বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহাদি নিজতত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থ, ইহা বলিয়া তত্ত্বতঃও তাহাদিগের অসামর্থ্য দেখাইতেছেন—'মহর্ষয়ঃ'—

মরীচ্যাদি সপ্ত, তাঁহাদিগেরও পূর্ব্বে সনকাদি চারিজন, স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু আমা হইতেই—হিরণ্যগর্ভাত্মক আমা হইতে যাহাদিগের জন্ম তাহারা। 'মানসা'—মন প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ জাত হইয়াছিলেন, এই অর্থ। যে মরীচ্যাদির এবং সনকাদির পুত্রপৌত্রাদিরূপে ও শিষ্য-প্রশিষ্যরূপে ব্রাহ্মণাদি সন্ততিগণ পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।।৬।।

অনুবর্ষিণী—সপ্ত মহর্ষি—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। ইঁহাদিগের পূর্ব্বতন মহর্ষিচতুষ্টয়—সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার। চতুর্দ্দশ মনু—১) স্বায়ম্ভুব, ২) স্বারোচিষ, ৩) উত্তম, ৪) তামস, ৫) রৈবত, ৬) চাক্ষুষ, ৭) বৈবস্বত, ৮) সাবর্ণি, ৯) দক্ষসাবর্ণি, ১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, ১১) ধর্ম্ম-সাবর্ণি, ১২) রুদ্রপুত্র (সাবর্ণি), ১৩) রৌচ্য (দেবসাবর্ণি), ১৪) ভৌত্যক (ইন্দ্রসাবর্ণি)।

ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিসম্ভূত হিরণ্যগর্ভ হইতে জাত; এবং ইঁহাদিগের বংশে বা শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমেই ব্রাহ্মণাদি প্রজাসকল জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছেন।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।।৭।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) মম (আমার) এতাং (এই সকল) বিভূতিং যোগং চ (বিভূতি ও যোগ) তত্ত্বতঃ (সম্যক্‌রূপে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) অবিকল্পেন (নিশ্চল) যোগেন (মদীয় তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হন) অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ ন (সংশয় নাই)।।৭।।

অনুবাদ—যিনি আমার এই সকল বিভূতি ও ভক্তিযোগ বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, তিনি নিশ্চল-মদীয় তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণের দ্বারা যুক্ত থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।।৭।।

বিশ্বনাথ—কিন্তু "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি মদুক্তের্মদনন্যভক্ত এব মৎপ্রসাদান্মদ্বাচি দৃঢ়মাস্তিক্যং দধানো মত্তত্ত্বং বেত্তীত্যাহ—এতাং সংক্ষেপেণৈব বক্ষ্যমাণাং বিভূতিং যোগং ভক্তিযোগঞ্চ যস্তত্ত্বতো বেত্তি, মৎপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাক্যত্বাদিদমেব পরমং তত্ত্বমিতি দৃঢ়তরাস্তিক্যবানেব যো বেত্তি সঃ। অবিকল্পেন নিশ্চলেন যোগেন মত্তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণেন যুজ্যতে

যুক্তো ভবেদত্র নাস্তি কোঽপি সন্দেহঃ।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু 'ঐকান্তিকী ভক্তিদ্দ্বারাই আমি লভ্য' (ভাঃ ১১।১৪।২১) আমার এই উক্তি হইতে আমার অনন্যভক্তই আমার প্রসাদে আমার বাক্যে দৃঢ় আস্তিক্য ধারণ করিয়া আমার তত্ত্ব অবগত হন, তাই বলিতেছেন—

'এতাং'—সংক্ষেপেই কথিত। 'বিভূতিং' 'যোগং'—এবং ভক্তিযোগ, যিনি 'তত্ত্বতো বেত্তি'—আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যই পরমতত্ত্ব; ইহাতে দৃঢ়তর আস্তিক্যবান্ হইয়া যিনি জানেন, তিনি। 'অবিকল্পেন'—নিশ্চল, 'যোগেন'—আমার তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণ যোগদ্বারা। 'যুজ্যতে'—যুক্ত হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।।৭।।

অনুবর্ষিণী—যিনি আমার এই পারমৈশ্বর্য্য-লক্ষণযুক্তা বিভূতি অর্থাৎ বিধি-রুদ্রাদি দেবতা, সনকাদি মহর্ষিগণ, স্বায়ম্ভুবাদি মনুপ্রমুখ সমগ্র জগৎ আমারই শক্তির পরিচয় এবং অনাদি-অজত্বাদি যাবতীয় কল্যাণ-গুণগণের সহিত বর্ত্তমান আমার সঙ্গে নিজেকে সম্বন্ধবিশিষ্ট জানিতে পারেন ও মদ্বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত, তিনিই মৎপ্রসাদে মজ্জ্ঞান সম্যক্ লাভপূর্ব্বক স্থিরযোগে অর্থাৎ ভক্তিযোগের দ্বারা সম্পন্ন হন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"যিনি তত্ত্বজ্ঞানের চরম সীমা যে আমার স্বরূপ-জ্ঞান ও শক্তিজনিত বিভূতিজ্ঞান এবং ক্রিয়াযোগের চরম সীমা যে ভক্তিযোগ, এই দুই বিষয় তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন, তিনি—'অবিকল্প' অর্থাৎ দ্বৈধরহিত যোগের অনুষ্ঠান করেন"।।৭।।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।।৮।।

অন্বয়—অহং (আমি) সর্ব্বস্য (সকলের) প্রভবঃ (উৎপত্তির হেতু) মত্তঃ (আমা হইতে) সর্ব্বং (সকলে) প্রবর্ত্ততে (কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়) ইতি মত্বা (ইহা মনে করিয়া) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (সন্) (ভাবযুক্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করেন)।।৮।।

অনুবাদ—আমি সকলের উৎপত্তির হেতু, আমা হইতেই সকলের সকল চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা অবগত হইয়া পণ্ডিতগণ ভক্তিসহকারে আমাকে ভজন করিয়া থাকেন, আর যাহারা করেন না, তাহারা অপণ্ডিত।।৮।।

বিশ্বনাথ—তত্র মহৈশ্বর্য্যলক্ষণাং বিভূতিমাহ—অহং সর্ব্বস্য প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তুমাত্রস্য প্রভবঃ উৎপত্তি-প্রাদুর্ভাবয়োঃ হেতুঃ। মত্ত এবান্তর্যামিস্বরূপাৎ সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্ততে চেষ্টতে, তথা মত্ত এব নারদাদ্যবতারাত্মকাৎ সর্ব্বং ভক্তিজ্ঞানতপঃকর্ম্মাদিকং সাধনং তত্তৎ সাধ্যঞ্চ প্রবৃত্তিং ভবতি। ঐকান্তিক-ভক্তিলক্ষণং যোগমাহ—ইতি মত্বা আস্তিক্যতো জ্ঞানেন নিশ্চিত্য ইত্যর্থঃ। ভাবো দাস্যসখ্যাদিস্তদ্‌যুক্তাঃ।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে মহৈশ্বর্যলক্ষণযুক্ত বিভূতির কথা বলিতেছেন—'অহং'—আমি, 'সর্ব্বস্য'—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুমাত্রেরই 'প্রভবঃ'—উৎপত্তি এবং প্রাদুর্ভাবের হেতু। 'মত্তঃ'—অন্তর্যামি-স্বরূপ আমা হইতেই 'সর্ব্বং'—জগৎ 'প্রবর্ত্ততে'—কার্য্যে রত হয় এবং নারদাদি-অবতারাত্মক আমা হইতেই 'সর্ব্বং'—ভক্তি-জ্ঞান-তপ-কর্ম্মাদি সাধন এবং তত্তৎ সাধ্য প্রবৃত্ত হয়। ঐকান্তিক ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিতেছেন—'ইতি মত্বা'—আস্তিক্য বশতঃ জ্ঞানদ্বারা নিশ্চয় করিয়া, এই অর্থ। 'ভাবঃ'—দাস্যসখ্যাদিভাব তদ্‌যুক্ত।।৮।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ যাবতীয় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুর উদ্ভবস্থান। তাঁহা হইতেই ব্রহ্ম-রুদ্রাদির উৎপত্তি। শ্রীভাগবতে পাই,—

"অহং ব্রহ্মা চ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।

আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ।।"—৪।৭।৫০

অর্থাৎ আমি জগতের পরম কারণ, আত্মা, ঈশ্বর ও শক্তিস্বরূপ; আমি স্বপ্রকাশ ও জড় উপাধি-রহিত, অপ্রাকৃত বস্তু; আমিই আবার গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিবরূপে প্রকাশিত হই।

মোক্ষধর্ম্মেও পাওয়া যায়—"প্রজাপতিং চ রুদ্রাঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতাবিতি।।" এবং বারাহেও পাওয়া যায়,—"নারায়ণঃ পরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ম্মুখঃ। তস্মাদ্‌রুদ্রো

হভবদ্দেবঃ স চ সর্ব্বজ্ঞতাং গতঃ।।" তিনিই অন্তর্যামি-সূত্রে সকলের প্রবর্ত্তক; গীঃ—১৮।৬১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি ইহা অবগত হইয়া আমাকে ভজন করেন তাঁহারাই আমাতে দাস্য-সখ্যাদি ভাবযুক্ত হন। অথবা "যাঁহারা এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তি সহকারে আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিত', অপর সকলেই 'অপণ্ডিত'।"—শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ।।৮।।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।৯।।

অন্বয়—মচ্চিত্তাঃ (আমাতে সমর্পিত চিত্ত) মদ্গতপ্রাণাঃ (মদর্পিত জীবন) (তে—তাহারা) নিত্যং (সর্ব্বদা) পরস্পরম্ (পরস্পরকে) মাং (আমার তত্ত্ব) বোধয়ন্তঃ (বুঝাইতে বুঝাইতে) চ (এবং) কথয়ন্তঃ (কীর্ত্তন করিতে করিতে) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (সন্তোষ লাভ করেন ও আনন্দ অনুভব করেন)।।৯।।

অনুবাদ—আমাতে সমর্পিত চিত্ত ও সমর্পিত প্রাণ তাঁহারা নিত্য পরস্পর আমার তত্ত্ব-আলাপন করিয়া এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে, সাধন অবস্থায় ভক্তিসুখ এবং সাধ্যাবস্থায় রমণ সুখ লাভ করেন।।৯।।

বিশ্বনাথ—এতাদৃশা অনন্যভক্তা এবং মৎপ্রসাদাল্লব্ধবুদ্ধিযোগাঃ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণং দুর্ব্বোধমপি মত্তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ—মচ্চিত্তা মদ্রূপনাম গুণলীলা মাধুর্য্যাস্বাদেষ্বেব লুব্ধমনসঃ; মদ্গতপ্রাণাঃ মাং বিনা প্রাণান্ ধর্ত্তুমসমর্থাঃ—অন্নগত প্রাণা নরা ইতিবৎ; বোধয়ন্তঃ ভক্তিস্বরূপপ্রকারাদিকং সৌহার্দ্দেন জ্ঞাপয়ন্তঃ; মাংমহামধুররূপগুণ-লীলামহোদধিং কথয়ন্তঃ মদ্রূপাদিব্যাখ্যানেনোৎকীর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বন্তঃ—ইত্যেবং সর্ব্বভক্তিষ্বতিশ্রেষ্ঠাৎ স্মরণশ্রবণকীর্ত্তনান্যুক্তানি। তুষ্যন্তি চ রমন্তি চেতি ভক্ত্যৈব সন্তোষশ্চ রমণঞ্চেতি রহস্যম্; যদ্বা, সাধনদশায়ামপি ভাগ্যবশাৎ ভজনে নির্ব্বিঘ্নে সম্পদ্যমানে সতি তুষ্যন্তি, তদৈব ভাবি স্বীয়সাধ্যদশামনুস্মৃত্য রমন্তি চ মনসা স্বপ্রভুণা সহ রমন্তি চেতি রাগানুগা ভক্তির্দ্যোতিতা।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—এতাদৃশ অনন্যভক্তগণই আমার প্রসাদে বুদ্ধিযোগ লাভ

করে এবং পূর্ব্বকথিত লক্ষণযুক্ত দুর্ব্বোধ হইলেও আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তাই বলিতেছেন—'মচ্চিত্তাঃ'—আমার রূপ, নাম, গুণ, লীলা ও মাধুর্য্যেরই আস্বাদে লুব্ধমনা, 'মদ্গতপ্রাণাঃ'—আমা বিনা প্রাণধারণ করিতে অসমর্থ—অন্নগতপ্রাণ নর যেরূপ। 'বোধয়ন্তঃ'—ভক্তির স্বরূপ, প্রকারাদি সৌহার্দ্দ অর্থাৎ সুহৃদ্ ভাবে জানান; 'মাং'—মহামধুররূপগুণলীলার মহাবারিধি, 'কথয়ন্তঃ'—আমার রূপাদি ব্যাখ্যান ও উচ্চকীর্ত্তনাদি করিতে করিতে—এই প্রকারে সকলপ্রকার ভক্তির মধ্যে অতিশ্রেষ্ঠ স্মরণ, শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি কথিত। 'তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ'—ভক্তিদ্বারাই সন্তোষ এবং রমণ এই রহস্য, অথবা সাধনদশায়ও ভাগ্যবশে ভজন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তুষ্ট, সেইকালেই ভবিষ্যতে নিজের সাধ্যদশা স্মরণ করিয়া রমণ করে—মনে মনে নিজপ্রভুসহ রমণ করে—ইহাতে রাগানুগ-ভক্তি প্রকাশিতা হইল।।৯।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে অনন্যভক্তগণের স্বভাব ও ভক্তির প্রকার বর্ণন করিতেছেন। ভক্তগণ 'মদ্গতপ্রাণা' অর্থাৎ আমাব্যতীত প্রাণধারণ করিতে অসমর্থ। শ্রীবলদেব বলেন,—'জল বিনা মৎস্য যেমন', এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে পাই;—

"হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাঙ্ছরীরিণামাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্।" (৫।১৮।১৩) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, —"কোন মৎস্যজাতি যে প্রকার জল পরিত্যাগ করিয়া বহিস্তটাদিতে সুখলাভের আশায় বিচরণ করিতে গিয়া জীবন্মৃত হয়, সেই প্রকারই হরিবিমুখ জীবিতকালেই মৃত।"

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"এতাদৃশ অনন্যভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ,—তাঁহারা আমাতে চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ সমর্পণ করতঃ পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তি-সুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম-অবস্থায় আমার সহিত রাগামার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর-রসপর্য্যন্ত সম্ভোগ পূর্ব্বক রমণ-সুখ লাভ করিয়া থাকেন"।।৯।।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূৰ্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।১০।।

অন্বয়—সততযুক্তানাং (নিত্যাভিযুক্ত) প্রীতিপূৰ্ব্বকম্ (প্রীতিসহকারে) ভজতাং (ভজনকারী) তেষাং (তাঁহাদের) তং (সেই) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিযোগ) (অহং—আমি) দদামি (দান করি) যেন (যদ্দ্বারা) তে (তাঁহারা) মাম্ (আমাকে) উপযান্তি (প্রাপ্ত হন)।।১০।।

অনুবাদ—সততযুক্ত, প্রীতিপূৰ্ব্বক ভজনকারী তাঁহাদ্গিকে আমি সেই প্রকার বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।।১০।।

বিশ্বনাথ—ননু 'তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ' ইতি ত্বদুক্ত্যা তদ্ভক্তানাং ভক্ত্যৈব পরমানন্দো গুণাতীত ইত্যবগতং, কিন্তু তেষাং ত্বৎসাক্ষাৎপ্রাপ্তৌ কঃ প্রকারঃ? স চ কুতঃ সকাশাত্তৈরবগন্তব্য ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যমেব মৎসংযোগাকাঙ্ক্ষিণাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি, তেষাং হৃদ্‌বৃত্তিষ্বহমেব উদ্ভাবয়ামীতি; স বুদ্ধিযোগঃ স্বতোঽন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপ্যধিগন্তুমশক্যঃ, কিন্তু মদেক-দেয়স্তদেকগ্রাহ্য ইতি ভাবঃ। মামুপযান্তি মামুপলভন্তে সাক্ষান্মন্নিকটং প্রাপ্নুবন্তি।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, 'সন্তোষ এবং আনন্দ লাভ করে'—তোমার এই উক্তি হইতে তদীয় ভক্তগণের ভক্তি দ্বারা পরমানন্দ লাভ ও গুণাতীত হওয়ার কথা জানা গেল, কিন্তু তাঁহাদের তোমার সাক্ষাৎকার প্রাপ্তির কি প্রকার? এবং সেই সাক্ষাৎকার উপায় কাহার নিকট হইতে তাঁহারা জানিতে পারেন—এই প্রশ্নের অপেক্ষায় বলিতেছেন—'তেষাম্' ইত্যাদি। 'সততযুক্তানাং'—নিত্যই মৎসংযোগাকাঙ্ক্ষী, 'তং বুদ্ধিযোগং দদামি'—তাঁহাদিগের হৃদয়ের বৃত্তিসমূহে আমি উদ্ভাবনা করি; সেই বুদ্ধিযোগ নিজ হইতে এবং অন্য কাহারও নিকট হইতে লাভ করিতে অসমর্থ, কিন্তু কেবলমাত্র আমাদ্বারাই দেয় এবং কেবলমাত্র তাহাদিগের দ্বারাই গ্রহণীয়, এই ভাব। 'মামুপযান্তি'—আমাকে প্রাপ্ত হন—সাক্ষাৎ আমাকে নিকটে প্রাপ্ত হন।।১০।।

অনুবর্ষিণী—অনন্য ভক্তগণ কি প্রকারে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার

লাভ করেন তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন যে, যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক সততযুক্ত হইয়া তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদ্দিগকে তিনি তৎপ্রাপ্তি-উপায়-স্বরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে ঋষিগণ বলিয়াছেন,—"বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিতজ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমো নমঃ" (৩।১৩।৪১) শ্রীনারদের বাক্যেও পাই,—"সাক্ষাদ্ভগবতোক্তেন গুরুণা হরিণা নৃপ। বিশুদ্ধজ্ঞানদীপেন স্ফুরতা বিশ্বতোমুখম্।।" (ভাঃ ৪।২৮।৪১) অর্থাৎ হে রাজন্, স্বয়ং ভগবানই গুরু রূপে তাঁহার (মলয়ধ্বজের) হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই সর্ব্বত্র তাঁহার সেই জ্ঞান স্ফুরিত হইত। স্বয়ং ভগবান্ প্রচেতাগণকেও বলিয়াছেন,—"যে তু মাং রুদ্রগীতেন সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ। স্তুবন্ত্যহং কামবরান্ দাস্যে প্রজ্ঞাঞ্চ শোভনাম্।।" (ভাঃ ৪।৩০।১০) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—"বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়। সেই বুদ্ধি দেন তাঁরে, যাতে কৃষ্ণ পায়।।" (মধ্য—২৪।১৮৫)।

বেদান্তসূত্রে পাওয়া যায়,—"নিরপেক্ষ অধিকারিগণের সৎসঙ্গদ্বারা পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ হইতে বিদ্যাসুলভা—এই বিষয়ে সূত্র বলিতেছেন—"বিশেষানুগ্রহশ্চ" —৩।৪।৩৮ (গোবিন্দভাষ্য)।।১০।।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।১১।।

অন্বয়—তেষাম্ (তাঁহাদিগের) অনুকম্পার্থম্ এব (অনুগ্রহের নিমিত্তই) অহং (আমি) আত্মাভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিত) (সন্—হইয়া) ভাস্বতা (প্রদীপ্ত) জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানালোকের দ্বারা) অজ্ঞানজম্ (অজ্ঞানজাত) তমঃ (অন্ধকাররূপ সংসার) নাশয়ামি (নাশ করি)।।১১।।

অনুবাদ—তাঁহাদ্দিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই, আমি তাঁহাদের বুদ্ধি বৃত্তিস্থ হইয়া প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকাররূপ সংসার নাশ করি।।১১।।

বিশ্বনাথ—ননু চ বিদ্যাদিবৃত্তিং বিনা কথং ত্বদধিগমঃ তস্মাত্তৈরপি তদর্থং যতনীয়মেব? তত্র ন হি ন হীত্যাহ—তেষামেব, ন ত্বন্যেষাং যোগিনাম্ অনুকম্পার্থং—মদনুকম্পা যেন প্রকারেণ স্যাত্তদর্থমিত্যর্থঃ।

তৈর্মদনুকম্পাপ্রাপ্তৌ কাপি চিন্তা ন কার্য্যা, যতস্তেষাং মদনুকম্পাপ্রাপ্ত্যর্থমহমেব যতমানো বর্ত্তে এবেতি ভাবঃ। আত্মভাবস্থঃ তেষাং বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ। জ্ঞানং মদেকপ্রকাশ্যত্বান্ন সাত্ত্বিকং নির্গুণত্বেঽপি ভক্ত্যুত্থজ্ঞানতোঽপি বিলক্ষণং যত্তদেব দীপস্তেন। অহমেব নাশয়ামীতি তৈঃ কথং তদর্থং প্রযতনীয়ম্? "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" ইতি মদুক্তেস্তেষাং ব্যবহারিকঃ পারমার্থিকশ্চ সর্ব্বোঽপি ভারো ময়া বোঢ়ুমঙ্গীকৃত এবেতি ভাবঃ।

শ্রীমদ্গীতা সর্ব্বসারভূতা ভূতাপতাপহৃৎ।
চতুঃশ্লোকীয়মাখ্যাতা খ্যাতা সর্ব্বনিশর্ম্মকৃৎ।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল যে, বিদ্যাবৃত্তি বিনা তোমাকে কিরূপে লাভ করা যায়? অতএব তাঁহারা তজ্জন্য যত্ন করিবেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, না,—'তেষামেব'—ভক্তগণেরেই অন্য যোগিগণকে কৃপা করিবার জন্য নহে—আমার অনুকম্পা যে প্রকারে হয় সেই জন্য এই অর্থ। আমার অনুকম্পা পাইবার জন্য তাহাদের কোন চিন্তা করিতে হয় না, যেহেতু তাহারা যাহাতে আমার অনুকম্পা পান তজ্জন্য আমিই যত্নশীল থাকি, এই ভাব। 'আত্মভাবস্থঃ'—তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত। 'জ্ঞানদীপেন'—জ্ঞান একমাত্র আমার প্রকাশ্য বলিয়া সাত্ত্বিক নহে, নির্গুণ হইলেও ভক্তি হইতে উত্থিত জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ যাহা, তাহাই দীপ তদ্দ্বারা। 'অহমেব নাশয়ামি'—আমিই নষ্ট করি, অতএব তাঁহারা তজ্জন্য প্রযত্ন করিবেন কেন? 'সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠগণের' যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি। (গীঃ—৯।২২।) আমার এই উক্তি হইতে তাঁহাদিগের ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সকল ভারই আমিই বহন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি, এই ভাব। এই চারিটি শ্লোক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারভূত বলিয়া খ্যাত, ইহা সর্ব্বভূতের তাপহারী ও সর্ব্বমঙ্গলকারী।।১১।।

অনুবর্ষিণী—অনন্যভক্তগণ জ্ঞানী ও যোগীর ন্যায় বিদ্যাদি বৃত্তির পৃথক আশ্রয় ব্যতিরেকেই শ্রীভগবৎ কৃপায় ভগবজ্‌জ্ঞান সম্যক্ লাভ করেন; যেহেতু ঐকান্তিক ভক্তগণ ভগবান্ ব্যতীত প্রাণধারণ করিতে পারেন না, সেই হেতু তাঁহারা শ্রীভগবানের অত্যন্ত কৃপাপাত্র। শ্রীবলদেবের

টীকায় পাই,—“তাঁহাদের একান্তভাবে অনুগৃহীতকারী আমি যোগ ক্ষেমের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তির উদ্ভাবন এবং তদ্বর্ত্তি-তমো বিনাশ করি। তাঁহাদের সর্ব্বনির্ব্বাহ ভার আমারই, কোন কিছুরই জন্য তাঁহাদের প্রযত্ন করিতে হইবে না।”

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকায় পাওয়া যায়,—

“এরূপ ভক্তিযোগের অনুষ্ঠাতৃদিগের অজ্ঞান থাকিতে পারে না, অনেকের মনে এরূপ উদয় হয় যে, ‘যাঁহারা ‘অতৎ’-নিরসনক্রমে ‘তৎ’-বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন, কেবল ভক্তিভাবের অনুশীলন করিলে সেই দুর্ল্লভ জ্ঞান পাওয়া যাইবে না।’ হে অর্জ্জুন, ইহাতে মূল কথা এই যে, নিজবুদ্ধির অনুশীলনক্রমে ক্ষুদ্র জীব কখনই অসীম সত্য-তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারে না, যতই বিচার করুক, কিছুতেই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিবে না। তবে যদি আমি কৃপা করি, তাহা হইলেই অনায়াসে আমার অচিন্ত্যশক্তিবলে ক্ষুদ্র জীবের সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। যাঁহারা—আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা অনায়াসে আমাকে আত্মভাবস্থ করিয়া আমার অলৌকিক জ্ঞানদীপ দ্বারা আলোকিত হন। আমি বিশেষ অনুকম্পাপূর্ব্বক তাহাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করতঃ তাহাদের জড়সঙ্গ-বশতঃ যে অজ্ঞান-জাত অন্ধকার, তাহা সম্পূর্ণরূপে নাশ করি। যে শুদ্ধজ্ঞানে জীবের অধিকার, তাহা ভক্তির অনুশীলনক্রমেই উদিত হয়, তর্কদ্বারা তাহা লব্ধ হয় না”।।১১।।

অর্জ্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্।।১২।।

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে।।১৩।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ,—ভবান্ (তুমি) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) পরং ধাম (পরমধাম) পরমং পবিত্রং (পরম পবিত্র) (অহং বেদ্মি—আমি জানি) সর্ব্বে ঋষয়ঃ (সকল ঋষি) দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ, দেবলঃ,

ব্যাসঃ, ত্বাম্ (তোমাকে) শাশ্বতং (নিত্য) দিব্যং আদিদেবং অজং (জন্মরহিত) বিভূম্ পুরুষম্ আহুঃ (বলিয়া থাকেন) চ (এবং) স্বয়মেব (তুমি স্বয়ংই) মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছ)।।১২-১৩।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—তুমি পরব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, ইহা আমি জানি, ঋষিগণ সকলে যথা দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস তোমাকে শাশ্বত, দিব্য, আদিদেব, অজ, বিভু ও পুরুষ বলিয়া থাকেন এবং তুমি স্বয়ংই আমাকে বলিতেছ।।১২-১৩।।

বিশ্বনাথ—সংক্ষেপেণোক্তমর্থং বিস্তরেণ শ্রোতুমিচ্ছন্ স্তুতিপূর্ব্বকমাহ—পরমিতি। পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং ধাম শ্যামসুন্দরং বপুরেব পরং ব্রহ্ম;—"গৃহ-দেহত্বিট্‌প্রভাবা ধামানি" ইত্যমরঃ। তদ্ধামৈব ভবান্ ভবতি। জীবস্যেব তব দেহ-দেহি-বিভাগো নাস্তীতি ভাবঃ। ধাম কীদৃশম্? পরং পবিত্রং দ্রষ্টৄণামবিদ্যামালিন্যহরম্, অতএব ঋষয়োঽপি ত্বাং শাশ্বতং পুরষমাহুঃ পুরুষাকারস্যাস্য নিত্যত্বং বদন্তি।।১২-১৩।।

বঙ্গানুবাদ—সংক্ষেপে কথিত উক্ত অর্থ বিস্তৃতভাবে শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া অর্জ্জুন স্তুতিপূর্ব্বক বলিলেন—'পরং' ইত্যাদি। 'পরং'—সর্ব্বোৎকৃষ্ট, 'ধাম'—শ্যামসুন্দর বপুই, 'পরং ব্রহ্ম'—অমরকোষে 'গৃহ, দেহ, ত্বিট্, প্রভাব ও ধাম' একপর্য্যায়ভুক্ত। সেই ধামই 'ভবান্ ভবতি'—আপনিই হন। জীবের ন্যায় তোমার দেহ ও দেহির বিভাগ বা ভেদ নাই, এই ভাব। ধাম কিরূপ? 'পরং পবিত্রং' দ্রষ্টৃগণের অবিদ্যারূপ মলিনতা নাশক, অতএব 'ঋষয়ঃ অপি'—ঋষিগণও তোমাকে 'শাশ্বতং পুরুষমাহুঃ'—শাশ্বত পুরুষ বলেন—এই পুরুষাকারে নিত্যত্ব বলিয়া থাকেন।।১২-১৩।।

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ।।১৪।।

অন্বয়—কেশব! মাং (আমাকে) যৎ (যাহা) বদসি (বলিতেছ) এতৎ সর্ব্বং (ইহা সমস্তই) ঋতং (সত্যং) মন্যে (মনে করি) হি (যেহেতু) ভগবন্ তে (তোমার) ব্যক্তিং (তত্ত্ব বা প্রভব) দানবাঃ ন বিদুঃ (দানবেরা জানে না) দেবাঃ ন (এবং দেবতাগণও জানেন না)।।১৪।।

অনুবাদ—হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা বলিতেছ তৎসমস্তই আমি সত্য মনে করি, যেহেতু হে ভগবন্! দানবগণ কিম্বা দেবগণ কেহই তোমার তত্ত্ব বা প্রভব জানিতে সমর্থ নহে।।১৪।।

বিশ্বনাথ—নাত্র মম কোঽপ্যবিশ্বাস ইত্যাহ—সর্ব্বমিতি। কিঞ্চ, তে ঋষয়ঃ পরং ব্রহ্মধামানং ত্বাম্ অজং আহুরেব, ন তু তে ব্যক্তিং জন্ম বিদুঃ—পর-ব্রহ্মস্বরূপস্য তব অজত্বং জন্মবত্ত্বঞ্চ কিং প্রকারমিতি তু ন বিদুরিত্যর্থঃ। অতএব "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ" ইতি যস্ত্বয়োক্তং, তৎসর্ব্বং ঋতং সত্যমেব মন্যে। হে কেশব,—কো ব্রহ্মা ঈশো রুদ্রশ্চ তাবপি বয়সে স্বতত্ত্বাজ্ঞানেন বধ্নাসি কিং পুনর্দেবদানবাদ্যা ত্বাং ন বিদন্তীতি বাচ্যম ইতি ভাবঃ।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—এ বিষয়ে আমার কোনও অবিশ্বাস নাই, তাই বলিতেছেন—'সর্ব্বম্' ইত্যাদি। আরও ঋষি সকল পরব্রহ্মধাম তোমাকে অজই বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা 'তে'—তোমার 'ব্যক্তিং'—জন্ম জানেন না, পরব্রহ্মস্বরূপ তোমার অজত্ব ও জন্মবত্ত্ব কিপ্রকার তাহা তাঁহারা জানেন না, এই অর্থ। অতএব আপনি যাহা বলিয়াছেন—'দেবগণ ও মহর্ষিগণ আমার আবির্ভাবের বিষয় জানেন না'। (২ শ্লোঃ) সে সকল 'ঋতং' সত্যই স্বীকার করি। হে 'কেশব'—ক—ব্রহ্মা, ঈশ—রুদ্র এই দুইজনকেই যখন বয়সে—নিজতত্ত্বের অজ্ঞান দ্বারা আবদ্ধ রাখিয়াছ, তখন দেব ও দানবাদি যে তোমাকে জানিতে পারে না, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? এই ভাব।।১৪।।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।।১৫।।

অন্বয়—পুরুষোত্তম! ভূতভাবন! ভূতেশ! দেবদেব! জগৎপতে! ত্বম্ (তুমি) স্বয়ম্ এব (স্বয়ংই) আত্মনা (নিজদ্বারা) আত্মানং (নিজকে) বেত্থ (জান)।।১৫।।

অনুবাদ—হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি স্বয়ংই নিজ শক্তিদ্বারা নিজকে জান।।১৫।।

বিশ্বনাথ—তস্মাত্ত্বং স্বয়মেবাত্মানং বেত্থ ইতি এব-কারেণ তবাজত্ব-

জন্মবত্ত্বাদীনাং দুর্ঘটনামপি বাস্তবত্বমেব ত্বদ্ভক্তো বেত্তি, তচ্চ কেন প্রকারেণেতি তু সোঽপি ন বেত্তীত্যর্থঃ। তদপ্যাত্মনা স্বৈনৈব বেত্থ, ন সাধনান্তরেণ। অতএব ত্বং পুরুষেষু মহৎস্রষ্টাদিষ্বপি মধ্যে উত্তমঃ, ন কেবলমুত্তম এব, যতো ভূতভাবনঃ, ভূতা ভূতভাবনরূপা যে তদাদয়ঃ পরমেষ্ঠ্যন্তাঃ তেষামীশঃ; ন কেবলমীশ এব যতো দেবৈস্তৈরেব দেবঃ ক্রীড়া যস্য ইতি তৎক্রীড়োপকরণভূতা এব তে ইত্যর্থঃ। তদপ্যপারকারুণ্যবশাৎ জগদবর্ত্তিনামস্মাদৃশানামপি ত্বমেব পতির্ভবসীতি চতুর্ণাং সম্বোধনপদানামর্থঃ; যদ্বা পুরুষোত্তমত্বমেব বিবৃণোতি—হে ভূতভাবন, সর্ব্বভূতপিতঃ, পিতাপি কশ্চিন্নেষ্টে তত্রাহ,—হে ভূতেশ, ভূতেশাপি কশ্চিন্নারাধ্যস্তত্রাহ—হে দেব-দেব; দেবারাধ্যোঽপি কশ্চিন্ন পালয়তীতি তত্রাহ—হে জগৎপতে।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব তুমি নিজেই নিজেকে জান, 'এব'-কার দ্বারা তোমার দুর্ঘট অজত্ব ও জন্মবত্ত্বাদির বাস্তবত্বই তোমার ভক্ত জানেন, কিন্তু তাহা আবার কি প্রকারে তিনিও জানেন না, এই অর্থ। তাহাও তুমি আপনা হইতেই জান, অন্য সাধন দ্বারা নহে। অতএব 'ত্বং পুরুষোত্তম'—তুমি পুরুষগণের মধ্যে অর্থাৎ মহৎস্রষ্টাদিরও মধ্যে উত্তম, কিন্তু কেবল উত্তম নহ, যেহেতু 'ভূতভাবন ভূতভাবনরূপ যাঁহারা, তাঁহারা হইতে পরমেষ্ঠি বা ব্রহ্মা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সকলের ঈশ, কেবল যে ঈশ;তাহা নহে, যেহেতু দেবদেব—সেই সকল দেবগণেরই সহিত 'দেব' ক্রীড়া যাঁহার অর্থাৎ তাঁহারা তোমার ক্রীড়ার উপকরণভূত, এই অর্থ। তবুও 'জগৎপতে'—অপার করুণাবশে জগৎবর্ত্তী আমাদের ন্যায় জীবগণেরও তুমি পতি হইতেছ—(পুরুষোত্তম, ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতে) চারিটি সম্বোধন পদের এই অর্থ। অথবা পুরুষোত্তমত্বের বিষয় বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—হে ভূতভাবন—সর্ব্ব ভূতের পিতা, পিতা হইয়াও কেহ হয়ত প্রভুত্ব করেন না, তাই বলিতেছেন—হে ভূতেশ, ভূতগণের প্রভু, ভূতেশ হইয়াও কেহ হয়ত আরধ্য নহেন, তাই বলিতেছেন—হে দেবদেব—দেবগণের আরাধ্য, তাহা হইয়াও কেহ হয়ত, পালন করেন না, তাই বলিতেছেন—হে জগৎপতে—জগতের

পালক।।১৫।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমদর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিভূতিযোগ বিস্তৃতরূপে শ্রবণ মানসে 'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম' শ্লোকে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন মুখে 'সর্ব্বমেতদৃতং' শ্লোকে ভগবদুক্তির সমর্থন করিয়াই বলিতেছেন যে, তোমার অচিন্ত্য ব্যক্তিতত্ত্ব তুমিই একমাত্র জান। দেব, দানব ও নরাদির মধ্যে কেহই স্বতন্ত্র চেষ্টায় তাহা অবগত হইতে পারে না। যাঁহারা তোমার ভক্ত তাঁহারাই কেবল তোমার কৃপায় তোমার তত্ত্ব জানিতে পারেন।

"হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেব-দেব, হে জগৎপতে, হে পুরুষোত্তম আপনি নিজেই চিচ্ছক্তিদ্বারা আপনার ব্যক্তিতত্ত্ব অবগত আছেন। জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সনাতন-মূর্ত্তি থাকে, সেই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি কি প্রকারে জড়বিধির স্বতন্ত্ররূপে জড়মধ্যে ব্যক্ত হয়, একথা নরযুক্তি বা দেবযুক্তি দ্বারা কেহই বুঝিতে পারে না;আপনি যাহাকে কৃপা করেন, সেই কেবল ইহা বুঝিতে পারে।"—শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ।।১২-১৫।।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্ব্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।।১৬।।

অন্বয়—যাভিঃ বিভূতিভিঃ (যে সকল বিভূতি দ্বারা) ইমান্ লোকান্ (এই সমগ্র জগৎ) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া) (ত্বম্—তুমি) তিষ্ঠসি (অবস্থান কর) দিব্যা আত্মবিভূতয়ঃ (সেই দিব্য তোমার বিভূতি সকল) অশেষেণ (সম্যক্‌রূপে) ত্বম্ হি (তুমিই) বক্তুম্ অর্হসি (বলিবার যোগ্য)।।১৬।।

অনুবাদ—যে সকল বিভূতি দ্বারা এই লোক সকল ব্যাপিয়া তুমি অবস্থান কর, সেই তোমার দিব্য-বিভূতি সমূহ তুমিই সমগ্ররূপে বলিবার যোগ্য।।১৬।।

বিশ্বনাথ—তব তত্ত্বং দুর্গমস্তব বিভূতিষ্বেব মম জিজ্ঞাসা জায়ত ইতি দ্যোতয়ন্নাহ—বক্তুমিতি। দিব্যা উৎকৃষ্টায়া আত্মবিভূতয়স্তাবদ-বক্তুমর্হসীত্যন্বয়ঃ। নন্বশেষেণ মদ্বিভূতয়ঃ সর্ব্বা বক্তুমশক্যা এব, তত্রাহ—যাভিরিতি।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ—তোমার তত্ত্ব দুর্গম, তোমার বিভূতি বিষয়ে আমার

জিজ্ঞাসা হইতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে বলিতেছেন—'বক্তুম্' ইত্যাদি। 'দিব্যা'—উৎকৃষ্টা যা আত্মবিভূতয়ঃ তাবদ্ বক্তুমর্হসি—এই প্রকার অন্বয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট যে আত্মবিভূতিসমূহ তাহা তুমি বল। যদি বল যে, অশেষ ভাবে আমার বিভূতিগণের কথা বলিতে পারা যায় না, তাই বলিতেছেন—'যাভিঃ' ইত্যাদি।।১৬।।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া।।১৭।।

অন্বয়—যোগিন্! কথম্ (কি প্রকারে) সদা (সর্ব্বদা) পরিচিন্তয়ন্ (ধ্যান করিতে করিতে) অহম্ (আমি) ত্বাং (তোমাকে) বিদ্যাম্ (জানিব) ভগবন্! কেষু কেষু চ (এবং কোন্ কোন্) ভাবেষু (পদার্থে) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) চিন্ত্যঃ অসি (চিন্তনীয় হইবে)।।১৭।।

অনুবাদ—হে যোগিন্! কিরূপে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে, তোমাকে অবগত হইব, এবং কোন্ কোন্ পদার্থে, তুমি আমাকর্ত্তৃক কি কি ভাবে, চিন্তনীয় হইবে?১৭।।

বিশ্বনাথ—যোগো যোগমায়াশক্তির্বর্ত্ততে যস্য, হে যোগিন্,—বনমালীতিবৎ। ত্বামহং কথং পরিচিন্তয়ন্ সন্ ত্বাং সদা বিদ্যাং জানীয়াম্? "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইতি তদুক্তেঃ। তথা কেষু ভাবেষু পদার্থেষু ত্বং চিন্ত্যঃ ত্বচ্চিন্তনভক্তির্ময়া কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ—'যোগিন্'—যাঁহার যোগ অর্থাৎ যোগমায়াশক্তি বিদ্যমান—('বনমালী' শব্দের ন্যায়)। 'ত্বামহং কথং পরিচিন্তয়ন্'—কি উপায়ে তোমাকে সম্যক্ চিন্তা করিতে করিতে তোমাকে সর্ব্বদা জানিতে পারি? 'ভক্তিদ্বারা আমার বিভুত্ব এবং আমার স্বরূপ যথার্থস্বরূপে অবগত হন' (গীঃ ১৮।৫৫) তোমার এই উক্তি আছে বলিয়া আমার এই জিজ্ঞাসা। আর 'কেষু কেষু ভাবেষু'—কোন্ কোন্ ভাব অর্থাৎ পদার্থে তুমি 'চিন্ত্যঃ'—তোমার চিন্তন ভক্তি আমার করা কর্ত্তব্য, এই অর্থ।।১৭।।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্।।১৮।।

অন্বয়—জনার্দ্দন! আত্মনঃ (নিজের) যোগং (যোগৈশ্বর্য্য) বিভূতিং চ

(এবং বিভূতি) বিস্তরেণ (বিস্তারিত রূপে) ভূয়ঃ (পুনরায়) কথয় (বল) হি (যেহেতু) অমৃতম্ (তোমার কথামৃত) শৃণ্বতঃ (শুনিতে শুনিতে) মে (আমার) তৃপ্তিঃ নাস্তি (তৃপ্তি হইতেছে না)।।১৮।।

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন! তুমি নিজের যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি পুনরায় বিস্তার পূর্ব্বক বল, যেহেতু তোমার অমৃতময় বাক্যসমূহ শ্রবণ করিতে করিতে আমার তৃপ্তির শেষ নাই।।১৮।।

বিশ্বনাথ—ননু "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" ইত্যনেনৈব সর্ব্বে পদার্থা মদ্বিভূতয়ঃ মদুক্তা এব বিভূতয়ঃ; তথা "ইতি মত্বা ভজন্তে মাম্" ইতি ভক্তিযোগশ্চোক্ত এব? তত্রাহ—বিস্তরেণেতি। হে জনার্দ্দনেতি—মাদৃশ-জনানাং ত্বমেব হিতোপদেশমাধুর্য্যেণ লোভমুৎপাদ্য অর্দ্দয়সে যাচয়সীতি বয়ং কিং কুর্ম্ম ইতি ভাবঃ। তদুপদেশরূপমমৃতং শৃণ্বতঃ শ্রুতিরসনয়া আস্বাদয়তঃ।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, 'আমি সমগ্র বিশ্বের কারণ, আমা হইতেই সকল কিছুর প্রবর্ত্তন হয়।' এই (১০।৮ শ্লোকে) সকল পদার্থ আমা-কথিত বিভূতি। এবং 'এই চিন্তা করিয়া পণ্ডিতগণ প্রীতিসহকারে আমাকে ভজনা করেন'—এই বাক্যে ভক্তিযোগও কথিত হইয়াছে, তাই বলিতেছেন—'বিস্তরেণ' ইত্যাদি। হে 'জনার্দ্দন'—তুমিই মাদৃশ জনগণকে হিতোপদেশরূপ মাধুর্য্যদ্বারা লোভ উৎপাদন করিয়া প্রার্থনা করাও, আমরা কি করিব, এই ভাব। তোমার উপদেশরূপ অমৃত 'শৃণ্বতঃ' শ্রুতিরূপ রসনাদ্বারা আস্বাদান করাইয়া।।১৮।।

অনুবর্ষিণী—সর্ব্বলোক শিক্ষক অর্জ্জুন শ্রীভগবানকেই একমাত্র তাঁহার বিভূতিসমূহ বর্ণনের যোগ্য পুরুষ জানিয়া, কিরূপে সর্ব্বদা চিন্তা বা স্মরণ করিলে লোক তাঁহাকে জানিতে পারে এবং কোন্ কোন্ পদার্থে, কি কি ভাবে, তাঁহার চিন্তা করা যায়, ইহা অবগত হইবার জন্য, তাঁহার যোগ ও বিভূতি বিস্তৃতিপূর্ব্বক বর্ণনের প্রার্থনা করিতেছেন এবং তত্ত্বামৃত শ্রবণ করিতে করিতে, অত্যধিক শ্রবণপিপাসা প্রকাশ পাইতেছে—ইহাও নিবেদন করিলেন।

শ্রীউদ্ধবও এক সময়ে শ্রীভগবানকে এইরূপভাবে বিভূতিযোগ বিষয়ে

প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্বাগবতে পাওয়া যায়,—"ত্বং ব্রহ্ম পরমং...পশ্যন্তং মোহিতানি তে"—১১।১৬।১-৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।১৬-১৮।।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।।১৯।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ! দিব্যাঃ (অলৌকিকী) আত্মবিভূতয়ঃ (নিজবিভূতি সমূহ) প্রাধান্যতঃ (প্রধানভাবে) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি হি (নিশ্চয় বলিব) মে (আমার) বিস্তরস্য (বিভূতিবিস্তারের) অন্তঃ নাস্তি (শেষ নাই)।।১৯।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান কহিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মদীয় অলৌকিক বিভূতি সমূহ প্রধানভাবে তোমাকে নিশ্চয় বলিব, কিন্তু আমার বিভূতি-বিস্তারের শেষ নাই।।১৯।।

বিশ্বনাথ—হন্তেত্যনুকম্পায়াং প্রাধান্যতঃ প্রাধান্যেন যতস্তাসাং বিস্তরস্যান্তো নাস্তি; বিভূতয়ো বিভূতীঃ দিব্যা উত্তমা এব, ন তু তৃণেষ্টকাদ্যাঃ। অত্র বিভূতিশব্দেন প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তুন্যেবোচ্যতে, তানি সর্ব্বাণ্যেব ভগবচ্ছক্তি-সমুদ্‌ভূতত্ত্বাদ্‌ভগবদ্‌রূপেণৈব তারতম্যেন ধ্যেয়ত্বেনাভিমতানি জ্ঞেয়ানি।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—'হন্ত'—ইহা অনুকম্পাসূচক। 'প্রাধান্যতঃ'—প্রধান ভাবে যেহেতু তাহাদের 'বিস্তরস্য অন্তো নাস্তি'—বিস্তারের অন্ত নাই; 'বিভূতয়ঃ'—বিভূতি সকল (দ্বিতীয়া স্থলে প্রথমা) 'দিব্যা'—উত্তমাই; কিন্তু তৃণইষ্টকাদি নহে। এস্থলে বিভূতি শব্দে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তু সকলই অন্য বস্তুর মত কথিত হইতেছে সে সকলই ভগবানের শক্তি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া ভগবৎরূপের সহিত তারতম্যভাবে ধ্যেয় বলিয়া অভিমত, জানিতে হইবে।।১৯।।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।।২০।।

অন্বয়—গুড়াকেশ! অহম্ (আমি) সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্বভূতের

হৃদয়স্থিত) আত্মা (অন্তর্য্যামী) অহম্ এব (আমিই) ভূতানাং (ভূতগণের) আদিঃ চ (উৎপত্তির কারণ) মধ্যম্ চ (স্থিতির কারণ) অন্তঃ চ (এবং সংহারের কারণ)।।২০।।

অনুবাদ—হে গুড়াকেশ (বিজিতনিদ্র অর্জ্জুন)! আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী আত্মা, আমিই সকল জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণ।।২০।।

বিশ্বনাথ—অত্র প্রথমং মামেবৈকাংশেন সর্ব্ববিভূতিকারণং ত্বং ভাবয়েত্যাহ—অহমিতি। আত্মা প্রকৃত্যন্তর্য্যামী মহৎস্রষ্টা পুরুষঃ পরমাত্মা। হে গুড়াকেশ, জিতনিদ্র, ইতি ধ্যানসামর্থ্যং সূচয়তি। সর্ব্বভূতো যো বৈরাজস্তস্যাশয়ে স্থিত ইতি সমষ্টি-বিরাড়ন্তর্য্যামী। তথা সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়ে স্থিত ইতি ব্যষ্টি বিরাড়ন্তর্য্যামী চ। ভূতানামাদির্জন্ম, মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ, তত্তদ্ধেতুরহমিত্যর্থঃ।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—প্রথমে তুমি আমাকেই একাংশে সকল বিভূতির কারণ বলিয়া ভাব, তাই বলিতেছেন 'অহম্' ইত্যাদি। 'আত্মা'—প্রকৃতির অন্তর্য্যামী মহৎস্রষ্টা পুরুষ পরমাত্মা। হে 'গুড়াকেশ'—জিতনিদ্র, ইহাতে ধ্যানের সামর্থ্য সূচনা করিতেছে। 'সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ'—সর্ব্বভূত যে বৈরাজ, তাহার আশয়ে স্থিত অর্থাৎ সমষ্টি-বিরাড়ন্তর্য্যামী এবং সকল ভূতগণের আশয়ে স্থিত বলিয়া ব্যষ্টি-বিরাড়ন্তর্য্যামী। ভূতগণের 'আদি'—জন্ম, 'মধ্যং'—স্থিতি, 'অন্তঃ'—সংহার, তাহার হেতু আমিই, এই অর্থ।।২০।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের প্রশ্নানুসারে বলিলেন, আমার দিব্য বিভূতি অনন্ত, তথাপি প্রধান প্রধান বিভূতি তোমাকে বলিতেছি। আমিই সর্ব্বজীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামী বা পরমাত্মা এবং আমিই সকল জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণ। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে "অহমেবাসমেবাগ্রে" (২।৯।৩২) এবং "আদাবন্তে চ মধ্যে চ" (১১।১৯।১৬) শ্লোক দ্রষ্টব্য।।১৯-২০।।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী।।২১।।

অন্বয়—অহং (আমি) আদিত্যানাং (দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে) বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাং (জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে) অংশুমান্ (কিরণমালী) রবিঃ (সূর্য্য) মরুতাম্ (মরুদ্গণের মধ্যে) মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাং (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং (আমি) শশী (চন্দ্রমা) অস্মি (হই)।।২১।।

অনুবাদ—আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্য, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সহস্র কিরণশালী সূর্য্য, সমগ্র বায়ুগণের মধ্যে মরীচি নামক বায়ু, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র।।২১।।

বিশ্বনাথ—অথ নির্দ্ধারণ-ষষ্ঠ্যা, ক্বচিৎ সম্বন্ধ-ষষ্ঠ্যা চ বিভূতীরাহ যাবদ-ধ্যায়সমাপ্তিঃ। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুরহমিতি—তন্নামা সূর্য্যোমদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ;এবং সর্ব্বত্র প্রকাশকানাং জ্যোতিষাং মধ্যে অংশুমান্ মহাকিরণমালী রবিরহম্; মরীচিঃ পবনবিশেষঃ।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—অতঃপর নির্দ্ধারণে-ষষ্ঠী কোথাও বা সম্বন্ধে ষষ্ঠী ব্যবহার পূর্ব্বক অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিভূতি সমূহ বলিতেছেন—'আদিত্যানাম্'—দ্বাদশের মধ্যে 'বিষ্ণুরহম্'—তন্নামা সূর্য্য আমার বিভূতি, এই অর্থ। এই প্রকার সর্ব্বত্র প্রকাশক 'জ্যোতিষাং' মধ্যে 'অংশুমান্'—মহাকিরণমালী রবি আমিই, 'মরীচিঃ'—পবন বিশেষ।।২১।।

অনুবর্ষিণী—"আদিত্যনাং অহং বিষ্ণুঃ" (ভাঃ—১১।১৬।১৩) "তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ" (ভাঃ ১১।১৬।৩৪) "সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং" (ভাঃ ১১।১৬।১৬) "প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ" (গীঃ ৭।৮)।।২১।।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।।২২।।

অন্বয়—(অহং—আমি) বেদানাং (বেদসমূহের মধ্যে) সামবেদঃ অস্মি (সামবেদ হই) দেবানাং (দেবগণের মধ্যে) বাসবঃ অস্মি (ইন্দ্র হই) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) মনঃ অস্মি (মন হই) ভূতানাং চ (এবং ভূতগণের মধ্যে) চেতনা অস্মি (জ্ঞানশক্তি হই)।।২২।।

অনুবাদ—আমি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং সমস্ত ভূতগণের মধ্যে চেতনস্বরূপ জ্ঞানশক্তি।।২২।।

বিশ্বনাথ—বাসব ইন্দ্রঃ; ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিঃ।।২২।।

বঙ্গানুবাদ—'বাসবঃ'—ইন্দ্র, 'ভূতানাং'—ভূতসম্বন্ধিনী, 'চেতনা'—জ্ঞানশক্তি।।২২।।

অনুবর্ষিণী—"ইন্দ্রোঽহং সর্ব্বদেবানাং"—ভাঃ—১১।১৬।১৩, "দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ"—ভাঃ—১১।১৬।১১।।২২।।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূণাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্।।২৩।।

অন্বয়—অহম্ (আমি) রুদ্রাণাং (রুদ্রগণের মধ্যে) শঙ্করঃ অস্মি (শঙ্কর হই) যক্ষরক্ষসাম্ চ (যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের) বসূনাং (অষ্ট বসুর মধ্যে) পাবকঃ অস্মি (অগ্নি হই) শিখরিণাম্ চ (এবং পর্ব্বত সমূহের মধ্যে) মেরুঃ (সুমেরু)।।২৩।।

অনুবাদ—আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের, অষ্ট বসুর মধ্যে অগ্নি এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু।।২৩।।

বিশ্বনাথ—বিত্তেশঃ কুবেরঃ।।২৩।।

বঙ্গানুবাদ—'বিত্তেশঃ'—কুবের।।২৩।।

অনুবর্ষিণী—"রুদ্রাণাং নীললোহিতঃ" (ভাঃ ১১।১৬।১৩) "ধনেশং যক্ষরক্ষসাম্" (ভাঃ—১১।১৬।১৬) "বসূনামস্মি হব্যবাট্"—(ভাঃ—১১।১৬।১৩) "ধিষ্ণ্যানামস্ম্যহংমেরুঃ" (ভাঃ—১১।১৬।২১)।।২৩।।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ।।২৪।।

অন্বয়—পার্থ! মাং (আমাকে) পুরোধসাম্ (পুরোহিতগণের মধ্যে) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিম্ বিদ্ধি (বৃহস্পতি জানিবে) অহং (আমি) সেনানীনাং (সেনাপতিগণের মধ্যে) স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়) সরসাম্ (জলাশয়গণের মধ্যে) সাগরঃ অস্মি (সমুদ্র হই)।।২৪।।

অনুবাদ—হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে, সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক এবং জলাশয়গণের মধ্যে আমি সমুদ্র।।২৪।।

বিশ্বনাথ—সেনানীনামিত্যার্ষম; স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়ঃ।।২৪।।

বঙ্গানুবাদ—'সেনানীনাম্'—ইহা সেনান্যাং স্থলে 'আর্ষপ্রয়োগ'; 'স্কন্দঃ'—কার্ত্তিকেয়।।২৪।।

অনুবর্ষিণী—"পুরোধসাং বশিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ"। "স্কন্দোঽহং সর্ব্বসেনান্যাম্" (ভাঃ ১১।১৬।২২) "সমুদ্রঃ সরসামহম্" (ভাঃ ১১।১৬।২০)।।২৪।।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।।২৫।।

অন্বয়—অহং (আমি) মহর্ষীণাং (মহর্ষিগণের মধ্যে) ভৃগুঃ, গিরাম্ (বাক্য সমূহের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ অস্মি (একাক্ষর ওঁকার হই) যজ্ঞানাং (যজ্ঞসমূহের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ অস্মি (জপরূপ যজ্ঞ হই) স্থাবরাণাং (স্থাবর গণের মধ্যে) হিমালয়ঃ (হিমালয়)।।২৫।।

অনুবাদ—আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়।।২৫।।

বিশ্বনাথ—একমক্ষরং প্রণবঃ।।২৫।।

বঙ্গানুবাদ—'একমক্ষরম্'—প্রণব।।২৫।।

অনুবর্ষিণী—"ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহম্" (ভাঃ—১১।১৬।১৪) "যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং" (ভাঃ—১১।১৬।২৩) "গহনানাং হিমালয়ঃ" (ভাঃ—১১।১৬।২১)।।২৫।।

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।।২৬।।

অন্বয়—(অহং—আমি) সর্ব্ববৃক্ষাণাং (বৃক্ষ সকলের মধ্যে) অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাঞ্চ (এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং (গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে) চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং (সিদ্ধগণের মধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ।।২৬।।

অনুবাদ—আমি বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি।।২৬।।

অনুবর্ষিণী—"বনস্পতিনাং অশ্বত্থঃ" (ভাঃ—১১।১৬।২১)
"দেবর্ষীণাং নারদোঽহং" (ভাঃ—১১।১৬।১৪) "বিশ্বাবসুঃ পূর্ব্বচিত্তিগন্ধর্ব্বাপ্সরসামহম্" (ভাঃ—১১।১৬।৩৩) "সিদ্ধেশ্বরাণাং

কপিলঃ” (ভাঃ—১১।১৬।১৫) ।।২৬।।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্।।২৭।।

অন্বয়—মাম্ (আমাকে) অশ্বানাং (অশ্বসমূহের মধ্যে) অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃতমন্থনে উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবসম্ (উচ্চৈঃশ্রবা) গজেন্দ্রাণাম্ (গজেন্দ্রগণের মধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত) নরাণাম্ চ (এবং নরগণের মধ্যে) নরাধিপম্ (নৃপতি) বিদ্ধি (জানিবে)।।২৭।।

অনুবাদ—আমাকে অশ্বগণের মধ্যে সমুদ্রমন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে নৃপতি বলিয়া জানিবে।।২৭।।

বিশ্বনাথ—অমৃতোদ্ভবম্ অমৃতমথনোদ্ভূতম্।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ—‘অমৃতোদ্ভবম্’—অমৃতমথনোদ্ভূত।।২৭।।

অনুবর্ষিণী—“উচ্চৈঃশ্রবাস্তুরঙ্গাণাং” (ভাঃ—১১।১৬।১৮) “ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাম্” “মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিম্” (ভাঃ—১১।১৬।১৭)।।২৭।।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ।।২৮।।

অন্বয়—আয়ুধানাং (অস্ত্রগণের মধ্যে) অহং (আমি) বজ্রং (বজ্র) ধেনুনাম্ (ধেনুগণের মধ্যে) কামধুক্ অস্মি (কামধেনু হই) প্রজনঃ (পুত্রোৎপত্তির কারণ) কন্দর্পঃ চ অস্মি (কামও আমি হই) সর্পাণাং (সর্পদিগের মধ্যে) বাসুকিঃ অস্মি (বাসুকি হই)।।২৮।।

অনুবাদ—অস্ত্রগণের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু, সন্তান-উৎপত্তির হেতুস্বরূপ কামও আমি এবং সর্পদিগের মধ্যে আমি বাসুকি।।২৮।।

বিশ্বনাথ—কামধুক্ কামধেনুঃ; কন্দর্পাণাং মধ্যে প্রজনঃ প্রজোৎপত্তি হেতুঃ কন্দর্পোঽহম্।।২৮।।

বঙ্গানুবাদ—‘কামধুক্’—কামধেনু, কন্দর্পগণের মধ্যে ‘প্রজনঃ’—প্রজার উৎপত্তিহেতু কন্দর্প আমিই।।২৮।।

অনুবর্ষিণী—“আয়ুধাণাং ধনুরহম্” (ভাঃ—১১।১৬।২০)“হবির্দ্ধান্যস্মি

ধেনুষু" (ভাঃ ১১।১৬।১৪) "কামস্তু বাসুদেবাংশো" (ভাঃ—১০।৫৫।১) "সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ("ভাঃ—১১।১৬।১৮) ।।২৮।।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্।।২৯।।

অন্বয়—নাগানাং (নাগগণের মধ্যে) অনন্তঃ চ অস্মি (অনন্তও হই) অহং (আমি) যাদসাম্ (জলচর গণের মধ্যে) বরুণঃ, পিতৃণাং (পিতৃগণের মধ্যে) অর্য্যমা চ অস্মি (অর্য্যমা হই) সংযমতাম্ (দণ্ডধারিগণের মধ্যে) যমঃ।।২৯।।

অনুবাদ—আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং দণ্ডদাতৃগণের মধ্যে যম।।২৯।।

বিশ্বনাথ—যাদসাং জলচরাণাম্; সংযমতাং দণ্ডয়তাম্।।২৯।।

বঙ্গানুবাদ—'যাদসাং'—জলচরগণের মধ্যে; 'সংযমতাং'—দণ্ডকারিগণের মধ্যে।।২৯।।

অনুবর্ষিণী—"নাগেন্দ্রাণামনন্তোঽহং" (ভাঃ—১১।১৬।১৯) "যাদসাং বরুণং প্রভুম্" (ভাঃ—১১।১৬।১৭) "পিতৃণামহমর্য্যমা (ভাঃ—১১।১৬।১৫) "যমঃসংযমতাঞ্চাহং (ভাঃ—১১।১৬।১৮)।।২৯।।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।।৩০।।

অন্বয়—দৈত্যানাং চ (এবং দৈত্যগণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ অস্মি (হই) কলয়তাম্ (বশীকারিগণের মধ্যে) অহং (আমি) কালঃ, মৃগাণাম্ চ (এবং পশুগণের মধ্যে) অহং (আমি) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ) পক্ষিণাম্ চ (পক্ষিগণের মধ্যেও) বৈনতেয়ঃ (গরুড়)।।৩০।।

অনুবাদ—আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, বশীকারিগণের মধ্যে কাল, পশুদিগের মধ্যে সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়।।৩০।।

বিশ্বনাথ—কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাম্; মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ; বৈনতেয়ঃ গরুড়ঃ।।৩০।।

বঙ্গানুবাদ—'কলয়তাং'—বশীকারিগণের মধ্যে, 'মৃগেন্দ্র'—সিংহ, 'বৈনতেয়'—গরুড়।।৩০।।

অনুবর্ষিণী—"দৈত্যনাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরম্" (ভাঃ—১১।১৬।১৬) "কালঃ কলয়তামহম্" (ভাঃ—১১।১৬।১০) "মৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাম্" (ভাঃ—১১।১৬।১৯) "সুপর্ণোঽহং পতত্রিণাম্" (ভাঃ—১১।১৬।১৫) ।।৩০।।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী।।৩১।।

অন্বয়—অহম্ (আমি) পবতাম্ (বেগবান্ বা পবিত্রকারীর মধ্যে) পবনঃ অস্মি (পবন হই) শস্ত্রভৃতাম্ (শস্ত্রধারিগণের মধ্যে) রামঃ (পরশুরাম) ঝষাণাং চ (এবং মৎস্যগণের মধ্যে) মকরঃ অস্মি (মকর হই) স্রোতসাম্ (নদীসমূহের মধ্যে) জাহ্নবী অস্মি (জাহ্নবী হই)।।৩১।।

অনুবাদ—আমি বেগবান্ ও পবিত্রকারী বস্তুগণের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-লব্ধ-জীববিশেষ পরশুরাম, জলচরগণের মধ্যে মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা।।৩১।।

বিশ্বনাথ—পবতাং বেগবতাং পবিত্রীকুর্ব্বতাং বা মধ্যে, রামঃ পরশুরামঃ তস্যাবেশাবতারত্বাদাবেশানাঞ্চ জীববিশেষত্বাৎ যুক্তমেব বিভূতিত্বম্; তথা চ ভাগবতামৃতধৃত-পাদ্মবাক্যং—"এতত্তে কথিতং দেবি জামদগ্নের্মহাত্মনঃ। শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিণঃ প্রভোঃ।।" "আবিষ্টো ভার্গবে চাভুৎ" ইতি চ। আবেশাবতারলক্ষণঞ্চ তত্রৈব ভাগবতামৃতে যথা—"জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ।।" ইতি; ঝষাণাং মৎস্যানাং মকরো মৎস্যজাতিবিশেষঃ; স্রোতসাং স্রোতস্বতীনাম্।।৩১।।

বঙ্গানুবাদ—'পবতাং'—বেগশালী বা পবিত্রকারী বস্তুগণের মধ্যে, 'রামঃ'—পরশুরাম, তিনি আবেশাবতার বলিয়া আবেশ সমূহ জীববিশেষ হওয়ায় উহাদের বিভূতিত্ব যুক্তিযুক্ত; এ বিষয়ে ভাগবতামৃত গ্রন্থে ধৃত পদ্মপুরাণ বাক্য—'হে দেবী, ধনুর্দ্ধারী, শক্ত্যাবেশাবতার জামদগ্ন্য প্রভুর এই সকল চরিত্র তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম।' 'আরও ভৃগুনন্দনে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।' সেই ভাগবতামৃতগ্রন্থে আবেশাবতার লক্ষণও কথিত হইয়াছে—'জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি কলাক্রমে জনার্দ্দন যাঁহাদের মধ্যে আবিষ্ট

হন, সেই মহত্তম জীবগণই আবেশাবতার রূপে পরিগণিত।' 'ঝষাণাং'—মৎস্য সমূহের মধ্যে 'মকরঃ'—মৎস্যজাতিবিশেষ, 'স্রোতসাং'—স্রোতস্বতীগণের।।৩১।।

অনুবর্ষিণী—"তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা" (ভাঃ—১১।১৬।২০) ।।৩১।।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্।।৩২।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! অহম্ এব (আমিই) সর্গাণাম্ (আকাশাদি সৃষ্টবস্তু সমূহের) আদিঃ অন্তঃ মধ্যং চ (উৎপত্তি, লয় ও স্থিতি) বিদ্যানাং (সমস্ত বিদ্যার মধ্যে) অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্মজ্ঞান) অহম্ (আমি) প্রবদতাম্ (স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষদূষণাদিরূপ বিতণ্ডার মধ্যে) বাদঃ (তত্ত্বনির্ণয়) ।।৩২।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আমিই আকাশাদি সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে সৃষ্টি, সংহার ও পালনরূপ, সমস্ত বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান এবং স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষদূষণাদিরূপ বিতণ্ডার মধ্যে বাদ অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণয়।।৩২।।

বিশ্বনাথ—সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়স্তেষামাদিঃ সৃষ্টিঃ, অন্তঃ সংহারঃ, মধ্যং পালনঞ্চ ইতি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যর্থঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চেত্যত্র সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা পরমেশ্বর এবোক্তঃ। বিদ্যানাং জ্ঞানানাং মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মজ্ঞানম্; প্রবদতাং স্বপক্ষস্থাপন-পরপক্ষদূষণাদিরূপজল্পবিতণ্ডাদিকুর্ব্বতাং বাদস্তত্ত্বনির্ণয়ঃ প্রবৃত্তিসিদ্ধান্তে যঃ সোঽহম্।।৩২।।

বঙ্গানুবাদ—যাহা সৃষ্ট হয়, তাহাই সর্গ—আকাশাদি। তাহাদের 'আদিঃ'—সৃষ্টি, 'অন্তঃ'—সংহার, 'মধ্যং'—এবং পালন—এই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় আমার বিভূতি বলিয়া ধ্যেয়, এই অর্থ। 'আমিই আদি ও মধ্য' ইত্যাদি বাক্যে সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা পরমেশ্বরই কথিত হইয়াছে। 'বিদ্যানাং'—জ্ঞানসমূহের মধ্যে 'অধ্যাত্মবিদ্যা'—আত্মজ্ঞান; 'প্রবদতাং'—স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষদূষণাদিরূপ জল্প-বিতণ্ডাদিকারিগণের যে 'বাদঃ'—

তত্ত্বনির্ণয়প্রবৃত্তি ও সিদ্ধান্ত, তাহা আমি।।৩২।।

অনুবর্ষিণী—"বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্" (ভাঃ—১১।১৬।২৪) ।।৩২।।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ।।৩৩।।

অন্বয়—(অহম্—আমি) অক্ষরাণাম্ (অক্ষর সমূহের মধ্যে) অকারঃ অস্মি (অ-কার হই) সামাসিকস্য চ (সমাস সমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্ব সমাস) অহম এব (আমিই) অক্ষয়ঃ কালঃ (নিত্যকাল) অহম্ বিশ্বতোমুখঃ (সর্ব্বতোমুখ) ধাতা (বিধাতা)।।৩৩।।

অনুবাদ—আমি অক্ষর সমূহের মধ্যে অ-কার, সমাসগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমাস, সংহর্ত্তাকারিগণের মধ্যে অক্ষয় কাল অর্থাৎ রুদ্র এবং স্রষ্টাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা।।৩৩।।

বিশ্বনাথ—সামাসিকস্য সমাস-সমূহস্য মধ্যে 'দ্বন্দ্বঃ', উভয়পদার্থপ্রধানত্বেন তস্য সমাসেষু শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। অক্ষয়ঃ কালঃ সংহর্ত্তৄণাং মধ্যে মহাকালো রুদ্রঃ বিশ্বতোমুখশ্চতুর্ভো অহং ধাতা স্রষ্টৄণাং মধ্যে ব্রহ্মা।।৩৩।।

বঙ্গানুবাদ—'সামাসিকস্য'—সমাসসমূহের মধ্যে 'দ্বন্দ্বঃ'—উভয়পদ প্রধান হওয়ায় সমাসসমূহে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। 'অক্ষয়ঃ কালঃ' সংহর্ত্তাগণের মধ্যে মহাকাল—রুদ্র, 'বিশ্বতোমুখঃ'—চারিটি মুখে 'অহং ধাতা'—স্রষ্টৃগণের মধ্যে ব্রহ্মা।।৩৩।।

অনুবর্ষিণী—"অক্ষরাণামকারোঽস্মি" (ভাঃ—১১।১৬।১২) ।।৩৩।।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।।৩৪।।

অন্বয়—(অহম্—আমি) সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ (সর্ব্বসংহার মৃত্যু) ভবিষ্যতাম্ চ (ভবিষ্যতেরও) উদ্ভবঃ (উদ্ভব) নারীণাং চ (এবং নারীগণের মধ্যে) কীর্ত্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ, মেধাঃ, ধৃতিঃ, ক্ষমা।।৩৪।।

অনুবাদ—আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, ভবিষ্যতেরও অভ্যুদয়, নারীদিগের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৈর্য্য ও ক্ষমা।।৩৪।।

বিশ্বনাথ—প্রতিক্ষণিকানাং মৃত্যুনাং মধ্যে সর্ব্বহরঃ সর্ব্বস্মৃতিহরো

মৃত্যুরহম্; যদুক্তং—"মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ" ইতি। ভবিষ্যতাং ভাবিনাং প্রাণিবিকারাণাং মধ্যে উদ্ভবঃ প্রথমবিকারো জন্মাহম্ নারীণাং মধ্যে কীর্ত্তিঃ খ্যাতিঃ, শ্রীঃ কান্তিঃ, বাক্ সংস্কৃতা বাণীতি তিস্রঃ, তথা স্মৃত্যাদয়শ্চতস্রঃ, চ-কারাৎ মূর্ত্ত্যাদয়শ্চান্যা ধর্ম্মপত্ন্যশ্চহম্।।৩৪।।

বঙ্গানুবাদ—প্রাতিক্ষণিকগণের মৃত্যুর মধ্যে "সর্ব্বহরঃ'—আমি সর্ব্বস্মৃতিহর মৃত্যু। যেরূপ কথিত হইয়াছে—'অত্যন্ত বিস্মৃতিই মৃত্যু' (ভাঃ—১১।২২।৩৯)। 'ভবিষ্যতাং ভাবী প্রাণীগণের বিকার মধ্যে 'উদ্ভবঃ'—প্রথম বিকার জন্ম—আমি নারীগণের মধ্যে 'কীর্ত্তি'—খ্যাতি, 'শ্রী'—কান্তি, 'বাক্'—সংস্কৃতা বাণী—এই তিনটি এবং স্মৃত্যাদি চারিটি 'চ'কার দ্বারা মূর্ত্তি প্রভৃতি অন্য ধর্ম্ম পত্নীসমূহ আমি।।৩৪।।

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ।।৩৫।।

অন্বয়—অহম্ (আমি) সাম্নাং (সামবেদের মধ্যে) বৃহৎ সাম, তথা ছন্দসাম্ (সেইরূপ ছন্দঃ গণের মধ্যে) গায়ত্রী, অহম্ (আমি) মাসানাং (মাসগণের মধ্যে) মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ) ঋতুনাং (ঋতুগণের মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্ত)।।৩৫।।

অনুবাদ—আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, সেই প্রকার ছন্দঃগণের মধ্যে গায়ত্রী, মাসগণের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত।।৩৫।।

বিশ্বনাথ—বেদানাং সামবেদোঽস্মীত্যুক্তম্; তত্র সাম্নামপি মধ্যে বৃহৎ সাম—"ত্বামৃদ্ধিং হবামহে" চ ইত্যস্যাং ঋচি বিগীয়মানং বৃহৎ সাম; ছন্দসাং মধ্যে গায়ত্রী নাম ছন্দঃ; কুসুমাকরো বসন্তঃ।।৩৫।।

বঙ্গানুবাদ—বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ—ইহা বলিয়াছেন, সেই সামসমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম—'ত্বামৃদ্ধিং হবামহে' এই ঋক্‌মন্ত্রে গীয়মান বৃহৎ সাম। ছন্দোগণের মধ্যে গায়ত্রী নাম ছন্দঃ; 'কুসুমাকরঃ'—বসন্ত।।৩৫।।

অনুবর্ষিণী—"পদানি চ্ছন্দসামহম্" (ভাঃ—১১।১৬।১২) অর্থাৎ ছন্দসমূহের মধ্যে ত্রিপদা গায়ত্রীস্বরূপ। "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং" (ভাঃ

১১।১৬।২৭)।।৩৫।।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মিব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্।।৩৬।।

অন্বয়—অহম্ (আমি) ছলয়তাম্ (বঞ্চনকারিগণের মধ্যে) দ্যূতং (দ্যূতক্রীড়া) তেজস্বিনাম্ (তেজস্বিগণের মধ্যে) তেজঃ (তেজঃ স্বরূপ) জয়ঃ অস্মি (জয় হই) ব্যবসায়ঃ অস্মি (উদ্যোগ হই) অহম্ (আমি) সত্ত্ববতাম্ (বলবান্দিগের) সত্ত্বং (বলস্বরূপ)।।৩৬।।

অনুবাদ—আমি প্রবঞ্চনাকারিগণের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বিগণের মধ্যে তেজ, বিজয়িগণের জয় স্বরূপ ও উদ্যমবান্ পুরুষগণের উদ্যমস্বরূপ এবং বলবান্ দিগের মধ্যে বলস্বরূপ।।৩৬।।

বিশ্বনাথ—ছলয়তামন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধিদ্যুতমস্মি; জেতৃণাং জয়োঽস্মি;ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায়োঽস্মি;সত্ত্ববতাং বলবতাং সত্ত্বং বলমস্মি।।৩৬।।

বঙ্গানুবাদ—'ছলয়তাম্'—আমি ছলনাকারী—পরস্পর বঞ্চনপর লোকগণের সম্বন্ধীয় দ্যূত। জয়শীল নরগণের আমি জয়; উদ্যমশীল লোকগণের আমি 'ব্যবসায়ঃ'—উদ্যম। 'সত্ত্ববতাং'—বলবান্গণের আমি 'সত্ত্বং'—বল।।৩৬।।

অনুবর্ষিণী—"ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ। তিতিক্ষাস্মি তিতিক্ষূণাং সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্"।। (ভাঃ—১১।১৬।৩১, গীঃ—১০।৩৪) শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।।৩৬।।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ।।৩৭।।

অন্বয়—বৃষ্ণীনাং (বৃষ্ণিগণের মধ্যে) বাসুদেবঃ অস্মি (বাসুদেব হই) পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) মুনীনাম্ অপি (মুনিগণেরও মধ্যে) অহং (আমি) ব্যাসঃ (ব্যাসদেব) কবীনাং (কবিদিগের মধ্যে) উশনাঃ কবিঃ (শুক্রনামক কবি)।।৩৭।।

অনুবাদ—আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে অর্জ্জুন, মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিদিগের মধ্যে শুক্রাচার্য্য।।৩৭।।

বিশ্বনাথ—বৃষ্ণীনাং মধ্যে বাসুদেবঃ বসুদেবো মৎপিতা মদ্বিভূতিঃ—'প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থিকোহণ্'; 'বৃষ্ণীনামহমেবাস্মি' ইত্যনুক্তেঃ অস্যান্যার্থতা নেষ্টা।।৩৭।।

বঙ্গানুবাদ—বৃষ্ণিদিগের মধ্যে 'বাসুদেবঃ'—আমার পিতা বসুদেব আমার বিভূতি 'প্রজ্ঞা প্রভৃতির স্বার্থে অণ্ প্রত্যয়।' বৃষ্ণিগণের মধ্যে আমিই হই—ইহার উক্তি না থাকায় ইহার অন্য অর্থ ইষ্ট নহে।।৩৭।।

অনুবর্ষিণী—"বাসুদেবো ভগবতাং" (ভাঃ ১১।১৬।২৯) "বীরাণামহমর্জ্জুনঃ" (ভাঃ ১১।১৬।৩৫)।

"দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান্" (ভাঃ—১১।১৬।২৮) "বৃষ্ণিগণের মধ্যে বসুদেবপুত্র সঙ্কর্ষণ আমি, বাসুদেব কৃষ্ণ নহে, ইহাই ব্যাখ্যা করিতে হইবে।" (শ্রীবলদেব)।।৩৭।।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্।।৩৮।।

অন্বয়—অহম্ (আমি) দময়তাম্ (দণ্ডকারিগণের মধ্যে) দণ্ডঃ অস্মি (হই) জিগীষতাম্ (জিগীষুগণের মধ্যে) নীতিঃ অস্মি (হই), গুহ্যানাং চ (ও গুহ্যধর্ম্মের মধ্যে) মৌনং অস্মি, জ্ঞানবতাম্ (জ্ঞানিগণের মধ্যে) জ্ঞানং (জ্ঞান)।।৩৮।।

অনুবাদ—আমি দমনকারিগণের মধ্যে দণ্ড, জয়-অভিলাষিগণের মধ্যে নীতি ও গুহ্যধর্ম্মের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানবান্দিগের মধ্যে জ্ঞান।।৩৮।।

বিশ্বনাথ—দমনকর্ত্তৃনাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽহম্।।৩৮।।

বঙ্গানুবাদ—দমনকারকগণের সম্বন্ধীয় আমি দণ্ড।।৩৮।।

অনুবর্ষিণী—"মন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাম্" (ভাঃ—১১।১৬।২৪,) "গুহ্যানাং সুনৃতং মৌনং" (ভাঃ—১১।১৬।২৬) ।।৩৮।।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।।৩৯।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! যৎ চ অপি (যাহাই) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) বীজং (বীজ) তৎ (তাহা) অহম্ (আমি); ময়া বিনা (আমা বিনা) যৎ স্যাৎ (যাহা হয়) তৎ (সেইরূপ) চরাচরম্ ভূতং (চরাচর কোন ভূত) ন

অস্তি (নাই)।।৩৯।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! সর্ব্বভূতের প্ররোহকারণ বীজ আমি, আমা বিনা চরাচর কোন বস্তুর অস্তিত্ব অর্থাৎ সত্তা নাই।।৩৯।।

বিশ্বনাথ—বীজং প্ররোহকারণং যত্তদহমস্মি; তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যৎ স্যাৎ চরমচরং বা তন্নৈবাস্তি, মিথ্যৈবেত্যর্থঃ।।৩৯।।

বঙ্গানুবাদ—বীজ—যাহা প্ররোহ অর্থাৎ উদ্ভবকারণ তাহাই আমি। তাহাতে কারণ—আমা ছাড়া যাহা জন্মে এরূপ চর ও অচর যাহা কিছু তাহা মিথ্যাই, এই অর্থ।।৩৯।।

অনুবর্ষিণী—"বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্" (গীঃ—৭।১০) শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৩৯।।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া।।৪০।।

অন্বয়—পরন্তপ! মম (আমার) দিব্যানাং বিভূতীনাং (দিব্য বিভূতি সমূহের) অন্তঃ ন অস্তি (অন্ত নাই) এষ তু (কিন্তু এই) বিভূতেঃ (বিভূতির) বিস্তরঃ (বিস্তার) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (কথিত হইল)।।৪০।।

অনুবাদ—হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি সমূহের অন্ত নাই; কিন্তু এই বিভূতির বিস্তার সংক্ষেপে বলিলাম।।৪০।।

বিশ্বনাথ—প্রকরণমুপসংহরন্তি—নান্তোঽস্তীতি, এষ তু বিস্তারো বাহুল্য মুদ্দেশতো নামমাত্রত এব কৃতঃ।।৪০।।

বঙ্গানুবাদ—প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন—'নান্তোঽস্তি' ইত্যাদি। এই বিভূতির এই যে 'বিস্তরঃ'—বাহুল্য তাহা উদ্দেশ বা নামমাত্রই করা হইল।।৪০।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে তাঁহার দিব্য বিভূতিগণের অন্ত নাই সুতরাং নামমাত্রই বর্ণন করিলেন।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—"এতাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বাঃ সংক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ"। অর্থাৎ তোমার নিকট সংক্ষেপে এই সকল বিভূতি কীর্ত্তিত হইল। (ভাঃ—১১।১৬।৪১)।।৪০।।

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ।।৪১।।

অন্বয়—যৎ যৎ সত্ত্বং এব (যে যে বস্তুই) বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত) শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্ত) উর্জিতম্ বা (অথবা বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত) তৎ তৎ এব (সেই সমস্তই) মম (আমার) তেজোঽংশসম্ভবম্ (প্রকৃতি-তেজাংশ হইতে উদ্ভুত বলিয়া) ত্বং (তুমি) অবগচ্ছ (জান)।।৪১।।

অনুবাদ—যে যে বস্তুমাত্রই ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত অথবা বলপ্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত, সে সকলই আমার তেজ অর্থাৎ প্রকৃতির অংশ সম্ভূত বলিয়া তুমি জানিবে।।৪১।।

বিশ্বনাথ—অনুক্তা অপি ত্রৈকালিকীর্বিভূতীঃ সংগ্রহীতুমাহ—যদ্‌যদিতি। বিভূতিমৎ ঐশ্বর্য্যযুক্তম্; শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্; উর্জ্জিতং বলপ্রভাবাদ্যধিকং সত্ত্বং বস্তুমাত্রম্।।৪১।।

বঙ্গানুবাদ—অনুক্ত ত্রৈকালিকী বিভূতিসমূহও একত্র বলিতেছেন—'যদ্ যদ্' ইত্যাদি। 'বিভূতিমৎ'—ঐশ্বর্য্যযুক্ত, 'শ্রীমৎ'—সম্পত্তিযুক্ত, 'উর্জ্জিতং'—অধিক বল ও প্রভাবাদিযুক্ত, 'সত্ত্বং'—বস্তুমাত্র।।৪১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—"তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ। বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেঽংশকঃ।।" (১১।১৬।৪০) অর্থাৎ যে যে বস্তুতে প্রভাব, শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, হ্রী, ত্যাগ, সৌভগ, ভাগ্য, বীর্য্য, তিতিক্ষা এবং বিজ্ঞান দৃষ্ট হয়, সেই বস্তুই আমার অংশ।

ব্রহ্মার বাক্যেও পাই;—

"যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃ সহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ।
শ্রীহ্রী বিভূত্যাত্মবদদ্ভূতার্ণং তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্।।"

ভাঃ—২।৬।৪৫, অর্থাৎ লোকে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, তেজযুক্ত, ইন্দ্রিয়শক্তি যুক্ত, বলবৎ শোভাসম্পন্ন, লজ্জাযুক্ত, বিভূতিসম্পন্ন, বুদ্ধিযুক্ত, আশ্চর্য্যবর্ণ, রূপযুক্ত এবং অরূপ তাহা সকলই পরমতত্ত্বের বিভূতি।।৪১।।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।৪২।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! অথবা এতেন (এইরূপ) বহুনা জ্ঞাতেন (বহু জ্ঞানের দ্বারা) তব কিম্? (তোমার কি প্রয়োজন) অহং (আমি) ইদং (এই) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) একাংশেন (একাংশ দ্বারা) বিষ্টভ্য (ব্যাপিয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত)।।৪২।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবৎ গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! অথবা এইরূপ বহুবিধ জ্ঞানের দ্বারা তোমার কি হইবে? আমি এই সমগ্র জগৎ একাংশ দ্বারা ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি, ইহাই জান।।৪২।।

ইতি শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী-সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগ নামক দশমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।

বিশ্বনাথ—বহুনা পৃথক্পৃথগ্জ্ঞাতেন কিং ফলং সমুদিতমেব জানীহি ইত্যাহ—বিষ্টভ্যেতি। একাংশেন একেনৈবাংশেন প্রকৃত্যন্তর্যামিনা পুরুষরূপেণৈব ইদং সৃষ্টং জগদ্বিষ্টভ্য অধিষ্ঠানত্বাৎ বিধৃত্য, অধিষ্ঠাতৃত্বাদধিষ্ঠায়, নিয়ন্তৃত্বান্নিয়ম্য, ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্য, কারণত্বাৎ সৃষ্ট্বা স্থিতোঽস্মি।।৪২।।

বিশ্বং শ্রীকৃষ্ণ এবাতঃ সেব্যস্তদ্দত্তয়া ধিয়া
স এবাস্বাদ্যমাধুর্য্য ইত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—'বহুনা'—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানিয়া কি প্রয়োজন,

সমুদয়ই জান, তাই বলিতেছেন—'বিষ্টভ্য' ইত্যাদি। 'একাংশেন'—একই অংশে প্রকৃতির অন্তর্যামী পুরুষরূপেই এই সৃষ্ট জগৎ 'বিষ্টভ্য'—অধিষ্ঠানত্বে বিশেষ ভাবে ধারণ করিয়া অধিষ্ঠাতৃত্ব হেতু অধিষ্ঠিত হইয়া, নিয়ন্তৃরূপে নিয়ম্য—অধীন করিয়া ব্যাপকত্বে ব্যাপিয়া, কারণত্বে সৃষ্টি করিয়া অবস্থিত আছি।।৪২।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত বুদ্ধি দ্বারা এই বিশ্ব তিনি ধারণ করিয়া আছেন এইরূপ জ্ঞানে তাঁহারই সেবা করিতে হইবে এবং তাঁহারই মাধুর্য্য আস্বাদনীয় ইহাই দশম অধ্যায়ের কথিত অর্থ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দশম অধ্যায়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃতা সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।।

অনুবর্ষিণী—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অংশই চরাচর নিখিল পদার্থে অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতেও পাই,—"জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃ স দেব স্ত্রৈকালিকং স্থিরচরেষ্বনু-বর্ত্তিতাংশম্। তং জীবকর্ম্মপদবীমনুবর্ত্তমানাস্তাপত্রয়োপশমনায় বয়ং ভজেম।।" (৩।৩১।১৬) অর্থাৎ ভগবান্ ব্যতীত আমাকে ত্রৈকালিক জ্ঞান দান করিতে আর কেই বা সমর্থ? পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে চরাচর যাবতীয় বস্তুতে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব কর্ম্মফল স্বরূপ বদ্ধজীবরূপা পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমরা ত্রিতাপ জ্বালা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ভজনা করি।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"হে অর্জ্জুন, অধিক কি বলিব সংক্ষেপতঃ আমার এই প্রকৃতি—সর্ব্বশক্তিসম্পন্না; তাহার এক এক প্রভাব দ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান। জড়প্রভাব দ্বারা জড়ীয়-সত্তায় এবং জীব প্রভাব দ্বারা জৈব জগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্ট জগতে সাম্বন্ধিক ভাবে বর্ত্তমান আছি"।।৪২।।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"পূর্ব্বাধ্যায়ে বিশুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তির উপদেশ হইয়াছে। তাহাতে এরূপ সন্দেহ হয় যে, অন্যান্য দেবোপাসনাতেও কৃষ্ণসেবা হইতে পারে। সেই সন্দেহ-নিবৃত্তির জন্য কহিলেন যে, অন্যান্য বিধিরুদ্রাদি

দেবগণ আমার বিভূতিমাত্র; আমি সকলের আদি, অজ, অনাদি ও সর্ব্বমহেশ্বর, এরূপ বিভূতিতত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক জানিলে আর অনন্য ভক্তির বাধা হয় না। আমার এক অংশ যে পরমাত্মা, তদ্দ্বারা আমি সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বিভূতি প্রকাশ করিয়াছি। ভক্তগণ বিভূতিতত্ত্ব অবগত হইয়া ভগবজ্‌ জ্ঞান লাভ করতঃ শুদ্ধভক্তির সহিত আমাকে শ্রীকৃষ্ণাকারে ভজন করিবেন। এই অধ্যায়ে ৮, ৯, ১০ ও ১১ শ্লোকে শুদ্ধ ভজন ও ভজন ফল বলিয়াছেন। সমস্ত বিভূতির আকর স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভজনই জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেমের প্রাপক, ইহাই এই অধ্যায়ের নিষ্কর্ষ।"—শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দশম অধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম।।১।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ,—মদনুগ্রহায় (আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত) পরমং গুহ্যং (পরম গুহ্য) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ (অধ্যাত্মতত্ত্ব নামক) যৎ বচঃ (যে বাক্য) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) উক্তং (কথিত) তেন (তদ্দ্বারা) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহঃ (জ্ঞানের অভাব) বিগতঃ (বিদূরিত হইল)।।১।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন, আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত পরম গুহ্য অধ্যাত্মসংজ্ঞিত যে কথা তুমি বলিয়াছ, তদ্দ্বারা আমার মোহ বিদূরিত হইল।।১।।

বিশ্বনাথ

একাদশে বিশ্বরূপং দৃষ্ট্বা সংভ্রান্তধীঃ স্তুবন্।
পার্থ আনন্দিতো দর্শয়িত্বা স্বং হরিণা পুনঃ।।

পূর্ব্বাধ্যায়ন্তে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি সর্ব্ববিভূত্যাশ্রয়মাদিপুরুষং স্বপ্রিয়সখস্যাংশং শ্রুত্বা পরমানন্দনিমগ্নস্তদ্রূপং দিদৃক্ষমাণো ভগবদুক্তম্ অভিনন্দতি—মদনুগ্রহায়েতি ত্রিভিঃ। অধ্যাত্মমিতি সপ্তম্যর্থে অব্যয়ীভাবাদাত্মনীত্যর্থঃ। আত্মনি যা যা সংজ্ঞা বিভূতি-লক্ষণা, সা সংজাতা যস্য তদ্বচঃ; মোহস্ত্বদৈশ্বর্য্যাজ্ঞানম্।।১।।

বঙ্গানুবাদ—একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন সন্ত্রস্ত বুদ্ধি হইয়া স্তব করিতে থাকিলে, পুনরায় শ্রীহরি নিজরূপ দর্শন করাইয়া তাহাকে আনন্দিত করিলেন।

পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে 'এক অংশমাত্রেই আমি এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছি।' সর্ব্ববিভূতির আশ্রয় আদিপুরুষ নিজপ্রিয়সখার অংশ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন অর্জ্জুন সেই রূপ দর্শন কামনায় ভগবদুক্তিকে অভিনন্দন করিতেছেন—'মদনুগ্রহায়' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে।

'অধ্যাত্ম' শব্দ সপ্তমী অর্থে অব্যয়ীভাব সমাসহেতু অর্থ আত্মনি—অর্থাৎ আত্মায় যে যে বিভূতি লক্ষণা সংজ্ঞা তাহা সংজাত হইয়াছে যাহার, তাহার বাক্য; 'মোহঃ'—তোমার ঐশ্বর্য্য বিষয়ে অজ্ঞান।।১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণ একাংশে পরমাত্মারূপে সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া, সমস্ত বিভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সমস্ত বিভূতির আকর স্বরূপ হইয়াও সর্ব্বদা স্বরূপ সংপ্রাপ্ত। পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত এই সকল অতিরহস্যময়, পরমগুহ্য, অধ্যাত্মকথা শ্রবণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শনকামী হইয়া, ভগবৎবাক্যকে অভিনন্দনমুখে বলিতেছেন যে, আপনার উপদেশ শ্রবণে আপনার অবিতর্ক্য পরমভাব জানিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বগত ব্যতিরেক-চিন্তারূপ মোহ আমার বিদূরিত হইল।।১।।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্।।২।।

অন্বয়—কমলপত্রাক্ষ! ত্বত্তঃ হি (তোমার নিকট হইতেই) ভূতানাং (ভূতগণের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও লয়) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) বিস্তরশঃ (বিস্তৃতরূপে) শ্রুতৌ (শ্রুত হইয়াছে) চ (এবং) অব্যয়ম্ (নিত্য) মাহাত্ম্যম্ অপি (মাহাত্ম্যও) শ্রুতং (শ্রুত হইল)।।২।।

অনুবাদ—হে কমলপত্রাক্ষ! তোমার নিকট হইতেই জীবগণের সৃষ্টি ও সংহারের বিষয় বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিলাম এবং তোমার অব্যয় মহিমাও শুনিলাম।।২।।

বিশ্বনাথ—অস্মিন্ ষট্কে তু ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টিসংহারৌ ত্বত্ত ইতি "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইত্যাদিনা অব্যয়ং মাহাত্ম্যং সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেঽপ্যবিকারাসঙ্গাদিলক্ষণম্—"ময়া ততমিদং সর্ব্বম্" ইতি, "ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি" ইত্যাদিনা।।২।।

বঙ্গানুবাদ—এই ছয় অধ্যায়ে কিন্তু 'ভবাপ্যয়ৌ'—সৃষ্টি ও সংহার তোমা হইতে ইহা—'ভগবৎস্বরূপ আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু' (গীঃ—৭।৬) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা 'অব্যয়ং'—সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বেও অবিকার ও অসঙ্গাদিলক্ষণ মাহাত্ম্য, 'আমাকর্ত্তৃক এই সমস্ত

জগৎ ব্যাপ্ত' (গীঃ—৯।৪), 'সেই কার্য্য সকলও আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না' (গীঃ ৯।৯)—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা।।২।।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।।৩।।

অন্বয়—পরমেশ্বর! ত্বম্ (তুমি) আত্মানং (নিজেকে) যথা (যেরূপ) আত্থ (বলিলে) এতৎ (ইহা) এবম্ (এইরূপ) (তথাপি) পুরুষোত্তম! তে (তোমার) ঐশ্বরং রূপম্ (ঐশ্বরিক রূপকে) দ্রষ্টুম্ (দর্শন করিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)।।৩।।

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর! তোমার সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছ তাহা সেই রূপই, তথাপি হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার ঐশ্বর্য্যময়রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।।৩।।

বিশ্বনাথ—ইদানীমাত্মানং ত্বং যথাত্থ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতঃ" ইতি, তচ্চৈবমেব মম নাত্র কোঽপ্যবিশ্বাসোঽস্তীতি ভাবঃ। কিন্তু তদপি স্বং কৃতার্থবুভুষয়া তবৈশ্বরং তদ্রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছামি, যেনৈকাংশেনেশ্বররূপেণ ত্বং জগৎ বিষ্টভ্য বর্ত্তসে তস্যৈব তে রূপমহমিদানীং চক্ষুর্ভ্যাং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যর্থঃ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—অধুনা 'আত্মানং ত্বং যথাত্থ'—তুমি নিজেকে যেরূপ বলিলে—'এই সমগ্র জগৎ আমিই একাংশমাত্রদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি'। গীঃ—১০।৪২ তাহা যথার্থই। এ বিষয়ে আমার কোনও অবিশ্বাস নাই; এই ভাব। কিন্তু তাহা হইলেও নিজেকে কৃতার্থ করিবার বাসনায় তোমার ঐশ্বর সেইরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি; যে একাংশে ঈশ্বররূপে তুমি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যমান আছ, তোমার সেইরূপই অধুনা চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, এই ভাব।।৩।।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম।।৪।।

অন্বয়—প্রভো! যদি তৎ (সেইরূপ) ময়া দ্রষ্টুম্ শক্যম্ (আমার দর্শন যোগ্য) ইতি মন্যসে (ইহা মনে কর) ততঃ (তাহা হইলে) যোগেশ্বর! ত্বম্ (তুমি) মে (আমাকে) অব্যয়ম্ (নিত্য) আত্মানম্ (আত্মস্বরূপ) দর্শয়

(দেখাও)।।৪।।

অনুবাদ—হে প্রভো! যদি তোমার সেইরূপ আমাকর্ত্তৃক দর্শন করিবার যোগ্য মনে কর, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর! তুমি আমাকে তোমার নিত্যস্বরূপ দর্শন করাও।।৪।।

বিশ্বনাথ—যোগেশ্বরেতি—অযোগ্যস্যাপি মম তদ্দর্শনযোগ্যতায়াং তব যোগৈশ্বর্য্যমেব কারণমিতি ভাবঃ।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—'যোগেশ্বর' ইত্যাদি। সেইরূপ দর্শনে আমি অযোগ্য হইলেও তোমার যোগৈশ্বর্য্যই তদ্দর্শনের কারণ, এই ভাব।।৪।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময়রূপ দর্শন মানসে তাঁহাকে বলিলেন—হে প্রভো! আমি আপনার ঐশ্বররূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। আমি উহা দর্শনে অযোগ্য হইলেও আপনার যোগৈশ্বর্য্য বলেই দর্শনার্থী হইতেছি। আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহ লাভের যোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে আপনার অব্যয়স্বরূপ আমাকে প্রদর্শন করান। এই সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"জীব—অণুচৈতন্য, অতএব বিভূচৈতন্যের ক্রিয়া সম্যক্ লক্ষ্য করিতে পারে না। আমি—জীব, আপনার অনুগ্রহবশতঃ আপনার স্বরূপতত্ত্বে অধিকার লাভ করিয়াও জীবচিন্তাতীত আপনার ঐশ্বর-স্বরূপের পরিমাণে সমর্থ নই। আপনি—যোগেশ্বর এবং আমার প্রভু; আপনার যোগৈশ্বর্য্য (যাহা—স্বরূপতঃ অব্যয় ও চিৎস্বরূপ, তাহা) আমাকে দেখান"।।৪।।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।।৫।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—পার্থ! মে (আমার) নানাবিধানি (নানাবিধ) নানাবর্ণাকৃতীনি চ (এবং বহুবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট) শতশঃ (শত শত) অথ (আরও) সহস্রশঃ (সহস্র সহস্র) দিব্যানি রূপাণি (দিব্য রূপ সকল) পশ্য (দর্শন কর)।।৫।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! তুমি আমার বহুপ্রকার এবং বিবিধবর্ণ ও আকৃতিসম্পন্ন শত শত সহস্র সহস্র অলৌকিক রূপসমূহ

দর্শন কর।।৫।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ স্বাংশস্য প্রকৃত্যন্তর্য্যামিনঃ প্রথমপুরুষস্য "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ইতি পুরুষসুক্ত-প্রোক্তং রূপং প্রথমমিদং দর্শয়ামি, পশ্চাৎ প্রস্তুতোপযোগিত্বেন তস্যৈব কালরূপত্বমপি জ্ঞাপয়িষ্যামীতি মনসি বিমৃষ্য অর্জ্জুনং প্রতি সাবধানো ভবেত্যভিমুখীকরোতি। পশ্যেতি রূপাণীতি একস্মিন্নপি মৎস্বরূপে শতশো মৎস্বরূপাণি মদ্বিভূতীঃ।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর প্রথমে ইহাকে নিজাংশ প্রকৃতির অন্তর্য্যামী প্রথম পুরুষের—'সহস্রশীর্ষ পুরুষ, সহস্র অক্ষিযুক্ত এবং সহস্র পদযুক্ত'—পুরুষসূক্তকথিত রূপ দেখাইব, পরে প্রস্তাবিত বিষয়ের উপযোগী সেই স্বাংশেরই কালরূপ জানাইব—মনে মনে এই বিচার করিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে 'সাবধান হও' বলিয়া নিজের দিকে অর্জ্জুনের মুখ ফিরাইতেছেন। 'পশ্য', 'রূপাণি' এই বাক্যদ্বয়ে আমার একই স্বরূপে শত শত আমার স্বরূপসমূহ আমার বিভূতিসমূহ।।৫।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে নিজাংশ প্রকৃতির অন্তর্য্যামী প্রথম পুরুষের রূপ দেখাইয়া, পরে তাঁহাকে সেই স্বাংশেরই কালরূপ দেখাইবার মানসে অর্জ্জুনকে সাবধানপূর্ব্বক উন্মুখ করিতেছেন।।৫।।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত।।৬।।

অন্বয়—ভারত! আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্যকে) বসূন্ (অষ্টবসুকে) রুদ্রান্ (একাদশ রুদ্রকে) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে) তথা (এবং) মরুতঃ (ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুকে) পশ্য (দর্শন কর) অদৃষ্টপূর্ব্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব্ব) বহূনি (বিবিধ) আশ্চর্য্যাণি (আশ্চর্য্যরূপসমূহ) পশ্য (দর্শন কর)।।৬।।

অনুবাদ—হে ভারত! তুমি আদিত্যগণকে, বসুগণকে, রুদ্রগণকে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথা মরুদ্গণকে দর্শন কর, পূর্ব্বে দেখ নাই এমন বহু অদ্ভুত রূপ দর্শন কর।।৬।।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি।।৭।।

অন্বয়—গুড়াকেশ! ইহ (এই) মম দেহে (আমার দেহ মধ্যে) একস্থং (একত্রস্থিত) সচরাচরম্ (চরাচর সহিত) কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) যৎ চ অন্যৎ (এবং অন্য যাহা কিছু) দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি (দেখিতে ইচ্ছা কর) অদ্য (এক্ষণে) পশ্য (দর্শন কর)।।৭।।

অনুবাদ—হে গুড়াকেশ! আমার এই দেহে একদেশে অবস্থিত চরাচর সমগ্র বিশ্বকে দর্শন কর এবং অন্য যে কিছু দেখিতে চাও তাহাও এক্ষণে দর্শন কর।।৭।।

বিশ্বনাথ—"পরিভ্রমতা ত্বয়া বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি জগৎ ইহ প্রস্তাবে একস্মিন্নপি মদ্দেহাবয়বে তিষ্ঠতি ইতি একস্থং যচ্চান্যৎ স্বজয়-পরাজয়াদিকঞ্চ মমাস্মিন্ দেহে জগদাশ্রয়ভূতকারণরূপে।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—তুমি কোটি কোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিতে পাইবে না, সেই সমগ্র জগৎই আমার একই দেহাবয়বে অবস্থান করিতেছে, তাই বলিতেছেন—'একস্থং যচ্চান্যৎ'—নিজ জয় পরাজয়াদি যাহা কিছু আমার এই দেহে জগতের আশ্রয়ভূত কারণরূপে।।৭।।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।৮।।

অন্বয়—অনেন (এই) স্বচক্ষুষা এব তু (এই নিজচক্ষুর দ্বারাই কিন্তু) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ন শক্যসে (সমর্থ হইবে না) (অতএব) তে (তোমাকে) দিব্যম্ চক্ষুঃ (দিব্য চক্ষু) দদামি (প্রদান করিতেছি) মে (আমার) ঐশ্বরম্ (ঐশ্বরিক) যোগম্ (শক্তিকে) পশ্য (দর্শন কর)।।৮।।

অনুবাদ—কিন্তু তুমি এই চক্ষুর দ্বারা আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি, তুমি আমার ঐশ্বরিক-শক্তি দর্শন কর।।৮।।

বিশ্বনাথ—ইদমিন্দ্রজালং মায়াময়ং বা রূপমিত্যর্জ্জুনো মা মন্যতাং, কিন্তু সচ্চিদানন্দময়মেব স্বরূপমন্তর্ভূতসর্ব্বজগৎকমতীন্দ্রিয়ত্বেনৈব বিশ্বসিতমিত্যেতদর্থমাহ—ন ত্বিতি। অনেনৈব প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা মাং

চিদ্ঘনাকারং দ্রষ্টুং ন শক্যসে ন শক্নোষি ইতি, অতস্তুভ্যং দিব্যং অপ্রাকৃতং চক্ষুর্দদামি, তেনৈব পশ্যেতি প্রাকৃতনরমানিনমর্জ্জুনং কমপি চমৎকারং প্রাপয়িতুম্ এব; যতো হি অর্জ্জুনো ভগবৎপার্ষদমুখ্যত্বাৎ নরাবতারত্বাচ্চ প্রাকৃত-নর ইব ন চর্ম্মচক্ষুষ্কঃ। কিঞ্চ, সাক্ষাদ্ভগবন্মাধুর্য্যমেব যঃ স্বচক্ষুষা সাক্ষাদনুভবতি, সোঽর্জ্জুনো ভগবদংশং দ্রষ্টুং তেন অশক্নুবন্ দিব্যং চক্ষুর্গৃহ্ণীয়াদিতি কঃ খলু ন্যায়ঃ? একে ত্বেবমাচক্ষতে—ভগবতো নরলীলত্বমহামাধুর্য্যৈকগ্রাহি-সর্ব্বোৎকৃষ্টং যদ্ভবতি, তচ্চক্ষুরনন্যভক্ত ইব ভগবতো দেবলীলত্বসম্পদং নৈব গৃহ্ণাতি,—ন হি সিতোপলরসাস্বাদিনী রসনা খণ্ডং গুড়ং বা স্বাদয়িতুং শক্নোতি। তস্মাদর্জ্জুনায় তৎপ্রার্থিতঃ চমৎকারবিশেষং দাতুং দেবলীলত্বময়ৈশ্বর্য্যং জিগ্রাহয়িষুর্ভগবান্ প্রেমরসাননুকূলং দিব্যমমানুষম্ এব চক্ষুর্দদাবিতি। তথা দিব্যচক্ষুর্দানাভিপ্রায়োঽধ্যায়ান্তে ব্যক্তীভবিষ্যতীতি।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—এইরূপকে অর্জ্জুন ইন্দ্রজাল বা মায়াময় বলিয়া মনে না করে কিন্তু সচ্চিদানন্দময়ই। সর্ব্বজগৎ যাহার অন্তর্ভূত, সেই স্বরূপ যে অতীন্দ্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করাইবার জন্য বলিতেছেন—'ন তু' ইত্যাদি। 'অনেনৈব'—প্রাকৃত 'স্বচক্ষুষা'—নিজচক্ষুদ্বারা 'মাং'—চিদ্ঘনাকার আমাকে 'দ্রষ্টুং ন শক্যসে'—দর্শন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব তোমাকে 'দিব্যম্'—অপ্রাকৃত চক্ষু দিতেছি, সেই চক্ষুরই দ্বারা দর্শন কর—প্রাকৃত নরাভিমানী অর্জ্জুনকে কোন প্রকার চমৎকার পাওয়াইবার জন্যই, যেহেতু অর্জ্জুন ভগবানের মুখ্য পার্ষদ এবং নরাবতার বলিয়া প্রাকৃত নরের ন্যায় তিনি চর্ম্মচক্ষুষ্ক নহেন। অন্যপক্ষে যিনি স্বচক্ষুদ্বারা সাক্ষাৎ ভগবানের মাধুর্য্যই সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করেন, সেই অর্জ্জুন সেই চক্ষুদ্বারা ভগবানের অংশ (বিশ্বরূপ) দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া দিব্য চক্ষু গ্রহণ করিবেন ইহা কোন ন্যায়ে? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চক্ষু ভগবানের নরলীলারূপমহামাধুর্য্যৈকগ্রাহী, সে চক্ষু অনন্যভক্তের ন্যায় ভগবানের দেবলীলারূপ ঐশ্বর্য্য দর্শনে প্রবৃত্ত হয় না—যে রসনা সিতোপল বা মিছরীর আস্বাদন করে, তাহা গুড়খণ্ড আস্বাদন করিতে পারে না। সেই জন্য অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে চমৎকার

বিশেষ প্রদানের জন্য দেবলীলারূপ ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করাইতে ভগবান্ (তাঁহাকে) প্রেমরসের অননুকূল দিব্য অর্থাৎ অমানুষ চক্ষুই প্রদান করিয়াছিলেন। আর দিব্যচক্ষুদানের অভিপ্রায় এই অধ্যায়ের শেষে ব্যক্ত হইবে।।৮।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদ, সুতরাং তিনি স্বীয় প্রেমময় স্বচক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যমাধুর্য্যময়রূপ দর্শন ও আস্বাদন করেন, কিন্তু এক্ষণে বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা করায়, তাহা দর্শনোপযোগী দিব্যচক্ষু প্রদানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত দিব্যচক্ষু সাধারণ স্থূলচক্ষু হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, অর্জ্জুনের স্বাভাবিক নিরুপাধিক প্রেমময় চক্ষের তুল্য নহে, পরন্তু হেয়; এমন কি, অর্জ্জুনের নিত্য দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ হইতে এই বিশ্বরূপ নিকৃষ্ট।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিলেন যে, স্থূল জড় চক্ষুর দ্বারা তাঁহার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন হয় না অর্থাৎ অপ্রাকৃত দিব্যদৃষ্টি বা দিব্যজ্ঞান ব্যতীত তাঁহার কৃপা লাভ হয় না বা তাঁহার অপ্রাকৃতরূপের দর্শন ঘটে না।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভূর টীকার মর্ম্মে পাওয়া যায়,—নিজ দেবাকার দর্শনের জন্যই অর্জ্জুনকে তদুপযোগী দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই রূপ দিব্য মনও প্রদত্ত হয় নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। সেইরূপ মন প্রদত্ত হইলে তাঁহার তদ্রূপেই রুচি ঘটিত। অর্জ্জুন প্রথমে বিশ্বরূপ দর্শনে বিস্মিত হইলেও পরবর্ত্তীকালে সচ্চিদানন্দময় দ্বিভুজরূপই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব ইহাই জানাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়— "একদার্ভকমাদায়...আসীৎ সুবিস্মিতা।।" (১০।৭।৩৪-৩৭)। একদিন যশোদা দেবী শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক স্তনদুগ্ধ পান করাইবার কালে তাঁহার মনোহর ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদন চুম্বন করিতে থাকিলে, তিনি জৃম্ভন্ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার মুখমধ্যে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন। মৃগনয়না যশোদা সহসা শিশুমুখে এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কম্পিত কলেবরে নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক অতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইয়াছিলেন। এস্থলে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকার মর্ম্মে পাই—যে মাতা যশোদা এজন্য কোন

দিব্যদৃষ্ট্যাদি প্রাপ্ত হন নাই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানন্দলক্ষ্মীর দাসীস্বরূপা কোন এই শক্তি উপস্থিত হইয়া তখন অদ্ভুতত্ব হেতু তাদৃশ লীলোদয়াবসরে স্বদাস্যপ্রকাশ পূর্ব্বক বিস্ময়ের দ্বারা আত্মেশ্বরী যশোদাকে উল্লসিত করিবার জন্যই অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই—এই ঐশ্বরী শক্তি যশোদার বাৎসল্যজ্ঞান শিথিল করিতে পারে নাই। শ্রীহরির এই শক্তি প্রেমদেবীর পরীক্ষার নিমিত্ত আগমন করিয়া তাঁহার দাসীত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়—"একদা ক্রীড়মানাস্তে...ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্" (১০।৮ ৩২-৩৯), একদিন রাম প্রভৃতি গোপবালকগণ মা যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণের কথা জানাইলে, মা যখন হস্তধারণ পূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিতেছিলেন তখন ভয়চকিত দৃষ্টিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ—আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই, ইহারা সকলে মিথ্যাবাদী, সাক্ষাতেই আমার মুখ দেখুন বলিয়া যখন মুখব্যাদান করিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের মুখ মধ্যে স্থাবর জঙ্গম অন্তরীক্ষাদি যাবতীয় বিশ্ব ও নিজধামাদি দর্শন করাইলেন। মাধুর্য্যলীলায় ঐশ্বর্য্য আদৃত না হইলেও উপযুক্ত কালে ঐশ্বর্য্য স্বয়ং প্রকটিত হয়, অর্থাৎ মাধুর্য্যলীলায় ঐশ্বর্য্য প্রকটিত না হইলেও তাঁহাতে ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের নিলয়। লীলাবিশেষে উদয়ের আবশ্যকতা হইলেই ঐশ্বর্য্য স্বতঃ প্রকাশ হইয়া থাকে। এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মেও পাই—সত্যসঙ্কল্পতা শক্তি দ্বারা প্রেরিতা ঐশ্বরী শক্তি স্বয়ং প্রকটিত হইয়া বিশ্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক যশোদাকে বিস্ময় রসে নিমগ্ন করিয়া পুত্রভর্ৎসন ফল কোপ বিস্মরণ করাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ামনুজ বালক সুতরাং ক্রীড়ার্থ লীলা পোষকতায় ভক্ত সন্তোষের জন্য বা ভক্তের প্রেমা বর্দ্ধনের জন্য লীলা বিস্তার পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়—শ্রীগৌরসুন্দর একদিন অদ্বৈত প্রভুকে তাঁহার মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিতে বলিলেন,—

অদ্বৈত বলয়ে—"প্রভু পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে।
যাহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় করে।।"

বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিকে সৈন্য-দলে মহা-যুদ্ধ পথ।।
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেই ক্ষণে।
চন্দ্র, সূর্য্য, সিন্ধু, গিরি, নদী, উপবনে।।
কোটি চক্ষু, বাহু, মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন।। মধ্য—২৪।৪৭-৫১।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অন্তর্য্যামীরূপে ইহা জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং এই বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন।

'প্রভু প্রভু' বলি' স্তুতি করে দুইজন।
বিশ্বরূপ দেখিয়া আনন্দময় মন।। (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৪।৬৬)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"তুমি—আমার ভক্ত, অতএব তোমার নিরুপাধিক প্রেম-চক্ষু দ্বারা আমার কৃষ্ণ-স্বরূপ দর্শন করিয়া থাক। আমার যোগৈশ্বর্য্যময় স্বরূপটি—সাম্বন্ধিক ভাব-গত সুতরাং (অপ্রয়োজনীয় বলিয়া) নিরুপাধিক প্রেমচক্ষুর্দ্বারা লক্ষিত হয় না। স্থূল জড়দর্শক চক্ষুও আমার ঐশ্বর-স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারে না। যে-চক্ষু—সোপাধিক, কিন্তু স্থূল নয়, তাহাকে 'দিব্যচক্ষু' বলা যায়; আমি তোমাকে সেই দিব্যচক্ষু দান করিতেছি; তদ্দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর-স্বরূপ দর্শন কর। যুক্তিময় দিব্যচক্ষু-লব্ধ ব্যক্তিগণ আমার নিরুপাধিক কৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা সোপাধিক ঐশ্বর্য্যস্বরূপে সহজেই প্রীতিলাভ করেন, যেহেতু তাহাদের নিরুপাধিক প্রেমময় স্বচক্ষু নিমীলিত থাকে"।।৮।।

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্।।৯।।

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ,—রাজন্! মহাযোগেশ্বরঃ (মহাযোগেশ্বর) হরিঃ (শ্রীহরি) এবম্ উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) ততঃ (তারপর) পার্থায় (পার্থকে)

পরমং ঐশ্বরম্ রূপম্ (পরম ঐশ্বর রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন)।।৯।।

অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন,—হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বররূপ দেখাইলেন।।৯।।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।।১০।।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্।।১১।।

অন্বয়—অনেকবক্ত্র নয়নং (বহুবদন ও বহুনেত্রবিশিষ্ট) অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ (বিবিধ আশ্চর্য্য দর্শন) অনেকদিব্যাভরণং (বহুবিধ দিব্য আভরণ সম্পন্ন) দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ (অনেক দিব্য অস্ত্রধারী) দিব্যমাল্যাম্বরধরং (দিব্যমাল্য ও বস্ত্রবিশিষ্ট) দিব্যগন্ধানুলেপনম্ (দিব্যগন্ধের দ্বারা অনুলিপ্ত) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং (সর্ব্ব আশ্চর্য্যযুক্ত) দেবম্ (দ্যুতিশীল) অনন্তং (অনন্ত) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বব্যাপী)।।১০-১১।।

অনুবাদ—সেইরূপ বহুবদন ও নেত্রবিশিষ্ট, বহুবিধ আশ্চর্য্য দর্শনীয়, বিবিধ দিব্য অলঙ্কারযুক্ত, অনেক দিব্য উদ্যত অস্ত্রধারী, দিব্যমাল্য ও বস্ত্রবিশিষ্ট, দিব্যগন্ধ-দ্বারা অনুলিপ্ত, সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্যময়, জ্যোতির্ম্ময়, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী।।১০-১১।।

বিশ্বনাথ—বিশ্বতঃ সর্ব্বতো মুখানি যস্য তৎ।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—'বিশ্বতোমুখম্'—সর্ব্বত্র যাহার মুখ সেই।।১১।।

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃসী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।১২।।

অন্বয়—দিবি (আকাশে) যদি সূর্য্যসহস্রস্য (সহস্র সূর্য্যের) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ (এককালে) উত্থিতা ভবেৎ (উদিত হয়) (তর্হি—তাহা হইলে) সা (সেই প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ (সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের) ভাসঃ সদৃশী (প্রভাসদৃশ) স্যাৎ (হইতে পারে)।।১২।।

অনুবাদ—আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সূর্য্যের প্রভা উদিত হয়, তাহা হইলে কতকপরিমাণে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার তুল্য হইতে

পারে।।১২।।

বিশ্বনাথ—একদৈব যদি ভাঃ কান্তিরুত্থিতা ভবেৎ, তদা তস্য মহাত্মনঃ বিশ্বরূপপুরুষস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কান্তেঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী ভবেৎ।।১২।।

বঙ্গানুবাদ—একই সময়ে যদি 'ভাঃ'—কান্তি উত্থিত হয়, তখন 'তস্য মহাত্মনঃ'—বিশ্বরূপ পুরুষের 'ভাসঃ'—প্রভার অর্থাৎ কান্তির কথঞ্চিৎ সদৃশী অর্থাৎ তুল্যা হয়।।১২।।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা।।১৩।।

অন্বয়—তদা পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুন) দেবদেবস্য (দেবদেব বিশ্বরূপের) তত্র শরীরে (সেই বিরাট্ দেহে) অনেকধা (অনেকরূপে) প্রবিভক্তম্ (বিভক্ত) কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্বকে) একস্থং (একত্র স্থিত) অপশ্যৎ (দেখিলেন)।।১৩।।

অনুবাদ—তখন অর্জ্জুন পরমদেবের সেই বিরাট শরীরে নানাভাবে বিভক্ত নিখিল জগৎকে একদেশস্থিত দর্শন করিয়াছিলেন।।১৩।।

বিশ্বনাথ—তত্র তস্মিন্ যুদ্ধভূমাবেব দেবদেবস্য শরীরে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডং কৃৎস্নং সর্ব্বমেব গণয়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ। প্রবিভক্তং পৃথক্ পৃথক্তয়া স্থিতম্ একস্থম্ একদেশস্থং প্রতিরোমকূপস্থং প্রতিকুক্ষিস্থং বা ইত্যর্থঃ। অনেকধা মৃন্ময়ং হিরণ্ময়ং মণিময়ং বা পঞ্চাশৎকোটিযোজনপ্রমাণং শতকোটিযোজনপ্রমাণং লক্ষকোট্যাদিযোজনপ্রমাণং বা ইত্যর্থঃ।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—সেখানে সেই যুদ্ধভূমিতেই দেবদেবের শরীরে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কৃৎস্ন সকলই অর্থাৎ গণনা করিতে সামর্থ্যাতীত। 'প্রবিভক্তং'—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থিত, 'একস্থং'—একদেশস্থ, প্রতিরোমকূপস্থ অথবা প্রতিকুক্ষিস্থ, এই অর্থ। 'অনেকধা'—মৃণ্ময়, হিরণ্ময়, অথবা মণিময়—পঞ্চাশৎ কোটি যোজন প্রমাণ, শতকোটি যোজন প্রমাণ অথবা লক্ষকোট্যাদি যোজন প্রমাণ, এই অর্থ।।১৩।।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত।।১৪।।

(বিস্মিত) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিত) (সন্—হইয়া) শিরসা (অবনত মস্তকে) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) কৃতাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক) দেবং (বিশ্বরূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে) অভাষত (কহিতে লাগিলেন)।।১৪।।

অনুবাদ—তদনন্তর সেই অর্জ্জুন বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া, অবনত মস্তকে প্রণতিপূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন।।১৪।।

অনুবর্ষিণী—মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বররূপ প্রদর্শন করাইলেন, সেই বিশ্বরূপ সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, পরম উজ্জ্বল, অদ্ভুতদর্শন, নানাদিব্য আভরণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, অসীম ও সর্ব্বব্যাপী। অর্জ্জুন সেই পরম দেবতা শ্রীকৃষ্ণের শরীরে সমগ্র জগৎ একস্থানে স্থিত ও নানারূপে বিভক্ত দর্শন করিলেন। "সত্ত্বৈকনিষ্ঠে মনসি ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনি। তমশ্চন্দ্রমসী বেদমুপরজ্যাবভাসতে।।" (ভাঃ ৪।২৯।৬৯) শ্লোক দ্রষ্টব্য। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন বিস্ময়াবিষ্ট ও রোমাঞ্চিত হইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন— এই সকল কথা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়া তাঁহার স্বপুত্রগণের বিজয় আকাঙ্ক্ষার মোহ দূর করিতেছেন।।৯-১৪।।

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।।১৫।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ,—দেব! তব দেহে (তোমার দেহে) সর্ব্বান্ দেবান্ (সমস্ত দেবগণকে) তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ (সমুদয় জীবকে) কমলাসনস্থং (পদ্মাসনস্থিত) ঈশং (প্রভু) ব্রহ্মাণম্ (ব্রহ্মাকে) সর্ব্বান্ (সকল) দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ চ (ঋষিগণকে) উরগান্ চ (এবং সর্পগণকে) পশ্যামি (দেখিতেছি)।।১৫।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন—হে দেব! তোমার দেহে সকল দেবতা, বিবিধ জীবসমূহ, কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, সমস্ত দিব্য ঋষিগণ এবং সর্পগণকে দেখিতেছি।।১৫।।

বিশ্বনাথ—ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাদীনাং সংঘান্ কমলাসনস্থং পৃথ্বীপদ্মকর্ণিকায়াং সুমেরৌ স্থিতং ব্রহ্মাণম্।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—'ভূতবিশেষাণাং'—জরায়ুজাদি জীবগণের সঙ্ঘ (সমূহ) 'কমলাসনস্থং'—পৃথ্বীপদ্মকর্ণিকা সুমেরু পর্ব্বতেস্থিত 'ব্রহ্মাণম্'—ব্রহ্মাকে।।১৫।।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।।১৬।।

অন্বয়—বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ! অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং (অসংখ্য বাহু-উদর-মুখ-নয়নবিশিষ্ট) অনন্তরূপম্ (অনন্তরূপধারী) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্রই) পশ্যামি (দেখিতেছি) পুনঃ (পুনরায়) তব (তোমার) ন আদিং (না আদি) ন মধ্যং (না মধ্য) ন অন্তং (না অন্ত) পশ্যামি (দেখিতেছি)।।১৬।।

অনুবাদ—হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! তোমাতে অসংখ্য বাহু, উদর, বদন ও চক্ষুবিশিষ্ট অনন্তরূপ সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, পুনরায় তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখিতে পাই না।।১৬।।

বিশ্বনাথ—হে বিশ্বেশ্বর, আদিপুরুষ।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ—হে 'বিশ্বেশ্বর'—আদিপুরুষ।।১৬।।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।।১৭।।

অন্বয়—কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং (গদাধারী) চক্রিণং চ (এবং চক্রধারী) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) দীপ্তিমন্তম্ (দীপ্তিশালী) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জস্বরূপ) দুর্নিরীক্ষ্যং (দুর্দ্দর্শনীয়) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত অনল এবং সূর্য্যতুল্য প্রভাব বিশিষ্ট) অপ্রমেয়ম্ (অপরিসীম) ত্বাম্ (তোমাকে) সমন্তাৎ (সর্ব্বদিকে) অহং—(আমি) পশ্যামি (দেখিতেছি)।।১৭।।

অনুবাদ—আমি কিরীট-শোভিত গদা ও চক্রধারীরূপ, সম্যক্ দীপ্তিশালী তেজঃপুঞ্জস্বরূপ এবং দুর্দ্দর্শনীয় ও অপ্রমেয় প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য প্রভাব বিশিষ্ট তোমাকে সর্ব্বত্র ও চতুর্দিকে দর্শন করিতেছি।।১৭।।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।১৮।।

অন্বয়—ত্বম্ (তুমি) বেদিতব্যম্ (জ্ঞাতব্য) পরমং অক্ষরং (পরব্রহ্ম) ত্বম্ (তুমি) অস্য বিশ্বস্য (এই বিশ্বের) পরং নিধানম্ (পরম আশ্রয়) ত্বম্ (তুমি) অব্যয়ঃ (নিত্য) শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক) ত্বম্ (তুমি) সনাতনঃ পুরুষঃ (নিত্যস্থিতিশীল পুরুষ) (বলিয়া) মে (আমার) মতঃ (অভিমত)।।১৮।।

অনুবাদ—তুমি মুক্তগণের জ্ঞাতব্য পরম অক্ষরতত্ত্ব, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি অব্যয়, তুমি সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষক, তুমি সনাতন পুরুষ বলিয়া আমার অভিমত।।১৮।।

বিশ্বনাথ—বেদিতব্যং মুক্তৈর্জ্জ্ঞেয়ং যদক্ষরং ব্রহ্মতত্ত্বং নিধানং লয়স্থানম্।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—'বেদিতব্যং'—মুক্তপুরুষগণ কর্ত্তৃক জ্ঞেয়, 'যদক্ষরং'—ব্রহ্মতত্ত্ব, 'নিধানং'—লয়স্থান।।১৮।।

অনাদি-মধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।।১৯।।

অন্বয়—(অহম্—আমি) অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি, মধ্য ও অন্ত রহিত) অনন্তবীর্য্যম্ (অনন্ত বীর্য্যশালী) অনন্তবাহুং (অনন্ত ভুজ বিশিষ্ট) শশিসূর্য্যনেত্রম্ (চন্দ্র সূর্য্যই যাঁহার নয়ন এমন) দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় মুখবিশিষ্ট) স্বতেজসা (নিজ তেজ দ্বারা) ইদং বিশ্বং (এই বিশ্বকে) তপন্তম্ (সন্তাপকারী) ত্বাম্ (তোমাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ।।১৯।।

অনুবাদ—আমি তোমাকে উৎপত্তি, স্থিতি-লয় রহিত, অনন্তবীর্য্যশালী, অনন্ত বাহুযুক্ত, চন্দ্র সূর্য্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত অনল সদৃশ মুখগহ্বরযুক্ত, নিজ তেজ-দ্বারা এই বিশ্বকে সন্তাপকারীরূপে দর্শন করিতেছি।।১৯।।

বিশ্বনাথ—অনাদীত্যত্র মহাবিস্ময়রসসিন্ধুনিমগ্নস্যার্জ্জুনস্য বচসি পৌনরুক্ত্যং ন দোষায়, যদুক্তং—'প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দুষ্যতি'।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—'অনাদি'—ইত্যাদি বাক্যে মহাবিস্ময়রস সমুদ্রে নিমগ্ন অর্জ্জুনের বাক্যে পুনরুক্তি দোষ নাই, যেমন কথিত হইয়াছে—

'প্রমাদকালে, বিস্ময়ে ও হর্ষে একই বিষয়ের দ্বিরুক্তি বা ত্রিরুক্তি দূষণীয় নহে'।।১৯।।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।।২০।।

অন্বয়—ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) একেন হি (একা দ্বারাই) দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও ভূমণ্ডলের) ইদম্ অন্তরম্ (এই মধ্যভাগ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ) ব্যাপ্তম্ (ব্যাপ্ত রহিয়াছে) সর্ব্বাঃ দিশঃ চ (এবং সর্ব্বদিকও) (ব্যাপ্ত রহিয়াছে) মহাত্মন্, তব (তোমার) ইদং (এই) অদ্ভুতং উগ্রং রূপং (উগ্রমূর্ত্তি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকত্রয়ম্ (ত্রিভুবন) প্রব্যথিতং (অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়াছে)।।২০।।

অনুবাদ—তুমি একাই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত অন্তরীক্ষকে এবং দিক্‌সমূহকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, হে মহাত্মন্! তোমার এই অদ্ভুত উগ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, লোকত্রয় অত্যন্ত ভীত ও ব্যথিত হইয়াছে।।২০।।

বিশ্বনাথ—অথ প্রস্তুতোপযোগিত্বাত্তস্যৈব রূপস্য কালরূপত্বং দর্শয়ামাস—দ্যাবেত্যাদি দশভিঃ।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর প্রস্তাব-উপযোগী বলিয়া সেই রূপেরই কালরূপত্ব দেখাইলেন—'দ্যাবা' ইত্যাদি দশটি শ্লোকে।।২০।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনান্তর সেই রূপের কালরূপত্ব দেখাইলেন। দশটি শ্লোকে সেই কালরূপের কথা বর্ণিত হইয়াছে।।২০।।

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।।২১।।

অন্বয়—অমী (এই সকল) সুরসঙ্ঘা (সুরগণ) ত্বাম্ হি (তোমাতেই) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলি হইয়া) গৃণন্তি (স্তব করিতেছে) মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ (মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা (স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়া) পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ (প্রচুর মনোরম স্তবের দ্বারা) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছে)।।২১।।

অনুবাদ—এই সকল দেবসঙ্ঘ তোমাতেই প্রবেশরূপ শরণ লইতেছেন, কেহ কেহ ভয়-প্রযুক্ত কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তবমুখে প্রার্থনা করিতেছেন, মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক উত্তম স্তুতি-সহযোগে তোমাকে দর্শন করিতেছেন।।২১।।

বিশ্বনাথ—ত্বা ত্বাম্।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—ত্বা—তোমাকে।।২১।।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে।।২২।।

অন্বয়—রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ) বসবঃ (অষ্ট বসু) যে চ সাধ্যাঃ (এবং যে সকল সাধ্য দেবতা) বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) মরুতঃ (মরুদ্গণ) উষ্মপাশ্চ (এবং পিতৃগণ) গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ (গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ) সর্ব্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ (সন্তঃ—হইয়া) (বিস্মিত হইয়া) ত্বাম্ (তোমাকে) বীক্ষন্তে (নিরীক্ষণ করিতেছে)।।২২।।

অনুবাদ—রুদ্র ও আদিত্যসকল, অষ্টবসু ও সাধ্য-দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, মরুৎ সকল, উষ্মপা প্রভৃতি পিতৃবর্গ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছে।।২২।।

বিশ্বনাথ—উষ্মাণাং পিবন্তীতি উষ্মপাঃ পিতরঃ—"উষ্মভাগা হি পিতরঃ" ইতি শ্রুতেঃ।।২২।।

বঙ্গানুবাদ—'উষ্মপাঃ'—উষ্মা গ্রহণ করেন যাহারা—পিতৃগণ—'পিতৃগণের ভাগ উষ্মা'—শ্রুতি।।২২।।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্।।২৩।।

অন্বয়—মহাবাহো! বহুবক্ত্র নেত্রং (বহুবদন ও নেত্রবিশিষ্ট) বহুবাহূরুপাদম্ (অসংখ্য বাহু-উরু ও চরণ বিশিষ্ট) বহূদরং (বহু উদর যুক্ত) বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহু দন্ত হেতু ভীষণ) তে (তোমার) মহৎরূপম্ (বিশালরূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকাঃ (সকল লোক) তথা (তদ্রূপ) অহং (আমি) প্রব্যথিতাঃ (অত্যন্ত ভীত হইয়াছি)।।২৩।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! বহু বদন ও নয়ন যুক্ত, অসংখ্য বাহু-উরু ও পাদ বিশিষ্ট, বহু উদরযুক্ত, অনেকদন্ত হেতু ভীষণ দর্শন, তোমার মহৎ-রূপ দেখিয়া লোকসকল তথা আমি অত্যন্ত ভীত হইতেছি।।২৩।।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো।।২৪।।

অন্বয়—বিষ্ণো! নভঃস্পৃশং (আকাশব্যাপী) দীপ্তম্ (তেজোময়) অনেকবর্ণম্ (বিবিধ বর্ণ-বিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিবৃতমুখসমূহ যুক্ত) দীপ্তবিশাল নেত্রং (প্রজ্জ্বলিত বিশাল চক্ষু) ত্বাং হি (তোমাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রব্যথিত-অন্তরাত্মা (ব্যথিতমনা) অহং (আমি) ধৃতিং (ধৈর্য্য) শমং চ (এবং উপশম) ন বিন্দামি (লাভ করিতেছিনা)।।২৪।।

অনুবাদ—হে বিষ্ণো! আকাশস্পর্শী, তেজোময়, বিবিধবর্ণযুক্ত, বিস্তৃতমুখ, প্রজ্জ্বলিত বিশাল নেত্র বিশিষ্ট, তোমাকে দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত আমি, ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতেছিনা।।২৪।।

বিশ্বনাথ—শমম্ উপশমম্।।২৪।।

বঙ্গানুবাদ—'শমম্'—উপশম।।২৪।।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।২৫।।

অন্বয়—তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (ভীষণ দন্তদ্বারা বিকট) কালানলসন্নিভানি চ (এবং প্রলয় কালীন অগ্নি সদৃশ) মুখানি (মুখ সমূহ) দৃষ্ট্বাএব (দেখিয়াই) (অহং—আমি) দিশঃ ন জানে (দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না) শর্ম্ম চ (সুখও) ন লভে (লাভ করিতেছি না) দেবেশ! জগন্নিবাস! (ত্বম্—তুমি) প্রসীদ (প্রসন্ন হও)।।২৫।।

অনুবাদ—তোমার দন্তসমূহের দ্বারা বিকট দর্শন, কালানল তুল্য অগ্নি-সদৃশ মুখ সকল দর্শন করিয়াই, আমি দিগ্ বিভ্রমে পড়িয়াছি এবং সুখ পাইতেছি না, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও।।২৫।।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ।২৬।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণি তৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।।২৭।।

অন্বয়—অমী (ঐ সকল) ধৃতরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের) পুত্রাঃ (পুত্রগণ) সর্ব্বে (সকলে) অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ এব (রাজগণ সঙ্গে করিয়াই) তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ চ (ও কর্ণ) অস্মদীয়ৈঃ (আমাদের পক্ষীয়) যোধমুখ্যৈঃ (প্রধান যোদ্ধৃগণ) সহ অপি (সহিতই) ত্বাং ত্বরমাণাঃ (তোমার দিকে ধাবিত হইয়া) তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (দন্তহেতু বিকট) ভয়ানকানি (ভয়ঙ্কর) বক্ত্রাণি (মুখগহ্বরে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ (চূর্ণিত মস্তক হইয়া) দশনান্তরেষু (দন্তসন্ধির মধ্যে) বিলগ্নাঃ (সংলগ্ন হইয়া) সংদৃশ্যন্তে (সম্যক্ দৃষ্ট হইতেছে)।। ২৬-২৭।।

অনুবাদ—ঐ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রেরা সকলে সমস্ত রাজগণকে সঙ্গে করিয়াই, তথা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধৃগণকে লইয়াই, তোমার দিকে ত্বরান্বিত হইয়া তোমার করালদন্তবিশিষ্ট, ভয়ানক মুখগহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া তোমার দন্ত-সন্ধির মধ্যে সংলগ্নরূপে দৃষ্ট হইতেছে।।২৬-২৭।।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি।।২৮।।

অন্বয়—যথা (যেরূপ) নদীনাং (নদীসমূহের) বহবঃ অম্বুবেগাঃ (বহু জলবেগ) অভিমুখাঃ (সমুদ্রাভিমুখী হইয়া) সমুদ্রমেব (সমুদ্রেতেই) দ্রবন্তি (প্রবেশ করে) তথা (তদ্রূপ) অমী (এই সমস্ত) নরলোকবীরাঃ (নরবীর সকল) তব (তোমার) বক্ত্রাণি (মুখ সমুহের মধ্যে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) অভিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) জ্বলন্তি (জ্বলিত হইতেছে)।।২৮।।

অনুবাদ—যেরূপ নদীগণের জলবেগসমুহ সমুদ্রাভিমুখী হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরবীর সকল তোমার মুখসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ও সর্ব্বতোভাবে জ্বলিত হইতেছে।।২৮।।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।।২৯।।

অন্বয়—যথা (যেরূপ) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গ সমূহ) সমৃদ্ধবেগাঃ (বর্দ্ধিত বেগযুক্ত হইয়া) নাশায় (মরণের নিমিত্ত) প্রদীপ্তং (প্রজ্জ্বলিত) জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে) তথা (সেইরূপ) লোকাঃ অপি (এই লোক সকলও) সমৃদ্ধবেগাঃ (অত্যন্ত বেগবান্ হইয়া) নাশায় এব (মরণের নিমিত্তই) তব (তোমার) বক্ত্রাণি (মুখ সমূহের মধ্যে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে)।।২৯।।

অনুবাদ—যেরূপ পতঙ্গ সকল সমৃদ্ধবেগযুক্ত হইয়া মরণের নিমিত্ত প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসকলও অত্যন্ত বেগবান্ হইয়া মরণের নিমিত্তই তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে।।২৯।।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।।৩০।।

অন্বয়—বিষ্ণো! (ত্বম—তুমি) জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ (প্রজ্জ্বলিত মুখ দ্বারা) সমগ্রান্ লোকান্ (সমগ্র লোককে) গ্রসমানঃ (গ্রাস করিতে করিতে) সমন্তাৎ (চারি দিকে) লেলিহ্যসে (পুনঃ পুনঃ অবলেহন করিতেছ), তব (তোমার) উগ্রাঃ ভাসঃ তীব্র জ্যোতিঃ সকল) তেজোভিঃ (তেজের দ্বারা) সমগ্রম্ জগৎ (সমগ্র জগৎকে) আপূর্য্য (ব্যাপ্ত করিয়া) প্রতপন্তি (সন্তপ্ত করিতেছে) ।।৩০।।

অনুবাদ—হে বিষ্ণো! তুমি প্রজ্জ্বলিত মুখ-দ্বারা এই সমস্ত লোককে গ্রাস করিতে করিতে চারিদিকে পুনঃ পুনঃ অবলেহন করিতেছ অর্থাৎ আস্বাদ করিতেছ, তোমার তীব্র জ্যোতিঃ সকল তেজের দ্বারা সমগ্র জগৎকে আপূরিত করিয়া সন্তপ্ত করিতেছে।।৩০।।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।।৩১।।

অন্বয়—উগ্ররূপঃ (উগ্ররূপধারী) ভগবান্ (তুমি) কঃ (কে?) মে (আমাকে) আখ্যাহি (বল) তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (প্রণাম করি) দেববর! প্রসীদ (প্রসন্ন হও) আদ্যং (আদি কারণ) ভবন্তং (তোমাকে) বিজ্ঞাতুম্ (বিশেষরূপে জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করিতেছি) হি (যেহেতু) তব (তোমার) প্রবৃত্তিং (প্রবৃত্তিকে) ন প্রজানামি (জানিতে পারিতেছি না) ।।৩১।।

অনুবাদ—উগ্ররূপধারী তুমি কে? তাহা আমাকে বল, তোমাকে প্রণাম করিতেছি, হে দেববর! প্রসন্ন হও, আদিকারণ তোমাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি, যেহেতু তোমার প্রবৃত্তিকে অর্থাৎ চেষ্টাকে জানিতে পারিতেছি না।।৩১।।

শ্রীভগবানুবাচ,—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।।৩২।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(অহং—আমি) লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কারী) প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি (অত্যুৎকট কাল হই) লোকান্ (লোকসমূহকে) সমাহর্ত্তুম্ (সংহার করিবার নিমিত্ত) ইহ (এক্ষণে) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি) প্রত্যনীকেষু (প্রতিপক্ষগণের মধ্যে) যে যোধাঃ (যে সকল যোদ্ধা) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত আছে) (তে—তাহারা) সর্ব্বে (সকলে) ত্বাং ঋতে অপি (তুমি ব্যতীতও) ন ভবিষ্যন্তি (জীবিত থাকিবে না) ।।৩২।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি লোকক্ষয়কারী অত্যুৎকট কাল, এই সকল লোককে সংহার করিবার নিমিত্ত এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, প্রতিপক্ষীয় গণের মধ্যে যে সমস্ত যোদ্ধা অবস্থিত আছে, তাহারা সকলেই তুমি ব্যতীতও অর্থাৎ তুমি যুদ্ধে না মারিলেও, কালগ্রস্ত হইয়া মরিবে।।৩২।।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।।৩৩।।

অন্বয়—তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (উঠ) যশঃ (কীর্ত্তি লভস্ব (লাভ কর) শত্রূন্ জিত্বা (শত্রুদিগকে জয় করিয়া) সমৃদ্ধম্ রাজ্যম্ (সমৃদ্ধ রাজ্যকে) ভুঙ্‌ক্ষ্ব (ভোগ কর) ময়া এব (আমা কর্ত্তৃকই) এতে (এই সকল) পূর্ব্বমেব (পূর্ব্বেই) নিহতাঃ (নিহত হইয়াছে) সব্যসাচিন্! (ত্বম্—তুমি) নিমিত্তমাত্রং ভব (নিমিত্ত মাত্র হও)।।৩৩।।

অনুবাদ—অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হও, শত্রুদিগকে জয় করিয়া যশ লাভ কর ও সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই ইহারা নিহত হইয়া রহিয়াছে; হে সব্যসাচিন্! তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও।।৩৩।।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।।৩৪।।

অন্বয়—ময়া (আমা কর্ত্তক) হতান্ (পূর্ব্বেই বিনাশপ্রাপ্ত) দ্রোণম্ চ (দ্রোণকে) ভীষ্মং চ (ভীষ্মকে) জয়দ্রথম্ চ (জয়দ্রথকে) কর্ণং (কর্ণকে) তথা অন্যান্ (অন্যান্য) যোধবীরান্ অপি (যোদ্ধৃবীরগণকেও) ত্বম্ (তুমি) জহি (বধ কর) মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত হইও না) রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) জেতাসি (জয় করিবে) (অতএব) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)।।৩৪।।

অনুবাদ—আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্বেই বিনাশপ্রাপ্ত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ, তথা অন্যান্য যোদ্ধৃবীরগণকেও তুমি (পুনরায়) বধ কর, ব্যথিত হইও না, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবে, অতএব যুদ্ধ কর।।৩৪।।

সঞ্জয় উবাচ,—

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভুয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য।।৩৫।।

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ,—কেশবস্য (কেশবের) এতৎ বচনম্ (এই বাক্যকে) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) বেপমানঃ (কম্পমান) কিরীটী (অর্জ্জুন) কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) (কৃতাঞ্জলি হইয়া) নমস্কৃত্য (নমস্কার করিয়া) ভীত ভীতঃ (অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে) ভূয়ঃ এব (পুনর্ব্বারও) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) সগদ্গদং (গদ্গদভাবে) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) আহ (বলিলেন)।।৩৫।।

অনুবাদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—কেশবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি সহকারে নমস্কার করিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া পুনর্ব্বার প্রণাম পূর্ব্বক, গদ্গদ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন।।৩৫।।

বিশ্বনাথ—নমস্কৃত্বা ইত্যার্ষম্।।৩৫।।

বঙ্গানুবাদ—নমস্কৃত্বা—ইহা আর্ষ।।৩৫।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুন সেই উগ্রকালরূপ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেই রূপের বিষয় বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, তিনি এই প্রবৃদ্ধ লোক সকলকে ক্ষয় করিবার নিমিত্তই কালরূপে অবতীর্ণ। শ্রীভগবানের কালরূপের কথা শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়—"প্রতিক্রিয়া ন যস্যেহ কুতশ্চিৎ কর্হিচিৎ প্রভো। স এষ ভগবান্ কালঃ সর্ব্বেষাং নঃ সমাগতঃ"।। (১।১৩।১৯) "প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্।" (৩।২৬।১৬)"বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজা-মন্তর্ব্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ।" (১০।১।৭)। প্রতিপক্ষীয় সেই সকল যোদ্ধাগণকে তিনি স্বয়ং বিনাশ করিবেন। অর্জ্জুনের কর্ত্তৃত্ব ইহাতে প্রয়োজন হইবে না। শ্রীভগবান্ ইহাও বলিলেন—হে সব্যসাচিন্! তুমি কেবলমাত্র নিমিত্তভাগী হইয়া শত্রুগণকে জয়পূর্ব্বক যশঃ এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর; আমি পূর্ব্বে হইতেই দ্রোণাদি বীরগণকে মারিয়া রাখিয়াছি। তুমি ক্লেশ ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর। ইহা দ্বারা আমাদের শিক্ষণীয় এই যে আমরা কাহারও হর্ত্তা, কর্ত্তা বা পালয়িতা নহি।

এসম্বন্ধে শ্রীভাগবতে ভীষ্মের স্তবেও পাওয়া যায়—"সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজপরয়োর্বলয়োরথং নিবেশ্য। স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থসখে রতির্মমাস্তু।।" (১।৯।৩৫) অর্থাৎ সখা অর্জ্জুনের (উভয় সেনার মধ্য রথ রাখ) এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যিনি তৎক্ষণাৎ নিজ ও পরপক্ষের সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন পূর্ব্বক তথা অবস্থান করতঃ কালদৃষ্টি প্রভাবেই শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে ইনি ভীষ্ম, ইনি দ্রোণ, ইনি কর্ণ ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবার ছলে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আয়ু অপহরণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের জয়লাভ সম্পাদন করাইয়াছিলেন; সেই পার্থসখা শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅর্জ্জুনের বাক্যেও পাই—"অগ্রেচরো মম বিভো রথযূথপানামায়ুর্মনাংসি চ দৃশা সহ ওজ আর্চ্ছৎ"। (১।১৫।১৫) অর্থাৎ হে প্রভো যুধিষ্ঠির! যিনি সারথিরূপে আমার অগ্রভাগে অবস্থান পূর্ব্বক নিজ অচিন্ত্য শক্তিতে একবার দৃষ্টিচ্ছলে রথযুথপতিগণের আয়ুঃ, উৎসাহ, শক্তি, বল ও অস্ত্রাদি কৌশল হরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুক বাক্যেও পাই—"ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশঃ সৃজত্যবতি হন্তি চ। আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ"।।—(৬।১৫।৬,) অর্থাৎ ভূতপতি জগদীশ্বর সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়াও বালবৎ অনভিপ্রেত ভাবে নিজ সৃষ্ট-পরতন্ত্র বা স্ববশীভূত ভূতগণের দ্বারা পিতৃরূপে ভূতগণকে সৃজন, রাজরূপে পালন, সর্পাদিরূপে বিনাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে ঐসকল পরতন্ত্র ভূতাদির কর্ত্তৃত্ব নাই, মায়াবশতঃ জীব কেবল কর্ত্তৃত্বের অভিমানই করিয়া থাকে।

কেশবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত কলেবরে করযোড়ে ভীত হইয়া নমস্কার করিতে করিতে অর্জ্জুন গদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন।৩১-৩৫।।

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।।৩৬।।

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ,—হৃষিকেশ! তব (তোমার) প্রকীর্ত্ত্যা (মহাত্ম্য-কীর্ত্তন দ্বারা) জগৎ প্রহৃষ্যতি (বিশ্ব অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হয়) অনুরজ্যতে চ (ও অনুরক্ত হয়) রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (চতুর্দ্দিকে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে) সর্ব্বে চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ (এবং সকল সিদ্ধ সম্প্রদায়) নমস্যন্তি (নমস্কার করে) (এতৎ—এই সমস্তই) স্থানে (উপযুক্ত)।।৩৬।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে হৃষীকেশ! তোমার যশঃ কীর্ত্তন শ্রবণে জগৎ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করে এবং তোমাতে অনুরক্ত হয়, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধপুরুষগণ সকলে নমস্কার করে, এই সমস্তই তাহাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত।।৩৬।।

বিশ্বনাথ—ভগবদ্বিগ্রহস্যাতিপ্রসন্নত্বমতিঘোরত্বঞ্চ ইদমুন্মুখবিমুখবিষয়কমিতি সহসৈব জ্ঞাত্বা তদেব তত্ত্বং ব্যাচক্ষাণঃ স্তৌতি,—স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থঃ। হে হৃষীকেশ, স্বভক্তেন্দ্রিয়াণাং স্বাভক্তেন্দ্রিয়াণাঞ্চ স্বাভিমুখো

স্ববৈমুখ্যে চ প্রবর্ত্তক, তব প্রকীর্ত্ত্যা ত্বন্মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন জগদিদং প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে অনুরক্তং ভবতীতি যুক্তমেব জগতোঽস্য ত্বদৌন্মুখ্যাদিতি ভাবঃ। তথা রাক্ষংসি রক্ষসা সুরদানবপিশাচাদীনি ভীতানি্ ভূত্বা দিশো দ্রবন্তি দিশঃ প্রতিপলায়ন্তে; ইত্যেত দপি স্থানে যুক্তমেব তেষাং ত্বদ্বৈমুখ্যাদিতি ভাবঃ। তথা ত্বদ্ভক্ত্যা যে সিদ্ধাঃ, তেষাং সংঘাঃ সর্ব্বে নমস্যন্তি চ ইত্যপি যুক্তমেব তেষাং ত্বদ্ভক্তত্বাদিতি ভাবঃ। শ্লোকোঽয়ং রক্ষোঘ্নমন্ত্রত্বেন মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ।।৩৬।।

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন সহসা ভগবদ্বিগ্রহের এই অতি প্রসন্নতা ও অতি ঘোরত্ব উন্মুখ ও বিমুখ বিষয়ক জানিয়া সেই তত্ত্বই ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্তব করিতেছেন—'স্থানে'—ইহা অব্যয় ইহার অর্থ যুক্ত। (ইহার সর্ব্বত্র অন্বয় হইবে) 'হে হৃষীকেশ'—যিনি ভক্তগণের ইন্দ্রিয়গণকে নিজের অভিমুখে এবং অভক্তগণের ইন্দ্রিয়গণকে বিরুদ্ধ মুখে প্রবৃত্ত করেন। 'তব প্রকীর্ত্ত্যা'—তোমার মাহাত্ম্য সংকীর্ত্তনের দ্বারা 'জগৎ'—দৃশ্য জগৎ 'প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে'—অনুরক্ত হয় ইহা উপযুক্তই এই জগৎ তোমাতে উন্মুখ বলিয়া; এই ভাব। আর 'রক্ষাংসি'—রাক্ষসগণ অসুর, দানব, পিশাচাদি 'ভীতানি'—ভীত হইয়া 'দিশো দ্রবন্তি'—দিক্সমূহের প্রতি পলায়ন করিতেছে, ইহাও উপযুক্তই, কেননা, তাহারা তোমাতে বিমুখ, এই ভাব। আর তোমার ভক্তিদ্বারা যাঁহারা 'সিদ্ধ' তাহাদের 'সঙ্ঘাঃ'—সকলে নমস্কার করেন, ইহাও যুক্তিযুক্তই, কেননা তাঁহারা তোমারই ভক্ত, এই ভাব। মন্ত্রশাস্ত্রে এই শ্লোক রক্ষোঘ্ন মন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ।।৩৬।।

অনুবর্ষিণী—ভগবৎ-বিগ্রহের অতি প্রসন্নত্ব ও অতি ঘোরত্ব উন্মুখ ও বিমুখ জীবের প্রতি প্রযুক্ত। এই জন্য তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন শুনিয়া উন্মুখ জীবজগৎ হৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়, কিন্তু বিমুখ অসুর-রাক্ষসাদি ভীত হইয়া দিক্‌বিদিকে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ তাঁহাতে প্রণত হয়; ইহা সকলই স্ব স্ব পক্ষে যুক্তিযুক্ত। এই শ্লোকটি মন্ত্রশাস্ত্রে রক্ষোঘ্ন-মন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ।।৩৬।।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ।।৩৭।।

অন্বয়—মহাত্মন্! অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস! ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মা হইতেও) গরীয়সে (গুরুতর) আদিকর্ত্রে (আদিকারণ) (তুভ্যম্—তোমাকে) কস্মাৎ চ (কি নিমিত্ত বা) তে (তাহারা) ন নমেরন্? (নমস্কার করিবে না?) সৎ অসৎ পরং (কার্য্য-কারণ হইতে শ্রেষ্ঠ) যৎ অক্ষরং (যে অক্ষর ব্রহ্ম) তৎ (তাহা) ত্বম্ (তুমি)।।৩৭।।

অনুবাদ—হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মা হইতেও গুরুতর তত্ত্ব, আদি সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমিই সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত অক্ষরতত্ত্ব ব্রহ্ম; তাহারা কেনই বা তোমাকে নমস্কার করিবেনা?।।৩৭।।

বিশ্বনাথ—তে কস্মান্নমেরন্, অপি তু নমেরন্নেব—আত্মনেপদমার্ষম্। সৎকার্য্যমসৎকারণঞ্চ তাভ্যাং পরং যদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ ত্বম্।।৩৭।।

বঙ্গানুবাদ—তাহারা কেন তোমাকে নমস্কার করিবে না, কিন্তু নমস্কার করিবেই—'নমেরন্'—আত্মনেপদ আর্ষ। 'সৎ'—কার্য, 'অসৎ'—কারণ এই উভয় হইতে 'পরং যদক্ষরং'—ব্রহ্ম তাহা 'ত্বম্—তুমি।।৩৭।।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।৩৮।

অন্বয়—ত্বম্ (তুমি) আদিদেবঃ পুরাণঃ (প্রাচীনতম) পুরুষঃ, ত্বম্ (তুমিই) অস্য বিশ্বস্য (এই বিশ্বের) পরং নিধানম্ (একমাত্র লয়স্থান) (ত্বম্—তুমি) বেত্তা বেদ্যং চ (বেত্তা ও বেদ্য) অসি (হও) পরং ধাম চ (ও পরম ধাম) অনন্তরূপ! ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) বিশ্বং (বিশ্ব) ততম্ (ব্যাপ্ত রহিয়াছে)।।৩৮।।

অনুবাদ—তুমি আদিদেব ও সনাতন পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের লয়স্থান, তুমি বেত্তা ও বেদ্য এবং গুণাতীত পরমধাম স্বরূপ; হে অনন্তরূপ! এই বিশ্ব তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।।৩৮।।

বিশ্বনাথ—নিধানং লয়স্থানং পরং ধাম গুণাতীতঃ স্বরূপম্।।৩৮।।

বঙ্গানুবাদ—'নিধানম্'—লয়স্থান, 'পরং ধাম'—গুণাতীত স্বরূপ।।৩৮।।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।।৩৯।।

অন্বয়—ত্বম্ (তুমি) বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নিঃ বরুণঃ, শশাঙ্কঃ (চন্দ্র) প্রজাপতিঃ, প্রপিতামহঃ চ, তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার) সহস্রকৃত্বঃ নমঃ (সহস্রবার নমস্কার) পুনশ্চ নমঃ (পুনরায় নমস্কার) ভূয়ঃ অপি (পুনর্ব্বারও) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার)।।৩৯।।

অনুবাদ—তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি এবং ব্রহ্মারও পিতা অতএব তোমাকে নমস্কার, সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় নমস্কার, পুনর্ব্বারও নমস্কার।।৩৯।।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।।৪০।।

অন্বয়—সর্ব্ব! (সর্ব্বাত্মন্) তে (তোমার) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ (অনন্তর) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাতে) নমঃ (নমস্কার) তে (তোমার) সর্ব্বতঃ এব (সকল দিকেই) নমঃ অস্তু (নমস্কার হউক) অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ (অনন্ত শক্তিধর ও অসীম পরাক্রমশালী) ত্বম্ (তুমি) সর্ব্বং (সমগ্র বিশ্ব) সমাপ্নোষি (ব্যাপ্ত করিয়াছ) ততঃ (সেই হেতু) (ত্বম্—তুমি) সর্ব্বঃ অসি (সর্ব্ব হও)।।৪০।।

অনুবাদ—হে সর্ব্বস্বরূপ! তোমার সম্মুখে, অনন্তর পশ্চাতে এবং সর্ব্বদিকে নমস্কার, অনন্তবীর্য্য ও পরাক্রমশালী তুমি, সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছ, অতএব তুমিই সর্ব্ব।।৪০।।

বিশ্বনাথ—সর্ব্বং স্বকার্য্যং জগৎ আপ্নোষি ব্যাপ্নোষি স্বর্ণমিব কটক কুণ্ডলাদিকমতস্ত্বমেব সর্ব্বঃ।।৪০।।

বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বং'—স্বকার্য্যং জগৎ 'আপ্নোষি'—ব্যাপ্ত রহিয়াছ; সুবর্ণ যেরূপ স্বকার্য্য কটক কুণ্ডলাদিতে থাকে সেইরূপ তুমিও 'সর্ব্বঃ'—স্বকার্য্য বিশ্বাদিতে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছ।।৪০।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ সকলের শ্রেষ্ঠ, আদিকর্ত্তা, সৎ ও অসৎ—উভয়ের অতীত অচ্যুত ব্রহ্মতত্ত্ব, সুতরাং তাঁহাকে সকলে নমস্কার করিবে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; তিনিই একমাত্র নমস্কারের যোগ্য,

যেহেতু তিনি সর্ব্ব কারণ-কারণ, অনাদি পুরুষ, বিশ্বের পরম আধার, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও পরম পদ। অর্জ্জুন তাঁহাকে সকলের প্রণম্য জানিয়া সেই সর্ব্বদেবময় শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতে লাগিলেন। অতিশয় শ্রদ্ধা ও আদরবশতঃ সম্মুখে, পশ্চাতে, সর্ব্বদিকে, সেই অনন্তবীর্য্য, অপরিমেয় শক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব-শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। শ্রীভাগবতে শুক বাক্যেও পাই—"বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন"।। (১০।১৪।৫৬) এবং গীঃ—৭।১৯ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।। ৩৭-৪০।।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।।৪১।।

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাঽপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।।৪২।।

অন্বয়—তব (তোমার) ইদং মহিমানং (এই মহিমা) অজানতা (না জানিয়া) প্রমাদাৎ (প্রমাদ বশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (সখা এইরূপ মনে করিয়া) হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইতি (এই প্রকার) যৎ (যাহা) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) প্রসভং (হঠভাব-সহিত) উক্তং (কথিত হইয়াছে), অচ্যুত! বিহারশয্যাসনভোজনেষু (ক্রীড়া-শয়ন- উপবেশন ও ভোজন সময়ে) একঃ (নির্জনে) অথবা তৎসমক্ষং (তাহাদের বা আর আর বন্ধুজনের সমক্ষে) অবহাসার্থং (পরিহাস নিমিত্ত) অসৎকৃতঃ অসি (অসৎকার প্রাপ্ত হইয়াছ) তৎ (সেই সকল) অপ্রমেয়ম্ (অপ্রমেয় অর্থাৎ পরিমাপের অতীত) ত্বাং (তোমার কাছে) ক্ষাময়ে (ক্ষমা চাহিতেছি)।।৪১-৪২।।

অনুবাদ—তোমার এই বিশ্বরূপ সম্বন্ধীয় মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদবশতঃ অথবা প্রণয়বশতঃ, তোমাকে সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইত্যাদি সম্বোধন, সামাজিক অভিমান সহকারে করিয়াছি; হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদি সময়ে একাকী স্থিতিকালে অথবা বন্ধুজনের সমক্ষে, পরিহাস পূর্ব্বক যে অসৎকার করিয়াছি, সেই সমস্ত অপরাধের জন্য অপ্রমেয় বিরাট পুরুষ তোমার

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।।৪১-৪২।।

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্তৈতাদৃশ-মহামহৈশ্বর্য্যমত্ত্বয্যহংকৃতমহাপরাধ-পুঞ্জোঽস্মীত্যনুতাপমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ—সখেতীতি। হে কৃষ্ণেতি—ত্বং বসুদেবনাম্নো নরস্যার্দ্ধরথত্বেনাপ্যপ্রসিদ্ধস্য পুত্রঃ কৃষ্ণ ইতি প্রসিদ্ধঃ। অহন্তু নরপতেঃ পাণ্ডোঃ অতিরথস্য পুত্রোঽর্জ্জুন ইতি প্রসিদ্ধঃ। হে যাদবেতি— যদুবংশস্য তব নাস্তি রাজত্বং, মম তু পুরুবংশস্যাস্ত্যেব রাজত্বম্; হে সখেতি—সন্ধিরার্ষঃ, তদপি ত্বয়া সহ মম যৎ সখ্যং তত্র তব পৈত্রিকঃ প্রভাবো ন হেতুঃ, নাপি কৌলিকঃ, কিন্তু তাবক এব ইত্যাভিপ্রায়তো যৎ প্রসভং স তিরস্কারমুক্তং ময়া তৎ ক্ষাময়ে ক্ষময়ামি ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তবেদং বিশ্বরূপাত্মকং স্বরূপমেব মহিমানং প্রমাদাদ্বা প্রণয়েন স্নেহেন বা; পরিহাসার্থং বিহারাদিষু অসৎকৃতোঽসি ত্বং সত্যবাদী নিষ্কপটঃ পরমসরল ইতি আদিবক্রোক্ত্যা তিরস্কৃতোঽসি;ত্বম্ একঃ সখীন্ বিনৈব রহসি অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽসি যদা স্থিতঃ, তদা জাতং তৎ সর্ব্বমপরাধং সহস্রং ক্ষাময়ে,—হে প্রভো, ক্ষমস্বেত্যনুনয়ামীত্যর্থঃ।।৪১-৪২।।

বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! এতাদৃশ মহামহৈশ্বর্য্য তোমাতে আমি মহাপরাধপুঞ্জ করিয়াছি—এইরূপ অনুতাপ করিয়া বলিতেছেন—'সখেতি', 'কৃষ্ণেতি'। তুমি বসুদেব নামধারী অর্দ্ধরথত্বেও অপ্রসিদ্ধ নরের পুত্র কৃষ্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমি কিন্তু অতিরথ নরপতি পাণ্ডুর পুত্র অর্জ্জুন নামে প্রসিদ্ধ 'হে যাদব'—যদুবংশীয় তোমার রাজত্ব নাই, কিন্তু পুরুবংশ্য আমার রাজত্ব আছেই, 'হে সখে' এখানে সন্ধি আর্ষ। তাহাও তোমার সহিত আমার যে সখ্য তাহাতে তোমার পৈত্রিক প্রভাব কারণ নহে, অথবা কৌলিক প্রভাবও নহে, কিন্তু তোমারই প্রভাব, এই অভিপ্রায়ে যে 'প্রসভং'—হঠপূর্ব্বক তিরস্কারসহিত বলিয়াছি তজ্জন্য আমি 'ক্ষাময়ে'—ক্ষময়ামি বা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এই উত্তর পদের সহিত অন্বয়। তোমার এই বিশ্বরূপাত্মক স্বরূপের মহিমা 'প্রমাদাৎ'—প্রমাদবশতঃ অথবা 'প্রণয়েন'—স্নেহবশে পরিহাসের নিমিত্ত ক্রীড়াদিতে তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি সত্যবাদী, নিষ্কপট, পরম সরল ইত্যাদি বক্রোক্তির দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছ, তুমি যখন সখাগণ বিরহিত 'একঃ'—একাকী নির্জ্জনে

অথবা 'তৎসমক্ষং'—সেই পরিহাসপর সখাগণের 'সমক্ষং'—অগ্রে যখন অবস্থিত, তখন জাত—এই সর্ব্বপ্রকার সহস্র অপরাধের জন্য ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছি,—হে প্রভো! ক্ষমা কর, এই অনুনয় করিতেছি।।৪১-৪২।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি স্বরূপ মহাঐশ্বর্য্যময় এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানোদয়ে স্বাভাবিক সখ্যরস বিস্মৃত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে সখ্য-ভাবে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই মনে করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্য উদ্ধৃত করিলাম—"হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, তোমাকে এইরূপ যে সামাজিক অভিমান সহকারে সম্বোধন করিয়াছি, তাহাতে কেবল তোমার বিশ্বরূপসম্বন্ধী মহিমার অজ্ঞানতাই লক্ষিত হয়, অতএব প্রমাদ পূর্ব্বক কখনও সেই সকল উক্তি করিয়াছি। বিহার, শয়ন ও ভোজন-সময়ে তোমাকে পরিহাস পূর্ব্বক যে অসৎকার করিয়াছি, তাহা কখনও কোন বন্ধুগণের সমক্ষে বা কখনও একাকী স্থিতিসময়ে কৃত হইয়াছে। সেই সহস্র সহস্র অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।।৪১-৪২।।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।।৪৩।।

অন্বয়—অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বম্ (তুমি) অস্য চরাচরস্য (এই চরাচর) লোকস্য (লোকের) পিতা অসি (পিতা হও) পূজ্যঃ গুরুঃ (পূজ্য ও গুরু) গরীয়ান্ চ (এবং গুরুশ্রেষ্ঠ) লোকত্রয়ে অপি (ত্রিভুবনেও) ত্বৎ সমঃ (তোমার সমান) অন্যঃ ন অস্তি (অন্য নাই) অভ্যধিকঃ কুতঃ (তোমা অপেক্ষা অধিক আর কোথায়?)।।৪৩।।

অনুবাদ—হে অপ্রমেয় প্রভাবশালিন্! তুমি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরুশ্রেষ্ঠ, ত্রিলোকে তোমার সমান কেহই নাই, অধিক আর কোথা হইতে হইবে?।।৪৩।।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।।৪৪।।

অন্বয়—তস্মাৎ (সেই হেতু) অহম্ (আমি) কায়ং প্রণিধায় (দেহ

পাতিত করিয়া) প্রণম্য (প্রণাম পূর্ব্বক) ঈড্যম্ (স্তবযোগ্য) ঈশম্ (ঈশ্বর) ত্বাম্ (তোমার নিকট) প্রসাদয়ে (প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিতেছি) দেব! পুত্রস্য পিতা ইব (পুত্রের পিতার ন্যায়) সখ্যুঃ (সখার) সখা ইব (বন্ধু যেরূপ) প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) প্রিয়ঃ (প্রিয়ের ন্যায়) সোঢ়ুম্ (ক্ষমা করিতে) অর্হসি (সমর্থ)।।৪৪।।

অনুবাদ—অতএব আমি দেহকে ভূতলে দণ্ডবৎ নিপতিত করিয়া, প্রণতি পূর্ব্বক স্তবনীয় ঈশ্বর তোমার নিকট প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিতেছি; হে দেব! পুত্রের পিতা যেরূপ, সখার সখা যেরূপ, প্রিয়ার প্রিয় যেরূপ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, তুমিও সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে সমর্থ।।৪৪।।

বিশ্বনাথ—কায়ং প্রণিধায় ভূমৌ দণ্ডবন্নিপাত্য; প্রিয়ায়ার্হসীতি সন্ধিরার্ষঃ।।৪৪।।

বঙ্গানুবাদ—'কায়ং প্রণিধায়'—ভূমিতে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া, 'প্রিয়ায়ার্হসি'—সন্ধি আর্ষ।।৪৪।।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।৪৫।।

অন্বয়—দেব! (তব—তোমার) অদৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বে অদৃষ্ট) (ইদং রূপং— এইরূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষিতঃ অস্মি (আনন্দিত হইয়াছি) মে (আমার) মনঃ (মন) ভয়েন (ভয়ে) প্রব্যথিতং চ (প্রপীড়িত ও হইয়াছে) দেবেশ! তৎরূপম্ এব (তোমার সেই রূপই) মে (আমাকে) দর্শয় (দেখাও) জগন্নিবাস! প্রসীদ (প্রসন্ন হও)।।৪৫।।

অনুবাদ—হে দেব! তোমার পূর্ব্বে দেখা যায় নাই এমন এইরূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমার মন অত্যন্ত ব্যথিতও হইয়াছে; হে দেবেশ। তোমার সেইরূপ আমাকে দর্শন করাও; হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও।।৪৫।।

বিশ্বনাথ—যদ্যপ্যদৃষ্টপূর্ব্বমিদং তে বিশ্বরূপাত্মকং বপুর্দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽস্মি, তদপ্যস্য ঘোরত্বাৎ ভয়েন মনঃ প্রব্যথিতমভূৎ। তস্মাৎ তদেব মানুষং রূপং মৎপ্রাণকোট্যধিকপ্রিয়ং মাধুর্য্যপারাবারং

বসুদেবনন্দনাকারং মে দর্শয় প্রসীদেতি অলং তবৈতাদৃশৈশ্বর্য্যস্য দর্শনায় ইতি ভাবঃ। দেবেশেতি ত্বং সর্ব্বদেবানামীশ্বরঃ সর্ব্বজগন্নিবাসো ভবস্যেবেতি ময়া প্রতীতমিতি ভবঃ। অত্র বিশ্বরূপদর্শনকালে সর্ব্বস্বরূপমূলভূতং নরাকারং কৃষ্ণবপুস্তত্রৈব স্থিতমপি যোগমায়াচ্ছাদিতত্বাৎ অর্জ্জুনেন ন দৃষ্টমিতি গম্যতে।।৪৫।।

বঙ্গানুবাদ—যদিও তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপাত্মক বপু দেখিয়া আমি হৃষিত বা জাতপুলক হইয়াছি, তাহা হইলেও এইরূপের ঘোরত্ব হেতু ভয়ে মন আবার ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব আমার কোটি প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয় মাধুর্য্য-পারাবার বসুদেব-নন্দনাকার তোমার সেই মানুষরূপ আমাকে দেখাও, কৃপা কর, তোমার এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনই যথেষ্ট হইয়াছে 'দেবেশ'—তুমি সর্ব্বদেবের ঈশ্বর, সর্ব্বজগতের নিবাস তুমি, ইহা আমার প্রতীত হইয়াছে, এই ভাব। এই বিশ্বরূপ-দর্শনকালে সর্ব্বরূপের মূলভূত নরাকার কৃষ্ণবপু সেই স্থানেই থাকিলেও যোগমায়াদ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় অর্জ্জুন তাহা দেখিতে পান নাই, ইহাই জানা যায়।।৪৫।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণই অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। এ সম্বন্ধে শ্রীভগবদুক্তিতেও পাওয়া যায়—"মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাৎ" (ভাঃ ৫।৩।১৬) অর্থাৎ আমি অদ্বিতীয় পুরুষ। আমার তুলনা আমিই, অন্য কেহ আমার অভিরূপ হইতে পারে না। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে'।(৬।৮) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বিংশ পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়—"কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন। অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

এ সম্বন্ধে গীঃ ৭।৭ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অচিন্ত্য, এই চরাচর বিশ্বের পিতা, পূজ্য ও প্রধান গুরু। তিনিই জীবের পরম সেব্যতত্ত্ব বিচারে, অর্জ্জুন দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিতে গিয়া বলিলেন—জগতে পিতা পুত্রের, সখা সখার, প্রিয় প্রিয়ার দোষ গ্রহণ করে না, তুমিও নিত্যদাস জীবগণের নিত্য প্রভু হইয়াও, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর

রসগত সম্বন্ধে, তাঁহাদের তোমার প্রতি সমতা ব্যবহার কৃপা পূর্ব্বক স্বীকার কর। আমার তোমার প্রতি পূর্ব্ব ব্যবহার এই ঐশ্বরিক রূপ সম্বন্ধে ঠিক না হইলেও, আমাদের পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ বিচারে উহা গ্রহণ পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হও। যদিও তোমার এই বিশ্বরূপ পূর্ব্বে দেখি নাই, তাহা হইলেও বর্ত্তমানে দর্শন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছে। তদ্দর্শনে হৃষ্ট হইলেও এই রূপের ঘোরত্ব হেতু, আমার মন ভয়ে ব্যাকুলিত হইতেছে, অতএব আমার কোটী প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়, মাধুর্য্যপারাবার, বসুদেব-নন্দনাকার তোমার সেইরূপ আমাকে দর্শন করাও। এই বিশ্বরূপ দর্শনকালে সর্ব্বস্বরূপের আকর, নরাকার কৃষ্ণবপু সেই স্থানে অর্জ্জুনের সমক্ষে অবস্থিত থাকিলেও, যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায়, অর্জ্জুন তাহা দেখিতে পান নাই। তিনি পুনরায় কৃষ্ণের চতুর্ভুজ রূপ দর্শনের প্রার্থনা জানাইলেন। ৪৩-৪৫।।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।।৪৬।।

অন্বয়—অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) তথা এব (সেইরূপই) কিরীটিনং (কিরীটধারী) গদিনং (গদাধারী) চক্রহস্তম্ (চক্রধারী) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) সহস্রবাহো! বিশ্বমূর্ত্তে! তেন (সেই) চতুর্ভুজেন রূপেণ এব (চতুর্ভুজ রূপেই) ভব (হও)।।৪৬।।

অনুবাদ—আমি তোমাকে সেইরূপই কিরীটধারী, গদাধারী, চক্রধারী দেখিতে ইচ্ছা করি; হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তুমি সেই পূর্ব্বদৃষ্ট চতুর্ভূজ-রূপ-বিশিষ্টই হও।।৪৬।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যদৈশ্বর্য্যং দর্শয়িষ্যসি, তদা তব নরলীলত্বেন বসুদেব নন্দনাকারেণৈব যদস্মদাদিভির্দৃষ্টং পূর্ব্বং তদেবৈশ্বর্য্যং পরমরসময়-মস্মাদৃশলোকমনোনয়নাহ্লাদকং দর্শয়ন্ পুনরাদৃষ্টপূর্ব্বমিদং দেবলীল-বিশ্বরূপাদিপুরুষরূপেণাদ্যপ্রত্যক্ষীকৃতমৈশ্বর্য্যমস্মন্মনোনয়নারোচকম্ ইত্যভিপ্রায়েণাহ—কিরীটিনং দিব্যমহার্ঘ্যরত্নকিরীটিযুক্তং তথৈবেতি যথা অস্মাভিঃ কদাচিদ্ দৃষ্টং ত্বং জন্মসময়ে চ তৎ পিতৃভ্যাং যথাদৃষ্টঃ, হে বিশ্বমুর্ত্তে, হে সম্প্রতি সহস্রবাহো, ইদং রূপমুপসংহৃত্য তেনৈব

চতুর্ভুজরূপেণ ভব আবির্ভব।।৪৬।।

বঙ্গানুবাদ—আর যখন ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইবে তখন তোমার নরলীলার বসুদেব-নন্দনাকারেই যাহা আমাদ্দিগ-কর্ত্তৃক পূর্ব্বে দৃষ্ট, সেই পরম রসময় আমাদের মন-নয়নাহ্লাদক ঐশ্বর্য্যই দর্শন করাও, পুনরায় অদৃষ্টপূর্ব্ব এইরূপ নহে, দেবলীলার বিশ্বরূপাদি পুরুষরূপে অদ্য প্রত্যক্ষীকৃত ঐশ্বর্য্য আমাদের মনোনয়নের অরোচক, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'কিরীটিনং'—দিব্য মহামূল্য রত্নময় কিরীটযুক্ত, সেই প্রকারই যে প্রকার আমাদ্দিগ-কর্ত্তৃক কদাচিৎ দৃষ্ট, 'ত্বং'—তুমি জন্ম সময়েও তোমার পিতামাতা কর্ত্তৃক যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছিলে, হে বিশ্বমূর্ত্তে, সম্প্রতি হে সহস্রবাহো, এই প্রকার রূপ উপসংহার করিয়া সেই চতুর্ভুজরূপেই 'ভব'—আবির্ভূত হও।।৪৬।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভূজ সচ্চিদানন্দময় নরবপু। তিনি মাধুর্য্যময়বিগ্রহ হইলেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পূর্ণ নিলয়স্বরূপ। তিনি মাধুর্য্যবিলাসকালেও নরলীলায় কখন কখন ঐশ্বর্য্য-বিলাসরূপ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আবির্ভাব কালেও বসুদেব দেবকীর নিকট চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া পরে দ্বিভুজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন এক্ষণে সেই নরলীলার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, যাহা তিনি পূর্ব্বে কদাচিৎ দর্শন করিয়াছেন, তাহা দর্শনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যাদব ও পাণ্ডবগণের সহিত দ্বিভূজরূপে লীলাবিলাসকালে কখন কখন চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন করাইয়াছেন।

শিশুপুত্রহন্তা অশ্বত্থামাকে বন্ধনপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সমীপে আনয়নকালে দ্রৌপদী ক্ষমা প্রকাশ করিলেও ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়াও বধোদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বধোদ্যত ভীমকে এবং তন্নিবারণে প্রবৃত্ত দ্রৌপদীকে বারণার্থ এবং অর্জ্জুনের বুদ্ধির সূক্ষ্মত্ব পরীক্ষার জন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।—"নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুর্ভুজঃ" (ভাঃ—১।৭।৫২।)

একদা রুক্মিণী দেবীকে পরিহাসকালে তদ্‌রহস্যবিচারে অসমর্থা প্রিয়তমার ভূতলে পতনাদি-অবস্থা দর্শনকালে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক দুই হস্তে তাঁহাকে ভূতল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক দুই হস্তে

বিক্ষিপ্ত কেশরাশি বন্ধন করিয়া বদন মার্জ্জন করিয়াছিলেন।—

"পর্য্যঙ্কাদবরুহ্যাশু তামুত্থাপ্য চতুর্ভুজঃ।

কেশান্ সমুহ্য তদ্বক্ত্রং প্রামৃজৎ পদ্মপাণিনা।।" (ভাঃ১০।৬০।২৬)।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীলক্ষণাকে বিবাহকালে স্বয়ম্বর সভায় সমগ্র রাজন্যবর্গ পরাজিত হইলে, কুম্ভস্থজলমধ্যে মৎস্যছায়া দর্শন পূর্ব্বক বাণদ্বারা মৎস্যকে ভূপাতিত করিলেন এবং যখন লক্ষণা তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিলেন, তখন কামাতুর রাজন্যবর্গ সহ্য করিতে না পারিয়া সংগ্রামে উদ্যত হইলে তিনি লক্ষণাকে রথে আরোহণ করাইয়া, স্বয়ং কবচাদি বন্ধন করিয়া দুইহস্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং দুই হস্তে নিজ ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন।—

"মাং তাবদ্রথমারোপ্য হয়রত্নচতুষ্টয়ম্।

শার্ঙ্গমুদ্যম্য সন্নদ্ধস্তস্থাবাজৌ চতুর্ভুজঃ।।" (ভাঃ—১০।৮৩।৩২)।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সমক্ষে একদিন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে গিয়া, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের নিকট চতুর্ভুজরূপ রক্ষা করিতে পারিলেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই—"এখন আমি তোমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করি,—সেই মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট, হস্তে গদা, চক্রাদি আয়ুধ আছে। সেই মূর্ত্তি হইতেই এই সহস্রবাহুবিশিষ্ট বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি স্থিতিকালে উদয় করাইয়া থাক। হে কৃষ্ণ, আমি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার দ্বিভূজ সচ্চিদানন্দময়রূপই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব এবং সর্ব্বজীবাকর্ষক ও সনাতন; সেই দ্বিভূজমূর্ত্তির ঐশ্বর্য্যবিলাসরূপ তোমার চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি নিত্য বিরাজমান, এবং যখন জগৎ সৃষ্ট হয়, তখন সেই চতুর্ভুজরূপ হইতে বিশ্বরূপ বিরাট্-মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। এই পরম-জ্ঞানের দ্বারাই আমার কৌতুহল চরিতার্থ হইল"।।৪৬।।

শ্রীভগবানুবাচ,—

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্।।৪৭।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—অর্জ্জুন! প্রসন্নেন ময়া (প্রসন্নযুক্ত

আমাকর্ত্তৃক) আত্মযোগাৎ (আত্মযোগ-বলে) তব (তোমাকে) তেজোময়ং (তেজোময়) বিশ্বং (বিশ্বরূপী) অনন্তং (অনন্ত) আদ্যং (আদ্য) মে (আমার) ইদং (এই) পরং (শ্রেষ্ঠ) রূপং (বিশ্বরূপ) দর্শিতং (প্রদর্শিত হইয়াছে) যৎ (যাহা) ত্বদন্যেন (তোমা ব্যতীত অন্য কাহা কর্ত্তৃক) ন দৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই)।।৪৭।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে নিজ-যোগমায়াবলপ্রভাবে আমার তেজোময়, বিশ্বরূপী, অনন্ত ও আদ্য এই শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ দেখাইলাম, তোমাব্যতীত পূর্ব্বে আর কেহ এইরূপ দেখে নাই।।৪৭।।

বিশ্বনাথ—ভো অর্জ্জুন, "দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্ ঐশ্বরং পুরষোত্তম" ইতি ত্বৎ প্রার্থনয়ৈবেদং ময়া মদংশস্য বিশ্বরূপ-পুরুষস্য রূপং দর্শিতম্; কথমত্র তে মনঃ প্রব্যথিতমভূৎ? যতঃ প্রসীদ প্রসীদেত্যুক্ত্যা তন্মানুষমেব রূপং মে দিদৃক্ষসে তস্মাৎ কিমিদমাশ্চর্য্যং ব্রূষে? ইত্যাহ—ময়েতি। প্রসন্নেনৈব ময়া তব তুভ্যমেব ইদং রূপং দর্শিতং, নান্যস্মৈ, যতস্ত্বত্তোহন্যেন কেনাপি এতন্ন পূর্ব্বং দৃষ্টং, তদপি ত্বম্ এতন্ন স্পৃয়সি কিমিতি ভাবঃ।।৪৭।।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন, 'হে পুরুষোত্তম আপনার সেই ঐশ্বররূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি' ৩ শ্লোঃ—তোমার এই প্রার্থনায়ই আমি আমার অংশ বিশ্বরূপ-পুরুষের রূপ দেখাইয়াছি, তাহাতে তোমার মন ব্যাকুল হইল কেন? যেহেতু 'কৃপা কর', 'কৃপা কর' বলিয়া আমার সেই মানুষরূপ দেখিতে চাহিতেছ, তবে ইহা কি আশ্চর্য্য বলিতেছ? তাই বলিতেছেন—'ময়া' ইত্যাদি। আমি প্রসন্ন হইয়াই তোমাকে এইরূপ দেখাইয়াছি, অন্যকে নহে; যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেহই এইরূপ পূর্ব্বে দেখে নাই, তবুও তুমি ইহা দেখিতে ইচ্ছুক নহ কেন? এই ভাব।।৪৭।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, তোমার প্রার্থনা-অনুযায়ী আমি প্রসন্ন হইয়াই আমার অচিন্ত্য-শক্তির দ্বারা মদংশগত এই তেজোময় বিশ্বরূপ দেখাইলাম। শ্রীমৎবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বভাষ্যে ইহাকে বৈদুর্য্যবৎ ও অভিনেতৃ-নটবৎ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বৈদুর্য্যমণি এক হইয়াও নানাবর্ণের শোভায় যেমন দর্শককে পরিতৃপ্ত করে এবং

অভিনেতৃ নট যেরূপ এক হইয়াও বহু আকার ধারণ পূর্ব্বক লোকরঞ্জন করে, সেইরূপ তদভীষ্ট কৃষ্ণ আমাতে অবস্থিত এই বিশ্বরূপ তোমাকে প্রদর্শন করাইলাম। তোমার দর্শন উপলক্ষে দেবগণও ইহা দেখিতে পাইলেন এবং ভক্তে দর্শনোপযোগী আমার এইরূপ তোমাকে দর্শন করাইতে গিয়া, ইহার স্বাক্ষীস্বরূপে অন্য অনেক ভক্তও দেখিতে পাইলেন। তোমাকে আমি যেরূপ দেখাইলাম, ইহা পূর্ব্বে কেহ দর্শন করিতে পারে নাই, হস্তিনাপুরে আমি যখন দৌত্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক, দুর্য্যোধনের সভায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে রাজ্যাংশ প্রদান করার পক্ষে নানাপ্রকার সারগর্ভ যুক্তিদ্বারা দুর্য্যোধনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আমাকেই পরাজিত ও আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; তখন ধৃতরাষ্ট্র-প্রমুখ নানাদেশীয় ভূপাল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে আমি বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ও সভাস্থ ঋষিগণ সকলেই সেই তেজ দর্শন করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় কিয়ৎকালের জন্য তাহাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সখা তোমাকে আমি প্রসন্ন হইয়া যেরূপ প্রদর্শন করাইলাম, ইহার পূর্ব্বে কেহ ইহা এই ভাবে দর্শন করিতে পায় নাই।।৪৭।।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।।৪৮।।

অন্বয়—কুরুপ্রবীর! নৃলোকে (নরলোকে) ত্বদন্যেন (তোমা-ভিন্ন আর কেহ) বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ন (বেদ-যজ্ঞ ও অধ্যয়নের দ্বারা নহে) দানৈঃ ন (দানের দ্বারা নহে) ক্রিয়াভিঃ ন (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা নহে) উগ্রৈঃ তপোভিঃ চ ন (এবং উগ্র তপস্যার দ্বারাও নহে) এবং রূপঃ অহং (ঈদৃশ বিশ্বরূপ বিশিষ্ট আমি) দ্রষ্টুম্ (দর্শন করিতে) শক্যঃ (যোগ্য)।।৪৮।।

অনুবাদ—হে কুরুপ্রবীর! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্র-তপস্যার দ্বারা ইহলোকে তুমি ভিন্ন অপর কেহ এই বিশ্বরূপী আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে।।৪৮।।

বিশ্বনাথ—তুভ্যং দর্শিতমিদং রূপন্তু বেদাদিসাধনৈরপি

দুর্লভমিত্যাহ—ন বেদেতি। ত্বত্তোঽন্যেন ন কামপ্যহমেবংরূপং দ্রষ্টুং শক্যঃ;শক্য অহমিতি— যদ্বয়লোপাবার্ষৌ। তস্মাদলভ্যলাভমাত্মনো মত্বা ত্বমস্মিন্নেবেশ্বরে সর্ব্বদুর্ল্লভে রূপে মনো নিষ্ঠাং কুরু;এতদ্‌রূপং দৃষ্ট্বাপ্যলং তে পুনর্মে মানুষরূপেণ দিদৃক্ষিতেনেতি ভাবঃ।।৪৮।।

বঙ্গানুবাদ—তোমাকে যেরূপ দেখাইয়াছি ইহা কিন্তু বেদাদি সাধন দ্বারা দুর্ল্লভ, তাই বলিতেছেন—'ন বেদ' ইত্যাদি। তুমি ছাড়া আমি অন্য কাহাকেও এইরূপ দেখাইতে সমর্থ নহি। 'শক্য অহম্'—স্থলে দুইটি 'য' পদের লোপ আর্ষ। অতএব নিজের অলভ্য লাভ হইয়াছে মনে করিয়া তুমি এই ঈশ্বরেই সর্ব্বদুর্ল্লভ রূপে মন নিষ্ঠা কর। এইরূপ দেখিয়াও পুনরায় আমার মানুষরূপ দর্শনেচ্ছা তোমার কেন, এই ভাব।।৪৮।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ বলিলেন হে কুরুপ্রবীর! নরলোকে তুমি ভিন্ন আর কেহ বেদাদি-সাধন-দ্বারা দুর্ল্লভ সহস্রশীর্ষাদি লক্ষণযুক্ত এই পরমেশ্বররূপ দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্রতপস্যা প্রভৃতি ভক্তিরহিত হইলে কেহই আমার এই রূপের দর্শন পায় পায় না। ভক্তি বিনা বেদাধ্যয়নাদি মদ্দর্শন সাধনভূত নহে যথা,—"ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুণাতি হি।।" তাৎপর্য্য এই যে, মদ্ভক্তিবিহীন হইয়া ধর্ম্ম, সত্য, দয়াযুক্ত হইলে এবং বিদ্যা বা তপস্যাযুক্ত হইলেও আত্মাকে সম্যক্ পবিত্র করিতে পারে না।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"হে কুরুপ্রবীর, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্র-তপস্যা-দ্বারা ইহলোকে কেহ আমার আত্মযোগ-জনিত বিশ্বরূপ দর্শন করে নাই, তুমিই কেবল তাহা দর্শন করিলে। যে-সকল জীব দেবাবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহারাই দিব্যচক্ষু ও দিব্য মন-দ্বারা আমার এই দিব্যরূপ দর্শন ও স্মরণ করে। জড়মধ্যে যাহারা মূঢ়প্রতীতিতে আবদ্ধ, তাহারা এই দিব্যরূপ দেখিতে পায় না। কিন্তু আমার ভক্তসকল মূঢ়তা ও দিব্যতা ভেদ করতঃ আমার যোগে নিত্য চিৎতত্ত্বে অবস্থিত; অতএব তোমার ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও তাহাতে সুখী না হইয়া আমার চিন্ময় নিত্যরূপ-দর্শনের

লালসা করেন।।৪৮।।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।।৪৯।।

অন্বয়—মম (আমার) ঈদৃক্ (এতাদৃশ) ঘোরং (ভয়ঙ্কর) ইদং রূপং (এই রূপকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে (তোমার) ব্যথা (ভয়) মা [অস্তু] (না হউক) বিমূঢ়ভাবঃ চ (এবং বিমূঢ়ভাব) মা [অস্তু] (যেন হয় না) ত্বম্ (তুমি) পুনঃ (পুনরায়) ব্যপেতভীঃ (ভয়শূন্য) প্রীতমনাঃ (সন্) (প্রীতমনা হইয়া) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ এব (সেই-ই) রূপম্ (চতুর্ভুজ রূপকে) প্রপশ্য (প্রকৃষ্টরূপে দর্শন কর)।।৪৯।।

অনুবাদ—আমার এতাদৃশ ভীষণ-রূপ দর্শন করিয়া তোমার যেন ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হয়, তুমি নির্ভয় ও প্রতীমনা হইয়া আমার এই সেই চতুর্ভুজরূপ পুনরায় প্রকৃষ্টরূপে দর্শন কর।।৪৯।।

বিশ্বনাথ—ভোঃ পরমেশ্বর, মাং ত্বং কিং ন গৃহ্নাসি? যদনিচ্ছতেঽপি মহ্যং পুনরিদমেব বলাদ্দিৎসসি; দৃষ্ট্বেদং তবৈশ্বর্য্যং মম গাত্রাণি ব্যথন্তে, মনো মে ব্যাকুলী ভবতি, মুহুরহং মুর্চ্ছামি, তবাস্মৈ পরমৈশ্বর্য্যায় দুরত এব মম নমো নমোঽস্তু, ন কদাপ্যহমেবং দ্রষ্টুং প্রার্থয়িষ্যে; ক্ষমস্ব ক্ষমস্ব; তদেব মানুষাকারং বপুরপূর্ব্বমাধুর্যধুর্য্যস্মিতহসিতসুধাসারবর্ষিমুখচন্দ্রং মে দর্শয় দর্শয়েতি ব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রতি সাশ্বাসমাহ—মা তে ইতি।।৪৯।।

বঙ্গানুবাদ—হে পরমেশ্বর, আমাকে তুমি কি না গ্রহণ করাইতেছ? যেহেতু অনিচ্ছুক আমার প্রতি পুনরায় ইহাই বলপূর্ব্বক বিধান করিতে চাহিতেছ। তোমার এই ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া আমার শরীর ব্যথিত ও মন ব্যাকুল হইতেছে, বার বার মূর্চ্ছিত হইতেছি, তোমার এই পরম ঐশ্বর্য্যকে দূর হইতেই আমি নমস্কার করিতেছি, আমি আর কখনও এইরূপ দর্শনের প্রার্থনা করিব না, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর; অতএব তোমার সেই মানুষাকার বপু, অপূর্ব্ব মাধুর্য্যধুর্য্য স্মিতহাস্যরূপ সুধাসারবর্ষি মুখচন্দ্র আমাকে দেখাও, দেখাও— এইরূপ ব্যাকুল অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিতে বলিতেছেন—'মা তে' ইত্যাদি।।৪৯।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুন বিশ্বরূপের ঘোরত্ব দর্শনে ভীত ও ব্যাকুলিত

হইলে, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি আর ব্যথিত ও বিমুগ্ধ হইও না। দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধনের সভায় যখন দ্রৌপদীর অবমাননা হয়, তখন ভীষ্ম প্রভৃতি নির্ব্বাক্ ছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি রক্ষাকার্য্যে অসমর্থ হইলে এবং দুর্য্যোধন, দুঃশাসনাদি নানাপ্রকারে পরিহাস ও বস্ত্রাকর্ষণ করিতে লাগিলে, দ্রৌপদী আমার শরণাপন্ন হন, সেই সময় হইতেই দুর্য্যোধনাদিকে বিনাশ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছি। সুতরাং ঐ সংহারকার্য্য আমার দ্বারাই সংঘটিত হইবে, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র;ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই আমি তোমাকে এই উগ্র করাল ও সংহর্ত্তারূপ প্রদর্শন করাইলাম। তুমি আমার নিত্য সখা, সুতরাং তোমার, আমার এই উগ্ররূপ-দর্শনে প্রীতি হইবে না, ইহা আমি অবগত আছি। তুমি বর্ত্তমানে ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার প্রার্থিত সেই রূপই দর্শন কর।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"এই ঘোররূপ দৃষ্টি করিয়া তোমার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হউক। আমার ভক্তসকল—শান্তিপ্রিয় ও আমার সচ্চিদানন্দ-রূপের পক্ষপাতী; তাঁহারা আমার এই উগ্ররূপ দর্শন করিয়া চিত্তে ব্যথা প্রাপ্ত হন। কিন্তু মূঢ়বুদ্ধি লোকেরাই এই বিশ্বরূপ চিন্তাকে বহুমানন করিয়া থাকে। অতএব আমার বিশ্বরূপ-সম্বন্ধে তোমার ঐ প্রকার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হউক,—আমি এরূপ আশীর্ব্বাদ করি। বিশ্বরূপের সহিত আমার মাধুর্য্য-ভক্ত সকলের কোনরূপ সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি, আমার লীলাপোষক সখা, তোমাকে আমার সকল-লীলার উপকরণ হইতে হইবে; তোমার সেরূপ ব্যথা থাকা উচিত নয়। অতএব ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রীতমনা হইয়া আমার নিত্যস্বরূপ দর্শনকর"।।৪৯।।

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা।।৫০।।

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ,—বাসুদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জ্জুনং (অর্জ্জুনকে) ইতি উক্ত্বা (ইহা বলিয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) তথা (পূর্ব্বোক্ত) স্বকং রূপং (স্বীয়রূপ) দর্শয়ামাস (প্রদর্শন করিলেন) মহাত্মা (পরম কারুণিক)

সৌম্যবপুঃ ভূত্বা (সৌম্যমূর্ত্তি হইয়া) ভীতং (ভীতিযুক্ত) এনং (এই অর্জ্জুনকে) পুনঃ (পুনরায়) আশ্বাসয়ামাস চ (আশ্বাস প্রদান করিলেন) ।।৫০।।

অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন,—পরম কারুণিক বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় স্বীয় চতুর্ভুজ মুর্ত্তি দর্শন করাইলেন এবং সৌম্যমূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বিভূজ হইয়া, ভীতমনা অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার আশ্বাস প্রদান করিলেন।।৫০।।

বিশ্বনাথ—যথা স্বাংশস্য মহোগ্ররূপং দর্শয়ামাস, তথা মহামধুরং স্বকং রূপং চতুর্ভুজং কিরীটগদাচক্রাদিযুক্তং তৎপ্রার্থিতং মধুরৈশ্বর্য্যময়ং ভুয়ো দর্শয়ামাস। ততঃ পুনঃ স মহাত্মা সৌম্যবপুঃ কটককুণ্ডলোষ্ণীষ-পীতাম্বরধরো দ্বিভুজো ভূত্বা ভীতমেনমাশ্বাসয়ামাস।।৫০।।

বঙ্গানুবাদ—যেরূপ নিজাংশের মহা উগ্ররূপ দেখাইয়াছি, সেইরূপ মহামধুর 'স্বকং রূপং'—স্বকীয় চতুর্ভুজ কিরীট-গদাচক্রাদিযুক্ত তাহার প্রার্থিত মধুর ঐশ্বর্য্যময় রূপ পুনরায় দেখাইলেন। তার পর পুনরায় সেই 'মহাত্মা'—'সৌম্যবপুঃ' কটক-কুণ্ডল-উষ্ণীষ পীতাম্বরধর দ্বিভূজ হইয়া ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন।।৫০।।

অনুবর্ষিণী—তার পর যাহা ঘটিয়াছিল, সঞ্জয় তাহা বলিতেছেন,—মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে পূর্ব্বোক্ত বিষয় বলিয়া যেমন সহস্রশীর্ষ পরমেশ্বর রূপ দেখাইয়াছিলেন, সেই প্রকার নীলোৎপল-শ্যামলত্বাদি গুণযুক্ত কংসকারাগারে আবির্ভূত দেবকী পুত্র-লক্ষণ স্বীয় চতুর্ভুজ দর্শন করাইয়া, অবশেষে নিজ দ্বিভূজ সৌম্যমূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক ভীতমনা অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিলেন।।৫০।।

অর্জ্জুন উবাচ,—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।।৫১।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ,—জনার্দ্দন! তব (তোমার) ইদং (এই) সৌমং (মহামধুর) মানুষং রূপং (মনুষ্যরূপ) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) ইদানীং (সম্প্রতি) সচেতাঃ সংবৃত্তঃ (স্থির চিত্ত হইলাম) প্রকৃতিং গতঃ অস্মি (ও

প্রকৃতিস্থ হইলাম)।।৫১।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দর্শন করিয়া আমার চিত্ত স্থির হইল এবং পুনরায় স্বপ্রকৃতিস্থ হইলাম।।৫১।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ মহামধুরমূর্ত্তিং কৃষ্ণমালোক্যানন্দসিন্ধুস্নাতঃ সন্নাহ— ইদানীমেবাহং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ সচেতা অভূবং প্রকৃতিং গতঃ স্বাস্থ্যং প্রাপ্তোঽস্মি।।৫১।।

বঙ্গানুবাদ—তারপর মহামধুরমূর্ত্তি কৃষ্ণকে দর্শন করতঃ আনন্দসিন্ধুতে স্নান করিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—এখনই আমি 'সচেতাঃ সংবৃত্তঃ'— প্রসন্নচিত্ত হইলাম, 'প্রকৃতিং গতঃ'—স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলাম।।৫১।।

অনুবর্ষিণী—তখন অর্জ্জুন নির্ভয় হইয়া, মহামাধুর্য্যময় মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে, প্রথমে চতুর্ভুজরূপে ও পরে দ্বিভূজ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে দর্শন পূর্ব্বক পরমানন্দিত হইয়া বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দর্শন করিয়া আমার চিত্ত স্থির হইল, এবং আমার ভক্ত প্রকৃতি পুনর্লাভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের ও পাণ্ডবগণের নিকট দ্বিভুজ ও কদাচিৎ চতুর্ভুজরূপেও ক্রীড়া করেন, সেই জন্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকেও মানুষরূপ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মানুষরূপের কথা শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়— "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং" (৭।১০।৪৮) এ সম্বন্ধে গীঃ—৯।১১ শ্লোকের অনুবর্ষিণী দ্রষ্টব্য।।৫১।।

শ্রীভগবানুবাচ,—

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।।৫২।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—মম (আমার) ইদং (এই) সুদুর্দ্দর্শম্ (অত্যন্ত দুর্দ্দর্শ) যৎ রূপম্ (যেরূপ) (ত্বম—তুমি) দৃষ্টবান্ অসি (দর্শন করিলে) দেবাঃ অপি (দেবতারাও) অস্য রূপস্য (এইরূপের) নিত্যং (সর্ব্বদা) দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (ভবন্তি) (দর্শন প্রয়াসী হয়)।।৫২।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমার এই অত্যন্ত দুর্ল্লভ-দর্শন যে রূপ তুমি দর্শন করিলে, দেবতারাও এই রূপের সর্ব্বদা

দর্শনাকাঙ্ক্ষী।।৫২।।

বিশ্বনাথ—দর্শিতস্য স্বরূপস্য মাহাত্ম্যমাহ—সুদুর্দ্দর্শমিতি ত্রিভিঃ। দেবতা অপ্যস্য দর্শনাকাঙ্ক্ষিণঃ এব, ন তু দর্শনং লভন্তে।। ত্বন্তু নৈবেদমপি স্পৃহয়সি, মন্মূলস্বরূপনরাকারমহামাধুর্য্যনিত্যাস্বাদিনে ত্বচ্চক্ষুষে কথমেতদ্‌রোচতাম্? অতএব ময়া "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ" ইতি দিব্যং চক্ষুর্দ্দত্তং, কিন্তু দিব্যচক্ষুরিব দিব্যং মনো ন দত্তম্; অতএব দিব্যচক্ষুষাপি ত্বয়া ন সম্যক্‌তয়া রোচিতং মন্মানুষরূপমহামাধুর্য্যৈকগ্রাহিমনস্কত্বাৎ যদি দিব্যং মনোঽপি তুভ্যমদাস্যং, তদা দেবলোক ইব ভবানপ্যেতদ্‌বিশ্বরূপপুরুষ-স্বরূপমরোচয়িষ্যদেবেতি ভাবঃ।।৫২।।

বঙ্গানুবাদ—দর্শিত স্বরূপের মাহাত্ম্য বলিতেছেন—'সুদুর্দ্দর্শম্' ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে। দেবতাগণও এইরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু দর্শন পান না। কিন্তু তুমি ইহাও আকাঙ্ক্ষা কর না। আমার মূল নরাকার স্বরূপের মহামাধুর্য্যের নিত্য আস্বাদনকারী তোমার চক্ষুর নিকট ইহা কিরূপে রুচিকর হইবে? অতএব আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি'—এই কথায় দিব্যচক্ষু দিয়াছি, কিন্তু দিব্য চক্ষুর ন্যায় দিব্য মন দিই নাই; অতএব আমার মানুষরূপের মহামাধুর্য মাত্র-গ্রাহী-মনস্ক বলিয়া দিব্যচক্ষু দ্বারাও তোমার নিকট সেই রূপ সম্যক্‌ভাবে রুচিপ্রদ হয় নাই, যদি তোমাকে দিব্য মনও প্রদান করিতাম তাহা হইলে দেবলোকের ন্যায় তুমি এই বিশ্বরূপ পুরুষস্বরূপে রুচি যুক্ত হইতে এই ভাব।।৫২।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ এখানে প্রদর্শিতস্বরূপের মহিমা এবং অর্জ্জুনের প্রতি নিজকৃপার সুদুর্ল্লভতা প্রদশনার্থ বলিলেন,—তুমি আমার যে মানুষরূপ দর্শন করিলে, এই রূপ সুদুর্দ্দর্শ, দেবতারা সকলে ইহা দর্শন করিতে পায় না। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে গর্ভস্তোত্রাদি প্রসিদ্ধ। ইহা দেবদুর্ল্লভদর্শন। তুমি আমার এই নরাকারস্বরূপের মহামাধুর্য্য-আস্বাদনকারী নিত্য ভক্ত। সুতরাং পরমেশ্বররূপ তোমার রুচিকর হয় নাই। তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদানের ন্যায় দিব্যমনও প্রদান করিলে, দেবলোকের ন্যায় এই বিশ্বরূপ-পুরুষস্বরূপে তোমার রুচি হইত; কিন্তু তুমি আমার নিত্য সখা, সুতরাং সখ্যরস-প্রকৃতি তোমাকে কখনও পরিহার করে নাই বলিয়া,

আমার এই মূল নরাকারেই তোমার প্রীতি রহিয়াছে। এতৎ প্রসঙ্গে "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্য উদ্ধৃত করিলাম—"শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন, তুমি এখন আমার যেরূপ দেখিতেছ তাহা—সুদুর্দ্দর্শনীয়, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণও এই নিত্যরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। যদি বল যে সকলেই এই মানুষ-রূপ দর্শন করিতেছে, ইহা কিরূপ দুর্দ্দর্শনীয় হইল, তবে তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলি, শুন। আমার এই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণরূপ সম্বন্ধে দর্শকদিগের তিন প্রকার প্রতীতি হয় অর্থাৎ বিদ্বৎপ্রতীতি, অবিদ্বৎপ্রতীতি ও যৌক্তিকপ্রতীতি। অবিদ্বৎ মূঢ়প্রতীতি দ্বারা মানবগণ আমার এই মায়িক অর্থাৎ জড়ধর্ম্মাশ্রিত ও অনিত্য প্রতীতিকে 'সত্য' বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহাতে এই স্বরূপের পরমভাব জানিতে পারে না। যৌক্তিক বা দিব্যপ্রতীতি দ্বারা জ্ঞানাভিমানী পুরুষ ও দেবতাগণ এই প্রতীতিকে জড়ধর্ম্মাশ্রিত ও অনিত্য বলিয়া মনে করিয়া, হয় আমার বিশ্বব্যাপী বিরাট্ মুর্ত্তিকে, নতুবা বিশ্বাতিরিক্ত ব্যতিরেক-ভাব-গত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকে 'নিত্যতত্ত্ব' বলিয়া মনে করতঃ আমার এই মানুষাকারকে 'অর্চ্চনোপায়' বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। বিদ্বৎপ্রতীতিদ্বারা আমার ঐ মানুষ-রূপকে সাক্ষাৎ 'সচ্চিদানন্দ ধাম' বলিয়া চিচ্চক্ষুবিশিষ্ট ভক্তগণ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করেন; অতএব এরূপ সাক্ষাদ্দর্শন—দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ। দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিবই আমার শুদ্ধভক্ত; অতএব তাঁহারা এই রূপের দর্শন লালসা করিয়া থাকেন। তুমি আমার শুদ্ধসখ্যভক্তি আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া আমার কৃপায় বিশ্বরূপাদি দর্শন করতঃ নিত্যরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারিলে"।।৫২।।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম।।৫৩।।

অন্বয়—(ত্বম্—তুমি) মাম্ (আমাকে) যথা (যেরূপ) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) এবংবিধঃ (এই প্রকার) অহং (আমাকে) বেদৈঃ ন (বেদের দ্বারা নহে) তপসা ন (তপস্যার দ্বারা নহে) দানেন ন (দানের দ্বারা নহে) ইজ্যয়া চ ন (এবং যজ্ঞের দ্বারাও নহে) দ্রষ্টুম্ (দর্শন করিতে) শক্যঃ (সমর্থ)।।৫৩।।

অনুবাদ—তুমি আমাকে যেরূপ দর্শন করিলে, সেইপ্রকাররূপবিশিষ্ট আমাকে বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা দর্শন করিতে কেহ সমর্থ হয় না।।৫৩।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যুষ্মদস্পৃহণীয়মপ্যেতৎ স্বরূপমন্যে পুরুষার্থসারত্বেন যে স্পৃহয়ন্তি, তৈর্ব্বেদাধ্যয়নাদিভিরপি সাধনৈরেতজ্ জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চাশক্যমেবেতি প্রতীহীত্যাহ—নাহমিতি।।৫৩।।

বঙ্গানুবাদ—আরও তোমার অস্পৃহণীয় এই স্বরূপ অন্যে যাহারা পুরুষার্থসার বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা বেদাধ্যয়নাদি সাধনার দ্বারাও এইরূপ জানিতে ও দেখিতে সমর্থ নহেন, ইহা বিশ্বাস কর,—তাই বলিতেছেন 'নাহম্' ইত্যাদি।।৫৩।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুন শ্রীভগবানের যে নিত্য নরাকার-রূপ দর্শন করিলেন, তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান ও ইজ্যা প্রভৃতির দ্বারা কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হন না। শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়—"যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রত তপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি"।। (১১।১২।৯) এবং "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব"। (১১।১৪।২০) শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে পাই—

"ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখ মাত্র পায়।।" (অঃ ৮।১৩১)।।৫৩।।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।।৫৪।।

অন্বয়—পরন্তপ! অর্জ্জুন! অনন্যয়া ভক্ত্যা (অনন্যা ভক্তির দ্বারা) তু (কিন্তু) এবংবিধঃ অহং (এইরূপ আমাকে) তত্ত্বেন (যথাযথ ভাবে) জ্ঞাতুম্ (জানিতে) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) প্রবেষ্টুম্ চ (প্রবেশ করিতে) শক্যঃ (সমর্থ)।।৫৪।।

অনুবাদ—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যভক্তির দ্বারাই কিন্তু, এই রূপ-বিশিষ্ট আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে, দর্শন করিতে ও আশ্রয় করিতে সমর্থ।।৫৪।।

বিশ্বনাথ—তর্হি কেন সাধনেনৈতৎ প্রাপ্যতে? ইত্যত আহ—ভক্ত্যা ত্বিতি। শক্য অহমিতি— যদ্বয়লোপাবার্ষৌ। যদি নির্ব্বাণমোক্ষেচ্ছা ভবেৎ, তদা তত্ত্বেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন প্রবেষ্টুমপি অনন্যয়া ভক্ত্যৈব শক্যো, নান্যথা। জ্ঞানিনাং গুণীভূতাপি ভক্তিরন্তিমসময়ে জ্ঞানসন্ন্যাসানন্তরমুর্ব্বরিতা অল্পীয়স্য নানৈব ভবেত্তয়ৈব তেষাং সাযুজ্যং ভবেদিতি; "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যামঃ।।৫৪।।

বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে কোন্ সাধন দ্বারা ইহা পাওয়া যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ভক্ত্যা' ইত্যাদি। 'শক্য অহম্'—যদ্বয়ের লোপ আর্ষ। যদি নির্ব্বাণ মোক্ষের বাসনা হয় তবে 'তত্ত্বেন'—ব্রহ্মস্বরূপত্বে প্রবেশ করিতেও অনন্যা ভক্তিদ্বারাই সমর্থ, অন্য উপায়ে নহে। জ্ঞানিগণের গুণীভূতা ভক্তিও অন্তিম সময়ে জ্ঞান-সন্ন্যাসের পরে অল্পই উন্মেষিত হয়। অন্য কিছু হয় না। তদ্দ্বারাই তাহাদের সাযুজ্য মুক্তিলাভ হয়। 'অনন্তর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া আমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে।' গীঃ—(১৮।৫৫) ইহা গীতায় প্রতিপাদন করিব।।৫৪।।

অনুবর্ষিণী—কেবল মাত্র অনন্য-ভক্তির দ্বারাই এই প্রকাররূপ জ্ঞাত, দৃষ্ট এবং সাক্ষাৎকৃত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে পাই— "কেবলেন হি ভাবেন...মামীয়ুরঞ্জসা" (১১।১২।৮) এবং অন্যত্র পাওয়া যায়—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্" (১১।১৪।২১)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়—"'ভক্তে' ভগবানের অনুভব— পূর্ণরূপ। একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ।।" (মঃ ২০ পঃ)।

অন্যত্র—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশহেতু এক-কৃষ্ণ-প্রেমরস।।' (আঃ১৭ পঃ)।
"ঐছে শাস্ত্রে কহে—কর্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।।" (মঃ ২০ পঃ)।
'ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল।।'—মঃ ২৪ পঃ।।

এ সম্বন্ধে গীঃ—৮।২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।।৫৪।।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।৫৫।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভ্গবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-যোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—পাণ্ডব! যঃ (যিনি) মৎকর্ম্মকৃৎ (আমার জন্যই কর্ম্ম করেন) মৎপরমঃ (মদ্গতি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সঙ্গবর্জ্জিতঃ (আসক্তি রহিত) সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ (সর্ব্বভূতে দ্বেষ-রহিত) সঃ (তিনি) মাম্ (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হন্)।।৫৫।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-যোগো নাম একাদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! যিনি আমারই সেবা করেন, আমাকেই পরম বলিয়া জানেন, আমার ভক্ত, সর্ব্বত্র আসক্তি শূন্য ও সর্ব্বভূতে দ্বেষ-রহিত, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।।৫৫।।

ইতি শ্রীব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-যোগ নামক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।

বিশ্বনাথ—অথ ভক্তিপ্রকরণোপসংহারার্থং সপ্তমাধ্যায়দিষু যে যে ভক্তা উক্তাস্তেষাং সামান্য লক্ষণমাহ—মৎকর্ম্মকৃদিতি। সঙ্গবর্জ্জিতঃ সঙ্গ রহিতঃ।।৫৫।।

কৃষ্ণস্যৈব মহৈশ্বর্য্যং মমৈবাস্মিন্ রণে জয়ঃ।
ইত্যর্জ্জুনো নিশ্চিকায়েত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাস্বেকাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—অন্তর ভক্তিপ্রকরণ উপসংহারের জন্য সপ্তমাদি অধ্যায়ে যে যে ভক্তগণের কথা কথিত হইয়াছে, তাঁহাদের সামান্য লক্ষণ বলিতেছেন— 'মৎকর্ম্মকৃৎ' ইত্যাদি 'সঙ্গবর্জ্জিতঃ' সঙ্গরহিত।।৫৫।।

অর্জ্জুন কৃষ্ণের মহৈশ্বর্য্য এবং আপনার রণজয় নিশ্চয় করিতে পারিলেন, ইহাই একাদশাধ্যায়ের অর্থ নিরূপিত হইল।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় একাদশাধ্যায়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর-কৃতা সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা।।

অনুবর্ষিণী—এই শ্লোকে অনন্যাভক্তি-আশ্রয়কারী ভক্তের আচরণীয় অনুষ্ঠানের কথা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন অর্থাৎ মৎসম্বন্ধীয় মন্দির-নির্ম্মাণ-মার্জ্জন, আমার পুষ্পবাটী-তুলসী-কানন সংস্কার এবং তৎ-সেচনাদি কর্ম্মকরেন; তিনিই মদ্ভক্ত। শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়—

"মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহৃত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্ম্মাণি।।
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্যদমায়য়া।।" (১১।১১।৩৮-৩৯।)

শ্রীমদ্বলদেবের টীকার মর্ম্মেও পাই—

যিনি মৎপরায়ণ অর্থাৎ স্বর্গাদিকে পুরুষার্থ না জানিয়া, আমাকেই একমাত্র পুরুষার্থ জানেন, যিনি মদ্ভক্ত অর্থাৎ মচ্ছ্রবণাদি নববিধ ভক্তিরস নিরত, যিনি সঙ্গবর্জ্জিত অর্থাৎ ফলাসক্তি রহিত এবং মদ্বিমুখ-সংসর্গ-অসহিষ্ণু, যিনি সর্ব্বভূতে বৈরশূন্য অর্থাৎ নিজ পূর্ব্বকর্ম্মই স্বক্লেশের কারণ বিচার পূর্ব্বক নিজ বৈর-আচরণকারীর প্রতিও শত্রুভাব শূন্য, পরন্তু সদয়-ভাবযুক্ত, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ আমাকে লাভ করেন; অন্যে নহে।

এই অধ্যায়ে বিশ্বরূপ, কালরূপ, এমন কি, বিষ্ণুরূপ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণরূপের আশ্রয়ণীয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বরূপ-বিগ্রহ ব্যতীত ভক্তের আর সাম্বন্ধিক বিগ্রহ সকলে কিছু প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহই যে নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি ও পরম মাধুর্য্য-ভাবের একমাত্র নিধান,—ইহাই এই অধ্যায়ের নিষ্কর্ষ। (শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ)।।৫৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "বিশ্বরূপ দর্শনযোগ" নামক একাদশ অধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।।১।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ,—(অর্জ্জুন কহিলেন) এবং (এই প্রকারে) সততযুক্তাঃ (নিরন্তর তোমাতে নিষ্ঠাযুক্ত) যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) ত্বাং (তোমাকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন) যে চ অপি (এবং যাহারা) অব্যক্তং (নির্ব্বিশেষ) অক্ষরং (ব্রহ্মকে) (পর্য্যুপাসতে—উপাসনা করে) তেষাং (তদুভয়ের মধ্যে) কে যোগবিত্তমাঃ (কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ?) ।।১।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—তোমার পূর্ব্বোক্ত উপদেশানুসারে নিরন্তর নিষ্ঠাযুক্ত যে সকল ভক্ত তোমার শ্যামসুন্দর আকারের উপাসনা করেন এবং যাঁহারা শ্রুত্যুক্ত নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এতদুভয়ের মধ্যে কাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ?।।১।।

বিশ্বনাথ—দ্বাদশে সর্ব্বভক্তানাং জ্ঞানিভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুচ্যতে।
ভক্তেষ্বপি প্রশস্যন্তে যেঽদ্বেষাদিগুণান্বিতাঃ।।

ভক্তিপ্রকরণস্যোপক্রমে "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধা-বান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।" ইতি ভক্তেঃ সর্ব্বোৎকর্ষো যথা শ্রুতঃ, তথৈবোপসংহারেঽপি তস্যা এবং সর্ব্বোৎকর্ষং শ্রোতুকামঃ পৃচ্ছতি। এবং সততযুক্তা "মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমঃ" ইতি ত্বদুক্তলক্ষণা ভক্তাস্ত্বাং শ্যামসুন্দরাকারং যে পর্য্যুপাসতে, যে চাব্যক্তং নির্ব্বিশেষম্ অক্ষরম্—"এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্।" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তং ব্রহ্ম উপাসতে, তেষামুভয়েষাং যোগবিদাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদশ্চ ত্বৎপ্রাপ্তৌ শ্রেষ্ঠমুপায়ং জানন্তি, ন লভন্তে বা, তে যোগবিত্তরা ইতি বক্তব্যে যোগবিত্তমা ইত্যুক্তিযোগবিত্তরাণামপি বহূনাং মধ্যে কে যোগবিত্তমা ইত্যর্থং বোধয়তি।।১।।

বঙ্গানুবাদ—দ্বাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানী অপেক্ষা সর্ব্ব ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। ভক্তগণের মধ্যেও যাঁহারা অদ্বেষাদি গুণযুক্ত, তাঁহারাই প্রশংসিত হইয়াছেন।

ভক্তিপ্রকরণের উপক্রমে 'যিনি আমাকে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজন করেন, তিনি সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত।' (গীঃ—৬।৪৭) ইত্যাদি বাক্যে ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা অর্জ্জুন যেমন শুনিয়াছিলেন, সেইরূপ উপসংহারেও তাহার এইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এবং 'সততযুক্তাঃ'—'যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানশীল, মৎপরাণ'—এই তোমা কথিত লক্ষণযুক্ত ভক্তগণ, 'ত্বাং'—শ্যামসুন্দরাকারকে যাঁহারা উপাসনা করেন, 'যে চাব্যক্তং'—যাঁহারা নির্ব্বিশেষ অক্ষরকে 'হে গার্গি ব্রাহ্মণগণ সেই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু (অসূক্ষ্ম) অহ্রস্ব প্রভৃতি বলেন।' (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদি শ্রুতিকথিত ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, 'তেষাং' সেই উভয় প্রকার যোগবিদ্গণের মধ্যে কাঁহারা অতিশয় যোগবিদ্ এবং তোমাকে পাইতে শ্রেষ্ঠ উপায় জানেন, বা লাভ করেন না, তাঁহারা 'যোগবিত্তর' অর্থাৎ অধিকতর যোগজ্ঞ। এই বক্তব্য হইলে 'যোগবিত্তম' এই উক্তি বহু যোগবিত্তরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই অর্থ বুঝাইতেছে।।১।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুন শ্রীভগবানের মুখে ষষ্ঠাধ্যায়ে "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং"—শ্লোকে 'সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে ভক্তযোগী যুক্ততম বা শ্রেষ্ঠ' এবং সপ্তম অধ্যায়ে "ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ"—শ্লোকে ভক্তিযোগ আশ্রয়ের কথা, অষ্টমে "প্রয়াণকালে মনসা অচলেন"—শ্লোকে যোগবলের কথা এবং নবমে "জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে"—শ্লোকে জ্ঞানযোগের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক পুনরায় একাদশ অধ্যায়ান্তে "মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো"—শ্লোকে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা শ্রবণ করিয়া বর্ত্তমানে প্রশ্ন করিতেছেন যে, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সততযুক্ত হইয়া তোমার শ্যামসুন্দর-আকারকে উপাসনা করেন এবং যাঁহারা অব্যক্ত, অক্ষরতত্ত্ব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করেন,—এতদুভয়ের মধ্যে কাঁহারা যোগবিত্তম? অর্থাৎ যোগবিদ্গণের মধ্যে কাঁহারা অতিশয় যোগবিদ্? এ

স্থলে যোগবিত্তম শব্দের দ্বারা সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে কাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্জ্জুনের বাক্যে ইহাও লক্ষিত হইতেছে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি এপর্যন্ত আমাকে যে সকল উপদেশ দিলে, ইহাতে আমি জানিলাম যে। যোগী—দুই প্রকার, একপ্রকার যোগি সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্ম সকলকে তোমার অনন্যভক্তির অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তোমার নির্ম্মল ভক্তি দ্বারা তোমার উপাসনা করেন;অন্যপ্রকার যোগিগণ শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মসকলকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা আবশ্যক মত স্বীকার করতঃ অক্ষর ও অব্যক্তস্বরূপ তোমার আধ্যাত্মিক যোগ অবলম্বন করেন। এই দুই প্রকার যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?" ।।১।।

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।২।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) যে (যাঁহারা) পরয়া শ্রদ্ধায়া উপেতাঃ (গুণাতীতশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) ময়ি (আমাতে) মনঃ (মন) আবেশ্য (আবিষ্ট করিয়া) নিত্যাযুক্তাঃ (সততযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) যুক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ) মে মতাঃ (এই আমার অভিমত)।।২।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যাঁহারা নির্গুণ শ্রদ্ধার সহিত আমার শ্যামসুন্দর-আকারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক সতত অনন্য ভক্তিসহকারে আমাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ, ইহাই আমার অভিমত।।২।।

বিশ্বনাথ—তত্র মদ্ভক্তা শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ—ময়ি শ্যামসুন্দরাকারে মন আবেশ্য আবিষ্টং কৃত্বা নিত্যযুক্তা মন্নিত্যযোগকাঙ্ক্ষিণঃ পরয়া গুণাতীতয়া শ্রদ্ধয়া; যদুক্তং —"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎ-সেবায়াস্তু নির্গুণা।।" ইতি,—তে মে মদীয়া অনন্যভক্তা যুক্ততমা যোগবিত্তমা ইত্যর্থঃ। তেনানন্যভক্তেভ্যো ন্যূনা অন্যে জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্রভক্তিমন্তো যোগ বিত্তরা ইত্যর্থোঽভিব্যঞ্জিতো

ভবতি। ততশ্চ জ্ঞানাদ্ভক্তিঃ শ্রেষ্ঠা ভক্তাবপ্যনন্যভক্তিঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুপপাদিতম্।।২।।

বঙ্গানুবাদ—সে স্থলে আমার ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ, তাই বলিতেছেন—"ময়ি' শ্যামসুন্দরাকার আমাতে মন 'আবেশ্য'—মনকে আবিষ্ট করিয়া 'নিত্যযুক্তাঃ'—নিত্য আমার যোগাকাঙ্ক্ষী 'পরয়া'—গুণাতীতা 'শ্রদ্ধয়া'—শ্রদ্ধাদ্বারা; যেরূপ কথিত হইয়াছে—'আত্মবিষয়িণী-শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মবিষয়িণী-শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মবিষয়িণী-শ্রদ্ধা তামসী এবং মদীয় সেবাবিষয়িণী-শ্রদ্ধা নির্গুণা'। (ভাঃ ১১।২৫।২৭) এই বাক্যে তাহারা 'মে'—মদীয় অনন্যভক্ত, 'যুক্ততমাঃ'—যোগবিত্তম এই অর্থ। অতএব অনন্যভক্ত অপেক্ষা ন্যূন অন্য জ্ঞানকর্ম্মাদি-মিশ্র ভক্তিমান্ যোগবিত্তর এই অর্থ প্রকাশিত হয়। অতএব জ্ঞান হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠ, ভক্তির মধ্যে আবার অনন্যা-ভক্তি শ্রেষ্ঠ ইহাই উপপাদিত অর্থাৎ প্রমাণিত হইল।।২।।

অনুবর্ষিণী—অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—'যাঁহারা আমার শ্যামসুন্দর-আকারের মনোনিবেশ পূর্ব্বক নির্গুণ শ্রদ্ধাসহকারে নিত্যযুক্ত হইয়া অনন্যভাবে আমার উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেই আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া মনে করি। অনন্যভক্তগণই যুক্ততম এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্র-ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিই যুক্ততর। অতএব জ্ঞানযোগ হইতে ভক্তি শ্রেষ্ঠা এবং ভক্তির মধ্যে অনন্যভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রদ্ধা সম্বন্ধে শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়—"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা"।। (১১।২৫।২৭) অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাদিতে যে শ্রদ্ধা তাহা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মকাণ্ডে শ্রদ্ধা রাজসী এবং অধর্ম্মে ধর্ম্ম বলিয়া যে শ্রদ্ধা, তাহা তামসী আর আমার সেবায় যে শ্রদ্ধা তাহা কিন্তু নির্গুণা।।২।।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।।৩।।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।।৪।।

অন্বয়—যে তু (যাঁহারা কিন্তু)) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়-সমূহকে)

সংনিয়ম্য (সংযত করিয়া) সর্ব্বত্র (সকল বস্তুতে) সমবুদ্ধয়ঃ (সমদৃষ্টিসম্পন্ন) সর্ব্বভূত- হিতেরতাঃ (সন্ত) (এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধনে রত হইয়া) অনির্দ্দেশ্যম্ (নির্দ্দেশের অতীত) অব্যক্তং (রূপাদি রহিত) সর্ব্বত্রগং (সর্ব্বদেশব্যাপী) অচিন্ত্যম্ চ (এবং তর্কাতীত) কূটস্থং (নিত্য একরূপ অচলং (বৃদ্ধ্যাদিরহিত) ধ্রুবম্ (নিত্য) অক্ষরং (ব্রহ্মকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) মামেব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন)।।৩-৪।।

অনুবাদ—কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সকলকে নিয়মিত করিয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের হিতসাধনে রত হইয়া, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও মদীয় নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন।।৩-৪।।

বিশ্বনাথ—মদীয়-নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপোপাসকাস্তু দুঃখিত্বাত্ততো ন্যূনা ইত্যাহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। অক্ষরং ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্যং শব্দেন ব্যপদেষ্টুমশক্যং যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনং, সর্ব্বত্রগং সর্ব্বদেশব্যাপি, অচিন্তং তর্কাগম্যং, কূটস্থং সর্ব্বকালব্যাপি;—"একরূপতয়া তু যঃ কালব্যাপী স কূটস্থঃ" ইত্যমরঃ। অচলং বৃদ্ধ্যাদিরহিতং, ধ্রুবং নিত্যম্। মামেবেতি অক্ষরস্য তস্য মত্তো ভেদাভাবাৎ।।৩-৪।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু আমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের উপাসকগণ দুঃখী বলিয়া তাহা হইতে ন্যূন, তাই বলিতেছেন—'যে তু' ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে। 'অক্ষরং' —ব্রহ্ম, 'অনির্দেশ্যং' শব্দদ্বারা ব্যপদেশ অর্থাৎ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ, যেহেতু 'অব্যক্তং'—রূপাদিবিহীন, 'সর্ব্বত্রগং— সর্ব্বদেশব্যাপী, 'অচিন্তং'—তর্কের অগম্য, 'কূটস্থং'—সর্ব্বকালব্যাপী— 'একরূপে যিনি কালব্যাপী তিনি কূটস্থ'—অমর-কোষ। 'অচলং'—বৃদ্ধি-প্রভৃতিরহিত, 'ধ্রুবং'—নিত্য। 'মামেব'—আমাকেই—সেই অক্ষরের আমা হইতে ভেদ নাই।।৩-৪।।

অনুবর্ষিণী—যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমদর্শন ও সর্ব্বভূতের হিতসাধনে রত হইয়া, আমার অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা করেন, তাঁহারা বহু দুঃখের পর আমাতেই স্থিতিলাভ

করেন। "ব্রহ্মণোঽপি প্রতিষ্ঠাহম্"—শ্লোকে জানা যায় যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বেরও আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং ব্রহ্মোপাসকগণও গৌণভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই আশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণ সকল উপাস্যবস্তুর আশ্রয় ও পরম উপাস্য, সেই হেতু তদাশ্রিত উপাস্যতত্ত্বের আশ্রিত বর্গও তাঁহারই আশ্রয়-ভাবভেদ লাভ করিয়া থাকেন।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়—

"এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া।
মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্।।
অতঃপরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্ব্বিশেষণম্।
অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্।।" (২।১০।৩৩-৩৪)।

শ্রীল শুকদেব এই দুই শ্লোকে শ্রীভগবানের স্থূলরূপ এবং সূক্ষ্ম অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষরূপের কথা বর্ণনান্তে মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—

"অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ।।" (২।১০।৩৫)

অর্থাৎ আমি আপনার নিকট শ্রীভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়রূপই বর্ণন করিলাম। ভক্ত পণ্ডিতগণ উক্ত উভয়রূপই উপাসনার্থ গ্রহণ করেন না; কারণ উভয়ই মায়াসৃষ্ট। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"বিপশ্চিতঃ শুদ্ধভক্তিমন্তঃ প্রথমদশায়ামপি নৈব গৃহ্ণন্তি, কিন্তু রাম-কৃষ্ণ-নারায়ণ-নৃসিংহাদিরূপং শুদ্ধসত্ত্বমেব সাধনসাধ্যদশয়োর্গৃহ্ণন্তি।।"৩-৪।।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।৫।।

অন্বয়—অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (নির্ব্বিশেষ স্বরূপে আসক্তচিত্ত) তেষাম্ (সেই সকলের) ক্লেশঃ (কষ্ট) অধিকতরঃ (অধিকতর) হি (যেহেতু) অব্যক্তা-গতিঃ (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা) দেহবদ্ভিঃ (দেহাভিমানী জীব কর্ত্তৃক) দুঃখং (দুঃখে) অবাপ্যতে (লব্ধ হয়)।।৫।।

অনুবাদ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণের ক্লেশ

অধিকতর, কারণ সেই নির্ব্বিশেষ গতি দুঃখেই দেহধারী জীবগণ-কর্ত্তৃক লভ্য হয়।।৫।।

বিশ্বনাথ—তর্হি কেনাংশে তেষামপকর্ষস্তত্রাহ—ক্লেশ ইতি। ন কেনাপি ব্যজ্যতে ইত্যব্যক্তং ব্রহ্ম তত্রৈবাসক্তচেতসাং তদেবানুবুভূষণাং তেষাং তৎপ্রাপ্তৌ ক্লেশোঽধিকতরঃ, হি যস্মাৎ অব্যক্তা গতিঃ কেনাপি প্রকারেণ ব্যক্তীভবতি, সা গতির্দেহবদ্ভির্জীবৈর্দুঃখং যথা ভবত্যেবম্ অবাপ্যতে। তথা হি ইন্দ্রিয়াণাং শব্দাদিজ্ঞানবিশেষ এব শক্তিঃ, ন তু বিশেষেতরজ্ঞানে ইতি অত ইন্দ্রিয়নিরোধঃ তেষাং নির্ব্বিশেষজ্ঞানমিচ্ছতামবশ্য-কর্ত্তব্য এব। ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধস্তু স্রোতস্বতীনামিব নিরোধো দুষ্কর এব, যদুক্তং সনৎকুমারেণ— "যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্।।" ক্লেশো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশং ষড়্বর্গনক্র সসুখেন তিতীর্ষয়ন্তি। তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্।।" ইতি তাবতা ক্লেশেনাপি সা গতির্যদ্যবাপ্যতে, তদপি ভক্তিমিশ্রেণৈব। ভগবতি ভক্তিং বিনা কেবলব্রহ্মোপাসকানান্তু কেবল ক্লেশ এব লাভো, ন তু ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ, যদুক্তং ব্রহ্মণা—"তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্" ইতি।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—তাহাহইলে কোন্ অংশে তাহাদের অপকর্ষ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ক্লেশঃ' ইত্যাদি। কাহারও দ্বারা ব্যক্ত হন্ না—'অব্যক্তং'—ব্রহ্ম তাহাতেই 'আসক্ত চেতসাং'—তাহাই যাহারা অনুভব করিতে অভিলাষী তাহাদিগের তৎপ্রাপ্তিতে অধিকতর ক্লেশ; 'হি'—যেহেতু 'অব্যক্তা গতিঃ'— কোন প্রকারে ব্যক্ত হয় না সেই গতি, 'দেহবদ্ভিঃ'—জীবের যে প্রকারে দুঃখ হয়, সেই প্রকারে প্রাপ্ত হয়; এবং ইন্দ্রিয়গণের শব্দাদি জ্ঞান বিশেষেই শক্তি, কিন্তু বিশেষ ইতরজ্ঞানে নহে, অতএব নির্ব্বিশেষ জ্ঞানেচ্ছুগণের ইন্দ্রিয়নিরোধ অবশ্য কর্ত্তব্যই। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ নদীসমূহের প্রবাহ নিরোধের ন্যায় দুষ্করই; যেরূপ সনৎকুমার বলিয়াছেন—'ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্র-সদৃশ অঙ্গুলিসকলের

কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবের ভজনা কর।' 'ইন্দ্রিয়াদি নক্র-মকরে পরিপূর্ণ এই সংসার সমুদ্রকে যোগাদিদ্বারা যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করেন; ভবসমুদ্র-তরণে নৌকাসদৃশ ভগবদাশ্রয়-বিনা তাঁহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে। অতএব হে রাজন্, আপনিও সেই ভজনীয় ভগবানের পাদপদ্মকে নৌকা করিয়া এই ব্যসন-সঙ্কুল সুদুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন।' (ভাঃ৪।২২।৩৯-৪০)। সেই পরিমাণ ক্লেশেও যদি সেই গতি লাভ করে, তাহাও ভক্তির মিশ্রণেই জানিতে হইবে। কিন্তু ভগবানে ভক্তি ব্যতীত কেবল ব্রহ্মের উপাসকগণের কেবল ক্লেশই লাভ হয়, কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। যেরূপ ব্রহ্মা বলিয়াছেন—'তাহাদের অন্তঃসারশূন্য স্থূলতুষাবঘাতীর ন্যায় কেবলমাত্র ক্লেশই লাভ হইয়া থাকে।' (ভাঃ ১০।১৪।৪)।।৫।।

অনুবর্ষিণী—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসকগণের সাধন ও সাধ্যকালে সর্ব্বত্রই ক্লেশ দেখা যায়। ভক্তিব্যতীত কোন সাধনই ফলদায়ক নহে, কিন্তু উহারা আরোহপথে স্বীয় সাধনের ফললাভের জন্য ভক্তিকে গৌণভাবে আশ্রয় করিলেও, ভক্তির নিজস্ব পরমোপাদেয় ফলস্বরূপ ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদনে বঞ্চিত হন এবং সেব্য-সেবক-ভাব রহিত হইয়া আত্মবিনাশরূপ মহাদুঃখ লাভ করেন। ভক্তিব্যতীত কেবল-জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তিত দূরের কথা, ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে চিত্ত-নিবেশ করাই সম্ভব নহে। শ্রীভাগবতে ব্রহ্মস্তবে পাই—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।।" (১০।১৪।৪)।

অর্থাৎ হে প্রভো! যে সকল জ্ঞানমার্গাবলম্বী নিজ মঙ্গল-লাভের পথস্বরূপ ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থাৎ ভক্তিশূন্য কেবলজ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহাদের স্থূলতুষাবঘাতির

ন্যায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।

শ্রীল সনৎকুমারও পৃথুমহারাজকে বলিয়াছেন—"কৃচ্ছ্রো মহানিহ-ভবার্ণবমপ্লবেশাং ষড়্বর্গ-নক্রম্‌সুখেন তিতীরষন্তি।" (ভাঃ৪।২২।৪০)। শুদ্ধ ভক্তগণ কিন্তু সংসার সমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হন। তাঁহাদের সাধ্য ও সাধন দশা উভয়ই সুখকর ও পরম মঙ্গলপ্রদ। এ সম্বন্ধে শ্রীসনৎকুমারেরই বাক্যে পাই—

"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।

তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্।।"—

(ভাঃ—৪।২২।৩৯) অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলিসমূহের কান্তি ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করিতে করিতে কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত, নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হন না। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাসুদেবের ভজনা কর। এ স্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীশুকবাক্যেও পাই—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।

লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য।।'—

(ভাঃ১২।৪।৪০) অর্থাৎ বিবিধ দুঃখ-দাবানল সন্তপ্ত এবং অতি দুস্তর সংসারসমুদ্র উত্তরণের অভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীহরির লীলাকথা-রস-সেবন ব্যতিরেকে অন্য কোন প্লব অর্থাৎ তরণসাধন উপায় নাই। শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"জ্ঞানযোগী ও ভক্তযোগীর ভেদ এই যে, উপায়কালে ভক্তযোগী অতিসহজে পরাৎপর বস্তুর অনুশীলন পূর্ব্বক ফলকালে নির্ভয়ে তাঁহাকে লাভ করেন। জ্ঞানযোগী সর্ব্বদা অব্যক্ত-তত্ত্বে নিষ্ঠ হইয়া উপায়কালে ব্যতিরেকচিন্তার যে কষ্ট, তাহা ভোগ করিতে থাকেন। ব্যতিরেক-চিন্তা অর্থাৎ সহজ প্রতীতির বিপরীত চিন্তা—জীবের পক্ষে সুতরাং দুঃখজনক;ফলকালেও তাহাতে নির্ভয়তা নাই; যেহেতু, সাধন-সময়

অতিবাহিত করিবার পূর্ব্বেই আমার নিত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিলে, চরমগতিও তাঁহাদের পক্ষে অসুখজনক, জীব—নিত্যচিন্ময় বস্তু; জীব যদি অব্যক্ত-অবস্থায় লীন হয়, তবে তাহার উপাদেয় অবস্থার নাশ হয়। যদি তাহার স্ব-স্বরূপ উদিত হয়, তবে বিপরীত-স্বরূপ যে অহংগ্রহ-বুদ্ধি, তাহার পরিত্যাগ-কালেও কষ্ট হয়। সেই জীব দেহবিশিষ্ট হইয়া উপায়-কালে বা ফল-কালে অব্যক্ত-ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে দুঃখরূপ ফলই লাভ করে। বস্তুতঃ জীব—চৈতন্যস্বরূপ এবং চিদ্দেহবিশিষ্ট। অতএব অব্যক্ত-ভাবকে কেবল জীবের স্বরূপবিরোধী ও দুঃখজনক ভাব বলিয়াই জানিবে। ভক্তিযোগই জীবের মঙ্গলজনক। ভক্তি হইতে জ্ঞানযোগ স্বাধীন হইতে গেলে, সর্ব্বত্রই অমঙ্গল উৎপন্ন করে; অতএব নিরাকার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী ও নির্ব্বিশেষ-স্বরূপকে উপাসনা করতঃ যে অধ্যাত্মযোগ সাধিত হয়, তাহা প্রশস্ত নয়।।৫।।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।৬।।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।৭।।

অন্বয়—যে তু (যাঁহারা কিন্তু) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (ন্যস্ত করিয়া) মৎপরাঃ [সন্তঃ] (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন এব যোগেন (অনন্য-ভক্তিযোগের দ্বারা) মাং (আমাকে) ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যানপূর্ব্বক) উপাসতে (ভজনা করেন) পার্থ (হে পার্থ!) ময়ি (আমাতে) আবেশিতচেতসাম্ (আসক্ত-চিত্ত) তেষাম্ (তাঁহাদিগের) অহং (আমি) ন চিরাৎ (অচিরে) মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ (মৃত্যুযুক্ত সংসার-সমুদ্র হইতে) সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি (উদ্ধার কর্ত্তা হই)।।৬-৭।।

অনুবাদ—কিন্তু যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে ত্যাগপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া, অনন্যভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে ধ্যানকরতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্ট চিত্ত সেই সকল ভক্তগণকে আমি অচিরে মৃত্যুরূপ সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।।৬-৭।।

বিশ্বনাথ—ভক্তানান্তু জ্ঞানং বিনৈব কেবলয়া ভক্ত্যৈব সুখেন

সংসারান্মুক্তিঃ ইত্যাহ—যে ত্বিতি। ময়ি মৎ প্রাপ্ত্যর্থং সংন্যস্য ত্যক্ত্বা সন্ন্যাস-শব্দস্য ত্যাগার্থত্বাৎ অনন্যেনৈব জ্ঞানকর্ম্মতপাদিরহিতেনৈব যোগেন ভক্তিযোগেন। যদুক্তং—"যৎ কর্ম্মাভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ" ইত্যনন্তরং "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্‌ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গমদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি"।। ইতি; মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে চ—"যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ।।" ইতি। ননু তদপি তেষাং সংসারতরণে কঃ প্রকার ইতি চেৎ? সত্যং, তেষাং সংসারতরণপ্রকারে জিজ্ঞাসা নৈব জায়তে, যতস্তৎ প্রকারং বিনৈব অহমেব তাং স্তারয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেন ভগবতো ভক্তেষ্বেববাৎসল্যং ন তু জ্ঞানিষ্বিতি ধ্বনিঃ।।৬-৭।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু ভক্তগণের জ্ঞান বিনাই কেবল ভক্তি-দ্বারাই সুখে সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয়, তাই বলিতেছেন—'যে তু' ইত্যাদি। 'ময়ি'—মৎ প্রাপ্তির জন্য, 'সংন্যস্য'—ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস শব্দের অর্থই ত্যাগ, 'অনন্যেনৈব'—জ্ঞান কর্ম্মতপাদি রহিতই 'যোগেন'—ভক্তিযোগদ্বারা। যেমন কথিত হইয়াছে—'কর্ম্ম, তপস্যা এবং জ্ঞান বৈরাগ্য হইতে যাহা হয়'—ইহার পর আমার ভক্ত স্বর্গ, মোক্ষ বা আমার ধাম যদি কিছু বাঞ্ছা করে, সেই সবই আমার ভক্তিযোগেই সহজে প্রাপ্ত হয়। (ভাঃ—১১।২০।৩২-৩৩)। নারায়ণীয়ে মোক্ষধর্ম্মেও—'পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের যাহা সাধন সম্পত্তি, নারায়ণাশ্রয়ে নর তদ্ব্যতীত সে সকল প্রাপ্ত হন।' যদি প্রশ্ন হয় যে, তাহা হইলে তাহাদিগের সংসার তরণের প্রকার কি? সত্য, তাহারা কি প্রকারে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাতে জিজ্ঞাসাই উচিত হয় না, যেহেতু সেই প্রকার বিনাই আমিই তাহাদ্গিকে উদ্ধার করি, তাই বলিতেছেন—'তেষাম্' ইত্যাদি। তদ্দ্বারা ভগবানের ভক্তেই বাৎসল্য কিন্তু জ্ঞানিগণে নহে ইহাই বুঝাইতেছে।।৬-৭।।

অনুবর্ষিণী—আর যাঁহারা আমার চিন্ময় সবিশেষ স্বরূপে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যভক্তিযোগেই আমার নিত্যবিগ্রহের ধ্যানপূর্ব্বক উপাসনা করেন, তাঁহাদের সাধন ও সাধ্যকালে কোন ক্লেশই লাভ করিতে হয় না। পরন্তু মদ্‌ভক্তি-প্রভাবেই মৎকর্ত্তৃক

সংসার হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া মদ্ধামে মৎপার্ষদরূপা গতিলাভ পূর্ব্বক নিত্য সেবাসুখ প্রাপ্ত হন। এই প্রসঙ্গে গীঃ—৯।২২ শ্লোকের অনুবর্ষিণী দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"যাঁহারা—আমার ভগবৎ স্বরূপাবলম্বী, সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মকে আমার ভক্তির সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া স্বীকার করেন, এবং মৎসম্বন্ধীয় অনন্যভক্তি-যোগদ্বারা আমার নিত্যবিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই মদাবিষ্টচিত্ত পুরুষদ্দিগকে আমি অতি শীঘ্রই মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় মায়িক-সংসার হইতে মুক্তিদান করি এবং মায়া-বন্ধ নষ্ট হইলে অভেদবুদ্ধিরূপ জীবাত্মার মৃত্যু হইতে রক্ষা করি। অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের অভেদবুদ্ধিজনিত নিঃসহায়তাই তাহাদের অমঙ্গলের হেতু। আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"; ইহা দ্বারা জ্ঞাতব্য এই যে, অব্যক্তের ধ্যানশীল পুরুষদিগের অব্যক্তস্বরূপ আমাতে লীন হয়; তাহাতে আমার ক্ষতি কি? অভেদবাদি-জীবের সেরূপ গতিলাভ-দ্বারা তাহার স্ব-স্বরূপগত উপাদেয়ত্ব দূরীভূত হয়"।।৬-৭।।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।।৮।।

অন্বয়—ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ (মন) আধৎস্ব (স্থির কর) ময়ি (এব) (আমাতেই) বুদ্ধিং (বুদ্ধি) নিবেশয় (নিবিষ্ট কর) অতঃঊর্দ্ধং (এইরূপ করিলে দেহান্তে) ময়ি এব (আমার সমীপেই) নিবসিষ্যসি (অবস্থান করিবে) ন সংশয়ঃ (সংশয় নাই)।।৮।।

অনুবাদ—আমার শ্যামসুন্দর আকারেই মনঃ স্থির করিয়া স্মরণ কর, আমাতেই বুদ্ধিবৃত্তি নিযুক্ত কর, তাহা হইলে এই দেহান্তে আমার নিকটেই অবস্থান করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।।৮।।

বিশ্বনাথ—যস্মান্মদ্ভক্তিরেব শ্রেষ্ঠা তস্মাত্ত্বং ভক্তিমেব কুর্ব্বিতি তামুপদিশতি—ময্যেবেতি ত্রিভিঃ। এব-কারেণ নির্ব্বিশেষব্যাবৃতিঃ। ময়ি শ্যামসুন্দরে পীতাম্বরে বনমালিনি মন আধৎস্ব মৎস্মরণং কর্ব্বিত্যর্থঃ।

তথা ময়ি বুদ্ধিং বিবেকবতীং নিবেশয়, মন্মননং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তচ্চ মননং ধ্যানপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্যানুশীলনং, ততশ্চ ময্যেব নিবসিষ্যসীতি চ্ছান্দসং মৎসমীপ এব নিবাসং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—যেহেতু আমার ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, সেইহেতু তুমি ভক্তিই কর, তাহাকে এই উপদেশ দিতেছেন—'ময্যেব' ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে। 'এব' কার দ্বারা নির্ব্বিশেষ স্বরূপ নিষিদ্ধ হইতেছে। 'ময়ি'—শ্যামসুন্দর পীতাম্বর বনমালী আমাতে 'মন আধৎস্ব'—মনের আধান কর, আমার স্মরণ কর, এই অর্থ। আর আমাতে 'বুদ্ধিং'—বিবেকবতী বুদ্ধি, 'নিবেশয়'—নিবেশ কর, আমার মনন কর, এই অর্থ। আর সেই মননও ধ্যানপ্রতিপাদক-শাস্ত্রবাক্যের অনুশীলন, তারপর আমাতেই 'নিবসিষ্যসি'—ইহাতে বেদকথিত মৎসমীপেই নিবাস প্রাপ্ত হইবে, এই অর্থ।।৮।।

অনুবর্ষিণী—অতএব শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সকলকে উপদেশ করিতেছেন যে—ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া তুমি আমার এই শ্যামসুন্দরাকার নিত্য ভগবৎ-স্বরূপেই মনোনিবেশ পূর্ব্বক আমারই স্মরণ কর এবং তোমার বুদ্ধিকেও আমাতে অর্পণ কর, তাহা হইলে সাধনভক্তির সর্ব্বোচ্চ ফল যে পার্ষদরূপা গতি এবং নিরূপাধিক প্রেম লাভ, তাহা তুমি জীবনান্তে নিঃসংশয়রূপে পাইবে। এতদ্বারা ভক্ত যোগীর গতি ও প্রাপ্তি যে সর্ব্বোত্তম, তাহাই জানাইতেছেন।।৮।।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।।৯।।

অন্বয়—ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়)! অথ (আর যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং (চিত্তকে) স্থিরম্ (স্থির ভাবে) সমাধাতুং (সমাহিত করিতে) ন শক্নোষি (না পার), ততঃ (তাহা হইলে) অভ্যাসযোগেন (অভ্যাসযোগের দ্বারা) মাম্ (আমাকে) আপ্তুং (প্রাপ্তি-নিমিত্ত) ইচ্ছ (ইচ্ছা কর)।।৯।।

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! আর যদি চিত্তকে আমাতে স্থির ভাবে সমাহিত করিতে না সমর্থ হও, তাহা হইলে অভ্যাস-যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করিতে যত্ন কর।।৯।।

বিশ্বনাথ—সাক্ষাৎ স্মরণাসমর্থং প্রতি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মাহ—অথেতি।

অভ্যাসযোগেন অন্যত্রান্যত্রগতমপি মনঃ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদ্রূপ এব স্থাপনমভ্যাসঃ;স এব যোগস্তেন প্রাকৃতত্বাদিতি কুৎসিতরূপরসাদিষু চলন্ত্যা মনোনদ্যাস্তেষু চলনং নিরুধ্য অতিসুভদ্রেষু মদীয়রূপরসাদিষু তচ্চলনং শনৈঃ শনৈঃ সম্পাদয় ইত্যর্থঃ। হে ধনঞ্জয়েতি—বহূন্ শত্রূণ জিত্বা ধনমাহৃতবতা ত্বয়া মনোঽপি জিত্বা ধ্যানধনং গ্রহীতুং শক্যমেবেতি ভাব।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—সাক্ষাৎ স্মরণে অসমর্থের প্রতি তৎপ্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন—'অর্থ' ইত্যাদি। 'অভ্যাসযোগেন'—ভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন স্থানে ধাবিত মনকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার করিয়া আমার রূপেই স্থাপন—অভ্যাস; তাহাই যোগ, তদ্দ্বারা প্রাকৃত কুৎসিৎ রূপরসাদিতে ধাবিত মনোনদীর সেই সমস্ত চলনকে নিরুদ্ধ করিয়া অতিসুন্দর মদীয় রূপরসাদিতে তাহার গতি ধীরে ধীরে সম্পাদন কর, এই অর্থ। হে 'ধনঞ্জয়!'—বহু শত্রু জয় করিয়া ধন-আহরণকারী তুমি মনকেও জয় করিয়া ধ্যানরূপ ধন লাভ করিতে সমর্থ, এই ভাব।।৯।।

অনুবর্ষিণী—সহজ অনুরাগের দ্বারা ভগবৎস্মরণ প্রভাবেই নিরূপাধিক প্রেমলাভ হয়। সেই সাধনে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে অভ্যাসযোগেই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভগবদিতর বিষয়ে প্রধাবিত মনকে তত্তৎ বিষয় হইতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার পূর্ব্বক তদ্-গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভাবে, ভগবৎ রূপরসাদিতে আকৃষ্ট হইবার নিমিত্ত তাঁহাতে চিত্ত ক্রমশঃ সমাধান করিবার চেষ্টা করিবে। চিত্ত আসক্ত হইলেই তৎপ্রাপ্তি সুলভ হইবে।

"যদি সহজ-অনুরাগ-দ্বারা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে বৈধ-অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইবার যত্ন কর। তাৎপর্য্য এই যে, পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমের সাধন—দুইপ্রকার অর্থাৎ রাগমার্গ ও বিধিমার্গ। রাগাত্মিক-ভক্তদিগের চেষ্টা দেখিয়া তাহাতে লোভপূর্ব্বক যে সাধন হয়, তাহাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। দৃঢ়শ্রদ্ধা-দ্বারা যে সাধন হয়, তাহাকে 'বৈধীভক্তি' বলে। যাঁহার সহজ-রাগাভাব, তাঁহার পক্ষে বৈধভক্তি-সাধনই শ্রেয়ঃ"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।।৯।।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।।১০।।

অন্বয়—(যদি) অভ্যাসে অপি (অভ্যাসযোগেও) অসমর্থঃ অসি (অশক্ত হও), (তাহা হইলে) মৎকর্ম্মপরমো (মৎ-কর্ম্মপরায়ণ) ভব (হও)। মদর্থম্ (আমার প্রীতির নিমিত্ত) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) কুর্ব্বন্ অপি (করিয়াও) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে)।।১০।।

অনুবাদ—যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে মদর্পিত কর্ম্মপরায়ণ হও। আমার প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।।১০।।

বিশ্বনাথ—অভ্যাসেঽপীতি—যথা পিত্তদূষিতা রসনা মৎস্যণ্ডিকাং নেচ্ছতি, তথৈবাবিদ্যাদূষিতং মনঃ ত্বদ্রূপাদিকং মধুরমপি ন গৃহ্নাতীত্যতস্তেন দুর্গ্রহেণ মহাপ্রবলেন মনসা সহ যোদ্ধুংময়া নৈব শক্যতে ইতি মন্যসে চেদিতি ভাবঃ। মৎকর্ম্মাণি পরমাণি যস্য সঃ। কর্ম্মাণি মদীয়-শ্রবণকীর্ত্তনবন্দনার্চ্চন-মন্মন্দির-মার্জ্জনাভ্যুক্ষণপুষ্পাহরণাদিপরি-চরণানি কুর্ব্বন্ বিনাপি মৎস্মরণং সিদ্ধিং প্রেমবৎ-পার্ষদত্বলক্ষণাং প্রাপ্স্যসীতি।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—'অভ্যাসেঽপি'—ইত্যাদি। যেরূপ পিত্তদ্বারা দূষিত জিহ্বা মিছরি ইচ্ছা করে না, তদ্রূপই অবিদ্যাদূষিত মন ভবদীয় মধুর রূপাদিও গ্রহণ করে না, অতএব সেই দুর্গ্রহ মহাপ্রবল মনের সহিত আমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ নই যদি ইহা মনে কর এই ভাব। আমার কর্ম্মসমূহ শ্রেষ্ঠ (কার্য্য) যাঁহার, তিনি মৎকর্ম্মপরম। 'কর্ম্মাণি'—মদীয় কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, বন্দন, অর্চ্চন, আমার মন্দির মার্জ্জন, প্রোক্ষণ, পুষ্পচয়ন, পরিচর্য্যাদি করিতে করিতে আমার স্মরণ বিনাই 'সিদ্ধিং'—প্রেমবৎপার্ষদত্বলক্ষণা সিদ্ধি লাভ করিবে।।১০।।

অনুবর্ষিণী—মন স্বভাবতঃ বায়ুর ন্যায় চঞ্চল বলিয়া এবং পিত্ততপ্তরসনায় মিছরি ভাল না লাগার ন্যায়, অবিদ্যাদূষিত মন মধুর ভগবৎরূপাদি পছন্দ করে না; সেই বিষয়াকৃষ্ট চঞ্চল মনকে তাহা হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক, অভ্যাস যোগ অবলম্বনেও অসমর্থ হইলে, তাহার

পক্ষে ভগবৎ-কর্ম্মপরায়ণ হওয়াই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ তদীয় কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, বন্দন, অর্চ্চন, তন্মন্দির মার্জ্জন, প্রোক্ষণ, পুষ্পচয়ন এবং তৎ-পরিচর্য্যাদি করিতে করিতে, ক্রমশঃ ভগবৎতত্ত্বে চিত্তস্থৈর্য্যরূপা সিদ্ধি বা পার্ষদরূপা গতি লাভ হইবে। এতৎপ্রসঙ্গে গীঃ—১১।৫৫ শ্লোকের অনুবর্ষিণী দ্রষ্টব্য। (ভাঃ—১১।১১।৩৪—৪১) শ্লোকসমূহ ও উহার সারার্থদর্শিনী টীকা দ্রষ্টব্য।।১০।।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।।১১।।

অন্বয়—অথ (আর যদি) এতৎ অপি (ইহাও) কর্ত্তুম (করিতে) অশক্তঃ (অসমর্থ) অসি (হও), ততঃ (তাহা হইলে) মৎ যোগম্ (আমার ভক্তিযোগ) আশ্রিতঃ (আশ্রয় পূর্ব্বক) যতাত্মবান্ (সংযতচিত্ত) (সন্—হইয়া) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগ) কুরু (কর)।।১১।।

অনুবাদ—আর যদি এইরূপ কর্ম্মও করিতে অশক্ত হও, তাহা হইলে আমার শরণাগতিরূপ ভক্তিযোগ-আশ্রয়পূর্ব্বক, সংযত চিত্ত হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ কর।।১১।।

বিশ্বনাথ—এতদপি কর্ত্তুমশক্তশ্চেত্তর্হি মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ ময়ি সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণং মদ্‌যোগস্তমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রথমষট্‌কোক্তং কুরু। অয়মর্থঃ—প্রথমষট্‌কে ভগবদর্পিতনিষ্কাম কর্ম্মযোগ এব মোক্ষোপোয় উক্তঃ; দ্বিতীয় ষট্‌কেঽস্মিন্ ভক্তিযোগে এব ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায় উক্তঃ। স চ ভক্তি যোগো দ্বিবিধঃ—ভগবন্নিষ্ঠোঽন্তঃ-করণব্যাপারো, বহিষ্করণব্যাপারশ্চ। তত্র প্রথমস্ত্রিবিধঃ—স্মরণাত্মকো, মননাত্মকশ্চ, অখণ্ডস্মরণাসামর্থ্যে তদনুরাগিনাং তদভ্যাসরূপশ্চ,—ইতি ত্রিক এবায়ং মন্দধিয়াং দুর্গমঃ, সুধিয়াং নিরপরাধানান্ত সুগম এব; দ্বিতীয়ঃ শ্রবণকীর্ত্তনাত্মকস্তু সর্ব্বেষাম্ এব সুগম এবোপায়ঃ। এবমুভয়োপায়-বন্তোঽধিকারিণঃ সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টা দ্বিতীয়ষট্‌কেঽস্মিন্নুক্তাঃ। এতৎকৃত্যঽ-সমর্থা ইন্দ্রিয়াণাং ভগবন্নিষ্ঠীকৃতাবশ্রদ্ধালবশ্চ ভগবদর্পিতনিষ্কামকর্ম্মিণঃ প্রথমষট্‌কোক্তাধিকারিণোঽস্মান্নিকৃষ্টা এবেতি।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—যদি ইহা করিতেও অসমর্থ হও, 'মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ'—

আমার যে যোগ, তাহা আশ্রয় করিয়া আমাতে 'সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণং'—প্রথম ছয় অধ্যায় কথিত সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর। ইহার অর্থ—প্রথম ছয় অধ্যায়ে ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগেই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে; দ্বিতীয় এই ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগেই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। সেই ভক্তিযোগ দ্বিবিধ—ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণের ব্যাপার এবং বহিঃ করণের ব্যাপার। তাহার মধ্যে প্রথম আবার তিন প্রকার—স্মরণাত্মক, মননাত্মক এবং অখণ্ড অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণে অসমর্থ তাহাতে অনুরাগিগণের তাহার অভ্যাসরূপ—এই তিনটিই মন্দবুদ্ধিগণের পক্ষে দুর্গম, কিন্তু নিরপরাধ সুবুদ্ধিগণের পক্ষে সুগমই; কিন্তু দ্বিতীয়—শ্রবণকীর্ত্তনাত্মক উহা সকলের পক্ষেই সুগম উপায়। এই উভয়প্রকার উপায়বান্ অধিকারিগণ যে সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা এই দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। ইহা করিতে অসমর্থ ও ইন্দ্রিয়গণকে ভগবন্নিষ্ঠ করিতে অশ্রদ্ধালু এবং প্রথম ছয় অধ্যায়ে উক্ত অধিকারী ভগবদর্পিত-নিষ্কামকর্ম্মকারিগণ ইহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্টই।।১১।।

অনুবর্ষিণী—যদি কেহ ভগবৎ-কর্ম্মপরায়ণ হইয়া মন্দির-মার্জ্জনাদিকার্য্যে অসমর্থ হন, এখানে শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষায় বলিতে গেলে, মহা কুলীনত্ব, লোকমুখ্যত্বাদি প্রতিবন্ধকতার দ্বারা যদি ভগবন্নিকেতন মার্জ্জনাদি কার্য্যেও অশক্ত হন, তাহা হইলে ভগবৎ কথিত গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে বর্ণিত ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ; অর্থাৎ শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণপূর্ব্বক বিজিতমনা হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফল-স্পৃহারাহিত্যই আবশ্যক। কিন্তু ভগবৎ-প্রাপ্তির সাক্ষাৎ উপায় ভক্তিযোগই গীতার দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। সেই ভক্তিযোগ দ্বিবিধ, অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণ ব্যাপার ও বহিষ্করণ ব্যাপার। যাহারা এতদুভয় প্রকার ভক্তিযোগ অবলম্বনে অনধিকারী, তাহাদের পক্ষেই এতদপেক্ষা নিকৃষ্ট নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-পন্থা আশ্রয়ই শ্রেয়ঃ।।১১।।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।।১২।।

অন্বয়—হি (যে হেতু) অভ্যাসাৎ (অভ্যাস হইতে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানাৎ (জ্ঞান অপেক্ষা) ধ্যানং (ভগবৎ-চিন্তা) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ), ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) কর্ম্মফলত্যাগঃ (স্যাৎ) (কর্ম্মফলত্যাগ হয়), ত্যাগাৎ অনন্তরং (ত্যাগের পর) শান্তিঃ (ভবতি) (শান্তি হয়) ।।১২।।

অনুবাদ—অভ্যাসযোগ অপেক্ষা আমাতে বুদ্ধিনিবেশরূপ-জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা আমার স্মরণরূপ ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হইতে কর্ম্মফল-ত্যাগ এবং ত্যাগের পর শান্তি লভ্য হয়।।১২।।

বিশ্বনাথ—অথোক্তানাং স্মরণমননাভ্যাসানাং যথাপূর্ব্বং শ্রৈষ্ঠ্যং স্পষ্টীকৃত্যাহ—শ্রেয়ো হীতি। অভ্যাসাৎ জ্ঞানং ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়েত্যুক্তং মন্মননং শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠম্; অভ্যাসে সতি, আয়াসত এব ধ্যানং স্যাৎ, মননে সতি তু অনায়াসত এব ধ্যানমিতি বিশেষাৎ; তস্মাৎ জ্ঞানাদপি ধ্যানং বিশিষ্যতে—শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ; কুতঃ? ইত্যত আহ—ধ্যানাৎ কর্ম্মফলানাং স্বর্গাদিসুখানাং নিষ্কামকর্ম্মফলস্য মোক্ষস্য চ ত্যাগস্তৎস্পৃহারাহিত্যং স্যাৎ, স্বতঃপ্রাপ্তস্যাপি তস্যোপেক্ষা। নিশ্চল ধ্যানাৎ পূর্ব্বন্তু ভক্তানামজাতরতীনাং মোক্ষত্যাগেচ্ছৈব ভবেৎ। নিশ্চলধ্যানবতাং তু মোক্ষোপেক্ষা, সৈব মোক্ষলঘুতাকারিণী; যদুক্তং ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—"ক্লেশঘ্নী শুভদা" ইত্যত্র ষড়্ভিঃ পদৈরেতন্মাহাত্ম্যং কীর্ত্তিতমিতি; যদুক্তং—"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং, ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ।।" ইতি; ময্যর্পিতাত্মা—মদ্ধ্যাননিষ্ঠঃ। ত্যাগাৎ বৈতৃষ্ণ্যাদনন্তরমেব শান্তিঃ মদ্রূপগুণাদিকং বিনা সর্ব্ববিষয়েষ্বেব ইন্দ্রিয়াণামুপরতিঃ। অত্র পূর্ব্বার্দ্ধে 'শ্রেয়ঃ' ইতি, 'বিশিষ্যতে' ইতি পদদ্বয়েনান্বয়াৎ; উত্তরার্দ্ধে তু 'অনন্তরম্' ইত্যনেনৈবান্বয়াৎ এষৈব ব্যাখ্যা সম্যগুপপদ্যতে নান্যা, ইত্যবধেয়ম্।।১২।।

বঙ্গানুবাদ—তদনন্তর কথিত স্মরণ, মনন ও অভ্যাসের মধ্যে যথাপূর্ব্ব (বা পূর্ব্বক্রমে) শ্রেষ্ঠ তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—'শ্রেয়ঃ' ইত্যাদি। 'অভ্যাসাৎ'—অভ্যাস হইতে 'জ্ঞানং'—আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, এই কথিত আমার মনন 'শ্রেয়ঃ'—শ্রেষ্ঠ। অভ্যাস হইলে আয়াসে বা কষ্টেই

ধ্যান হইবে; কিন্তু মনন হইলে অনায়াসেই ধ্যান হয়, এই বিশেষ; সেই 'জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে'—শ্রেষ্ঠ, এই অর্থ; কিজন্য? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ধ্যানাৎ'—ধ্যান হইতে 'কর্ম্মফলত্যাগঃ'—কর্ম্মফল-স্বর্গাদিসুখসমূহের নিষ্কাম কর্ম্মফলের এবং মোক্ষের ত্যাগ অর্থাৎ তৎস্পৃহারাহিত্য হইবে, স্বতঃ প্রাপ্তিতেও তাহার উপেক্ষা। কিন্তু নিশ্চলধ্যানের পূর্ব্বে অজাতরতিভক্তগণের মোক্ষত্যাগের ইচ্ছা হয়। কিন্তু নিশ্চল ধ্যানবানের মোক্ষের উপেক্ষা, তাহা মোক্ষলঘুকারিণী; যেমন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে 'ক্লেশঘ্নী, শুভদা' ইত্যাদি ছয়টি পদে ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেরূপ কথিত হইয়াছে—(ভাঃ—১১।১৪।১৪) আমাতে চিত্তসমর্পণকারী পুরুষ আমা ব্যতীত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালরাজ্যের আধিপত্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষপদলাভের ইচ্ছা করেন না। এস্থলে ময্যর্পিতাত্মা—মদ্ধ্যাননিষ্ঠ। 'ত্যাগাৎ'—বিতৃষ্ণার পরই 'শান্তিঃ'—মদ্রূপগুণাদি বিনা সকল বিষয়েই ইন্দ্রিয়গণের উপরতি। এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে 'শ্রেয়ঃ' ও বিশিষ্যতে' পদদ্বয়ের সহিত অন্বয়, উত্তরার্দ্ধে 'অনন্তরম্' এই পদেরই সহিত অন্বয়হেতু এই ব্যাখ্যাই সম্যক্ যুক্তিযুক্ত, অন্যপ্রকার নহে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।।১২।।

অনুবর্ষিণী—স্মরণাত্মক, মননাত্মক ও অভ্যাসাত্মক ত্রিবিধ ভক্তি অনুশীলনের মধ্যে অভ্যাস হইতে **মননাত্মক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাঁহাতে বুদ্ধি নিবেশরূপ মননই শ্রেষ্ঠ এবং মননাত্মক জ্ঞান হইতে স্মরণাত্মক** ধ্যান শ্রেষ্ঠ। যেহেতু অভ্যাসকালে যত্নপূর্ব্বক কষ্টে ধ্যান করিতে হয়, কিন্তু মনন স্থির হইলে ধ্যান অর্থাৎ স্মরণ অনায়াসেই হইয়া থাকে। ধ্যান স্থির হইলে স্বর্গাদি সুখ ও মোক্ষসুখের স্পৃহা দূর হইয়া থাকে। ভোগ-মোক্ষের স্পৃহা দূর হইলে ভগবদ্রূপগুণাদিতে আসক্ত হইয়া তদ্ব্যতীত সকল বিষয়েই ইন্দ্রিয়গণের উপরতিরূপাশান্তি লাভ হয়। যদি ধ্যান অনিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে ধ্যানের অভ্যাসে অসমর্থ পুরুষের পক্ষে নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগ ও তদনন্তর ক্রমশঃ বিষয়-উপরতিরূপা-শান্তি-লাভ হইয়া থাকে।

“কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত।।” (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—“অসমর্থপক্ষে রাগভক্তি অপেক্ষা বৈধভক্তিরূপ অভ্যাসই শ্রেয়োরূপে আশ্রয়ণীয়। বৈধভক্তিতে অসমর্থ হইলে আত্মযাথাত্ম্যরূপ জ্ঞানচেষ্টাই শ্রেয়ঃ। তাদৃশজ্ঞানে অসমর্থ হইলে তৎসাধনভূত স্বাত্মচিন্তারূপ ‘তত্ত্বমস্যাদি’ বাক্যগত ধ্যানই শ্রেয়ঃ। তাদৃশধ্যানে অসমর্থ পুরুষের পক্ষে কর্ম্মযোগই শ্রেয়ঃ। কাম্যকর্ম্মীদিগের পক্ষে কর্ম্মফলত্যাগ-দ্বারা শান্তি লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধভক্তি পাইবার দুইটি মার্গ—অর্থাৎ সাক্ষাৎমার্গ ও ক্রম-মার্গ। লোভ ও শ্রদ্ধোদিত সাধুসঙ্গদ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনই সাক্ষাৎমার্গ। আর প্রথমে কাম্যকর্ম্মত্যাগ, দ্বিতীয়ে কর্ম্মযোগাশ্রয়, তৃতীয়ে অষ্টাঙ্গ-যোগগতধ্যান, চতুর্থে আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞান ও পঞ্চমে পরমাত্মযাথাত্ম্য-জ্ঞানজনিত সাধনভক্তিরূপ ক্রম-মার্গই সাধারণী প্রথা”।।১২।।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।।১৩।।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৪।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্ব-প্রাণীর প্রতি) অদ্বেষ্টা (দ্বেষ-রহিত), মৈত্রঃ (মিত্র-ভাবাপন্ন) করুণঃ এবচ (এবং দয়ালু), নির্ম্মমঃ (মমতা শূন্য), নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কার রহিত), সমদুঃখসুখঃ (সুখে দুঃখে সমজ্ঞান সম্পন্ন), ক্ষমী (ক্ষমাশীল), সততং সন্তুষ্টঃ (সর্ব্বদা সন্তুষ্ট), যোগী (সমাহিত চিত্ত), যতাত্মা (সংযতেন্দ্রিয়), দৃঢ় নিশ্চয়ঃ (দৃঢ় অধ্যবসায় বিশিষ্ট), ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (মনবুদ্ধি-অর্পণকারী) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রীতির পাত্র)।।১৩-১৪।।

অনুবাদ—আমার ভক্ত যিনি সর্ব্বভূতের প্রতি দ্বেষশূন্য, মিত্রভাবাপন্ন, কৃপালু, পুত্রকলত্রাদিতে মমতাশূন্য ও জড়ীয় দেহাদিতে অহঙ্কাররহিত, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্ব্বদাপ্রসন্নচিত্ত, ভক্তিযোগযুক্ত,

সংযতেন্দ্রিয়, দৃঢ়সঙ্কল্প এবং আমাতে মনবুদ্ধিসমর্পণকারী—তিনি আমার প্রিয়।।১৩-১৪।।

বিশ্বনাথ—এতাদৃশ্যাঃ শান্ত্যা ভক্ত কীদৃশো ভবতি? ইত্যপেক্ষায়াং বহুবিধভক্তানাং স্বভাবভেদানাহ—অদ্বেষ্টা ইত্যষ্টভিঃ। 'অদ্বেষ্টা' দ্বিষ্যৎস্বপি দ্বেষং ন করোতি, প্রত্যুত 'মৈত্রঃ' মিত্রতয়া বর্ত্ততে, 'করুণঃ' এষামসদ্গতির্মা ভবতু ইতি বুদ্ধ্যা তেষ্বপি কৃপালুঃ; ননু কীদৃশেন বিবেকেন দ্বিষৎস্বপি মৈত্রীকারুণ্যে স্যাতাং, তত্র বিবেকং বিনৈবেত্যাহ—'নির্ম্মমো', 'নিরহঙ্কারঃ' ইতি—পুত্রকলত্রাদিষু মমত্বাভাবাৎ দেহে চাহঙ্কারাভাবাৎ তস্য মদ্ভক্তস্য ক্কাপি দ্বেষ এব নৈব ফলতি;কুতঃ পুনর্দ্বেষজনিতদুঃখশান্ত্যর্থং তেন বিবেকঃ স্বীকর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ। ননু তদপি অন্যকৃতপাদুকা-মুষ্টিপ্রহারা-দিভির্দেহব্যথাধীনং দুঃখং কিঞ্চিদ্ভবত্যেব? তত্রাহ—সমদুঃখসুখম্;যদুক্তং ভগবতা চন্দ্রার্দ্ধশেখরেণ—"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ ন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।।" ইতি। সুখদুঃখয়োঃ সাম্যং সমদর্শিত্বং, তচ্চ মম প্রারব্ধফলম্ ইদমবশ্যভোগ্যমিতি ভাবনাময়ং সাম্যেঽপি সহিষ্ণুনৈব দুঃখং সহ্যত ইতি আহ—'ক্ষমী' ক্ষমাবান্, ক্ষম্ সহনে ধাতুঃ। ননু এতাদৃশস্য ভক্তস্য জীবিকা কথং সিধ্যেৎ? তত্রাহ 'সন্তুষ্টঃ' যদৃচ্ছোপস্থিতে কিঞ্চিৎ যত্নোপস্থিতে বা ভক্ষ্যবস্তুনি সন্তুষ্টঃ;ননু সমদুঃখসুখ ইত্যুক্তং, তৎ কথং স্বভক্ষ্যমালক্ষ্য সন্তুষ্ট ইতি তত্রাহ—'সততং যোগী' ভক্তিযোগযুক্তঃ ভক্তিসিদ্ধ্যর্থমিতি ভাবঃ; যদুক্তং—"আহারার্থং যতেতৈব যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্। তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় পরং ব্রজেৎ।।" ইতি। কিঞ্চ, দৈবাদপ্রাপ্তভক্ষ্যোঽপি 'যতাত্মা' সংযতচিত্তঃ ক্ষোভরহিত ইত্যর্থঃ।

দৈবাচ্চিত্তক্ষোভে সত্যপি তদুপশমার্থমষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসাদিকং নৈব করোতীত্যাহ—'দৃঢ়নিশ্চয়ঃ' অনন্যভক্তিরেব মে কর্ত্তব্যেতি নিশ্চয়ঃ, তস্য ন শিথিলীভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বত্রহেতুঃ—'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ' মৎস্মরণমননপরায়ণ ইত্যর্থঃ। ঈদৃশো ভক্তস্তু মে প্রিয়ঃ মামতিপ্রীণয়তীত্যর্থঃ।। ১৩-১৪।।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার শান্তির ভক্ত কি প্রকার হয়? এই অপেক্ষায়

বহুবিধভক্তের স্বভাব-ভেদের কথা বলিতেছেন—'অদ্বেষ্টা' ইত্যাদি আটটী শ্লোকে। 'অদ্বেষ্টা'—যে দ্বেষ করে, তাহাকে দ্বেষ করেন না, প্রত্যুত 'মৈত্রঃ'—মিত্রভাবাপন্ন, 'করুণঃ'—ইহাদিগের অসৎগতি না হউক, এই বুদ্ধিতে তাহাদিগের প্রতিও কৃপালু। আচ্ছা, কি প্রকার বিবেকদ্বারা দ্বেষীর প্রতিও মৈত্রী ও কারুণ্য হয়? তাহা বিবেকব্যতীতই হয়, তাই বলিতেছেন-—'নির্ম্মমঃ' 'নিরহঙ্কারঃ'—পুত্রকলত্রাদিতে মমতার অভাবে ও দেহে অহঙ্কার অভাব হওয়ায় আমার সেই ভক্তের কাহারও প্রতি দ্বেষ থাকে না; কিজন্য পুনরায় দ্বেষজনিত দুঃখের শান্তি নিমিত্ত তিনি বিবেক স্বীকার করিবেন, এই ভাব। যদি বলা যায় যে, অন্যে যদি তাঁহাকে পাদুকা দ্বারা বা মুষ্টি প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করে, তাহা হইলে তাঁহার দৈহিক বেদনাজনিত কিঞ্চিৎ দুঃখও হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'সমদুঃখসুখম্'—যেরূপ ভগবান্ চন্দ্রার্দ্ধশেখর (শিব) বলিয়াছেন (ভাঃ—৬।১৭।২৮)—'নারায়ণপরভক্তগণ কোন প্রকারেই ভীত হন না, কারণ তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ এবং নরকে তুল্যদর্শী'। সুখ ও দুঃখের সমবোধই সমদর্শিত্ব; ও তাহা এই—আমার প্রারব্ধ ফল, ইহা আমার অবশ্য ভোগ্য এই ভাবনাযুক্ত। সমদর্শী হইয়া সহিষ্ণুদিগের ন্যায় দুঃখ সহ্য করিয়া থাকেন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'ক্ষমী'—ক্ষমবান্, ক্ষম ধাতু সহনার্থে। আচ্ছা, এরূপ ভক্তের জীবিকা কিরূপে নির্ব্বাহ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'সন্তুষ্টঃ'—যদৃচ্ছালব্ধ অথবা অতি সামান্য যত্নে প্রাপ্ত ভক্ষ্যবস্তুতে সন্তুষ্ট; আচ্ছা, পূর্ব্বে 'সমদুঃখসুখ' বলা হইয়াছে, তাহা হইলে স্বভক্ষ্যদর্শনে সন্তুষ্ট কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'সততং যোগী'—ভক্তিযোগযুক্ত, ভক্তিবিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য, এই ভাব। যেরূপ কথিত হইয়াছে—"প্রাণধারণের জন্য আহারের জন্য প্রযত্নপর হইবে। এইরূপে প্রাণধারণ যুক্ত। তাহাদ্বারা তত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা হয়। তাহা বিশেষ জানিলে ব্রহ্মলাভ হয়।" দৈবাৎ ভক্ষ্য না পাইলেও 'যতাত্মা'—সংযতচিত্ত, ক্ষোভ-রহিত, এই অর্থ। দৈবাৎ চিত্তের ক্ষোভ উপস্থিত হইলেও তাহা উপশমের জন্য অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসাদি করেন না, তাই বলিতেছেন—'দৃঢ় নিশ্চয়ঃ'—আমার অনন্যা-ভক্তিই কর্ত্তব্য, এইরূপ স্থির নিশ্চয় তাহার শিথিল হয়

না, এই অর্থ। সকল বিষয়ে হেতু—'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ'—আমার স্মরণমনন-পরায়ণ এই অর্থ। ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়, অর্থাৎ আমাকে অতি প্রীতি প্রদান করেন, এই অর্থ।। ১৩-১৪।।

অনুবর্ষিণী—এতাদৃশ ভক্তের স্বভাব ও ভগবৎ প্রিয়ত্বের হেতুভূতধর্ম্মসকল আটটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে "কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ...মাং ভজেত স তু সত্তমঃ" ভাঃ—১১।১১।২৯-৩২ শ্লোক এবং চৈঃ, চঃ, মঃ ২২।৭৫-৭৭ শ্লোকে বর্ণিত "কৃপালু, অকৃতদ্রোহ...কবি, দক্ষ মৌনী" প্রভৃতি সাধুলক্ষণ আলোচ্য। "ভক্ত—সর্ব্বভূতের প্রতি স্বভাবতঃই দ্বেষশূন্য অর্থাৎ যে-সকল লোকেরা তাঁহার প্রতি দ্বেষ করে, তাহাদের প্রতি দ্বেষ করেন না, বরং সকলের প্রতি মিত্রতা করিয়া থাকেন; অসদ্গতি হইতে কিসে কুপথগামিজীবের রক্ষা হইবে, তদ্বিষয়ে কৃপালু এবং জড়ীয়-দেহের সম্বন্ধে নির্ম্মম অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য; অপরের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াও তাহাতে প্রারব্ধ-ফল প্রাপ্ত হন না, অতএব সক্ষম, যদৃচ্ছা-লাভে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করত তিনি সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট; উপায়-শৃঙ্খলক্রমে ফলোদ্দেশনিষ্ঠরূপ যোগপরিনিষ্ঠিত দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সর্ব্বদা নিরুপাধিক-প্রেম-লাভের জন্য যত্নশীল, যাঁহার এইরূপ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে, তিনি—আমার ভক্ত ও প্রিয়"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।। ১৩-১৪।।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।।১৫।।

অন্বয়—যস্মাৎ (যাহা হইতে) লোকঃ (কোন লোক) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না), যঃ চ (এবং যিনি) লোকাৎ (লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না), যঃ চ (এবং যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে) মুক্তঃ (পরিমুক্ত), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ।। ১৫।।

অনুবাদ—যাহা হইতে কোন লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি কোন লোকের নিকট হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে পরিমুক্ত, তিনি আমার প্রিয়।।১৫।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" ইতাদ্যুক্তের্মৎপ্রীতিজনকা অন্যেঽপি গুণাঃ মদ্ভক্ত্যা মুহুরভ্যস্তয়া স্বত এবোৎপদ্যন্তে, তানপি ত্বং শৃণ্বিত্যাহ—যস্মাদিতি পঞ্চভিঃ। হর্ষাদিভিঃ প্রাকৃতৈঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্ত ইত্যাদিনোক্তানপি কাংশ্চিৎ গুণান্ দুর্লভত্বজ্ঞাপনার্থ পুনরাহ—যো ন হৃষ্যতীতি।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ—আরও 'ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, দেবগণ সকল গুণের সহিত তাঁহাতেই সম্যক্ অবস্থান করেন।' (ভাঃ—৫।১৮।১২) ইত্যাদি উক্তি হইতে আমার প্রীতিজনক অন্য গুণগণও বার বার অভ্যস্ত আমার ভক্তি দ্বারা স্বতঃই উৎপন্ন হয়, সেগুলিও তুমি শ্রবণ কর, তাই বলিতেছেন—'যস্মাৎ' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে। 'হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ'—প্রাকৃত হর্ষাদি হইতে মুক্ত, ইত্যাদি কথিত গুণসকল ছাড়া কোন কোন গুণের দুর্লভত্ব জ্ঞাপনের জন্য পুনরায় বলিতেছেন—'যো ন হৃষ্যতি' ইত্যাদি।। ১৫।।

অনুবর্ষিণী—ভক্তে স্বাভাবিক উদিত অন্যান্য গুণের কথা পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বভূতে হিংসারহিত, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু আমার ভক্তের ব্যবহারে কাহারও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই বলিয়া, কেহ ভয় বা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না। সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন তাদৃশ ভক্তকে, কেহ কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহারে উদ্বিগ্ন করিতে পারে না। যিনি অভীষ্ট বিষয়-লাভে হর্ষ, পরের লাভ সহ্য করিতে না পারিয়া অমর্ষ, কোন বস্তুর নাশের চিন্তায় ভয় বা ভয়াদি দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্যরূপ উদ্বেগ-রহিত, তিনি আমার প্রিয়।। ১৫।।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।। ১৬।।

অন্বয়—যঃ মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত যিনি) অনপেক্ষঃ (অপেক্ষাশূন্য) শুচিঃ (পবিত্র), দক্ষঃ (নিপুণ), উদাসীনঃ (অনাসক্ত), গতব্যথঃ (উদ্বেগশূন্য), সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগী), সঃ (তিনি) মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়)।। ১৬।।

অনুবাদ—আমার ভক্ত যিনি ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষাশূন্য, পবিত্র,

নিপুণ, উদাসীন, উদ্বেগশূন্য এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, তিনি আমার প্রিয়।।১৬।।

বিশ্বনাথ—'অনপেক্ষঃ' ব্যবহারিককার্য্যাপেক্ষারহিতঃ, 'উদাসীনঃ' ব্যবহারিক লোকেষ্বনাসক্তঃ; সর্ব্বান্ ব্যবহারিকান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থাংস্তথা পারমার্থিকানপি কাংকশ্চিৎ শাস্ত্রাধ্যাপনাদীন্ আরম্ভান্ উদ্যমান্ পরিহর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ—'অনপেক্ষঃ'—ব্যবহারিক কার্যে অপেক্ষা-রহিত, 'উদাসীনঃ'—ব্যবহারিক লোকসমূহে অনাসক্ত; সমস্ত ব্যবহারিক দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল এবং শাস্ত্র-অধ্যাপনাদি কোনও কোনও আরম্ভের উদ্যমেরও পরিত্যাগ করাই যাঁহার স্বভাব, তিনি।।১৬।।

অনুবর্ষিণী—আমার যে ভক্ত অনপেক্ষ অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে আগত ভোগ্য বিষয়েও স্পৃহাশূন্য, অন্তর-বাহিরে শৌচযুক্ত, অলসতাশূন্য, ব্যবহারিক লোকসমূহে অনাসক্ত বলিয়া উদাসীন বা পক্ষপাত-রহিত, মনবেদনাশূন্য, স্বভক্তি-প্রতিকূল অখিল উদ্যমরহিত—তিনি আমার প্রিয়।।১৬।।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৭।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) ন হৃষ্যতি (হৃষ্ট হন না), ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) শুভাশুভপরিত্যাগী (শুভাশুভকর্ম্ম-ত্যাগী), যঃ (যিনি) ভক্তিমান্ (ভক্তিযুক্ত), সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ।।১৭।।

অনুবাদ—যিনি লৌকিক প্রিয়বস্তু প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, যিনি প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদে শোক করেন না, যাঁহার প্রাকৃত বস্তুলাভে আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি পাপ ও পুণ্য উভয় কর্ম্মত্যাগী এবং যিনি আমার প্রতি ভক্তিমান্, সেই ভক্তই আমার প্রিয়।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—যিনি প্রিয় পুত্র বা শিষ্যাদি পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হন না এবং অপ্রিয় সেইসকল পাইয়া তাহাতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বস্তু

বিনাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত প্রিয়বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, পাপ-পুণ্য ত্যাগকারী,—এইরূপ স্বভাববিশিষ্ট হইয়া আমাতে ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয়।।১৭।।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।।১৮।।
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।।১৯।।

অন্বয়—(যঃ-যিনি) ভক্তিমান্ (ভক্তিমান্) নরঃ (মানব) শত্রৌ চ মিত্রে চ (শত্রুতে ও মিত্রতে) তথা (তদ্রূপ) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমান বিষয়ে) সমঃ (তুল্যভাব-বিশিষ্ট) শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু (শীত-গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখে) সমঃ (সমভাবাপন্ন), সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (অনাসক্ত), তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যভাব), মৌনী (সংযতবাক্), যেন কেনচিৎ (যৎকিঞ্চিৎ লাভে) সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ (গৃহাদিতে আসক্তিশূন্য) স্থিরমতিঃ (নিশ্চল মতি), (সঃ—তিনি) মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়)।।১৮-১৯।।

অনুবাদ—যে ভক্তিমান্ মানব শত্রু-মিত্রে, মান-অপমানে, শীত-উষ্ণে, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, আসক্তিশূন্য, নিন্দাস্তুতিতে তুল্যজ্ঞান-বিশিষ্ট, মৌনী, যাহাকিছু-লাভে সন্তুষ্ট, অনিকেত, স্থির-বুদ্ধি, তিনি আমার প্রিয়।। ১৮-১৯।।

বিশ্বনাথ—'অনিকেতঃ' প্রাকৃতস্বাস্পদাসক্তিশূন্যঃ।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—'অনিকেতঃ'—প্রাকৃত স্বীয় আস্পদ গৃহাদিতে আসক্তিশূন্য।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতি সমভাবাপন্ন, মানে বা অপমানে তুল্যদর্শী, শীতে বা গ্রীষ্মে, সুখে বা দুঃখে তুল্যভাব-যুক্ত, কুসঙ্গবর্জ্জিত বা সর্ব্বত্র অনাসক্ত, নিন্দাস্তুতিতে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, সংযতবাক্, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, প্রাকৃত আস্পদ বা গৃহাদিতে আসক্তিশূন্য ও স্থিরবুদ্ধি, তিনি আমার প্রিয়।।১৮-১৯।।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।।২০।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—যে তু (আর যাঁহারা) যথোক্তং (উক্তপ্রকার) ইদং (এই) ধর্ম্মামৃতং (ধর্ম্মরূপ অমৃতকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন), তে (সেইসকল) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান্) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ) ভক্তাঃ (ভক্তগণ), মে (আমার) অতীব প্রিয়াঃ (অত্যন্ত প্রিয়)।। ২০।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবৎ গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশাদ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—আর যাঁহারা মৎবর্ণিত আনুপূর্ব্বিক এই ধর্ম্মামৃতের উপাসনা করেন, সেই সকল শ্রদ্ধাবান্ মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়।। ২০।।

ইতি শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে
শ্রীভগবদ্ গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।

বিশ্বনাথ—উক্তান্ বহুবিধ-স্বভক্তনিষ্ঠান্ ধর্ম্মানুপসংহরণ কার্ৎস্নেনৈতল্লিপ্সনাং তচ্ছ্রবণপঠনবিচারণাদিফলমাহ—যে ত্বিতি। এতে ভক্ত্যুত্থশান্ত্যুত্থধর্ম্মাঃ, ন প্রাকৃতা গুণাঃ,—"ভক্ত্যা তুষ্যতি কৃষ্ণো ন গুণৈঃ" ইত্যুক্তিকোটিতঃ। 'তু'—ভিন্নোপক্রমে উক্তলক্ষণা ভক্তা একৈকসুস্বভাবনিষ্ঠাঃ। এতে তু তত্তৎ সর্ব্বসল্লক্ষণেপ্সবঃ সাধকা অপি তেভ্যঃ সিদ্ধেভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠাঃ, অতএব অতীবেতি পদম্।।২০।।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুখময়ী সর্ব্বসাধ্যসুসাধিকা।
ভক্তিরেবাদ্ভুতগুণেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ।।
নিম্বদ্রাক্ষে ইব জ্ঞানভক্তী যদ্যপি দর্শিতে।
আদীয়েতে তদপ্যেতে তত্তদাস্বাদ-লোভিভিঃ।।

ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—কথিত বহুবিধ স্বভক্তনিষ্ঠ ধর্ম্মসমূহের উপসংহরণ-সাকল্যে ইহা লাভ করিতে ব্যক্তিগণের শ্রবণ, পাঠ ও বিচারাদির ফললাভ বলিতেছেন 'যে তু' ইত্যাদি। এইগুলি ভক্তিজনিত-শান্তিজনিত ধর্ম্ম, প্রাকৃত গুণ নহে। 'ভক্তি দ্বারাই কৃষ্ণ তুষ্ট হন, গুণের দ্বারা নহেন'—এইরূপ কোটি উক্তি আছে। 'তু'—ভিন্ন উপক্রমে। উক্ত লক্ষণযুক্ত ভক্তগণ এক একটী সুস্বভাবনিষ্ঠ। কিন্তু তত্তৎ সর্ব্বপ্রকার সল্লক্ষণ-পিপাসু এই সকল সাধকগণও সেই সকল সিদ্ধগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, অতএব 'অতীব' এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে।।২০।।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুখময়ী সর্ব্বসাধ্যসুসাধিকা ভক্তির এবম্ভুত গুণসমূহ এই অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে। যদিও নিম্ব ও দ্রাক্ষার ন্যায় জ্ঞান ও ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি তত্তৎ আস্বাদলোভীসাধকগণ নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষানুসারে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-
ঠাকুরকৃতা ভক্তানন্দদায়িনী সাধুজন সম্মতা সারার্থবর্ষিণী
টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা।।

অনুবর্ষিণী—উপসংহারে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যাঁহারা মৎপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে মদ্বর্ণিত এই ধর্ম্মামৃতের সম্যক্ আরাধনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্ত ও অত্যন্ত প্রিয়। ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন, কেবল গুণলাভের দ্বারা নহে। ভক্তের ভক্তিফলে যাবতীয় গুণ স্বভাবত উদিত হয়, আর হরির অভক্তের মহৎ গুণ কোথায়? এতৎ-প্রসঙ্গে 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা...ধাবতো বহিঃ।।" (ভাঃ—৫।১৮।১২) শ্লোক আলোচ্য। শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—নির্গুণ ও সগুণ উপাসনার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, ইহাই এই দ্বাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন—সমস্ত উপায়ের মধ্যে একমাত্র মহাবলিয়সী শুদ্ধা-ভক্তিই অতি শীঘ্র ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়—ইহা এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভু লিখিয়াছেন যে, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা সকল প্রকার ভক্তই শ্রেষ্ঠ এবং ভক্তগণের মধ্যে অদ্বেষাদি-গুণযুক্ত ভক্তগণ প্রশংসিত হইয়াছেন—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"নির্ব্বিশেষ-বাদ ও সবিশেষ-বাদ, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম কোন্‌টি—এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য এই অধ্যায়ে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা প্রথম ছয় অধ্যায়োক্ত ধ্যানগর্ভ কর্ম্মযোগ দ্বারা জড়বিশেষ-মুক্ত হইয়া নির্ব্বিশেষ-মার্গে আমাকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা অত্যন্ত-কষ্টকর মার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বভূতহিত-কামনা-দ্বারা শুদ্ধভক্তসঙ্গ লাভ করত নির্ব্বিশেষ-চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক চিদ্বিশেষ-বিশিষ্ট আমাকে চরমে লাভ করেন। সাধুসঙ্গ দ্বারা যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া গুরু-পদাশ্রয় করত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি-দ্বারা নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব-বান্ হইয়া আমাতে রত হন, তাঁহাদের মার্গই সমীচীন; অতএব শুদ্ধভক্তিই শ্রেয়ঃ। যে-পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ-লাভ না হয়, সে-পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগ-মার্গই প্রশস্ত; তাহাতে কর্ম্মযোগ, ধ্যান, আত্মযাথাত্ম্য জ্ঞান-দ্বারা পরমাত্মজ্ঞান-পূর্ব্বিকা ভক্তি ক্রমশঃ উদিত হয়। যাঁহাদের সাধুসঙ্গক্রমে হরিবিষয়িণী শ্রদ্ধা বা পরম ভক্তদিগের চরিত্রে লোভ উদিত হয়, তাঁহাদের ঐ ক্রমমার্গের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়োক্ত ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন; ভক্তিনির্দ্দিষ্ট সদুপায়-দ্বারাই তাঁহাদের দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ হয় এবং আমি স্বয়ং তাঁহাদের সহায় হই;—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য"।।২০।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের
সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব।।১।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ,—(অর্জ্জুন বলিলেন), কেশব! প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষম্ চ এব (এবং পুরুষ) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ (ও ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্ চ (জ্ঞান ও জ্ঞেয়) এতৎ (এই সকল) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)।।১।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কেশব! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকলের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি।।১।।

বিশ্বনাথ—নমোঽস্তু ভগবদ্ভক্তৌ কৃপয়া স্বাংশলেশতঃ।
জ্ঞানাদিষ্বপি তিষ্ঠেত্তৎ সার্থকীকরণা যয়া।।
ষট্‌কে তৃতীয়েঽত্র ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানং নিরূপ্যতে।
তন্মধ্যে কেবলা ভক্তিরপি ভঙ্গ্যা প্রকৃষ্যতে।
ত্রয়োদশে শরীরঞ্চ জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।
জ্ঞানস্য সাধনং জীবঃ প্রকৃতিশ্চ বিবিচ্যতে।।

তদেবং দ্বিতীয়েন ষট্‌কেন কেবলয়া ভক্ত্যা ভগবৎপ্রাপ্তিঃ; ততোঽন্যা অহংগ্রহোপাসনাদ্যাস্তিস্র উপাসনাশ্চোক্তাঃ। অথ প্রথমষট্‌কোদিতানাং নিষ্কামকর্ম্মযোগিনাং ভক্তিমিশ্রজ্ঞানাদেব মোক্ষস্তচ্চ জ্ঞানং সংক্ষেপাদুক্তমপি পুনঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞাদিবিবেচনেন বিবরিতুং তৃতীয়ং ষট্‌কমারভতে।।১।।

বঙ্গানুবাদ—ভগবদ্ভক্তিকে নমস্কার, যিনি কৃপাপূর্ব্বক নিজের অংশলেশ দ্বারা জ্ঞানাদিকে সার্থক করিবার জন্য তাহাতেও অবস্থান করেন। এই তৃতীয় ষট্‌কে ভক্তিমিশ্র জ্ঞান নিরূপিত হইলেও তন্মধ্যে ভঙ্গীসহকারে কেবলা ভক্তির উৎকর্ষত্ব কথিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শরীর, জীবাত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞানের সাধন, জীব ও প্রকৃতির বিশেষ বিচার বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে কেবলা ভক্তি-দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি; তাহা ছাড়া

অহংগ্রহোপাসনাদি তিন প্রকার উপাসনার কথা কথিত হইয়াছে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে উক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগিগণের ভক্তিমিশ্র জ্ঞান হইতে মোক্ষ, সেই জ্ঞানের কথা সংক্ষেপে কথিত হইলেও পুনরায় ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞাদি বিচারপূর্ব্বক বর্ণন করিবার জন্য তৃতীয় ষট্‌ক আরম্ভ করিতেছেন।।১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীগীতা গ্রন্থে অষ্টাদশটী অধ্যায়; তিন ষট্‌কে বিভক্ত। প্রথম ষট্‌কে অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, ভক্তিমিশ্র জ্ঞান, জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞানোপযোগী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে কেবলা ভক্তির মহিমা, পরা ও অপরা প্রকৃতির বিচার, ভগবৎ স্বরূপ মহিমা, ভক্ত স্বরূপ মহিমা, বিভিন্ন উপাসকগণের মধ্যে অনন্য ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তৃতীয় ষট্‌কে অর্থাৎ তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতির বিচার আরম্ভ মুখে পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান সবিস্তারে বর্ণন পূর্ব্বক সর্ব্বশেষ অষ্ঠাদশ অধ্যায়ে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশও বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জ্জুন প্রকৃতি পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতির তত্ত্ব জিজ্ঞাসামুখে প্রশ্ন করিতেছেন। এই প্রশ্নমূলক প্রথম শ্লোকটী কোন কোন টীকাকার গণনা করেন নাই।।১।।

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ।।২।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ বলিলেন) কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) ইদং শরীরং (এই শরীর) ক্ষেত্রম্ ইতি (ক্ষেত্র বলিয়া) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়। যঃ (যিনি) এতৎ (এই দেহকে) বেত্তি (জানেন) তং (তাহাকে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ববিৎগণ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি (ক্ষেত্রজ্ঞ এই নামে) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন)।।২।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে কৌন্তেয়! এই দেহ ক্ষেত্র নামে অভিহিত, যিনি এই দেহকে জানেন, তাঁহাকে তত্ত্ববিৎগণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন।।২।।

বিশ্বনাথ—তত্র কিং ক্ষেত্রং কঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—

ইদমিতি। ইদং সেন্দ্রিয়ং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রং, সংসারবৃক্ষস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ। তদ্ যো বেত্তি বন্ধদশায়ামহং-মমেত্যভিমন্যমানং স্বসম্বন্ধিত্বেন এব জানাতি। মোক্ষদশায়ান্তু অহং-মমেত্যভিমানরহিতঃ স্বসম্বন্ধরহিতমেব যো জানাতি, তম্ উভয়াবস্থং জীবং ক্ষেত্রজ্ঞমিতি প্রাহুঃ,—কৃষীবলবৎ স এব ক্ষেত্রজ্ঞস্তৎফলভোক্তা চ; যদুক্তং ভগবতা— "অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ। হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্।।" অস্যার্থঃ—গৃধ্যন্তীতি গৃধ্রাঃ গ্রামেচরাঃ বদ্ধজীবাঃ অস্য বৃক্ষস্যৈকং ফলং দুঃখম্ অদন্তি, পরিণামতঃ স্বর্গাদেরপি দুঃখরূপত্বাৎ; অরণ্যবাসা হংসা মুক্তজীবা একফলং সুখমদন্তি সর্ব্বথা সুখরূপস্য অপবর্গস্যাপি এতজ্জন্যত্বাৎ। এবমেকমপি সংসারবৃক্ষং বহুবিধনরকস্বর্গাপবর্গপ্রাপকত্বাদ্বহুরূপং মায়াশক্তিসমুদ্ভূতত্বাৎ মায়াময়ম্। ইজ্যৈঃ পূজ্যৈগুরুভিঃ কৃত্বা যো বেদেতি তদ্বিদঃ ক্ষেত্র- ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বে-দিতারঃ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ইদম্' ইত্যাদি। 'ইদং'—সেন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ সহিত 'শরীরং'—ভোগায়তন 'ক্ষেত্রং'—সংসার বৃক্ষের প্ররোহভূমি। 'তদ্ যো বেত্তি'—বন্ধনদশায় 'আমি', 'আমার' অভিমান নিজসম্বন্ধেই জানে। কিন্তু মোক্ষদশায় 'আমিও 'আমার' অভিমান রহিত অর্থাৎ নিজসম্বন্ধ রহিতই যিনি জানেন 'তং'—উভয় অবস্থার জীবকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলে,—কৃষকের ন্যায় তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ ও তৎফলভোক্তা। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ—১১।১২।২৩)।

তাহার অর্থ—গ্রহণ করে এই অর্থে গৃধ্র অর্থাৎ গ্রামেচর বদ্ধজীব এই বৃক্ষের এক ফল—দুঃখ ভোজন করে, স্বর্গাদিরও পরিণামে দুঃখরূপ বলিয়া, অরণ্যবাস—হংস মুক্তজীব এক ফল সুখ ভোজন করে—অপবর্গ সর্ব্বথা সুখরূপ বলিয়া। এই প্রকার একই সংসারবৃক্ষ বহুবিধ নরক, স্বর্গ, অপবর্গ প্রাপক বলিয়া বহুরূপ, মায়াশক্তিসমুদ্ভুত বলিয়া মায়াময়। 'ইজ্যৈঃ'—পূজ্য গুরু করণ করিয়া যিনি জানেন, তিনি 'তদ্বিদঃ'—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বেত্তা।।২।।

অনুবর্ষিণী—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—বদ্ধজীবের ভোগায়তন প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সহ এই শরীরকেই 'ক্ষেত্র' বলা হয় এবং যিনি এই দেহকে বদ্ধাবস্থায় ভোগসাধক ও মোক্ষদশায় মোক্ষসাধনোপায় বলিয়া জানেন, এই উভয় অবস্থায় অবস্থিত জীবকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়; কিন্তু যিনি দেহেই আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, তিনি দেহের তত্ত্ব অবগত নহেন বলিয়া, ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন। শ্রীবলদেবের টীকায় পাওয়া যায়,—'শরীরাত্মবাদী তু ক্ষেত্রজ্ঞো ন,—ক্ষেত্রত্বেন তজ্জ্ঞানাভাবাৎ।' যিনি এই দেহকে আত্মাভিমান করতঃ ইহাকে একমাত্র ভোগসাধক মনে করিয়া প্রাকৃত অভিমানে সংসারাবদ্ধ হন, তিনি কেবল দুঃখই লাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি প্রাকৃত অভিমান রহিত হইয়া এই দেহে শ্রীহরিভজন আরম্ভ করেন, তিনি ক্রমশঃ মোক্ষসুখ ও ভগবৎ সেবানন্দ-লাভে পরিতৃপ্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

'অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ' (১১।১২।২৩) অর্থাৎ গৃধ্র অর্থে কামী গৃহস্থগণ ইহার দুঃখরূপ ফল এবং হংস অর্থাৎ বিবেকী সন্ন্যাসীগণ ইহার সুখরূপ ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২।২৭-২৮ শ্লোকএবং গীঃ—১৫।১-২ শ্লোকও আলোচ্য।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—"ভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন, আমি তোমাকে পরম রহস্য-স্বরূপ ভক্তিতত্ত্ব স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য প্রথমে আত্মার 'স্বরূপ' এবং বদ্ধজীবের কর্ম্মসকল ব্যাখ্যা করিয়াছি। নিরুপাধিকভক্তিস্বরূপও বলিলাম;তাহাতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ অভিধেয় বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি বিজ্ঞান-বিচার দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতেছি, তাহা শ্রবণ করতঃ তোমার নিরুপাধিক-ভক্তিতত্ত্বে অধিকতর দার্ঢ্য হইবে। যখন ব্রহ্মাকে আমি ভাগবত-শাস্ত্রের মূল চতুঃশ্লোকী বলিয়াছিলাম, তখনও 'জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।।' এই বাক্যদ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ,—এই চারিটী বিষয়ের উপদেশ দিই, এই চারিটী বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিলে রহস্যোদয় হয় না।

অতএব তোমাকেও বিজ্ঞান উপদেশ পূর্ব্বক রহস্যোপযোগিনী বুদ্ধি অর্পণ করিতেছি। বিশুদ্ধ ভক্তি উদিত হইলে অহৈতুক জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহজেই উদিত হয়। তুমি ভক্তি আচরণ পূর্ব্বক ঐ দুইটি আনুষঙ্গিক ফল অনুভব কর। হে কৌন্তেয়, এ শরীরের নামই 'ক্ষেত্র'; যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হন, তিনিই 'ক্ষেত্রজ্ঞ"।।২।।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম।।৩।।

অন্বয়—ভারত! (হে ভারত) সর্ব্বক্ষেত্রেষু (সর্ব্বক্ষেত্রে) মাং চ অপি (আমাকেই) ক্ষেত্রজ্ঞম্ (ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (দেহরূপ ক্ষেত্র, জীব ও ঈশ্বররূপ ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের) যৎ জ্ঞানং (যে তত্ত্বজ্ঞান) তৎ জ্ঞানম্ (সেই জ্ঞান) মম মতং (আমার অভিমত) ।।৩।।

অনুবাদ—হে ভারত! যাবতীয় ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার সম্মত।।৩।।

বিশ্বনাথ—এবং ক্ষেত্রজ্ঞানাৎ জীবাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমুক্তং, পরমাত্মনস্তু ততোহপি কার্ৎস্নেন সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। সর্ব্বক্ষেত্রেষু নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতং মাং পরমাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি। জীবানাংপ্রত্যেকমেকৈকক্ষেত্রজ্ঞানাং, তদপি ন কৃৎস্নম্। মমত্বেকস্যৈব সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞত্বং কৃৎস্নমেবেতি বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। কিং জ্ঞানমিত্যপেক্ষায়ামাহ—ক্ষেত্রেণ সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োজীবাত্মপর-মাত্মনোর্যজ্জ্ঞানং ক্ষেত্রজীবাত্মপরমাত্মানাং যজ্জ্ঞানমিত্যর্থঃ। তদেবজ্ঞানং মম মতং সম্মতং চ। তত্র 'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ' ইত্যুত্তরগ্রন্থবিরোধাৎ বাখ্যান্তরেণৈকাত্মবাদপক্ষো নানুকর্ত্তব্যঃ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে ক্ষেত্রজ্ঞান হইতে জীবাত্মার ক্ষেত্রজ্ঞত্ব কথিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইতেও সাকল্যে পরমাত্মার সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞত্বহেতু ক্ষেত্রজ্ঞত্ব বলিতেছেন—'ক্ষেত্রজ্ঞম্' ইত্যাদি। সর্ব্বক্ষেত্রে নিয়ন্তৃরূপে স্থিত পরমাত্মা আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান। জীবসমূহ প্রত্যেকে এক এক

ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ নহে। কিন্তু আমি একাকীই সর্ব্বক্ষেত্রের সম্পূর্ণ ক্ষেত্রজ্ঞ এই বিশেষ জানিতে হইবে। জ্ঞান কি? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—ক্ষেত্রসহ ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে জ্ঞান অর্থাৎ ক্ষেত্র, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে জ্ঞান, এই অর্থ। তাহাই জ্ঞান 'মম মতং'—আমার সম্মত এবং সেখানে 'কিন্তু উক্ত পুরুষদ্বয় হইতে উত্তম পুরুষকে পরমাত্মা বলা হয়।' গীঃ—১৫।১৭ এই গ্রন্থে উত্তর ভাগস্থিত বাক্যের বিরোধহেতু ব্যাখ্যান্তরে একাত্মবাদ অনুকরণীয় নহে।। ৩।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্ব শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে দেহাবস্থিত জীব বা দেহীকে বুঝাইলেও বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা ও পরমাত্মারূপ নিজেকেই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবার উপদেশ করিতেছেন। শ্রীল বলদেবের টীকার মর্ম্মেও পাই,—"জীব সমূহ নিজ ভোগ-মোক্ষ সাধন ভূমিস্বরূপে নিজ নিজ ক্ষেত্রের জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াও প্রজার ন্যায় অবস্থান করে;আর আমি কিন্তু একাই সেই সকলের নিয়ামক ও ভর্ত্তারূপে সকল ক্ষেত্রকেই অবগত হইয়া সর্ব্বত্র ক্ষেত্রজ্ঞ রাজার ন্যায় অবস্থিত থাকি।"

স্মৃতিতেও পাওয়া যায়—"ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভে। তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।।" অর্থাৎ শরীর সমূহ ক্ষেত্রস্বরূপ এবং শুভাশুভ তাহার বীজস্বরূপ, সেই যোগাত্মা পুরুষ সেই সকলের তত্ত্ব অবগত আছেন, তজ্জন্য তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া য়ায়,—"ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে"।। (৮।৩।১৩) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন,—"ক্ষেত্রং দেহদ্বয়ং তত্ত্বেন জানাতীতি ক্ষেত্রজ্ঞোঽন্তর্যামী।" এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র পাওয়া যায়—"ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানামিতি" (৮।১৭।১১) এবং "চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্ত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্ যদা।" (৩।২৬।৭০)।

দেহরূপ ক্ষেত্র ও তাহার বেত্তা উভয় অবস্থায় অবস্থিত জীবাত্মা এবং সর্ব্বান্তর্যামী মূল ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া

শ্রীভগবানের অভিমত। পরমাত্মা কিন্তু স্বরূপতঃ ক্ষর অর্থাৎ বদ্ধজীব ও অক্ষর—মুক্তজীব হইতে ভিন্ন বা অন্য—(গীঃ—১৫।১৭ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য) সুতরাং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একাত্মবাদ অর্থাৎ কেবল অভেদ বিচার কোনমতেই জ্ঞান সম্মত নহে। ক্ষেত্রজ্ঞ জীব শুদ্ধ স্বরূপে চিদংশে শ্রীভগবানের স্বজাতীয় বিভিন্নাংশ, এই বিচারে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ও ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা নিত্য ভেদ সত্ত্বেও কোথাও কোথাও একাত্মতা কথিত হইয়াছে।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-বিচারে তিনটী তত্ত্ব দেখিতে পাইবে; সেই তিনটী তত্ত্বের নাম—'ঈশ্বর', 'জীব' ও 'জড়'। যেমত একটি একটি শরীরে জীবাত্মারূপ একটি একটি ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তদ্রূপ আমাকেই সমস্ত জড়জগতে প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ রূপ 'ঈশ্বর' বলিয়া জানিবে। আমার ঐশী শক্তিদ্বারা আমি—পরমাত্মারূপে সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ। এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার পূর্ব্বক যাঁহাদের ত্রিতত্ত্ব-বোধ হয়, তাঁহাদের জ্ঞানই 'বিজ্ঞান'।।৩।।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু।।৪।।

অন্বয়—তৎ ক্ষেত্রম্ (সেই ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা) যাদৃক্ চ (এবং যে-প্রকার) যৎ বিকারি (যেরূপ বিকার যুক্ত) যতঃ যৎ চ (এবং যাহা হইতে যে কারণে উৎপন্ন যাহা) সঃ চ যঃ (সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যে প্রকার স্বরূপ বিশিষ্ট) যৎ প্রভাবঃ চ (এবং যেরূপ প্রভাব সম্পন্ন) তৎ (তাহা) সমাসেন (সংক্ষেপে) মে (আমার নিকট হইতে) শৃণু (শ্রবণ কর)।।৪।।

অনুবাদ—সেই ক্ষেত্র কি, তাহা কি প্রকার, তাহার বিকার কিরূপ, তাহা যে প্রয়োজনে যাহা হইতে উৎপন্ন এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যেরূপ স্বরূপ-বিশিষ্ট, যেরূপ প্রভাব সম্পন্ন, সেই সকল সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর।।৪।।

বিশ্বনাথ—সংক্ষেপেনোক্তমর্থং বিবরিতুমারভতে—তৎ ক্ষেত্রং শরীরং যচ্চ মহাভূতপ্রাণেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতরূপং যাদৃক্ যাদৃশমিচ্ছাদিধর্ম্মকং যদ্বিকারি বৈরিপ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তং যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদুদ্ভূতং যদিতি যৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ। স ক্ষেত্রজ্ঞো—জীবাত্মা

পরমাত্মা চ। যৎতদিতি নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চেতি 'একশেষঃ'। সমাসেন সংক্ষেপেন।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—সংক্ষেপে কথিত অর্থ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিতেছেন—'তৎ ক্ষেত্রং' শরীর 'যচ্চ'—মহাভূত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি সংঘাতরূপ, 'যাদৃক্'—যে প্রকার ইচ্ছাদি ধর্ম্মযুক্ত,'যদ্বিকারি'—বৈরি-প্রিয়াদি বিকার যুক্ত, 'যতশ্চ'—প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইতে উদ্ভুত, 'যৎ'—স্থাবর জঙ্গমাদিরূপে ভিন্ন। 'স ক্ষেত্রজ্ঞঃ'—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। 'যৎ তৎ'—এখানে ব্যাকরণে 'ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন অন্য লিঙ্গের সহিত ক্লীবলিঙ্গ উক্ত হইলে ক্লীবলিঙ্গই অবশিষ্ট থাকে এবং তাহা একত্ব প্রাপ্ত হয়।' ইহা 'একশেষ' 'সমাসেন'—সংক্ষেপে।।৪।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বিশদরূপে বর্ণনাভিপ্রায়ে এই শ্লোক বলিতেছেন। ইহাতে ক্ষেত্রস্থলে ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞ স্থলে যে ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার তাহা কেবল ব্যাকরণগত—ইহাই জানিতে হইবে। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মধ্যে সেই পাণিনিসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এখানে সেই ক্ষেত্র কি? তাহা কিরূপ প্রকার বিশিষ্ট? তাহা কিরূপ বিকারযুক্ত? যাহা হইতে যে প্রয়োজনে উৎপন্ন, এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা জীবলক্ষণ এবং পরেশ লক্ষণ, যে স্বরূপ বিশিষ্ট ও যেরূপ প্রভাব বা শক্তি বিশিষ্ট তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর।।৪।।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।।৫।।

অন্বয়—ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্ত্তৃক) বহুধা (বহুপ্রকারে) গীতং (বর্ণিত হইয়াছে) বিবিধৈঃ (বিভিন্ন) ছন্দোভিঃ (বেদবাক্য দ্বারা) পৃথক্ (পৃথক্ ভাবে) (গীতং—কীর্ত্তিত) হেতুমদ্ভিঃ চ (এবং যুক্তিপূর্ণ) বিনিশ্চিতৈঃ (নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যুক্ত) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এব (বেদান্ত বাক্য সমূহের দ্বারাও) (গীতং—কীর্ত্তিত)।।৫।।

অনুবাদ—ঋষিগণ কর্ত্তৃক সেই তত্ত্ব বহু প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, বিবিধ বেদবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং যুক্তিপূর্ণ,

নিশ্চিত সিদ্ধান্তযুক্ত বাক্যে ব্রহ্মসূত্রপদের দ্বারাও কীর্ত্তিত হইয়াছে।।৫।।

বিশ্বনাথ—কৈর্বিস্তরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ছন্দোভির্বেদৈশ্চ। ব্রহ্মসূত্রাণি—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি তান্যেব শব্দানি ব্রহ্ম পদ্যতে জ্ঞায়তে এভিরিতি তানি তথা তৈঃ কীদৃশৈর্হেতুমদ্ভিঃ, "ইক্ষর্তেনাশব্দম্" "আনন্দময়োঽ-ভ্যাসাৎ" ইতি যুক্তিমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ বিশেষতো নিশ্চিতার্থৈঃ।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—কাহারা বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছিলেন যাহার ইহা সংক্ষেপ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'ঋষিভিঃ'—বশিষ্ঠাদি যোগশাস্ত্র সমূহে, 'ছন্দোভিঃ'—বেদসর্মূহ। 'ব্রহ্মসূত্রাণি'—'অনন্তর এই নিমিত্তই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' (ব্রঃ, সূঃ ১।১।১) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রগুলি, সেইগুলি দ্বারা ব্রহ্ম নিশ্চিত হয় বলিয়া 'পদ' নামে অভিহিত, আর তাঁহারা কি প্রকার? 'হেতুমদ্ভিঃ'—হৈতুকগণ দ্বারা দর্শনহেতু ব্রহ্মশব্দের অবাচ্য নহে' (ব্রঃ সূঃ ১।১।৫) 'শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ অবিশেষে উল্লেখ হেতু সেই ব্রহ্মই আনন্দময়'—(ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) ইত্যাদি যুক্তিমদ্গণের দ্বারা বিশেষভাবে নিশ্চিত অর্থসমূহের দ্বারা।।৫।।

অনুবর্ষিণী—সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া পরাশরাদি ঋষিগণ বহুপ্রকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদবাক্য দ্বারা বিবিধ প্রকারে তাহা পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যুক্তিপূর্ণ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বাক্য ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রও তাহার যাথাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, অথবা যুক্তিবাদিগণও ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন। তাহাই এক্ষণে শ্রীভগবান্ সংক্ষেপে বর্ণন করিতে চাহিতেছেন।

শ্রীমদ্‌বলদেবের টীকায় ঋষিগণের, বেদসমূহের এবং ব্রহ্মসূত্র সমূহের কীর্ত্তিত প্রমাণ শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন যথা—

"ঋষিগণ—'অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যাম পার্থিব। গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোঽপি যাত্যয়ম্।। কর্ম্মবশ্যা গুণা হ্যেতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে। অবিদ্যা সঞ্চিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষুজন্তুষু।। আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।।"

বেদসমূহ,—যজুঃ শাখা—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ"

ইত্যাদিনা 'ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' ইত্যন্তেনান্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াঃ পঞ্চ পুরুষাঃ পঠিতাস্তেষ্বন্নময়াদিত্রয়ং জড়ং ক্ষেত্রস্বরূপং, ততো ভিন্নো বিজ্ঞানময়ো জীবস্তস্য ভোক্তেতি জীবক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপং, তস্মাচ্চ ভিন্নঃ সর্ব্বান্তর আনন্দময় ইতীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপমুক্তম্।' (তৈত্তরীয় ২য় বল্লী)

বেদান্ত বাক্যে—ক্ষেত্রস্বরূপ—"ন বিয়দশ্রুতেঃ"—ব্রঃ সূঃ ২।৩।১

জীবস্বরূপ—"নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ"—ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৮

ঈশ্বরস্বরূপ—"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ"—ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪০ ইত্যাদি।।৫।।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।।৬।।
ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্।।৭।।

অন্বয়—মহাভূতানি (মহাভূত সকল) অহঙ্কারঃ (অহঙ্কার) বুদ্ধিঃ, অব্যক্তম্ এব চ (এবং অব্যক্ত প্রকৃতি) দশ ইন্দ্রিয়াণি (দশ ইন্দ্রিয়) একং চ (এবং এক মন) পঞ্চ চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ (পঞ্চ শব্দস্পর্শাদি বিষয়) ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং দুঃখং সংঘাতঃ (শরীর) চেতনা (জ্ঞান) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) এতৎ (এই) সবিকারং (বিকার সহিত) ক্ষেত্রং সমাসেন (সংক্ষেপে) উদাহৃতম্ (কথিত হইল)।।৬-৭।।

অনুবাদ—পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার তত্ত্ব, বুদ্ধি তত্ত্ব এবং প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, রূপ-রসাদি পঞ্চ তন্মাত্র, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞান, ধৈর্য্য—এই সকল বিকার সহিত ক্ষেত্ররূপে সংক্ষেপে কথিত হইল।। ৬-৭।।

বিশ্বনাথ—তত্র ক্ষেত্রস্য স্বরূপমাহ—'মহাভূতানি' আকাশাদীনি, অহংঙ্কারস্তৎকারণং বুদ্ধির্বিজ্ঞানাত্মকং, মহত্তত্ত্বমহঙ্কারকারণম্, অব্যক্তং প্রকৃতির্মহত্তত্ত্বকারণম্, ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি দশ, একঞ্চ মনঃ, ইন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চশব্দাদয়ো বিষয়াঃ। —তদেবং চতুর্ব্বিংশ-তিতত্ত্বাত্মকমিতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ;সংঘাতঃ পঞ্চমহাভূতপরিণামো দেহঃ, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতিঃধৈর্য্যম্;—ইচ্ছাদয়শ্চৈতে মনোধর্ম্মা

এব, ন ত্বাত্মধর্ম্মাঃ। অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব উপলক্ষণং চ এতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্;—তথা চ শ্রুতিঃ—"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাধৃতিহ্রীর্ধী-ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং—সবিকারং জন্মাদিষড়্‌বিকারসহিতম্।।৬-৭।।

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর ক্ষেত্রের স্বরূপ বলিতেছেন—'মহাভূতানি'—আকাশাদি, 'অহঙ্কারঃ' তাহাদের কারণ, 'বুদ্ধিঃ'—বিজ্ঞানাত্মক, 'মহত্তত্ত্ব' অহঙ্কারের কারণ, 'অব্যক্তং'—প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বের কারণ,'ইন্দ্রিয়াণি'—শ্রোত্রাদি দশ, এবং 'একঞ্চ'— মন, 'ইন্দ্রিয়গোচরাঃ'—শব্দাদি পঞ্চ বিষয়সমূহ—তাহাই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব কথিত হইল। ইচ্ছাদি—প্রসিদ্ধ, 'সংঘাতঃ'—পঞ্চ মহাভূতের পরিণাম দেহ, 'চেতনা'—জ্ঞানময় মনোবৃত্তি, 'ধৃতিঃ'—ধৈর্য্য, ইচ্ছাদি মনোধর্ম্মই, কিন্তু আত্মধর্ম্ম নহে। অতএব এই লক্ষণ ক্ষেত্রেরই অন্তর্গত এবং ইহা দ্বারা সংকল্পাদিও উপলক্ষিত হইল। শ্রুতি প্রমাণ—'কাম, সঙ্কল্প, সন্দেহ, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, বিরক্তি, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয়—এ সকলগুলিই মন'। ইহা দ্বারা যে প্রকার পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত, এই ক্ষেত্রে সেই ধর্ম্মগুলি প্রদর্শিত হইল। 'এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারম্'—এই ক্ষেত্র জন্মাদি ষড়বিকার সহিত।।৬-৭।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবান্ ক্ষেত্রের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন পঞ্চতন্মাত্র—এই চব্বিশ তত্ত্ব এবং ইচ্ছা, দ্বেষ,সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি প্রভৃতি বিচার সমূহের সমষ্টিই সংক্ষেপে ক্ষেত্রের পরিচয়। এই সকলের দ্বারা ক্ষেত্রের উপাদান, আশ্রিত ধর্ম্ম, বিকার, প্রয়োজন ও উদ্ভব, পরিণাম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—

"সেই সমস্ত ঋষিবাক্য, বেদবাক্য ও বেদান্তসূত্র বাক্য হইতে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ,—এই পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বের কারণ প্রকৃতি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ প্রভৃতি দশটি বাহ্যেন্দ্রিয়, মনোরূপ একটী অন্তরিন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি বিষয়, এবম্ভূত চব্বিশটি প্রাকৃত

তত্ত্বই 'ক্ষেত্র'। এই চব্বিশ তত্ত্ব আলোচনা করিলে 'ক্ষেত্র' কি এবং তাহা কি প্রকার, তাহা জানিবে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের পরিণামরূপ দেহব্যাপার, চেতনা অর্থাৎ চিদাভাসরূপ মনোবৃত্তি, ধৃতি প্রভৃতিকে ক্ষেত্রের 'বিকার' বলিয়া জানিবে; অতএব তাহাও ক্ষেত্র'।" ৬-৭।।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।।৮।।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্।।৯।।
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।।১০।।
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।।১১।।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা।।১২।।

অন্বয়—অমানিত্বম্ (মানশূন্যতা) অদম্ভিত্বম্ (দম্ভহীনতা) অহিংসা, ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জ্জবম্ (সরলতা) আচার্য্যোপাসনং (সদ্গুরুসেবা) শৌচং (বাহ্য ও অভ্যন্তরের পবিত্রতা) স্থৈর্য্যম্ (স্থিরচিত্ততা) আত্মবিনিগ্রহঃ (দেহেন্দ্রিয় সংযম) ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং (শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-ভোগে বৈরাগ্য) অনহঙ্কার এব চ (এবং অহঙ্কার শূন্যত্ব) জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি—দুঃখদোষানুদর্শনম্ (জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, প্রভৃতিতে দুঃখ ও দোষদর্শন) পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদিতে) অসক্তিঃ (প্রীতি রহিত) অনভিষ্বঙ্গঃ (পুত্রাদির সুখ-দুঃখে নিজ আবেশাভাব) ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু (ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়প্রাপ্তিতে) নিত্যম্ (সর্ব্বদা) সমচিত্তত্বম্ চ (সমচিত্তবিশিষ্ট) ময়ি চ (এবং আমাতে) অনন্যযোগেন (ঐকান্তিক নিষ্ঠাযোগে) অব্যভিচারিণী (অহৈতুকী, স্থিরা) ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ (নির্জ্জনবাসপ্রিয়ত্ব) জনসংসদি (প্রাকৃত জনসঙ্ঘে) অরতিঃ (অরুচি) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং

(আত্মবিষয়ক জ্ঞানের নিত্য আলোচনা) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞান-প্রয়োজনের আলোচনা) ইতি এতৎ (এই সকল) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) প্রোক্তম্ (কথিত হইল) যৎ (যাহা) অতঃ (ইহা হইতে) অন্যথা (বিপরীত) (তৎ) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান)।।৮-১২।।

অনুবাদ—অমানিত্ব, দম্ভহীনতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, সদ্‌গুরুসেবা, শৌচ, স্থিরচিত্ততা, আত্মসংযম, ভোগবিষয়-বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষ চিন্তন, স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা ও অভিনিবেশ রাহিত্য, ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন, অনন্যনিষ্ঠার সহিত আমাতে ঐকান্তিকী ও অচঞ্চলা ভক্তি, নির্জ্জনবাস প্রিয়ত্ব, বহির্মুখ জনসঙ্গে অরুচি, আত্মবিষয়ক জ্ঞানের নিত্য আলোচনা, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অনুসন্ধান, এই সমস্ত জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, যাহা ইহার বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান।।৮-১২।।

বিশ্বনাথ—উক্ত লক্ষণাৎ ক্ষেত্রাৎ বিবিক্ততয়া জ্ঞেয়ৌ জীবাত্মা-পরমাত্মানৌ ক্ষেত্রজ্ঞৌ বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তজ্‌জ্ঞানস্য সাধনানি অমানিত্বাদীনি বিংশতিমাহ পঞ্চভিঃ। অত্র অষ্টাদশ ভক্তানাং জ্ঞানিনাঞ্চ সাধারণানি, কিন্তু ভক্তৈঃ 'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী' ইত্যেকমেব ভগবদনুভবসাধনত্বেন যত্নতঃ ক্রিয়তে। অন্যানি সপ্তদশ উক্তাভ্যাসবতাং তেষাং স্বতএবোৎপদ্যন্তে, ন তু তেষু যত্নঃ—ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ। অন্তিমে দ্বে তু জ্ঞানিনামসাধারণে এব। অত্র অমানিত্বাদীনি বিস্পষ্টার্থানি। 'শৌচং' বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ, তথা চ স্মৃতিঃ—"শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্।।" ইতি; 'আত্মনিগ্রহঃ' শরীরসংযমঃ; জন্মাদিষু দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনং পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনম্; 'অসক্তিঃ' পুত্রাদিষু প্রীতিত্যাগঃ; 'অনভিষ্বঙ্গঃ' পুত্রদীনাং সুখে দুঃখে চাহমেব সুখী দুঃখীত্যধ্যাসাভাবঃ; ইষ্টানিষ্টয়োর্ব্যবহারিকয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বম্; 'ময়ি' শ্যামসুন্দরাকারে, 'অনন্যযোগেন' জ্ঞানকর্ম্মতপোযোগাদ্যমিশ্রণেন ভক্তিঃ; চ-কারাৎ জ্ঞানাদিমিশ্রণপ্রাধান্যেন চ। আদ্যা ভক্তৈরনুষ্ঠেয়া, দ্বিতীয়া জ্ঞানিভিরিতি কেচিদন্যে তু অনন্যা

ভক্তির্যথাপ্রেম্নঃ সাধনং তথা পরমাত্মানুভবস্যাপীতি জ্ঞাপনার্থমত্র ষট্কেঽপ্যুক্তিরিতি ভক্ত্যা ব্যচক্ষ্যতে; জ্ঞানিনস্তু অনন্যেন যোগেন সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা ইতি। 'অব্যভিচারিণী'—প্রতিদিনমেব কর্ত্তব্যা, 'কেনাপি নিবারয়িতুমশক্যা' ইতি মধুসূদনসরস্বতী পাদাঃ। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানম্ 'অধ্যাত্মজ্ঞানং', তস্য নিত্যত্বং নিত্যানুষ্ঠেয়ত্বং পদার্থ-শুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং স্বাভীষ্টত্বেনালোচনমিত্যর্থঃ। এতদ্বিংশতিকং জ্ঞানং সাধারণ্যেন জীবাত্মপরমাত্মনোঃ জ্ঞানস্য সাধনম্; অসাধারণং পরমাত্মজ্ঞানং ত্বগ্রে বক্তব্যম্। ততোঽন্যথা অস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদিকম্।।৮-১২।।

বঙ্গানুবাদ—অমানিত্ব প্রভৃতি পঞ্চশ্লোকে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ ক্ষেত্র হইতে পৃথক্রূপে জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিষয় সবিস্তার বর্ণন করিতে, সেই জ্ঞানের অমানিত্ব প্রভৃতি বিংশতি সাধন বলিতেছেন। —অমানিত্বাদি অষ্টাদশ গুণ জ্ঞানী এবং ভক্ত উভয় পক্ষেই সাধারণ কিন্তু 'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী'—এই ভগবদুক্তি অনুসারে ভক্তগণের ভগবদনুভব সাধনের নিমিত্ত যত্ন সহকারে একনিষ্ঠ ভক্তি করা কর্ত্তব্য। কথিত (অব্যভিচারিণী) ভক্তি অভ্যাসবান্ ভক্তগণের সম্বন্ধে অমানিত্বাদি সপ্তদশগুণ স্বতঃই উদিত হয়, কিন্তু সেই সেই গুণলাভের জন্য যত্ন করিতে হয় না—ইহাই ভক্ত সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়। অন্তিমে যে দুইটী গুণ, তাহা কিন্তু জ্ঞানিগণের অসাধারণ ধর্ম্মই। এই শ্লোকে অমানিত্বাদির অর্থ বিশেষ স্পষ্টই। 'শৌচং'—বাহ্য ও আভ্যান্তর। স্মৃতিতে—'বাহ্য আভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুই প্রকার কথিত হয়। মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা বাহ্য ও ভাবশুদ্ধিকে আন্তরশৌচ বলা হয়।' 'আত্মবিনিগ্রহঃ'—শরীরসংযম;জন্মাদিতে দুঃখরূপ দোষের অনুদর্শন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা, 'অসক্তিঃ'—পুত্রাদিতে প্রীতিত্যাগ; 'অনভিষ্বঙ্গঃ'—পুত্রাদির সুখ দুঃখে আমি সুখী বা দুঃখী এইরূপ অধ্যাস বা আরোপের অভাব; 'ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু'—ব্যবহারিক বস্তুর উপপত্তি বা প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমান ভাব। 'ময়ি'—শ্যামসুন্দরাকারে, 'অনন্যযোগেন'—জ্ঞান-কর্ম্ম-তপ-যোগাদিদ্বারা অমিশ্র ভক্তি, চ-কার দ্বারা জ্ঞানাদিমিশ্র প্রধানীভূতা।

প্রথমোক্ত প্রকার ভক্তি ভক্তগণের অনুষ্ঠেয়া, দ্বিতীয়া জ্ঞানিগণের অবলম্বনীয়া—কোন কোন ভক্তের মতে। ভক্তগণ বলেন—অনন্যা ভক্তি যেরূপ প্রেমের সাধন—সেইরূপ পরমাত্মানুভবেরও অনুকূল, এই রহস্য জানাইবার জন্য এই ষট্‌কেও অব্যভিচারিণী ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল। কিন্তু জ্ঞানিগণের মতে অনন্যযোগে সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিদ্বারা। অব্যভিচারিণী অর্থাৎ প্রতিদিনই অনুষ্ঠেয়া। মধুসূদন সরস্বতীপাদ বলেন—কাহারও দ্বারা নিবারণ করিতে অশক্যা বা অসমর্থ। 'অধ্যাত্মজ্ঞানম্'—আত্মাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান জ্ঞান, তাহা নিত্য, নিত্য অনুষ্ঠেয় পদার্থশুদ্ধি নিষ্ঠত্ব, এই অর্থ। 'তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্'—তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন মোক্ষ দর্শন—তাহার নিজ অভীষ্ট বলিয়া আলোচনা এই অর্থ। এই বিংশতি জ্ঞান সাধারণ ভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞানের সাধন। অসাধারণ পরমাত্ম জ্ঞানের কথা পরে বক্তব্য। অতএব ততঃ 'অন্যথা'—ইহার বিপরীত, মানিত্বাদি।।৮-১২।।

অনু বর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র হইতে পৃথক্‌রূপে জ্ঞেয় জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে গিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞানের বিংশতি প্রকার সাধন গুণ পাঁচটী শ্লোকে বলিতেছেন। জ্ঞানিগণ অমানিত্বাদি গুণ সমূহকে সাধনরূপে আশ্রয় করিতে অভ্যাস করিলেও শ্রীভগবানে অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভে যত্নবান্ নহেন। কেহ যদি জ্ঞানিগণেও কিছু ভক্তি দর্শন করেন, তাহা কেবল জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্তই; উহা গুণীভূতা ভক্তিমাত্র বুঝিতে হইবে। যাবতীয় সাধনের মধ্যে অনন্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তিই মুখ্যা, উহা আশ্রয় করিতে পারিলেই অন্যান্য সাধনগুণ সমূহ স্বতঃই উদিত হয়। এই জন্য শুদ্ধ ভক্তগণ অনন্যা ভক্তিকেই স্বরূপ লক্ষণ রূপে অবলম্বন করেন; তখন তটস্থ লক্ষণ গুণ সমূহ আনুষঙ্গিক ভাবে তাঁহাদিগেতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রীভাগবতেও পাই,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।"—(৫।১৮।১২)।

শ্রীকপিলদেবের বাক্যেও পাই,—

"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ।।
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ।।" (ভাঃ ৩।২৫।২১-২২)।

এতদ্ব্যতীত শ্রীউদ্ধবসংবাদেও সাধুর লক্ষণ বর্ণনে পাওয়া যায়,—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্...ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ।। ভাঃ (১১।১১।২৯-৩২)।

ভক্তির লক্ষণ বর্ণনেও পাওয়া যায়,—

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্...তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে।। (ভাঃ ১১।১১।৩৪-৪১)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন শিক্ষায় পাওয়া যায়,—

সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে।।
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন।।
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্ গুণ।।
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।। (মধ্য ২২।৭২-৭৭)।

এই সকল সাধন গুণ সমূহকে ক্ষেত্রের বিকার মনে করা অত্যন্ত ভ্রম, এই সকলের বিপরীত মানিত্ব, দম্ভিত্ব প্রভৃতি কিন্তু অজ্ঞানই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"অমানিত্ব, দম্ভহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা, আচার্য্যোপাসন অর্থাৎ গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষদর্শন,

পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, পুত্রাদির সুখ-দুঃখে ঔদাসীন্য, সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব, আমাতে অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিক্ত (নির্জ্জন) স্থানে অবস্থিতি, জনাকীর্ণ-স্থানে অরুচি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্ব বুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনরূপ মোক্ষানুসন্ধান,—এই বিংশতি ব্যাপারকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'ক্ষেত্রবিকার' বলিয়া আশঙ্কা করে। বস্তুতঃ ইহারা—প্রত্যক্ জ্ঞানস্বরূপ; ইহাদ্গিকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ তত্ত্বলাভ হয়; ইহারা ক্ষেত্রের বিকার নয়, কিন্তু ক্ষেত্রবিকার-নাশক ঔষধস্বরূপ। এই বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে আমাতে অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তিই একমাত্র অবলম্বনীয়া। অন্য ঊনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর-ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা এবং চরমে জীবের অশুদ্ধক্ষেত্র নাশপূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ-ক্ষেত্রের উদয় সম্পাদন করে। ভক্তি দেবীর সিংহাসন-স্বরূপ ঐ ঊনবিংশতি ব্যাপারকে 'জ্ঞান' অর্থাৎ 'স-বিজ্ঞান জ্ঞান' বলিয়া জানিবে; আর যত কিছু আছে, সে সমুদায়ই অজ্ঞান।।" ৮-১২।।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।।১৩।।

অন্বয়—যৎ (যাহা) জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্য বিষয়) তৎ (তাহা) প্রবক্ষ্যামি (বলিব) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ হয়) তৎ (তাহা) অনাদি (নিত্য) মৎ-পরং (মদাশ্রিত) ব্রহ্ম (ব্রহ্মতত্ত্ব) ন সৎ (কার্য্যাতীত) ন অসৎ (কারণাতীত) উচ্যতে (বলা হয়)।।১৩।।

অনুবাদ—এক্ষণে যাহা জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহা বলিতেছি, যাহা জানিলে মোক্ষ লাভ হয়। সেই বস্তু অনাদি, মদাশ্রিত ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাকে কার্য্য বা কারণ বলা যায় না।।১৩।।

বিশ্বনাথ—এবং সাধনৈর্জ্জ্ঞেয়ো জীবাত্মা পরমাত্মা চ তত্র পরমাত্মৈব সর্ব্বগতো 'ব্রহ্ম' শব্দেনোচ্যতে। তচ্চ ব্রহ্ম 'নির্ব্বিশেষং' 'সবিশেষঞ্চ' ক্রমেণ জ্ঞানিভক্তয়োরুপাস্যম্। দেহগতোঽপি চতুর্ভুজত্বেন ধ্যেয়ঃ 'পরমাত্ম'-শব্দেনোচ্যতে। তত্র প্রথমং ব্রহ্মাহ—জ্ঞেয়মিতি। 'অনাদি' ন বিদ্যতে আদির্যস্য মৎস্বরূপত্বান্নিত্যমিত্যর্থঃ। 'মৎপরম্' অহমেব পর উৎকৃষ্ট আশ্রয়ো যস্য তৎ "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি মদগ্রিমোক্তেঃ। তদেব

কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তদ্ব্রহ্ম—ন সৎ, নাপ্যসৎ কার্য্যকারণাতীত-মিত্যর্থঃ।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার সাধন সমূহের দ্বারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা জ্ঞেয়। তাহার মধ্যে পরমাত্মাই সর্ব্বগত ব্রহ্মশব্দে কথিত হন। এবং সেই ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভেদে যথাক্রমে জ্ঞানী ও ভক্তের উপাস্য। দেহগত হইলেও চতুর্ভুজরূপে ধ্যেয় পরমাত্মাশব্দে কথিত হয়। তন্মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মের কথা বলিতেছেন—'জ্ঞেয়ম্' ইত্যাদি। 'অনাদি'—যাঁহার আদি নাই, আমার স্বরূপ বলিয়া নিত্য, এই অর্থ, 'মৎপরং'—'আমিই পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আশ্রয় যাহার—'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'—এই পরবর্ত্তী উক্তি হইতে। তাহা হইলে তাহা কি? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—সেই ব্রহ্ম—সৎও নহে, অসৎও নহে, অর্থাৎ কার্য্য-কারণের অতীত, এই অর্থ।।১৩।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ জ্ঞানের সাধন সমূহ বর্ণন পূর্ব্বক বর্ত্তমান শ্লোকে তৎ সাধ্য জ্ঞেয় পরতত্ত্বের বিষয়ে বর্ণন আরম্ভ করিতেছেন। সেই পরতত্ত্বকে জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়াই অবগত হন;আর শুদ্ধভক্তগণ কিন্তু অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তির আশ্রয়ের ফলে তাঁহাকে প্রাকৃত বিশেষ রহিত, অপ্রাকৃত নিত্য চিৎবিলাসপর-স্বরূপে তাঁহার নিত্য নাম, রূপ-গুণ ও লীলাদির সহিত অবগত হন। কোন কোন শ্রুতিতে তত্ত্ববস্তু নির্ব্বিশেষ বলিয়া বর্ণন করিলেও তাহার অভিপ্রায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন।। (মধ্য—৬।১৪১)

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র বচনেও পাওয়া যায়,—

"যা যা শ্রুতির্জ্জল্পতিনির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।

অর্থাৎ যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন।

'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেননা, জগতে সবিশেষ-তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব অনুভূত হয় না। —শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

এখানেও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণের 'জ্ঞেয় বস্তু' শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বলিয়া 'মৎপর' শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। "ব্রহ্মনো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (গীঃ—১৪।২৭) শ্লোকে ইহা পরে আরও বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

শাস্ত্রে অনেকস্থলে জীবকে ব্রহ্ম বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া জীব সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন নহেন, কেবল চিদ্রূপত্বেই অভিন্ন বলা হয়। নির্ব্বিশেষ-বাদ্গিণ যে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার বাসনায় আপনাদ্গিকে 'ব্রহ্ম' অভিমান করেন, তাহাও ঠিক নহে, পরন্তু অপরাধমাত্র। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশের মধ্যে পাই,—

"ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায়।
কি আশ্চর্য্য ক'ব কা'কে সদোপাস্য বল যাঁকে,
তাঁ'তে কেন আপনে মিশায়।।
বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কি ভূধর-রূপ পায়?
লাভমাত্র অপরাধ পরমার্থ হয় বাধ,
সাযুজ্যবাদীর হায় হায়।।
এ-হেন দুরন্ত বুদ্ধি, ত্যজি' কর সত্ত্বশুদ্ধি,
অন্বেষহ প্রীতির উপায়।
'সাযুজ্য'-'নির্ব্বাণ'-আদি শাস্ত্রে শব্দ দেখ যদি,
সে সব ভক্তির অঙ্গে যায়।।"

জীব কখনও ব্রহ্মের সহিত সম নহে, তবে যে গীতায় 'ব্রহ্মভূতঃ' 'ব্রহ্মভূয়ায়' কল্পতে, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বর্ত্তমান শ্লোকের টীকায় গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সুব্যক্ত করিয়াছেন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই জ্ঞেয় বস্তু হইলেও, পরমাত্মানুশীলনের দ্বারাই তদাশ্রিত জীবাত্ম-জ্ঞান লাভ হয়।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু বর্ত্তমান শ্লোকটীকে জীবপর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাঁহার টীকার মর্ম্মে পাই,—

"জীব অনাদি, মৎপর, ব্রহ্ম, সৎ ও অসতের অতীত।

অনাদি—আদি অর্থাৎ উৎপত্তি ও অন্ত নাই সুতরাং নিত্য। 'ন জায়তে ন ম্রিয়তেবা বিপশ্চিৎ" (কঠ শ্রুতি—১।২।১৮)

মৎপর—আমিই পর অর্থাৎ স্বামী যাহার সেই। 'প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতি-র্গুণেশঃ' (শ্বেতাশ্বর শ্রুতি—৬।১৬) 'দাসভূতো' হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন' (স্মৃতি) অর্থাৎ জীব হরিরই দাসভূত, অন্যের কখনও নহে।

ব্রহ্ম—অপহতপাপ্মত্বাদি বৃহৎ গুণাষ্টকের দ্বারা বিশিষ্ট। ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলেন—"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"। জীবে ব্রহ্ম শব্দ আরও পাওয়া যায়—'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ' (শ্রুতি)। 'স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' ও 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'—ইহার অর্থ গীতায় পরে পাওয়া যইবে।।

ন সৎ ন অসৎ—সেই বিশুদ্ধ জীবাত্ম-বস্তু কার্য্যকারণাত্মক অবস্থাদ্বয়বিরহিত কিন্তু পরমাণুচৈতন্য গুণাষ্টক বিশিষ্ট বলিয়া কথিত।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহা লিখিয়াছেন,—

"হে অর্জ্জুন, তোমাকে আমি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বলিলাম অর্থাৎ 'ক্ষেত্র' বলিলে যে শরীরকে বুঝায়, তাহার স্বরূপ, বিকার ও বিকারঘ্ন প্রক্রিয়া বলিলাম; সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, তাহাও বলিলাম। সম্প্রতি সেই বিজ্ঞান-দ্বারা যে তত্ত্ব জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই জ্ঞেয় বস্তু—অনাদি, মৎপর অর্থাৎ আমার আশ্রিত তত্ত্ব এবং সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত 'ব্রহ্ম'। তাহা অবগত হইলে মদ্ভক্তিরূপ অমৃত ভোগ হয়"।।১৩।।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।১৪।।

অন্বয়—তৎ (সেই ব্রহ্ম) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত) পাণিপাদং (করচরণবিশিষ্ট)

সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) অক্ষিশিরোমুখম্ (চক্ষু, মস্তক ও মুখযুক্ত) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্ব্বত্র কর্ণযুক্ত) লোকে (জগতে) সর্ব্বম্ আবৃত্য (সর্ব্ববস্তুকে ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থিত আছেন)।।১৪।।

অনুবাদ—সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র নেত্র, মস্তক ও মুখযুক্ত, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, জগতে সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত আছেন।।১৪।।

বিশ্বনাথ—নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি-শ্রুতিবিরুধ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য স্বরূপতঃ কার্য্যকারণাতীতত্বেঽপি শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ কার্য্যকারণাত্মকমপি তদিত্যাহ—সর্ব্বত এব পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, ব্রহ্মাদিপিপীলিকান্তানাং পাণিপাদবৃন্দৈঃ সর্ব্বত্রদৃষ্টৈরেব তদ্ব্রহ্মৈবাসংখ্যপাণিপাদৈর্য্যুক্তমিত্যর্থঃ। এবমেব সর্ব্বতোঽক্ষীত্যাদি।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল, এইরূপে ব্রহ্মের সৎ ও অসৎ হইতে পার্থক্য হইলে 'এই সমস্তই ব্রহ্ম' (ছাঃ—৩।১৪।১) 'ব্রহ্মই সকল'—ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ আপত্তি হয়। তাহা আশঙ্কা করিয়া স্বরূপতঃ কার্য্যকারণ অতীত হইলেও শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ বলিয়া সেই ব্রহ্ম কার্য্যকারণাত্মক, তাহাই বলিতেছেন—তাঁহার সর্ব্বস্থানে হস্ত ও পাদসমূহ রহিয়াছে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র দৃষ্ট, ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সকলের হস্ত ও পদসমূহ দ্বারা সেই ব্রহ্মই অসংখ্য হস্ত ও পাদযুক্ত এই অর্থ। এই প্রকারে 'সর্ব্বতোঽক্ষি' প্রভৃতি জানিতে হইবে।।১৪।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্ব শ্লোকে 'ব্রহ্ম'কে সৎ ও অসৎএর অতীত অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের অতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে শ্রুতি কথিত 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং 'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্' বাক্যের সার্থকতা কোথায়? তদুত্তরে বেদান্তে বর্ণিত 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ'—সূত্রানুযায়ী শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ কার্যকারণের অতীত হইলেও, শক্তির কার্য তাঁহারই কার্য্য এই বিচারে—জগদাদি সকলই তাঁহার শক্তির পরিণাম হেতু, তিনি এক প্রকারে কার্য্যকারণাত্মকই; তাহা বুঝাইতে গিয়া বর্ত্তমান শ্লোক বলিতেছেন।

সেই 'ব্রহ্মবস্তু' বৃহত্ব হেতু সর্ব্বব্যাপক বলিয়া তদন্তর্ভুক্ত তদাশ্রিত জীবসমূহের হস্ত-চরণাদিক্রমে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বিরাজমান।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রী মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীঅদ্বৈত সমীপে 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ' শ্লোকের পাঠ-সংশোধন বিষয় আলোচ্য।

"প্রভু বলে,—'সর্ব্বপাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে।।
সম্প্রদায়-অনুরোধে সবে মন্দ পড়ে।
'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ'—এই পাঠ নড়ে।।
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।
'সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ'—এই সত্য পাঠ।।"

চৈঃ ভাঃ মধ্য—১০।১২৮-১৩০।

শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের ভাষ্যে পাই,—"নির্ব্বিশেষবাদী "সর্ব্বতঃ" পাঠ রক্ষা করিয়া উহা 'সর্ব্বত্র' অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। সবিশেষবাদী ভগবত্তার স্বরূপ স্বীকার করেন। নির্ব্বিশেষবাদী জগন্মিথ্যাত্ববাদের পক্ষ গ্রহণ করায় ভগবৎস্বরূপের পাণি-পাদ-কর্ণ-চক্ষু-শিরঃ ও বদনের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচারে বহির্দ্দর্শনে যে প্রকার ভোগ্যরূপসমূহ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত সেবনোপযোগী নিত্যভাবে সেব্যেন্দ্রিয়-সমূহের উপলব্ধি ঘটে। মহাভাগবত সর্ব্বত্র ভগবানের পুরুষোত্তমতা ও হৃষীকেশত্ব দর্শন করেন। তাঁহারা বহির্জ্জগতের ভোগ্য-ভাবসমূহ দর্শনের পরিবর্ত্তে পুরুষোত্তমের ভোক্তৃত্বের করণসমূহ দেখিয়া থাকেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রপঞ্চকে ভগবৎ স্বরূপের স্থূল শরীর বিচার করেন, অথবা কেবলাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্রাপঞ্চিক দর্শনের স্বীকারবিরোধী, অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম সূক্ষ্ম-দর্শনে সেরূপ ধারণার আবশ্যকতা নাই। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচন দ্বারা ভগবদ্ভক্তের নিকট সর্ব্বত্রই অঙ্গ -প্রত্যঙ্গাদি সহ নিত্যরূপ পরিদর্শনের ব্যাঘাত হয় না। সেবাবিমুখতার জন্য যে প্রাপঞ্চিক ভোগ-দর্শন, উহা নশ্বর জগতে সত্য হইলেও শুদ্ধ জীবাত্মার দর্শনে উহাতে অর্থের প্রতীতি নাই। জীবের অর্থই সেব্যে আশ্রিত। সুতরাং ভোগবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য জীব যেরূপ

জাগতিক ভোগের আবাহন করেন, সর্ব্বত্র সেইরূপ ভোগময় দর্শন করিতে হইবে না,—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। কর্ম্মবাদী তাহার অনর্থ থাকা কালে নশ্বর বস্তুকে 'ভোগ্য' জ্ঞান করেন এবং বিরাট রূপকে রূপক ও কাল্পনিক মনে করেন। আবার নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু প্রাপঞ্চিক রূপের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়-কল্পিত-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠানের নশ্বর-বাস্তবতায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বহির্জ্জগতে চিদানন্দ-দর্শন-রহিত হওয়ায়, শুদ্ধজীবে আনন্দরাহিত্য স্বীকার করায় এবং জড় জগতে সচ্চিদানন্দানুভূতির সম্বন্ধ নির্ণয়ে ভাবান্তর প্রকাশ করায় অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচার তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভগবৎশক্তিমত্তায় সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দানুভূতি বর্ত্তমান বলিবার জন্যই—"সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" শ্লোকের অবতারণা।"

শ্রীগীতার এই শ্লোকের অনুরূপ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে তৃতীয় অধ্যায়ে ষোড়শ সংখ্যক শ্লোক দৃষ্ট হয়।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"কিরণ সমূহ যেমন সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ আমার প্রভাবস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বৃহত্ত্বের সীমা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত অনন্তজীবের অবস্থান-স্বরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বত্র অনন্ত পাণি-পাদ ও অনন্ত চক্ষু-শির-মুখ-কর্ণ ইত্যাদি সংযুক্তরূপে সকলকেই আবৃত করিয়া বিরাজমান।।"১৪।।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।।১৫।।

অন্বয়—(তাহা) সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সকল ইন্দ্রিয়ের ও গুণের অবভাসক) সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং (প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-রহিত) অসক্তং (অনাসক্ত) সর্ব্বভৃৎ চ (সর্ব্বপালক) নির্গুণং (প্রাকৃত গুণরহিত) গুণভোক্তৃচ (ও ষড়ৈশ্বর্য্যের ভোক্তা)।।১৫।।

অনুবাদ—সেই জ্ঞেয় বস্তু সকল ইন্দ্রিয় ও গুণের প্রকাশক, কিন্তু স্বয়ং জড়েন্দ্রিয় রহিত, অনাসক্ত, কিন্তু সর্ব্বপালক; প্রাকৃত গুণরহিত অথচ অপ্রাকৃত ষড়ৈশ্বর্য্য গুণের আস্বাদক।।১৫।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি গুণান্ ইন্দ্রিয়বিষয়াংশ্চ আভাসয়তীতি

"তচ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ; যদ্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈর্গুণৈঃ শব্দাদিভিশ্চাভাসতে বিরাজতীতি তৎ; তদপি "সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিতং" প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদিরহিতম্; তথা চ শ্রুতিঃ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি, "পরাস্য শক্তির্ব্বহুধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ-স্বরূপশক্ত্যাস্পদত্বাদিতি ভাবঃ। 'অসক্তম্' আসক্তিশূন্যং, 'সর্ব্বভৃৎ' শ্রীবিষ্ণুস্বরূপেণ সর্ব্বপালকং, 'নির্গুণং' সত্ত্বাদিগুণরহিতাকারম্; কিঞ্চ, গুণভোক্তৃ-ত্রিগুণাতীত-'ভগ' শব্দবাচ্য-ষড়্গুণাস্বাদকম্।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—আরও সকল ইন্দ্রিয় গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয় সমূহের আভাস বা প্রকাশ করে। শ্রুতি বলেন—'চক্ষুর চক্ষু' (কেন ১।২), অথবা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ শব্দাদি দ্বারা প্রকাশ করে অর্থাৎ বিরাজ করে, তাহাও 'সর্ব্বেন্দ্রিয় বর্জ্জিতং'—প্রাকৃত ইন্দ্রিয় রহিত। শ্রুতি বলেন—'তাঁহার হস্তপদাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি গ্রহণ, গমন ও দর্শনাদি করেন' (শ্বেঃ ৩।৯) 'সেই ব্রহ্মের পরাশক্তি বিবিধ শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া শক্তি।' (শ্বেঃ ৬।৮) ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধ স্বরূপ শক্তির আস্পদত্ব হেতু, এই ভাব। 'অসক্তং'—আসক্তিশূন্য, 'সর্ব্বভৃৎ'—শ্রীবিষ্ণু স্বরূপে সকলের পালক, 'নির্গুণং'—সত্ত্বাদিগুণ রহিত আকার, আরও গুণভোক্তৃ অর্থাৎ গুণাতীত 'ভগ' শব্দ বাচ্য ষড়্গুণের আস্বাদক।।১৫।।

অনুবর্ষিণী—সেই ব্রহ্মবস্তু সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ বা বিষয়ের প্রকাশক। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"তচ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" (কেন ১।২)। তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় রহিত হইলেও অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" অর্থাৎ তাঁহার প্রাকৃত হস্তপদাদি না থাকিলেও তিনি গমনশীল ও গ্রহণক্ষম, প্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণ না থাকিলেও দর্শন ও শ্রবণ করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে পাই,—

"অপাণি-পাদ' শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি চরণ।
পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ।।"—মধ্য ৬।১৫০

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—"আদৌ ব্রহ্মের 'প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই' বলিয়া পরে 'শীঘ্র চলে এবং সকল বস্তু গ্রহণ করে' এই বাক্যের দ্বারা 'অপ্রাকৃত হস্ত পদ আছে' বলিয়া ব্রহ্মকে 'সবিশেষ' করিতেছেন। সেই তত্ত্ব সর্ব্বত্র অসঙ্গ হইলেও বিষ্ণুরূপে সকলের পালক। প্রাকৃত গুণ রহিত হইলেও অপ্রাকৃত ষড়গুণৈশ্বর্য্যময় ও তদ্‌ভোক্তা।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও পাই,—

"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ।।" (৩।১৭)।।১৫।।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।।১৬।।

অন্বয়—তৎ (সেই জ্ঞেয় বস্তু) ভূতানাং (ভূতগণের) অন্তঃ বহিঃ চ (অন্তরে ও বাহিরে) অচরম্ চরম্ এব চ (স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ) তৎ (সেই বস্তু) সূক্ষ্মত্বাৎ (সূক্ষ্মত্ব হেতু) অবিজ্ঞেয়ং (দুর্জ্ঞেয়) দুরস্থং চ অন্তিকে চ (দূরে ও নিকটে)।।১৬।।

অনুবাদ—সেই তত্ত্ব-বস্তু সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান, তাহা হইতেই চরাচর জগৎ, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয়, তিনি যুগপৎ দূরে ও নিকটে অবস্থিত।।১৬।।

বিশ্বনাথ—ভূতানাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ যথা দেহানামাকাশাদিকম্; অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমঞ্চ ভূতজাতং তদেব কার্য্যস্য কারণাত্মকত্বাৎ। এবমপি রূপাদিভিন্নত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ম্ ইদং তদিতি স্পষ্টং জ্ঞানার্হং ন ভবতীতি;অতএবাবিদুষাং যোজনকোট্যন্তরমিব দূরস্থং বিদুষাং পুনঃ স্বগৃহ-স্থিতমিবান্তিকে চ তৎস্বদেহ এবান্তর্য্যামিত্বাৎ,—"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্" ইত্যাদি—শ্রুতিভ্যঃ ।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ—ভূতসমূহের—স্বকার্য্যসমূহের বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত যেরূপ দেহাদিতে আকাশ, 'অচরং'—স্থাবর, 'চরং'—জঙ্গম যে সমস্ত ভূত, কার্য্যের কারণ হওয়ায় তাহাই তিনি। এরূপ হইলেও রূপাদি ভিন্ন বলিয়া 'তদবিজ্ঞেয়ম্'—তাহা স্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় নহে।

অতএব অজ্ঞগণের পক্ষে কোটি যোজন দূরবর্ত্তী। বিদ্বান্‌গণের কিন্তু স্বদেহে অন্তর্যামী বলিয়া স্বগৃহস্থিত ব্যক্তির ন্যায় অন্তিকে অর্থাৎ নিকটেই। তিনি দূরস্থ হইতেও সুদূরবর্ত্তী এবং তিনি অতি নিকটবর্ত্তী; দর্শনক্ষমগণের পক্ষে হৃদয় গুহাবস্থিতরূপে দৃষ্ট। (মুণ্ডকশ্রুতি—৩।১।৭)।।১৬।।

অনুবর্ষিণী—সেই পরতত্ত্ব হইতেই যাবতীয় চরাচর ভূতগণের উৎপত্তি। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে ও বাহিরে সর্ব্বব্যাপকরূপে বর্ত্তমান। সমগ্র চরাচর বিশ্ব তাঁহার শক্তির কার্য্য বলিয়া সকলই তিনি (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম)—ইহা শ্রুতিতে বলিলেও তাঁহার রূপাদি অন্য হইতে ভিন্ন বলিয়া এবং তিনি অতিশয় সূক্ষ্মতত্ত্ব বলিয়া সকলের নিকট জ্ঞেয় নহেন। কিন্তু অনন্য ভক্তগণ অনন্য ভক্তিবলে তাঁহাকে জানিতে পারেন। এ বিষয়ে—গীঃ—১১।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সেই বস্তুতে বিরুদ্ধ গুণের সামঞ্জস্য থাকায় যুগপৎ দূরে ও নিকটে। অর্থাৎ অনন্য ভক্তগণের কাছে নিকট এবং অভক্তগণের কাছে দূরে। এ সম্বন্ধে ঈশোপনিষদে পাই,—"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।"

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই,—"তিনি চিজ্জড়াত্মক তত্ত্বসমূহের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।" তিনি চর ও অচর। শ্রুতি বলেন,—"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।" (কঠ ১।২।২১) অর্থাৎ তিনি আসীন হইয়া দূরে ভ্রমণ করেন এবং শয়ান হইয়াও সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। সূক্ষ্মত্ব, প্রত্যক্ ধর্ম্মত্ব ও চিৎসুখ-মূর্ত্তিত্ব হেতু অবিজ্ঞেয়। অন্য দেবতাকে যে প্রকার জানা যায়, তাঁহাকে সে প্রকারে জানা যায় না। শ্রুতি বলেন,—"যন্মনসা ন মনুতে ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।" অর্থাৎ মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, চক্ষু যাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই হেতু কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। এই জন্যই তিনি দূরস্থ। গান্ধর্ব্ববাসিত অর্থাৎ সঙ্গীত-নিপুণ কর্ণের দ্বারা মানব যে প্রকারে সড়্‌জাদি সপ্তবিধ স্বর অনুভব করিতে পারেন, সেই প্রকার ভক্তি-ভাবিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিন্তু তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। এই জন্যই তিনি ভক্তগণের নিকটস্থ"।।১৬।।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।।১৭।।

অন্বয়—তৎ (সেই বস্তু) অবিভক্তং (অবিভক্ত হইয়াও) ভূতেষু চ (ভূতগণের মধ্যে) বিভক্তমিব চ (বিভক্তের ন্যায়) স্থিতম্ (অবস্থিত) ভূতভর্ত্তৃ চ (এবং সর্ব্বভূত পালক) গ্রসিষ্ণু (গ্রাসকর্ত্তা) প্রভবিষ্ণু চ (ও প্রভুত্বকারী) জ্ঞেয়ং (জানিবে)।।১৭।।

অনুবাদ—সেই তত্ত্ব-বস্তু অখণ্ড হইয়াও সর্ব্বভূতে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত, তাঁহাকে সর্ব্বভূতের ভর্ত্তা, সংহার কর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানিবে।।১৭।।

বিশ্বনাথ—ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু অবিভক্তং কারণাত্মনাভিন্নং, কার্য্যাত্মনা বিভক্তং ভিন্নমিব স্থিতং, তদেব শ্রীনারায়ণস্বরূপং সৎ, ভূতানাং 'ভর্ত্তৃ' স্থিতিকালে পালকং, প্রলয়কালে 'গ্রসিষ্ণু' সংহারকং, স্থিতিকালে 'প্রভবিষ্ণু' চ—নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ—স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহে 'অবিভক্তং'—কারণ রূপে অভিন্ন, কার্য্যরূপে 'বিভক্তং'—ভিন্নভাবে অবস্থিত, তাহাই শ্রীনারায়ণস্বরূপ হইয়া ভূতসমূহের 'ভর্ত্তৃ—স্থিতিকালে পালক, প্রলয়কালে 'গ্রসিষ্ণু'—সংহারক এবং সৃষ্টিকালে 'প্রভবিষ্ণু'—নানা কার্য্যরূপে উৎপত্তিশীল।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—সেই তত্ত্বকে সর্ব্বভূতে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও তিনি অবিভক্ত একস্বরূপ। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং" অর্থাৎ তিনি এক হইলেও বহুরূপে দৃষ্ট হন। স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,—"এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদরূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে"।। অর্থাৎ একই পরমাত্মা বিষ্ণু সর্ব্বত্র অবস্থিত ইহাতে সংশয় নাই, কিন্তু এক হইয়াও স্বীয় শক্তি-প্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় বহুরূপে প্রতীত হন। সেই বস্তু সর্ব্বজীবের অন্তরে ব্যষ্টি অন্তর্য্যামীরূপে থাকিয়া পুনরায় সর্ব্বব্যাপী সমষ্টি পুরুষ পরমাত্মা পরমেশ্বর। তিনিই ভূতগণের পালক ও সংহার কর্ত্তা। শ্রুতিতে পাই,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্য"—(তৈত্তরীয় ৩/১)।।১৭।।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্।।১৮।।

অন্বয়—তৎ (তাহা) জ্যোতিষাম্ অপি (সূর্য্যাদিরও) জ্যোতিঃ (প্রকাশক) তমসঃ পরম্ (অজ্ঞানের অতীত) উচ্যতে (কথিত হয়) [তাহা] জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য) সর্ব্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) ধিষ্ঠিতম্ (অধিষ্ঠিত)।।১৮।।

অনুবাদ—সেই তত্ত্ব সকল-জ্যোতির্ম্ময় বস্তুরও প্রকাশক, তাহা অজ্ঞানের অতীত, তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য, সকলের হৃদয়ে তিনি অবস্থিত।।১৮।।

বিশ্বনাথ—জ্যোতিষাং চন্দ্রাদিত্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃপ্রকাশকং, যেন সূর্য্যস্তপতিঃ তেজসেন্দ্রঃ;—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকাঃ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।।" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেনাস্পৃষ্টম্ উচ্যতে—"আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। 'জ্ঞানং' তদেব বুদ্ধিবৃত্তাবভিব্যক্তং সৎ, জ্ঞানমুচ্যতে; তদেব রূপাদ্যাকারেণ পরিণতং 'জ্ঞেয়ঞ্চ'; তদেব 'জ্ঞানগম্যং' পূর্ব্বোক্তেন অমানিত্বাদি-জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। তদেব পরমাত্মস্বরূপং সৎ, সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি ধিষ্ঠিতং নিয়ন্তৃতয়া অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—'জ্যোতিষাম্'—চন্দ্রসূর্য্যাদিরও 'জ্যোতিঃ'—প্রকাশক, শ্রুতিপ্রমাণ—'যাঁহার তেজে প্রদীপ্ত সূর্য্য উত্তাপ বিতরণ করে', 'তাঁহার নিকট সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাদি শোভা পায় না, বিদ্যুৎ সমূহও নহে, অগ্নির কথা কি? তিনি দীপ্তি পাইলে তাঁহার দীপ্তিদ্বারা দীপ্তিময় হইয়া এই সকল শোভা পায়, তাঁহার দীপ্তিদ্বারা এই সমস্ত বিশেষরূপে প্রকাশ পায়।'—(কঠ ২।২।১৫); অতএব 'তমসঃ'—অজ্ঞান হইতে 'পরং'—তদ্দ্বারা অস্পৃষ্ট। শ্রুতিতে কথিত আছে—(শ্বেঃ—৩।৮) 'আদিত্যবর্ণ ও তমের পর। 'জ্ঞানং'—তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে সর্ব্বতোভাবে অভিব্যক্ত হইয়া জ্ঞান বলিয়া কথিত হন। তিনিই রূপাদির আকারে পরিণত হইয়া 'জ্ঞেয়ং'—জ্ঞানগম্যং, অর্থাৎ তিনিই অমানিত্ব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের

উপায়গুলিদ্বারা প্রাপ্য। তিনিই পরমাত্মস্বরূপ হইয়া 'সর্ব্বস্য'—প্রাণিমাত্রের 'হৃদি ধিষ্ঠিতং'—নিয়ন্তৃতরূপে অবস্থিত।।১৮।।

অনুবর্ষিণী—সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বস্তু যাবতীয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের জ্যোতিঃ স্বরূপ বা প্রকাশক। শ্রুতিতে পাওয়া যায়—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি...তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্ বিভাতি"। (কঠ ২।২।১৫) শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়—"মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ" (৩।২৫।৪২) কঠ শ্রুতিতে আরও পাওয়া যায়—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ"। (২।৩।৩) সেই বস্তু 'তমসঃ পরং'—তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে পর অর্থাৎ অসংস্পৃষ্ট। —(শ্রীধর) প্রকৃতির অতীত—(শ্রীবলদেব)। শ্রুতিও বলেন—'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'। তিনি জ্ঞানস্বরূপ—'বিজ্ঞানমানন্দঘনং ব্রহ্ম' (শ্রুতি) তিনি মুমুক্ষুর শরণ্য বলিয়া জ্ঞেয়স্বরূপ। "তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে"—এই শ্রুতি অনুসারে তিনি জ্ঞানগম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তাস্বরূপে অবস্থিত। এ বিষয়ে "দ্বাসুপর্ণা" (শ্বেঃ ৪।৬-৭) "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" এবং "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" প্রভৃতি শ্রুতির শ্লোক দ্রষ্টব্য।।১৮।।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।।১৯।।

অন্বয়—ইতি (এইরূপে) ক্ষেত্রং (শরীর) তথা জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (এবং জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (উক্ত হইল) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) এতৎ (এই সমস্ত) বিজ্ঞায় (জানিয়া) মদ্ভাবায় (আমার প্রেম লাভে) উপপদ্যতে (যোগ্য হন)।।১৯।।

অনুবাদ—এইপ্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সঙ্ক্ষেপে কথিত হইল, আমার ভক্ত এই সকল অবগত হইয়া প্রেমভক্তি লাভে যোগ্য হইয়া থাকেন।।১৯।।

বিশ্বনাথ—উক্তং ক্ষেত্রাদিকম্ অধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি—ইতীতি। 'ক্ষেত্রং'—মহাভূতাদি ধৃত্যন্তম্ (৬-৭); 'জ্ঞানম্—অমানিত্বাদি তত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তম্ (৮-১২); 'জ্ঞেয়ম্' 'জ্ঞানগম্যঞ্চ'—অনাদীত্যাদি ধিষ্ঠিতমিত্যন্তম্ (১৩-১৮);একমেব তত্ত্বং ব্রহ্ম-ভগবৎ-পরমাত্ম-শব্দবাচ্যঞ্চ

সংক্ষেপেণোক্তম্। মদ্ভক্তঃ ভক্তিমজ্জ্ঞানী মদ্ভাবায় মৎসাযুজ্যায়; যদ্বা, মদ্ভক্তঃ মমৈকান্তিকো দাসঃ এতদ্বিজ্ঞায় মৎপ্রভোরেতাবদৈশ্বর্য্যমিতি জ্ঞাত্বা ময়ি ভাবায় প্রেম্নে উপপদ্যতে উপপন্নো ভবতি।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—উক্ত ক্ষেত্রাদির জ্ঞান, অধিকারী, ও ফলের সহিত সমাপ্তি করিতেছেন—'ইতি' প্রভৃতি। 'ক্ষেত্রম্'—'মহাভূত' হইতে 'ধৃতি' পর্য্যন্ত (গীঃ—১৩।৬-৭); 'জ্ঞানম্'—'অমানিত্ব' হইতে 'তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনের আলোচনা' পর্য্যন্ত (৮-১২); 'জ্ঞেয়ং' এবং 'জ্ঞানগম্যং'—'অনাদি' হইতে 'ধিষ্ঠিতং' পর্যন্ত (১৩-১৮)। একই তত্ত্ব ব্রহ্ম-ভগবান্ ও পরমাত্ম শব্দবাচ্য, ইহা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। 'মদ্ভক্তঃ'—ভক্তিমজ্জ্ঞানী, 'মদ্ভবায়'—মৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়; অথবা 'মদ্ভক্তঃ'—আমার ঐকান্তিক দাস, 'এতদ্বিজ্ঞায়'—আমার প্রভুর ঐশ্বর্য্য এতদূর, ইহা জানিয়া ময়ি—আমাতে ভাবায়—প্রেমের যোগ্য হয় অর্থাৎ প্রেম-ভক্তিলাভের যোগ্য হন।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ অনন্য ভক্তিবলে এই সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহাতে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"হে অর্জ্জুন, সংক্ষেপতঃ তোমাকে আমি ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়,—এই তিনটি তত্ত্ব বলিলাম; ইহার নামই বিজ্ঞানসহিত 'জ্ঞান'। ভগবদ্ভক্তগণ এই 'জ্ঞান' লাভ করতঃ আমার নিরুপাধিক প্রেমভক্তি লাভ করেন। যাহারা ভক্ত নয়, তাহারা কেবল নিরর্থক-সাম্প্রদায়িক অভেদবাদ আশ্রয় করতঃ যথার্থ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। 'জ্ঞান' আর কিছুই নয়, কেবল ভক্তিদেবীর পীঠস্বরূপ ভক্তির আশ্রয়রূপ জীবাত্মার সত্ত্বশুদ্ধিমাত্র। পুরুষোত্তম তত্ত্ব-বিচারে ইহা আরও স্পষ্টীভূত হইবে"।।১৯।।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।।২০।।

অন্বয়—প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষম্ চ এব (এবং পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়কেই) অনাদী (অনাদি) বিদ্ধি (জানিবে) বিকারাণ চ (এবং বিকার সমূহ) গুণান্ চ (ও গুণসমূহকে) প্রকৃতি সম্ভবান্ এব (প্রকৃতি সম্ভূত বলিয়াই) বিদ্ধি (জানিবে)।।২০।।

অনুবাদ—প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে, বিকার ও গুণ সকল প্রকৃতি হইতেই জাত বলিয়া জানিবে।।২০।।

বিশ্বনাথ—পরমাত্মানমুক্ত্বা ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দবাচ্যং জীবাত্মানং বক্তুং কুতস্তস্য মায়াসংশ্লেষঃ কদারম্ভঃ তদভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রকৃতিং মায়াং পুরুষং জীবঞ্চ উভাবপি অনাদী ন বিদ্যতে আদিকারণং যয়োঃ তথাভূতৌ বিদ্ধি, অনাদেরীশ্বরস্য মম শক্তিত্বাৎ। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা।। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।" ইতি মদুক্তেঃ মায়াজীবয়োরপি মৎশক্তিত্বেন অনাদিত্বাৎ তয়োঃ সংশ্লেষোঽপ্যনাদিরিতি ভাবঃ। তত্র মিথঃ সংশ্লিষ্টয়োরপি তয়োর্ব্বস্তুতঃ পার্থক্যমস্ত্যেব ইত্যাহ—বিকরাংশ্চ দেহেন্দ্রীয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ ন সুখদুঃখশোকমোহাদীন্ প্রকৃতিসম্ভূতান্ প্রকৃত্যুদ্ভূতান্ বিদ্ধীতি ক্ষেত্রা-কারপরিণতায়াঃ প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভিন্নমেব জীবং বিদ্ধীতি ভাবঃ।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—পরমাত্মার কথা বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দবাচ্য জীবাত্মার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কেন তাঁহার মায়ার সংশ্লেষ (সম্বন্ধ) এবং কখন হইতে উহা আরম্ভ হইয়াছে? এই উত্তরের অপেক্ষায় বলিতেছেন—'প্রকৃতিং'—মায়া, 'পুরুষঃ'—এবং জীব 'উভাবপি'— উভয়েই 'অনাদী'—যাহাদের আদিকারণ নাই, তদ্রূপই 'বিদ্ধি'—জানিও, অনাদি ঈশ্বর আমার শক্তি বলিয়া। (গীঃ ৭।৪-৫) "ভূমিরাপো...জগৎ"—আমার এই উক্তি হইতে মায়া ও জীব আমার শক্তি বলিয়া অনাদি সুতরাং তাহাদের সংশ্লেষ বা সম্বন্ধও অনাদি, এই ভাব। কিন্তু পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলেও বস্তুতঃ উভয়ের পার্থক্য আছে, তাই বলিতেছেন—'বিকারাংশ্চ'— দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে, 'গুণাংশ্চ'— গুণের পরিণাম সুখ, দুঃখ, শোক ও মোহাদিকে 'প্রকৃতিসম্ভূতান্'—প্রকৃতি হইতে জাত জানিবে। ক্ষেত্রকারে পরিণত প্রকৃতি হইতে জীব ভিন্নই জানিবে, এই ভাব।।২০।।

অনুবর্ষিণী—ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের বর্ণন করিয়া, এক্ষণে ক্ষেত্রের বিকারাদি ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সহিত মায়ার সম্বন্ধ কিভাবে যোজিত হইয়াছে তাহা বলিতেছেন। প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া

এবং জীব উভয়ই পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়া অনাদি বা নিত্য। অপরা ও পরা ভেদে উহা পরমেশ্বরের দুই প্রকার প্রকৃতি। "ভূমিরাপোঽনলো" গীঃ—৭।৪-৫ শ্লোকে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন শিক্ষায় পাওয়া যায়; —

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'।।
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার 'শক্তি' হয়।।
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি।।
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।"

বিষ্ণুপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে।।
যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্।।
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে।।"

(৬ষ্ঠ অং ৭ম অঃ ৬০-৬২ শ্লোক)

কৃষ্ণবিমুখতার ফলেই জীবের মায়াবরণ এবং মায়া হইতে জীবের দুঃখ শোক ও মোহাদি লাভ, কিন্তু জীব স্বরূপতঃ মায়া বা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য"-শ্লোক ও "সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে। ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্"।। (৩।৭।৯) ঈশ্বর অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞানানন্দাদির অনুভব সমর্থ ও কথঞ্চিৎ চিদৈশ্বর্য্যযুক্ত সুতরাং জড়বন্ধন হইতে মুক্ত শুদ্ধজীবের শোক ও ত্রিগুণের দ্বারা যে বন্ধন তাহা অচিন্ত্য

শক্তিসম্পন্ন ভগবানের প্রসিদ্ধা মায়াশক্তিরই কার্য্য, উহা তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ বলিয়া আপাততঃ মনে হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—

"ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞান দ্বারা কি ফল হইবে, তাহা বলিতেছি। জড়বদ্ধ জীব সত্তায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইবে অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা। সমস্ত ক্ষেত্রই 'প্রকৃতি' ও জীবই 'পুরুষ'; পরমাত্মা—আমার তদুভয়স্থ আবির্ভাব। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই অনাদি, জড়ীয়-কালের পূর্ব্ব হইতেই আছে; জড়ীয়-কালের মধ্যে তাহাদের জন্ম নয়। আমারই শক্তি হইতে আমার পরম অস্তিত্ব স্বরূপ চিন্ময়কালে উহাদের উদয় হইয়াছে; জড়া-প্রকৃতি আমাতে লীন ছিল, কার্য্যকালে জড়ীয় কালকে আশ্রয় করতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। জীব—আমার নিত্যশক্তিগত তত্ত্ব, আমার প্রতি বৈমুখ্যবশতঃ জড়া-প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট; বাস্তবিক জীব—শুদ্ধচিৎতত্ত্ব, মদীয় পরাশক্তি ক্রমে তাহাতে একটু তটস্থ-ধর্ম্ম-নিহিত হওয়ায় তাহা জড়া-প্রকৃতিতেও উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। চিৎ কিরূপে জড়ে বদ্ধ হইয়াছে, তাহা তুমি বদ্ধযুক্তি ও বদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যেহেতু আমার অচিন্ত্যশক্তি তোমার জ্ঞানের অধীন নয়। তোমার এই পর্য্যন্ত জানা আবশ্যক যে, বদ্ধজীবের বিকারসকল ও গুণসকল—জড়া-প্রকৃতি-সম্ভূত, জীবের স্বধর্ম্মগত তত্ত্ব নন"।।২০।।

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।।২১।।

অন্বয়—কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্য-কারণের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) হেতুঃ (কারণ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) সুখদুঃখানাং (সুখ দুঃখের) ভোক্তৃত্বে (ভোক্তৃত্ব বিষয়ে) পুরুষঃ (পুরুষকে) হেতুঃ (কারণ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)।।২১।।

অনুবাদ—জড়ীয় কার্য্য ও কারণের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, জড়ীয় সুখ দুঃখাদির ভোক্তা বিষয়ে পুরুষ অর্থাৎ বদ্ধজীবকেই হেতু বলিয়া কথিত হয়।।২১।।

বিশ্বনাথ—তস্য মায়া-সংশ্লেষং দর্শয়তি—কার্য্যং শরীরং কারণানি

সুখ-দুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি কর্ত্তার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবাঃ, তত্র তথাধ্যাসেন পুরুষস্য তদ্ভাবাপত্তৌ হেতুঃ প্রকৃতিরেব স্যাৎ—প্রকৃতিরেব পুরুষসংসর্গাৎ কার্য্যাদিরূপেণ পরিণতা স্যাৎ, অবিদ্যাখ্যা স্ববৃত্ত্যা তদধ্যাসপ্রদা চ স্যাদিত্যর্থঃ। তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে তু পুরষো জীব এব হেতুঃ। অয়ং ভাবঃ—যদ্যপি কার্য্যত্বকারণত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বানি প্রকৃতিধর্ম্মা এব স্যুস্তদপি কার্য্যত্বাদিষু জড়াংশপ্রাধান্যাৎ সুখদুঃখসংবেদনরূপে ভোগে তু চৈতন্যাংশ প্রাধান্যাৎ প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতিন্যায়াৎ। কার্য্যত্বাদিষু প্রকৃতির্হেতুর্ভোক্তৃত্বে পুরুষো হেতুরিত্যুচ্যতে ইতি।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—তাঁহার মায়া সংশ্লেষ (সম্বন্ধ) দেখাইতেছেন—'কার্য্যং'—শরীর, 'কারণানি'—সুখদুঃখের সাধন ইন্দ্রিয়গুলি, কর্ত্তার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ যে স্থলে পুরুষের সেই প্রকার অধ্যাস দ্বারা তদ্ভাবাপত্তির হেতু প্রকৃতিই হয়—প্রকৃতিও পুরুষের সংসর্গে কার্য্যাদিরূপে পরিণতা হয়, অবিদ্যাখ্যামায়া নিজ বৃত্তি দ্বারা সেই অধ্যাসপ্রদা হয়, এই অর্থ। মায়াকৃত সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্বে কিন্তু পুরুষ অর্থাৎ জীবই হেতু। এই ভাব—যদিও কার্য্য, কারণ, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, তাহা হইলেও কার্য্যত্বাদিতে জড়াংশের প্রাধান্য থাকায়, সুখ-দুঃখ সংবেদনরূপ ভোগে কিন্তু চৈতন্যাংশেরই প্রাধান্য; 'প্রাধান্যের দ্বারা ব্যপদেশ হয়'—এই ন্যায়ানুসারে। কার্য্যত্বাদিতে প্রকৃতি হেতু আর ভোক্তৃত্বে পুরুষ হেতু কথিত হয়।।২১।।

অনুবর্ষিণী—জড়ীয় কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু। প্রাকৃত সুখ দুঃখাদি ভোগ শুদ্ধ জীবের নাই। তটস্থা শক্তি সম্ভূত জীব মায়াবদ্ধতার ফলে তদভিনিবেশক্রমে প্রাকৃত সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্বের অভিমান করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে শ্রীকপিল দেব বলিয়াছেন,—

"কার্য্য-কারণ কর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্।।" (৩।২৬।৮)

অর্থাৎ হে মাতঃ! দেহ, ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গের কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বাদি প্রাপ্তি বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ

করেন। (যেহেতু কুটস্থ আত্মায় পরমাত্মার প্রাধান্য বিদ্যমান, তজ্জন্য তিনি নিরুপাধিক এবং স্বতঃই নির্ব্বিকার। প্রকৃতিপরিণামভূত দেহাদিতে অভিমান হওয়ায় প্রকৃতিরই প্রাধান্য বশতঃ তাহাকেই ঐ কর্ত্তৃত্বাদির কারণরূপে নির্দ্দেশ করা হয়) কিন্তু সুখ দুঃখাদি কর্ম্মফলের ভোক্তৃত্বে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষকেই কারণ বলা হয়। (যদিও কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব, উভয়ই এক অহঙ্কারগত, তথাপি দেহাদি জড়ের কার্য্য বলিয়া উহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য এবং সুখ দুঃখাদি ভোগ ক্রিয়া চৈতন্য বিনা সম্ভবপর হয় না বলিয়া তাহাতে প্রকৃত্যুপহিত চৈতন্যেরই প্রাধান্য)। অবশ্য ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বের অধীনেই ইহাদের প্রভাব জানিতে হইবে। মায়া ও জীব ঈশ্বরপরতন্ত্র; এ বিষয়ে শ্রীভাগবতের মধ্বটীকাধৃত ভবিষ্যৎ পর্ব্বে পাওয়া যায়,—

"ব্রহ্মাদিভিঃ সর্গকরী শ্রীবিষ্ণুবলসংশ্রয়াৎ।
সুখদুঃখপ্রদো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব সনাতনঃ।।
কর্ত্তৃত্বং সুখদুঃখানামন্যেষাং তু তদাজ্ঞয়া।
ভোক্তৃত্বং সুখদুঃখানাং করোত্যেকো হরিঃ স্বয়ম্।
ভোক্তৃত্বমাত্রহেতুত্বং জীবেনান্যত্র কুত্রচিৎ"।।২১।।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু।।২২।।

অন্বয়—পুরুষঃ (জীব) প্রকৃতিস্থঃ হি (প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াই) প্রকৃতিজান্ (প্রকতিজাত) গুণান্ (বিষয়সমুহ) ভুঙক্তে (ভোগ করে) গুণসঙ্গঃ (প্রকৃতির গুণের সঙ্গ) অস্য (এই পুরুষের) সদসদ্‌যোনিজন্মসু (সদসদ্ যোনিতে জন্মের) কারণং (কারণ)।।২২।।

অনুবাদ—পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াই প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদি বিষয় ভোগ করে; প্রকৃতির গুণে আসক্তি বশতঃ এই পুরুষের উচ্চাবচ যোনিতে জন্মলাভ হইয়া থাকে।।২২।।

বিশ্বনাথ—কিন্তু তত্রানাদ্যবিদ্যা-কৃতেনাধ্যাসেন এব কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিকং তদীয়মপি ধর্ম্মং স্বীয়ং মন্যতে। তত এবাস্য সংসার ইত্যাহ—পুরুষ ইতি। প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিকার্য্যদেহে তাদাত্ম্যেন হি স্থিতঃ;

প্রকৃতিজান্ অন্তঃকরণধর্ম্মান্ শোকমোহসুখদুঃখাদীন্ গুণান্ স্বীয়ানেবাভিমন্যমানো ভুঙ্ক্তে; তত্র কারণং গুণসঙ্গঃ গুণময়দেহেষু অস্যাসঙ্গস্যাপ্যাত্মনঃ সঙ্গোঽবিদ্যাকল্পিতঃ। ক্ব ভুঙ্ক্তে? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—সতীষু দেবাদিযোনিষু অসতীষু তির্য্যগাদিযোনিষু শুভাশুভ কর্ম্মকৃতাসু যানি জন্মানি তেষু।।২২।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু যে স্থলে অনাদি অবিদ্যাকৃত অধ্যাস দ্বারাই কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি তদীয় (প্রকৃতির) ধর্ম্মই নিজের বলিয়া মনে করে। অতএব ইহার সংসার, তাই বলিতেছেন—'পুরুষঃ' ইত্যাদি। 'প্রকৃতিস্থঃ'—প্রকৃতির কার্য্য দেহে তাদাত্ম্যক্রমে অর্থাৎ দেহেই আত্মবুদ্ধি করিয়া অবস্থিত, 'প্রকৃতিজান্'—অন্তঃকরণধর্ম শোক-মোহ-সুখ-দুঃখাদি গুণসমূহকে নিজেরই বলিয়া অভিমান করিয়া ভোগ করে, সেস্থলে কারণ—'গুণসঙ্গঃ'—গুণময় দেহে অসঙ্গেরও 'অস্য'—এই আত্মার সঙ্গ অবিদ্যা-কল্পিত। কে ভোগ করে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'সতীষু'—সাধু-দেবাদি যোনিতে, 'অসতীষু'—তির্য্যগাদি যোনিতে শুভাশুভ কর্ম্মকৃত যে যে জন্ম হয় তাহাতে।।২২।।

অনুবর্ষিণী—তটস্থস্বভাব জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে অবিদ্যাকৃত অধ্যাসের ফলেই জড়ের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বকে বরণ করিয়া সংসারী হন এবং নানাবিধ জন্মলাভ করতঃ সুখদুঃখাদি লাভ করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে কপিলদেবের বাক্যে পাই,—

"এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মানেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে।।
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ।।" (৩।২৬।৬-৭)

অর্থাৎ এই প্রকারে প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়ায় ঐ পুরুষ অর্থাৎ জীব প্রকৃতির গুণজাত কার্য্যসমূহের কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ জীব কেবল সাক্ষীমাত্র; তিনি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, তিনি ঈশ্বরের পরাশক্তিরূপ এবং স্বয়ং সুখস্বরূপ কিন্তু তাঁহার ঐরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতেই জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসার-লাভ এবং তাহা হইতেই বন্ধন ও

সেই বন্ধন হইতেই পরাধীনতা উপস্থিত হয়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"যেমন রাজকীয় পুরুষও 'রাজা' নামে কথিত হয়, সেই প্রকার এই স্থানে ঈশ শব্দ বাচ্য ঈশ্বরের শক্তিরূপ শুদ্ধ জীব 'ঈশ্বর'-শব্দে উক্ত হইয়াছে।"

অন্যত্র শ্রীকপিল দেবের বাক্যে পাওয়া যায়,—

"স এব যর্হি প্রকৃতেগুণেষ্বভিবিসজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্যনির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু।।" (ভাঃ ৩।২৭।২-৩)।

অর্থাৎ সেই জীব যখন সুখ দুঃখাদিরূপ প্রকৃতির গুণে বিশেষরূপে আসক্ত হন, তখনই অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা' এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন, এবং সেই অভিমান বশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তৎসংসর্গকৃত কর্ম্মদোষে দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদি উত্তমাধম যোনিতে পরিভ্রমণ করে এবং সুখ দুঃখ ভোগে নিবৃত্ত না হইয়া সংসার পদবী প্রাপ্ত হন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"কৃষ্ণভূলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।।"

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ বিরচিত 'প্রেম বিবর্ত্তে' পাওয়া যায়,—

"চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময়-ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণে করেন আদর।।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে।।
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়।।

'আমি—নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে।।
কভু রাজা, কভু প্রজা কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী কভু কীট ক্ষুদ্র।।
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু' ।।২২।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।।২৩।।

অন্বয়—অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) পরঃ (জীব ভিন্ন অন্য) পুরুষঃ (পুরুষ) উপদ্রষ্টা (সাক্ষী) অনুমন্তা চ (অনুমোদনকারী) ভর্ত্তা (ধারক) ভোক্তা (পালক) মহেশ্বরঃ (মহেশ্বর) পরমাত্মা চ ইতি অপি (এবং পরমাত্মা প্রভৃতিরূপও) উক্তঃ (কথিত হন)।।২৩।।

অনুবাদ—এই দেহে জীব ভিন্ন অন্য পুরুষ ইহার নিকটস্থ দ্রষ্টা, অনুমোদনকারী, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলিয়াও কথিত হন।।২৩।।

বিশ্বনাথ—জীবাত্মনমুক্ত্বা পরমাত্মানমাহ—উপদ্রষ্টেতি। যদ্যপি অনাদিমৎ পরম ব্রহ্ম ইত্যাদিনা হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতমিত্যনেন চ সামান্যতো বিশেষতশ্চ পরমাত্মা প্রোক্ত এব, তদপি তস্য জীবাত্মসাহিত্যেনপি পৃথগেব স্পষ্টতয়া দেহস্থত্বজ্ঞাপনার্থমিয়মুক্তির্জ্ঞেয়া। অস্মিন্ দেহে পরোঽন্যঃ পুরুষো যো মহেশ্বরঃ স পরমাত্মা ইতি চাপ্যুক্তঃ পরমাত্মেতি চ নাম্নাপ্যুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। অত্র পরম-শব্দ একাত্মবাদপক্ষে স্বাংশ ইতি দ্যোতনার্থা জীবস্য উপ—সমীপে পৃথক্স্থিত এব দ্রষ্টা সাক্ষী। অনুমন্তা অনুমোদনকর্ত্তা সন্নিধিমাত্রেণানু গ্রাহকঃ,—"সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ। তথা ভর্ত্তাধারকঃ ভোক্তা পালকঃ।।২৩।।

বঙ্গানুবাদ—জীবাত্মার কথা বলিয়া পরমাত্মার কথা বলিতেছেন— 'উপদ্রষ্টা'—ইত্যাদি। যদিও 'অনাদি মৎ পরং ব্রহ্ম...হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্।।' গীঃ—১৩।১৩-১৮ বাক্য সমূহ দ্বারা সামান্য ও বিশেষ ভাবে পরমাত্মারই কথা বলা হইয়াছে,তাহা হইলেও তাঁহার জীবাত্মার

সাহিত্যে অর্থাৎ নিকটে থাকিয়াও পৃথক ইহা স্পষ্ট করিয়া দেহস্থত্বের কথা জানাইবার জন্য এই উক্তি জানিতে হইবে। 'অস্মিন্ দেহে'—এই দেহে 'পরঃ'—অন্য 'পুরুষঃ'—কথিত আছে—'যে পুরুষ মহেশ্বর, তিনি পরমাত্মা' এবং পরমাত্মা এই নামেও শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হয়, এই অর্থ। এস্থলে 'পরম' শব্দ একাত্মবাদপক্ষে স্বাংশ, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য জীবের 'উপ'—সমীপে পৃথক অবস্থিত হইয়াই 'দ্রষ্টা'—সাক্ষী। 'অনুমন্তা'—অনুমোদন কর্ত্তা, নিকটে অবস্থান দ্বারাই অনুগ্রাহক,—গোঃ তাঃ শ্রুতি 'পুরুষ সাক্ষী, চেতা, কেবল ও নির্গুণ'। আরও 'ভর্ত্তা'—ধারক, 'ভোক্তা'—পালক।।২৩।।

অনুবর্ষিণী—সংসারী জীবের দেহে জীবাত্মা ব্যতীত পরমেশ্বরও বাস করেন। তিনি সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করিয়া অবিদ্যাশ্রিত জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করান। শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডক শ্রুতিতে পাওয়া যায়; —

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্যোঽভিচাকশীতি।।"

অর্থাৎ সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী, একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় পূর্ব্বক বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন; অপরটী অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষী স্বরূপ পরিদর্শন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়; —

"সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্।।" (১১।১১।৬)

অর্থাৎ চিদ্ধর্ম্মনিবন্ধন পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত, অবিয়োগ ও ঐকমত্যহেতু সখ্যভাবাপন্ন জীব ও ঈশ্বরস্বরূপ পক্ষীদ্বয় যদৃচ্ছাক্রমে দেহরূপবৃক্ষে আগত হইয়া হৃদয়রূপ নীড়ে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে একটী অর্থাৎ জীব দেহরূপ অশ্বত্থবৃক্ষের কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং অপরটী ঈশ্বর ফলভোগ না করিয়াও নিত্যানন্দ তৃপ্ত জ্ঞানশক্ত্যাদি বলে সমধিকরূপে বিরাজমান থাকেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—

"জীব—আমার সখা, তাহার তটস্থ-স্বভাব বিশুদ্ধ ভাবে অবস্থিত হইলে সে আমার সাম্মুখ্য লাভ করে। তটস্থ-স্বভাবই তাহার স্বাধীনতা; তদ্দ্বারা আমার বিমল-প্রেম লাভ করিলে জৈবধর্ম্মের চরিতার্থতা হয়। সেই স্বভাবের অপব্যবহার দ্বারা জীব যখন প্রাকৃতক্ষেত্রে প্রবেশ করে, আমিও তখন পরমাত্মরূপে তাহার সহচর হইয়া থাকি। অতএব আমিই জীবের কার্য্য সকলের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর স্বরূপে 'পরমাত্ম' নামে পরমপুরুষ বলিয়া সর্ব্বদা লক্ষিত হই। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের যে-সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, আমি তাহার ফলদান করি"।।২৩।।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।

সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে।।২৪।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) এবং (এইরূপ) পুরুষং (পুরুষকে) গুণৈঃ সহ (গুণাদির সহিত) প্রকৃতিং (মায়াশক্তিকে) চ (জীবশক্তিকেও) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) বর্ত্তমানঃ অপি (বিদ্যমান থাকিয়াও) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না)।।২৪।।

অনুবাদ—যিনি এই প্রণালীতে পুরুষতত্ত্ব, সগুণ মায়া প্রকৃতি ও জীবতত্ত্বকে অবগত হন, তিনি জড়জগতে অবস্থান করিয়াও, পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না।।২৪।।

বিশ্বনাথ—এতজ্জ্ঞানফলমাহ—য ইতি। পুরুষং পরমাত্মানং প্রকৃতিং মায়াশক্তিং, চ-কারাৎ জীবশক্তিঞ্চ সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি লয়বিক্ষেপাদি-পরাভূতোঽপি।।২৪।।

বঙ্গানুবাদ—এই জ্ঞানফলের কথা বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'পুরুষং'—পরমাত্মাকে 'প্রকৃতিং'—মায়াশক্তিকে, 'চ'-কার দ্বারা জীবশক্তিকেও 'সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি'—লয়বিক্ষেপাদি দ্বারা পরাভূত হইলেও।।২৪।।

অনুবর্ষিণী—প্রকৃতির তত্ত্ব, পুরুষ অর্থাৎ জীবের তত্ত্ব এবং পরম **পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মার তত্ত্ব, যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার জ্ঞান**

লাভ হইলে কিরূপ ফল ঘটে; তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিল দেবের বাক্যে পাওয়া যায়,—

"যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বিমোহায় কল্পতে।।
এবং বিদিত-তত্ত্বস্য প্রকৃতির্ময়ি মানসম্।
যুঞ্জতো নাপকুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ।।" (৩।২৭।২৫-২৬)।

অর্থাৎ জীবপুরুষ যখন তত্ত্ব-বিষয়ে নিদ্রিত থাকে, স্বপ্নদৃষ্ট অনর্থ সকল তখনই তাহাকে বিভিষিকা প্রদর্শন করে কিন্তু সেই পুরুষ জাগরিত হইলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত অনর্থ সকল সংস্কার বশতঃ স্মৃতিপথে উদিত হইলেও তাহাকে বিমোহিত করিতে পারে না। সেইরূপ যে ব্যক্তি ভগবান্, জীব ও মায়ার পরস্পর সম্বন্ধতত্ত্ব অবগত হইয়া আমাতে চিত্ত নিয়োগপূর্ব্বক আত্মারাম হন, প্রকৃতি কখনও আর তাঁহার অপকার করিতে সমর্থ হয় না।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদুক্তিতেও অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়,—"যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য...ন বৈ মোহায় কল্পতে।" ঐ তত্ত্বজ্ঞ জীব যে পুনরায় জন্ম লাভ করে না, সে সম্বন্ধেও শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহু জন্মনা।
সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য আ-ব্রহ্মভুবনান্মুনিঃ।।
মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা।
মনঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ম্।।
প্রাপ্নোতাহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশা চ্ছিন্নসংশয়ঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তেত যোগী লিঙ্গবিনির্গমে।।"

(৩।২৭।২৭-২৯)।।২৪।।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে।।২৫।।

অন্বয়—কেচিৎ (ভক্তগণ) ধ্যানেন (ভগবৎ-চিন্তা দ্বারা) আত্মনি (হৃদয়ে) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) আত্মনা (স্বয়ংই) পশ্যন্তি (দর্শন করিয়া

থাকেন) অন্যে (জ্ঞানিগণ) সাংখ্যেন (আত্মানাত্ম-বিবেকের দ্বারা) অপরে (যোগিগণ), যোগেন (অষ্টাঙ্গ-যোগ দ্বারা) [অপরে—অন্য কেহ কেহ] কর্ম্মযোগেন চ (নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগ দ্বারাও) [পশ্যন্তি—দর্শন চেষ্টা করেন]।।২৫।।

অনুবাদ—ভক্তগণ ভগবৎ-চিন্তা দ্বারা হৃদয় মধ্যে পরম পুরুষকেই স্বয়ংই দর্শন করিয়া থাকেন, জ্ঞানিগণ সাংখ্য-যোগ দ্বারা, যোগিগণ অষ্টাঙ্গ-যোগ দ্বারা এবং কেহ কেহ নিষ্কাম কর্ম-যোগ দ্বারাও দর্শন চেষ্টা করিয়া থাকেন।।২৫।।

বিশ্বনাথ—অত্র সাধনবিকল্পমাহ—ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাং,—কেচিদ্ভক্তা ধ্যানেন ভগবচ্চিন্তনেনৈব, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" ইত্যাগ্রিমোক্তেঃ। আত্মনি মনসি আত্মনা স্বয়মেব ন ত্বন্যেন কেনাপি উপকারকেনেত্যর্থঃ। 'অন্যে' জ্ঞানিনঃ সাংখ্যমাত্মানাত্মবিবেকঃ তেন। 'অপরে' যোগিনঃ যোগেনাষ্টাঙ্গেন কর্ম্মযোগেন নিষ্কামকর্ম্মণা চ। অত্র সাংখ্যাষ্টাঙ্গযোগ-নিষ্কামকর্ম্মযোগাঃ পরমাত্মদর্শনে পরস্পরৈব হেতবঃ, ন তু সাক্ষাদ্ধেতবঃ, তেষাং সাত্ত্বিকত্বাৎ পরমাত্মনস্তু গুণাতীতত্বাৎ। কিঞ্চ, "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ" ইতি ভগবদুক্তের্জ্ঞানাদি সন্ন্যাসানন্তরমেব, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইত্যুক্তের্জ্ঞানং বিমুচ্য তয়া ভক্ত্যৈব পশ্যন্তি।।২৫।।

বঙ্গানুবাদ—এখানে আত্মজ্ঞানে বিভিন্ন সাধনের কথা বলিতেছেন—'ধ্যানেন' ইত্যাদি দইটী শ্লোকে। কোন কোন ভক্ত 'ধ্যানেন'—ভগবানের চিন্তা দ্বারাই, যেমন পরে বলা হইয়াছে—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (গীঃ ১৮।৫৫) 'আত্মনি'— মনে, 'আত্মনা'—নিজেই, কিন্তু অন্য কোন উপকারক দ্বারা নহে, এই অর্থ। 'অন্যে'—জ্ঞানিগণ, 'সাংখ্যেন'—আত্মানাত্মবিবেক তদ্দ্বারা। 'অপরে'—যোগিগণ, 'যোগেন'—অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা, কর্ম্মযোগ এবং নিষ্কামকর্ম্মদ্বারা। এস্থলে সাংখ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ পরমাত্মদর্শনে পারস্পর্য্যভাবে কারণ, কিন্তু সাক্ষাৎ কারণ নহে, তাহারা সাত্ত্বিক আর পরমাত্মা গুণাতীত। আরও 'আমাতে জ্ঞানে সন্ন্যাস করিবে'—(ভাঃ ১১।১৯।১)—এই ভগবদুক্তি দ্বারা জ্ঞানাদির সন্ন্যাস করিয়া 'আমি ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারা লভ্য' (ভাঃ

১১।১৪।২১) এই উক্তিদ্বারা জ্ঞানশূন্যা ভক্তি দ্বারাই দর্শন করেন।।২৫।।

অনুবর্ষিণী—এবম্বিধ বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান কি প্রকারে লাভ হইতে পারে তদ্বিষয়ে এক্ষণে বর্ণন করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধব সংবাদে স্বয়ং শ্রীভগবানও বলিয়াছেন,—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।।
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিন্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্।।
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগঽস্য সিদ্ধিদঃ।।" (১০।২০৬-৮)।

এই প্রকারে বিভিন্ন সাধনের কথা উল্লিখিত হইলেও "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ১১।১৪।২১) উক্তি অনুসারে কেবলাভক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্ যে প্রকার লভ্য হন, সেই প্রকার অন্য উপায়ে লভ্য নহেন, তাহা শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়—"ন সাধয়তি মাং যোগো" (১১।১৪।২০)। এ সম্বন্ধে গীঃ—৮।২২ শ্লোক আলোচ্য।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"হে অর্জ্জুন, পরমার্থসম্বন্ধে বদ্ধজীব—দুই প্রকারে বিভক্ত, অর্থাৎ 'বহির্ম্মুখ' ও 'অন্তর্ম্মুখ'। নাস্তিক, জড়বাদী, সন্দেহবাদী, কেবলনৈতিক, এই প্রকার লোকসকল—পরমার্থ-বহির্ম্মুখ। নিতান্ত অভেদবাদ-পরায়ণ সাংখ্যযোগীও বহির্ম্মুখ-মধ্যে পরিগণিত; পরকালে বিশ্বাসযুক্ত জিজ্ঞাসু পুরুষ, কর্ম্মযোগী ও ভক্ত, ইহারা—অন্তর্ম্মুখ। ভক্তগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যেহেতু তাঁহারা প্রকৃতির অতিরিক্ত আত্মতত্ত্বে চিদাশ্রয় দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন। ঈশানুসন্ধিৎসু সাংখ্যযোগিসকল—দ্বিতীয়-শ্রেণীস্থ; তাঁহারা চতুর্ব্বিংশ-তত্ত্বময়ী প্রকৃতিকে আলোচনা করতঃ পঞ্চবিংশতত্ত্ব জীবকে শুদ্ধচিৎস্বরূপ জানিয়া, ষড়্বিংশ-তত্ত্ব যে ভগবান্, তাঁহাতে ক্রমশঃ ভক্তিযোগ বিধান করেন। তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীতে কর্ম্মযোগিসকল বর্ত্তমান; তাঁহারা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগদ্বারা ভগবদালোচনার সুবিধা প্রাপ্ত হন"।।২৫।।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ।।২৬।।

অন্বয়—অন্যে তু (অপর কেহ কেহ কিন্তু) এবং (এইরূপ তত্ত্ব) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অন্যেভ্যঃ (অন্য উপদেশকগণের নিকট) শ্রুত্বা (শুনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে অপি (তাহারাও) শ্রুতিপরায়ণাঃ (উপদেশ শ্রবণ পরায়ণ হইয়া) মৃত্যুং চ (মৃত্যুরূপ সংসারকে) অতিতরন্তি এব (অতিক্রম করিয়া থাকেন)।।২৬।।

অনুবাদ—আবার অপর কেহ এইরূপ তত্ত্ব না জানিয়া, অন্য আচার্য্যবর্গের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারাও শ্রবণনিষ্ঠ হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যুরূপ সংসারকে অবশ্য অতিক্রম করেন।।২৬।।

বিশ্বনাথ—অন্যে ইতস্ততঃ কথা-শ্রোতারঃ।।২৬।।

বঙ্গানুবাদ—'অন্যে'—এদিকে সেদিকে কথা শ্রোতা।।২৬।।

অনুবর্ষিণী—অন্য একপ্রকার অতিশয় নিম্নাধিকারীর উদ্ধারের উপায় বর্ণন প্রসঙ্গে এই শ্লোক কথিত হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত উপায় সকলের কথা অবগত নহেন, তাঁহারা যদি পরকালবিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান্ জিজ্ঞাসু হইয়া ইতস্ততঃ অন্য উপদেশকের নিকট উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমার উপাসনা করিবার যত্ন করেন; তবে ক্রমশঃ ভাগ্যফলে সাধুসঙ্গ ও সদালোচনার সুযোগ পাইলে, অবশেষে ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করতঃ মঙ্গল লাভ করিতে পারেন।।২৬।।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।।২৭।।

অন্বয়—ভরতর্ষভ! যাবৎ (যে কিছু) স্থাবরজঙ্গমম্ (চরাচরাত্মক) সত্ত্বং (প্রাণী) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (সেই সমস্ত) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে) [উৎপন্ন হয় বলিয়া] বিদ্ধি (জানিবে)।।২৭।।

অনুবাদ—হে ভরতবংশ শ্রেষ্ঠ! যে কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণী **উৎপন্ন হয়, তৎ সমুদায়ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে** উৎপন্ন

বলিয়া জানিবে।।২৭।।

বিশ্বনাথ—উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। যাবদিতি যৎপ্রমাণকং নিকৃষ্টম্ উৎকৃষ্টং বা সত্ত্বং প্রাণিমাত্রম্।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ—কথিত বিষয়ের অর্থ অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতেছেন—'যাবৎ' ইত্যাদি। 'যাবৎ'—যৎ প্রমাণক, নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট 'সত্ত্বং'—প্রাণিমাত্র।।২৭।।

অনুবর্ষিণী—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক্ ভূতগণের উৎপত্তি। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"ভূতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধৈর্যোষিৎ পুরুষ এব হি।
তয়োর্ব্যবায়াৎ সম্ভূতির্যোষিৎ পুরুষয়োরিহ (৪।১১।১৫)।।২৭।।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।২৮।।

অন্বয়—সর্ব্বেষু ভূতেষু (সকল ভূতমধ্যে) সমং (সমভাবে) তিষ্ঠন্তং (অবস্থিত) বিনশ্যৎসু (বিনাশশীলগণের মধ্যে) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরম্ (পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) (সম্যক) পশ্যতি (সম্যকরূপে দর্শন করেন)।।২৮।।

অনুবাদ—সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশশীল দেহাদির মধ্যেও অবিনাশীপরমেশ্বরকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী।।২৮।।

বিশ্বনাথ—পরমাত্মানং তু এবং জানীয়াদিত্যাহ—সমমিতি। বিনশ্যৎস্বপি দেহেষু যঃ পশ্যতি, স এব জ্ঞানীত্যর্থঃ।.২৮।।

বঙ্গানুবাদ—কিন্তু পরমাত্মাকে এইরূপ জানিবে—'সমম্' ইত্যাদি। 'বিনশ্যৎস্বপি'—দেহে, 'যঃ পশ্যতি'—যিনি দেখেন, তিনিই জ্ঞানী, এই অর্থ।।২৮।।

অনুবর্ষিণী—পরমেশ্বর পরমাত্মারূপে সকল জীবদেহে অবস্থান করিলেও দেহের ধর্ম্ম যে বিনাশ, তাহা তিনি লাভ করেন না; ইহা যিনি জানিতে পারেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।

পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্।।”—৪।২৯।৪৪।

অর্থাৎ বাচস্পতিগণও কিন্তু অদ্যাপি তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা সর্ব্বত্র অবস্থিত পরমেশ্বরকে বিচার করিয়াও জানিতে পারেন নাই। শ্রীভগবান্ জীবদেহে বাস করিয়াও যে দেহের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন না তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

“এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।” (১।১১।৩৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাই,—

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া পার।। (আদি ১।৫৪)।।২৮।।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।২৯।।

অন্বয়—হি (যেহেতু) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) সমং (সমভাবে) সমবস্থিতম্ (সম্যকরূপে অবস্থিত) ঈশ্বরম্ (ঈশ্বরকে) পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) আত্মনা (মনের দ্বারা) আত্মানম্ (নিজেকে) ন হিনস্তি (হিংসা অর্থাৎ অধঃপাতিত করেন না) ততঃ (সেই হেতু) পরাং গতিম্ (পরমাগতি) যাতি (প্রাপ্ত হন)।।২৯।।

অনুবাদ—যেহেতু সর্ব্বভূতে সমভাবে সম্যক্ অবস্থিত পরমেশ্বরকে দেখিয়া, কুপথগামী মনের দ্বারা তিনি নিজেকে অধঃপাতিত করেন না, সেই হেতু পরমাগতি প্রাপ্ত হন্।।২৯।।

বিশ্বনাথ—আত্মনা মনসা কুপথগামিনা আত্মানং জীবং ন হিনস্তি নাধঃপাতয়তি।।২৯।।

বঙ্গানুবাদ—‘আত্মনা’—মনদ্বারা কুপথগামী ‘আত্মানং’—জীবকে ‘ন ‘হিনস্তি’—অধঃপাতিত করে না।।২৯।।

অনুবর্ষিণী—বদ্ধ জীব প্রকৃতির বিচিত্র গুণ কর্ম্মে আবদ্ধ হওয়ায় বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর সেই বিভিন্ন জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান। ইহা যিনি বিবেক বলে অবগত হন, তিনি নিজের আত্মাকে অধঃপাতিত করেন না পরন্তু পরিশেষে

পরাগতি লাভের যোগ্য হন্। যিনি মনের দ্বারা ভগবদৈশ্বর্য্য অনুভব বা চিন্তা না করিয়া অন্যত্র বিচরণ করেন, তিনি আত্মঘাতী ও অধঃপতিত। ঈষোপনিষদে পাওয়া যায়,—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।।" (৩)

অর্থাৎ অসূর্য্য নামে প্রসিদ্ধ প্রকাশশূন্য অজ্ঞান-তিমিরাবৃত যে লোক সমূহ আছে, যাহারা আত্মঘাতী মানব অর্থাৎ ভবসমুদ্রতরণের ইচ্ছা রহিত, তাহারা মৃত্যুর পর ঐ সকল লোকে গমন করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং, প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পূমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।।"
(১১।২০।১৭)

এই প্রসঙ্গে গীঃ—৬।৫ শ্লোকও আলোচ্য ।।২৯।।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি।।৩০।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহকে) প্রকৃত্যা এব চ (প্রকৃতি-কর্ত্তৃকই) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত) পশ্যতি (দর্শন করেন) তথা (এবং) আত্মানম্ (আত্মাকে) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা) [পশ্যতি—দেখেন] সঃ (তিনি) পশ্যতি (যথার্থ দর্শন করেন)।।৩০।।

অনুবাদ—যিনি সকলকর্ম্ম প্রকৃতি-কর্ত্তৃকই সম্পাদিত হয় এবং আত্মা অকর্ত্তা, ইহা দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত দর্শন করেন।।৩০।।

বিশ্বনাথ—প্রকৃতৈব দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ পরিণয়তা সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণি আত্মানাং জীবং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং, ন তু স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ।।৩০।।

বঙ্গানুবাদ—'প্রকৃত্যৈব'—দেহ ও ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত, সর্ব্বশঃ'—সর্ব্বকার্য্য 'আত্মানং'—জীব, দেহে আত্মবুদ্ধিহেতুই আমার কর্ত্তৃত্ব, কিন্তু আপনা হইতে নহে, এইরূপ যিনি দেখেন, তিনিই ঠিক দেখেন।।৩০।।

অনুবর্ষিণী—প্রকৃতির ক্রিয়াগুণের দ্বারা চালিত হইয়া বদ্ধ জীবই

কর্ম্মের কর্ত্তা অভিমান করিয়া থাকে। ঈশ্বর সর্ব্বহৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে সকলের প্রেরক হইলেও তিনি কিন্তু অকর্ত্তাই। এমন কি, শুদ্ধ জীবাত্মাও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রাকৃত কর্ম্মের কর্ত্তা অভিমান করেন না। যিনি এইরূপ জানেন তিনি প্রকৃত জ্ঞানী। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"শোক-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহস্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম-মৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ।।" (১১।২৮।১৫)

তন্ত্রভাগবতে পাওয়া যায়,—"অহঙ্কারাত্তু সংসারো ভবেজ্জীবস্য ন স্বতঃ।"

শাস্ত্রে আরও পাওয়া যায়,—

"সুপ্তেঽহমি ন দৃশ্যন্তে সুখদোষপ্রবৃত্তয়ঃ।
অতো তস্যৈব সংসারো ন মে সংসৃতিসাক্ষিণঃ।।"

অর্থাৎ সুষুপ্তিতে যখন অহঙ্কারে সুখ-দোষ প্রবৃত্তি সমূহ দৃষ্ট হয় না, তখন সেই অহঙ্কারেরই সংসার, সংসারসাক্ষী আমার নহে।

গীঃ—৩।২৭-২৮ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।।৩০।।

যদা ভূতপৃথগ্ ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।।৩১।।

অন্বয়—যদা (যখন) ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ (ভূতগণের পৃথক্ পৃথক্ ভাবকে) একস্থং (এক প্রকৃতিতে স্থিত) ততঃ এব চ (এবং সেই প্রকৃতি হইতেই বিস্তারং (উৎপত্তি) অনুপশ্যতি (জানিতে পারেন) তদা (তখন) [সঃ—তিনি] ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মভাব লাভ করেন)।।৩১।।

অনুবাদ—যখন ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাবকে একমাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থিত এবং প্রকৃতি হইতেই বিস্তার জানিতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন্।।৩১।।

বিশ্বনাথ—যদা ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্‌ভাবঃ তত্তদাকারগতং পার্থক্যম্ একস্থম্ একস্যাং প্রকৃতাবেব স্থিতং প্রলয়কালে অনুপশ্যতি আলোচয়তি। ততঃ প্রকৃতেঃ সকাশাদেব ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি, তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ।।৩১।।

বঙ্গানুবাদ—'যদা ভূতানাং'—যখন স্থাবর জঙ্গমের 'পৃথগ্‌ভাবঃ'—

তত্তদাকারগত পার্থক্য 'একস্থং'—এক প্রকৃতিতেই স্থিত প্রলয়কালে, 'অনুপশ্যতি'—আলোচনা করেন, তার পর প্রকৃতির নিকট হইতে ভূতসমূহের, 'বিস্তারং'—সৃষ্টিসময়ে 'অনুপশ্যতি'—বুঝিতে পারেন, 'তদা'—তখন 'ব্রহ্ম সম্পদ্যতে'—ব্রহ্মই হন, এই অর্থ।।৩১।।

অনুবর্ষিণী—প্রকৃতি হইতে সমগ্র স্থাবর জঙ্গম ভূতগণের উৎপত্তি। সুতরাং প্রকৃতিগত সত্তায় সকলই সমান অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে জাত ও প্রকৃতিতেই লয় প্রাপ্ত। কিন্তু ইহা হইতে ভিন্ন একমাত্র আত্মা নিত্য ও বাস্তব সত্য। প্রকৃতিগত ভেদবুদ্ধি-রহিত হইলে, আত্মগত ঐক্যবিচারে শুদ্ধজীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—

"যে-সময়ে বিবেকী পুরুষ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের সেই সেই আকারগত পার্থক্য প্রলয়সময়ে একমাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন এবং সৃষ্টিসময়ে সেই এক-প্রকৃতি হইতেই ভূতসকলের বিস্তার জানিতে পারেন, তৎকালে তাঁহার প্রকৃতিগত ভেদবুদ্ধি রহিত হয়; তখন তিনি শুদ্ধচিৎ তত্ত্বনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মের সহিত চিদাকার-সম্বন্ধে 'ঐক্য' লাভ করেন। এই অভেদ-বুদ্ধি লাভ করিয়া জীব দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপে দর্শন করেন, তাহা পরে বলিতেছি"।।৩১।।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।।৩২।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! অনাদিত্বাৎ (অনাদিত্ব হেতু) নির্গুণত্বাৎ (নির্গুণত্ব হেতু) অয়ম্ (এই) অব্যয়ঃ পরমাত্মা (নির্ব্বিকার পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি (দেহমধ্যে থাকিয়াও) ন করোতি (কর্ম্ম করেন না) ন লিপ্যতে (কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না)।।৩২।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ এই নির্ব্বিকার পরমাত্মা, দেহমধ্যে অবস্থান করিয়াও কোন কর্ম্ম করেন না, বা কোন কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না।।৩২।।

বিশ্বনাথ—ননু, কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনি জন্মসু ইত্যুক্তম্। তত্র দেহগতত্বেন তুল্যত্বেঽপি জীবাত্মৈব গুণলিপ্তঃ সংসরতি, ন তু

পরমাত্মা ইতি। কুতঃ? ইত্যত আহ—অনাদিত্বাদিতি, ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যতঃ স অনাদিঃ;—যথা পঞ্চম্যন্তপদার্থেন 'অনুত্তম' শব্দেন পরমোত্তম উচ্যতে; তথৈবানাদি শব্দেন পরমকারণমুচ্যতে। ততশ্চ অনাদিত্বাৎ পরমকারণত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ নির্গতা গুণাঃ সৃষ্ট্যাদয়ো যতস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাচ্চ জীবাত্মনো বিলক্ষণোঽয়ং পরমাত্মা। অব্যয়ঃ সর্ব্বদৈব সর্ব্বথৈব স্বীয়-জ্ঞানানন্দাদিব্যয়রহিতঃ শরীরস্থোঽপি তদ্ধর্ম্মাগ্রহণাৎ ন করোতি, জীববন্ন কর্ত্তা, ন ভোক্তা চ ভবতি, ন চ লিপ্যতি—শরীরগুণলিপ্তশ্চ ন ভবতি।।৩২।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল, 'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনি-জন্মসু' (গীঃ— ১৩।২২)—ইহা কথিত হইয়াছে। সে স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা দেহগতত্বে তুল্য হইলেও, জীবাত্মাই গুণলিপ্ত হইয়া সংসার-দশা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমাত্মা নহে। কিন্তু যদি প্রশ্ন হয়—কি জন্য? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অনাদিত্বাৎ' ইত্যাদি। 'অনাদিঃ'—যাহার আদি কারণ নাই, তিনি অনাদি। যেরূপ পঞ্চমী অন্ত পদার্থে অনুত্তম বলিলে (যাহা হইতে উত্তম আর নাই) পরমোত্তম কথিত হয়, তদ্রূপই অনাদি শব্দ দ্বারা পরম কারণ কথিত হয়। তার পর 'অনাদিত্বাৎ'—পরম কারণত্বহেতু, 'নির্গুণত্বাৎ'—নির্গত গুণসমূহ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি যাহা হইতে তাহার ভাব অর্থাৎ তত্ত্ব, সেই হেতু জীবাত্মা হইতে বিলক্ষণ এই পরমাত্মা। 'অব্যয়ঃ'—সর্ব্বদাই সকল প্রকারে স্বীয় জ্ঞান ও আনন্দাদির ব্যয় রহিত, 'শরীরস্থোঽপি'—তদ্ধর্ম্ম গ্রহণ না করায় 'ন করোতি'—জীবের ন্যায় কর্ত্তা নহেন, ভোক্তা নহেন, 'ন চ লিপ্যতি'—শরীরের গুণ দ্বারা লিপ্ত হন না।।৩২।।

অনুবর্ষিণী—দেহাবস্থিত পরমাত্মা অব্যয়, অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া জীবের ন্যায় ক্ষেত্রধর্ম্মে লিপ্ত হন না, জড়দর্শন নির্ম্মুক্ত ব্রহ্মভূত শুদ্ধ জীবও ক্ষেত্রজ্ঞ অন্তর্যামীর নির্লেপতার বিষয় অবগত হইয়া, দেহাবস্থানকালে স্বয়ং নির্লেপভাব লাভ করিতে পারেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মসম্পন্ন জীব তখন দেখিতে পান যে, পরমাত্মা—অব্যয়, অনাদি

ও নির্গুণ; তিনি এই শরীরে জীবাত্মার সহিত অবস্থান করিয়াও ক্ষেত্র-ধর্ম্মে বদ্ধজীবের ন্যায় লিপ্ত হন না। ব্রহ্মসম্পন্ন জীবও সুতরাং উক্ত জ্ঞানাশ্রয়ে আর লিপ্ত হন না; লিপ্ত না হইয়াও জীব ক্ষেত্রকে কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা শুন"।।৩২।।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।।৩৩।।

অন্বয়—যথা (যেরূপ) সর্ব্বগতং (সর্ব্বত্র অবস্থিত) আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মত্ব-হেতু) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) তথা (সেই রূপ) সর্ব্বত্র দেহে (সর্ব্ব দেহ মধ্যে) অবস্থিতঃ (অবস্থিত) আত্মা (আত্মা) ন উপলিপ্যতে (দেহাদিগুণদোষে লিপ্ত হন না)।।৩৩।।

অনুবাদ—যেরূপ আকাশ সর্ব্বপদার্থগত হইয়াও সূক্ষ্মত্ব হেতু কোথাও লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সর্ব্ব দেহে অবস্থিত আত্মাও, দৈহিক গুণ-দোষের দ্বারা লিপ্ত হন না।।৩৩।।

বিশ্বনাথ—অথ দৃষ্টান্তমাহ—যথা সর্ব্বত্র পঙ্কাদিষ্বপি স্থিতমপ্যাকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ অসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্ন লিপ্যতে, তথৈব পরমাত্মা দৈহিকৈর্গুণৈর্দোষৈশ্চ ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ।।৩৩।।

বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'যথা সর্ব্বত্র'—পঙ্কাদিতেও অবস্থিত, 'আকাশং'—আকাশ 'সৌক্ষ্ম্যাৎ'—অসঙ্গ হেতু পঙ্কাদি দ্বারা লিপ্ত বা সংযুক্ত হয় না, তদ্রূপই পরমাত্মা দেহসম্বন্ধীয় দোষ ও গুণের সহিত যুক্ত হন না, ইহাই অর্থ।।৩৩।।

অনুবর্ষিণী—আকাশ সর্ব্বগত হইয়াও যেরূপ নিঃসঙ্গ থাকিতে পারে, সেই প্রকার ব্রহ্মভাবসম্পন্ন শুদ্ধ জীবও দেহে অবস্থান করিলেও দেহধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া অসঙ্গই থাকেন।।৩৩।।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।।৩৪।।

অন্বয়—ভারত! যথা (যেমন) একঃ রবিঃ (এক সূর্য্য) ইমম্ (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) লোকং (জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) তথা (সেই রূপ) ক্ষেত্রী (পরমাত্মা) কৃৎস্নং (সমগ্র) ক্ষেত্রং (দেহকে) প্রকাশয়তি

(প্রকাশিত করেন)।।৩৪।।

অনুবাদ—হে ভারত! যেরূপ এক সূর্য্য এই সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ ক্ষেত্রী আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে।।৩৪।।

বিশ্বনাথ—প্রকাশকত্বাৎ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যতে ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। রবির্যথা প্রকাশকঃ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যতে, তথা ক্ষেত্রী পরমাত্মা,—"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন যুজ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে শোকদুঃখেন বাহ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ।।৩৪।।

বঙ্গানুবাদ—প্রকাশত্ব হেতু প্রকাশযোগ্য বস্তুর ধর্ম্মদ্বারা যুক্ত হন না, তাহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'যথা' ইত্যাদি। 'রবিঃ'—সূর্য্য যেরূপ প্রকাশক, প্রকাশ্যের ধর্ম্মদ্বারা যুক্ত হন না, তদ্রূপ 'ক্ষেত্রী'—পরমাত্মা,—'সূর্য্য যেরূপ সকলের চক্ষুস্বরূপ হইয়াও কাহারও চক্ষুর দোষ বা বাহ্য কোন দোষে লিপ্ত হন না, তদ্রূপ একই পরমাত্মা সর্ব্বভূতে অবস্থিত হইয়াও লোকের সুখ দুঃখ ভাগী হন না'। (—কঠ ২।২।১১)।।৩৪।।

অনুবর্ষিণী—এক সূর্য্য যেরূপ সর্ব্বজগৎকে প্রকাশ করে, সেই প্রকার আত্মা দেহের একস্থানে অবস্থান করিয়া সমস্ত দেহকে প্রকাশ অর্থাৎ চেতন ধর্ম্মযুক্ত করিয়া থাকে। এ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্রে পাই,—"গুণাদ্বালোকবৎ" (২।৩।২৪) অর্থাৎ জীবাত্মা অণু হইলেও চেতয়িতৃত্ব লক্ষণ চিদ্‌গুণদ্বারা আলোকের মত সমস্ত শরীর ব্যাপী হইয়া থাকে।।৩৪।।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।।৩৫।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—যে (যাঁহারা) এবং (এই প্রকারে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের) অন্তরং (ভেদ) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ (এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) পরম্ (পরমপদ) যান্তি (প্রাপ্ত হন)।।৩৫।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়স্য
অন্বয়ঃ সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—যাঁহারা এই প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় অবগত হন, তাঁহারা পরমপদ লাভ করেন।।৩৫।।

ইতি ব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।

বিশ্বনাথ—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি— ক্ষেত্রেণ সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ যথাভূতানাং প্রাণিনাং প্রকৃতেঃ সকাশান্মোক্ষম্ মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি।।৩৫।।

দ্বয়োঃ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্মধ্যে জীবাত্মা ক্ষেত্রধর্ম্মভাক্।
বধ্যতে মুচ্যতে জ্ঞানাদিত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশোঽয়ং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—অধ্যায়ের তাৎপর্য্য উপসংহার করিতেছেন—ক্ষেত্রসহ 'ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ'—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যেরূপ ভূতসমূহের—যাঁহারা প্রাণিগণের প্রকৃতি হইতে 'মোক্ষং'—মোক্ষের উপায় ধ্যানাদি জানেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হন।।৩৫।।

ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের মধ্যে ক্ষেত্র ধর্ম্মভোগী জীবাত্মা বদ্ধ এবং জ্ঞানোদয়ে মুক্ত, ইহাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠক্কুর-কৃতা সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে উপসংহার করিতেছেন যে, যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে নিস্তার উপায়, জ্ঞান

চক্ষুর দ্বারা জানিতে পারেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। দেহরূপ ক্ষেত্র জীবাত্মা স্বীকার করেন কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা তাহা হইতে অতীত, ইহা জানিয়া যিনি তাঁহার ভজন করেন, তিনিই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্যে লিখিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ গুরুপাদাশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধাভক্তি আলোচনা করিতে করিতে স্বীয় অনর্থ নাশ করত নিষ্ঠা লাভ করেন। চিদচিদ্বিবেকাভাবই অনর্থসমূহের মধ্যে প্রধান। সেই অনর্থনিবৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশে এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র-তত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক কথিত হইয়াছে যে, মহাভূতসমূহ, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি বিষয়, এই চব্বিশটি—ক্ষেত্র; ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ সংঘাত ও চেতনায়তন মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য, এইগুলি—ক্ষেত্রবিকার এবং এতদতিরিক্ত কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতির অতীত অনাদি মদ্দাসত্বরূপ ব্রহ্ম-সম্পত্তির যোগ্য চিৎকণস্বরূপ জীব ও সর্ব্বব্যাপী আমার অংশরূপ পরমাত্মা, এই দুইজন—ক্ষেত্রজ্ঞ; ক্ষেত্র ও জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই 'সংসার'; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞানরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানদ্বারাই পরমাত্মাবলোকনক্রমে স্বরূপানাবাপ্তিরূপ অনর্থের নিবৃত্তি হয়;—ইহা স্মরণাঙ্গানুগত তত্ত্ব"।।৩৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ,—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ।।১।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) জ্ঞানানাং (জ্ঞান সাধনসমূহের মধ্যে) উত্তমম্ (মুখ্য) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানং (উপদেশ) ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি (পুনরায় বলিব), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্ব্বে মুনয়ঃ (মুনিসকল) ইতঃ (এই দেহবন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং (পরামুক্তি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন)।।১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—সকল জ্ঞান-সাধন মধ্যে অতি উত্তম এক জ্ঞান-উপদেশ তোমাকে বলিব, যাহা অবগত হইয়া মুনিগণ এই দেহবন্ধন হইতে পরামুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।।১।।

বিশ্বনাথ—গুণাঃ স্যুর্বন্ধকাস্তে তু ফলৈর্জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশে।
গুণাত্যয়ে চিহ্নততির্হেতুর্ভক্তিশ্চ বর্ণিতা।।

পূর্ব্বাধ্যায়ে কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ইত্যুক্তম্। তত্র কে গুণাঃ, কীদৃশো গুণসঙ্গঃ, কস্য গুণস্য সঙ্গাৎ কিং ফলং স্যাৎ, গুণযুক্তস্য কিং কিং বা লক্ষণং, কথং বা গুণেভ্যো মোচনম্? ইত্যপেক্ষায়াং বক্ষ্যমানমর্থং স্তুবানো বক্তুং প্রতিজানীতে—পরমিতি। জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং পরম্ অত্যুত্তমম্।।১।।

বঙ্গানুবাদ—গুণত্রয়ই বন্ধনের হেতু এবং তাহারা ফলদ্বারাই অনুমেয়; সেই গুণত্রয় বিনাশে চিহ্নসমূহের হেতুই ভক্তি, ইহাই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে—'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু' (১৩।২১)। সেস্থলে গুণ কাহারা, গুণের সঙ্গ কি প্রকার, কোন্ গুণসঙ্গে কি ফল হয়, গুণযুক্তের কি কিই বা লক্ষণ, কিরূপেই বা গুণসমূহ হইতে মুক্তিলাভ হয়? এই অপেক্ষায় পরে বক্তব্য অর্থ প্রস্তাবমুখে বলিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—'পরম্'

ইত্যাদি। 'জ্ঞানং'—যাহা দ্বারা জানা যায়, উপদেশ; 'পরম্'—অত্যুত্তম।।১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বধ্যায়ে 'যাবৎ সংজায়তে' (১৩।২৭) শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই স্থাবর জঙ্গমের উৎপত্তির কথা বর্ণন করিয়া প্রকৃতির গুণসংসর্গই জীবের সদসৎ যোনিতে জন্মলাভের কারণ (১৩।২২) বর্ণনান্তে প্রকৃতি পুরুষ হইতে বিশ্বের সৃষ্টির প্রকার, ত্রিগুণের পরিচয় এবং কি প্রকারে সেই প্রকৃতির গুণসঙ্গ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, সেই জ্ঞানের কথা বর্ত্তমান অধ্যায়ে বর্ণন করিতে গিয়া, সেই জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রকৃতি-জীব-বিষয়ক জ্ঞান সমূহের মধ্যে এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নবনীতবৎ উদ্ধৃত। সনকাদি মুনিগণ এই জ্ঞানের আশ্রয়ে পরমাত্মযাথাত্ম্যোপলব্ধি-রূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইহা তপঃ প্রভৃতি জ্ঞান সাধনের মধ্যে অত্যুত্তম।।১।।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে না ব্যথন্তি চ।।২।।

অন্বয়—ইদং জ্ঞানম্ (এই জ্ঞানকে) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) [মুনয়ঃ—মুনিগণ] মম (আমার) সাধর্ম্ম্যং (সমান-ধর্ম্মতা) আগতাঃ [সন্তঃ] (প্রাপ্ত হইয়া) সর্গে অপি (সৃষ্টি কালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্ম গ্রহণ করেন না) প্রলয়ে চ (এবং প্রলয় কালেও) ন ব্যথন্তি (মৃত্যু যন্ত্রণা লাভ করেন না)।।২।।

অনুবাদ—এই জ্ঞানকে আশ্রয় পূর্ব্বক মুনিগণ আমার স্বারূপ্যলক্ষণা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া, সৃষ্টিকালে জন্মগ্রহণ করেন না, বা প্রলয়কালেও মৃত্যুযন্ত্রণা লাভ করেন না।।২।।

বিশ্বনাথ—সাধর্ম্ম্যং সারূপ্যলক্ষণাং মুক্তিং ন ব্যথন্তি ন ব্যথন্তে।।২।।

বঙ্গানুবাদ—'স্বাধর্ম্ম্যং'—সারূপ্যলক্ষণা মুক্তি। ন ব্যথন্তি—দুঃখ প্রাপ্ত হন না।।২।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকেও শ্রীভগবান্ সেই জ্ঞানের মহিমাই বলিতেছেন। এই জ্ঞানের আশ্রয়কারী তৎ-সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হন, ফলস্বরূপে তাঁহার আর সৃষ্টিকালে জন্ম এবং প্রলয়ে মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না

অর্থাৎ পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। এই স্থলে 'সাধর্ম্ম্য' অর্থে সারূপ্যলক্ষণা মুক্তিকেই শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ও শ্রীধরস্বামিপাদ লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রমেয় রত্নাবলীর চতুর্থ প্রমেয়ে কান্তিমালা টীকায় পাওয়া যায়,—"মুণ্ডক (৩।১।৩) শ্লোকে—'সাম্য' ও গীঃ—১৪।২ শ্লোকে 'সাধর্ম্ম্য' শব্দ আছে, সেই শব্দ দ্বারা মোক্ষাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে জানিতে হইবে এবং 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—এই বাক্যে 'ব্রহ্মৈব' শব্দে ব্রহ্মতুল্য জানিতে হইবে। 'এব' শব্দ তুল্যার্থে সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভগবানের সমান ধর্ম্মপ্রাপ্তি (শ্রীশুকদেব)—জরা-মরণাদি-রাহিত্য লক্ষণ, পরন্তু স্রষ্টৃত্বাদি লক্ষণ নহে। (—ভাঃ ৫।১।২৭) শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

গীতার ১৪।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব প্রভু বলেন—"গুরূপাসনয়েদং বক্ষ্যমানং জ্ঞানং উপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সর্ব্বেশস্য মম নিত্যাবির্ভূতগুণষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সন্তঃ...জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা ভবন্তীতি মোক্ষে জীব-বহুত্বমুক্তং;—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" (সামবেদ, কঠোপনিষৎ ১।৩।৯) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চৈতদবগতম্।"

অর্থাৎ গুরু-উপাসনা দ্বারা কথিত জ্ঞান লাভ করিয়া জীবসকল সাধনায় আবির্ভূত সর্ব্বেশ্বর আমার নিত্য-আবির্ভূত-গুণাষ্টকের সমতা প্রাপ্ত হইয়া জন্মমৃত্যুরহিত মুক্ত হয়। মোক্ষেও জীবের বহুত্ব কথিত হইয়াছে; শ্রুতিসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায়, "তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ—সুরিগণ সর্ব্বদা দর্শন করেন।" ইত্যাদি।

এই 'সাম্য' শব্দের উল্লেখ মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং...নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"। এবং ভাঃ—১১।৫।৪৮ শ্লোকেও 'তৎসাম্যমাপুঃ"—কথা পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে "তন্মহিমানমবাপ"—কথায় 'মহিমা'-শব্দে শ্রীবীররাঘব বলেন,—ছান্দোগ্যোল্লিখিত মুক্তস্বরূপের অষ্টলক্ষণের আবির্ভাব। শ্রীধর বলেন,—'জীবন্মুক্তি';শ্রীবিশ্বনাথ বলেন,—'বৈকুণ্ঠ'। শ্রীমদ্ভাগবতে ৫।১।২৭ শ্লোকে

'তাদাত্ম্য'-শব্দে শ্রীবীররাঘব বলিয়াছেন,—সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট; শ্রীবিজয়ধ্বজ বলেন,—'তদ্রূপসাম্য' অর্থাৎ ভগবানের সমানরূপ; শ্রীজীব বলেন,—'তৎসাম্য' অর্থাৎ ভগবানের সমতা; শ্রীশুকদেব বলেন,—'বিভিন্নাংশ জীব ভগবান হইতে ভিন্ন হইলেও অংশী ভগবান্ হইতে তাহার পৃথক অস্তিত্ব নাই বলিয়া, তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ইহাই 'তাদাত্ম্য' শব্দের তাৎপর্য্য।' অতএব 'সাধর্ম্ম্য'-শব্দে শ্রীভগবানের সহিত জীবের একীভূত অর্থাৎ কেবলাভেদ বা লয়প্রাপ্তি বুঝায় না।

বেদান্তে প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে "অপি স্মর্য্যতে" সূত্রের ভাষ্যে গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গীতার এই শ্লোক উদ্ধারপূর্ব্বক লিখিয়াছে,—"ইদং জ্ঞানম্...চেতি। মুক্তানাং ভগবৎ-সাধর্ম্ম্যলক্ষণঃ স স্মর্য্যতে তস্মাৎ দহরঃ শ্রীহরিরেব ন জীবঃ।" শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যও এই সূত্রের ভাষ্যে গীতার এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"জ্ঞান—সামান্যতঃ 'সগুণ'; 'নির্গুণ'-জ্ঞানকে 'উত্তম-জ্ঞান' বলা যায়। সেই নির্গুণ-জ্ঞান আশ্রয় করিলে জীব আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সারূপ্য ধর্ম্ম লাভ করে। জড়বুদ্ধি নরগণ মনে করে যে, প্রাকৃতধর্ম্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জীব ধর্ম্ম, রূপ ও অবস্থা-শূন্য হয়। তাহারা জানে না যে, জড়জগতে যেরূপ 'বিশেষ' নামক ধর্ম্মদ্বারা বস্তু সকলের পার্থক্য আছে, তদ্রূপ জড়া-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আমার যে বৈকুণ্ঠধাম আছে, তাহাতেও একটী বিশুদ্ধ 'বিশেষধর্ম্ম' আছে; সেই 'বিশেষ' দ্বারা তথায় অপ্রাকৃত ধর্ম্ম, অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে; তাহাকে আমার 'নির্গুণ-সাধর্ম্ম্য' বলে। নির্গুণ-জ্ঞান দ্বারা প্রথমে সগুণ-জগৎকে অতিক্রম করতঃ নির্গুণ-ব্রহ্ম-লাভ হয় এবং তল্লাভান্তে অপ্রাকৃত গুণসকল উদিত হয়। তাহা হইলে সৃষ্টিসময়ে জীব আর জন-জগতে জন্মলাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশরূপ ব্যথা পায় না"।।২।।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।৩।।

অন্বয়—ভারত! মহৎ ব্রহ্ম (মহৎ ব্রহ্মরূপা প্রকৃতি) মম (আমার) যোনিঃ (গর্ভাধান-স্থান) তস্মিন্ (তাহাতে) অহং (আমি) গর্ভং (চিৎপুঞ্জরূপ জীব-বীজকে) দধামি (স্থাপন করি) ততঃ (তাহা হইতে) সর্ব্বভূতানাং (সকল জীবের) সম্ভবঃ (উৎপত্তি) ভবতি (হয়)।।৩।।

অনুবাদ—হে ভারত! প্রকৃতি আমার যোনি বা গর্ভাধানস্থান, আমি তাহাতে তটস্থপ্রভাবরূপ জীব-বীজকে আধান করি, তাহা হইতেই সমস্ত জীবের জন্ম হয়।।৩।।

বিশ্বনাথ—অথানাদ্যবিদ্যাকৃতস্য গুণসঙ্গস্য বন্ধহেতুতাপ্রকারং বক্তুং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সম্ভবপ্রকারমাহ—মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ব্ভাধানস্থানং মহদ্‌ব্রহ্ম দেশকালানবচ্ছিন্নত্বাৎ মহৎ বৃংহণাৎ কার্য্যরূপেন বৃদ্ধের্হেতোর্ব্রহ্মপ্রকৃতিরিত্যর্থঃ। শ্রুতাবপি ক্বচিৎ প্রকৃতির্ব্রহ্মেতি নির্দ্দিস্যতে। তস্মিন্নহং গর্ব্ভং দধামি আদধামি। "ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্, জীবভূতাম" ইত্যনেন চেতনপুঞ্জরূপা যা জীব-প্রকৃতিঃ তটস্থশক্তিরূপা নির্দ্দিষ্টা, সা সকলপ্রাণিজীবতয়া গর্ব্ভশব্দেনোচ্যতে, ততো মৎকৃতাৎ গর্ব্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর অনাদি অবিদ্যাকৃত গুণসঙ্গের বন্ধনহেতুতার প্রকার বলিবার জন্য ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তির প্রকার বলিতেছেন—'মম'—পরমেশ্বর আমার, 'যোনিঃ'—গর্ভাধানের স্থান, 'মহদ্ ব্রহ্ম'—দেশ ও কালের দ্বারা যাহার পরিচ্ছেদ বা সীমা করা যায় না, তাহাই মহৎ, 'বৃংহণাৎ'—কার্য্যরূপে বৃদ্ধিহেতু ব্রহ্ম প্রকৃতি, এই অর্থ। শ্রুতিতেও কোথাও প্রকৃতি ব্রহ্ম এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে আমি গর্ভ 'দদামি'—আধান বা স্থাপন করি। 'ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্, জীবভূতাম্' (গীঃ ৭।৫)—এই বাক্যে চেতনপুঞ্জরূপ যে জীব-প্রকৃতি তটস্থশক্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট তাহা সকল প্রাণীর জীবতা বলিয়া গর্ভশব্দে কথিত হয়, 'ততঃ'—মৎকৃত গর্ভধান হইতে 'সর্ব্বভূতানাং—ব্রহ্মাদি সকল ভূতের 'সম্ভব'ঃ—উৎপত্তি হইয়া থাকে।।৩।।

অনুবর্ষিণী—পরমেশ্বরাধীন প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

মহৎব্রহ্ম—পরমেশ্বরের যোনি বা গর্ভাধানের স্থান। এস্থলে প্রধান সংজ্ঞক প্রকৃতিই 'মহৎ ব্রহ্ম' শব্দবাচ্য। মুণ্ডক শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—

"তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে"। (১।১।৯)

গর্ব্ভ—পরমেশ্বরের তটস্থাশক্তি সম্ভূত জীবনিচয়। উহা সর্ব্বপ্রাণী বীজ বলিয়া গর্ব্ভশব্দে কথিত হইয়াছে।

শ্রীধর স্বামী বলেন,—প্রলয়কালে শ্রীভগবানে লয় প্রাপ্ত, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম-বাসনাযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ-জীবকে সৃষ্টিকালে ভোগ্য ক্ষেত্রের সহিত সংযোগই গর্ভাধান। তাহা হইতেই ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্।।"—(৩।৫।২৬)

"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাহসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্।।" (৩।২৬।১৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়,—

"সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান।।
সাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
'জীব'রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ।।' (মধ্য—২০।২৭২-২৭৩)

শ্রীব্রহ্মসংহিতায়,—"যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ"—এই ৮ম শ্লোকের তাৎপর্য্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"সৃষ্টিকামযুক্ত সঙ্কর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্মুখ কৃষ্ণাংশ; কারণ-বারিতে আদ্যাবতার-পুরুষরূপে শয়ন করতঃ তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ। তৎপ্রতিফলিত জ্যোতির আভাসরূপই শম্ভু লিঙ্গ; তাহাই রমাশক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসব-যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। তখন মহত্তত্ত্বরূপ কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মহাবিষ্ণু-সৃষ্ট কামের প্রথম উদয়কে হিরণ্ময় মহত্তত্ত্ব বলে; তাহাই সৃষ্ট্যুন্মুখ মনোরূপি তত্ত্ব। ইহাতে গূঢ় বিচার এই যে, নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই সৃষ্টি করেন। নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ যোনি, এবং উপাদানই

শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ। মহাবিষ্ণু—পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্ত্তা। দ্রব্যময় প্রধানরূপ তত্ত্বই উপাদান, এবং আধারময় প্রকৃতি-তত্ত্বই মায়া। তদুভয়ের সংযোগকারী ইচ্ছাময়-তত্ত্বই প্রপঞ্চ-প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণাংশরূপ পুরুষ"।।৩।।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।।৪।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন) সর্ব্বযোনিষু (সর্ব্বযোনিতে) যাঃ মূর্ত্তয়ঃ (যে সকল শরীর) সম্ভবন্তি (উদ্ভূত হয়) তাসাং (সেই সকলের) মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) যোনিঃ (মাতৃস্থানীয় উৎপত্তিস্থান) অহং (আমি) বীজপ্রদঃ (বীজ-আধানকারী) পিতা (পিতৃস্বরূপ)।।৪।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! দেবতির্য্যকাদি সকল যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি উদ্ভূত হয়, মহৎ ব্রহ্মই অর্থাৎ প্রকৃতি তাহাদের যোনি অর্থাৎ জননীস্বরূপা এবং আমি বীজ আধানকর্ত্তা পিতৃস্বরূপ।।৪।।

বিশ্বনাথ—ন কেবলং সৃষ্ট্যুৎপত্তিসময় এব সর্ব্বভূতানাং প্রকৃতির্মাতা অহং পিতা, অপি তু সর্ব্বদৈবেত্যাহ—সর্ব্বাসু যোনিষু দেবাদ্যাসু স্তম্বপর্য্যন্তাসু যা মূর্ত্তয়োজঙ্গমস্থাবরাত্মিকা উৎপদ্যন্তে, তাসাং মূর্ত্তিনাং মহদ্‌ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ—যোনিরুৎপত্তিস্থানং মাতা, অহং—বীজপ্রদঃ গর্ব্ভাধানকর্ত্তা পিতা।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—কেবলমাত্র সৃষ্টি—উৎপত্তির সময়েই যে প্রকৃতি সর্ব্বভূতের মাতা ও আমি পিতা, তাহা নহি, পরন্তু সর্ব্বদাই, তাই বলিতেছেন—'সর্ব্বযোনিষু'—দেবগণকে আদি ধরিয়া স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত যোনিতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক যে যে মূর্ত্তি জন্মিয়া থাকে, সেই সকল মূর্ত্তির 'মহদ্ ব্রহ্ম'—প্রকৃতি 'যোনি'—উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ মাতা, 'অহং'—আমি 'বীজপ্রদ'—গর্ভাধানকর্ত্তা 'পিতা'।।৪।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ সৃষ্টিকালে তাঁহাকে মহৎব্রহ্ম—প্রকৃতিরূপা মাতৃস্বরূপা যোনিতে জীবরূপ বীর্য্য আধানকারী পিতৃস্বরূপ বলিয়া বর্ণনান্তে বর্ত্তমান শ্লোকে তিনি সর্ব্বদাই, কেবল সৃষ্টিকালে নহে, দেবাদি যাবতীয় জন্ম পরিগ্রহের মূল পিতৃস্বরূপ এবং প্রকৃতি মাতৃস্বরূপা—

ইহাই বলিতেছেন। এ বিষয়ে জীব বা প্রকৃতির কাহারই কোন কালে স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব নাই জানিতে হইবে। যে কোন স্থান হইতে যিনিই যে কোন দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষীআদি দেহ প্রাপ্ত হউন না কেন, সকলেরই 'প্রকৃতিই' মূল মাতৃস্বরূপা এবং পরমেশ্বরই মূল পিতৃস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই—"জনং জনেন জনয়ন্"—(৩।২৯।৪৫) অর্থাৎ জনের দ্বারা পিত্রাদিরূপে জনকে পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন করিলেও তিনিই আদি বা মূল জন্মদাতা। অন্যত্রও পাওয়া যায়;—"ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশ সৃজত্যবতি হন্তি চ।" —(ভাঃ ৬।১৫।৬) এবং (ভাঃ—৬।১২।১২) শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৪।।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।।৫।।

অন্বয়—মহাবাহো! প্রকৃতিসম্ভবাঃ (প্রকৃতিজাত) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই) গুণাঃ (গুণসমুহ) দেহে (শরীর মধ্যে) (অবস্থিত) অব্যয়ম্ (নির্ব্বিকার) দেহিনম্ (দেহী জীবকে) নিবধ্নন্তি (বন্ধন করে)।।৫।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! জড়া প্রকৃতি হইতে জাত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় দেহমধ্যে অবস্থিত নির্ব্বিকার দেহী জীবকে সুখ দুঃখাদি ভোগে আবদ্ধ করে।।৫।।

বিশ্বনাথ—তদেবং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং কে গুণ উচ্যন্তে? তেষু সঙ্গাৎ জীবস্য কীদৃশো বন্ধ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—সত্ত্বমিতি। দেহে প্রকৃতিকার্য্যে গুণাঃ, তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং জীবং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্ব্বিকারমসঙ্গিনমপি অনাদ্যবিদ্যয়া কৃতাদ্গুণসঙ্গাদেব হেতোর্গুণা নিবধ্নন্তি।।

বঙ্গানুবাদ—এইরূপে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি নিরূপণ করিয়া এক্ষণে কাহারা গুণ বলিয়া কথিত হয়? তাহাদের সঙ্গ হেতু জীবের কি প্রকার বন্ধ? সেই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'সত্ত্বম্' ইত্যাদি। 'দেহে'—প্রকৃতির কার্য্যে 'গুণাঃ'—অভেদ চিন্তায় অবস্থিত 'দেহিনম্'—জীবকে উহা বস্তুতঃ অব্যয়, নির্ব্বিকার, অসঙ্গ হইলেও অনাদি

অবিদ্যাদ্বারাকৃত গুণসঙ্গ হেতু গুণগণই বদ্ধ করে।।৫।।

অনুবর্ষিণী—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো এই গুণত্রয় প্রকৃতিজাত, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত এই গুণত্রয় উদ্ভূত হয়। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি অব্যক্তরূপা।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"প্রকৃতির্গুণসাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।।"—(১১।২২।১২)।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—"প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য"—(৩।২৬।১৭) অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাঃ"—ভাঃ ১।২।২৩ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

তটস্থাশক্তি-প্রকটিত যে সকল জীব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দোষে এই জড়াপ্রকৃতির আশ্রয় লাভ করে, প্রকৃতির গুণসমূহ সেই অব্যয়, চিৎস্বরূপ জীবকে প্রকৃতিজাত দেহে অধ্যাস উৎপাদন পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিলদেবের উক্তিতে পাওয়া যায়,—

"এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে।।
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতকম্।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্ব্বৃতাত্মনঃ।।"—(৩।২৬।৬-৭)

অন্যত্র আরও পাওয়া যায়,—

"স এষ যর্হি প্রকৃতেগুণেষ্বভিবিষজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্ব্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু।।
(ভাঃ—৩।২৭।২-৩)।।৫।।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।।৬।।

অন্বয়—অনঘ! তত্র (সেই গুণত্রয়ের মধ্যে) নির্ম্মলত্বাৎ (শুদ্ধতা-হেতু) প্রকাশকম্ (প্রকাশক) অনাময়ম্ (আময় বা দোষরহিত শান্ত)

সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখসঙ্গে (সুখ-সঙ্গের দ্বারা) জ্ঞানসঙ্গেন চ (জ্ঞান-সঙ্গ দ্বারা) (দেহিনম্—জীবকে) বধ্নাতি (আবদ্ধ করে)।।৬।।

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ! সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলতা হেতু প্রকাশক, নিরুপদ্রব বা শান্ত সত্ত্বগুণ, দেহী জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ-দ্বারা আবদ্ধ করে।।৬।।

বিশ্বনাথ—তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্ব প্রকারঞ্চাহ—তত্রেতি। অনাময়ং নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ; শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গঃ প্রকাশকত্বাৎ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন চ যঃ সঙ্গঃ 'অহং সুখী, অহং জ্ঞানী' চেত্যুপাধিধর্ম্ময়োরপি সুখজ্ঞানয়োরবিদ্যয়ৈব জীবস্যাবিমানঃ, তেন তং বধ্নাতি। হে অনঘেতি—ত্বন্তু 'অহং সুখী, অহং জ্ঞানী' ইত্যভিমানলক্ষণম্ অঘং মা স্বীকুর্ব্বিতি ভাবঃ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ—তাহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও বন্ধনকারিত্বের প্রকার বলিতেছেন—'তত্র' ইত্যাদি। 'অনাময়ং'—নিরুপদ্রব, শান্ত এই অর্থ, শান্ত হওয়ায় স্বকার্য্য সুখের সহিত যে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি প্রকাশক হওয়ায় স্বকার্য্য জ্ঞানের সহিত যে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি—'আমি সুখী' ও 'আমি জ্ঞানী'—এইরূপ উপাধি-ধর্ম্মদ্বয় যে সুখ ও জ্ঞান তাহার অবিদ্যাদ্বারাই জীবের যে অভিমান তদ্দ্বারা তাহাতে আবদ্ধ করে। হে 'অনঘ'—তুমি কিন্তু 'আমি সুখী', 'আমি জ্ঞানী'—এই অভিমান লক্ষণ অঘ অর্থাৎ পাপ স্বীকার করিও না—এই ভাব।।৬।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বশ্লোকে প্রকৃতির গুণের দ্বারা জীব দেহে আবদ্ধ হয়, ইহা বর্ণন করিয়া, বর্ত্তমানে কোন্ গুণে, কি প্রকারে আবদ্ধ হয়, তাহা বিশেষ ভাবে কয়েকটী শ্লোকে বলিতে গিয়া প্রথমেই সত্ত্বগুণের কথা বলিতেছেন। ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশক ও অনাময় বলিয়া জীবকে সুখ-সঙ্গে এবং জ্ঞান-সঙ্গে অর্থাৎ আমি সুখী ও আমি জ্ঞানী এইরূপ সাত্ত্বিক অভিমানে আবদ্ধ করে। অনেকে মনে করেন যে, ত্রিগুণের মধ্যে যেহেতু সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিলেই মুক্তি লাভ হইবে। কিন্তু শ্রীমদ্বলদেবের টীকার মর্ম্মে পাই,—"এই জ্ঞান লৌকিক বস্তু যাথাত্ম্যবিষয়ক এবং এই সুখ দেহেন্দ্রিয়-

প্রসাদরূপ বুঝিতে হইবে। সেই সেই স্থলে সঙ্গ বা আসক্তি হইলে তদুপায়ভূত কর্ম্মসমূহে প্রবৃত্তি এবং তৎফল অনুভব-উপায়রূপ নানাবিধ দেহে উৎপত্তি এবং পুনরায় সেই সেই স্থলে সঙ্গ বা আসক্তি, অতএব সত্ত্বগুণ হইতে বিমুক্তি নহে।" এই জন্যই শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ—'অনঘ'-শব্দে ঐরূপ সাত্ত্বিক অভিমানরূপ—'অঘকেও' স্বীকার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।।৬।।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্।।৭।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! রজঃ (রজোগুণকে) রাগাত্মকং (অনুরঞ্জনরূপ) তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবম্ (বিষয়ের অভিলাষে আসক্তি জনিত) (বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) তৎ (সেই রজোগুণ) কর্ম্মসঙ্গেন (কর্ম্মাসক্তির দ্বারা) দেহিনম্ (জীবকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে)।।৭।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! রজোগুণকে অনুরাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে, সেই রজোগুণ দেহী জীবকে কর্ম্মাসক্তিতে আবদ্ধ করে।।৭।।

বিশ্বনাথ—রজোগুণং রাগাত্মকম্ অনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি। 'তৃষ্ণা' অপ্রাপ্তেঽর্থে অভিলাষঃ, 'সঙ্গঃ' প্রাপ্তেঽর্থে আসক্তিঃ, তয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাৎ তদ্রজঃ দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেন আসক্ত্যা বধ্নাতি। 'তৃষ্ণা' সঙ্গাভ্যাং কর্ম্মস্বাসক্তির্ভবতি।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—রজোগুণ রাগাত্মক—অনুরঞ্জনরূপ অর্থাৎ প্রীতিসম্পাদক জানিবে। 'তৃষ্ণা'—অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ; 'সঙ্গ'—প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি, যাহা হইতে এই উভয়ের উৎপত্তি সেই রজোগুণ দেহীকে দৃষ্টাদৃষ্ট অর্থ অর্থাৎ কর্ম্মসমূহে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে। তৃষ্ণা ও সঙ্গ দ্বারাই কর্ম্মসমুহে আসক্তি হইয়া থাকে।।৭।।

অনুবর্ষিণী—রজোগুণের পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, রজঃ গুণ অনুরঞ্জনরূপ রাগাত্মক। অপ্রাপ্ত বিষয়ে পিপাসা ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি হইতে জাত। ইহা জীবকে কর্ম্মসঙ্গে অর্থাৎ বিষয় কর্ম্মে আসক্ত করিয়া বন্ধন করে। এ সম্বন্ধে গীঃ—৩।২৬ শ্লোকে কর্ম্মসঙ্গীর

পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'রাগ' শব্দে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর অভিলাষাত্মক কার্য্য রজোবৃদ্ধির হেতু বলিয়াছেন। শব্দাদি বিষয়াভিলাষই তৃষ্ণা এবং পুত্র-মিত্রাদি সংযোগ-অভিলাষই সঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা হইতে উদ্ভূত রজোগুণ স্ত্রী, বিষয়, পুত্রাদিপ্রাপককর্ম্মে অভিলাষ জন্মাইয়া জীবকে আবদ্ধ করে এবং পুনঃ পুনঃ এইরূপ আবর্ত্তনে রজোগুণাবদ্ধ জীবের বিমুক্তি লাভ অসম্ভব।।৭।।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।।৮।।

অন্বয়—ভারত! তমঃ তু (তমোগুণ কিন্তু) অজ্ঞানজম্ (অজ্ঞানজাত) সর্ব্বদেহিনাম্ (সর্ব্বজীবের) মোহনং (মোহকর) বিদ্ধি (জানিবে) তৎ (সেই তমো) প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা) (দেহীজীবকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে)।।৮।।

অনুবাদ—হে ভারত! তমোগুণকে অজ্ঞানজাত সর্ব্বজীবের মোহনকারী জানিবে, সেই তমোগুণ জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে।।৮।।

বিশ্বনাথ—অজ্ঞানজম্ অজ্ঞানাৎ স্বীয়ফলাৎ জাতং প্রতীতম্ অনুমিতং ভবতীত্যজ্ঞানজম্ অজ্ঞানজনকমিত্যর্থঃ। 'মোহনং' ভ্রান্তিজনকং, 'প্রমাদঃ'—অনবধানম্ 'আলস্যম্' অনুদ্যমঃ, 'নিদ্রা' চিত্তস্যাবসাদঃ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ—'অজ্ঞানজম্'—স্বীয় ফল অজ্ঞান হইতে জাত প্রতীত অর্থাৎ অনুমিত হয় বলিয়া অজ্ঞানজ—অজ্ঞানজনক এই অর্থ। 'মোহনং'—ভ্রান্তিজনক, 'প্রমাদঃ'—অনবধান অর্থাৎ অমনোযোগ, 'আলস্যম্'—অনুদ্যম অর্থাৎ উদ্যমহীনতা, 'নিদ্রা'—চিত্তে অবসাদ।।৮।।

অনুবর্ষিণী—তমোগুণ অজ্ঞানজাত ও সর্ব্বজীবের মোহনকারী। প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা তমোগুণ সকলকে আবদ্ধ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই,—'তমস্ত্বিতি'—'তু'-শব্দ পূর্ব্বদ্বয় হইতে বিশেষ দ্যোতক। বস্তুযাথাত্ম্য-অবগম—জ্ঞান, তদ্বিরোধী আবরকতা প্রধান প্রকৃত্যংশ—অজ্ঞান, তাহা হইতে জাত তমো সুতরাং সর্ব্বদেহীর মোহকারী অর্থাৎ বিপর্যায়-জ্ঞানজনক, সেই হেতু

ইহাকে বস্তু-যাথাত্ম্য জ্ঞানাবরক, বিপর্য্যয়-জ্ঞানজনক বলা যায়।

সেই তমো প্রমাদাদি স্বকার্য্যের দ্বারা পুরুষকে বন্ধন করে। তত্র প্রমাদ অর্থে অনবধান, অকর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিরূপ সত্ত্বকার্য্য প্রকাশ-বিরোধী; আলস্য—অনুদ্যম, রজো কার্য্য প্রবৃত্তি বিরোধী এবং তদুভয় বিরোধিণী নিদ্রা কিন্তু চিত্তের অবসাদ'।।৮।।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।।৯।।

অন্বয়—ভারত! সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখে (সুখের সহিত) সঞ্জয়তি (আসক্তি করে) রজঃ (রজোগুণ) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) (সঞ্জয়তি) তমঃ তু (তমোগুণ কিন্তু) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছন্ন করিয়া) প্রমাদে (অনবধানতায়) সঞ্জয়তি (সংযুক্ত করে)।।৯।।

অনুবাদ—হে ভারত! সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্ম্মে আবদ্ধ করে, আর তমোগুণ জ্ঞানকে আবরণ করিয়া প্রমাদের সহিত সংশ্লিষ্ট করে।।৯।।

বিশ্বনাথ—উক্তমেবার্থং সংক্ষেপেন পুনর্দর্শয়তি—সত্ত্বং কর্ত্তৃসুখে স্বীয়ফলে আসক্তং জীবং 'সঞ্জয়তি' বশীকরোতি নিবধ্নাতীত্যর্থঃ; 'রজঃ' কর্ত্তৃকর্ম্মণি আসক্তং জীবং বধ্নাতি; 'তমঃ' কর্ত্তৃপ্রমাদেঽভিরতং তং জ্ঞানমাবৃত্য অজ্ঞান-মুৎপাদ্য ইত্যর্থঃ।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—কথিত অর্থই পুনরায় সংক্ষেপে দেখাইতেছেন—'সত্ত্বং'—স্বীয় ফল সুখে আসক্ত জীবকে 'সঞ্জয়তি'—বশ করে, আবদ্ধ করে এই অর্থ। 'রজঃ'—কর্ম্মে আসক্ত জীবকে বদ্ধ করে; 'তমঃ'—প্রমাদে অভিরত সেই জ্ঞানকে আবরণ করিয়া অজ্ঞান উৎপাদন করিয়া—এই অর্থ।।৯।।

অনুবর্ষিণী—এ স্থলে গুণত্রয়ের কার্য্য ও সামর্থ্য সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে"—(১১।২২।১৩) অর্থাৎ জ্ঞান—সত্ত্বগুণের বৃত্তি, কর্ম্ম—রজোগুণের বৃত্তি, অজ্ঞান—তমোগুণের বৃত্তি, এই সকলই প্রকৃতির গুণ। সত্ত্বগুণ জীবকে জ্ঞান বা সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্ম্মে

আসক্ত করে এবং তমোগুণ প্রমাদাদিতে আসক্ত করিয়া অজ্ঞানের বশীভূত করে। এই গুণের তারতম্যেই কেহ ধর্ম্মশীল, জ্ঞানাসক্ত, কেহ কর্ম্মাসক্ত, কেহ বা মোহাসক্ত হইয়া পড়ে।।৯।।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।।১০।।

অন্বয়—ভারত! সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজো ও তমোগুণকে) অভিভূয় (পরাভূত করিয়া) ভবতি (উদ্ভূত হয়) রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ এব (সত্ত্ব ও তমোগুণকেও) তথা (সেই প্রকার) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) অভিভূয় ভবতি—(অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হয়)।।১০।।

অনুবাদ—হে ভারত! সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমঃকে পরাভূত করিয়া উদ্ভূত, রজো গুণ, সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত, তদ্রূপ তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজোকে পরাজিত করিয়া প্রাধান্য লাভ করে।।১০।।

বিশ্বনাথ—উক্তং স্ব-স্ব-কার্য্যং সুখাদিকং প্রতি গুণাঃ কথং প্রভবন্তি? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি—অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি; এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চ ইতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয় তাদৃশাদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি; তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয়োদ্ভবতি।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—কথিত স্ব-স্ব-কার্য্য সুখাদির প্রতি গুণসকল কি প্রকারে প্রভাব বিস্তার করে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—ভাগ্যফলে সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমঃ গুণদ্বয়কে পরাভূত করিয়া উদ্ভূত হয়; এইরূপে রজোগুণও সত্ত্ব ও তমঃ গুণদ্বয়কে পরাভূত করিয়া সেইরূপ ভাগ্যফলে উদ্ভূত হয়; তমোগুণও সত্ত্ব ও রজঃ এই উভয় গুণকেই পরাভূত করিয়া উদ্ভূত হয়।।১০।।

অনুবর্ষিণী—গুণসমূহ স্ব স্ব কার্য্যে কি প্রকারে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার উত্তর বর্ত্তমান শ্লোকে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বাদৃষ্ট বশেই কোন একটি গুণ প্রবল হইয়া অপর গুণদ্বয়কে পরাভূত করিয়া স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীমদ্বলদেব প্রভুও বলেন,—'প্রাচীন তাদৃশ

কর্ম্মোদয় হইতে এবং তাদৃশ আহার-বশতঃ কোন গুণের প্রাবল্য ঘটে'। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—'আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বস্য শুদ্ধিঃ'।।১০।।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।।১১।।

অন্বয়—যদা (যে সময়ে) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্ব্বদ্বারেষু (শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়ে) প্রকাশঃ (বিষয়ের যাথার্থ্য প্রকাশরূপ) জ্ঞানং (জ্ঞান) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) তদা (সেই সময়ে) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধং (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে) উত (আত্মোত্থসুখাত্মক প্রকাশ দ্বারাও সত্ত্বের বৃদ্ধি জানিবে)।।১১।।

অনুবাদ—যখন এই দেহে শ্রোত্রাদি-জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিবে এবং সুখ-প্রকাশরূপ চিহ্ন দ্বারাও সত্ত্বের বৃদ্ধি জানিবে।।১১।।

বিশ্বনাথ—বর্দ্ধমানো গুণ এব স্বাপেক্ষয়া ক্ষীণাবিতরৌ গুণাভিভবতীতি ইত্যুক্তম্। অতস্তেষাং বৃদ্ধিলিঙ্গান্যাহ—সর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বদ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা প্রকাশঃ স্যাৎ, কীদৃশঃ? জ্ঞানং বৈদিকশব্দাদিযথার্থ-জ্ঞানাত্মকং, তদা তাদৃশজ্ঞানলিঙ্গেনৈব সত্ত্বং বিবৃদ্ধমিতি জানীয়াৎ। উত-শব্দাদাত্মোত্থসুখাত্মকঃ প্রকাশশ্চ যদেতি।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—বর্দ্ধমান (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) গুণই নিজ অপেক্ষা ক্ষীণ অন্য গুণদ্বয়কে পরাভূত করে, ইহা কথিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির চিহ্নসমূহ বলিতেছেন—'সর্ব্ব' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'সর্ব্বদ্বারেষু'—কর্ণাদিতে যখন প্রকাশ পায়, কিরূপ? 'জ্ঞানং'—বৈদিকশব্দাদি যথার্থ জ্ঞানময় তখন সেইরূপ জ্ঞানচিহ্নদ্বারাই সত্ত্বের বৃদ্ধি জানিবে। 'উত' শব্দ হইতে আত্মা হইতে উত্থিত সুখাত্মক প্রকাশ হয় 'যদা'—যখন।।১১।।

অনুবর্ষিণী—কোন্ কোন্ লক্ষণের দ্বারা কোন্ গুণ প্রবল জানা যায়, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। যখন শ্রোত্র-নেত্রাদি-ইন্দ্রিয়-দ্বারপথে বস্তুর যাথাত্ম্য জ্ঞান এবং সুখাত্মক ভাব প্রকাশ পায়, তখনই সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্"।। —(১১।২৫।১৩)

অর্থাৎ যে সময় প্রকাশক, স্বচ্ছ ও শান্ত সত্ত্বগুণ অপর গুণদ্বয়কে পরাভূত করে, সেই সময় পুরুষ সুখ-ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি গুণযুক্ত হইয়া থাকেন।

অন্যত্র পাওয়া যায়,—"পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ"—(ভাঃ—১১।২৫।৯) অর্থাৎ শমাদি লক্ষণ হইতে পুরুষকে সত্ত্বগুণযুক্ত অনুমান করিবে।

গুণযোগের দ্বারা মদ্ভক্তিও সগুণা হন। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্ম্মভিঃ। তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা।।"—(১১।২৫।১০) "সাত্ত্বিক ব্যাক্তি—স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন—নিজকৃত্য সমূহের দ্বারা নিরপেক্ষ হইয়া ভগবদ্ভজনে অনুপ্রাণিত হন।"—শ্রীল প্রভুপাদ। এ সম্বন্ধে ভাঃ—৩।২৯।১০ শ্লোকেও দ্রষ্টব্য।।১১।।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।।১২।।

অন্বয়—ভরতর্ষভ! লোভঃ, প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মণাম্ (কর্ম্মসমূহের) আরম্ভ (উদ্যম) অশমঃ (অনিবৃত্তি) স্পৃহা, এতানি (এই সকল) রজসি (রজোগুণ) বিবৃদ্ধে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে) জায়ন্তে (জন্মে)।।১২।।

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ! লোভ, নানাযত্নপরতা, কর্ম্মসমূহে উদ্যম, বিষয়-ভোগে অনিবৃত্তি, ভোগাভিলাষ—এই সকল রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে উৎপন্ন হয়।।১২।।

বিশ্বনাথ—প্রবৃত্তির্নানাপ্রযত্নপরতা; কর্ম্মণামারম্ভঃ গৃহাদি-নির্ম্মাণোদ্যমঃ, অশমো বিষয়ভোগানুপরতিঃ।।১২।।

বঙ্গানুবাদ—'প্রবৃত্তি'—নানা প্রযত্নপরতা; 'কর্ম্মণামারম্ভঃ' গৃহাদি নির্ম্মাণে উদ্যম অর্থাৎ চেষ্টা বা যত্ন, 'অশমঃ'—বিষয়-ভোগে অনুপরতি অর্থাৎ নিবৃত্তির অভাব।।১২।।

অনুবর্ষিণী—রজোগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ বা পরিচয় বলিতেছেন,—

লোভ—বহুপ্রকারে ধনাদির আগমন হইলেও পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধমান অভিলাষ (শ্রীধর) স্বদ্রব্য অত্যাগপরতা (শ্রীবলদেব)

প্রবৃত্তি—সর্ব্বদা কর্ম্ম করিবার যত্ন (শ্রীধর) হার্দ্দ যত্নপরতা (শ্রীবলদেব)

কর্ম্মের আরম্ভ—মহাগৃহাদিনির্ম্মাণ উদ্যম (শ্রীধর) গৃহনির্ম্মাদির আরম্ভ (শ্রীবলদেব)

অশম—ইহা করিয়া ইহা করিব—এইরূপ সঙ্কল্প ও বিকল্পের উপরমশূন্য (শ্রীধর) বিষয় ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়গণের নিবৃত্তির অভাব (শ্রীবলদেব)

স্পৃহা—উচ্চাবচ ইত্যস্ততো দৃষ্ট বস্তুমাত্রের গ্রহণেচ্ছা (শ্রীধর) বিষয়লিপ্সা (শ্রীবলদেব)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যদা জয়েৎ তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্ম্মণা যশসা শ্রিয়া।।" —(১১।২৫।১৪)

অর্থাৎ যখন সঙ্গ ও ভেদজ্ঞানের জনক চঞ্চল স্বভাব রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করে, তখন পুরুষ দুঃখ, কর্ম্ম, যশ ও শ্রীর দ্বারা যুক্ত হন।

অন্যত্র পাওয়া যায়,—'কামাদিভিঃ রজোযুক্তং'—(ভাঃ—১১।২৫।৯) অর্থাৎ কামাদি লক্ষণ হেতু রজোগুণাধিক্য যুক্ত জানা যায়।

রজোগুণযুক্ত ব্যক্তির ভক্তির লক্ষণেও পাওয়া যায়,—"যদা আশিষ আশাস্য মাং ভজেত স্বকর্ম্মভিঃ। তং রজঃ প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"—(ভাঃ১১।২৫।১১) অর্থাৎ যখন পুরুষ কাম্য বিষয়ের প্রার্থনা করিয়া স্বকর্ম্মের দ্বারা আমার ভজন করেন, তখন তাহাকে রজো প্রকৃতির জানিবে।

এ সম্বন্ধে ভাঃ—৩।২৯।৮-৯ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।।১২।।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।।১৩।।

অন্বয়—কুরুনন্দন! অপ্রকাশঃ (বিবেক-অভাব) অপ্রবৃত্তি (অনুদ্যম)

প্রমাদঃ (অন্যমনস্কতা) মোহ এব চ (মিথ্যাভিনিবেশাদি) এতানি (এই সকল) তমসি বিবৃদ্ধে (সতি) (তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)।।১৩।।

অনুবাদ—হে কুরুবংশজাত কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি প্রমাদ ও মোহ প্রভৃতি এ সকল উৎপন্ন হয়।।১৩।।

বিশ্বনাথ—'অপ্রকাশো' বিবেকাভাবঃ, শাস্ত্রাবিহিতশব্দাদিগ্রহণম্; 'অপ্রবৃত্তিঃ' প্রযত্নমাত্ররাহিত্যম্; 'প্রমাদঃ' কণ্ঠাদিধৃতেঽপি বস্তুনি নাস্তীতি প্রত্যয়ঃ; 'মোহো' মিথ্যাভিনিবেশঃ।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—'অপ্রকাশঃ'—বিবেকের অভাব, শাস্ত্রের অবিহিত অর্থাৎ নিষিদ্ধ শব্দাদির গ্রহণ; 'অপ্রবৃত্তিঃ'—উদ্যমের অভাব, 'প্রমাদঃ'—কণ্ঠাদিতে ধৃত (অর্থাৎ সম্মুখে উপস্থিত) বস্তুও নাই এই বিশ্বাস; 'মোহঃ'—মিথ্যা বিষয়ে অভিনিবেশ।।১৩।।

অনুবর্ষিণী—তমোগুণের বৃদ্ধির লক্ষণসমূহ বলিতেছেন,—

অপ্রকাশ—বিবেকভ্রংশ বা নাশ (শ্রীধর) জ্ঞানাভাব—শাস্ত্র-অবিহিত বিষয়-গ্রহণরূপ (শ্রীবলদেব)

অপ্রবৃত্তি—অনুদ্যম (শ্রীধর) ক্রিয়াবিমুখতা কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্পাদনে অনাগ্রহ। (শ্রীবলদেব)

প্রমাদ—কর্ত্তব্য বিষয়ে অনুসন্ধান রহিত (শ্রীধর) করাদ্গিত বিষয়ও নাই—এইরূপ বিশ্বাস (শ্রীবলদেব)

মোহ—মিথ্যা অভিনিবেশ (শ্রীধর) ঐ (শ্রীবলদেব)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া।।"—(১১।২৫।১৫)

অর্থাৎ যখন বিবেক নাশক, আবরণাত্মক জড় তমোগুণ রজো ও সত্ত্বগুণকে পরাভূত করে, তখন পুরুষ শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও আশা প্রভৃতির দ্বারা যুক্ত হন্।

অন্যত্র পাওয়া যায়,—"ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতম্"।—(ভাঃ ১১।২৫।৯) অর্থাৎ ক্রোধাদি লক্ষণ হইতে তমোগুণাধিক্যযুক্ত অনুমান করিবে।

তমোগুণান্বিত ব্যক্তির ভগবদ্ভজন লক্ষণেও পাওয়া যায়—"হিংসামাশাস্য তামসম্"—(ভাঃ ১১।২৫।১১) অর্থাৎ হিংসা কামনায় আমার আরাধনাকারী ব্যক্তিকে তামস বলিয়া জানিবে।।১৩।।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে।।১৪।।

অন্বয়—যদা তু (আর যখন) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে (সতি) (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে) দেহভৃৎ (জীব) প্রলয়ং (মৃত্যুকে) যাতি (প্রাপ্ত হয়) তদা (তখন) উত্তমবিদাং (হিরণ্যগর্ভাদি-উপাসকগণের) অমলান্ (সুখপ্রদ) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (লাভ করে)।।১৪।।

অনুবাদ—আর যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কালে দেহী-জীব দেহত্যাগ করে, তখন হিরণ্যগর্ভ্যাদি-উপাসকদিগের সুখপ্রদ লোকসমূহ লাভ করে।।১৪।।

বিশ্বনাথ—'প্রলয়ং যাতি' মৃত্যুং প্রাপ্নোতি। তদা উত্তমং বিন্দতি লভন্তে ইতি উত্তমবিদো হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসকাঃ তেষাং লোকান্ অমলান্ সুখপ্রদান্।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—'প্রলয়ং যাতি'মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। 'তদা'—তখন 'উত্তম বিদাং'—উত্তমকে 'বিন্দতি'—লাভ করেন যাঁহারা তাঁহারা উত্তমবিদ—হিরণ্যগর্ভাদির উপাসক, তাঁহাদিগের 'লোকান্'—লোকসমূহ, 'অমলান্'—সুখপ্রদ।।১৪।।

অনুবর্ষিণী—মরণকালে যাহার যে গুণ-বৃদ্ধি হয় তাহার সেই অনুসারে পরকালের ফল লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সত্ত্বগুণের অতিশয় বৃদ্ধিকালে যদি মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে হিরণ্যগর্ভাদির-উপাসকগণের সুখপ্রদ নির্ম্মল লোক লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি" (১১।২৫।২২) অর্থাৎ সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধি কালে মৃতপুরুষগণ স্বর্গলোক লাভ করেন।।১৪।।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।।১৫।।

অন্বয়—রজসি (বিবৃদ্ধে সতি) (রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে) প্রলয়ং

গত্বা (মৃত্যু লাভ করিয়া) কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য মধ্যে) জায়তে (জন্মগ্রহণ করে) তথা (সেই প্রকার) তমসি (বিবৃদ্ধে সতি) (তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে) প্রলীনঃ (সন্) (মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া) মূঢ়-যোনিষু (পশ্বাদি যোনিতে) জায়তে (জন্ম লাভ হয়)।।১৫।।

অনুবাদ—রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত কালে মৃত্যু হইলে জীব কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য লোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পশ্বাদি-যোনিতে উৎপন্ন হয়।।১৫।।

বিশ্বনাথ—কর্ম্মসঙ্গিষু কর্ম্মাসক্তমনুষ্যেষু।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—'কর্ম্মসঙ্গিষু'—কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যগণমধ্যে।।১৫।।

অনুবর্ষিণী—রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কাম্য-কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যকুলে জন্ম হয়, আর তমোগুণের অত্যন্ত বৃদ্ধিতে মৃত্যু লাভ করিলে পশ্বাদি জন্ম লাভ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"নরোলোকং রজোলয়াঃ" "তমোলয়াস্তু নিরয়ং" (১১।২৫।২২) অর্থাৎ রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত পুরুষগণ নরলোক এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত পুরুষগণ নরকগতি লাভ করিয়া থাকে। অতএব অন্ততঃ মৃত্যুকালে যাহাতে উন্নততর গুণ বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে পরাভূত করিতে হয় এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণকে নাশ করিতে হয়, কিন্তু সত্ত্বগুণও মায়িক সুতরাং পুনরাবর্ত্তন করায় বলিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা নির্গুণতার দ্বার মায়িক সত্ত্বকে লয়পূর্ব্বক মৎপ্রাপ্তির যোগ্য হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"যান্তি মামেব নির্গুণাঃ"—(১১।২৫।২২) অর্থাৎ নির্গুণ পুরুষগণ আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। অন্তঃকালে মানবমনের অবস্থানুসারে পরজন্ম লাভ হয়। শাস্ত্র বলেন,—'মরণে যা মতিঃ সা গতিঃ' অতএব মরণকালে একমাত্র ভগবৎ-স্মরণই বিহিত এবং ভগবৎ-স্মরণের দ্বারাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণাশ্রয়ে মায়িক গুণ অতিক্রম করতঃ নির্গুণতা লাভ হয়। এস্থলে "যং যং বাপি" গীঃ—৮।৬ শ্লোকের অনুবর্ষিণী দ্রষ্টব্য।।১৫।।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্।।১৬।।

অন্বয়—সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ (সাত্ত্বিক কর্ম্মের) নির্ম্মলম্ (নির্ম্মল) সাত্ত্বিকং (সত্ত্ব প্রধান) ফলম্ (ফল) আহুঃ (তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন) রজসঃ তু (আর রাজসিক কর্ম্মের) দুঃখম্ ফলং (দুঃখময় ফল) তমসঃ (তামসিক কর্ম্মের) অজ্ঞানং ফলং (অজ্ঞানময় ফল) (আহুঃ—বলিয়া থাকেন)।।১৬।।

অনুবাদ—সুকৃত সাত্ত্বিক কর্ম্মের নির্ম্মল সুখময় ফল, আর রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখময় এবং তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান বা অচেতনময় কথিত হয়।।১৬।।

বিশ্বনাথ—সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকমেব নির্ম্মলং নিরুপদ্রবং; অজ্ঞানমচেতনতা।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ—'সুকৃতস্য'—সাত্ত্বিক 'কর্ম্মণঃ'—কর্ম্মের 'সাত্ত্বিকম্'—সাত্ত্বিকই 'নির্ম্মলম্—নিরূপদ্রব—উপদ্রবরহিত; 'অজ্ঞানং'—অচেতনতা।।১৬।।

অনুবর্ষিণী—কোন্ গুণঅনুসারে কর্ম্ম করিলে কিরূপ ফলের তারতম্য ঘটে তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। সুকৃত সাত্ত্বিক কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি দুঃখমোহাদিশূন্য সুখপ্রদ নির্ম্মল কিন্তু অনিত্য ফল লাভ করেন, আর রাজসিক কর্ম্মকারী ব্যক্তি প্রচুর দুঃখপূর্ণ কিঞ্চিৎ সুখপূর্ণ ফল লাভ করিয়া থাকেন এবং হিংসাদিবহুল তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান অচৈতন্যপ্রায় অত্যন্ত দুঃখপ্রদ। এই সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মের লক্ষণ গীঃ—১৮।২৩-২৫ শ্লোকে পাওয়া যাইবে।।১৬।।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ।।১৭।।

অন্বয়—সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং (জ্ঞান) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়) রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভ এব চ (লোভই উৎপন্ন হয়) তমসঃ (তমোগুণ হইতে) প্রমাদমোহৌ (প্রমাদ এবং মোহ) ভবতঃ (হয়) অজ্ঞানম্ এব চ (এবং অজ্ঞানও হয়)।।১৭।।

অনুবাদ—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—সত্ত্বাদিগুণের তারতম্যানুসারে ফলের তারতম্যের কারণ

বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। সত্ত্বগুণের প্রাবল্য ঘটিলে জ্ঞান লাভ হয় ও আত্মানাত্ম-বস্তু-বিষয়ক বিচার-বিবেক জন্মে। রজোগুণের বৃদ্ধিতে বিষয়লোভ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং তাহার ফলে কোটী কোটী অর্থ, রাজ্যাদি সম্পদ প্রাপ্ত হইলেও আরও অধিক লাভের জন্য দুষ্পুরণীয় কাম দেখা যায়। তমোগুণের বৃদ্ধিতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানের প্রাচুর্য্য ঘটে। ফলস্বরূপে কেবল অজ্ঞানের সেবা করিতে গিয়া আলস্য ও কর্ম্মহীনতার দ্বারা ধ্বংসই প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের "পার্থিবাদ্দারুণো" (১।২।২৪) শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"তমসো লয়াত্মকত্বাদ্রজো বিক্ষেপকং শ্রেষ্ঠম্। তস্মাদপি সত্ত্বং লয়বিক্ষেপশূন্যং ব্রহ্মদর্শনম্"।।১৭।।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ।।১৮।।

অন্বয়—সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তিগণ) ঊর্দ্ধং (স্বর্গাদি লোকে) গচ্ছন্তি (গমন করেন) রাজসাঃ (রাজস-লোকগণ) মধ্যে (মনুষ্যলোকে) তিষ্ঠন্তি (অবস্থান করে) জঘন্য গুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ (নিকৃষ্ট গুণশালী তামস ব্যক্তিগণ) অধঃ গচ্ছন্তি (নরকাদি নিম্নলোকে) গচ্ছন্তি (গমন করে)।।১৮।।

অনুবাদ—সত্ত্বগুণস্থ জনগণ স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকসমূহে গমন করিয়া থাকে, রজোগুণান্বিত লোকেরা নরলোকে স্থানলাভ করে, এবং নিকৃষ্ট তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ নরকাদি অধোলোকে গমন করে।।১৮।।

বিশ্বনাথ—সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বতারতম্যেন ঊর্দ্ধং সত্যলোকপর্য্যন্তম্; মধ্যে মনুষ্যলোক এব। জঘন্যশ্চাসৌ গুণশ্চেতি, তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদালস্যাদিঃ, তত্র স্থিতা অধোগচ্ছন্তি নরকং যান্তি।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—'সত্ত্বস্থাঃ'—সত্ত্বতারতম্যে 'ঊর্দ্ধং'—সত্যলোক পর্য্যন্ত 'মধ্যে'—মনুষ্যলোকেই 'জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা'—জঘন্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট যে গুণ, তাহার বৃত্তি প্রমাদ-আলস্যাদি তাহাতে অবস্থিত জনগণ 'অধোগচ্ছন্তি'—নরকে গমন করে।।১৮।।

অনুবর্ষিণী—এক্ষণে সত্ত্বাদি গুণতারতম্যে-প্রাপ্যলোক সমূহের কথা

বর্ণন করিতেছেন। সাত্ত্বিক পুরুষেরা স্বর্গাদি-লোক, রাজসিক ব্যক্তিগণ নরলোক, এবং জঘন্য তমোগুণের লোকেরা নরকাদি লোক লাভ করে। আবার তমোগুণের তারতম্যে পশু, পক্ষী, স্থাবরাদি যোনিও লাভ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ।
তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্রজসান্তরচারিণঃ।।
সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ।।"—

(১১।২৫।২১-২২)

অর্থাৎ বেদার্থবিৎ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণের দ্বারা ঊর্দ্ধদেশে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ স্থাবরাদিক্রমে অধোগতি এবং রজোগুণযুক্তব্যক্তিগণ মনুষ্যগতি লাভ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আরও পাওয়া যায়,—

"শুক্লাৎ প্রকাশভূয়িষ্ঠাঁল্লোকানাপ্নোতি কর্হিচিৎ।
দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়ায়াসাংস্তমঃশোকোৎকটান্ ক্বচিৎ।।"

(ভাঃ—৪।২৯।২৮)

পঞ্চম স্কন্ধেও পাওয়া যায়,—"স্বারব্ধেন কর্ম্মণাদিব্যমানুষ-নারকগতয়ো" (ভাঃ—৫।১৯।১৮)।।১৮।।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি।।১৯।।

অন্বয়—যদা (যখন) দ্রষ্টা (জীব) গুণেভ্য (গুণত্রয় হইতে) অন্যং (পৃথক্) কর্ত্তারং (কর্ত্তাকে) ন অনুপশ্যতি (দর্শন করেন না), গুণেভ্যঃ চ (এবং গুণসমূহ হইতে) পরং (অতীত আত্মাকে) বেত্তি (অবগত হন), (তদা—তখন) সঃ (তিনি) মদ্ভাবং (আমাতে ভাব) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)।।১৯।।

অনুবাদ—যখন জীব গুণত্রয় হইতে পৃথক্ অন্য কর্ত্তাকে দর্শন করেন না এবং গুণত্রয়ের অতীত অন্তর্যামী আত্মাকে অবগত হন, তখন তিনি আমাতে ভাব অর্থাৎ ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।।১৯।।

বিশ্বনাথ—গুণকৃতং সংসারং দর্শয়িত্বা গুণাতীতং মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি দ্বাভ্যাম্। গুণেভ্যঃ কর্ত্তৃকরণবিষয়াকারেণ পরিণতেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং দ্রষ্টা জীবঃ যদা ন অনুপশ্যতি, কিন্তু গুণা এব সদৈব কর্ত্তার ইত্যেবমনুপশ্যতি অনুভবতীত্যর্থঃ। গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তমেবাত্মানং বেত্তি, তদা স দ্রষ্টা মদ্ভাবং ময়ি সাযুজ্যম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। তত্র তাদৃশজ্ঞানানন্তরমপি ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বৈব ইত্যুপান্তশ্লোকার্থদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ম্।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—গুণকৃত সংসার দেখাইয়া গুণাতীত মোক্ষ দেখাইতেছেন—'নান্যং' ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে। 'গুণেভ্যঃ'—কর্ত্তৃকরণ ও বিষয়াকারে পরিণত হইতে অপর কর্ত্তা দ্রষ্টা জীব যখন দর্শন না করে, কিন্তু গুণসকলই সর্ব্বদা কর্ত্তা ইহাই 'অনুপশ্যতি'—দর্শন করে অর্থাৎ অনুভব করে, এই অর্থ। 'গুণেভ্যঃ পরং'—গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ অতিরিক্ত আত্মাকেই জানেন, তখন সেই দ্রষ্টা 'মদ্ভাবং'—আমাতে সাযুজ্য 'অধিগচ্ছতি'—প্রাপ্ত হন। তখন তাদৃশ জ্ঞানলাভের পরও আমাতে পরাভক্তি করিয়াই—ইহা উপান্ত (২৬শ) শ্লোকের অর্থ দর্শনে জানা যায়।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা কিভাবে জীবের সংসার বন্ধন হয়, তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়া বর্ত্তমানে তদুদ্ধারের উপায় বর্ণন করিতেছেন। যখন কেহ গুণসমূহের কর্ত্তৃত্বেই দেহেন্দ্রিয়াদির পরিণতি, ইহার অন্য কর্ত্তা নাই জানিয়া, তদ্ভিন্ন নিজ আত্মাকে গুণাতীত এবং মৎসম্বন্ধীয় বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তখনই তিনি মদ্ভাব অর্থাৎ আমাতে ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ"—গীঃ—৩।২৭ শ্লোকে অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মার গুণাসক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তৎপরবর্ত্তী "তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো"—গীঃ—৩।২৮ শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের গুণের প্রতি অসঙ্গের পরিচয়ও পাওয়া যায়।।১৯।।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।।২০।।

অন্বয়—দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহের কারণভূত) এতান্ ত্রীন্ (এই তিন) গুণান্ (গুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে) বিমুক্তঃ [সন্] (বিমুক্ত হইয়া) অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)।।২০।।

অনুবাদ—দেহবিশিষ্ট জীব দেহোৎপাদক এই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া, অমৃত অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।।২০।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ সোঽপি গুণাতীত এবোচ্যতে ইত্যাহ—গুণানিতি।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—তার পর তিনিও গুণাতীতই কথিত হন, তাই বলিতেছেন—'গুণান্' ইত্যাদি।।২০।।

অনুবর্ষিণী—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির আর জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি ক্লেশের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না, ভক্তিমিশ্র জ্ঞানিগণও জ্ঞানের সিদ্ধিতে জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করিতে পারিলে, ভগবৎ-সেবানন্দে প্রেমামৃত আস্বাদন করিয়া থাকেন। ভক্তিহীন জ্ঞানী কিন্তু কেবল জ্ঞানের দ্বারা কোন ফলই লাভ করিতে পারে না। এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য" শ্লোক দ্রষ্টব্য। (১০।১৪।৪) শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তই যে একমাত্র প্রকৃত গুণাতীত হন, তাহা অধ্যায়ের শেষে পাওয়া যাইবে।।২০।।

অর্জ্জুন উবাচ—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে।।২১।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ,—(অর্জ্জুন কহিলেন) প্রভো! এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (ত্রিগুণ) অতীতঃ (জনঃ) (অতিক্রান্ত জন) কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কি কি লক্ষণ দ্বারা) [জ্ঞেয়ঃ] ভবতি (জ্ঞাত হন)? কিম্ আচারঃ (কিরূপ আচরণ করেন)? কথম্ চ (এবং কি উপায়ে) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই গুণত্রয়কে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন)?।।২১।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন,—হে প্রভো! এই ত্রিগুণ অতিক্রমকারী

ব্যক্তি কি কি চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত হন্? তিনি কিরূপ আচরণ করেন? এবং কি উপায়ে তিনি এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করেন?।।২১।।

বিশ্বনাথ—'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা?' ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমপ্যর্থং পুনস্ততোঽপি বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতি—'কৈর্লিঙ্গৈঃ' ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ, কৈশ্চিহ্নৈস্ত্রিগুণাতীতঃ স জ্ঞেয়ঃ ইত্যর্থঃ 'কিমাচারঃ?' ইতি দ্বিতীয়ঃ, 'কথঞ্চৈতান্' ইতি তৃতীয়ঃ, গুণাতীতত্বপ্রাপ্তেঃ কিং সাধনমিত্যর্থঃ। 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা?' ইত্যাদৌ স্থিতপ্রজ্ঞো গুণাতীতঃ কথং স্যাদিতি তদানীং ন পৃষ্টম্, ইদানীং তু পৃষ্টমিতি বিশেষঃ।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—'স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি?' ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২।৫৪) জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদত্ত হইলেও, পুনরায় তাহা হইতে বিশেষভাবে জানিতে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা?'—প্রথম প্রশ্ন; কোন্ কোন্ লক্ষণে তিনি যে গুণাতীত, তাহা জানা যায়? 'ইহাঁর আচার কিরূপ?'—দ্বিতীয় প্রশ্ন; 'কি প্রকারে এই গুণত্রয়কে?'—তৃতীয় প্রশ্ন; গুণাতীতত্ব প্রাপ্তির জন্য কি সাধন?—এই অর্থ। 'স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি?'—ইত্যাদি বাক্যে সে সময় স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকারে গুণাতীত হন তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই, বর্ত্তমানে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলেন—এই বিশেষ।।২১।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে অর্জ্জুন সেই গুণাতীত ব্যক্তির মহিমা শ্রবণ করিয়া, যিনি গুণাতীত হন, তাঁহার লক্ষণ বা চিহ্ন কি? তাঁহার আচার কিরূপ? এবং তিনি কি প্রকারে ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া থাকেন?—এই তিনটী প্রশ্ন করিলেন। পূর্ব্বেও 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা' গীঃ—২।৫৪ শ্লোকে অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণাদি জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন; তাহাই বিশেষভাবে জানিবার জন্য পুনরায় এই প্রশ্ন করিতেছেন।।২১।।

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।।২২।।
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।।২৩।।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।২৪।।
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।২৫।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(শ্রীভগবান্ বলিলেন) পাণ্ডব! (যঃ—যিনি) প্রকাশং চ (প্রকাশ) প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) মোহম্ এব চ (এবং মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলে) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), নিবৃত্তানি (নিবৃত্ত হইলে) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনঃ (সন্) (অবস্থিত হইয়া) গুণৈঃ (গুণত্রয়ের কার্য্য দ্বারা) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না) (যঃ—যিনি) গুণাঃ (গুণসকল) বর্ত্তন্তে (স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে) ইতি এবং (এই প্রকার বিচার পূর্ব্বক) অবতিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না), (যঃ—যিনি) সমদুঃখসুখঃ (সুখদুঃখে সমজ্ঞানসম্পন্ন), স্বস্থঃ (স্বরূপাবস্থিত), সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট), তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্য জ্ঞান-যুক্ত), ধীর (ধীমান্) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিজের নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যভাববিশিষ্ট), মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ (মান ও অপমানে তুল্য-জ্ঞান-যুক্ত), মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ (মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষে তুল্যভাব বিশিষ্ট), সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বকর্ম্মোদ্যম পরিত্যাগী), সঃ (তিনি) গুণাতীতঃ (গুণাতীত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন)।।২২-২৫।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পাণ্ডব! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বভাবতঃ উদিত হইলে দ্বেষ করেন না, বা নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া গুণত্রয়ের কার্য্যাদি দ্বারা বিচলিত হন না, ত্রিগুণ স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে—এইরূপ বিচারে অবস্থিত থাকেন, তদ্দ্বারা চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন না, যিনি সুখদুঃখে সমভাববিশিষ্ট, লোষ্ট্র, প্রস্তর এবং কাঞ্চনে তুল্যজ্ঞানযুক্ত, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সমভাবাপন্ন, ধীমান্, নিজের নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যভাবযুক্ত, মান ও অপমানে, শত্রু ও মিত্রপক্ষে তুল্যভাব বিশিষ্ট, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মোদ্যম

পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন্।।২২-২৫।।

বিশ্বনাথ—তত্র 'কৈর্লিঙ্গৈর্গুণাতীতো ভবতি?' ইতি প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ—প্রকাশং 'সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে' ইতি সত্ত্বকার্য্যম্। প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যম্; মোহঞ্চ তমঃকার্য্যম্—উপলক্ষণমেতৎ সত্ত্বাদীনাং সর্ব্বান্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি স্বতঃপ্রাপ্তানি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি, গুণকার্য্যাণ্যেতানি নিবৃত্তানি ভবন্তীতি সুখবুদ্ধ্যা চ যো ন কাঙ্ক্ষতি, স গুণাতীত উচ্যতে ইতি চতুর্থেণান্বয়ঃ। সংপ্রবৃত্তানীতি ক্লীবত্বমার্ষম্। 'কিমাচারঃ?' ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—উদাসীনবদিতি ত্রিভিঃ। গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ যো ন বিচাল্যতে স্বরূপাবস্থানান্ন চ্যবতে, অপি তু গণা এব স্ব-স্ব-কার্য্যেষু বর্ত্তন্তে ইত্যেবেতি। এভির্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি—পরস্মৈপদমার্ষম্; 'নেঙ্গতে' ন ক্বাপি দৈহিককৃত্যে যততে। 'গুণাতীতঃ স উচ্যতে' ইতি গুণাতীতস্য এতানি চিহ্নানি এতানাচারাংশ্চ দৃষ্টৈব গুণাতীতো বক্তব্যঃ, ন তু গুণাতীতত্বোপপত্তিঃ, বাবদুকো গুণাতীতো বক্তব্য ইতি ভাবঃ।।২২-২৫।।

বঙ্গানুবাদ—সে স্থলে 'কি প্রকার চিহ্নদ্বারা তিনি গুণাতীত হন?'—এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—'প্রকাশং'—এই দেহে সমস্ত দ্বারে যখন জ্ঞান প্রকাশ পায়' (১১ শ্লোঃ)—ইহা সত্ত্বগুণের কার্য্য। এবং প্রবৃত্তি রজোগুণের কার্য্য; এবং মোহ তমোগুণের কার্য্য—এ গুলি সত্ত্বাদিগুণের উপলক্ষণ। সত্ত্বাদি গুণসমূহের সকল কার্য্যই যথাযোগ্যরূপে 'সংপ্রবৃত্তানি'—স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলেও দুঃখ-বুদ্ধিতে যিনি 'ন দ্বেষ্টি'—দ্বেষ করেন না, এবং গুণকার্য্যসকল নিবৃত্ত হইলেও সুখ-বুদ্ধিতে যিনি 'ন কাঙ্ক্ষতি'—আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন, চতুর্থ (২৫শ) শ্লোকের সহিত অন্বয়। ('সং প্রবৃত্তানি' পদে ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার আর্য্য-প্রয়োগ)। 'কিমাচারঃ'?—এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—'উদাসীনবৎ' ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে। গুণকার্য্য সুখ ও দুঃখাদির দ্বারা 'যো ন বিচাল্যতে'—যিনি বিচলিত হন না—স্বরূপাবস্থা হইতে চ্যুত হন না, পরন্তু গুণগুলিই নিজ নিজ কার্য্যে অবস্থিত থাকে,

এইরূপ বিচার করিয়া। ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধই নাই এইরূপ বিচারপূর্ব্বক বিবেকজ্ঞান হওয়ায় যিনি মৌনী থাকেন। ('অবতিষ্ঠতি' পদে পরস্মৈপদের ব্যবহার আর্যপ্রয়োগ)। 'নেঙ্গতে'—কোন প্রকার দৈহিক অর্থাৎ দেহসম্বন্ধীয় কার্য্যে যত্ন করেন না। 'গুণাতীতঃ স উচ্যতে'—তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন—এই বাক্যে গুণাতীত ব্যক্তির এই সকল চিহ্ন এবং এই সব আচার দেখিয়াই, তাঁহাকেই গুণাতীত বলা হয়, কিন্তু গুণাতীতত্ব উপপত্তির বাচাল (প্রচারক) গুণাতীত বলিয়া কথিত হয় না, এই ভাব।।২২-২৫।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের প্রশ্নত্রয়ের উত্তর দান প্রসঙ্গে প্রথমে গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছেন, গুণসমূহের কার্য্য প্রবৃত্ত হইলে যিনি দুঃখবুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না অথবা নিবৃত্ত হইলে সুখবুদ্ধিতে আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি গুণাতীত বলিয়া লক্ষিত হন। তাঁহার আচার কিরূপ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে গুণাতীত পুরুষ সুখদুঃখাদির দ্বারা বিচলিত না হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করেন। সাংসারিক দ্বন্দ্ব-ব্যাপারকে তুল্যজ্ঞান পূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইয়া সেই সকল গুণকার্য্যের সহিত তাঁহার আত্মার কোন সম্পর্ক নাই জানিয়া, দৈহিক কৃত্যাদিতে যিনি নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আত্মকৃত্য করেন, তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন।

এ সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিশদ-টীকা উদ্ধার করিতেছি—"অর্জ্জুনের তিনটী প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কহিতে লাগিলেন,—তোমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, 'গুণাতীত ব্যক্তির চিহ্ন কি?' তাহার উত্তর এই যে, দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা-রাহিত্যই তাহার লিঙ্গ; বদ্ধজীব জড়জগতে অবস্থিত হইয়া জড়া-প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয়ের মধ্যেই আছেন। কেবল সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিলেই সেই গুণত্রয়ের উচ্ছিত্তি হয়; কিন্তু যে-পর্য্যন্ত লিঙ্গ-ভঙ্গরূপ মুক্তি ভগবদিচ্ছাক্রমে লাভ না কর, সে-পর্য্যন্ত একমাত্র দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগকেই নির্গুণতা লাভ করিবার উপায় বলিয়া জানিবে। দেহসত্ত্বে (দেহথাকাকালে) 'প্রকাশ', 'প্রবৃত্তি' ও 'মোহ' (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে উদিত হয় বলিয়া)

অবশ্যই দেহের সহিত অনুস্যূত থাকিবে। কিন্তু ঐ সকলের প্রতি তুমি আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রবৃত্ত হইবে না এবং দ্বেষ দ্বারা তাহাদের নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না;—এই লিঙ্গদ্বয় যাহাতে লক্ষিত হয়, তিনিই 'নির্গুণ'। চেষ্টা ও বিশেষ স্বার্থপর আগ্রহ দ্বারা যাহারা সংসারে প্রবৃত্ত অথবা সংসারকে 'মিথ্যা' জানিয়া যাহারা চেষ্টা-পূর্ব্বক বৈরাগ্য অভ্যাস করে, তাহারা নির্গুণ নয়।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, 'গুণাতীত ব্যক্তির আচার কি?' তাঁহার এইরূপ,—গুণসকল তাঁহার শরীরে, মনে ও ব্যবহারে আপন-আপন কার্য্য করিতেছেন। তিনি গুণদিগকে কার্য্য করিতে দিয়া স্বয়ং তাহাদিগের সহিত পৃথক থাকিয়া চৈতন্যস্বরূপ উদাসীনগণের ন্যায় তাহাতে লিপ্ত হন না। তাহার দেহ-চেষ্টা দ্বারা দুঃখ, সুখ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি,—এই সমস্ত উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি সমান দৃষ্টি করেন, এবং স্বস্থ অর্থাৎ চৈতন্যস্থ হইয়া তাহাদিগকে 'তুল্য' জ্ঞান করেন। তাঁহার সাংসারিক ব্যবহার-দ্বারা যে মান, অপমান, শত্রু ও মিত্রাদির সংঘটন হয়, সে সকলকে তিনি ব্যবহারে ন্যস্ত করিয়া উহারা স্বীয় চৈতন্যসম্বন্ধে কিছুই নয়, এরূপ জানেন। আসক্তি ও বৈরাগ্যের যত প্রকার আরম্ভ আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক 'গুণাতীত' নাম প্রাপ্ত হন"।।২২-২৫।।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।২৬।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) মাং চ (আমাকেই) অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিকভাবে) ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগদ্বারা) সেবতে (সেবা করেন) সঃ (তিনি) এতান্ গুণান্ (এই গুণসমূহকে) সমতীত্য (অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্ম-অনুভব-নিমিত্ত) কল্পতে (যোগ্য হন)।।২৬।।

অনুবাদ—যিনি আমাকেই ঐকান্তিক ভক্তিযোগ-সহকারে সেবা করেন, তিনি এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানুভবের যোগ্য হন।।২৬।।

বিশ্বনাথ—'কথঞ্চৈতান্ গুণানতিবর্ত্ততে?' ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তর-মাহ—মাঞ্চেতি। 'চ'—এবার্থে মামেব শ্যামসুন্দরাকারং পরমেশ্বরং

ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে, স এব ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মত্বায় ব্রহ্মানুভবায় ইতি যাবৎ। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি মদ্বাক্যে একয়েতি বিশেষণোপন্যাসাৎ "মামেব যে প্রপদ্যন্তে, মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইত্যত্রাপি এব-কার-প্রয়োগাৎ ভক্ত্যা বিনা প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মানুভবো ন ভবতীতি নিশ্চয়াৎ; ভক্তিযোগেন কীদৃশেন? অব্যভিচারেণ কর্ম্ম-জ্ঞানাদ্যমিশ্রেণ নিষ্কামকর্ম্মণো ন্যাসশ্রবণাৎ। "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ" ইতি জ্ঞানিনাং চরমদশায়াং জ্ঞানস্যাপি ন্যাসশ্রবণাৎ, ভক্তিযোগস্য তু ক্বাপি ন্যাসাশ্রবণাৎ ভক্তিযোগ এব সোঽব্যভিচারঃ, তেন কর্ম্মযোগমিব জ্ঞানযোগমপি পরিত্যজ্য যদ্যব্যভিচারেণ কেবলেনৈব ভক্তিযোগেন সেবতে, তর্হি জ্ঞানী অপি গুণাতীতো ভবতি; নান্যথা। অনন্যভক্তস্তু "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ" ইত্যেকাদশোক্তেঃ, গুণাতীতো ভবত্যেব। অত্রেদং তত্ত্বং "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ।।" ইত্যত্র অসঙ্গিনঃ কর্ম্মিণঃ জ্ঞানিনো বা সাত্ত্বিকত্বেনৈব সাধকত্বাবগতেঃ তৎসাহচর্য্যাৎ "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ" ইতি ভক্তঃ সাধক এবাবগম্যতে; ততশ্চ জ্ঞানী জ্ঞানসিদ্ধঃ সন্নেব সাত্ত্বিকত্বং পরিত্যজ্য গুণাতীতো ভবতি। ভক্তস্তু সাধকদশামারভ্যৈব গুণাতীতো ভবতীত্যর্থো লভ্যতে। অত্র চ-কারোঽবধারণার্থ ইতি স্বামিচরণাঃ। মামেবেশ্বরং নারায়ণমব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন দ্বাদশাধ্যায়োক্তেন যঃ সেবতে ইতি মধুসূদন সরস্বতীপাদাশ্চ ব্যাচক্ষ্যতেস্ম।।২৬।।

বঙ্গানুবাদ—'কিরূপে এই তিন গুণকে অতিক্রম করিতে পারে?'—এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—'মাঞ্চ' ইত্যাদি। 'চ'—নিশ্চয়ার্থে আমাকেই। শ্যামসুন্দরাকার পরমেশ্বর আমাকেই যিনি ভক্তিযোগে সেবা করেন, তিনিই মাত্র 'ব্রহ্মভূয়ায়'—ব্রহ্মের ভাবাপন্ন ব্রহ্মের অনুভবযোগ্য হন। 'আমি ঐকান্তিকী ভক্তি-দ্বারাই লভ্য'—(ভাঃ—১১।১৪।২১)—আমার এই বাক্যে 'একয়া'—এই বিশেষণ পদের প্রয়োগে 'আমাতেই যাঁহারা প্রপন্ন হন, তাঁহারা মায়া উত্তীর্ণ হন' (৭।১৪)—এস্থলেও 'এব'-কারের প্রয়োগে নিশ্চয় হইয়াছে যে ভক্তি ব্যতীত অন্য প্রকারে ব্রহ্মের অনুভব হয় না। কি প্রকার ভক্তিযোগদ্বারা? 'অব্যভিচারেণ'—কর্ম্ম

জ্ঞানাদির অমিশ্র,—নিষ্কাম কর্ম্মেরও ত্যাগ শুনা যায়। 'জ্ঞানও আমাতে সন্ন্যাসকরিবে'—(ভাঃ ১১।১৯।১)—এই বাক্যে জ্ঞানিগণের চরম দশায় জ্ঞানেরও ত্যাগ শুনা যায়, কিন্তু ভক্তিযোগের ন্যাস কোথাও শুনা যায় না, ভক্তিযোগেই অব্যভিচার; সেই হেতু কর্ম্মযোগের ন্যায় জ্ঞানযোগও পরিত্যাগ করিয়া যদি অব্যভিচার—কেবলা ভক্তিযোগেই সেবা করেন, তাহা হইলে জ্ঞানীও গুণাতীত হন; অন্য উপায়ে নহে। শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের (১১।২৫।২৬) উক্তিতে 'আমার আশ্রিত কর্ত্তা নির্গুণ'—অনন্যভক্তই কিন্তু গুণাতীত হন। এস্থলে এই তত্ত্ব—(ভাঃ—১১।২৫।২৬) "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ।।" অর্থাৎ অনাসক্ত কর্ত্তা 'সাত্ত্বিক', রাগান্ধ কর্ত্তা 'রাজস', স্মৃতিভ্রষ্টকর্ত্তা 'তামস' এবং আমার আশ্রিত কর্ত্তা 'নির্গুণ' নামে অভিহিত। এই শ্লোকে অসঙ্গী কর্ম্মী বা জ্ঞানী সাত্ত্বিক বলিয়া তৎসাহচর্য্যে সাধক বলিয়া পরিচিত আর 'আমার আশ্রয়কর্ত্তা নির্গুণ'—এই বাক্যে ভক্তই সাধক ইহা জানা যায়। তারপর জ্ঞানী জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া সাত্ত্বিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া গুণাতীত হয়, আর ভক্ত সাধকদশার আরম্ভ হইতেই গুণাতীত হন, এই অর্থ পাওয়া যায়। শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—এই শ্লোকের 'চ'-কার অবধারণার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'ঈশ্বর নারায়ণ আমাকেই দ্বাদশ অধ্যায় কথিত অব্যভিচার ভক্তি যোগে যিনি সেবা করেন'।।২৬।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত গুণাতীত পুরুষ কি প্রকারে ত্রিগুণ অতিক্রম করেন? এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোক বলিতেছেন। অব্যভিচার অর্থাৎ অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার এই শ্যামসুন্দর আকারেরই সেবা করিতে করিতে, আমার ভক্ত এই গুণসমূহ আনুষঙ্গিভাবে অনায়াসে অতিক্রম করেন এবং আমার স্বরূপ-অনুভবের যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার আশ্রিত ভক্তই যে নির্গুণতা লাভ করেন, এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"নির্গুণো মদপাশ্রয়" (১১।২৫।২৬) অর্থাৎ একমাত্র আমারই আশ্রয়কারী ব্যক্তি নির্গুণ বলিয়া কথিত। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এস্থলে

"মদপাশ্রয়ঃ" শব্দে "মদেকশরণোভক্তঃ" অর্থাৎ একমাত্র আমারই শরণগ্রহণকারী ভক্ত আমার আশ্রিত ও নির্গুণ। শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ।।" (১০।৮৮।৫)

ভক্ত চিত্রকেতুও বলিয়াছেন,—"জ্ঞানাত্ম্যন্যগুণময়ে গুণগণতোঽস্য দ্বন্দ্বজালানি"।—(ভাঃ—৬।১৬।৩৯)। ভক্তগণ নির্গুণত্বলাভান্তে ব্রহ্মানুভবের যোগ্য হন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ 'ব্রহ্মভূয়ায়' শব্দে ব্রহ্মানুভবের যোগ্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তি ব্যতীত ব্রহ্মানুভবের দ্বিতীয় পথ নাই। কোন বিষয়ে অনুভব করিতে হইলে, অনুভবকারী ও অনুভবনীয় বিষয় উভয়েরই বর্ত্তমানতা প্রয়োজন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ জীবের মুক্তিতে এতদুভয়ের বর্ত্তমানতা স্বীকার করেন না বলিয়া তাহাদের অনুভব সামর্থ্য লাভ হয় না। এই জন্য ভক্তগণই ব্রহ্মানুভবের যোগ্য। কেবলা ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মের কৃপায় ব্রহ্মানুভব সামর্থ্য লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (১১।১৪।২১)। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে পঞ্চ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাওয়া যায়,—"মোক্ষসাধনত্বেনাতিপ্রসিদ্ধস্যাপি জ্ঞানস্য মোক্ষকারণত্বং পরাস্তীকৃতমেব।" 'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্' ইতি (১।৫।১২)। চতুর্থাশ্রমিণো জ্ঞানিনোঽপি 'স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ' ইতি (১১।৫।৩) 'আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ' ইত্যাদ্যুক্তের্জ্ঞানান্বয়েঽপি ভক্ত্যা বিনা মোক্ষাসিদ্ধেঃ (১০।২।৩২)। 'যৎকর্ম্মভির্য্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা' ইতি জ্ঞানব্যতিরেকেঽপি ভক্ত্যৈব মোক্ষসিদ্ধেরুক্তাত্বাৎ মোক্ষং প্রতি জ্ঞানং নৈবান্বয়ব্যতিরেকীতি (১০।২০।৩২)। তদপি জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি যা প্রসিদ্ধিস্তত্র জ্ঞানগতা গুণীভূতা ভক্তিরেব মোক্ষং জনয়েৎ। জ্ঞানস্য তু নামমাত্রেণৈব কারণতা 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইতি (১১।১৪।২১) 'ন তপো নাত্মমীমাংসা' ইতি (১০।২৩।৪৩) "কিং বা

সাংখ্যেন যোগেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি। কিম্বা 'শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিম্" (৪।৩১।১২) ইত্যাদি বাক্যৈর্ব্রহ্মানুভবং প্রতি জ্ঞানস্য সহকারিতাঽপি বস্তুতো ন প্রতিপাদিতেতি।"

শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—'ব্রহ্মভূয়ায়' শব্দে ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। তাঁহার টীকায় পাই,—"পরমেশ্বর আমাকেই ঐকান্তিক ভক্তিযোগদ্বারা যিনি সেবা করেন, তিনি এই গুণসমূহ সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইয়া 'ব্রহ্মভূয়'—ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষলাভের যোগ্য হন।" ইহার দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে গুণাতিক্রমণের বা মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই।

শ্রীমদ্ রামানুজ আচার্য্যও 'ব্রহ্মভূয়ায়' শব্দে ব্রহ্মভাব যোগ্য হয় অর্থাৎ অমৃত অব্যয় স্বরূপ যথাবস্থিত আত্মাকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও এই শব্দে "ব্রহ্মবৎ অর্থাৎ প্রকৃতিবৎ, ভগবানের প্রিয়ত্ব অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয় বিগ্রহের বা সেবকের ভাব, ভগবদ্দাস্য" বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"গুণের অন্য কর্ত্তা নাই, ইত্যাদি উক্তির দ্বারা যিনি গুণ-পুরুষ-বিবেক-খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারও তদ্দ্বারা সেই প্রকৃতির গুণ-নাশ সিদ্ধ হয় না, কিন্তু যিনি সেইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও মায়াগুণ অস্পৃষ্ট, মায়ার নিয়ন্তা নারায়ণাদি বহুরূপে আবির্ভূত, চিদানন্দঘন, সার্ব্বজ্ঞাদি গুণরত্নালয় কৃষ্ণস্বরূপ আমাকেই অব্যভিচার অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তিযোগ-দ্বারা সেবা করেন অর্থাৎ আশ্রয় করেন, তিনি এই দুরত্যয় গুণসমূহকেও অতিক্রম করিয়া 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' অর্থাৎ গুণাষ্টক বিশিষ্ট নিজধর্ম্মের যোগ্য হন, অর্থাৎ সেই ধর্ম্ম লাভ করেন।" কেহ যেন মনে না করেন যে, ইহার দ্বারা জীবব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে ঐক্য বা কেবল অভেদবাদ স্থিরীকৃত হইল। তাঁহার রচিত প্রমেয় রত্নাবলী গ্রন্থে চতুর্থ প্রমেয়ে "অথ বিষ্ণুতো জীবানাং ভেদঃ"-সূত্রে তিনি ইহা বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এ বিষয়ে গীতার বর্ত্তমান অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকের অনুবর্ষিণীও দ্রষ্টব্য। জীব মুক্ত

হইলে যে আটটী অবস্থা লাভ করেন তাহার বিষয়ে ছান্দোগ্যেও পাওয়া যায়,—"আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ"।

(১) অপহত পাপ—মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি সম্বন্ধশূন্য, (২) বিজর—জরাধর্ম্মরহিত নিত্য নুতন; (৩) বিমৃত্যু—আর পতন হয় না, (৪) বিশোক—সুখদুঃখাদি রহিত, (৫) বিজিঘৎস—ভোগবাসনারহিত, (৬) অপিপাসো—অন্যাভিলাষশূন্য—কেবল প্রিয়তমের সেবা ব্যতীত আর কিছুই চান না, (৭) সত্যকাম—কৃষ্ণসেবোপযুক্ত কামনা, (৮) সত্য সঙ্কল্প—যাহা বাসনা করেন, তাহা সিদ্ধ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাওয়া যায়,—

"এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে।।" —(১১।২৫।৩২)

অতএব শ্রীভগবানে অনন্যভক্তির দ্বারাই জীব ত্রিগুণ জয় করিয়া ব্রহ্মস্বরূপের অষ্টগুণ লাভ পূর্ব্বক মায়ার হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিজস্বরূপস্থ ব্রহ্মভাব আশ্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মের আমি এই বিচারে ভগবৎ সম্বন্ধ লাভ করেন এবং তৎ সম্বন্ধ লাভের ফলে স্বস্বরূপতা অর্থাৎ মায়াতীত সচ্চিদানন্দময়তা লাভ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের সেবানন্দলাভে প্রেমানন্দ আস্বাদনের যোগ্য হন। ব্রহ্মভূতব্যক্তি যে পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহা গীঃ—১৮।৫৩-৫৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং"—(১৪।১৭) শ্রীগীতার এই উক্তি অনুসারে সত্ত্ব গুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিক জ্ঞানিগণের জ্ঞানসম্বন্ধী সকলই সাত্ত্বিকই। জ্ঞানী জ্ঞানসিদ্ধ হইলে সাত্ত্বিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া গুণাতীত হন। আর ভক্ত কিন্তু সাধক দশা আরম্ভ হইতেই গুণাতীত হইতে থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।।"—(১১।২৯।৩৪)

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ "জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকম্"—(ভাঃ ৫।১২।১১) শ্লোকের টীকায় পূর্ব্বোক্ত "মর্ত্ত্যো যদা" শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"মায়ার দ্বারা বিশিষ্টকৃত হয়, ইহা প্রয়োগ না করিয়া বিচিকীর্ষিত এই 'সন্' প্রত্যয় প্রয়োগ হইতে নিগুণ করিতে আরম্ভ করিলে সে ক্রমে ক্রমে ভক্তি-অভ্যাসবান্ হইয়া নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-রতি-ভূমিকারূঢ় হইলে সম্যক্ নির্গুণ হয়, তখন মিথ্যাভূত বস্তুসমূহের সহিত তাহার ব্যবহার হয় না, তাহার পূর্ব্বে কিন্তু ঐসকল বস্তুসমূহ যথাযোগ এবং ব্যবহার হয়, অতএব ইহার অর্থ এই—'অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা ভক্তি উপদেশ কালেই ভক্তের গুণাতীত দেহেন্দ্রিয়-মনাদি মৎকর্ত্তৃক ভক্তি মাহাত্ম্য দর্শনার্থ অলক্ষিত ভাবেই সৃষ্ট হয়, মিথ্যাভূত দেহাদি অতি অলক্ষিত ভাবেই লয় প্রাপ্ত হয়।' এই টীকায় তিনি 'নৈবম্বিধঃ পুরুষকার...স জহাতি বন্ধম্'—(ভাঃ—৫।১।৩৫) শ্লোকের অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—'যেহেতু অন্ত্যজও যদি উরুক্রম ভগবানের নাম একবার মাত্র গ্রহণ করেন তৎক্ষণই (প্রারব্ধ) তনুত্যাগ করেন,—এই কথায় তখনও দেহ দৃষ্ট হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মসম্বলিত তনুত্যাগ অলক্ষিতই—এই অর্থ। তাহার পর তখন অমৃতত্ব অর্থাৎ মরণধর্ম্মাভাবকে লাভ করিয়া তখনই আমা সহ আত্মভাব অর্থাৎ আত্মার বা নিজের অবস্থিতির যোগ্য হয় অর্থাৎ যেখানে আমি অবস্থান করি, সেইখানেই সেও আমার সেবার জন্য অবস্থান করে—এই অর্থ।"

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের "ভক্তিঃ পরেশানুভাব...ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্"—(১১।২।৪২) শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

ভক্ত সাধক দশা হইতে গুণাতীত হন, ইহা শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বহুস্থানে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এমন কি, ভক্ত প্রদত্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল, স্রক্ চন্দন, গন্ধাদি দ্রব্যও ভগবদ্ বহির্ম্মুখের ভোগচক্ষে প্রাকৃত বিষয় বলিয়া বোধ হইলেও উহা ভগবানের জন্য বিশেষরূপে নিযুক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে। এ বিষয়ে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ "তির্য্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু"—(ভাঃ—৩।৯।১৯)। শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"স্রগাদীনাং প্রাকৃত বিষয়ত্বেঽপি ভগবদর্থবিনিযুক্তত্বে সতি তৎক্ষণ এবাপ্রাকৃত্বং স্যাদিত্যেকাদশে (১১।২৫।২৭-২৯) ব্যক্তীভবিষ্যতি।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই;—

প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'।।
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়।।" (অন্ত্য ১৯১-১৯৩)।।২৬।।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।২৭।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—হি (যেহেতু) অহং (আমি) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) অব্যয়স্য (অব্যয়) অমৃতস্য চ (মোক্ষের) শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ (সনাতন ধর্মের) ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ (ঐকান্তিক সুখের) (প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়) ।।২৭।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়স্য অন্বয় সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—কারণ আমি ব্রহ্মের (নির্ব্বিশেষ) প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, অব্যয় মোক্ষের, সনাতন ধর্ম্মের ও ঐকান্তিক সুখের আমিই একমাত্র আশ্রয়।।২৭।।

ইতি শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।

বিশ্বনাথ—ননু ত্বদ্ভক্তানাং কথং নির্গুণ ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিঃ, সা তু অদ্বিতীয়তদেকানুভবেনৈব সম্ভবেত্তত্রাহ—ব্রহ্মণো হীতি। যস্মাৎ পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন প্রসিদ্ধং যদ্ব্রহ্ম তস্যাপ্যহং প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠীয়তেঽস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ অন্নময়াদিষু শ্রুতিষু সর্ব্বত্রৈব প্রতিষ্ঠা-পদস্য তথার্থত্বাৎ; তথা অমৃতস্য প্রতিষ্ঠা কিং স্বর্গীয়সুধায়াঃ ন অব্যয়স্য নাশরহিতস্য মোক্ষস্য ইত্যর্থঃ, তথা শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য সাধনফল দশয়োরপি নিত্যস্থিতস্য ভক্ত্যাখ্যস্য পরমধর্ম্মস্য অহং প্রতিষ্ঠা, তথা তৎপ্রাপ্যস্যৈকান্তিকভক্তসম্বন্ধিনঃ সুখস্য প্রেম্নশ্চাহং প্রতিষ্ঠা; অতঃ সর্ব্বস্যাপি মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়া কৃতেন মদ্ভজনেন ব্রহ্মণি লীয়মানো ব্রহ্মত্বমপি প্রাপ্নোতি। অত্র "ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘণীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূতপ্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ" ইতি স্বামিচরণাঃ। সূর্য্যসংতেজোরূপত্বেঽপি যথা তেজস আশ্রয়ত্বমপ্যুচ্যতে, এবং মে কৃষ্ণস্য ব্রহ্মরূপত্বেঽপি ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বমপি। অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণমপি প্রমাণম্—"শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ" ইতি; ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্রাপি স্বামিচরণৈঃ—"সর্ব্বগস্য আত্মনঃ পরঃ ব্রহ্মণঃ অপি আশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা: তদুক্তং ভগবতা ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতীতি"। তথা বিষ্ণুধর্ম্মেঽপি নরকদ্বাদশীপ্রসঙ্গে—"প্রকৃতৌ পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপি চ স প্রভুঃ। যথৈক এব পুরুষো বাসুদেবো ব্যবস্থিতঃ।।" ইতি; তত্রৈব মাসর্ক্ষপূজাপ্রসঙ্গে—"যথাচ্যুতত্বং পরতঃ পরস্মাৎ স ব্রহ্মভূতাৎ পরতঃ পরাত্মা" ইতি; তথা হরিবংশেঽপি বিপ্রকুমারানয়নপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং (বিষ্ণুপর্ব্বে ১১৪ অঃ ১১-১২) "তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত।।" ইতি ব্রহ্মসংহিতায়ামপি—"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিরপুরুষং তমহং ভজামি।।" ইতি; অষ্টমস্কন্ধে—'মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি।।" ইতি ভগবদুক্তিশ্চ। মধুসূদনসরস্বতীপাদাশ্চ ব্যাচক্ষ্যতেস্ম যথা—"ননু ত্বদ্ভক্তস্ত্বদ্ভাবমাপ্নোতু নাম কথং ব্রহ্মভাবায় কল্পতে ব্রহ্মণঃ

সকাশাত্তবান্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণো হীতি। 'প্রতিষ্ঠা' পর্য্যাপ্তিরহমেবেতি; —'পর্য্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা' ইত্যমরঃ "পরাকৃতমনদ্বন্দ্বং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি। সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ।।" ইত্যুপশ্লোকয়ামাসুশ্চ।।২৭।।

অনর্থ এব ত্রৈগুণ্যং নিস্ত্রৈগুণ্যং কৃতার্থতা।
তচ্চ ভক্ত্যৈব ভবতীত্যধ্যায়ার্থো নিরূপতিঃ।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্দ্দশোঽয়ং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—যদি প্রশ্ন হয় যে, তোমার ভক্তগণের কিরূপে নির্গুণব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়? সে প্রাপ্তি ত' অদ্বিতীয় তদেক অনুভবদ্বারাই সম্ভব হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—'ব্রহ্মণঃ' ইত্যাদি। যেহেতু পরমপ্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম, তাঁহারও প্রতিষ্ঠা আমিই। 'প্রতিষ্ঠা'—ইহাতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়, অন্নাদি শ্রুতি প্রভৃতি সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা-শব্দের এই অর্থ। আরও 'অমৃতস্য'—অমৃতের প্রতিষ্ঠা, তাহা কি স্বর্গীয় সুধা? না, 'অব্যয়স্য'—নাশরহিত মোক্ষের এই অর্থ; আরও 'শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য'—সাধন ও ফলদশায়ও নিত্যস্থিত ভক্তি আখ্যাযুক্ত পরম ধর্ম্মের আমি প্রতিষ্ঠা, আর তৎপ্রাপ্য ঐকান্তিক ভক্ত সম্বন্ধে 'সুখস্য'—প্রেমেরও প্রতিষ্ঠা আমি। অতএব সকলই আমার অধীন বলিয়া কৈবল্য কামনায় অনুষ্ঠিত আমার ভজন দ্বারা ব্রহ্মে লীয়মান ব্রহ্মত্বও প্রাপ্ত হন। এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'—আমি ঘনীভূত ব্রহ্মই যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল ঘনীভূত প্রকাশই তদ্রূপ।' সূর্য্য তেজরূপ হইলেও যেমন তেজের আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপই আমি কৃষ্ণ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণও প্রমাণ—'সেই বিষ্ণু সকল মঙ্গলের আধারস্বরূপ, তিনি চিত্তের এবং সর্ব্বব্যাপী আত্মার আশ্রয়।' শ্রীধরস্বামিপাদ তথায়ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'সর্ব্বজ্ঞ আত্মার—পরব্রহ্মের আশ্রয় প্রতিষ্ঠা। ভগবান্ বলিয়াছেন—'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'। আর বিষ্ণুধর্ম্মে নরকদ্বাদশী প্রসঙ্গে—'প্রকৃতি, পুরুষ এবং ব্রহ্মেও একমাত্র পুরুষ বাসুদেবই প্রভু ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে।' ঐ গ্রন্থেই মাসর্ক্ষ পূজাপ্রসঙ্গে —'যেরূপ অচ্যুত পরতত্ত্ব হইতেও পরম ব্রহ্মভূত, তাহা হইতেও পরম

আত্মা'। আর হরিবংশেও (বিষ্ণুপর্ব্ব ১১৪ অঃ ১১-১২) বিপ্রকুমার আনয়ন প্রসঙ্গে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য—'সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম ব্রহ্ম সকল জগৎকে বিভাগ করেন, হে অর্জ্জুন, সেই ঘনজ্যোতিঃ আমারই তেজঃস্বরূপ জানিবে। ব্রহ্মসংহিতায়ও পাওয়া যায়,—'যাঁহার প্রভায় প্রভূত ব্রহ্ম অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা বিভাগকৃত, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।' শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধেও সত্যবান্ রাজাকে মৎসরূপী ভগবানের উক্তিতে পাওয়া যায় (৮।২৪।৩৮)—'কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে প্রদত্ত ও তোমার প্রশ্নসমূহের প্রত্যুত্তরমুখে তোমার হৃদয়ে বিস্তারিত ও পরব্রহ্ম শব্দে বিজ্ঞাত আমার মহিমা জানিতে পারিবে।' শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের টীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে—'আচ্ছা, তোমার ভক্ত তোমার ভাব প্রাপ্ত হইলেও কিরূপে ব্রহ্মভাবেরযোগ্য হন? যেহেতু ব্রহ্ম হইতে তুমি অন্য এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'ব্রহ্মণঃ' ইত্যাদি। 'প্রতিষ্ঠা'—আমিই পর্য্যাপ্তি। 'পর্য্যাপ্তি পরিপূর্ণতা'—অমরকোষ। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত শ্লোকও বলিয়াছেন—'যে নরাকার পরব্রহ্ম আমার মনের বিবাদ ধিকৃত করিয়াছেন, আমি সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সারভূত তেজঃস্বরূপ নন্দনন্দনকে বন্দনা করি'। তিনি এইরূপ শ্লোক রচনাও করিয়াছেন।

ত্রৈগুণ্যই অনর্থ এবং নিস্ত্রৈগুণ্যই জীবের কৃতার্থতা এবং তাহাই যে 'ভক্তি' ইহা এই অধ্যায়ে নিরূপিত হইল।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সাধুজন-সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা।।২৭।।

অনুবর্ষিণী—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, যিনি তোমারই ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, তিনি আবার কিরূপে তোমার নির্গুণ কৃষ্ণলীলারস বা প্রেম আস্বাদন করিতে পারেন? তদুত্তরে বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন। আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, আমার অঙ্গজ্যোতিঃ ব্রহ্ম, সেই জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্যামসুন্দরমূর্ত্তি আমিই স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপ। আমিই অব্যয় মোক্ষেরও একমাত্র আশ্রয়। সনাতন ভক্তিধর্ম্মের এবং ব্রজলীলাপর ঐকান্তিক সুখের বা যাবতীয়

রসের আমিই পরম আশ্রয়। যেহেতু আমিই সকলের মূল আকর বা আশ্রয় এবং সকলই আমার আশ্রিত বা অধীন তত্ত্ব, সেই হেতু আমার ভক্তিফলে সকল ফলই লভ্য হইতে পারে—ইহাই যুক্তি সঙ্গত।

দ্বিতীয়তঃ আমাতে অনন্যভক্তি-ফলে জীব যে নির্গুণতাক্রমে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, তাহা কেবল তাহার স্বস্বরূপতা লাভ মাত্র। জীব স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়াই দাস্য-সখ্যাদি-ভাব প্রাপ্ত হইয়া আমার সেবার যোগ্য হয় এবং নিত্যলীলার পরিকরত্ব লাভ করে। মুক্তি সম্বন্ধেও কথিত আছে—"মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।"

শ্রীকৃষ্ণই—ব্রহ্মের আশ্রয়। এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং...তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (কঠঃ ২।১।১৫, মূঃ ২।২।১০ ও শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৪)

ঈশোপনিষদেও পাওয়া যায়,—"হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্...তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" (৫।৪০)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনাখিলান্।
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্।।" (১০।১৩।৫৫)
বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।। (১।২।১১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা"। (আদি ১।৩)
"ব্রহ্ম তাঁর অঙ্গকান্তি নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে।।" (মঃ ২০।১৫৯)
"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।

উপনিষৎ কহে তাঁ'রে ব্রহ্ম-সুনির্ম্মল।।" (আঃ ২।১২)
"অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা' 'ভগবান্'—তিন তাঁর রূপ।।" (আঃ ২।৬৫)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে অষ্টম শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

"যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্র সত্তা।"

তিনি ভগবৎ সন্দর্ভেও লিখিয়াছেন,—

"ব্যঞ্জিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ম্।"

অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

শ্রীভগবানই একমাত্র মুক্তির আশ্রয়,—

ঘন্টাকর্ণের প্রতি শিবের বচন—

"মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।"

শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি"। (শ্বেঃ ৩।৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণ মুচুকুন্দকে বলিয়াছেন,—

"বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়।।" (১০।৫১।২০)

অর্থাৎ হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি অদ্য মুক্তি ব্যতীত অপর যে কোন বর প্রার্থনা করুন, আমাদের মধ্যে একমাত্র অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মুক্তি প্রদানে সমর্থ।

শ্রীপদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ ইতি"।

"কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ"—স্কান্দে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"যে করয়ে বন্দী ছাড়য়ে সেই সে"।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া,—

"কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়।।" (মধ্য ২৪।১৩১)

শ্রীকৃষ্ণই সকল ধর্ম্মের আশ্রয়—

"ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।" (ভাঃ—৭।১১।৭)

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" (ভাঃ—১।২।৬)

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ।।" (ভাঃ—৬।৩।২২) তিনিই সকল সুখের বা রসের আশ্রয়—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" (তৈঃ—২।৭)

অর্থাৎ সেই পরমতত্ত্বই রস। সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্" (১০।৪৩।১৭)

কেহ যদি বলেন যে জীব মুক্তিতে ব্রহ্মত্ব বা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলে আর ভক্তি করিবে কেন? বা কিপ্রকারে? তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতির স্তবে "দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায়" শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ প্রদর্শন করিয়াছেন যে,—"তোমার ভক্তগণ (যদিও বিরল) তোমার লীলাকথামাধুর্য্য-পান হইতে উত্থিত নর্ত্তন, কীর্ত্তন, ক্রোশন, পাদতলপতন, প্রপতন্ মূর্চ্ছন, প্রবোধন, হাহাকরণ, রোদন-আদি পরিশ্রমকেও পরম সুখ মনে করিয়া ব্রহ্মাস্বাদ সুখকে পশুগণের তৃণচর্ব্বণ সুখের ন্যায় মনে করেন।" শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন,—

"ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্।"

শ্রুতিতেও মুক্তি হইতে ভক্তির অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যথা,—

"যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।" সর্ব্বজ্ঞভাষ্যকৃৎগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তম্ ভজন্তে"।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ধৃত অন্য শ্রুতিও পাওয়া যায়,—

"মুক্তা হ্যেতমুপাসতে" "মুক্তানামপি ভক্তির্হি পরমানন্দরূপিণী"—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—
"কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।।
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু।।" (আদি—৭।৮৪-৮৫)
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

যদি বল, ব্রহ্মসম্পত্তিই জীবের সর্ব্বপ্রকার সাধনের ফল, তবে কিরূপে ব্রহ্মভূত ব্যক্তি তোমার নির্গুণ প্রেম সম্ভোগ করে? তবে শুন। আমার নিত্য নির্গুণ-অবস্থায় আমি—স্বরূপতঃ ভগবান্। আমার জড়া-শক্তিতে আমার তটস্থাশক্তির চৈতন্য-বীজের আধান-কালে প্রথমোক্ত শক্তির যে আদি প্রকাশ, তাহাই আমার 'ব্রহ্ম'-স্বভাব। জড়বদ্ধ জীব জ্ঞানালোচনাক্রমে যখন উচ্চোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে করিতে আমার ব্রহ্মধাম লাভ করে, তখন নির্গুণ-অবস্থার প্রথম সীমা প্রাপ্ত হয়। সেই সীমা লাভ করিবার পূর্ব্বে জড়বিশেষ-ত্যাগরূপ একটী 'নির্ব্বিশেষ' ভাব উপস্থিত হয়; তাহাতে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধ ভক্তিযোগের আশ্রয় হইলে সেই নির্ব্বিশেষতা দূরীভূত হইয়া 'চিদ্বিশেষ' হইয়া পড়ে। এই ক্রমানুসারে জ্ঞানমার্গে সনকাদি ঋষিগণ ও বামদেব প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ আলোচকগণ নির্গুণ-ভক্তিরস্বরূপ অমৃত লাভ করিয়াছেন। যাহাদের মুমুক্ষারূপ দুর্ব্বাসনাবশতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মাতত্ত্বে সম্যক্ অবস্থিতি হয় না, তাহারাই চরমে নির্গুণভক্তি লাভ করিতে পারে না; বস্তুতঃ নির্গুণ সবিশেষতত্ত্বস্বরূপ আমিই জ্ঞানিদিগের চরম-গতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিকসুখরূপ ব্রজরস,—এই সমুদায়ই নির্গুণ সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে"।।২৭।।

বিশেষ দ্রষ্টব্য— "অসৎ তৃষ্ণাই দ্বিতীয় অনর্থ। জীব—স্বভাবতঃই নির্গুণ, কিন্তু জড়প্রকৃতির সংসর্গে সগুণ-প্রায় হইয়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণে আবদ্ধ হইয়াছেন; সেই গুণত্রয়-জন্যই সমস্ত অসৎ-তৃষ্ণার উদয় হয়। নিস্ত্রৈগুণ্য-ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অসৎ তৃষ্ণা দূর করা উচিত। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি নববিধা-ভক্তির আলোচনা-

কালে যখন সাধুসঙ্গ-লাভ হয়, তখন অসৎ-তৃষ্ণা দূর হয় এবং সাধুর সেবা করিতে করিতেই হৃদয় ভক্তিমার্গে স্থির হয়। এই অধ্যায়ের ২২ শ্লোক হইতে শেষ পর্যন্ত নিস্ত্রৈগুণ্য লাভের প্রকার কথিত হইয়াছে।

ভগবৎপাদসেবা-প্রক্রিয়ায় মহাপ্রসাদ- সেবন, মহাপ্রসাদ-তুলস্যাদির ঘ্রাণ, শ্রীমূর্ত্তি ও লীলাস্থানাদির দর্শন, ভগবদ্ভক্তচরিত ও ভগবন্নাম-রূপ-লীলাদির শ্রবণ এবং ভগবৎ সম্বন্ধি বস্তুর স্পর্শন-ব্রতরূপ অসদ্‌বিষয় হইতে চিত্তের প্রত্যাহার-সাধনই শুদ্ধভক্তদিগের নিস্ত্রৈগুণ্য-লাভের একমাত্র উপায়,—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশাধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।১।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) (সংসারম্—সংসারকে) ঊর্দ্ধমূলম্ (ঊর্দ্ধমূল বিশিষ্ট) অধঃশাখম্ (অধঃশাখা বিশিষ্ট) অব্যয়ম্ (নিত্য) অশ্বত্থং (অশ্বত্থ বৃক্ষ বিশেষ) (শ্রুতয়ঃ—শ্রুতিগণ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন।) ছন্দাংসি (কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদবাক্য সকল) যস্য (যাহার) পর্ণানি (পত্র স্বরূপ) যঃ (যিনি) তং (তাহাকে) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) বেদবিৎ (বেদজ্ঞ)।।১।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—শ্রুতিসকল এই সংসারকে ঊর্দ্ধমূলবিশিষ্ট, অধঃ শাখাযুক্ত, নিত্য অথচ বিনশ্বর বলিয়া, অশ্বত্থ বৃক্ষরূপ বর্ণনা করেন, কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্যসকল সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। যিনি সেই বৃক্ষের তত্ত্ব জানেন, তিনি বেদজ্ঞ।।১।।

বিশ্বনাথ—সংসারচ্ছেদকোঽসঙ্গ আত্মেশাংশঃ ক্ষরাক্ষরাৎ।
উত্তমঃ পুরুষঃ কৃষ্ণ ইতি পঞ্চদশে কথা।।

পূর্ব্বাধ্যায়ে "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।" ইত্যুক্তম্। তত্র তব মনুষ্যস্য ভক্তিযোগেন কথং ব্রহ্মভাব ইতি চেৎ, সত্যম্; অহং মনুষ্য এব, কিন্তু ব্রহ্মণোঽপি তস্য প্রতিষ্ঠা পরমাশ্রয় ইত্যাস্য সূত্ররূপস্য বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ম্ পঞ্চদশাধ্যায় আরভ্যতে তত্র 'সগুণান্ সমতীত্য' ইত্যুক্তম্ ইতি, গুণময়োঽয়ং সংসারঃ কঃ, কুতো বায়ং প্রবৃত্তঃ ত্বদ্ভক্ত্যা সংসারমতিক্রাম্যন্ জীবো বা কঃ, ব্রহ্মভূতায় কল্পত ইত্যুক্তং ব্রহ্ম বা কিং, ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বং বা ক্ব ইত্যাদ্যপেক্ষায়াং প্রথমমতিশয়োক্ত্যলঙ্কারেণ সংসারোঽয়মদ্ভুতোঽশ্বত্থবৃক্ষ ইতি বর্ণয়তি— ঊর্দ্ধে সর্ব্বলোকোপরিতলে সত্যলোকে প্রকৃতিবীজোত্থ-প্রথম প্ররোহরূপ-মহৎ তত্ত্বাত্মকঃ চতুর্ম্মুখ এক এব মূলং যস্য তম্;অথঃ- স্বর্ভুবো-ভূর্লোকেষু অনন্তা দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরা

সুররাক্ষসপ্রেতভূতমনুষ্যগবাশ্বাদিপশুপক্ষীকৃমিকীটপতঙ্গস্থাবরন্তাঃ শাখা যস্য তম্ অশ্বত্থং ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গসাধকত্বাৎ অশ্বত্থমুক্তমং বৃক্ষম; শ্লেষেণ,—ভক্তিমতাং ন শ্বঃ স্থাস্যতীত্যশ্বত্থং নষ্টপ্রায়মিত্যর্থঃ, অভক্তানাং তু অব্যয়ম্ অনশ্বরম্। 'ছন্দাংসি' "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকাম, ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকামঃ" ইত্যাদ্যাঃ কর্ম্মপ্রতিপাদকা বেদাঃ সংসারবর্দ্ধকত্বাৎ পর্ণানি,—বৃক্ষো হি পর্ণৈঃ শোভতে; যস্ত্বং জানাতি, স বেদজ্ঞঃ। তথা চ "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এযোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" ইতি কঠবল্লী শ্রুতিঃ।।১।।

বঙ্গানুবাদ—অসঙ্গ সংসার-ছেদক, আত্মা অর্থাৎ জীব ঈশ্বরের অংশ; কৃষ্ণই ক্ষর ও অক্ষর এই উভয়েরই উৎকৃষ্ট পুরুষ, এই সকল কথা পঞ্চদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে 'যিনি আমাকে অনন্যা ভক্তিদ্বারা উপাসনা করেন, তিনি গুণসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানুভূতির যোগ্য হন্।' (গীঃ—১৪।২৬) কথিত হইয়াছে। সেস্থলে যদি প্রশ্ন হয় যে, মনুষ্যরূপী তোমার ভক্তিযোগ-দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মভাব হয়? উত্তর—সত্য আমি মনুষ্যই, কিন্তু সেই ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা—পরমাশ্রয়—এই সূত্ররূপ বাক্যের বৃত্তিস্থানীয় এই পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে; সে স্থলে (গীঃ—১৪।২৬ শ্লোকে) 'তিনি গুণসমূহ অতিক্রম করিয়া' কথিত হইয়াছে। এই গুণময় সংসার কি? কোথা হইতে ইহা প্রবৃত্ত ত্বদীয় ভক্তিদ্বারা সংসার অতিক্রমকারী জীবই বা কে? 'ব্রহ্মানুভূতির যোগ্য হয়' এই কথিত বাক্যের ব্রহ্মই বা কি? ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা তুমিই বা কে? ইত্যাদি অপেক্ষায় প্রথমে অতিশয়-উক্তি অলঙ্কার দ্বারা এই সংসার অদ্ভুত অশ্বত্থ বৃক্ষ, তাহাই বর্ণন করিতেছেন—'ঊর্দ্ধমূলম্' ঊর্দ্ধে—সর্ব্বলোকের উপরে সত্যলোকে প্রকৃতিরূপে বীজ হইতে উত্থিত প্রথম প্ররোহরূপ মহৎ-তত্ত্বাত্মক চতুর্ম্মুখ একই মূল যাহার তাহাকে, 'অধঃশাখম্'—অধঃ অর্থাৎ স্বর্গ-ভুবঃ, ভূলোকাদিতে অনন্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অসুর, রাক্ষস, প্রেত, ভূত, মনুষ্য, গরু, অশ্ব প্রভৃতি পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর পর্য্যন্তশাখা যাহার সেই অশ্বত্থকে ধর্ম্ম প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গের সাধক বলিয়া উত্তম বৃক্ষকে;

ব্যাখ্যান্তরে— ভক্তিমান্ জনগণের পক্ষে আগামী কল্য থাকিবে না এই অর্থে অশ্বত্থ, নষ্টপ্রায়, এই অর্থ, কিন্তু অভক্তগণের পক্ষে 'অব্যয়ম্'— অবিনশ্বর। 'ছান্দাংসি'—ঐশ্বর্য্য কামী পুরুষ বায়ুদেবতাকে শ্বেত ছাগদ্বারা যজ্ঞ করিবেন। সন্তানকামী ব্যক্তি একাদশ ইন্দ্রদেবতাকে যাগ করিবেন।'— ইত্যাদি কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদসমূহ সংসারবর্দ্ধক বলিয়া 'পর্ণানি'—পত্রসকল, বৃক্ষ পত্রদ্বারাই শোভা পায়; যিনি তাহা জানেন, তিনি বেদজ্ঞ। আরও— 'এই সংসার ঊর্দ্ধমূল নিম্নশাখ সনাতন অশ্বত্থ'—(কঠ ২।৩।১)।।১।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে বর্ণিত হইয়াছে যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-দ্বারাই জীব ব্রহ্মানুভূতির যোগ্য হয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মের একমাত্র আশ্রয়, সেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের জ্ঞান পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত এই অধ্যায়ে 'পুরুষোত্তম যোগ' বর্ণন করিতেছেন।

সংসারের মূল আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব। তাঁহার বিভিন্নাংশ জীব তাঁহকে ভুলিয়া এবং তাঁহার আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়াই তদপাশ্রিতা মায়াশক্তি-উত্থিত প্রথম প্ররোহরূপ মহত্তত্ত্বাত্মক সত্যলোকাবস্থিত ব্রহ্মাকে মূল করিয়া স্বর্গাদিক্রমে দেবতা-গন্ধর্ব্বাদি স্থাবরান্ত বিস্তৃত অধঃশাখযুক্ত সংসারে অনাদিকাল হইতে নানাবিধ কর্ম্মফল-ভোগের সহিত যে সংসার পরিভ্রমণ করে, তাহাতে বৈরাগ্য উৎপাদন করাইবার জন্যই শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান অধ্যায়ে সংসারতত্ত্ববিষয়ে উপদেশ করিতেছেন।

সংসারের পরিচয় বুঝাইবার নিমিত্ত ইহাকে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত উপমা দিতেছেন। অশ্বত্থ বৃক্ষ যেরূপ অসংখ্য শাখা-পত্রদ্বারা বিরাট মহীরূহরূপে বিস্তৃত, এই সংসারও ঋক্ সাম, যজু ও অথর্ব্ব বেদশাখায় নানাবিধ আপাত-মধুর কাম্যকর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যরূপ পত্রদ্বারা বিস্তৃত হইয়া কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের নিকট চতুর্ব্বর্গদায়ক আশ্রয়লাভ-যোগ্য বিচারিত হইয়া বহুমানিত হইতেছে। কিন্তু ভক্তগণ ইহাকে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রে ছেদন-যোগ্য বলিয়া বৃক্ষরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন এবং 'ন শ্বঃ স্থাস্যতি' অর্থাৎ আগামী কল্য ইহা থাকিবে না বলিয়াই ইহাকে অশ্বত্থবৃক্ষরূপে বর্ণন করেন। যিনি এই সংসারকে যথোক্তরূপে অবগত হন, তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্যবেত্তা।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে "সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ"—(১১।১১।৬) শ্লোক, উপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"—শ্বেতাশ্বঃ (৪।৬) এবং কঠোপনিষদের "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" শ্লোকও আলোচ্য। শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে মায়াবাদিগণের সংসার-মিথ্যাত্ববাদ খণ্ডন করিলেন এবং সংসার-প্রবাহ সত্য এবং নিত্য কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল বা নশ্বর, ইহাই জানাইলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—

"শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন, যদি তুমি এরূপ মনে কর যে, বেদবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংসার আশ্রয় করাই ভাল, তবে বলি, শুন। কর্ম্ম-নির্ম্মিত এই সংসারটী—অশ্বত্থবৃক্ষ-বিশেষ; কর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার শেষ বা নাশ নাই। এই বৃক্ষটী ঊর্দ্ধমূল; কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদবাক্য সকলই ইহার পত্র স্বরূপ; ইহার শাখা-সকল অধোভাগে বিস্তৃত; অর্থাৎ এই বৃক্ষটী—সর্ব্বোর্দ্ধতত্ত্বস্বরূপ আমা হইতে জীবের কর্ম্মফল-প্রাপকরূপে স্থাপিত। যিনি এই বৃক্ষের নশ্বরত্ব অবগত হন, তিনিই ইহার তত্ত্ববিৎ।।"১।।

অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।।২।।

অন্বয়—তস্য (সেই সংসার বৃক্ষের) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণত্রয়-দ্বারা বর্দ্ধিত) বিষয়প্রবালাঃ (বিষয়রূপ পল্লবযুক্ত) শাখাঃ (শাখাসমূহ) অধঃ (নিম্নদিকে) ঊর্দ্ধং চ (ও ঊর্দ্ধদিকে) প্রসৃতাঃ (বিস্তৃত হইয়াছে) মনুষ্যলোকে (নরলোকে) কর্ম্মানুবন্ধীনি (কর্ম্মপ্রবাহজনক) মূলানি (মূলসমূহ) অধঃ চ (অধোদিকে) অনুসন্ততানি (সর্ব্বদা বিস্তৃত হইতেছে)।।২।।

অনুবাদ—সেই সংসার বৃক্ষের গুণদ্বারা বর্দ্ধিত, বিষয়রূপ পল্লবযুক্ত শাখা-সমূহ নিম্নদিকে অর্থাৎ নিকৃষ্ট যোনিতে এবং ঊর্দ্ধে অর্থাৎ দেবাদি যোনিতে বিস্তার লাভ করিয়াছে, নরলোকে কর্ম্মপ্রবাহজনক জটাসমূহ অধোভাগে সর্ব্বদা বিস্তৃত হইতেছে।।২।।

বিশ্বনাথ—অধঃ পশ্বাদিযোনিষু ঊর্দ্ধে দেবাদিযোনিস্বপ্রসৃতাস্তস্য সংসার **বৃক্ষস্য শাখা** গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভির্জ্জলসেকৈরিব প্রবৃদ্ধা, বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ

প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ। কিঞ্চ, তস্য মূলে সর্ব্বলোকৈরলক্ষিতো মহানিধিঃ কশ্চিদস্তীত্যনুমীয়তে। যমেব মূলজটাভিরবলম্ব্য স্থিতস্য তস্যাশ্বত্থবৃক্ষস্যাপি বটবৃক্ষস্যেব শাখাস্বপি বাহ্যা জটাঃ সন্তীত্যাহ—অধশ্চেতি। ব্রহ্মলোকমূলস্যাপি তস্য অধশ্চ মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধিনী কর্ম্মানুলম্বীনি মূলানি অনুসন্ততানি নিরন্তরং বিস্তৃতানি ভবন্তি। কর্ম্মফলানাং যতস্ততো ভোগান্তে পুনর্মনুষ্যজন্মন্যেব কর্ম্মসু প্রবৃত্তানি ভবন্তীত্যর্থঃ।।২।।

বঙ্গানুবাদ—'অধঃ'—পশু প্রভৃতি যোনিতে, 'ঊর্দ্ধে'— দেবাদি যোনিতে বিস্তৃত সেই সংসারবৃক্ষের শাখাসমূহ, 'গুণৈঃ'—জলসেচনের ন্যায় সত্ত্বাদি বৃত্তিসমূহ দ্বারা 'বিষয়াঃ'—শব্দাদি, 'প্রবালাঃ'—পল্লবস্থানীয় যাহাদিগের তাহারা। আরও তাহার মূলে সর্ব্বলোকের অলক্ষিত কোন মহানিধি আছে, এই অনুমান করে। মূল জটাসমূহ দ্বারা যাহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত সেই বৃক্ষেরও বটবৃক্ষের শাখাসমূহের বাহ্য জটা (ঝরি), তাই বলিতেছেন—'অধশ্চ' ইতি। ব্রহ্মলোক-মূলেরও 'অধশ্চ— মনুষ্যলোকে 'কর্ম্মানুবন্ধিনী'—কর্ম্মানুলম্বী মূলসমূহ, 'অনুসন্ততানি'—নিরন্তর বিস্তৃত হয়। যেখানে সেখানে কর্ম্মফলসমূহ ভোগ শেষ হইলে পুনরায় মনুষ্যজন্মেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এই অর্থ।।২।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত সংসার বৃক্ষের কথা বর্ত্তমান শ্লোকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। ত্রিগুণের আশ্রয়েই এই সংসাররূপ বৃক্ষের শাখাসমূহ অধঃ অর্থাৎ ভূর্লোকে পৃথিবীতে ও ঊর্দ্ধে অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকে বিস্তৃত রহিয়াছে। জীবসমূহ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাশ্রয়ে ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ লোকাদিতে কর্ম্মানুসারে গতায়াত করিতেছে। এ বিষয়ে পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ" (১৪। ১৮)। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়— "উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ" (১১।২৫।১১)। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—"মৃত্বা পুনর্মৃত্যুমাপদ্যতে অর্দ্যমানঃ স্বকর্ম্মভিঃ।" ইতি।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"এই বৃক্ষের কতকগুলি শাখা তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া অধোগামী হইয়াছে; কতকগুলি রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া সমানভাবে আছে; কতক

গুলি সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করতঃ উর্দ্ধদিকে প্রসৃত হইতেছে,—সকলগুলিই প্রকৃতির গুণত্রয়দ্বারা পুষ্ট হইতেছে। জড়ীয় বিষয় সমূহই এই শাখাগণের পল্লব। বটবৃক্ষের ন্যায় এই অশ্বত্থবৃক্ষের জটাসকল অধোভাগে কর্ম্মফলানুসন্ধান পূর্ব্বক বিস্তৃত হইতেছে।।"২।।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।।৩।।
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।।৪।।

অন্বয়—ইহ (এই সংসারে) অস্য (এই বৃক্ষের) রূপম্ (স্বরূপ) তথা (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) ন উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয় না) (ইহার) অন্তঃ ন (অন্ত জানা যায় না) আদিঃ চ ন (আদিও দেখা যায় না) সংপ্রতিষ্ঠা চ ন (এবং স্থিতিও উপলব্ধ হয় না) সুবিরূঢ়মূলং (অত্যন্ত দৃঢ়মূল) এনম্ (এই) অশ্বত্থং (অশ্বত্থরূপ সংসারকে) দৃঢ়েন (দৃঢ়) অসঙ্গ শস্ত্রেণ (বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) ততঃ (তারপর) তৎপদং (মূলভূত সেই ভগবৎ বস্তু) পরিমার্গিতব্যং (অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য) যস্মিন্ গতাঃ (যাহা প্রাপ্ত হইলে) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন নিবর্ত্তন্তি (প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না) যতঃ (যাহা হইতে) পুরাণী (চিরন্তন) প্রবৃত্তিঃ (সংসার প্রবাহ) প্রসৃতা (বিস্তৃত হইয়াছে) তমেব (সেই) আদ্যং পুরুষং চ (আদি পুরুষের) প্রপদ্যে (শরণ লইতেছি)।।৩-৪।।

অনুবাদ—এই জগতে সংসারবৃক্ষের স্বরূপ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উপলব্ধির বিষয় হয় না, ইহার অন্ত জানা যায় না, আদি দেখা যায় না, এবং স্থিতিও বুঝিতে পারা যায় না; অত্যন্ত দৃঢ়মূল এই সংসারকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ কুঠারদ্বারা ছেদন করিয়া, তদনন্তর সংসারের মূলীভূত সেই শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, যে পদ প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় সংসারের প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, যাহা হইতে অনাদি সংসার-প্রবাহ বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদিপুরুষের শরণ গ্রহণ করিতেছি।।৩-৪।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চেহ মনুষ্যলোকেঽস্য রূপং স্বরূপং তথা সনিশ্চয়ং নোপলভ্যতে—সত্যোঽয়ং মিথ্যায়ং নিত্যোঽয়ম্ ইতি বাদিমত-

বৈবিধ্যাদিতি ভাবঃ। ন চান্তোঽবসানঃ অপর্য্যন্তত্বাৎ, ন চাদিরনাদিত্বাৎ, ন চ সংপ্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ, কিংবাধারঃ কোঽয়মিত্যপি নোপলভ্যতে তত্ত্বজ্ঞানাভাবাদিতি ভাবঃ। যথা তথায়ং ভবতু জীবমাত্রদুঃখৈকনিদানস্যাস্য ছেদকং শস্ত্রম্ অসঙ্গং জ্ঞাত্বা তেনৈনং ছিত্ত্বা এব অস্য মূলতলস্থো মহানিধিরন্বেষ্টব্য ইত্যাহ—অশ্বত্থমিতি। অসঙ্গোঽত্র অনাসক্তিঃ সর্ব্বত্র বৈরাগ্যমিতি যাবৎ তেন শস্ত্রেণ কুঠারেণ ছিত্ত্বা স্বতঃ পৃথক্‌কৃত্য ততস্তস্য মূলভূতং তৎপদং বস্তু মহানিধিরূপং ব্রহ্ম পরিমার্গিতব্যম্ অন্বেষ্টব্যাম্; কীদৃশং তদত আহ—যস্মিন্ গতাঃ যৎ পদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তে ন চাবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমাহ—যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি প্রসৃতা বিস্তৃতা তমেবাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে ভজামীতি ভক্ত্যা অন্বষ্টেব্যমিত্যার্থঃ।।৩-৪।।

বঙ্গানুবাদ—আরও 'ইহ'—মনুষ্যলোকে, 'অস্য'—এই বৃক্ষের, 'রূপং'—স্বরূপ, 'তথা'—পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে নিশ্চয়রূপে, 'নোপলভ্যতে'—অবগত হওয়া যায় না—'ইহা সত্য', 'ইহা মিথ্যা', 'ইহা নিত্য'— বাদিগণের মত বিভিন্ন বলিয়া, এই ভাব। 'ন চ অন্তঃ'—সীমা না থাকায় অবসান বা অন্তহীন, 'ন চাদিঃ'—আদি না থাকায় অনাদি, 'ন চ সংপ্রতিষ্ঠা'—সম্প্রতিষ্ঠা—আশ্রয় নাই, কিই বা আধার? ইহা কে? তত্ত্বজ্ঞানের অভাবেও ইহা অবগত হওয়া যায় না, এই ভাব। যাহা হউক বা তাহাই হউক, জীবমাত্রের একমাত্র দুঃখের নিদান এই বৃক্ষের ছেদক শস্ত্র অসঙ্গকে জানিয়া তাহারই দ্বারা ইহাকে ছেদন করতঃ ইহার মূলে তলে স্থিত মহানিধির অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাই বলিতেছেন—"অশ্বত্থ' ইত্যাদি। এ স্থলে অসঙ্গ শব্দের অর্থ অনাসক্তি অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বৈরাগ্য, সেই 'শস্ত্রেণ'—কুঠার দ্বারা, 'ছিত্ত্বা'—ছেদন করিয়া, স্বতঃ পৃথক্ করিয়া, 'ততঃ'—তাহার পর তাহার মূলস্বরূপ, 'তৎপদং'—বস্তু, মহানিধি রূপ ব্রহ্ম, 'পরিমার্গিতব্যম্'—অন্বেষণ করিতে হইবে। তাহা কিরূপ? তাই বলিতেছেন—'যস্মিন্ গতাঃ'—যে পদ প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয় না, এই অর্থ। অনুসন্ধানের প্রকার বলিতেছেন—যাহা হইতে 'পুরাণী'—চিরন্তনী সংসার-প্রবৃত্তি, 'প্রসৃতা'—বিস্তৃতা রহিয়াছে, 'তমেবাদ্যং

পুরুষং প্রপদ্যে'—সেই আদ্য পুরুষকেই আশ্রয় করি অর্থাৎ ভজনা করি, ভক্তিসহকারে অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, এই অর্থ।।৩-৪।।

অনুবর্ষিণী—সাধারণ মানব এই সংসাররূপ বৃক্ষের তত্ত্ব জানিতে পারে না অর্থাৎ ইহার আদি, অন্ত বা আশ্রয় নির্ণয় করিতে অসমর্থ। প্রকৃতি হইতে মহৎ-তত্ত্বাদিক্রমে সংসারের সৃষ্টির কথা অবগত হইলেও প্রকৃতি-মূল পরমেশ্বরই সর্ব্বাশ্রয়, ইহা জানিতে পারে না। ঈশ বৈমুখ্য বশতঃ জীব মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়া ত্রিগুণময় সংসারে নিপতিত হয় এবং ত্রিগুণ চালিত হইয়া কর্ম্মানুসারে সংসারে ঊর্দ্ধ, অধঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া যখন আর ইহার শেষ পায় না, তখন এই সুকৃত মূল সংসারবৃক্ষকে ছেদন করিবার আবশ্যকতা মনে করিয়া থাকে। তখন ভগবদ্ভক্তি বলেই বৈরাগ্যবান্ হইয়া সংসারাসক্তি ছেদন সম্ভবপর মনে করিয়া ভাগ্যবান্ জীব পরমতত্ত্ব শ্রীহরির চরণে প্রণত হইয়া ভজনবান্ হন। শ্রীহরি-ভজনের ফলেই সংসার হইতে নিবৃত্তি বা পুনরাবর্ত্তন রহিত হয়।

শ্রীনারদের উপদেশেও পাই,—

"তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ" (ভাঃ—১।৫।১৮)

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবির বাক্যেও পাই,—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।"
(ভাঃ—১১।২।৩৭)

মাতা দেবহুতিও বলিয়াছেন,—

"তং ত্বা গতাহং শরণং শরণ্যং স্বভৃত্যসংসারতরোঃ কুঠারম্"
(ভা—৩।২৫।৩৭)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পাই—

'কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।।
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।

দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।।
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়।।
(মধ্য—২০।১১৭-১২০)

অতএব শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতি একমাত্র সংসার-নিবৃত্তির উপায়।।৩-৪।।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।।৫।।

অন্বয়—নির্ম্মানমোহাঃ (মান ও মোহ শূন্য) জিতসঙ্গদোষা (সঙ্গদোষ রহিত) আধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্ম-জ্ঞান নিরত) বিনিবৃত্তকামাঃ (বিশেষভাবে কামনাশূন্য) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ (সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বব্যাপার হইতে) বিমুক্তাঃ (বিমুক্ত) অমূঢ়াঃ (অবিদ্যানিবৃত্ত পুরুষগণ) তৎ (সেই) অব্যয়ম পদং (নিত্য পদ) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন)।।৫।।

অনুবাদ—অহঙ্কার ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষরহিত, পরমাত্মা-আলোচনাপর, নিবৃত্তকাম, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বব্যাপার হইতে বিমুক্ত, অবিদ্যানির্মুক্ত পুরুষগণই সেই অব্যয়পদ লাভ করিয়া থাকেন।।৫।।

বিশ্বনাথ—তদ্ভক্তৌ সত্যাং জনাঃ কীদৃশা ভূত্বা তৎপদং প্রাপ্নুবন্তীত্য-পেক্ষায়ামাহ—নির্ম্মানেতি। অধ্যাত্মনিত্যাঃ অধ্যাত্মবিচারো নিত্যানিত্য কর্ত্তব্যো যেষাং তে পরমাত্মালোচনতৎপরাঃ।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—তাঁহার ভক্তি হইলে লোক কিরূপ হইয়া তাঁহার পদ প্রাপ্ত হয়? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'নির্ম্মান' ইত্যাদি। 'অধ্যাত্মনিত্যাঃ'— অধ্যাত্মবিচার অর্থাৎ নিত্যানিত্য কর্ত্তব্য যাঁহাদিগের, তাঁহারা পরমাত্মালোচন-তৎপর।।৫।।

অনুবর্ষিণী—কিরূপ ব্যক্তি এই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীভগবানের অব্যয়পদ লাভ করিতে পারেন, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। যিনি ভগবদ্ভক্তি আশ্রয়ে প্রাকৃত দেহাত্মবুদ্ধিজাত অহঙ্কার ও জড়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি যাবতীয় দুঃসঙ্গরহিত হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বদা আত্মনুশীলনরত হইয়া ঐকান্তিক ভজন পরায়ণ, যিনি সকল ভোগাভিলাষ

বর্জ্জন করিয়া সুখদুঃখাত্মক দ্বন্দ্বব্যাপার হইতে পরিমুক্ত, তিনিই শ্রীভগবানের নিত্যপদাশ্রয়লাভের যোগ্য।।৫।।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।৬।।

অন্বয়—যৎ (যাঁহাকে) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) (ভক্তগণ) ন নিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হন না) তৎ (তাহা) মম (আমার) পরমং ধাম (সর্ব্বপ্রকাশক তেজ)।) সূর্য্যঃ, তৎ (তাহাকে) ন ভাসয়তে (প্রকাশ করিতে পারে না) ন শশাঙ্কঃ (চন্দ্র নহে) ন পাবকঃ (অগ্নিও নহে)।।৬।।

অনুবাদ—যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ আর পুনরাবর্ত্তন করেন না, তাহা আমার সর্ব্বপ্রকাশক ধাম, সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র নহে, অগ্নিও নহে।।৬।।

বিশ্বনাথ—তৎপদমেব কীদৃশমিত্যপেক্ষায়ামাহ—ন তদিতি। ঔষ্ণ্যশৈত্যাদিদুঃখরহিতং তৎ স্বপ্রকাশমিতি ভাবঃ। তন্মম পরমং ধাম সর্ব্বোৎকৃষ্টম্ অজড়ম্ অতীন্দ্রিয়ং তেজঃ সর্ব্বপ্রকাশকম্; যদুক্তং হরিবংশে—"তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত।।" ইতি, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকাঃ, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।।" ইতি শ্রুতিভ্যশ্চ।।৬।।

বঙ্গানুবাদ—সেই পদ বা স্থান কি প্রকার? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন— 'ন তৎ' ইত্যাদি। তাহা উষ্ণতা ও শৈত্যাদি দুঃখশূন্য স্বপ্রকাশ এই ভাব। তাহা আমার পরম ধাম—সর্ব্বোৎকৃষ্ট অজড় অতীন্দ্রিয় 'তেজঃ'—সর্ব্বপ্রকাশক। যেরূপ হরিবংশে কথিত হইয়াছে—'তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম সমস্ত জগৎকে বিভক্ত অর্থাৎ ভিন্নরূপে প্রতীয়মান করিয়াছেন। আমার সেই ঘন তেজ (ব্রহ্ম) কে, হে ভারত, তোমার জানিতে হইবে। শ্রুতিতেও এইরূপ তাঁহার নিকট সূর্য্যের দীপ্তি নাই, চন্দ্র, তারকার জ্যোতি নাই, এই সব বিদ্যুতের আভা নাই, অগ্নিত' দূরের কথা। তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্ত, তাঁহারই তেজে সকলের প্রকাশ।' কঠ ২।২।১৫।।৬।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবানের সেই অব্যয় পদের মহিমা বলিতেছেন। প্রপন্ন ব্যক্তিগণ যে পদ লাভ করিলে আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করেন না সেই পদই তাঁহার পরম ধামস্বরূপ এবং পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত। পার্থিব সকল বস্তুর প্রকাশক সূর্য্য, চন্দ্রাদি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি স্বয়ং স্বপ্রকাশ চিন্ময় বস্তু, পরন্তু তিনিই সূর্য্যাদি তেজোময় বস্তুর তেজ প্রদান করেন বলিয়া, তাহারাও জগতে বস্তু প্রকাশক শক্তি লাভ করে। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি'।।

এই শ্লোকের টীকায় ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয়ধামকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীব আর আনন্দ-লাভে নিবৃত্ত হয় না। মূলতত্ত্ব এই যে, জীবের দুইটী অবস্থা অর্থাৎ, সংসার ও মুক্তি। সংসার দশায় জীব—দেহাত্মাভিমান-বশতঃ জড় সঙ্গ লিপ্সু; মুক্ত অবস্থায় শুদ্ধজীব—আমার পবিত্র-ভাবের নিরন্তর আস্বাদক। সেই অবস্থা লাভ করিতে হইলে সংসার স্থিত পুরুষের অসঙ্গ-শস্ত্রদ্বারা সংসাররূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষকে ছেদন করা কর্ত্তব্য। জড় সম্বন্ধি-বস্তুতে আসক্তিকে 'সঙ্গ' বলা যায়। জড়মধ্যে অবস্থিত হইয়াও যিনি জড়সঙ্গ-ত্যাগে সমর্থ, তাঁহার স্বভাব—নির্গুণ; তিনিই কেবল নির্গুণ-ভক্তি লাভ করেন। সৎসঙ্গকেও 'অসঙ্গ' বলি;অতএব সংসারী জীব জড়াসক্তি ত্যাগ ও সৎসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গের আশ্রয় দ্বারা সংসারকে সমূলে ছেদন করিবেন। কেবলমাত্র সন্ন্যাস-লিঙ্গ ধারণ করিয়া যাঁহারা বৈরাগ্য আচরণ করেন, তাঁহাদের সংসার-নাশ হয় না। ইতর-তৃষ্ণা ত্যাগপূর্ব্বক পরম রসরূপ মদ্ভক্তি অবলম্বন করিলে সংসার নাশরূপ মুক্তিই জীবের অবান্তর ফলস্বরূপে উপস্থিত হয়। অতএব দ্বাদশ অধ্যায়ে যে ভক্তির উপদেশ হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের একমাত্র প্রয়োজন। পূর্ব্ব-অধ্যায়ে সমস্ত জ্ঞানের সগুণতা ও ভক্তির সেবক স্বরূপ শুদ্ধজ্ঞানের নির্গুণতা কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সকল প্রকার বৈরাগ্যের সগুণতা এবং ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ ইতর-বৈরাগ্যরও নির্গুণতা প্রদর্শিত হইল।।৬।।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভুতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।৭।।

অন্বয়—মম এব (আমারই) অংশঃ, সনাতনঃ (নিত্য) জীবভূতঃ (বিভিন্নাংশ জীব) জীবলোকে (এই জগতে) প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিতে অবস্থিত) মনঃ ষষ্ঠানি (মনকে লইয়া ছয়) ইন্দ্রিয়াণি (পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে) কর্ষতি (আকর্ষণ করে)।।৭।।

অনুবাদ—আমারই অংশভূত বিভিন্নাংশ সনাতন জীব, এই জগতে প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে।।৭।।

বিশ্বনাথ—ত্বদ্ভক্ত্যা সংসারমতিক্রাম্যন্ তৎপদগামী জীবঃ কঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—মমৈবাংশ ইতি। যদুক্তং বারাহে—"স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধায়মিষ্যতে। বিভিন্নাংশস্তু জীবঃ স্যাৎ" ইতি। সনাতনো নিত্যঃ স চ বন্ধদশায়াং মন এব ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতাবুপাধৌ স্থিতানি কর্ষতি। মমৈবৈতানীতি স্বীয়ত্বাভিমানেন গৃহীতাং পাদার্গলশৃঙ্খলামিব কর্ষতি।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—ত্বদীয়া ভক্তিদ্বারা সংসার অতিক্রম করিয়া তৎপদগামী জীব কে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'মমৈবাংশঃ' ইত্যাদি। বরাহ পুরাণে কথিত হইয়াছে—'শ্রীভগবানের স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ—এই দুই প্রকার ভাগের বিষয় কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভিন্নাংশই জীব।' 'সনাতনঃ'—নিত্য, এবং সে বন্ধদশায় মনই যে সকল ইন্দ্রিয়ের ষষ্ঠ, প্রকৃতির উপাধিতে স্থিত সেই ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করে। এই সকল আমারই নিজের বলিয়া অভিমানদ্বারা গৃহীত পদযুগলে আবদ্ধ শৃঙ্খলের ন্যায় আকর্ষণ করে।।৭।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান্ শ্লোকে শ্রীভগবান্ জীব-তত্ত্বের বিষয়ে বর্ণন করিতেছেন। জীবকে তাঁহার অংশ বলিলেও, অংশ আবার স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে স্বাংশ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীব বিভিন্নাংশ তত্ত্ব, কিন্তু উভয়ই সনাতন বস্তু। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হঞা বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার।।

স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন।।" (মধ্য—২২।৮-৯)

বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে জীবের দুইপ্রকার অবস্থা। মুক্তাবস্থায় জীব নিরুপাধিক ও বিশুদ্ধ কিন্তু বদ্ধাবস্থায় সেই জীব সোপাধিক বলিয়া প্রকৃতির আশ্রয়ে মন সহ ছয়টী ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাকৃত দেহকে নিজবোধে আকর্ষণ বা বহন করে। শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যায়া চ তথেতরঃ।।" (১১।১১।৪)

অর্থাৎ হে মহামতে! অদ্বিতীয় স্বরূপ আমারই অংশে জীব উদ্ভূত হইয়া অবিদ্যার দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত এবং বিদ্যার দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অন্যত্রও শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—"যয়া সম্মোহিতো জীবঃ" (১।৭।৫) যাহারা জীবের সহিত ব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের কেবলাভেদ বিচার পোষণ করেন, তাহাদের সেই ভ্রমপূর্ণবিচার শ্রীভগবান্ এ স্থলে 'মমৈবাংশঃ' 'জীবভূতঃ' প্রভৃতি শব্দে নিরাকরণ করিতেছেন। যাহারা বলেন 'ব্রহ্মই' মায়ার আশ্রয়ে 'জীব' বলিয়া পরিচিত হন এবং মায়ামুক্ত হইলেই পুনরায় 'ব্রহ্ম' হন, শ্রীভগবান্ এক্ষণে 'সনাতনঃ' শব্দের দ্বারা তাহারও নিরাকরণ পূর্ব্বক জীবের নিত্যত্ব বিচার স্থাপন করিতেছেন। মুক্ত ও বদ্ধ সর্ব্বাবস্থায়ই যে জীব নিত্য, তাহা গীঃ—২।২৩-২৪ শ্লোকেও পাওয়া যায়।

জীব যদি সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইত, তাহা হইলে তাহার এইরূপ সংসার দশা লাভ হইত না। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুত্যুক্ত বিচারে ব্রহ্মের ভ্রম বা অজ্ঞান সম্ভব নহে। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর-সহ কহত অভেদ।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬১)

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই,—জীব সর্ব্বেশ্বর আমারই অংশ, ব্রহ্ম-রুদ্রাদি ঈশ্বরের অংশ নহে; সেই জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য। ঘটাকাশাদির ন্যায় কল্পিত নহে; সেই জীব জীবলোক প্রপঞ্চে অবস্থিত হইয়া মন-সহ ছয়টী ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ বা

পাদশৃঙ্খলাদির ন্যায় বহন করে। সেই সকল ইন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, প্রকৃতির বিকারভূত অহঙ্কারের কার্য্য। তাহাতে মন সাত্ত্বিক অহঙ্কারের এবং শ্রোত্রাদি কিন্তু রাজস অহঙ্কারের কার্য্য বুঝিতে হইবে। ভগবৎ-প্রপত্তিরদ্বারা প্রাকৃত-করণহীন ব্যক্তি ভগবল্লোকে গমন পূর্ব্বক ভাগবত দেহ-লাভ করতঃ তদনুরূপ করণ বিভূষণে ভূষিতের ন্যায় বিশিষ্ট হইয়া ভগবানকে আশ্রয়-পূর্ব্বক তথায় বাস করে ইহাই সূচিত হয়। মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতিতে উক্ত আছে,—"সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ এই মর্ত্ত্যশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মদ্বারাই দর্শন, ব্রহ্মদ্বারাই শ্রবণ এবং ব্রহ্মদ্বারাই এই সমস্ত ব্যাপার অনুভব করিয়া থাকেন।" স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,"যেখানে সকল পুরুষেরা বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বাস করেন।"ভগবৎ সঙ্কল্পসিদ্ধ চিদ্বিগ্রহ তথায় লাভ হয়। অন্তঃকরণ অবচ্ছেদহেতু ঘটাকাশবৎ বা জলাকাশবৎ জীবে ব্রহ্মের অংশ, তাহাতে প্রতিবিম্ব নাশ হেতু বা ঘটজল নাশ হইলে সেই সেই আকাশের যেরূপ শুদ্ধ আকাশত্ব হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ নাশ হইলে জীবাংশের শুদ্ধ ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, এই কথা যাঁহারা বলেন—তাহা অসার, কারণ উহাতে 'জীবভূতঃ' 'মমাংশঃ' 'সনাতনঃ' এই উক্তি সমূহের বিরোধ হয়;পরিচ্ছেদাদি বাদদ্বয় 'দেহিনোঽস্মিন্ যথা' (২।১৩) এই বাক্যে প্রত্যাখ্যাত বা খণ্ডিত হইয়াছে। প্রতিবিম্ব সাদৃশ্যবশতঃ কিন্তু তত্ত্ব মন্তব্য; অধিকরণ বিনির্ণয় হেতু যেমন জল। অতএব ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাধীনত্ব জীবের ব্রহ্মাংশত্ব। যেমন চন্দ্রমণ্ডলের শতাংশ শুক্রমণ্ডল প্রভৃতিতেও ইহা দেখা যায় যে একবস্তুর একদেশত্বকেই অংশত্ব বলে। ব্রহ্ম শক্তিমৎ এক বস্তু, জীব ব্রহ্ম-শক্তি, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে—'ইহা হইতে আমার অন্য পরা প্রকৃতিকে জীবভূতা বলিয়া জানিবে' অতএব তাঁহার একদেশহেতু জীব তাঁহার অংশ"।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-রচিত প্রমেয়রত্নাবলীতেও পাওয়া যায়—

"প্রতিবিম্ব-পরিচ্ছেদপক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ।
বিভুত্বাবিষয়ত্বাভ্যাং তৌ বিদ্বদ্ভির্নিরাকৃতৌ।।" (৪।৮)

"প্রথমতঃ—ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপক, তখন তাহার প্রতিবিম্ব কিরূপে সম্ভব? সর্ব্বব্যাপক বস্তুর প্রতিবিম্বরূপভেদ কখনও হইতে পারে না; যেমন

জাগতিক দৃষ্টান্ত সর্ব্বব্যাপী আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না— আকাশে খণ্ডিত সাকার গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কেরই প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। আকাশের প্রতিবিম্ব হইলে বায়ু, কাল, দিক্ প্রভৃতিরও প্রতিবিম্ব হইতে পারিত। অতএব সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বীকৃত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—ব্রহ্ম অবিষয় সুতরাং নির্গুণ। নির্গুণ অবিষয়ের কিরূপে পরিচ্ছেদ সম্ভাবনা হইতে পারে? আকাশ জাত-দ্রব্য বলিয়া পরিণাম বিশিষ্ট; জাতদ্রব্যের ঐরূপে উপাধির পরিচ্ছেদ সম্ভব হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্ম জাত-দ্রব্য নহে, সুতরাং ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ নিরাকৃত হইল। পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব স্বীকার করিলে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে টঙ্ক (প্রস্তর-ভেদন-অস্ত্র) ছিন্ন পাষাণ খণ্ডের ন্যায় বিকারী বলা হয়; কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী, তাহার পরিচ্ছেদরূপ ভেদ হইতে পারে না। অতএব প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ— এই উভয় মতবাদই দূষিত।”—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ।

কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে শ্রুতিতে “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি অভেদ-সূচক বাক্যের সঙ্গতি কিরূপে হইবে? তদুত্তরে আমরা ছান্দ্যোগ্যের এই বাক্য আলোচনা করিতে পারি। “ন বৈ বাচো ন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি।” (ছাঃ—৫।১।১৫)

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও বলেন,—

“প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে।।” (প্রমেয় রত্নাবলী ৪।৬)

এমন কি আচার্য্য শঙ্করের বাক্যেও ভেদবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়,—

শ্রীসূত্রকারেণ কৃতো বিভেদো যৎ কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশ উক্তঃ।
ব্যাখ্যা কৃতা ভাষ্যকৃতাতথৈব-গুহাং প্রবিষ্টাবিতি ভেদ বা কৈঃ।।
(তত্ত্বমুক্তাবলী ৫৮)

“কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ” সূত্রে (ব্রঃ সূঃ ১।২।৪) সূত্রকার শ্রীমদ্বেদব্যাস জীব-ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও “ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে” (১।৩।১) কঠোপনিষদের এই শ্লোক লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মসূত্রের “গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মনৌ হি তদ্দর্শনাৎ”

(১।২।১১) সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া "আত্মানৌ" শব্দে বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করের অভিপ্রায় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"যদি বল, শঙ্করের মত সেহ নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য তাঁরি মুখে কহে।।
যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্বঠাঞি।।
তবু তোমা হইতে যে হইয়াছি 'আমি'।
আমা হইতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি।।
যেন সমুদ্রের সে 'তরঙ্গ' লোকে বলে।
তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোন কালে।।
অতএব জগৎ তোমার তুমি পিতা।
ইহলোক পরলোক তুমি সে রক্ষিতা।।
যাহা হৈতে হয় জন্ম যে করে পালন।
তারে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন।।
এই শঙ্করের বাক্য এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়।।

(অন্ত—৩৪৭,৪৯-৫৪)

জীবস্বরূপের অণুত্ব-প্রযুক্ত 'ভেদ' শ্রুতিতে বহুস্থানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা" (বৃহাদাঃ—২।১।২০) "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা" (শ্বেতাশ্বঃ—৫।৯) "এযোহণুরাত্মা" (মুণ্ডক—৩।১।৯)। বিভিন্ন বৈষ্ণব আচার্য্যগণও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-বিচার স্বীকার করিয়াছেন। শুদ্ধ দ্বৈতমতে—"যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা" (তত্ত্বমুক্তাবলী ১০) দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্যও লিখিয়াছেন,—"অনুং হি জীবং প্রতিদেহ-ভিন্নং" (নিম্বার্ককৃত দশশ্লোকী) শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর বাক্যেও পাই,—"হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ" (শ্রীধরস্বামী-উদ্ধৃত)।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তও বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায়,—"য সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো"(৩।৭।১৫)

স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবস্বরূপ সম্বন্ধে যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন, তাহাই সর্ব্বতোভাবে চরম ও পরম মীমাংসা। তিনি শ্রীসনাতনশিক্ষায় বলিয়াছেন,—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি' ভেদাভেদ—প্রকাশ"।।

(চৈঃ চঃ মধ্য—২০।১০৮)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"যদি বল, জীবের এবম্ভূত দুইপ্রকার দশা কিরূপে হয়? তবে শুন। আমি—পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ ভগবান্; আমার অংশ দ্বিবিধ—অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। স্বাংশক্রমে আমি রাম-নৃসিংহাদিরূপে লীলা করি; বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্যকিঙ্কররূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশ প্রকাশে আমার অহং-তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে; বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পারমেশ্বরীয় অহং তত্ত্ব থাকে না। তাহাতে জীবের একটী স্বসিদ্ধ অহংত্বের উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্ত্ব-স্বরূপ জীবের দুইটী দশা,—মুক্তি-দশা ও বদ্ধ-দশা। উভয় দশাতেই জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য। মুক্তদশায় জীব—সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতিসম্বন্ধ শূন্য; বদ্ধদশায় জীব—স্বীয় উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়,—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।।৭।।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।।৮।।

অন্বয়—ঈশ্বরঃ (দেহের ইন্দ্রিয়াদির স্বামী জীব) যৎ (যখন) শরীরং (দেহ) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যৎ চ অপি (এবং যাহা হইতে) উৎক্রামতি (নিষ্ক্রান্ত হন) বায়ুঃ, আশায়াৎ (পুষ্পকোষ হইতে) গন্ধান্ ইব (গন্ধের ন্যায়) এতানি (এই ছয় ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) সংযাতি (গমন করে)।।৮।।

অনুবাদ—দেহস্বামী জীব যখন কোন শরীর গ্রহণ করে এবং শরীর

হইতে নির্গত হয়, তখন বায়ু যেরূপ পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক লইয়া যায়, সেইপ্রকার জীবও এই সকল ইন্দ্রিয়কে সঙ্গে লইয়া গমন করে।।৮।।

বিশ্বনাথ—তান্যাকৃষ্য কিং করোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—শরীরমিতি। যৎ স্থূলশরীরং কর্ম্মবশাদবাপ্নোতি, যচ্চ যস্মাচ্চ শরীরাদুৎক্রামতি নিষ্ক্রামতি ঈশ্বরঃ দেহেন্দ্রিয়াদিস্বামি-জীব, তস্মাত্তত্র, এতানীন্দ্রিয়াণি ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ গৃহীত্বৈব সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবেতি বায়ুযথা আশয়াৎ গন্ধাশ্রয়াৎ স্রক্চন্দনাদেঃ সকাশাৎ সূক্ষাবয়বৈঃ সহ গন্ধান্ গৃহীত্বা অন্যত্র যাতি তদ্বদিত্যর্থঃ।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করিয়া কি করে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'শরীরম্' ইত্যাদি। কর্ম্মবশে প্রাপ্ত যে স্থূলশরীর, 'যচ্চ—যে শরীর হইতে 'উৎক্রামতি'—বহির্গত হয়, 'ঈশ্বরঃ'—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অধিপতি জীব, পূর্ব্বশরীর হইতে এই সকল ইন্দ্রিয় ভূতসূক্ষ্মসহ গ্রহণ করিয়া 'সংযাতি—বায়ুর্গন্ধানিব' যে প্রকার বায়ু 'আশয়াৎ'—গন্ধাশ্রয় মাল্যচন্দনাদি হইতে সূক্ষ্ম অবয়বসহ গন্ধ গ্রহণ করিয়া অন্যত্র যায়, সেইরূপ, এই অর্থ।।৮।।

অনুবর্ষিণী—বদ্ধাবস্থায় জীব কিরূপভাবে দেহান্তর লাভ করে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। মরণের পর জীবের বদ্ধাবস্থা শেষ হয় না, যতদিন ভগবদ্ভজন ফলে জীব মুক্তিলাভ না করে, ততদিন কর্ম্মানুসারে জন্ম-জন্মান্তর লাভ ঘটে। জন্ম-জন্মান্তর কি প্রকারে লাভ হয়, তাহাই এক্ষণে একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন। বায়ু যেরূপ পুষ্পাদি আধার হইতে গন্ধগুণ গ্রহণ করে কিন্তু পুষ্পাদি তথায়ই থাকে, সেই প্রকার জীব মরণকালে স্থূলদেহকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিতকালের বাসনাযুক্ত মন ও তদনুরূপ ইন্দ্রিয়গণকে সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য স্থূলদেহ আশ্রয় করে। এইরূপ বারম্বার স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বাসনানুযায়ী দেহান্তরে প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে।।" (১১।২২।৩৭)

অর্থাৎ কর্ম্মসংস্কারযুক্ত মনই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। আত্মা ইহা হইতে ভিন্ন হইলেও অহঙ্কারের দ্বারা সেই মনের অনুগমন করিয়া থাকে।

শ্রী কপিল দেবের বাক্যেও পাই,—

'দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্।।"

(ভাঃ—৩।৩১।৪৩)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকায় পাওয়া যায়,—

"মরণান্তেই যে বদ্ধদশা শেষ হয়, এরূপ নয়। জীব কর্ম্মানুসারে এই স্থূলশরীর লাভ করে এবং সময় উপস্থিত হইলে পরিত্যাগ করে। এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমন-কালে সেই শরীরসম্বন্ধিনী কর্ম্মবাসনা লইয়া গিয়া থাকেন। বায়ু যেরূপ গন্ধের আশয়রূপ পুষ্প-চন্দন হইতে গন্ধ লইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব এক স্থূলশরীর হইতে অন্যস্থূল শরীরে ভূতসূক্ষ্মের (সূক্ষ্মাবয়বের) সহিত ইন্দ্রিয়সকল লইয়া প্রয়াণ করে।।৮।।

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।।৯।।

অন্বয়—অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রম্ (কর্ণ) চক্ষুঃ (চক্ষু) স্পর্শনং চ (ত্বক্) রসনং (জিহ্বা) ঘ্রাণম্ এবচ (এবং নাসিকা) মনঃ চ (ও মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান্ (বিষয় সমূহকে) উপসেবতে (উপভোগ করে)।।৯।।

অনুবাদ—এই জীব চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয়-সমূহকে উপভোগ করিয়া থাকে।।৯।।

বিশ্বনাথ—তত্র গত্বা কিং করোতীত্যত আহ—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি মনশ্চাধিষ্ঠায় আশ্রিত্য বিষয়ান্ শব্দাদীন উপভুঙ্‌ক্তে।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—তথায় যাইয়া কি করে? তদুত্তরে বলিলেন—'শ্রোত্রম্' ইত্যাদি। শ্রোত্র অর্থাৎ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে অধিষ্ঠান—আশ্রয় করিয়া মন শব্দাদি বিষয়গুলিকে ভোগ করে।।৯।।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।।১০।।

অন্বয়—বিমূঢ়াঃ (মূঢ় ব্যক্তিগণ) উৎক্রামন্তং (দেহ হইতে উৎক্রমণ কালে) স্থিতং বা অপি (অথবা দেহে অবস্থান কালে) ভুঞ্জানং বা (কিম্বা বিষয় ভোগ কালে) গুণান্বিতম্ [জীবং] (ইন্দ্রিয়াদি সংযুক্ত জীবকে) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) জ্ঞানচক্ষুষঃ (বিবেকিগণ) পশ্যন্তি (দেখিতে পান)।।১০।।

অনুবাদ—অবিবেকী মূঢ়লোকগণ দেহ হইতে দেহান্তরে গমনকালে, বা দেহে অবস্থান কালে কিম্বা বিষয়-ভোগ কালে, ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত এই জীবকে দেখিতে পায় না, কিন্তু বিবেকী জ্ঞানিগণ দেখিতে পান।। ১০।।

বিশ্বনাথ— ননু যস্মাৎ দেহান্নিক্রামতি যস্মিন্ দেহে বা তিষ্ঠতি তত্র স্থিত্বা বা যথা ভোগান্ ভুঙ্ক্তে ইত্যেবং বিশেষং নোপলভামহে? তত্রাহ—উৎক্রামন্তং দেহান্নিষ্ক্রামন্তং স্থিতং দেহান্তরে বর্ত্তমানঞ্চ বিষয়ান্ ভূঞ্জানঞ্চ গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদিসহিতং বিমূঢ়া অবিবেকিনঃ জ্ঞানচক্ষুষো বিবেকিনঃ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, যে দেহ হইতে বহির্গত হয় অথবা যে দেহে অবস্থিত হয়, তথায় থাকিয়া যে সকল ভোগ সমূহ ভোগ করে, ইহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিলাম না। তদুত্তরে বলিলেন—'উৎক্রামন্তং'—দেহ হইতে বহির্গত, 'স্থিতং'—অন্যদেহে অবস্থিত এবং বিষয়সমূহ ভোগ সময়ে 'গুণান্বিতম্'—ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত 'বিমূঢ়াঃ'—অবিবেকিগণ। 'জ্ঞানচক্ষুষঃ'—বিবেকিগণ।।১০।।

অনুবর্ষিণী—মূঢ়ব্যক্তিগণ জীবাত্মার বদ্ধাবস্থায় দেহ ধারণ ও দেহ-ত্যাগ এবং দেহে অবস্থিতিকালে বিষয়-ভোগ স্বীকার প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্ব বিবেক-সহকারে আলোচনা করিতে পারে না, কিন্তু বিবেকী জ্ঞানিগণ উহা আলোচনার ফলে জীবের বদ্ধাবস্থাকে অত্যন্ত ক্লেশকর জানিয়া ভগবদ্ভজন করতঃ এই ক্লেশ-নাশের যত্ন করিয়া থাকেন।।১০।।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ।।১১।।

অন্বয়—যতন্তঃ (চেষ্টাশীল) যোগিনঃ চ (যোগিগণ) আত্মনি (দেহে) অবস্থিতম্ (অবস্থিত) এনং (এই আত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) অকৃতাত্মানঃ (অশুদ্ধচিত্ত) অচেতসঃ (অবিবেকিগণ) যতন্ততঃ অপি (যত্নপরায়ণ হইয়াও) এনং (এই আত্মাকে) ন পশ্যন্তি (দর্শন করিতে পারে না)।।১১।।

অনুবাদ—যতমান্ যোগিসকল দেহে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করেন, অশুদ্ধচিত্ত অবিবেকিগণ চেষ্টাপরায়ণ হইয়াও ইহাকে অবগত হইতে পারে না।।১১।।

বিশ্বনাথ—তে চ বিবেকিনো যতমানা যোগিন এবেত্যাহ—যতন্ত ইতি। অকৃতাত্মানোঽশুদ্ধচিত্তাঃ।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—এবং সেই সকল বিবেকী যত্নশীল যোগীই, তাই বলিলেন—'যতন্তঃ' ইত্যাদি। 'অকৃতাত্মানঃ'—অবিশুদ্ধচিত্ত।।১১।।

অনুবর্ষিণী—বিবেকী যত্নশীল যোগিগণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তিরূপ উপায়ের দ্বারা দেহে অবস্থিত আত্মার তত্ত্ব অনুভব বা দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু তদভাবে অনির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিগণ এই দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না।।১১।।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।।১২।।

অন্বয়—আদিত্যগতং (সূর্য্যগত) যৎ (যে) তেজঃ (তেজ) চন্দ্রমসি চ (চন্দ্রে) যৎ (যে তেজ) অগ্নৌ চ (এবং অগ্নিতে) যৎ (যে তেজ) অখিলম্ জগৎ (নিখিল জগৎকে) ভাসয়তে (প্রকাশিত করে) তৎ তেজঃ (সেই তেজ) মামকম্ (আমার তেজ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে)।।১২।।

অনুবাদ—সূর্য্যস্থিত যে তেজ, চন্দ্রে যে তেজ এবং অগ্নিতে যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশ করে, সেই সমস্ত আমার তেজ বলিয়া জানিবে।।১২।।

বিশ্বনাথ—তদেবং জীবস্য বদ্ধাবস্থায়াং যৎ যৎ প্রাপ্যবস্তু, তত্র অহমেব সূর্য্যচন্দ্রাদ্যাত্মকঃ সন্ উপকরোমীত্যাহ—যদিতি ত্রিভিঃ। আদিত্যস্থিতং তেজ এবোদয়পর্ব্বতে প্রাতরুদিত্য জীবস্য দৃষ্টাদৃষ্টভোগসাধনকর্ম্মপ্রবর্ত্তনার্থং

জগদ্ভাসয়তে এবঞ্চ যচ্চন্দ্রমসি অগ্নৌ চ তত্তদখিলং মামকমেব সূর্য্যাদিসংজ্ঞোঽহমেব ভবামীত্যর্থঃ। মত্তেজস এবং তত্তদ্বিভূতিরিতি ভাবঃ।।১২।।

বঙ্গানুবাদ—তারপর এই প্রকার জীবের বদ্ধাবস্থায় যাহা যাহা প্রাপ্যবস্তু, সেই সকলের মধ্যে আমিই সূর্য্যচন্দ্রাত্মক হইয়া উপকার করি, তাই বলিলেন— 'যদা' ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে। 'আদিত্যগতং তেজঃ' সূর্য্যে অবস্থিত তেজের ন্যায় প্রভাতে উদয় পর্ব্বতে উদিত হইয়া জীবের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভোগসাধন কর্ম্ম প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত জগৎকে প্রকাশ করে, এবং যাহা চন্দ্রে এবং অগ্নিতে সেই সেই অখিল 'মামকম্'—আমারই—আমিই সূর্য্য-চন্দ্রাদি সংজ্ঞক হই, এই অর্থ। আমারই তেজ হইতেই সেই সেই বিভূতি, এই অর্থ।।১২।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্‌ই জীবের ভোগ এবং মোক্ষের প্রদাতা, তিনি তাঁহার তেজাংশরূপে আদিত্যাদিকে প্রকাশ করিয়া জীবের দৃষ্টাদৃষ্ট ভোগসাধন করাইতেছেন। জীব যদি ঐ তেজ বা বিভূতি-তত্ত্ব আলোচনাক্রমে উহাকে সর্ব্বাকার শ্রীভগবানেরই তেজ বা বিভূতিস্বরূপ শক্তি জানিতে পারে এবং তাঁহারই প্রেরণাক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি জীবের উপকার সাধন করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতিলাভের যোগ্য হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—

"যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্
যথার্কোঽগ্নিযথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ।। (২।৫।১১)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্যাস বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যার্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্।
যৎ স্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমেবৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্।"(১০।৮৫।৭)

অর্থাৎ চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের প্রভা, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রগণের স্ফুরণরূপ সত্তা, পর্ব্বতের স্থৈর্য্য, ভূমির আধারত্ব ও গন্ধগুণ—এই সমস্ত বস্তুতঃ আপনারই স্বরূপ।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"যদি বল, সংসারস্থিত জীব জড় ব্যতীত আর কিছুই আলোচনা করিতে সমর্থ হয় না, তখন তাহার পক্ষে চিদালোচনা কিরূপে হইবে? তবে শুন। জড়-জগতেও আমার চিৎসত্তা—দেদীপ্যমান; তাহাকে অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ শুদ্ধচিৎ প্রাপ্তি ও জড়ের নাশ সম্ভব। সূর্য্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে অখিলজগৎ প্রকাশক তেজ দেখিতেছ, তাহা—আমারই তেজ, অপরের নয়।।" ১২।।

গামাবিশ্য চ ভুতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।১৩।।

অন্বয়—অহম্ (আমি) গাম্ আবিশ্য (পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া) ওজসা (নিজশক্তির দ্বারা) ভূতানি (ভূতসমূহকে) ধারয়ামি (ধারণ করিতেছি) রসাত্মকঃ (রসময়) সোমঃ (চন্দ্র) ভূত্বা (হইয়া) সর্ব্বাঃ (সমস্ত) ওষধীঃ চ (ব্রীহ্যাদি ওষধিকে) পুষ্ণামি (বর্দ্ধিত করিতেছি)।।১৩।।

অনুবাদ—আমি পৃথিবীর মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজ শক্তির দ্বারা ভূতসমূহকে ধারণ করিতেছি, রসময় চন্দ্ররূপে ব্রীহ্যাদি ওষধিকে সংবর্দ্ধন করিতেছি।।১৩।।

বিশ্বনাথ—গাং পৃথ্বীম্ ওজসা স্বশক্ত্যা আবিশ্য অধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি, তথাঽহমেবামৃতরসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যৌষধীঃ সংবর্দ্ধয়ামি।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—'গাং'—পৃথিবীকে, 'ওজসা'—নিজ শক্তিদ্দ্বারা, 'আবিশ্য'— অধিষ্ঠান করিয়া, আমিই চরাচর ভূত সমূহকে 'ধারয়ামি'—ধারণ করি, এবং আমিই অমৃতরসময় 'সোম'—চন্দ্র হইয়া ব্রীহি প্রভৃতি ওষধি সমূহকে সম্যক্ প্রকারে বর্দ্ধন করি।।১৩।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ নিজ শক্তি-দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ পূর্ব্বক চরাচর ভূতসমূহের আশ্রয় দাতা এবং তিনিই রস-স্বরূপ হইয়া ব্রীহিযবাদি শস্যগণকে বর্দ্ধিত করিয়া ভূতগণকে পালন করিতেছেন। এই বাক্যের দ্বারা পৃথিবী, ভূতগণ ও শস্যাদির ধারণ ও পোষণাদি কার্য্যে শ্রীভগবানেরই কর্ত্তৃত্ব জানিয়া, জীবের তদ্বিষয়ে অভিমান রহিত হওয়া কর্ত্তব্য।।১৩।।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্।।১৪।।

অন্বয়—অহং (আমি) বৈশ্বনরঃ (জঠরানল) ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিদিগের) দেহং (শরীরকে) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণ ও আপান বায়ুর সহযোগে) চতুর্ব্বিধং (চারিপ্রকার) অন্নং (ভক্ষ্য দ্রব্যকে) পচামি (জীর্ণ করি)।।১৪।।

অনুবাদ—আমি জঠরানলরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া, প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে চতুর্ব্বিধ আহার্য্য জীর্ণ করিয়া থাকি।।১৪।।

বিশ্বনাথ—বৈশ্বানরো জঠরানলঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ চতুর্ব্বিধং 'ভক্ষ্যং' 'ভোজ্যং' 'লেহ্যং' 'চুষ্যম্'—'ভক্ষ্যং' দন্তচ্ছেদ্যং ভ্রষ্টচণকাদি, 'ভোজ্যম্' ওদনাদি, 'লেহ্যং' গুড়াদি, 'চুষ্যম্'; ইক্ষুদণ্ডাদি।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—'বৈশ্বানর'—জঠরস্থিত অগ্নি, 'প্রাণাপানসমাযুক্তঃ'—তাহার উদ্দীপক প্রাণ ও অপানের সহিত সংযুক্ত, 'চতুর্ব্বিধং'—ভক্ষ, ভোজ্য, লেহ্য ও চুষ্য—এই চতুর্ব্বিধ;—'ভক্ষ্যং'—দন্তদ্বারা খণ্ডিত ভাজা ছোলা প্রভৃতি, 'ভোজ্যং'—ভাত প্রভৃতি, 'লেহ্যং'—গুড় প্রভৃতি, 'চুষ্যং'—ইক্ষুদণ্ডাদি।।১৪।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবানই বৈশ্বানর অর্থাৎ জঠরাগ্নিস্বরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চুষ্য ভেদে চতুর্ব্বিধ ভোজ্য দ্রব্য পরিপাক করেন। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে" (বৃহদারণ্যক—৫।৯।১)।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের ২৭ সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন যথা—"শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ ইত্যাদি"।।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আরও কথিত হইয়াছে যে, তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র। এই সকল বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের বিভূতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রুত্যুক্ত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্যের তাৎপর্য্যস্বরূপে সর্ব্বত্র ভগবদ্ সম্বন্ধই স্থিরীকৃত হইতেছে।।১৪।।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।।১৫।।

অন্বয়—অহং চ (আমি) সর্ব্বস্য (চরাচর সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত) মত্তঃ (আমা হইতে) স্মৃতিঃ (স্মৃতি) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অপোহনম্ চ (এবং উভয়ের নাশ) [হয়] সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ চ (সকল বেদের দ্বারা) অহম্ এব (আমিই) বেদ্যঃ (জ্ঞেয়) অহম্ এব (আমিই) বেদান্তকৃৎ (বেদান্তকর্ত্তা) বেদবিৎ চ (এবং বেদজ্ঞ)।।১৫।।

অনুবাদ—আমি চরাচর সকলের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত, আমা হইতেই জীবের স্মৃতি, জ্ঞান ও তদুভয়ের নাশ ঘটিয়া থাকে। সকল বেদের আমিই বেদ্য, আমিই বেদান্ত কর্ত্তা, এবং বেদবিৎ।।১৫।।

বিশ্বনাথ—যথৈব জঠরে জঠরাগ্নিরহং তথৈব সর্ব্বস্য চরাচরস্য হৃদি সন্নিবিষ্টো বুদ্ধিতত্ত্বরূপোঽহমেব, যতঃ মত্তো বুদ্ধিতত্ত্বাদেব পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়ানুস্মৃতির্ভবতি, তথা বিষয়েন্দ্রিয়যোগজং জ্ঞানঞ্চ অপোহনং স্মৃতিজ্ঞানয়োরপগমশ্চ ভবতীতি। জীবস্য বন্ধাবস্থায়াং স্বস্যোপকারত্বমুক্ত্বা মোক্ষাবস্থায়ং যৎপ্রাপ্যং তত্রাপ্যুপকারকত্বমাহ—বেদৈরিতি। বেদব্যাসদ্বারা বেদান্তকৃদমহমেব, যতো বেদবিৎ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞো ঽহমেব—মত্তোঽন্যো বেদার্থং ন জানাতীত্যর্থঃ।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—আমি যেরূপ জঠরে জঠরস্থিত অগ্নি, তদ্রূপই আমি সকল চরাচর প্রাণীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট বুদ্ধিতত্ত্ব। যেহেতু আমা হইতে—বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই পূর্ব্বে অনুভূত বিষয় সমূহের পুনরায় স্মরণ হয়, আরও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ দ্বারা জ্ঞান এবং 'অপোহনং'—স্মৃতি ও জ্ঞানের অপগম, নাশ হয়। বন্ধদশায় জীবের স্বকৃত উপকারের কথা বলিয়া মোক্ষবস্থায় প্রাপ্য উপকারকত্বের কথা বলিতেছেন—'বেদৈঃ' ইত্যাদি বেদব্যাস দ্বারা আমিই বেদান্তকর্ত্তা, যেহেতু 'বেদবিৎ'বেদের অর্থতত্ত্বজ্ঞ আমিই—আমি বিনা অন্যে বেদের অর্থ জানেনা—এই অর্থ।।১৫।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ যে কেবল সর্ব্বরূপে বহির্জগতে অবস্থিত তাহা নহেন। তিনি সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বুদ্ধিতত্ত্বাশ্রয়ে স্মৃতি, জ্ঞান এবং তল্লোপাদি বিধান করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ।" (১১।২২।২৮)

অর্থাৎ আপনার প্রসাদেই জীবগণের জ্ঞান লাভ হয় এবং আপনার মায়া শক্তি প্রভাবেই সেই জ্ঞান ভ্রংশ হইয়া থাকে।

তিনিই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম এবং তিনিই অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। আবার তিনিই সর্ব্বজীবের উপকারার্থ তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রদান নিমিত্ত 'বেদান্তকৃৎ' অর্থাৎ জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্বেদব্যাসরূপে সূত্রকর্ত্তা। কারণ সর্ব্ববেদের তিনিই একমাত্র বেদ্যবস্তু। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—"মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাম্" (১১।২১।৪৩)। শ্রুতিতে পাওয়া যায়,— "যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে।" তিনিই সর্ব্ববেদের তত্ত্বজ্ঞাতা। তিনি ব্যতীত অপর কেহই জীবকে সেই বেদ-জ্ঞান দিতে পারেন না। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহ তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার বাক্যে পাই,—"ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্" (১০।১৪।২৯) এমনকি, বেদ স্বয়ং তাঁহাকে জানিতে সমর্থ নহে। সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"স এষ সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণো ন যত্র কালো বিশতে ন বেদঃ।" (৮।১২।৪৪)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"কালঃ সর্ব্বত্র প্রভবিতুং বিশন্নপি যত্র ন বিশতি বেদঃ সর্ব্বং জানন্নপি যত্র জ্ঞাতুং ন বিশতি কাল বেদয়োরপি যো ন গম্য ইত্যর্থঃ।"

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্"

(ভাঃ—১০।৪৭।৬১)

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"আমিই সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত, আমা হইতেই জীবের কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতি, জ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে। অতএব আমি কেবল 'জগদ্ব্যাপী ব্রহ্ম' মাত্র নই, কিন্তু 'জীবহৃদয়স্থিত' কর্ম্মফলদাতা পরমাত্মাও বটে। আবার কেবল 'ব্রহ্ম' বা পরমাত্মরূপেই জীবের উপাস্য নই, কিন্তু জীবের নিত্যমঙ্গল-বিধাতৃস্বরূপ জীবের উপদেষ্টাও বটে। আমিই সর্ব্ববেদ-বেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ। অতএব সর্ব্বজীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য 'প্রকৃতিগত ব্রহ্ম',

'জীবের হৃদয়গত ঈশ্বর বা পরমাত্মা' এবং 'পরমার্থদাতা ভগবান্'—এবম্ভূত ত্রিবিধ প্রকাশ দ্বারা আমিই বদ্ধজীবের উদ্ধারকর্ত্তা।।" ১৫।।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।।১৬।।

অন্বয়—ক্ষরঃ চ(ক্ষর, ক্ষয়শীল) অক্ষর চ (ও অক্ষর, অব্যয়) ইমৌ দ্বৌ এব (এই দুইটীই) পুরুষৌ (পুরুষরূপে) লোকে (জগতে) (প্রসিদ্ধ আছেন) সর্ব্বাণি ভূতানি (চরাচর ভূত সকল) ক্ষরঃ (ক্ষর) কূটস্থঃ (কূটস্থ পুরুষকে) অক্ষরঃ (অক্ষর) উচ্যতে (কথিত হয়)।।১৬।।

অনুবাদ—ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী পুরুষতত্ত্ব জগতে প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে চরাচর ভূতগণকে ক্ষর এবং কূটস্থ পুরুষকে অক্ষর বলা হয়।।১৬।।

বিশ্বনাথ—যস্মাদহমেব বেদবিৎ তস্মাৎ সর্ব্ববেদার্থনিষ্কর্ষং সংক্ষেপেণ ব্রবীমি, শৃণু ইত্যাহ—দ্বাবিমাবিতি ত্রিভিঃ। লোকে চতুর্দ্দশভুবনাত্মকে জড় প্রপঞ্চে ইমৌ দ্বৌ পুরুষৌ চেতনৌ স্তঃ, কৌ তাবত আহ—ক্ষরং স্বস্বরূপাৎ ক্ষরতি বিচ্যুতো ভবতীতি ক্ষরো জীবঃ স্বস্বরূপান্ন ক্ষরতীত্যক্ষরঃ ব্রহ্মৈব,—"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" ইতি শ্রুতেঃ, "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্" ইতি স্মৃতেশ্চ অক্ষর-শব্দো ব্রহ্মবাচক এব দৃষ্টঃ। ক্ষরাক্ষরয়োরর্থং পুনর্বিশদয়তি সর্ব্বাণি ভূতানি একো জীব এব অনাদ্যবিদ্যায়া স্বরূপবিচ্যুতঃ সন্ কর্ম্মপরতন্ত্রঃ সমষ্ট্যাত্মকো ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি ভূতানি ভবতীত্যর্থঃ। জাত্যা বা একবচনম্। দ্বিতীয়পুরুষোঽক্ষরস্তু কূটস্থ একেনৈব স্বরূপেণাবিচ্যুতিমতা সর্ব্বকালব্যাপী। "একরূপতয়া তু যঃ কালব্যাপী, স কূটস্থঃ" ইত্যমরঃ।।

বঙ্গানুবাদ—যেহেতু আমিই বেদবিৎ সেই হেতু সংক্ষেপে সর্ব্ববেদের সার বলিব শ্রবণ কর,—তাই বলিতেছেন—'দ্বাবিমৌ' ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে। 'লোকে'—চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জড়জগতে এই দুইটী চেতন পুরুষ আছেন। তাহারা কে? এতদুত্তরে বলিলেন—'ক্ষরং'—স্ব স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় বলিয়া ক্ষর—জীব, স্বস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না বলিয়া অক্ষর—ব্রহ্মই। শ্রুতি বলিতেছেন—'ইহাকেই ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণ অক্ষর বলিয়া জানেন'। 'পরমব্রহ্ম অক্ষর স্বরূপ'—স্মৃতিতেও অক্ষর শব্দ

ব্রহ্মবাচকই। ক্ষর ও অক্ষর শব্দের অর্থ পুনরায় বিশেষভাবে বলিতেছেন—'সর্ব্বাণি ভূতানি'—সকল ভূত, এক জীব অনাদি অবিদ্যাদ্বারা স্বরূপ বিচ্যুত হইয়া কর্ম্মবশে সমষ্টি-আত্মক ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত ভূতসমূহ হয়, এই অর্থ। অথবা জাতিতে একবচন। কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষ অক্ষর 'কূটস্থ'—একই অবিচ্যুত স্বরূপে সর্ব্বকালব্যাপী। অমরকোষ অভিধানে পাওয়া যায় যে—'যাহা একরূপে সর্ব্বকালব্যাপী, তাহাই কূটস্থ'।।১৬।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজেকে একমাত্র বেদবিৎ এবং বেদান্তকর্ত্তা শ্রীবাদরায়ণরূপে জীবকে বেদ-জ্ঞান প্রদান করেন, ইহা বর্ণন করিয়া এক্ষণে সেই বেদার্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন। ক্ষর ও অক্ষর ভেদে দুইটী পুরুষের কথা প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ জীব এবং অক্ষর পুরুষ কুটস্থ ব্রহ্ম। শ্রীধরস্বামিপাদ ক্ষর অর্থে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরান্ত যাবতীয় শরীরকে ক্ষর পুরুষ বলিয়াছেন, কারণ অবিবেকী লোকের শরীরেই পুরুষত্বজ্ঞান প্রসিদ্ধ আছে এবং শিলারাশি যেরূপ পর্ব্বতে থাকে, সেইরূপ দেহের নাশেও নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থিত বলিয়া কূটস্থ অর্থাৎ চেতন ভোক্তাকে বিবেকীগণ কিন্তু অক্ষর পুরুষ বলেন।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিভিন্নাংশগত দ্বিবিধ জীবকেই 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' পুরুষ বলিয়াছেন। শরীর ক্ষয় হেতু অনেকাবস্থ অচিৎ সংসর্গের দ্বারা এক ধর্ম্ম সম্বন্ধ হইতে একত্বে নির্দ্দিষ্ট বদ্ধ জীব 'ক্ষর';এবং তদভাব প্রযুক্ত একাবস্থ অচিৎ বিয়োগরূপ এক ধর্ম্ম সম্বন্ধ হইতে একত্বে নির্দ্দিষ্ট মুক্ত জীব 'অক্ষর'।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকায় পাই,—

"যদি বল, প্রকৃতি যে এক,—ইহা বুঝিলাম, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ যে কতগুলি, তাহা বুঝিতে পারি না, তবে শুন। বস্তুতঃ লোকে দুইটী বই পুরুষ নাই;তাহাদের নাম—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। বিভিন্নাংশ-গত চৈতন্যরূপ জীবই ক্ষর-পুরুষ;স্ব-স্বরূপ হইতে ক্ষরণশীল তটস্থ-স্বভাববশতঃই জীবকে ক্ষর-পুরুষ বলা যায়। স্ব-স্বরূপ হইতে যাঁহারা কখনই ক্ষরিত হন না, এরূপ 'স্বাংশ'-তত্ত্বই অক্ষর-পুরুষ, অক্ষর-পুরুষের অন্য নাম—'কূটস্থ'-**পুরুষ**। সেই কূটস্থ অক্ষর-পুরুষের তিনপ্রকার **প্রকাশ**;—জগৎ সৃষ্ট হইলে

তাহাতে সর্ব্বব্যাপি-সত্তা-স্বরূপে এবং তাহার সমস্ত ধর্ম্মের বিপরীত অবস্থায় যে অক্ষর পুরুষ লক্ষিত হন, তিনিই 'ব্রহ্ম, অতএব ব্রহ্ম—জগৎ সম্বন্ধি তত্ত্ববিশেষ, স্বতন্ত্র-তত্ত্ব ন'ন;আর জগতে চিৎস্বরূপ জীব সকলকে আশ্রয় দিয়া যেই প্রকাশ কিয়ৎ পরিমাণে শুদ্ধ চিৎতত্ত্বের প্রকাশক, তাহাই 'পরমাত্মা', তিনিও জগৎসম্বন্ধি তত্ত্ববিশেষ, স্বতন্ত্র ন'ন।।" ১৬।।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।।১৭।।

অন্বয়—তু (কিন্তু) অন্যঃ (পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন) উত্তমঃ পুরুষঃ (এক উত্তম পুরুষ) পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মা শব্দে) উদাহৃতঃ (কথিত হন) যঃ (যিনি) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) অব্যয়ঃ (নির্ব্বিকার) লোকত্রয়ম্ (ত্রিলোকে) আবিশ্য (প্রবিষ্ট হইয়া) বিভর্ত্তি (পালন করিয়া থাকেন)।। ১৭।।

অনুবাদ—কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর-তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ এক উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন, যিনি ঈশ্বর ও নির্ব্বিকার, ত্রিলোক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিয়া থাকেন।।১৭।।

বিশ্বনাথ—জ্ঞানিভিরুপাস্যং ব্রহ্মোক্ত্বা যোগিভিরুপাস্যং পরমাত্মানমাহ—উত্তম ইতি। তু শব্দঃ পূর্ব্ববৈশিষ্ট্যদ্যোতকঃ। জ্ঞানিভ্যশ্চাধিকো যোগীত্যুপাসকবৈশিষ্ট্যাদেবোপাস্যবৈশিষ্ট্যং চ লভ্যতে। পরমাত্মতত্ত্বমেব দর্শয়তি—য ঈশ্বরঃ ঈশনশীলঃ অব্যয়ো নির্ব্বিকার এব সন্ লোকত্রয়ং কৃৎস্নমাবিশ্য বিভর্ত্তি ধারয়তি পালয়তি চ।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানিগণের উপাস্য ব্রহ্মের কথা বলিয়া যোগিগণের উপাস্য পরমাত্মার কথা বলিতেছেন—'উত্তমঃ' ইত্যাদি। 'তু'-শব্দ পূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যদ্যোতক। 'জ্ঞানিগণের অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ' গীঃ—৬।৪৬—এই বাক্যে উপাসকের বৈশিষ্ট্য হইতে উপাস্যের বৈশিষ্ট্যও জানা যায়। পরমাত্মতত্ত্বই দেখাইতেছেন—'যঃ ঈশ্বরঃ' যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়মন কর্ত্তা, 'অব্যয়ঃ—নির্ব্বিকার ভাবেই 'ত্রিলোকম্'—সমগ্র ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হইয়া 'বিভর্ত্তি'—ধারণ করেন এবং পালন করেন।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞানিগণের উপাস্য অক্ষর ব্রহ্মের কথা বলিয়া যোগিগণের উপাস্য পরমাত্মার কথা বর্ত্তমান শ্লোকে বলিতেছেন।

শ্রুতিতে পরমাত্মা বলিয়া উদাহৃত তত্ত্ব পূর্ব্বোক্ত অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও উত্তম। তিনি ঈশ্বর-স্বরূপে লোকত্রয় প্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র লোক ধারণ ও পালন করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে জীব ও পরমাত্মা পরস্পর ভিন্ন ইহাও বুঝাইতেছেন, এমন কি, মুক্তাবস্থায়ও জীব পরমাত্মা হইতে পৃথক ইহা বুঝাইবার জন্য, তাঁহার ঈশিতা ও জগৎপালন কর্ত্তৃত্বাদি বর্ণিত হইয়াছে।।১৭।।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।১৮।।

অন্বয়—যস্মাৎ (যেহেতু) অহম্ (আমি) ক্ষরম্ অতীতঃ (ক্ষরের অতীত) অক্ষরাৎ অপি চ (অক্ষর হইতেও) উত্তমঃ (উত্তম) অতঃ (অতএব) লোকে (জগতে) বেদে চ (এবং বেদাদি শাস্ত্রে) পুরুষোত্তমঃ (পুরুষোত্তম নামে) প্রথিতঃ অস্মি (প্রসিদ্ধ হই)।।১৮।।

অনুবাদ—যেহেতু আমি এই ক্ষর-তত্ত্বের অতীত এবং অক্ষর-তত্ত্ব হইতেও উত্তম, সেই হেতু আমি জগতে ও বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।।১৮।।

বিশ্বনাথ—যোগিভিরুপাস্যং পরমাত্মানমুক্ত্বা ভক্তৈরুপাস্যং ভগবন্তং বদন্ ভগবত্ত্বেঽপি স্বস্য কৃষ্ণস্বরূপস্য পুরুষোত্তম ইতি নাম ব্যাচক্ষাণঃ সর্ব্বোৎকর্ষমাহ—যস্মাদিতি। ক্ষরং পুরুষং জীবাত্মানম্ অতীতঃ অক্ষরাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মত উত্তমঃ অবিকারাৎ পরমাত্মনঃ পুরুষাদপ্যুত্তমম্। "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।" ইতি উপাসক বৈশিষ্ট্যাদেবোপস্য- বৈশিষ্টলাভাৎ, চ-কারাদ্ভগবতো বৈকুণ্ঠনাথাদেঃ সকাশাদপি "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি সূতোক্তেরহমুত্তমঃ। অত্র যদ্যপ্যেকমেব সচ্চিদানন্দ-স্বরূপং বস্তু ব্রহ্মপরমাত্মভগবৎশব্দৈরুচ্যতে, ন তু বস্তুতঃ স্বরূপতঃ কোঽপি ভেদোঽস্তি, "স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ" (ভাঃ ৬।৯।৩৫) ইতি ষষ্ঠস্কন্ধোক্তেঃ, তদপি তত্তদুপাসকানাং সাধনতঃ ফলতশ্চ ভেদদর্শনাৎ ভেদ ইব ব্যবহ্রিয়তে। তথা হি ব্রহ্মপরমাত্মভগবদুপাসকানাং ক্রমেণ তত্তৎপ্রাপ্তি সাধনং জ্ঞানং যোগো ভক্তিশ্চ ফলঞ্চ জ্ঞানযোগয়োর্বস্তুতো

মোক্ষ এব, ভক্তেস্তু প্রেমবৎ পার্ষদত্বঞ্চ তত্র ভক্ত্যা বিনা জ্ঞানযোগাভ্যাং "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে" ইতি, "পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনঃ" ইত্যাদিদর্শনাৎ ন মোক্ষ ইতি। ব্রহ্মোপাসকৈঃ পরমাত্মোপাসকৈঃ স্বসাধ্যফলসিদ্ধ্যর্থং ভগবতো ভক্তিরবশ্যং কর্ত্তব্যৈব ভগবদুপাসকৈস্তু স্বসাধ্যফলসিদ্ধ্যর্থং ন ব্রহ্মোপাসনাপি পরমাত্মোপাসনা ক্রিয়তে,—"ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ" ইতি, "যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ" ইত্যাদৌ "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি।।" ইতি, "যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ।।" ইত্যাদি বচনেভ্যঃ। অতএব ভগবদুপাসনয়া স্বর্গাপবর্গপ্রেমাদীনি সর্ব্বফলান্যেব লব্ধুং শক্যন্তে। ব্রহ্ম-পরাত্মোপাসনয়া তু ন প্রেমাদীনি ইত্যত এব ব্রহ্মপরমাত্মাভ্যাং ভগবদুৎকর্ষঃ খলু অভেদেঽপ্যুচ্যতে; যথা তেজস্ত্বেনাভেদেঽপি জ্যোতির্দীপাগ্নিপুঞ্জেসু মধ্যে শীতাদ্যার্ত্তিক্ষয়াদ্ধেতোরগ্নিপুঞ্জ এব শ্রেষ্ঠ উচ্যতে, তত্রাপি ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তু পরম এবোৎকর্ষঃ, যথা অগ্নিপুঞ্জাদপি সূর্য্যস্য; যেন ব্রহ্মোপাসনা-পরিপাকতো লভ্যো নির্ব্বাণ-মোক্ষঃ স্বদ্বেষ্টৃভ্যোঽপ্যঘবকজরসন্ধাদিভ্যো মহাপাপিভ্যো দত্তঃ ইতি। অতএব "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইত্যত্র যথাবদেব ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ। শ্রীমধুসূদন-সরস্বতী পাদৈরপি "চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াম্ বিহন্তুং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো ততো বারং বারং ভজত কুশলারম্ভকৃতিনঃ।।" ইতি, "বংশীবিভূষিত করান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরৌষ্ঠাৎ। পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদর-বিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।।" ইতি, "প্রমাণতোঽপি নির্ণীতং কৃষ্ণমাহাত্ম্যমদ্ভুতম্। ন শক্নুবন্তি যে সোঢ়ুং তে মূঢ়া নিরয়ং গতাঃ।।" ইত্যুক্তবদ্ভিঃ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বোৎকর্ষ এব ব্যবস্থাপিতঃ ইত্যতঃ "দ্বৌ ইমৌ" ইত্যাদি শ্লোকত্রয়স্যাস্য ব্যাখ্যায়ামস্যাম্ অভ্যসূয়া নাবিষ্কর্ত্তব্যা; নমোঽস্তু কেবলবিদ্ভ্যঃ।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—যোগিগণের উপাস্য পরমাত্মার কথা বলিয়া ভক্তগণের

উপাস্য ভগবানের তত্ত্ব বলিতে ভগবত্ত্বায়ও স্বীয় কৃষ্ণ স্বরূপেরই যে পুরুষোত্তম নাম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহার সর্ব্বোৎকর্ষ বলিতেছেন—'যস্মাদ্' ইত্যাদি। 'ক্ষরং'—ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মার 'অতীত', অক্ষরাৎ' অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উত্তম। 'উত্তমাৎ'—অবিকার পরমাত্ম পুরুষ হইতেও উত্তম। (গীঃ—৬।৪৭)—এই বাক্যে উপাসকের বৈশিষ্ট্য হইতেই উপাস্যের বৈশিষ্ট্য জানিয়া, চ-কার হইতে ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথাদি হইতেও 'ইহাঁরা পুরুষের কেহ অংশ বা কলা, কিন্তু কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্' (ভাঃ—১।৩।২৮)—সূতের এই উক্তি হইতে আমি উত্তম। এক্ষেত্রে যদিও একই সচ্চিদানন্দস্বরূপবিশিষ্ট বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দদ্বারা কথিত হইতেছে, তবুও বস্তুতঃ স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই—'আপনাতে দুইটী স্বরূপ নাই'—এই ভাগবতের (৬।৯।৩৫) ষষ্ঠ স্কন্ধের উক্তি, তাহাও সেই সেই (ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান্) বস্তুর উপাসকগণের সাধন ও ফলের ভেদদর্শন হইতে ভেদের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। সেস্থলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের উপাসকগণের সেই সেই প্রাপ্তির সাধন যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এবং ফল জ্ঞান ও যোগের বস্তুতঃ মোক্ষই এবং ভক্তির প্রেমবৎ পার্ষদত্ব; সেস্থলে 'নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি রহিত হইলে অধিক শোভা পায় না'। (ভাঃ—১।৫।১২), 'হে ভুমন্ পুরাকালে ইহলোকে বহু যোগীপুরুষ' (ভাঃ—১০।১৪।৫)—ইত্যাদি হইতে জানা যায় যে ভক্তি বিনা জ্ঞান ও যোগ হইতে মোক্ষ লাভ হয় না। ব্রহ্মের উপাসকগণ ও পরমাত্মার উপাসকগণের পক্ষে নিজ নিজ সাধ্যফলের সিদ্ধির জন্য ভগবানের ভক্তি অবশ্যই করণীয়, কিন্তু ভগবানের উপাসকগণের স্বসাধ্য ফলের সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মের বা পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয় না—মদ্ভক্তিযোগি-পুরুষের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য ইহ সংসারে শ্রেয়ঃসাধনরূপে গণ্য হয় না' (ভাঃ ১১।২০।৩১), 'কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি শ্রেয়ঃসাধনসমূহদ্বারা যাহা' ইত্যাদি। 'আমার ভক্ত আমাতে ভক্তিযোগদ্বারাই সহজে স্বর্গ, মোক্ষ বা আমার বৈকুণ্ঠধাম বা যে কিছু বাঞ্ছিতপদ লাভ করেন'। (ভাঃ—১১।২০।৩৩)। 'চারিপুরুষার্থের নিমিত্ত যে কিছু সাধনসম্পত্তি, তাহা ব্যতিরেকেও নারায়ণাশ্রয় নর উহা প্রাপ্ত হ'ন'

ইত্যাদি বচনসমূহ হইতে জানা যায়। অতএব ভগবদুপাসনাদ্বারা স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) এবং প্রেম প্রভৃতি সকল প্রকার ফলই লাভ করা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসনায় প্রেমাদি পাওয়া যায় না। অতএব ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে ভগবান্ অভেদ হইলেও তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। যেরূপ জ্যোতিঃ, দীপ, অগ্নিপুঞ্জ সকলেই তেজস্বী পদার্থ বলিয়া অভিন্ন হইলেও, শীত প্রভৃতি আর্ত্তি বা ক্লেশ ক্ষয়ের হেতু অগ্নিপুঞ্জেরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হয়, সেক্ষেত্রেও অগ্নিপুঞ্জ হইতেও সূর্য্যের প্রাধান্য; তদ্রূপই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই কিন্তু পরমোৎকর্ষ। ব্রহ্মোপাসনার সাধনের পরিপাকে যে নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্বদ্বেষ্টা মহাপাপী অঘ, বক, জরাসন্ধাদিকেও প্রদান করিয়াছেন। অতএব শ্রীধরস্বামিপাদ 'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা' এই বাক্যের যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদও নিম্নকথিত উক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণেরই যে সর্ব্বোৎকর্ষ, তাহা স্থাপন করিয়াছেন, যথা "শ্রুতিবচন কথিত চিদানন্দাকার জলদরুচিসার, ব্রজগোপীগণের হারস্বরূপ, বুদ্ধিমানগণের ভবসমুদ্র পারের উপায়, ভূভারহরণ জন্য পুনঃ পুনঃ অবতারলীলা গ্রহণকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে কুশলারম্ভকারী সাধকগণ বার বার ভজন করুণ" ইতি, "বংশীবিভূষিত করযুক্ত, নবনীরদবর্ণ, পীতাম্বর, অরুণবিম্বফলাধরৌষ্ঠ, পূর্ণেন্দুসুন্দর-মুখশালী ও অরবিন্দনেত্র শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও তত্ত্ব আমি জানি না" ইতি, 'প্রমাণসমূহ দ্বারাও কৃষ্ণের অদ্ভুত মাহাত্ম্য নির্ণীত হইয়াছে। যাহারা তাহা সহ্য করিতে পারে না, তাহারা মূঢ় এবং নিরয়গামী।' এই সকল উক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষই ব্যবস্থাপন করিয়াছে। অতএব 'দ্বৌ ইমৌ' (১৬ শ্লোক) ইত্যাদি তিনটী শ্লোকের এই ব্যাখ্যার অসূয়া প্রকাশ করা উচিত নহে। কেবলবিদ্‌গণকে নমস্কার।।১৮।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার পুরুষোত্তম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের ফল বলিতেছেন। যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুখপদ্ম বিনিঃসৃত তদীয় পুরুষোত্তম-তত্ত্ব অবগত হইয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাসপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় করেন, তিনিই সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা এবং তিনিই সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকায়ও পাওয়া যায়,—

"লোকে পৌরুষেয়াগমে,—"লোক্যতে বেদার্থোঽনেন" ইতি নিরুক্তেঃ; বেদে,—"তাবদেষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতীরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ" ইত্যাদৌ প্রথিতঃ,—যৎ পরং জ্যোতিঃ সংপ্রসাদেনোপসম্পন্নং, স উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মেত্যর্থঃ। লোকে চ,—"তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণোমহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ" ইত্যাদৌ প্রথিতঃ।।" শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই পুরুষতত্ত্ব। তিনি স্ত্রী বা ক্লীব নহেন। তাঁহার পুরুষ-তত্ত্বের বিচার অবগত হইলেই তাঁহাতে স্ত্রীত্ব বা ক্লীবত্বের বিচার-ভ্রম দূরীভূত হয়। যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বই পুরুষ, সেই বিষ্ণুতত্ত্বগণের মধ্যে যিনি উত্তম অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম বা পরম, তিনিই—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মারবাক্যে এই 'পুরুষোত্তম' নাম পাওয়া যায়,—

"তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়" (৩।৯।১৯)

দেবতাগণের উক্তিতেও পাওয়া যায়,—

"শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য"(ভাঃ—১১।৬।১৪)

"কালো গভীররয় উত্তমপুরুষস্ত্বম্"—(ভাঃ—১১।৬।১৫)

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"তৃতীয় এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষর-পুরুষের নাম—'ভগবান্'। আমিই সেই ভগবত্তত্ত্ব; আমি—ক্ষর-পুরুষ জীবের অতীত এবং অক্ষর-পুরুষ 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' হইতে উত্তম। অতএব লোকে ও বেদে আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া উক্তি করে। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে যে, ক্ষর ও অক্ষর—এই দুইটী পুরুষ এবং অক্ষর-পুরুষেব তিনটী প্রকাশ,—সামান্যপ্রকাশ 'ব্রহ্ম', উত্তম-প্রকাশ 'পরমাত্মা' ও সর্ব্বোত্তম-প্রকাশ 'ভগবান্।।' ১৮।।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত।।১৯।।

অন্বয়—ভারত! যঃ (যিনি) অসংমূঢ়ঃ (মোহশূন্য হইয়া) মাম্ (আমাকে) এবম্ (এই প্রকারে) পুরুষোত্তমম্ (পুরুষোত্তম বলিয়া) জানাতি

(জানেন) সঃ (তিনি) সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) মাম্ (আমাকে) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারে) ভজতি (ভজনা করেন)।।১৯।।

অনুবাদ—হে ভারত! যিনি নানামতবাদ দ্বারা মোহ প্রাপ্ত না হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম তত্ত্ব-রূপে জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন।।১৯।।

বিশ্বনাথ—নন্বেতস্মিংস্ত্বয়া ব্যবস্থাপিতেঽপ্যর্থে বাদিনো বিবদন্ত এব, তত্র বিবদন্তাং তে মন্মায়ামোহিতাঃ, সাধুস্তু ন মুহ্যতীত্যাহ—যো মামিতি। অসংমূঢ়ঃ বাদিনাং বাদৈরপ্রাপ্তসংমোহঃ। স এব সর্ব্ববিৎ অনধীতঃ শাস্ত্রোঽপি স এব সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ। তদন্যঃ কিলাধীতাধ্যাপিত-সর্ব্বশাস্ত্রোঽপি সংমূঢ়ঃ সম্যঙ্‌মুর্খ এবেতি ভাবঃ। তথা য এবং জানাতি, স এব মাং সর্ব্বতোভাবেন ভজতি, তদন্যো ভজন্নপি ন মাং ভজতীত্যর্থঃ।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—যদি প্রশ্ন হয় যে, তোমার এই ব্যবস্থাপিত অর্থে বাদ্দিগণ বিবাদ করেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—আমার মায়ায় মুগ্ধ তাঁহারা বিবাদ করুন, কিন্তু সাধুগণ মোহ প্রাপ্ত হন না। তাই বলিতেছেন—'যো মাম্' ইত্যাদি। 'অসংমূঢ়'—বাদ্দিগণের বাদদ্বারা সংমোহ প্রাপ্ত হন না যাঁহারা। শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও তিনিই সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ তত্ত্ব-জ্ঞাতা। তিনি ব্যতীত অন্যে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও সংমূঢ় অর্থাৎ সম্যক্ মূর্খই এই ভাব। সেইরূপ যিনি এই প্রকার জানেন, তিনিই আমাকে সর্ব্বপ্রকারে ভজন করেন। তিনি ভিন্ন অন্যে ভজন করিয়াও আমাকে ভজন করে না, এই অর্থ।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—যোগিগণের উপাস্য পরমাত্মস্বরূপের বিষয় বর্ণনান্তে ভক্তগণের উপাস্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজপুরুষোত্তম নামের তত্ত্ব ও মহিমা জানাইতেছেন। তিনি ক্ষরপুরুষ জীব হইতে অতীত এবং অক্ষর পুরুষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতেও উত্তম বলিয়া পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মারও আশ্রয়স্বরূপ। এবিষয়ে গীঃ—১৪।২৭ এবং গীঃ—১০।৪২ শ্লোক আলোচ্য। উপাসকের বৈশিষ্ট্য হইতেও উপাস্যের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ"—

(গীঃ—৬। ৪৭) এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ যোগীদিগের মধ্যে আমার ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা বলিয়া, যোগিগণউপাস্য পরমাত্মা হইতেও তাঁহার স্বরূপের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃকৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" (১।৩।২৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়,—

যাঁ'র ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা।। (আঃ—২।৮৮)
অবতার সব—পুরুষের কলা-অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,-সর্ব্ব-অবতংস।। (আঃ—২।৭০)

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতেও পাই,—

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।। (পূঃ বিঃ ২।৩২)

সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতার এবং সকল ভক্ত্যঙ্গ-অনুষ্ঠাতার যে ফল, তাহা তিনিই লাভ করিয়া থাকেন; আর যাহারা কৃষ্ণমায়ায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপকে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বলিয়া অবগত হইতে পারে না, অথবা মুখে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব স্বীকারের অভিনয় করিলেও পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বর্ণিত ভাবে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনার অভিমান করিলেও অর্থাৎ নিজদিগকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বলিয়া জানিলেও, তাহারা কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্রতাৎপর্য্য-জ্ঞানহীন মূর্খ, তাহাদের সেই মূর্খতার আশ্রয়ে যে নানাবিধ কুমতপ্রসারী প্রজল্প প্রকাশ পায়,তাহা ভক্ত সুধীগণের গ্রাহ্য নহে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

"প্রভু বলে,—"সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন।।
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর।।
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।

বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-বচনে।।
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন'।।
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়।।
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগত জীবন।
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন।।
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি-মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র, তাহার দুর্গতি।।
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম।।
এইমত সকল-শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই দুঃখ পায়।।
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে।।
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে।।
পড়িয়া-শুনিয়া লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে।।'
(চৈঃ ভাঃ মধ্য১।১৪৮-১৫৯)
শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্মরাজ যমের বাক্যেও পাই,—
"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্"। —(৬।৪।২৫)।। ১৯।।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।।২০।।

ইতি শ্রীমহাভারতেশতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—অনঘ! (নিষ্পাপ) ভারত! ইতি (এই প্রকারে) ইদং (এই) গুহ্যতমং (অতিরহস্যপূর্ণ) শাস্ত্রম্ (শাস্ত্র) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) উক্তম্ (কথিত হইল) এতৎ (ইহা) বুদ্ধা (অবগত হইয়া) (জনঃ—মনুষ্য) বুদ্ধিমান্ (সম্যক্জ্ঞানী) কৃতকৃত্যঃ চ (এবং কৃতার্থ) স্যাৎ (হন্)।। ২০।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু-উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-যোগো নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়স্য অন্বয়ঃ সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—হে অনঘ! হে ভারত! আমি তোমাকে এই গুহ্যতম শাস্ত্র উপদেশ করিলাম। জীব ইহা অবগত হইলে, সম্যক্ জ্ঞানী ও কৃতার্থ হইবে।। ২০।।

ইতি শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে পুরুষোত্তম-যোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত।।

বিশ্বনাথ—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি। বিংশত্যা শ্লোকৈরেভিরতি রহস্যং শাস্ত্রমেব সম্পূর্ণং ময়োক্তম্।।২০।।

জড়চৈতন্যবর্গাণাং বিবৃতং কুর্ব্বতা কৃতম্।
কৃষ্ণ এব মহোৎকর্ষ ইত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাস্বয়ং পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন—'ইতি' প্রভৃতি। এই বিংশতি শ্লোকে অতি রহস্য-পরিপূর্ণ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আমি বলিলাম ।।২০।।

জড় ও চৈতন্যবর্গের বিবরণ বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে মহোৎকর্ষস্বরূপ, ইহাই এই অধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর-
কৃতা ভক্তজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকার
বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা।।

অনুবর্ষিণী—এক্ষণে শ্রীভগবান্ উপসংহারমুখে এই অধ্যায়ের বর্ণিত 'পুরুষোত্তম-যোগ'কে গুহ্যতম শাস্ত্র বলিয়া বর্ণন করিতেছেন। এ স্থলে গুহ্যতম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত ব্যতীত এই তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে অপরে অক্ষম। শ্রীমদর্জ্জুন শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত বলিয়াই তাঁহার নিকট এই সুগোপ্য তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিলেন। যাঁহারা ভক্তকৃপায় এই জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান এবং কৃতকৃত্য হইবেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"হে অনঘ, এই পুরুষোত্তম-যোগটীই সর্ব্বগুহ্যতম শাস্ত্র; ইহা অবগত হইলে বুদ্ধিমান্ জীব কৃতকৃত্য হয়। হে ভারত, এই যোগ অবগত হইলে ভক্তির আশ্রয়-গত ও বিষয়-গত সমস্ত কষায়ই দূর হয়। ভক্তি—একটী বৃত্তিবিশেষ, তাহার সুন্দর ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ তাহার আশ্রয়-স্থল জীবের শুদ্ধতা ও বিষয়স্থল ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব,—এই দুইটী নিতান্ত আবশ্যক। ভগবত্তত্ত্বে যে-পর্য্যন্ত ব্রহ্মবুদ্ধি বা পরমাত্মবুদ্ধি থাকে, সে-পর্য্যন্ত জীব বিশুদ্ধভক্তি-ক্রিয়া লাভ করে না; পুরুষোত্তম-বুদ্ধি হইলেই ভক্তি বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত হয়"।। ২০।।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য এবং চৈতন্যতত্ত্বের প্রকাশ-ভেদ-বিচার, এই অধ্যায়ে লক্ষিত হয়।।"

"ভক্তিযোগ-সাধনকালে সাধুসঙ্গ ও শুদ্ধ ভজনাঙ্গের শরণ-বলে যে চারিটি বৃহৎ অনর্থের নিবৃত্তি হওয়া আবশ্যক, তন্মধ্যে সংসারাসক্তিরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্যটি—'তৃতীয়' অনর্থ। শুদ্ধজীব ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতাক্রমে যে মায়াভোগের বাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার 'প্রথম' হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। পরে সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে বিষয়াসক্তি, তাহাই তাঁহার 'দ্বিতীয়' হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। এই দ্বিবিধ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতেই অন্য সমস্ত অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম পাঁচটি শ্লোকে উক্ত দৌর্ব্বল্যনাশের লক্ষণ শুদ্ধবৈরাগ্য কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্লোক হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত ভক্তিজনিত যুক্তবৈরাগ্য-সহকারে পুরুষোত্তম-তত্ত্বালোচনার ব্যবস্থা লক্ষিত হয়।"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্।।১।।
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভুতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্।।২।।
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।।৩।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(শ্রীভগবান্ বলিলেন) হে ভারত! অভয়ং (ভয়রাহিত্য) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা) দানং (দান) দমঃ চ (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম) যজ্ঞঃ চ (দেবপূজা) স্বাধ্যায়ঃ (বেদপাঠ) তপঃ (ব্রহ্মচর্য্যাদি) আর্জ্জবম্ (সরলতা) অহিংসা (অহিংসা) সত্যম্ (সত্যবাদিতা) আক্রোধঃ (ক্রোধাভাব) ত্যাগঃ (পুত্রকলত্রাদিতে মমতাত্যাগ) শান্তিঃ (শান্তি) অপৈশুনম্ (পরনিন্দাবর্জ্জন) ভূতেষু দয়া (জীবগণের প্রতি করুণা) অলোলুপ্ত্বং (লোভ হীনতা) মার্দ্দবং (মৃদুতা) হ্রীঃ (লজ্জা) অচাপলম্ (অচপলতা) তেজঃ (তেজ) ক্ষমা (ক্ষমা)ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) শৌচম্ (শৌচ) অদ্রোহঃ (দ্রোহাভাব) নাতিমানিতা (অভিমান শূন্যতা) এতানি—(এই সকল) দৈবীম্ (সাত্ত্বিকী) সম্পদং অভি (সম্পদের অভিমুখে) জাতস্য (জাতব্যক্তির) ভবন্তি (উদ্ভূত হয়)।।১-৩।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ভারত! অভয়, চিত্তপ্রসাদ, জ্ঞানোপায়ে দৃঢ়নিষ্ঠা, দান, সংযম, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, অক্রোধ, স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতা-ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, সর্ব্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ,অদ্রোহ, নিরভিমানতা,—এই সকল গুণ দৈবীসম্পদের অভিমুখে জাতব্যক্তির উদিত হয়, অর্থাৎ শুভক্ষণে জন্ম হইলে ঐ সকল সম্পদ লব্ধ হয়।।১-৩।।

বিশ্বনাথ—ষোড়শে সম্পদং দৈবীমাসুরীমপ্যবর্ণয়ৎ।
সর্গঞ্চ দ্বিবিধং দৈবমাসুরং প্রভুরক্ষরাৎ।।

অনন্তরাধ্যায়ে "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" ইত্যাদিনাবর্ণিতস্য সংসারাশ্বত্থবৃক্ষস্য ফলানি ন বর্ণিতানি ইত্যনুস্মৃত্যাস্মিন্নধ্যায়ে তসদ্বিবিধানি মোচকানি বন্ধকানি চ ফলানি বর্ণয়িষ্যন্ প্রথমং মোচকান্যাহ—অভয়মিতি ত্রিভিঃ। ত্যক্তপুত্রকলত্রাদিক একাকী নির্জ্জনে বনে কথং জীবিষ্যামীতি ভয়রাহিত্যমভয়ম্; সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ চিত্তপ্রসাদঃ; জ্ঞানযোগে জ্ঞানোপায়ে অমানিত্বাদৌ ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা, দানং স্বভোজ্যস্যান্নাদেঃ যথোচিতং সংবিভাগঃ, 'দমো' বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, 'যজ্ঞো' দেবপূজা, 'স্বাধ্যায়ঃ' বেদপাঠঃ, আদীনি স্পষ্টানি; 'ত্যাগঃ' পুত্রকলত্রাদিষু মমতা-ত্যাগঃ, 'অলোলুপ্ত্বং' লোভাভাবঃ,—এতানি ষড়্বিংশতিরভয়াদীনি দৈবীং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য জাতস্য সাত্ত্বিকাঃ সম্পদঃ প্রাপ্তিব্যঞ্জকে ক্ষণে জন্মলব্ধবতঃ পুংসো ভবন্তি।।১-৩।।

বঙ্গানুবাদ—ষোড়শ অধ্যায়ে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ দৈবী ও আসুরী সম্পদের বর্ণনা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর হইতে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার সর্গের কথাও বলিয়াছেন।

অব্যবহিতপূর্ব্ব (পঞ্চদশ) অধ্যায়ে 'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্'—ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের ফলের কথা অবর্ণিত থাকায় তাহা স্মরণ করিয়া এই অধ্যায়ে সেই বৃক্ষের মোচক ও বন্ধক রূপ দ্বিবিধ ফলের কথা বলিতে যাইয়া প্রথমে মোচকরূপ ফলের কথা বলিতেছেন—'অভয়ম্' ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে। 'অভয়ম্'—পুত্রকলত্রাদি বিরহিত একাকী নির্জ্জন বনে কিরূপে জীবন ধারণ করিব, এই প্রকারের ভয়শূন্য অবস্থা। 'সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ'—চিত্তের প্রসন্নতা; 'জ্ঞানযোগে'—জ্ঞানের উপায় অমানিত্বাদিতে 'ব্যবস্থিতিঃ'—পরিনিষ্ঠা, 'দানং'—নিজভোজ্য অন্নাদির যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া অর্পণ, 'দমঃ'—বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, 'যজ্ঞঃ'—দেবপূজা, 'স্বাধ্যায়ঃ'—বেদপাঠ, অপরগুলির অর্থ স্পষ্ট। 'ত্যাগঃ'—পুত্রকলত্রাদিতে মমতা-ত্যাগ, 'অলোলুপত্বং'—লোভের অভাব—অভয়াদি এই ষড়্বিংশতি। 'দৈবীং'—সাত্ত্বিকী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া, 'জাতস্য'—

সাত্ত্বিক সম্পদসমূহ প্রাপ্তির প্রকাশক ক্ষণে জন্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির লাভ হইয়া থাকে।।১-৩।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান্ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ দৈবী ও আসুরী ভেদে দুই প্রকার সম্পদের কথা বর্ণন করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের দুইটী ফল; একটী জীবের পক্ষে সংসার-বন্ধক ও অপরটী সংসার-মোচক। প্রাচীন কর্ম্ম নিমিত্ত শুভাশুভ বাসনাই সংসারতরুর মূল। যে সকল গুণে গুণী হইলে জীব তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হইয়া ভক্তিবলে ক্রমশঃ পুরুষোত্তম তত্ত্ববিৎ হন এবং কৃতকৃত্য হইয়া সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করেন, সেই সকল গুণই দৈবী সম্পদ্‌রূপে এ স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য খুব শুভক্ষণে জন্মবান্ পুরুষই এই সম্পদ্ লাভের যোগ্য।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীভগবান্ কহিলেন,—এখন তোমার মনে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, সর্ব্বশাস্ত্রেই সাত্ত্বিক ধর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা আছে, তাহার তত্ত্ব কি? সেই সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমি বলিতেছি যে, সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের দুইটী ফল আছে; একটী ফল—জীবের গাঢ়-বন্ধ-সাধক এবং একটী ফল—সংসার মুক্তিজনক। জীব—শুদ্ধসত্ত্বময়; বদ্ধদশায় তাহার শুদ্ধসত্ত্ব-ধর্ম্মটী গুণীভূত হইয়াছে। সত্ত্বসংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে 'অভয়'; সত্ত্ব-সংশুদ্ধির অভিপ্রায়ে শাস্ত্র সকল জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সত্ত্বসংশুদ্ধির উদ্দেশে যে সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকলই 'দৈবী সম্পৎ'। যে-সকল কার্য্যদ্বারা জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধির ব্যাঘাত হয়, সেই সকলই 'আসুরী সম্পৎ'।

দান, দম, যজ্ঞ, তপঃ, আর্জ্জব, বেদপাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জ্জন, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানতা,—এই গুণসকলকেই 'দৈবীসম্পৎ' বলা যায়। শুভক্ষণে জন্ম হইলে ঐ সম্পৎ লব্ধ হয়।।১-৩।।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।।৪।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ) দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিতা) দর্পঃ (ধনবিদ্যাদি নিমিত্ত অহঙ্কার) অভিমানঃ (অন্যের নিকট পূজাকাঙ্ক্ষা) ক্রোধঃ (ক্রোধ) পারুষ্যম্ এব চ (নিষ্ঠুরতা) অজ্ঞানং চ (এবং অবিবেকতা) (এইগুলি) আসুরীম্ (আসুরী) সম্পদম্ অভি (সম্পদের অভিমুখে) জাতস্য (জাতব্যক্তির) (ভবন্তি—হইয়া থাকে)।। ৪।।

অনুবাদ—হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেক আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে, অর্থাৎ অসজ্জাত ব্যক্তিগণের এই আসুরী সম্পদ্ লাভ হয়।। ৪।।

বিশ্বনাথ—বন্ধকানি ফলান্যাহ—'দম্ভঃ' স্বস্যাধার্ম্মিকত্বেঽপি ধার্ম্মিকত্বপ্রখ্যাপনম্, 'দর্পো' ধনবিদ্যাদিহেতুকো গর্ব্বঃ, 'অভিমানো' হন্যকৃতসংমাননাকাঙ্ক্ষিত্বং কলত্রপুত্রাদিষ্বাসক্তির্বা, 'ক্রোধঃ' প্রসিদ্ধঃ, 'পারুষ্যং', নিষ্ঠুরতা, 'অজ্ঞান'-মবিবেকঃ, আসুরীমিত্যুপলক্ষণং রাক্ষসীমপি সম্পদমভিজাতস্য রাজস্যাস্তামস্যাশ্চ সম্পদঃ প্রাপ্তিসূচকক্ষণে জন্ম লব্ধবতঃ পুংসঃ এতানি দম্ভাদীনি ভবন্তীত্যর্থঃ।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—বন্ধক ফলসমূহের কথা বলিতেছেন—'দম্ভঃ'—নিজে অধার্ম্মিক হইয়াও ধার্ম্মিক বলিয়া স্থাপন, 'দর্পঃ'—ধন ও বিদ্যাদির জন্য গর্ব্ব, 'অভিমানঃ'—অন্যের নিকট হইতে সম্মান আকাঙ্ক্ষা অথবা কলত্র পুত্রাদিতে আসক্তি, 'ক্রোধঃ'—স্পষ্টার্থ, 'পারুষ্যং'—নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানম্'—অবিবেক, 'আসুরী' এই কথা রাক্ষসী সম্পদেরও উপলক্ষণ। 'অভিজাত'—এইরূপ রাজস ও তামস সম্পদ্ সমূহ প্রাপ্তিসূচক ক্ষণে জাত ব্যক্তিতে এই সকল দম্ভাদি উদিত হইয়া থাকে।।৪।।

অনুবর্ষিণী—দৈবী সম্পদই সকল মঙ্গল, সদ্গতি এবং তত্ত্বজ্ঞানলাভের মূলরূপে বর্ণনা করিয়া, বর্ত্তমানে হেয়, নরকলাভের হেতু আসুরী সম্পদের বিষয় বর্ণন করিতেছেন। যাহাদের অত্যন্ত অশুভমুহূর্ত্তে জন্ম হয়, তাহারাই অশেষ দুর্গতি-প্রাপক এই আসুরী সম্পদ লাভ করিয়া থাকে। শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"পাপঃ পাপেনেতি"।।৪।।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।।৫।।

অন্বয়—দৈবী সম্পদ্ (দৈবীসম্পদ্) বিমোক্ষায় (মোক্ষের হেতু) আসুরী (সম্পদ্) (আসুরীসম্পদ্) নিবন্ধায় (বন্ধন কারণ বলিয়া) মতা (কথিত হয়)। পাণ্ডব! (হে পাণ্ডব!) মা শুচঃ (শোক করিও না) (ত্বং—তুমি) দৈবীং সম্পদং (দৈবী সম্পদ্কে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতঃ অসি (জাত হইয়াছ)।।৫।।

অনুবাদ—দৈবীসম্পদ্ মোক্ষানুকূল এবং আসুরীসম্পদ্ বন্ধনের কারণ বলিয়া অভিমত। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবীসম্পদের মধ্যে জন্মিয়াছ, সুতরাং শোক করিও না।।৫।।

বিশ্বনাথ—এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়তি—দৈবীতি। হন্ত হন্ত শরপ্রহারৈর্বন্ধূন্ জিঘাংসোঃ পারুষ্যক্রোধাদিমতো মমৈবেয়মাসুরীসম্পৎ সংসারবন্ধপ্রাপিকা দৃশ্যতে ইতি খিদ্যন্তমর্জ্জুনম্ আশ্বাসয়তি—মা শুচ ইতি। পাণ্ডবেতি তব ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্নস্য সংগ্রামে পারুষ্যক্রোধাদ্যাঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিতা এব, তদন্যত্রৈব তে হিংসাদ্যা আসুরী সম্পদিতি ভাবঃ।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—এই দুই প্রকার সম্পদের কার্য্য প্রদর্শন করিতেছেন—'দৈবী' ইত্যাদি। হায়, হায়, শর প্রহার দ্বারা বন্ধুবর্গের হিংসাকামী পারুষ্য ও ক্রোধাদিযুক্ত আমার এই আসুরী সম্পদ্সমূহ সংসার বন্ধ প্রাপিকা বলিয়া দেখা যাইতেছে—এই বলিয়া খেদকারী অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন—'মা শুচ' ইত্যাদি। 'পাণ্ডব'—ক্ষত্রিয়কুলে জাত তোমার পক্ষে যুদ্ধে পারুষ্যক্রোধাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিহিতই, তদ্ব্যতীত অন্যত্রই সেই হিংসাদি আসুরী সম্পদ্, এই ভাব।।৫।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ এক্ষণে দ্বিবিধ সম্পদের ফলভেদ বুঝাইতে গিয়া, দৈবীসম্পদ্ মোক্ষের এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের হেতু বলিতেছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকায় পাই,—

'দৈবীসম্পৎ দ্বারাই মোক্ষ-চেষ্টা সম্ভব এবং আসুরীসম্পৎ ক্রমেই বন্ধন হইয়া পড়ে। হে অর্জ্জুন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক জ্ঞানযোগদ্বারা সত্ত্ব-সংশুদ্ধি হয়। তোমার ক্ষত্রিয়বর্ণ-লব্ধ দৈবীসম্পৎ লাভ হইয়াছে। ধর্ম্মযুদ্ধে বন্ধুনাশ ও শরাঘাতাদি কার্য্য যথাশাস্ত্রকৃত হইলে তাহা

আসুরীসম্পৎ মধ্যে পরিগণিত নয়, অতএব এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর"।।৫।।

দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।।৬।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ) অস্মিন্ লোকে (এই সংসারে) দৈবঃ (দৈব প্রকৃতি) আসুরঃ এব চ (এবং অসুর প্রকৃতি) দ্বৌ (দ্বিবিধ) ভূতসর্গৌ (ভূতসৃষ্টি); দৈবঃ (দৈব-প্রকৃতি সম্বন্ধে) বিস্তরশঃ (বিস্তৃতভাবে) প্রোক্তঃ (বলা হইয়াছে) মে (আমার নিকট) আসুরং (অসুর প্রকৃতির বিষয়) শৃণু (শ্রবণ কর)।।৬।।

অনুবাদ—হে পার্থ! এই সংসারে দৈব এবং আসুর দুই প্রকার ভূত-সৃষ্টি হইয়াছে, দৈব সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে; এক্ষণে আমার নিকট অসুর প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রবণ কর।।৬।।

বিশ্বনাথ—তদপি বিষণ্ণমর্জ্জুনং প্রতি আসুরীসম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি। বিস্তরশঃ প্রোক্ত ইতি অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদি।।৬।।

বঙ্গানুবাদ—তবুও বিষণ্ণ অর্জুনের নিকট আসুরী সম্পদ্ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—'দ্বৌ' ইত্যাদি। 'অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ'—ইত্যাদি শ্লোকে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।।৬।।

অনুবর্ষিণী—দৈবী সম্পদের বিষয় গীতার দ্বিতীয়, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়সমূহে বহুস্থানে এবং বর্ত্তমান অধ্যায়েও উল্লেখ আছে বলিয়া, এক্ষণে আসুরী সম্পদের বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীধরস্বামিপাদ্ বলেন যে আসুরী সম্পদ্ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় বলিয়াই ইহার বিস্তার করিতেছেন।

পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।।"

শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই,—

"যখন এই মনুষ্য শাস্ত্রানুযায়ী স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষ বিনির্ধূত হইয়া শাস্ত্রীয় অর্থানুষ্ঠানকারী, তখন তিনি দৈব; আর যখন শাস্ত্রকে পরিত্যাগ

করিয়া স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষাধীন হইয়া অশাস্ত্রীয় ধর্ম্মসমূহ আচরণ করে, তখনই আসুর।"

শ্রীগীতার নবম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকেও পাওয়া যায় যে, যাহারা শ্রীভগবত্তনুকে মায়াময়ী মনে করিয়া অবজ্ঞা করে,তাহারা রাক্ষসী ও আসুর প্রকৃতির আশ্রিত হয়।। ৬।।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।। ৭।।

অন্বয়—আসুরাঃ (অসুর-স্বভাব বিশিষ্ট) জনাঃ (জন সমূহ) প্রবৃত্তিং চ (ধর্ম্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না) তেষু (তাহাদের মধ্যে) শৌচং (শুচিত্ব) ন (নাই) আচারঃ অপি চ (আচারও) ন (নাই) সত্যং চ (সত্যপরায়ণতাও) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই)।। ৭।।

অনুবাদ—অসুর-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি জানে না;তাহাদের মধ্যে শৌচ, আচার ও সত্যপরায়ণতা বিদ্যমান নাই।। ৭।।

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মে প্রবৃত্তিম্, অধর্ম্মান্নিবৃত্তিম্।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ—ধর্ম্মে প্রবৃত্তি,অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি।। ৭।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোক হইতে দ্বাদশটী শ্লোকে আসুরী-সম্পদ বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীমদ্বলদেবের টীকার মর্ম্মে পাই,—"অসুর-প্রকৃতির লোকেরা ধর্ম্মের প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি জানে না। চ-কার হইতে সেই দুইয়ের প্রতিপাদক বিধি নিষেধ বাক্যও জানে না; যেহেতু তাহাদের বেদবাক্যে আস্থা নাই। তাহাদের বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ তৎপ্রবৃত্তি ও তন্নিবৃত্তি উপযোগী ভাবও নাই। মন্বাদিশাস্ত্রোক্ত আচারও নাই। প্রাণিহিতানুবন্ধি যথাদৃষ্টার্থবিষয়ক বাক্যরূপ সত্যও নাই। গৃধ্র-গোমায়ুবৎ তাহাদের উপদেশাদি"।। ৭।।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্।। ৮।।

অন্বয়—তে (তাহারা) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা) অপ্রতিষ্ঠম্ (নিরাশ্রয়) অনীশ্বরম্ (ঈশ্বর-শূন্য) অপরস্পরসম্ভূতং (পরস্পর সংসর্গ জাত বা স্বভাব হইতে জাত) অন্যৎ কিং (অন্য আর কি?) কামহেতুকম্ (কেবল কামমূলক) আহুঃ (বলিয়া থাকে)।। ৮।।

অনুবাদ—আসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ এইজগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন, নিরীশ্বর ও স্বভাব জাত, অন্য আর কি? —কেবল কামমূলক বলিয়া থাকে।। ৮।।

বিশ্বনাথ—অসুরাণাং মতমাহ—অসত্যং মিত্যাভূতং ভ্রমোপলব্ধমেব; জগত্তে বদন্তি 'অপ্রতিষ্ঠং' প্রতিষ্ঠা আশ্রয়স্তদ্রহিতম্,—ন হি খপুষ্পস্য কিঞ্চিদধিষ্ঠানমস্তীতি ভাবঃ। অনীশ্বরং মিথ্যাভূতত্বাদেব ঈশ্বরকর্ত্তৃকমেতন্ন ভবতি স্বেদজাদীনাম্ অকস্মাদেব জাতত্বাৎ অপরস্পরসম্ভূতম্ অন্যং কিং বক্তব্যম্? কামহেতুকং—কামো বাদিনামিচ্ছৈব হেতুর্যস্য তৎ। মিথ্যাভূতত্বাদেব যে যথা কল্পয়িতুং শক্নুবন্তি, তথৈবৈতদিতি। কেচিৎ পুনরেবং ব্যাচক্ষ্যতে—'অসত্যং' নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিকং প্রমাণং যত্র তৎ; তদুক্তং "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো মুনিভণ্ডনিশাচরাঃ" ইত্যাদি; 'অপ্রতিষ্ঠং' নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা যত্র তৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাবপি ভ্রমোপলব্ধাবিতি ভাবঃ। 'অনীশ্বরম্' ঈশ্বরোঽপি ভ্রমেণৈবোপলভ্যতে ইতি ভাবঃ। ননু স্ত্রীপুংসয়োঃ পরস্পরপ্রযত্নবিশেষাৎ জগদিদম্ উৎপন্নং দৃশ্যতে, তত্র নৈতদপীত্যাহ—'অপরস্পরসম্ভূত'মিতি। মাতা-পিতৃভ্যাং বালক উৎপদ্যত ইত্যপি ভ্রম এব কুলালস্য ঘটোৎপাদনে জ্ঞানমিব মাতাপিত্রোস্ত্বাদৃশবালোৎপাদনে কিল নাস্তি জ্ঞানমিতি ভাবঃ। 'কিমন্যৎ'—অন্যৎ কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ। তস্মাদিদং জগৎ 'কামহেতুকং' কামেন স্বেচ্ছয়ৈব হেতুকা হেতুকল্পকা যত্র তৎ; যুক্তিবলেন যে যৎ পরমাণুমায়েশ্বরাদিকং জল্পয়িতুং শক্নুবন্তি, তে তদেব তস্য হেতুং বদন্তীত্যর্থঃ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ—অসুরগণের মত বলিতেছেন—তাহারা জগৎকে বলে 'অসত্যং'—মিথ্যাভূত, ভ্রম দ্বারাই উপলব্ধ; 'অপ্রতিষ্ঠং'—প্রতিষ্ঠা-আশ্রয় তাহা শূন্য—যেমন খ পুষ্প অর্থাৎ আকাশ কুসুমের কোনও অধিষ্ঠান

নাই। 'অনীশ্বরং'—মিথ্যাভূত বলিয়া ঈশ্বর কর্ত্তৃক ইহা নহে, স্বেদজ প্রাণিগণের ন্যায় অকস্মাৎই উৎপন্ন বলিয়া, অপরস্পর সম্ভূত, আর কি বক্তব্য আছে? 'কামহেতুকং'—কাম অর্থাৎ বাদ্দিগণের ইচ্ছাই যাহার হেতু, তাহা। মিথ্যাভূত বলিয়া যে যেরূপ কল্পনা করিতে সমর্থ, সেইরূপই। কেহ কেহ আবার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—'অসত্যং'—যাহাতে বেদ পুরাণাদির প্রমাণরূপ সত্য নাই, এতাদৃশ জগৎ (নাস্তিক শাস্ত্রে) এরূপ কথিত হয়—'মুনি, ভণ্ড ও নিশাচরগণ—এই তিন বেদের প্রণেতা ইতাদি।' 'অপ্রতিষ্ঠং'—যাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা-ব্যবস্থা নাই তাহা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ভ্রমোপলব্ধ। 'অনীশ্বরম্'—ঈশ্বরও ভ্রম-দ্বারাই উপলব্ধ হন, এই ভাব। যদি প্রশ্ন হয় যে, স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের বিশেষ প্রযত্নে এই জগৎ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তদুত্তরে—না, তাহা নহে, বলিতেছেন—'অপরস্পর সম্ভূতম্'। মাতা ও পিতা হইতে বালক উৎপন্ন হয় ইহাও ভ্রমই। কুম্ভকারের ঘট উৎপাদন বিষয়ে জ্ঞানের ন্যায় মাতা ও পিতার শিশুর উৎপাদনে সেইরূপ জ্ঞান নাই, এই ভাব। 'কিমন্যৎ'—আর কি বক্তব্য আছে? এই ভাব। সেই হেতু এই জগৎ 'কামহেতুকং'—কাম—স্বেচ্ছায়ই হেতুক— হেতু কল্প যে স্থলে তাহা, যুক্তিবলে যাহারা যে পরমাণু, মায়া, ঈশ্বরাদির জল্পনা করিতে সমর্থ, তাহারা তাহাই তাহার হেতু বলিয়া থাকে, এই অর্থ।। ৮।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান্ শ্লোকে অসুর-প্রকৃতি বিশিষ্ট জনগণের সিদ্ধান্ত বা মত বর্ণন করিতেছেন। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মে সংক্ষেপে পাই;—"(১) একবাদ্দিগণের (মায়াবাদ্দিগণের)মতে জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ ও অনীশ্বর। এই জগৎ 'অসত্য'—শুক্তি-রজতাদিবৎ ভ্রান্তিমাত্র;'অপ্রতিষ্ট'—আকাশকুসুমের ন্যায় নিরাশ্রয়; 'অনীশ্বর' —যাহার জন্মাদির হেতুরূপে কোন ঈশ্বর নাই। (২) স্বভাববাদী বৌদ্ধগণের মতে 'জগৎ'—'অপরস্পর সম্ভূত'। স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগনিমিত্ত উৎপন্ন নহে। ইহা স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। (৩) লোকায়তিকগণের (চার্ব্বাকাদির) মতে এই জগৎ—'কামহেতুকম্'। ইহা স্ত্রী-পুরুষের কামরূপ প্রবাহ হইতেই উদ্ভূত। (৪) জৈনদিগের মতে-কাম অর্থাৎ স্বেচ্ছাই এই জগতের

হেতু। বেদাদি প্রমাণিক শাস্ত্র অস্বীকার করিয়া নিজ নিজ কল্পনারূপ যুক্তিবলে যিনি যেরূপ কল্পনা করিতে সমর্থ, তিনি জগতের কারণরূপে স্ব-প্রকৃতি অনুযায়ী সেইরূপ হেতু নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"আসুর-স্বভাব লোকগণই এই জগৎকে অসত্য', 'আশ্রয়হীন' ও 'অনীশ্বর' বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, 'কার্য্য-কারণে'র পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয় অর্থাৎ কারণ-শূন্যকার্য্যসত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই; যদি কেহ 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকেন, তিনি কাম পরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য ন'ন।।'৮।।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।।৯।।

অন্বয়—এতাং (এইরূপ) দৃষ্টিং (দর্শন বা সিদ্ধান্ত) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাত্মানঃ (আত্মতত্ত্বহীন) অল্পবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি) উগ্রকর্ম্মাণঃ (হিংস্র কর্ম্মপরায়ণ) অহিতাঃ (অহিতকারী অসুর সকল) জগতঃ (জগতের) ক্ষয়ায় (ধ্বংসের জন্য) প্রভবন্তি (জন্মিয়া থাকে)।।৯।।

অনুবাদ—এইরূপ দর্শন বা সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞানহীন, অল্পবুদ্ধি, হিংস্রকর্ম্মপরায়ণ, অমঙ্গলস্বরূপ অসুরগণ জগতের ধ্বংসের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে বা প্রভাব লাভ করে।।৯।।

বিশ্বনাথ—এবং বাদিনোঽসুরাঃ কেচিন্নষ্টাত্মানঃ কেচিদল্পজ্ঞানাঃ কেচিদুগ্রকর্ম্মাণঃ স্বচ্ছন্দাচারাঃ মহানারকিনো ভবন্তীত্যাহ—এতামিত্যেকাদশভিঃ। অবষ্টভ্য আলম্ব্য।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার অসুর সকল কেহ কেহ 'নষ্টাত্মা', কেহ কেহ 'অল্পজ্ঞান বিশিষ্ট', কেহ কেহ 'উগ্র কর্ম্মাণঃ'—স্বেচ্ছাচারী মহানারকী হয়, তাই বলিতেছেন—'এতাম্' ইত্যাদি একাদশ শ্লোকে। 'অবষ্টভ্য'—আশ্রয় করিয়া।।৯।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত, জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর প্রভৃতি বিচারকারী মতবাদিগণের বেদবিরুদ্ধ নাস্তিক্য বিচার বা দর্শন আশ্রয় পূর্ব্বক অসুর-প্রকৃতির লোকেরা নষ্টচিত্ত,ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও স্বেচ্ছাচারী

হইয়া জগতের ক্ষয় কার্য্যে প্রভাব লাভ করে অর্থাৎ পরমার্থ পথ হইতে জগৎকে ভ্রষ্ট করিয়া জগতের অশেষ অমঙ্গল করিয়া থাকে।।৯।।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ।।১০।।

অন্বয়—[তে—তাহারা] দুষ্পরং (দুষ্পরণীয়) কামম্ (বাসনাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় পূর্ব্বক) দম্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদ্‌গ্রাহান্ (অসদ্‌বিষয়ক আগ্রহ) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) অসুচিব্রতাঃ (অশুচিব্রতপরায়ণ হইয়া) প্রবর্ত্তন্তে (ক্ষুদ্রদেবা-রাধনাকার্যে প্রবৃত্ত হয়)।।১০।।

অনুবাদ—সেই অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ দুষ্পূরণীয়কামকে আশ্রয় করিয়া, দম্ভ, মান ও মদযুক্ত হইয়া মোহবশতঃ অসৎবিষয়ে আগ্রহাবলম্বন পূর্ব্বক, মদ্যমাংসাদি গ্রহণরূপ কদাচার ব্রতপরায়ণ হইয়া, ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদিকার্যে প্রবৃত্ত হয়।।১০।।

বিশ্বনাথ—অসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তে কুমতে এব প্রবৃত্তা ভবন্তি। অশুচীনি শৌচাচার বর্জ্জিতানি ব্রতানি যেষাং তে।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—'অসদ্ গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তে'—কুমতেই প্রবৃত্ত হয়। 'অশুচিব্রতাঃ'—অশুচি-শৌচাচার বর্জ্জিত ব্রতসমূহ যাহাদিগের তাহারা ।।১০।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে সেই সকল অসুর-প্রকৃতির লোকদিগের দুর্বৃত্ততা এবং দুরাচারের বিষয় বর্ণন করিতেছেন। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই,—"তাহারা দুষ্পূরণীয় কাম বা বিষয়তৃষ্ণাকে আশ্রয়পূর্ব্বক মোহবশতঃ শাস্ত্রকে অনাদর করিয়া অসৎগ্রাহকে গ্রহণ পূর্ব্বক অশুচিব্রতা হয়। এস্থলে অসৎগ্রাহ-শব্দে দুষ্ট নক্রবদ্ আত্মবিনাশক কল্পিত দেবতা, তন্মন্ত্র, তদারাধন-লব্ধ কামিনী,পার্থিবনিধি-আকর্ষণরূপ দুরাগ্রহ। অশুচিব্রতা অর্থে শ্মশান বাস, মদ্য-মাংস বিষয়ক ব্রতসমূহ যাহাদের। দম্ভ শব্দে অধর্ম্মিষ্ঠত্বেও নিজকে ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া খ্যাপন, মান-শব্দে অপূজ্যত্বেও পূজ্যত্ব বলিয়া খ্যাপন এবং মদ অর্থে অনুৎকৃষ্টত্বেও নিজের উৎকৃষ্টত্ব আরোপযুক্ত।।" ১০।।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।।১১।।
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্।।১২।।

অন্বয়—প্রলয়ান্তাম্ (প্রলয় পর্য্যন্ত) অপরিমেয়াং চ (ও অপরিমেয়) চিন্তাম্ (চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করতঃ) কামোপভোগপরমা (কামের উপভোগই চরম কার্য্য) এতাবৎ ইতি (এইরূপ) নিশ্চিতাঃ (নিশ্চয় করিয়া) আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশাপাশ দ্বারা) বদ্ধাঃ (বদ্ধ হইয়া) কামক্রোধপরায়ণাঃ (কাম-ক্রোধ-দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ) কাম-ভোগার্থং (কামভোগের জন্য) অন্যায়েন (অন্যায়রূপে) অর্থসঞ্চায়ান্ (অর্থসঞ্চয়কে) ঈহন্তে (চেষ্টা করে)।।১১-১২।।

অনুবাদ—আমৃত্যু, অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয়পূর্ব্বক কামের উপভোগকে চরম—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শত শত আশাপাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধপরায়ণ সেই ব্যক্তিগণ কামভোগের জন্য অন্যায়রূপে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে।।১১-১২।।

বিশ্বনাথ—প্রলয়ান্তাং প্রলয়ো মরণং তৎপর্য্যন্তাম্। এতাবদিতি ইন্দ্রিয়াণি বিষয়-সুখে মজ্জন্তু নাম, কা চিন্তা ইত্যেতাবৎ এব শাস্ত্রার্থতাৎ-পর্য্যন্তমিতি নিশ্চিতং যেষাং তে।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—'প্রলয়ান্তাম্'—প্রলয়—মরণ তৎপর্য্যন্ত। 'এতাবদিতি'—ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়সুখে মজ্জিত হউক, চিন্তা কি? এই পর্য্যন্তই—শাস্ত্রার্থের তাৎপর্য্য এই নিশ্চয় যাহাদের তাহারা।।১১।।

অনুবর্ষিণী—সেই সকল অসুর-প্রকৃতির লোকেরা মরণকাল অবধি অপরিমিত চিন্তাকে আশ্রয়পূর্ব্বক কামোপভোগ অর্থাৎ সম্যক্ বিষয়-সেবাই পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ জীবনের একমাত্র পরম প্রয়োজন, ঐহিক সুখ ব্যতীত পারলৌকিক কোন সুখ নাই; বার্হস্পত্য সূত্রেও পাওয়া যায়,—"কামই একমাত্র পুরুষার্থ" "চৈতন্যবিশিষ্ট কামই পুরুষ"—ইত্যাদি বাক্য দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া শত শত আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া, কামক্রোধের দাসত্ব স্বীকারপূর্ব্বক কেবলমাত্র বিষয়-সুখের জন্য অন্যায়পথ আশ্রয়

করিয়া অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করিয়া থাকে। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই,—কুট সাক্ষ্যদান পূর্ব্বক এবং চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে"।।১১-১২।।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।।১৩।।

অন্বয়—অদ্য (আজ) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) ইদং (ইহা) লব্ধম্ (লব্ধ হইয়াছে) ইদং (এই) মনোরথম্ (মনোরথ) প্রাপ্স্যে (পাইব) ইদম্ (ইহা) অস্তি (আছে) পুনঃ (পুনরায়) ইদমপি ধনং (এই ধনও) মে (আমার) ভবিষ্যতি (হইবে)।।১৩।।

অনুবাদ—আজ আমি ইহা লাভ করিলাম, এই মনোভীষ্ট প্রাপ্ত হইব, এই ধন আছে, পুনরায় এই ধনও আমার লাভ হইবে।।১৩।।

অনুবর্ষিণী—তাহাদের বিনাশানুবন্ধরূপধনাশায় মনোরাজ্যের কথা বিশেষ ভাবে বর্ণন পূর্ব্বক পরিণামে নরকপাত পর্য্যন্ত-বিষয় চারিটী শ্লোকে বলিতেছেন। শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই,—"এই ক্ষেত্র-পশু-পুত্রাদি আমাকর্ত্তৃকই অদ্য নিজবুদ্ধিবলে লব্ধ। এই মনোরথ অর্থাৎ মনঃ-প্রিয় সাধক অর্থ আমিই স্ববলে পাইব। নিজ বলে লব্ধ এই ধন আমার সম্প্রতি আছে এবং কামিত ধন আগামী বর্ষে আমার বলেই আমার হইবে; কিন্তু ইহা অদৃষ্টবল বা ঈশ্বর অনুগ্রহের দ্বারা নহে"।।১৩।।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।।১৪।।

অন্বয়—ময়া (আমাকর্ত্তৃক) অসৌ শত্রুঃ (ঐ শত্রু) হতঃ (হত হইয়াছে) অপি চ (আরও) অপরান্ (অন্যান্য শত্রুগণকে) হনিষ্যে (বধ করিব) অহং (আমি) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) অহং (আমি) ভোগী (ভোগী) অহং (আমি) সিদ্ধঃ (সিদ্ধ) বলবান্ সুখী।। ১৪।।

অনুবাদ—আমি এই শত্রুকে বধ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকেও বধ করিব, আমি ঈশ্বর অর্থাৎ কর্ত্তা,আমি ভোগী অর্থাৎ ভোক্তা, আমি সিদ্ধ অর্থাৎ কৃতকার্য্য, আমি বলবান ও সুখী।। ১৪।।

অনুবর্ষিণী—ধনতৃষ্ণার কথা বলিয়া এক্ষণে সেই সকল লোকের

দুষ্টভাবের বিষয় বর্ণন করিতেছেন। অদ্য এই অতিবল শত্রুকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে আমিই নাশ করিব। শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই—"চ-কার শব্দে কেবলমাত্র শত্রুদিগকে হত্যা করিলে হইবে না, তাহাদিগের স্ত্রী, পুত্রাদিকে লইতে হইবে। যদি কেহ বলে ঈশ্বর-ইচ্ছা এবং অদৃষ্টই জয়ের হেতু,তাহা হইলে তদুত্তরে উক্ত হয় যে, আমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র, যেহেতু আমি ভোগী, স্বতঃই নিখিলভোগসম্পন্ন সিদ্ধ হই। যদি কোন ঈশ্বরের কল্পনা হয়—তাহা হইলে তাহা আমাকেই কল্পনা করুক্; যেহেতু আমা হইতে পৃথক অন্য ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই।।১৪।।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।। ১৫।।

অন্বয়—(অহং—আমি) আঢ্যঃ (ধনী) অভিজনবান্ (কুলীন) অস্মি (হই) ময়া সদৃশঃ (আমার সমান) অন্যঃ কঃ (অন্য কে) অস্তি (আছে?) (আমি) যক্ষ্যে (যোগ করিব) দাস্যামি (দান করিব) মোদিষ্যে (আনন্দ লাভ করিব) ইতি (এই প্রকার) অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অজ্ঞান-দ্বারা বিমুগ্ধ) ।।১৫।।

অনুবাদ—আমি ধনী, আমি কুলীন, আমার সমান আর অন্য কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, আমি দান করিব, আমি আনন্দ করিব—এইরূপ অজ্ঞানদ্বারা বিমুগ্ধ।।১৫।।

অনুবর্ষিণী—যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, যখন সম্পদ ও কুলের দ্বারা অন্যকেও তোমার সমকক্ষ দেখা যায়, তখন তুমি নিজেকেই কি করিয়া ঈশ্বর বলিতে পার? তদুত্তরে বলে, আমিই আঢ্য, আমিই কুলীন। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই,—"অন্য কোন নিমিত্ত হইতে নহে, স্বতঃই আমি তদ্রূপ সুতরাং মৎসদৃশ অন্য কেহ নাই,অতএব আমিই ঈশ্বর। আমি স্ববলেই যজ্ঞ করিব, দিব্যাঙ্গনাদিগকে সঙ্গতি দান করিব, তাহাদের অধরাদি খণ্ডন করিব, এই প্রকারে আমোদ লাভ করিব—এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত হইয়া নরক লাভ করে"।। ১৫।।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ।।১৬।।

অন্বয়—অনেক চিত্ত বিভ্রান্তাঃ (বিভিন্ন মনোরথ দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত) মোহজাল সমাবৃতাঃ (মোহজালে আবৃত হইয়া) কামভোগেষু (বিষয়-ভোগে) প্রসক্তাঃ (অত্যন্ত আসক্ত সেই ব্যক্তিগণ) অশুচৌ (অপবিত্র) নরকে (বৈতরণ্যাদি নরকে) পতন্তি (পতিত হয়)।। ১৬।।

অনুবাদ—নানামনোরথদ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত, মোহজাল-আবৃত, বিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্ত,সেই ব্যক্তিগণ বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয়।। ১৬।।

বিশ্বনাথ—অশুচৌ নরকে বৈতরণ্যাদৌ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ—'অশুচৌ নরকে'—বৈতরণ্যাদিতে।। ১৬।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত বিবিধ চিন্তাদ্বারা ঐ সকল লোকের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া মোহজালাবৃতবসতঃ কামভোগে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া, অপবিত্র বৈতরণ্যাদি নরকে পতিত হয়।

বৈতরণী—যমদ্বার-সমীপস্থা পাপতোয়া নদীর নাম। বৈতরণী নদী দুর্গন্ধযুক্তা এবং শোণিতবহা, ইহা তপ্ত-বারিপূর্ণা, মহাবেগা এবং অস্থি ও কেশযুক্তা তরঙ্গ-সমন্বিতা। (প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে) ।।১৬।।

আত্মসম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্।।১৭।।

অন্বয়—আত্মসম্ভাবিতাঃ (স্বয়ং অহঙ্কৃত) স্তব্ধাঃ(অনম্র) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধন-মান-মদযুক্ত) তে (সেই অসুরগণ) দম্ভেন (দম্ভের সহিত) নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা) অবিধিপূর্ব্বকম্ (অবিধিপূর্বক) (যজন্তে (যজ্ঞ করিয়া থাকে)।।১৭।।

অনুবাদ—স্বয়ং গর্ব্বিত, অনম্র, ধন ও অভিমানে মদান্বিত সেই অসুরগণ দম্ভসহকারে নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা অবিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া থাকেন।।১৭।।

বিশ্বনাথ—আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ, ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিদিত্যর্থঃ। অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ। নামমাত্রেণৈব যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাস্তৈঃ।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ—'আত্মসম্ভাবিতাঃ'—আপনি আপনাকে পূজ্য মনে করে,

কিন্তু কোনও সাধুলোক তাহাকে সম্মান করে না, এই অর্থ। অতএব 'স্তব্ধাঃ'—অনম্র অর্থাৎ অবিনীত। 'নামযজ্ঞৈঃ'—নামমাত্রেই যেসকল যজ্ঞ, তদ্দ্বারা।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—সেই সকল অসুর-প্রকৃতির লোকদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিচয় দিতেছেন। তাহাদের যজ্ঞ কেবল নামমাত্র, যেহেতু উহারা স্বয়ংই শ্রেষ্ঠাভিমানী ও অনম্র হইয়া ধন-মানের আশায় বেদবিধিবহির্ভূতভাবে কেবল স্বকল্পিত দেবতার যজন করে মাত্র। শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন,—"দীক্ষিত সোমযাজী ইত্যাদি নামে মাত্র প্রসিদ্ধ হইবার জন্য যে সকল যজ্ঞ আছে তদ্দ্বারা করে। তাহাও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নহে, কেবল অহঙ্কারমূলক ও অবিধিপূর্ব্বক" ।।১৭।।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ।।১৮।।

অন্বয়—(তে—তাহারা) অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং (বল) দর্পং (দর্প) কামং (কাম) ক্রোধং চ (এবং ক্রোধকে) সংশ্রিতাঃ (আশ্রয়পূর্ব্বক আত্মপরদেহেষু (পরমাত্মাপরায়ণ সাধুগণের দেহে অবস্থিত) মাম্ (আমাকে) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষ করিয়া) অভ্যসূয়কাঃ (সাধুদিগের গুণে দোষারোপ করে)।।১৮।।

অনুবাদ—তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া পরমাত্মপরায়ণ সাধুগণের দেহে অবস্থিত আমাকে বিদ্বেষ করতঃ সাধুগণের গুণে দোষারোপ করে।।১৮।।

বিশ্বনাথ—মাং পরমাত্মানম্ অমানয়ন্ত এব প্রদ্বিষন্তঃ;যদ্বা, আত্মপরাঃ পরমাত্মপরায়ণাঃ সাধবস্তেষাং দেহেষু স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তঃ সাধুদেহদ্বেষাদেব মদ্দ্বেষ ইতি ভাবঃ। অভ্যসূয়কাঃ সাধূনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—পরমাত্মা আমাকে অস্বীকার করতঃ দ্বেষ করিয়া অথবা 'আত্মপরাঃ'—পরমাত্মপরায়ণ সাধুগণের দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করিয়া সাধুদেহের দ্বেষে আমারই দ্বেষ এই ভাব। 'অভ্যসূয়কাঃ'—সাধুগণের গুণসমূহে দোষারোপকারী।।১৮।।

অনুবর্ষিণী—উহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অবিধিপূর্ব্বকতা এই শ্লোকে আরও বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন যে, অহঙ্কার, কামক্রোধাদির আশ্রয়ে সর্ব্বেশ্বর আমার এবং মদ্বিষয়ক বেদের প্রতি অবজ্ঞা, সাধুগণের নিন্দা প্রভৃতি অপরাধ করতঃ কেবল পশুপীড়ণাদি মুলক যজ্ঞকার্যে নিজেদের অমঙ্গল আবাহন করিয়াই থাকে।।১৮।।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।।১৯।।

অন্বয়—অহং (আমি) দ্বিষতঃ (সাধুর দ্বেষকারী) ক্রূরান্ (ক্রূর) অশুভান্ (অশুভকর্ম্মকারী) নরাধমান্ (নরাধম) তান্ (সেই সকলকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু (আসুরী) যোনিষু এব (যোনিসমূহেই) অজস্রং (অনবরত) ক্ষিপামি (ক্ষেপণ করি) ।।১৯।।

অনুবাদ—আমি সাধুবিদ্বেষী, নিষ্ঠুর, অশুভস্বরূপ, নরাধম সেই ব্যক্তিগণকে এই সংসারে আসুরী যোনিতেই সর্ব্বদা নিক্ষেপ করি।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—সেই সকল পাপিষ্ঠ ব্যক্তির পরিণামে দুর্গতির কথা বলিতেছেন। তাহারা সেই অসুর-স্বভাব হইতে আর কদাচ মুক্ত না হইয়া, "হিংসা তৃষ্ণাদিযুক্ত ম্লেচ্ছ-ব্যাধ যোনিতে" (শ্রীবলদেব) "অত্যন্ত ক্রূর স্বভাব ব্যাঘ্র, সর্পাদি যোনিতে" (শ্রীধর) তত্তৎ কর্ম্মানুরূপ ফললাভের জন্য ভগবৎকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদ্গিকে আমি এই সংসার মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আসুর-ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়"।।১৯।।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।।২০।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং যোনিম্ (আসুরী-যোনি) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) মূঢ়াঃ (সেই মূঢ়সকল) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়াই) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) অধমাং (নিকৃষ্টতর) গতিম্ (গতিকে) যান্তি (লাভ করিয়া থাকে)

।।২০।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! জন্মে জন্মে আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া, সেই মূঢ়সকল আমাকে লাভ করিতে না পাইয়াই, তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করিয়া থাকে।।২০।।

বিশ্বনাথ—'মামপ্রাপ্যৈব' ইতি, ন তু মাং প্রাপ্যেতি বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্য্যুগদ্বাপরান্তেঽবতীর্ণং মাং কৃষ্ণং কংসাদিরূপাস্তে প্রাপ্য প্রদ্বিষন্তোঽপি মুক্তিমেব প্রাপ্নুবন্তীতি। ভক্তিজ্ঞানপরিপাকতো লভ্যামপি মুক্তিং তাদৃশপাপিভ্যোঽপ্যহং, অপারকৃপাসিন্ধুর্দদামি। "নিভৃত-মরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণা" ইতি শ্রুতয়োঽপ্যাহুঃ। অতঃ পূর্ব্বোক্তো মমৈব সর্ব্বোৎকর্ষো বরীবর্ত্তীতি ভাগবতামৃতকারিকা যথা—"মাং কৃষ্ণরূপিণং যাবন্নাপ্নুবন্তি মম দ্বিষঃ। তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তীতি হি স্ফুটম্।।' ইতি।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—'মামপ্রাপ্যৈব'—এই বাক্যে আমাকে কিন্তু না পাইয়াই, বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগ দ্বাপরের শেষে অবতীর্ণ, কৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মদ্বিদ্বেষী কংসাদিও মুক্তি লাভ করে। ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানের পরিপাকে যে মুক্তি লাভ হয়, অপার করুণাসিন্ধু আমি তাদৃশ পাপিদ্গিকেও সেই দুর্লভমুক্তি প্রদান করি। শ্রুতিস্তুতিতে (ভাঃ—১০। ৮৭। ২৩) কথিত হইয়াছে—'হে প্রভো, মুনিগণ নিভৃতে বায়ু, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি নিরোধপূর্ব্বক দৃঢ় যোগযুক্ত হইয়া যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, শত্রুগণও আপনার স্মরণ করিয়া সেই তত্ত্বকে লাভ করিয়াছে।' অতএব পূর্ব্বকথিত আমার সর্ব্বোৎকর্ষ সর্ব্বোপরিস্থিতি। ভাগবতামৃত কারিকায়ও পাওয়া যায় যে,—'যে পর্য্যন্ত আমার দ্বেষিগণ কৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা অধম যোনিই লাভ করিয়া থাকে। ইহা সুস্পষ্ট।।২০।।

অনুবর্ষিণী—কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, তাহা হইলে অসুর-প্রকৃতির লোকগণের প্রতি এইরূপ ব্যবস্থায় শ্রীভগবানের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য প্রকাশ পায় না কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যদিও ঈশ্বর

"কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুম্ সমর্থঃ" তাহা হইলেও সাধারণতঃ জীবগণ নিজনিজ কর্ম্ম- ফলই ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবান, বেদ ও ভক্ত-দ্রোহী পাপিষ্ঠগণ স্ব-কর্ম্ম-ফলভোগের নিমিত্ত আসুর-যোনিতে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে কৃতকর্ম্ম ফলভোগের নিমিত্ত অনবরত সেই সকল অধম যোনিতেই গমন করিয়া থাকে বলিয়া অপরাধ ক্ষালনের সুযোগ পায় না।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

"ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশোহ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।"

মনুষ্য জীবনে কৃতপাপ বা অপরাধ মনুষ্যজীবনেই শোধিত না হইলে, তির্য্যগাদি অধমযোনিতে গমন পূর্ব্বক আর শোধনের সুযোগ ঘটে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ শাস্ত্রোল্লেখ করিয়াছেন যে,—"ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ। গত্বা নিরৌষধং স্থানং সরুজঃ কিং করিষ্যতি ।। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইহলোকেই নরকরূপব্যাধির চিকিৎসা করে না, সেই রোগযুক্ত ব্যক্তি ঔষধবিহীন স্থানে গমন করিয়া আর কি করিবে?

বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্য ও বৈষম্য দর্শনে ঈশ্বরের বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য কল্পনা করা যায় না, এই বিষয়ে বেদান্ত বলেন,—

"বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন" ব্রঃ সূঃ—২।১।৩৪। এ স্থলে আর একটী দৃষ্টান্তও দেওয়া যাইতে পারে যে, অগ্নি শীত নিবারক হইলেও অগ্নির নিকটস্থ ও দূরস্থ ভেদে ফলের তারতম্য ঘটে; ইহাকে অগ্নির বৈষম্য বলা যায় না। সেইরূপ শ্রীভগবানে উন্মুখ ও বিমুখ জীবগণের ফল তারতম্যে শ্রীভগবানের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য বলা যায় না। উন্মুখ ও বিমুখ-স্বভাবানুযায়ী ফলের বৈষম্যলাভ হইয়াছে, ইহাই জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই যে,—"পূর্ব্বোক্ত নাস্তিকগণ সর্ব্বদা নারকী ইহাই দর্শিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা শাপবশতঃ হিরণ্যকশিপু-আদিরূপে অসুরকুলে বা তদনুয়ায়ী শিশুপালাদিরূপে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা প্রত্যক্ষে বামন, নৃহরি, বরাহাদি

ভগবদবতারের প্রতি নিজশত্রু জ্ঞান পূর্ব্বক বিদ্বেষী হইলেও বেদ-বৈদিক কর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, ও অপ্রত্যক্ষেসর্ব্বনিয়ন্তা, কালশক্তি, সর্ব্বেশ্বর মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহারা সেই সকল অবতার কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ক্রমে আসুরযোনি ত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছেন এবং অবশেষে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়াছেন তাঁহারা মুক্তিলাভও করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা বেদবাহ্য নহেন।"

এতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষতা, সর্ব্বোপরি তত্ত্বমহিমা এবং হতারিগতিদায়কত্বরূপ বিশেষ বৈশিষ্ট্যও প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীমদ্জীবগোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পাওয়া যায়,— "বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত মৈত্রেয় ঋষিকর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু আদির গতি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীপরাশর শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যের কথা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া অন্যত্র কিন্তু অসুরগণের মুক্তির সম্ভাবনা নাই; ইহাই বলিলেন। এস্থলে শ্রীগীতার বর্ত্তমান শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। অন্য ভগবৎ-স্বরূপের বিদ্বেষিগণের তৎস্মরণাদি প্রভাবে কোথাও কোথাও মুক্তির কথা শুনা গেলেও, সকল দ্বেষিমাত্রেরই মুক্তি প্রদান অন্য অবতারে কোথাও শুনা যায় না। অন্য ভগবৎ-স্বরূপে হতারিগতিদায়কত্ব গুণ থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুগণকে স্বর্গাদিরূপ সদ্গতি প্রদান করিয়াই থাকেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অসমোর্দ্ধ, অচিন্ত্য ও অনন্ত শক্তি-প্রভাবে নিহত শত্রুমাত্রকেই মুক্তি দিয়া থাকেন। এমন কি, পুতনাকে ধাত্রী-উচিতা গতি পর্যন্ত দিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আবার শ্রীগৌর অবতারে চাঁদকাজীকে প্রেমপর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং "মামপ্রাপ্যৈব" শব্দের 'এব'কার দ্বারা ইহাই সুনিশ্চয় করিয়াছেন।।২০।।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।।২১।।

অন্বয়—কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (ক্রোধ) তথা লোভঃ (ও লোভ) ইদং (ইহা) ত্রিবিধং (ত্রিবিধ) আত্মনঃ (নিজের) নাশনম্ (নাশক) নরকস্য (নরকের) দ্বারং (দ্বার)। তস্মাৎ (অতএব) এতৎ (এই) ত্রয়ং (তিনটীকে)

ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে)।।২১।।

অনুবাদ—কাম, ক্রোধ ও লোভ—ইহারা ত্রিবিধ আত্মনাশক নরকদ্বার, অতএব এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিবে।।২১।।

বিশ্বনাথ—তদেবমাসুরীঃ সম্পত্তীর্বিস্তার্য্য প্রোক্তা ইত্যতঃ সাধুক্তম্—"মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি ভারত" ইতি; কিংবাসুরাণামেতত্ত্রিকমেব স্বাভাবিকমিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—(বা সুন্দর) এইরূপ আসুরী সম্পত্তির কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল, অতএব 'হে অর্জ্জুন, তুমি দৈবী সম্পদ্ সহ জাত হইয়াছ, অতএব তুমি শোকাকুল হইও না' (৫ শ্লোক)—ইহা ঠিকই কথিত হইয়াছে। অথবা অসুরদিগের সম্বন্ধে এই তিনটী (কাম, ক্রোধ, লোভ) দোষ স্বাভাবিকই; তাই বলিলেন—'ত্রিবিধম্' ইত্যাদি।। ২১।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত আসুরী সম্পদ্‌সমূহ আত্মবিনাশী ও নরকদ্বারস্বরূপ; তন্মধ্যে কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটী মূলীভূত। মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগিগণ অনেকে বহু প্রযত্নেও ইহা দমন করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ সাধুসঙ্গপ্রভাবে অনায়াসেই সেই সকলকে শ্রীহরি-সেবায় নিযুক্ত করিয়া রিপুদমনের অপূর্ব্ব স্বার্থকতা সম্পাদন করেন।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের বাণীতে পাই,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব।।
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা।।
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।

কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।।
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ-মোহ এই ত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ।।
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে
যার হয় একান্ত ভজন।। ২১।।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।। ২২।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) এতৈঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিনটী) তমোদ্বারৈঃ (নরক দ্বার কর্ত্তৃক) বিমুক্তঃ (বিশেষ মুক্ত) নরঃ (লোক) আত্মনঃ (নিজের) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আচরতি (আচরণ করে) ততঃ (তাহা হইতে) পরাং গতিম্ (শ্রেষ্ঠ-গতি) যাতি (লাভ করে) ।। ২২।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! এই তিন প্রকার তমোদ্বার হইতে বিমুক্ত ব্যক্তি আত্মার শ্রেয়ঃ আচরণ করেন এবং তাহা হইতে পরাগতি লাভ করিয়া থাকেন।। ২২।।

অনুবর্ষিণী—যাঁহারা এই ত্রিবিধ নরকদ্বার হইতে বিমুক্ত হন্, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ সাধনে সমর্থ। কাম, ক্রোধ, লোভ জয় না করিয়া কেহ কোন মঙ্গল আচরণ করিতে পারে না, পরন্তু তদ্বশীভূত ব্যক্তি উহার আশ্রয়ে আসুরী-সম্পদের চরম গতি নরক-লাভ করিয়া থাকে। বিমল বৈষ্ণবগণের সঙ্গে বা কৃপাফলে কিন্তু সকলেই অনায়াসে কাম, ক্রোধ, লোভ জয় কোন্ কথা, ভব জয় করিয়া শ্রীভগবানের সেবারূপ পরম মুক্তি বা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"এই তিন প্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার শ্রেয়ঃ

আচরণ করিবে, তাহা হইলেই পরা-গতি লাভ করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ বৈধ-জীবন অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে পরা-গতি যে কৃষ্ণভক্তি, তাহা লব্ধ হয়। শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেয়ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার মূলতত্ত্ব এই যে, বিশুদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ সুষ্ঠু থাকিলেই জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ 'অভয়-পদ'-লাভ হয়, তাহাই ভক্তিদেবীর দাসীস্বরূপা মুক্তি"।।২২।।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।। ২৩।।

অন্বয়—যঃ (যে ব্যক্তি) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রবিধিকে) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) কামচারতঃ (স্বেচ্ছাচারভাবে) বর্ত্ততে (কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়) সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না) ন সুখং (সুখও নহে) ন পরাং গতিম্ (পরাগতিও নহে)।। ২৩।।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে রত হয়, সে ব্যক্তি সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি প্রাপ্ত হয় না।। ২৩।।

বিশ্বনাথ—আস্তিক্যবত এব শ্রেয় ইত্যাহ—য ইতি। কামচারতঃ।। ২৩।।

আস্তিকা এব বিন্দন্তি সদ্‌গতিং সন্ত এব তে।
নাস্তিকা নরকং যান্তীত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।

বঙ্গানুবাদ—আস্তিক্যই শ্রেয়ঃ তাই বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। 'কামচারতঃ'—কামকার স্বেচ্ছাচার।।২৩।।

যাঁহারা আস্তিক, তাঁহারাই সাধু এবং সদ্‌গতি লাভ করেন; যাহারা নাস্তিক, তাহারা নরকে গমন করে, ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ষোড়শাধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃত সাধুজন-সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা।।

অনুবর্ষিণী—শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইলে, তাহার

কোন মঙ্গল হইতে পারে না। এমন কি, শাস্ত্র বলেন,—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিঃ উৎপাতায়ৈব কল্পতে।।"

অতএব শাস্ত্রাশ্রয় পূর্ব্বক হরিভজন করিলেই প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয়। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই,—

"স্বধর্ম্মাশ্রয়-বিনা কামত্যাগ হয় না এবং স্বধর্ম্মও শাস্ত্রাশ্রয় বিনা সিদ্ধ হয় না। অতএব সুধী ব্যক্তির শাস্ত্রাশ্রয়ই কর্ত্তব্য।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—

"শাস্ত্রবিধি—এই প্রকার;ইহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যিনি কামাচারে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি সিদ্ধি বা সুখ বা পরা-গতি লাভ করেন না। মূল তত্ত্ব এই যে, মানব সর্ব্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে 'নরাধম';—আর ঐন্দ্রিয় জ্ঞান ও নীতিসম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের অধীনতা না স্বীকার করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল;ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যে বিশুদ্ধ জ্ঞান-সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে, সেও পরাগতির যোগ্য হয় না। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে 'ভক্তি', তাহাই জীবের শ্রেয়ঃ"।।২৩।।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।।২৪।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগো যোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—তস্মাৎ (অতএব) কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (কার্য্য ও অকার্য্যের ব্যবস্থা বিষয়ে) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) তে (তোমার) প্রমাণম্ (প্রমাণ), ইহ (এই কর্ম্মবিষয়ে) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রবিধানে কথিত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) কর্ত্তুম্ অর্হসি (করিবার নিমিত্ত যোগ্য হও)।।২৪।।
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ

সমাপ্তঃ।।

অনুবাদ—অতএব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, এই কর্ত্তব্য-বিষয়ে শাস্ত্র-বিধানে উপদিষ্ট কর্ম্ম অবগত হইয়া করিবার নিমিত্ত যোগ্য হও অর্থাৎ তোমার করা উচিত।।২৪।।

ইতি শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগ-যোগ নামক ষোড়শঅধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।

অনুবর্ষিণী—অতএব পরম মঙ্গলকামী শ্রীগুরুবর্গের আনুগত্যে স্ব-স্ব-অধিকার-অনুযায়ী শাস্ত্রবিধি অবগত হইয়া শ্রীহরিভজন করাই সমীচীন পন্থা। বহির্ম্মুখ লোকের দ্বারা বহুমানিত ব্যক্তির কাল্পনিক কথাকে প্রমাণরূপে আশ্রয় করিয়া বিপথ বরণ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই,—"যেহেতু শাস্ত্রবিমুখতা দ্বারা কামাদির অধীনা প্রবৃত্তি পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করায়,সেইহেতু তোমার কার্য্যাকার্য্য অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে নির্দ্দোষ, অপৌরুষেয় বেদরূপ শাস্ত্রই প্রমাণ। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সারূপ দোষচতুষ্টয়যুক্ত পুরুষের উদ্ভাবিত বাক্য প্রমাণ নহে"।। ২৪।।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"স্বতন্ত্রতা-ক্রমে ভগবৎসেবা-পরাঙমুখতাই মূল অপরাধ; সেইজন্য ভগবদ্ দাসীরূপামায়াই জীবের বন্ধ হেতুকা। মায়াবদ্ধহইয়া ভগবৎপ্রকাশিকা সাত্ত্বিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক তমোধর্ম্মগত জীব আসুর-স্বভাব হয়। তখন সাধুনিন্দা, বহ্বীশ্বর-বুদ্ধি ও অনীশ্বর-বুদ্ধি গুর্ব্ববজ্ঞা, শাস্ত্রাবহেলন, ভক্তির মহিমাকে 'প্রশংসা-মাত্র' বলিয়া জ্ঞান, কর্ম্ম ও জ্ঞানকে 'ভক্তি' বলিয়া স্থাপন, ভক্তিবলে পাপাচার, ভক্তির সহিত কর্ম্মজ্ঞানাদির সমবুদ্ধি, ভক্তিতে অবিশ্বাস, অপাত্রে ভক্তিবিক্রয় ইত্যাদি বহুবিধ অপরাধ হইয়া উঠে। এই আসুর-স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা-সহকারে নববিধা ভক্তি-সাধন করার কর্ত্তব্যতাই এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে।"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

ইতি শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় ষোড়শ-অধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ।।১।।

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ,—(অর্জ্জুন কহিলেন) কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ) যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রবিধিকে) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (পূজাদি করিয়া থাকে) তেষাং তু (তাহাদের) নিষ্ঠা (স্থিতি) কা (কি?) সত্ত্বম্ (সাত্ত্বিকী) আহো (অথবা) রজঃ (রাজসিকী) তমঃ (তামসিকী)?।।১।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি-ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজনাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা বা আশ্রয় কিরূপ? উহা সাত্ত্বিক অথবা রাজসিক বা তামসিক? ।।১।।

বিশ্বনাথ—অথ সপ্তদশে বস্তু সাত্ত্বিকং রাজসং তথা।
তামসঞ্চ বিবিচ্যোক্তং পার্থ প্রশ্নোত্তরং যথা।।

ননু আসুরসর্গমুক্ত্বা তদুপসংহারে 'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।" ইতি ত্বয়োক্তং, তত্রাহমিদং জিজ্ঞাসে ইত্যাহ—যে ইতি। যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামচারতো বর্ত্তন্তে, কিন্তু কামভোগরহিতা এব শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে তপোযজ্ঞ-জ্ঞান-যজ্ঞ-জপযজ্ঞাদিকং কুর্ব্বন্তি, তেষাং কা নিষ্ঠা স্থিতিঃ কিমালম্বনমিত্যর্থঃ। তৎ কিং সত্ত্বং অহোস্বিৎ রজঃ অথবা তমঃ, তৎ ব্রূহীত্যর্থঃ।।১।।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ সপ্তদশাধ্যায়ে পার্থকৃত প্রশ্নের উত্তরে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আচ্ছা, আসুর সর্গের কথা বলিয়া তাহার উপসংহারে আপনি বলিয়াছেন যে,—'যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি সিদ্ধি, সুখ, বা পরমগতি লাভ করিতে পারে না।' (গীঃ—১৬।২৩)। সে স্থলে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাই বলিলেন—'যে'

ইত্যাদি। যাহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে থাকে, কিন্তু কামভোগশূন্য শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া 'যজন্তে' তপোযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, জপযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের 'কা নিষ্ঠা'—কি স্থিতি— কি আলম্বন, এই অর্থ। তাহা কি সত্ত্ব, না রজঃ অথবা তমঃ, তাহা বলুন এই অর্থ।।১।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি বিধি-অনুসারে স্বধর্ম্ম যজন করেন, তাঁহারা সত্ত্ব-সংশুদ্ধি-ক্রমে ক্রমশঃ পরাগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। আর যাহারা শাস্ত্র-বিধিপরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্তি, তাহারা আসুর প্রকৃতির আশ্রিত বলিয়া, তাহাদের কোন সদ্‌গতি লাভ হয় না। এই কথা শ্রবণান্তর অর্জ্জুন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন যে, যাহারা শাস্ত্র-বিধিপরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত না হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবতাদির যজন করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ, অর্থাৎ সাত্ত্বিক? —না রাজসিক বা তামসিক? এই প্রশ্নাবলম্বনে এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীধর স্বামিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই যে,—"এস্থলে শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনকারীকে গ্রহণ করা হয় নাই, পরন্তু ক্লেশকর মনে করিয়া বা আলস্যবশতঃ শাস্ত্রার্থ বোধে যত্ন না করিয়া, কেবল আচার পরম্পরা-বশে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাহারা ক্বচিৎ দেবতার আরাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের নিষ্ঠা বা গতি সম্বন্ধেই অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন।"

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই,—"যাহারা পাঠের দ্বারা এবং অর্থের-দ্বারা বেদকে দুর্গম জানিয়া, আলস্যাদি বশতঃ তদ্বিধি-পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকাচারজাত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবতাদির যজন করে, তাহাদের সম্বন্ধে অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা। এস্থলে শাস্ত্রবিধি-উপেক্ষা ও শ্রদ্ধা দুই থাকায়, ইহা পূর্ব্ব নির্ণীত দৈব ও আসুর সম্পদ্ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া, তাহাদের নিষ্ঠা সত্ত্বসংস্রয়া বা রজস্তমো সংশ্রয়া?—ইহাই জিজ্ঞাস্য। সাত্ত্বিকনিষ্ঠা এক কোটী এবং রজস্তমো অন্য কোটি। এই কোটিদ্বয় অববোধের নিমিত্তই 'আহো'-শব্দ মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—"এতাবৎ শ্রবণ করতঃ অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, আমার একটী সংশয় উপস্থিত হইল।

আপনি কহিয়াছেন (৪।৩৯) যে, 'শ্রদ্ধাবান্ লোকেই জ্ঞানলাভ করেন'; পুনরায় বলিলেন (১৬। ২৩) যে, 'শাস্ত্রবিধি ত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামসহকারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি হয় না'। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, 'শ্রদ্ধা' যদি শাস্ত্রবিপরীতরূপে (অনুশীলিত) হয়, তবে কি হয়? সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্ লোক জ্ঞানযোগব্যবস্থিতির ফল যে সত্ত্বসংশুদ্ধি, তাহা লাভ করিবে কি না? অতএব আমাকে স্পষ্ট বলুন, যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাশ্রয়ে যজন করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠাকে 'সাত্ত্বিক', কি 'রাজসিক', কি 'তামসিক' বলা যাইবে?"।।১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।।২।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, (শ্রীভগবান্ কহিলেন) দেহিনাং (দেহিগণের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী) রাজসী চৈব (ও রাজসিকী) তামসী চ (এবং তামসিকী) ইতি (এই) ত্রিবিধা (তিন প্রকার) ভবতি (হয়) সা (সেই শ্রদ্ধা) স্বভাবজা (প্রাচীন সংস্কার-জাত) তাং (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর)।।২।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন, জীবের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার, তাহা পূর্ব্ব জন্মান্তরীয় সংস্কার-জাত; সেই বিষয় শ্রবণ কর।।২।।

বিশ্বনাথ—ভো অর্জ্জুন! প্রথমং শাস্ত্রবিধিমনুৎসৃজ্য যজতাং নিষ্ঠাং শৃণু, পশ্চাৎ শাস্ত্রবিধিত্যাগিনাং নিষ্ঠা তে বক্ষ্যামীত্যাহ—ত্রিবিধেতি। স্বভাবঃ প্রাচীনসংস্কারবিশেষঃ তস্মাৎ জাতা শ্রদ্ধা; সা চ ত্রিবিধা।।২।।

বঙ্গানুবাদ—হে অর্জ্জুন! প্রথমে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন না করিয়া যজনকারীর নিষ্ঠা শ্রবণ কর, পরে শাস্ত্রবিধিত্যাগিগণের নিষ্ঠা তোমাকে বলিব, তাই বলিতেছেন—'ত্রিবিধা' ইত্যাদি। 'স্বভাবজা'—স্বভাব—প্রাচীন বা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বিশেষ, তাহা হইতে উৎপন্ন শ্রদ্ধা, তাহা ত্রিবিধ।।২।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে শ্রীভগবান্ প্রাকৃত দেহধারী

জীবগণের স্বভাবজাত তিন প্রকার শ্রদ্ধার কথা বলিতেছেন।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই,—"আলস্য এবং ক্লেশবসতঃ শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবাদির যজন করে, দেহিগণের সেই শ্রদ্ধা, তাহাদের স্বভাবজা বলিয়া জানিতে হইবে। প্রাক্তন শুভাশুভ সংস্কার বা স্বভাব হইতে জাত—এই অর্থ। স্বভাবকে অন্যথা করিতে কেবল সদুপদিষ্ট শাস্ত্রনিমিত্ত বিবেক সম্বিদ্‌ই সমর্থ। তাহা তাহাদের নাই; অতএব স্বভাব-জাত-শ্রদ্ধা তিন প্রকার। সেই প্রকার শাস্ত্র-নিমিত্ত শ্রদ্ধা কিন্তু অন্যই, যেহেতু তদুক্তিবিধি দ্বারাই তদর্থানুষ্ঠান।"

শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান হইতে প্রবৃত্ত লোকদিগের পরমেশ্বর-পূজাবিষয়ক শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, তাহা এক প্রকারই। আর কেবল লোকাচারবশতঃ প্রবৃত্ত দেহিগণের যে শ্রদ্ধা তাহা কিন্তু সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার।।"২।।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।৩।।

অন্বয়—ভারত! (হে ভারত!) সর্ব্বস্য (সকলের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) সত্ত্বানুরূপা (অন্তঃকরণানুরূপ) ভবতি (হয়) অয়ং (এই) পুরুষঃ (পুরুষ) শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাপূর্ণ)। যঃ (যে ব্যক্তি) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যেরূপ যজনীয়ে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট) সঃ (সেই ব্যক্তি) সঃ এব (তাদৃশই)।।৩।।

অনুবাদ—হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধা স্ব স্ব অন্তঃকরণ অনুরূপ হয়, এই পুরুষ শ্রদ্ধাময় অতএব যে ব্যক্তি যাদৃশ পূজ্যবস্তুতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সেই ব্যক্তি তাদৃশ চিত্তবৃত্তি বিশিষ্টই হইয়া থাকে।।৩।।

বিশ্বনাথ—সত্ত্বম্ অন্তঃকরণং ত্রিবিধং—সাত্ত্বিকং, রাজসং,তামসঞ্চ, তদনুরূপা সাত্ত্বিকান্তঃকরণানাং সাত্ত্বিক্যেব শ্রদ্ধা, রাজসান্তঃকরণানাং রাজস্যেব, তামসান্তঃকরণানাং তামস্যেব ইত্যর্থঃ। যচ্ছ্রদ্ধঃ যস্মিন্ যজনীয়ে দেবে অসুরে রাক্ষসে বা শ্রদ্ধাবান্ যো ভবতি, স স এব ভবতি তত্তৎ শব্দেনৈব ব্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—'সত্ত্বম্'—অন্তঃকরণ ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। তদনুরূপ সাত্ত্বিক অন্তঃকরণবিশিষ্ট জনগণের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকীই, রাজস-

অন্তঃকরণের রাজসী এবং তামসান্তঃকরণের তামসী, এই অর্থ। 'যচ্ছ্র দ্ধঃ' যে যজনীয় দেবতায়, অসুরে বা রাক্ষসে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হয় সে ব্যক্তি তাহা হয়, তত্তৎ শব্দ দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হয়।।৩।।

অনুবর্ষিণী—জীবের শুদ্ধাবস্থায় শ্রদ্ধা বা রতি কেবল আত্মগত অর্থাৎ স্ব-স্বরূপগত থাকে। তখন উহা কেবল ভগবৎ-বিষয়ক, তাহাই নির্গুণ বা শুদ্ধসত্ত্বের পরিচায়ক। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের সেই স্বভাব বিকৃত হইয়া অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত সংসারে প্রাচীন শুভাশুভ কর্ম্মনিমিত্ত অন্তঃকরণের ভাবানুযায়ী যিনি যেরূপ পূজ্যের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত তিনি সেই প্রকারই গুণের পরিচয় বা শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"হে ভারত, সকল পুরুষই শ্রদ্ধাময়। যে-পুরুষের যে-প্রকার সত্ত্ব, তাহার সেইরূপই শ্রদ্ধা;যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা, সে—'তৎস্বরূপ'। মূলতত্ত্ব এই যে, জীব—স্বভাবতঃ মদংশ, অতএব নির্গুণ; আমার সম্বন্ধ বিস্মৃতি প্রযুক্ত জীব 'সগুণ' হইয়াছে; এই বদ্ধদশায় প্রবেশ অবধি প্রাচীন সংস্কারবশতঃ তাহার একটী সগুণ স্বভাব হইয়াছে; সেই স্বভাব হইতেই তাহার অন্তঃকরণের গঠন। সেই অন্তঃকরণকেই 'সত্ত্ব' বলি; সত্ত্ব-সংশুদ্ধিই 'অভয়পদ'। সংশুদ্ধ সত্ত্বের শ্রদ্ধা—নির্গুণ ভক্তিবীজ এবং অসংশুদ্ধ সত্ত্বের শ্রদ্ধা—সগুণ। শ্রদ্ধা যতদিন নির্গুণ বা নির্গুণের উদ্দেশিনী না হয়, তৎকাল-পর্য্যন্ত তাহারই নাম 'কাম'; কামাত্মিকা সগুণ-শ্রদ্ধার বিষয় ব্যাখ্যা করি, শ্রবণ কর"।।৩।।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।৪।।

অন্বয়—সাত্ত্বিকাঃ জনাঃ (সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জনগণ) দেবান্ (সত্ত্ব প্রকৃতি দেবগণকে) যজন্তে (পূজা করেন) রাজসাঃ (রজোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ) যক্ষরক্ষাংসি (রজো প্রকৃতি বিশিষ্ট যক্ষ ও রাক্ষসগণকে) [যজন্তে—পূজা করে] অন্যে তামসাঃ (অন্য তামস প্রকৃতি-ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ (তমো প্রকৃতি-প্রেত ও ভূতগণকে) যজন্তে (পূজা করিয়া থাকে)।।৪।।

অনুবাদ—সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা সত্ত্ব প্রকৃতি-দেবতাদিগকে পূজা করিয়া থাকে, রাজসিক ব্যক্তিগণ রজঃ প্রকৃতি-যক্ষরাক্ষসদিগকে পূজা করে, অন্য তামসিক জনগণ তমঃ প্রকৃতি-প্রেত ও ভূতগণকে উপাসনা করে।।৪।।

বিশ্বনাথ—উক্তমর্থং স্পষ্টয়তি— সাত্ত্বিকান্তঃকরণাঃ সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া সাত্ত্বিকশাস্ত্রবিধিনা সাত্ত্বিকান্ দেবানেব যজন্তে দেবেষ্বব শ্রদ্ধাবত্ত্বাৎ দেবা এবোচ্যন্তে। এবং রাজসাঃ রাজসান্তঃকরণাঃ ইত্যাদি বিবরিতব্যম্।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—কথিত অর্থ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—সাত্ত্বিক অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তি সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাদ্বারা সাত্ত্বিক শাস্ত্রের বিধি-অনুসারে সাত্ত্বিক দেবগণের পূজা করেন। দেবতায় শ্রদ্ধাবান্ হওয়ায় দেবতা বলিয়াই কথিত হন। এই প্রকার 'রাজসাঃ'—রাজসান্তঃকরণ ইত্যাদি বিবরিত হইবে।।৪।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে সগুণ অন্তঃকরণানুযায়ী সাত্ত্বিকাদি ভেদ বিস্তৃত করিয়া বলিতেছেন। সাত্ত্বিক-অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সাত্ত্বিক দেবগণকে, রাজস-অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যক্ষ-রাক্ষসগণকে এবং তামস-অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতদিগকে স্ব স্ব স্বভাবজাত শ্রদ্ধার দ্বারা যজন করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—"রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।" (১।২।২৭)।।৪।।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।।৫।।
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্।।৬।।

অন্বয়—দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ (দম্ভ এবং অহঙ্কার বিশিষ্ট) কামরাগবলান্বিতাঃ (কাম, রাগ ও বলযুক্ত) যে (যে সকল) অচেতসঃ (অবিবেকী) জনাঃ (লোকগণ) শরীরস্থং (দেহস্থিত) ভূতগ্রামম্ (ভূত সকলকে) অন্তঃশরীরস্থং (অন্তঃ শরীরস্থিত) মাম্ চ এব (আমাকে) কর্শয়ন্তঃ (কৃশ করিয়া) অশাস্ত্রবিহিতং (শাস্ত্র বহির্ভূত) ঘোরং তপঃ (কঠিন তপস্যা) তপ্যন্তে (অনুষ্ঠান করে) তান্ (তাহাদিগকে) আসুরনিশ্চয়ান্ (আসুরধর্ম্মে

নিষ্ঠিত) বিদ্ধি (জানিবে)।।৫-৬।।

অনুবাদ—দম্ভ ও অহঙ্কার-সম্পন্ন, কামনা, আসক্তি ও বলবিশিষ্ট যে সকল অবিবেকী লোক শরীরস্থ পঞ্চভূতকে ও অন্তরস্থিত আমাকে ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক, অশাস্ত্রীয় ঘোরতর তপস্যা করে, তাহাদ্গিকে আসুর-নিষ্ঠায় অবস্থিত বলিয়া জানিবে।।৫-৬।।

বিশ্বনাথ—যত্ত্বয়া পৃষ্টং—"যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য (কামভোগরহিতাঃ) শ্রদ্ধয়া যজন্তে তেষাং কা নিষ্ঠা" ইতি তস্যোত্তরমধুনা শৃণ্বিত্যাহ—অশাস্ত্রেতি দ্বাভ্যাম্। ঘোরং প্রাণিভয়করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তীত্যুপলক্ষণম্ ইদং জপযাগাদিকমপি অশাস্ত্রীয়ং কুর্ব্বন্তি। কামাচরণ-রাহিত্যং শ্রদ্ধান্বিতত্বঞ্চ স্বত এব লভ্যতে। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তা ইতি—দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং বিনাশাস্ত্রবিধ্যুল্লঙ্ঘনানুপপত্তেঃ; 'কামঃ' স্বস্যাজরামরত্বরাজ্যাদ্যভিলাষঃ; রাগস্তপস্যাসক্তিঃ; 'বলং' হিরণ্যকশিপুপ্রভৃতীনামিব তপঃকরণসামর্থ্যং, তৈরন্বিতাঃ শরীরস্থমারম্ভকত্বেন দেহস্থিতম্। ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তঃ কৃশীকুর্ব্বন্তঃ মাঞ্চ মদংশভূতং জীবঞ্চ দুঃখয়ন্তঃ। আসুরনিশ্চয়ান্ অসুরাণামেব নিষ্ঠায়াং স্থিতান্নিত্যর্থঃ।।৫-৬।।

বঙ্গানুবাদ—তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—'যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামভোগরহিতাঃ শ্রদ্ধয়া যজন্তে...তেষাং কা নিষ্ঠা'—এই প্রশ্নের উত্তর এখন শ্রবণ কর—'অশাস্ত্র' ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে। 'ঘোরং'—প্রাণিগণের ভয়ঙ্কর 'তপস্তপ্যন্তে'—তপস্যাদির অনুষ্ঠান করে;করে ইহা উপলক্ষণ—জপযাগাদিও অশাস্ত্রীয় করে। কামাচরণশূন্যত্ব ও শ্রদ্ধান্বিতত্ব স্বতঃই পাওয়া যায়। 'দম্ভাহঙ্কার-সংযুক্তাঃ'—দম্ভ ও অহঙ্কার ব্যতীত শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘিত হইতে পারে না;'কামঃ'—নিজের অজরত্ব, অমরত্ব ও রাজ্যাদির অভিলাষ; 'রাগঃ'—তপস্যায় আসক্তি; 'বলং'—হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির ন্যায় তপস্যা করিবার সামর্থ্য;সেই সকল দ্বারা 'অন্বিত'—ইহাদের সহিত যুক্ত, 'শরীরস্থং'—আরম্ভকত্বে দেহস্থিত। 'ভূতগ্রামং'—ভূত'—পৃথিব্যাদির 'গ্রাম'—সমূহ 'কর্শয়ন্তঃ'—কৃশ করে এবং আমাকে ও আমার অংশভূত জীবকেও দুঃখ প্রদান করে। 'আসুর নিশ্চয়ান্'—অসুরগণের নিষ্ঠায় স্থিত এই অর্থ।।৫-৬।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এক্ষণে বলিতেছেন যে, কামরাগাদিযুক্ত, দম্ভ ও অহঙ্কারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শাস্ত্রবিগর্হিত বা অশাস্ত্রীয় যে ঘোরতর তপস্যা করে, তাহারা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ব্যক্তি হইতে পৃথক্, অতিশয় মন্দভাগ্য।

শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"শাস্ত্রবিধি অবগত না হইয়াও কোন প্রাচীন পুণ্যসংস্কারানুযায়ী উত্তম ব্যক্তিগণ সাত্ত্বিকই হন্; মধ্যমেরা রাজস হন্, আর অধমেরা কিন্তু তামসই হন্। আর যাহারা পুনরায় অত্যন্ত মন্দভাগ্য— তাহারা গতানুগতিক অনুসারে এবং পাষণ্ডগণের সঙ্গের ফলে তাহাদের আচারের অনুবর্ত্তন করে এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ লোক-ভয়ঙ্কর ঘোরতর তপস্যা করে। এই প্রকার তপস্যায় বৃথা উপবাসাদি, স্বদেহ-মাংসের দ্বারা হোম, নররক্ত দানে দেবতার উপাসনা প্রভৃতি ভূতোদ্বেগকর কার্য্য করিয়া এবং নানাবিধ ভাবে মদাজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক অন্তর্য্যামী আমাকে ক্লেশ প্রদানই করিয়া থাকে। ইহাদ্গিকে 'আসুর নিশ্চয়' অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রূর স্বভাব অসুর বলিয়াই জানিবে।"

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়—

"কঃ ক্ষেমো নিজপরয়োঃ কিয়ান্ বার্থঃ স্বপরদ্রুহা ধর্ম্মেন।
স্বদ্রোহাৎ তব কোপঃ পরসংপীড়য়া চ তথাঽধর্ম্মঃ।। ৬।১৬।৪২

এস্থলে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাহারও কিছু কৃচ্ছ্র সাধন বা উৎকট ক্লেশসহনরূপ তপস্যা দেখিলেই, তাহাতে শ্রদ্ধা করা উচিত নহে। প্রথমেই বিচার করিতে হইবে যে, উহা শাস্ত্রবিধি সঙ্গত অর্থাৎ বেদবিহিত? অথবা শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বেদ বিরুদ্ধ? যদি বেদবিরুদ্ধ হয়, তবে উহা কখনই আদরের বিষয় নহে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কাহারও দুর্ভাগ্যক্রমে একবার পাষণ্ড-সঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে তাহার অধোগতি সুনিশ্চয়।।৫-৬।।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু।।৭।।

অন্বয়—সর্ব্বস্য (সকলের) আহারঃ তু অপি (আহারও) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) প্রিয়ঃ ভবতি (প্রীতিকর হয়); তথা (সেই প্রকার) যজ্ঞঃ

(যজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) দানং (দান) [ত্রিবিধ হয়] তেষাং (সেই সকলের) ইমম্ (এই) ভেদম্ (ভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর)।।৭।।

অনুবাদ—সকল মানবের আহারও তিন প্রকার প্রীতিকর হইয়া থাকে, তদ্রূপ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ত্রিবিধ প্রীতিকর; তাহাদের এই ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ কর।।৭।।

বিশ্বনাথ—তদেবং যে শাস্ত্রবিধিত্যাগিনঃ কামচারেণ বর্ত্তন্তে পূর্ব্বাধ্যায়োক্তাঃ, যে চাস্মিন্নধ্যায়ে আসুরশাস্ত্রবিধিনা যক্ষরক্ষপ্রেতাদীন্ যজন্তে, যে চ অশাস্ত্রীয়ং তপ-আদিকং কুর্ব্বন্তি, তে সর্ব্বে আসুরসর্গমধ্যগতা এব ভবন্তি ইতি প্রকরণার্থঃ। তথাপ্যাহারাদীনাং বক্ষ্যমাণানাং ত্রৈবিধ্যাৎ তদ্বতাং যথাযোগং দৈবমাসুরঞ্চ সর্গং স্বয়মের বিবিচ্য জানীহি ইত্যাহ—আহারস্ত্বিত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ।।৭।।

বঙ্গানুবাদ—এইরূপ পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত 'যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী' এবং এই অধ্যায়ে—'আসুর শাস্ত্র-বিধি অনুসারে যক্ষ-রক্ষ-প্রেতাদির পূজা করে' এবং যাহারা অশাস্ত্রীয় তপস্যাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা সকলে আসুরসর্গ মধ্যেই প্রবিষ্ট হয় ইহাই প্রকরণের অর্থ। তথাপি বক্ষ্যমান (যাহা বলা হইতেছে) আহারাদির ত্রিবিধত্ব হেতু তাহাদিগের যথাযোগ দৈব ও আসুর সর্গ নিজেই বিবেচনা করিয়া জান, তাই বলিতেছেন—'আহারস্ত্ব' ইত্যাদি তেরটী শ্লোকে।।৭।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ শ্রদ্ধার বিষয় বর্ণন করিয়া আহার ও যজ্ঞাদির বিষয়ও ত্রিবিধ ভেদ বর্ণন করিতেছেন। যিনি যেরূপ গুণ বিশিষ্ট, তাহার সেইরূপ আহার্য্যেই রুচি এবং সেইরূপ যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদিতেও রুচি দেখা যায়।

আধুনিক অনেকে মনে করেন যে, আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। আবার অনেকে মনে করেন—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং' অর্থাৎ শরীর রক্ষাই সকল ধর্ম্ম সাধনের মূল। এ স্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, যাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিষয়ভোগই একমাত্র মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন, তাহারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির লোভে সকল প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে চায়, এমন কি, শ্বা-দন্তের ব্যবহারের জন্য অমেধ্য-ভক্ষণেই

অধিক তৃপ্তি বোধ করে। কিন্তু যাঁহারা ভাগ্যক্রমে জানিতে পারিয়াছেন যে, বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তিই জীবকে মায়াবদ্ধ করিয়াছে এবং মায়াবদ্ধতার ফলে জীব জন্মজন্মান্তর নানাবিধ দুঃখাদি ভোগ করিতেছে এবং এই যাবতীয় ক্লেশের নিবৃত্তির জন্য মায়াবন্ধ হইতে পার এবং তন্নিমিত্ত বিষয়-ভোগস্পৃহা-বৰ্জ্জন প্রয়োজন; তাঁহারা মানবজীবনেই ধৰ্ম্মসাধনের দ্বারা এই ভোগস্পৃহা দূর করিবার যত্ন করেন। মায়ার ত্রিগুণকে অতিক্রম করিতে হইলে, ক্রমিক-পন্থা-অনুসারে রজোগুণের দ্বারা তমোগুণ, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ এবং নির্গুণতার দ্বারা মায়িক সত্ত্বগুণকেও ধ্বংস করা প্রয়োজন। সকল সাধু ও শাস্ত্রে মনোনিগ্রহকেই ধৰ্ম্মসাধনের মূল বলিয়াছেন। দেহের সঙ্গে মনের নিকট সম্বন্ধ থাকায়,যে সকল খাদ্য গ্রহণে দেহের পুষ্টির সঙ্গে মনেরও বৃত্তির ভেদ প্রকাশ করে,সে স্থলে আহাৰ্য্য-বিষয় বিচার করিয়াই ধৰ্ম্মসাধকের গ্রহণ করা কৰ্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ সেইজন্যই ত্রিবিধগুণ-প্রকাশক আহার্য্যের কথা বর্ণন করিতেছেন। যাহারা সত্ত্বগুণান্বিত বা সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিতে চায়—তাহাদের কখনই রাজস বা তামস আহারে রুচি না হইয়া, সাত্ত্বিক আহারেই স্বাভাবিক রুচি দেখা যায়।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যও এই শ্লোকের টীকায় আহার বিষয়ে দুইটী শ্রুতির প্রমাণ দিয়াছেন,—"অন্নময়ং হি সৌম্য-মনঃ", "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ"। ইহা হইতে বুঝা যায় যে শ্রুতিও আমাদ্গিকে আহার শুদ্ধিতে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও আহাৰ্য্য সম্বন্ধে পাওয়া যায়,—

"পথ্যং পূতমনায়স্তমাহাৰ্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি।।" (১১।২৫।২৮)

অর্থাৎ হিতকর, শুদ্ধ,অনায়াস প্রাপ্ত ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি সাত্ত্বিক,কটু,অম্ল, লবণাদি যে সকল বস্তু ভোগকালে ইন্দ্রিয়-সুখকর, তাহা রাজসিকএবং দৈন্যকর ও অশুদ্ধ ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি তামস আর আমাতে নিবেদিত বস্তুই নির্গুণ। এস্থলে চ-কার দ্বারা শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ও শ্রীধরস্বামিপাদ উভয়েই ভগবন্নিবেদিত বস্তুকেই নির্গুণ বলিয়াছেন। যাহারা এই সকল শাস্ত্রবিধি-

উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে যদৃচ্ছ ভোজন করে, তাহাদ্গিকে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিধি বলে অসুর-প্রকৃতির আশ্রিত বলিয়াই জানিবে।।৭।।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।।৮।।

অন্বয়—আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, রোগরাহিত্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক) রস্যাঃ (রসযুক্ত) স্নিগ্ধাঃ (স্নিগ্ধ) স্থিরাঃ (স্থিরগুণযুক্ত) হৃদ্যাঃ (মনোরম) আহারাঃ (আহার সকল) সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ (সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়)।।৮।।

অনুবাদ—আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, রোগশূন্যতা, সুখ ও প্রীতিবৃদ্ধিকারী, রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থায়ী, হৃদয়গ্রাহী, আহার সকল সাত্ত্বিক প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের প্রিয়।।৮।।

বিশ্বনাথ—আয়ুরিতি— সাত্ত্বিকাহারবতাম্ আয়ুর্বর্দ্ধতে ইতি প্রসিদ্ধিঃ, সত্ত্বমুৎসাহঃ, রস্যা ইতি কেবল গুড়াদীনাং রস্যত্বেঽপি রূক্ষত্বম্, অত আহ—স্নিগ্ধা ইতি; দুগ্ধফেনাদীনাং রস্যত্বস্নিগ্ধত্বেঽপি অস্থৈর্য্যম্, অত আহ—স্থিরা ইতি; পনসফলাদীনাং রস্যত্বস্নিগ্ধত্বস্থিরত্বেঽপি হৃদুদরাদ্যহিতত্বম্, অত আহ—হৃদ্যা হৃদুদর-হিতা ইতি; তেন স-গব্যশর্করা শালিগোধূমান্নাদয়ঃ এব রস্যত্বাদিচতুষ্টয় গুণবত্ত্বাৎ সাত্ত্বিকলোকপ্রিয়া জ্ঞেয়াঃ, তেষাং প্রিয়ত্বে সত্যেব সাত্ত্বিকত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, গুণচতুষ্টয়বত্ত্বেঽপি অপাবিত্র্যে সতি সাত্ত্বিকপ্রিয়তা-দর্শনাৎ ত্বত্র পবিত্রা ইত্যপি বিশেষণং দেয়ং, তামসপ্রিয়েষু 'অমেধ্য' পদ-দর্শনাৎ।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—'আয়ুঃ' ইত্যাদি। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে,সাত্ত্বিক দ্রব্য আহারে আয়ুঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 'সত্ত্বম্'—উৎসাহ, 'রস্যা'—কেবল গুড়াদি রসবান্ হইলেও রুক্ষ, অতএব বলিলেন—'স্নিগ্ধাঃ'—দুগ্ধ ফেনাদিই রস্য ও স্নিগ্ধ হইলেও অস্থির,তাই বলিলেন—স্থিরঃ; পনস (কাঁঠাল) ফলাদি রস্য, স্নিগ্ধ ও স্থির হইলেও হৃদয় ও উদরের অপকারক, তাই বলিলেন—'হৃদ্যা'—হৃদয় ও উদরের হিতকর; সেই জন্য গব্য ও শর্করা সহিত শালি গোধূম অন্নাদিই রস্যত্ব প্রভৃতি চারিটী গুণযুক্ত বলিয়া সাত্ত্বিক লোকগণের প্রিয় বলিয়া জানিতে হইবে। তাঁহাদের প্রিয় হওয়ায় ঐ

দ্রব্যগুলিও সাত্ত্বিক জানিবে। আরও উক্ত চারিটী গুণযুক্ত হইয়াও, যদি অপবিত্র হয় এই আশঙ্কায় সাত্ত্বিকগণের প্রিয়তা দৃষ্ট হওয়ায় 'পবিত্র', এই জন্য এই বিশেষণ পদও দেওয়া কর্ত্তব্য;অমেধ্য পদ তামস প্রিয়গুলির মধ্যে দর্শন হেতু এইরূপ বুঝিতে হইবে।।৮।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিক আহারের কথা এবং আহার্য্য বস্তুর তারতম্যে যে গুণেরও তারতম্য ঘটে, তাহাই এস্থলে বর্ণন করিতেছেন। সাত্ত্বিক আহারই সকল মানবের গ্রহণ করা উচিত, যেহেতু উহা আয়ুঃ প্রভৃতিরও বর্দ্ধকগুণবিশিষ্ট, সুতরাং স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তির পক্ষেও সাত্ত্বিক আহারই প্রশস্ত এবং উহা পবিত্রতাসাধক বলিয়া ধর্ম্মসাধক মাত্রেরই প্রয়োজন। পবিত্র আহারের দ্বারা দেহ মন পবিত্র হইলে সকল বিষয়ই মঙ্গল। দুগ্ধ সেবনে মনের যে প্রকার অবস্থা ঘটে এবং মদ্যপানে যে প্রকার পরিবর্ত্তনতা লক্ষ্য হয়, তাহাতে আহার্য্য মাত্রই দেহ ও মনের উপর কার্য্য করে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। কেবল সঙ্গদোষ, কুশিক্ষা ও জন্মগত পাপাদি হইতেই লোক সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিতে বিরত থাকে।।৮।।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।।৯।।

অন্বয়—কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ বিদাহিনঃ (অতিশয় কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ,রুক্ষ ও বিদাহী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও রোগজনক) আহারাঃ (আহার সকল) রাজসস্য (রাজস-প্রকৃতি-ব্যক্তির) ইষ্টাঃ (প্রিয়)।।৯।।

অনুবাদ—অতিশয় কটু, অতিশয় অম্ল, অত্যন্ত লবণ, অতিশয় উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত রুক্ষ ও অতিশয় বিদাহী, দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ আহার সকল রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।।৯।।

বিশ্বনাথ—'অতি'-শব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে। অতিকটুর্নিম্বাদিঃ; 'অত্যম্ললবণোষ্ণঃ' প্রসিদ্ধ এব; 'অতিতীক্ষ্ণো' মূলিকাবিষাদিঃ মরীচ্যাদ্যা বা; 'অতিরূক্ষো' হিঙ্গুকো দ্রবাদিঃ; 'বিদাহী' দাহকরঃ ভৃষ্টচণকাদিঃ,—এতে দুঃখাদিপ্রদাঃ। তত্র দুঃখং তাৎকালিকো রসনাকণ্ঠাদিসন্তাপঃ শোকঃ

পশ্চাদ্ভাবিদৌর্মনস্যম্ আময়ো রোগঃ।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—'অতি' শব্দটী কটু প্রভৃতি সাতটী শব্দের সহিত সম্পর্কিত। অতি কটু-নিম্বাদি, 'অত্যম্ললবণোষ্ণঃ'—অত্যম্ল, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ,—'অতিতীক্ষ্ণঃ'—মূলা, বিষাদি অথবা মরিচ প্রভৃতি; 'অতিরুক্ষ'— হিং প্রভৃতি; 'বিদাহী'—দাহকর ভৃষ্টচণকাদি, এই গুলি দুঃখ প্রভৃতি প্রদান করে। তন্মধ্যে দুঃখ—তাৎকালিক রসনাকণ্ঠ প্রভৃতির সন্তাপ, শোক— পশ্চাদ্ ভাবি দুশ্চিন্তা, আময়—রোগ।।৯।।

অনুবর্ষিণী—রাজসিক লোকগণের প্রিয় আহার্য্যের দ্বারা আপাততঃ সাময়িক রসনা ও কণ্ঠাদির জ্বালারূপ দুঃখ এবং পরে দুশ্চিন্তাদি লাভ ফলে মনের অত্যন্ত অহিত বা অশান্তি ঘটিয়া থাকে এবং নানা প্রকার রোগাদি সৃষ্টি করিয়াও দৈহিক কষ্ট প্রদান করে। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল খাদ্যসর্ব্বদাই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে রুচি উৎপাদন করে বলিয়া সাত্ত্বিকলোকেরা উহা কখনও গ্রহণ করেন না।।৯।।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।।১০।।

অন্বয়—যাতযামং (এক প্রহরপূর্ব্বে পক্ক শীতল দ্রব্য) গতরসং (নীরস) পূতি (দুর্গন্ধ যুক্ত) পর্য্যুষিতং চ (বাসী) উচ্ছিষ্টং (উচ্ছিষ্ট) অপি চ অমেধ্যং (এবং অমেধ্য দ্রব্য) যৎ (যে) ভোজনং (আহার) [তাহা] তামসপ্রিয়ং (তামস ব্যক্তিগণের প্রিয়)।।১০।।

অনুবাদ—এক প্রহর পূর্ব্বে পক্ক হওয়ার ফলে অতিশয় ঠাণ্ডা, রসহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী, গুরুবর্গব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট, এবং মদ্যমাংসাদি অমেধ্যদ্রব্য-সকলের যে ভোজন, তাহা তামস প্রকৃতি-লোকের প্রিয়।।১০।।

বিশ্বনাথ—যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পক্কস্যোদনাদেস্তৎ যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ; গতরসং ত্যক্তস্বাভাবিকরসং নিষ্পীড়িতরসং পক্কাম্রত্বগষ্ট্যাদিকং বা, পূতি দুর্গন্ধম, পর্য্যুষিতং দিনান্তরং পক্কম্, উচ্ছিষ্টং গুর্ব্বাদিভ্যোঽন্যেষাং ভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যং অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি। ততশ্চৈবং পর্য্যালোচ্য স্বহিতৈষিভিঃ সাত্ত্বিকাহার এব সেব্য ইতি ভাবঃ। বৈষ্ণবৈস্তু

সোঽপি ভগবদনিবেদিতস্ত্যাজ্য এব, ভগবন্নিবেদিতমন্নাদিকন্তু নির্গুণভক্তলোকপ্রিয়মিতি শ্রীভাগবতাজ্‌জ্ঞেয়ম্।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—'যাত যামং'—যে সকল পাককরা অন্নাদির প্রহরকাল অতীত হইয়াছে অর্থাৎ যাহা শীতল হইয়া গিয়াছে; 'গতরসং'—যাহাদের স্বাভাবিকরস পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহাদের রস নিষ্পীড়িত হইয়াছে বা পক্ক আম্রের ত্বক্ ও অষ্টি প্রভৃতি, 'পূতি'—দুর্গন্ধ, 'পর্য্যুষিতং'—পূর্ব্বদিনে পাককরা, 'উচ্ছিষ্টং'—গুরুবর্গ ব্যতীত অন্যের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন; 'অমেধ্যং'—অভক্ষ্য কলঞ্জ অর্থাৎ তাম্রকূট প্রভৃতি। অতঃপর এইরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া নিজ হিতকমিগণ সাত্ত্বিক আহারই সেবন করিবেন, এই ভাব। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহাও ভগবানে অনিবেদিত হইলে ত্যাগই করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায় যে, ভগবানে নিবেদিত অন্নাদি কিন্তু নির্গুণ ভক্তলোকের প্রিয়।।১০।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান্ শ্লোকে শ্রীভগবান্ তামসপ্রিয় লোকদিগের আহার্য্যের কথা বর্ণন করিতেছেন। তামস আহার গ্রহণে পূর্ব্বোক্ত রাজস আহার গ্রহণের ন্যায় ইহলোকে দুঃখ, শোক ও রোগাদি প্রদত্ত বটেই, এমন কি, সত্ত্বগুণের সর্ব্বতোভাবে হ্রাস করিয়া থাকে। ঐ তামস আহারের মধ্যে অমেধ্য অর্থাৎ মদ্য, মাংস, তাম্রকূটাদি সেবন একটী প্রধান বিষয়। ঐ সকল অমেধ্য বা অপবিত্র আহারকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা কোন ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব নহে।

অনেকে মনে করেন যে, দেব-পূজাদিতে যে সকল মদ্য বা পশু ব্যবহার হয়, তাহা গ্রহণে কোন দোষ নাই। একথাও বলা সঙ্গত নহে, কারণ যজ্ঞাদিতে যে পশু-বধ বা সুরা গ্রহণের বিধি দেখা যায়, তাহাও কেবল অত্যন্ত তামস প্রকৃতির ও প্রবৃত্তিমার্গীয় লোকদিগকে নিবৃত্তির পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সাময়িক ব্যবস্থা কৌশলমাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।।"—১১।৫।১১

এস্থলেও কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত স্বাভাবিক রুচিকেই সংযত করা উদ্দেশ্য,

কিন্তু' প্রেরণা উদ্দিষ্ট হয় নাই। ইহাও পাওয়া যায়,—

"যদ্‌ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্ততা পশোরালভনং ন হিংসা।" (ভাঃ—১। ৫।১৩)

এস্থলে, শাস্ত্রে মদ্যের ঘ্রাণরূপ ভক্ষণই বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই এবং যজ্ঞে পশুর আলভনই বিহিত, হিংসা নহে।

সুতরাং যাঁহারা সত্ত্ব গুণ-বৃদ্ধিপূর্ব্বক ধর্ম্মযাজনের ফলে সংসার হইতে উদ্ধার লাভের আশা করেন, তাঁহাদের অমেধ্য ভক্ষণ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করাই বিধি। অনেকে মনে করেন, মাংস ভক্ষণে দোষ থাকিলেও মৎস্য ভক্ষণে সেরূপ দোষ বলা যায় না। কিন্তু মনুসংহিতায় পাওয়া যায়,—

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।।'

অর্থাৎ যে যাহার মাংস ভোজন করে,সে তন্মাংসখাদক বলিয়াই কথিত হয়; কিন্তু মৎস্যভোজী সর্ব্বমাংসভোজী; (যেহেতু মৎস্য গরু-শুকরাদি যাবতীয় প্রাণীমাংসই ভোজন করে সুতরাং এক মৎস্য ভোজনে সর্ব্ব মাংসই ভুক্ত হয়) অতএব মৎস্য ভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।।"—(১১।৫।১৪)

ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত, সাধুত্বাভিমানী যে সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে, পরলোকে নিহত পশুগণ তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে ইহাও পাওয়া যায়,—"মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।"

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সাত্ত্বিক আহার গ্রহণে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু উহাও সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাপ নহে। কারণ শাক-সব্জি, বৃক্ষলতারও জীবন আছে। নিরামিষ আহারে ঐসকল জীবন-নাশরূপ হিংসা করিতে হয়, কাজেই নিরামিষ আহারেও হিংসাজনিত পাপ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়

না। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ যে শ্রীভগবৎ প্রসাদ গ্রহণ করেন, উহা নির্গুণ ও সর্ব্বতোভাবে পাপরহিত। এ সম্বন্ধে শ্রীগীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সুতরাং শুদ্ধ ভক্তগণের বিচারে ভগবৎপ্রিয় দ্রব্য ভক্তি-সহকারে শ্রীভগবানে নিবেদিত হইলে,সেই নিবেদিত বস্তুই প্রসাদরূপে গ্রহণযোগ্য। আর শ্রীভগবানে অনিবেদিত বস্তুমাত্রই অমেধ্য বলিয়া বিচারিত হয়। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণ বলেন,—"অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্ বিষ্ণোরনিবেদনং।"

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীপাদ্ প্রভৃতি টীকাকারগণও 'অমেধ্য' শব্দে 'অযজ্ঞার্থ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং যজ্ঞ শব্দে শ্রীবিষ্ণুকেই লক্ষ্য করে—"যজ্ঞঃ বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ।" সুতরাং শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদনের অযোগ্য বস্তুমাত্রই যে অমেধ্য, ইহাতে কোন প্রতিবাদ নাই।।১০।।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ।।১১।।

অন্বয়—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলকামনারহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক) যষ্টব্যং এব (যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্যই) ইতি (এইরূপে) মনঃ (মনকে) সমাধায় (নিশ্চয় করিয়া) বিধিদিষ্টঃ (শাস্ত্রবিহিত) যঃ (যে) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ (তাহা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক)।।১১।।

অনুবাদ—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত পুরুষ, অবশ্য যজনীয়—এইরূপ বিচারে মনকে নিশ্চয় করিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহা সাত্ত্বিক।।১১।।

বিশ্বনাথ—অথ যজ্ঞস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি। ফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্যে কথং যজ্ঞে প্রভৃত্তিরত আহ—যষ্টব্যমেবেতি। স্বানুষ্ঠেয়ত্বেন শাস্ত্রোক্তত্বাদবশ্যকর্ত্তব্যমেতদিতি মনঃ সমাধায়।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা বলিতেছেন—'অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ' ইত্যাদি। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কি প্রকারে যজ্ঞে প্রবৃত্তি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যষ্টব্যম্' ইত্যাদি। নিজের অনুষ্ঠেয় ও শাস্ত্র কথিত বলিয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য এইরূপে মনকে সমাহিত

করিয়া।।১১।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমানে যজ্ঞের ভেদ বলিতেছেন। ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য, কেবল বেদোক্ত বলিয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে মনকে একাগ্র করতঃ যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ।।১১।।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।।১২।।

অন্বয়—ভরতশ্রেষ্ঠ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) ফলং তু (কিন্তু ফলকে) অভিসন্ধায় (উদ্দেশ করিয়া) দম্ভার্থম অপি এব চ (এবং দম্ভ প্রকাশের জন্যই) যৎ (যে যজ্ঞ) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) তং যজ্ঞং (সেই যজ্ঞকে) রাজসম্ বিদ্ধি (রাজস বলিয়া জানিবে)।।১২।।

অনুবাদ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কিন্তু ফলাভিপ্রায় পূর্ব্বক এবং দম্ভ প্রকাশের জন্যই যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই যজ্ঞকে রাজসিক বলিয়া জানিবে।।১২।।

অনুবর্ষিণী—স্বর্গাদি কামনাপর হইয়া অথবা নিজ মহিমা খ্যাপনের নিমিত্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক যজ্ঞ।।১২।।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।।১৩।।

অন্বয়—বিধিহীনং (শাস্ত্রবিধিশূন্য) অসৃষ্টান্নং (অন্নদান রহিত) মন্ত্রহীনং (মন্ত্ররহিত) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণাশূন্য) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাহীন) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসম্ (তামসিক বলিয়া) পরিচক্ষতে (পণ্ডিতগণ বলেন ।।১৩।।

অনুবাদ—শাস্ত্রবিধিশূন্য, অন্নদানরহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাশূন্য এবং শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে পণ্ডিতগণ তামসিক বলিয়া থাকেন।।১৩।।

বিশ্বনাথ—'অসৃষ্টান্নম্' অন্নদানরহিতম্।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—'অসৃষ্টান্নম্'—অন্নদানশূন্য।।১৩।।

অনুবর্ষিণী—বিধি, মন্ত্রাদিহীন, অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ তামসিক।।১৩।।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।।১৪।।

অন্বয়—দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজন) শৌচম্ (শৌচ) আর্জ্জবং (সরলতা) ব্রহ্মচর্য্যম্ (ব্রহ্মচর্য্য) অহিংসা চ (এবং অহিংসা) শারীরং তপঃ (শরীর সম্বন্ধীয় তপস্যা বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)।।১৪।।

অনুবাদ—দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—ইহারা শরীর সম্বন্ধীয় তপস্যা বলিয়া কথিত হয়।।১৪।।

বিশ্বনাথ—তপসস্ত্রৈবিধ্যং বদন্ প্রথমং সাত্ত্বিকস্য তপসস্ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবেত্যাদি ত্রিভিঃ।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—ত্রিবিধ তপস্যার কথা বলিয়া প্রথমে সাত্ত্বিক তপস্যার ত্রিবিধত্ব বলিলেন—'দেব' ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে।।১৪।।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।।১৫।।

অন্বয়—অনুদ্বেগকরং (অনুদ্বেগকারক) সত্যং (সত্য) প্রিয়হিতং চ (প্রিয় ও হিতকারক) যৎ বাক্যং (যে বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (এবং বেদপাঠের অভ্যাস) বাঙ্ময়ং (বাচিক) তপঃ (তপস্যা বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হয়)।।১৫।।

অনুবাদ—অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর যে বাক্য এবং বেদপাঠ ও অভ্যাস বাচিক তপস্যা বলিয়া কথিত হয়।।১৫।।

বিশ্বনাথ—অনুদ্বেগকরং—সম্বোধ্য ভিন্নানামপ্যনুদ্বেজকম্।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—অনুদ্বেগকর—সম্বোধন করিয়া অন্য লোকেরও উদ্বেগ রহিত।।১৫।।

মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে।।১৬।।

অন্বয়—মনঃ প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং (সরলতা) মৌনং (মৌন) আত্মবিনিগ্রহঃ (চিত্ত সংযম) ভাবসংশুদ্ধিঃ (ব্যবহারে নিষ্কপটতা) ইতি এতৎ (এই সকল) মানসম্ (মানসিক) তপঃ (তপস্যা) [নামে] উচ্যতে (কথিত হয়)।।

অনুবাদ—চিত্তের প্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, মনঃ সংযম ও নিষ্কপট ব্যবহার—এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলা হয়।।১৬।।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।।১৭।।

অন্বয়—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলকামনারহিত) যুক্তৈঃ নরৈঃ (একাগ্রচিত্ত মনুষ্যকর্ত্তৃক) পরয়া শ্রদ্ধয়া (পরমশ্রদ্ধাসহকারে) তপ্তং (কৃত হইলে) তৎ (সেই) ত্রিবিধং (শারীর- বাঙ্ময়-মানস এই ত্রিবিধ) তপঃ (তপস্যাকে) (ধীরাঃ—পণ্ডিতগণ) সাত্তিকং পরিচক্ষতে (সাত্ত্বিক বলেন) ।।১৭।।

অনুবাদ—ফলকামনারহিত, একাগ্রচিত্ত পুরুষগণকর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত উক্ত ত্রিবিধ তপস্যাকে পণ্ডিতগণ সাত্ত্বিক বলিয়া থাকেন।।১৭।।

বিশ্বনাথ—ত্রিবিধম্ উক্তলক্ষণং কায়িকবাচিকমানসম্।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ—'ত্রিবিধম্'—কথিত লক্ষণযুক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক।।১৭।।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।।১৮।।

অন্বয়—সৎকারমানপূজার্থং (সৎকার-মান ও পূজার জন্য) দম্ভেন চ এব (ও দম্ভেরই সহিত) যৎ তপঃ (যে তপস্যা) ক্রিয়তে (কৃত হয়) তৎ (তাহা) ইহ (এই লোকে) চলম্ (অনিত্য) অধ্রুবম্ (অনিশ্চিত) রাজসম্ (রাজসিক বলিয়া) প্রোক্তং (কথিত হয়)।।১৮।।

অনুবাদ—সৎকার, মান ও পূজা লাভের জন্য দম্ভের সহিত যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ইহলোকে অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজস তপ বলিয়া কথিত হয়।।১৮।।

বিশ্বনাথ—'সৎকারঃ' সাধুরয়মিত্যন্যৈঃ কর্ত্তব্যা বাক্ পূজা; 'মানঃ' প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিভিরন্যৈঃ কর্ত্তব্যা দৈহিকী পূজা;'পূজা' অন্যৈর্দীয়মানৈর্ধনাদিভির্ভাবিনী যা মানসী পূজা। তদর্থং দম্ভেন চ যৎ ক্রিয়তে তদ্রাজসং তপঃ;'চলং' কিঞ্চিৎকালিকম্ 'অধ্রুবম্' অনিয়তসৎকারাদিফলকম্।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ—'সৎকারঃ'—'ইনি সাধু' ইত্যাদি অন্য কর্ত্তৃক কর্ত্তব্য বাক্ পূজা বা বাক্যদ্বারা সম্মান;'মানঃ'—প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনাদিদ্বারা অন্যের কর্ত্তব্য দৈহিক পূজা, 'পূজা'—অন্যকর্ত্তৃক ধানাদি প্রদানে ভাবী মানস পূজা। সেই জন্য এবং অহঙ্কারপূর্ব্বক যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস তপস্যা; 'চলম্'—অল্পকালস্থায়ী, 'অধ্রুবম্'—অনিয়ত সৎকারাদি ফলপ্রদ।।১৮।।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্।।১৯।।

অন্বয়—মূঢ়গ্রাহেণ (মূঢ়োচিত আগ্রহের দ্বারা), আত্মনঃ পীড়য়া (নিজের পীড়ন দ্বারা) বা পরস্য (পরের) উৎসাদনার্থং (বিনাশের নিমিত্ত) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (সম্পাদিত হয়) তৎ (তাহাকে) তামসম্ (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (বলা হয়)।।১৯।।

অনুবাদ—অবিবেক জনিত দুরাগ্রহ হেতু নিজের দেহ-মনকে পীড়ন করিয়া অথবা অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামসিক তপস্যা বলে।।১৯।।

বিশ্বনাথ—'মূঢ়গ্রাহেণ'—মৌঢ্যগ্রহণেন; 'পরস্যোৎসাদনার্থং'—বিনাশার্থম।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ—'মূঢ়গ্রাহেণ'—মূঢ়তাগ্রহণ দ্বারা, 'পরস্যোৎসাদনার্থং'—বিনাশের জন্য।।১৯।।

অনুবর্ষিণী—এস্থলে শ্রীভগবান্ শারীর, বাঙ্ময় ও মানস ভেদে ত্রিবিধ তপস্যার কথা বর্ণন করিয়া, উহাও সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার বলিয়াছেন।।১৯।।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।২০।।

অন্বয়—অনুপকারিণে (প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ ব্যক্তিকে) দেশে (তীর্থাদি স্থানে) কালে চ (পুণ্যকালে) পাত্রে চ (এবং যোগ্য পাত্রে) দাতব্যং (দান করা কর্ত্তব্য) ইতি (এইরূপ নিশ্চয় করিয়া) যৎ দানং (যে দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দানকে) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক)

স্মৃতং (বলিয়া কথিত হয়)।।২০।।

অনুবাদ—প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ ব্যক্তিকে, তীর্থ স্থানে, শুভকালে, বিদ্যাদি গুণযুক্ত পাত্রকে, দান করা কর্ত্তব্য—এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক যে দান করা হয়, সেই দানকে সাত্ত্বিক বলা হয়।।২০।।

বিশ্বনাথ—দাতব্যমিত্যেবং নিশ্চয়েন, ন তু ফলাভিসন্ধিনা যদ্দানম্ ।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—'দাতব্যম্—ইহা নিশ্চয়, ফলাভিসন্ধিতে যে দান, তাহা নহে।।২০।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমানে ত্রিবিধ দানের বিষয় বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি কোন উপকার করেন নাই বা করিবার সামর্থ্য নাই এবম্বিধ ব্যক্তিকে কর্ত্তব্য বোধে, কোন প্রকার আশা না রাখিয়া যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক। তাহাও আবার দেশ, কাল ও পাত্র বিচার করিয়াই করা উচিত।।২০।।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্।।২১।।

অন্বয়—যৎ তু (যাহা কিন্তু) প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারের আশায়) বা (অথবা) ফলম্ উদ্দিশ্য (ফল লাভের উদ্দেশ্যে) পুনঃ চ পরিক্লিষ্টং (পশ্চাৎ তাপ সহকারে) দীয়তে (প্রদত্ত হয়) তদ্দানং (সেই দান) রাজসং (রাজস বলিয়া) স্মৃতম্ (কথিত)।।২১।।

অনুবাদ—কিন্তু প্রত্যুপকারের আশায় বা স্বর্গাদি লাভের উদ্দেশ্যে পশ্চাৎ তাপসহকারে যাহা প্রদত্ত হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত ।।২১।।

বিশ্বনাথ—পরিক্লিষ্টং কথমেতাবদ্ব্যয়িতমিতি পশ্চাত্তাপযুক্তম্; যদ্বা, দিৎসায়া অভাবেঽপি গুর্ব্বাদ্যাজ্ঞানুরোধবশাদেব দত্তম্ 'পরিক্লিষ্টম্' অকল্যাণদ্রব্যকর্ম্মকং বা।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—'পরিক্লিষ্টং'—'কেন এত ব্যয় হইল'—পরবর্ত্তিকালে এই তাপযুক্ত;অথবা দানের ইচ্ছার অভাবেও গুরু প্রভৃতির আজ্ঞা বা অনুরোধে যে দান অথবা 'পরিক্লিষ্টং—অকল্যাণকর দ্রব্য-কর্ম্মযুক্ত।।২১।।

অনুবর্ষিণী—প্রত্যুপকার রূপ দৃষ্ট ফলের আশায় বা অদৃষ্ট ফল স্বর্গাদি কামনার উদ্দেশ্যে, পশ্চাৎ ব্যয়াধিক্যবশতঃ তাপক্ত হইয়া বা গুরুজনের বাক্যানুরোধে যে দান তাহা রাজসিক।।২১।।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্।।২২।।

অন্বয়—অদেশকালে (অস্থানে ও অকালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (এবং অযোগ্য পাত্রে) অসৎকৃতং (সৎকার রহিত ভাবে) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞা সহকারে) যৎ দানম্ (যে দান) তৎ (তাহা) তামসং (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (অভিহিত হয়)।।২২।।

অনুবাদ—অস্থানে বা অকালে ও অযোগ্য পাত্রে সৎকারহীন ভাবে ও অবজ্ঞার সহিত যে দান তাহা তামসিক বলিয়া অভিহিত।।২২।।

বিশ্বনাথ—অসৎকারোঽবজ্ঞায়াঃ ফলম্।।২২।।

বঙ্গানুবাদ—'অসৎকারঃ'—অবজ্ঞার ফল।।২২।।

অনুবর্ষিণী—অশুচি স্থানে, অশুচি কালে, অপাত্রে অর্থাৎ নর্ত্তক, বেশ্যা ও অভাবশূন্য লোকদিগকে যে দান, তাহা তামসিক। আবার সৎপাত্রেও যদি অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত দান করা হয়, তাহা হইলে তাহাও তামসিক।।২২।।

ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।।২৩।।
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়া।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্।।২৪।।

অন্বয়—ওঁ তৎ সৎ ইতি (ওঁ তৎসৎ এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) নির্দ্দেশঃ (নির্দ্দেশক নাম) স্মৃতঃ (কথিত আছে), তেন (তদ্দ্বারা) পুরা (পূর্ব্বকালে) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) বেদাঃ চ (ও বেদসমূহ) যজ্ঞাঃ চ (এবং যজ্ঞসকল) বিহিতাঃ (বিহিত হইয়াছে)।।২৩।।

তস্মাৎ (অতএব) (ওঁ ইতি—ওঁ এই নাম) উদাহৃত্য (উচ্চারণ পূর্ব্বক) ব্রহ্মবাদিনাম্ (ব্রহ্মবাদিগণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞ-দান-তপ-ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কর্ম্মাদি) সততং (সর্ব্বদা) প্রবর্ত্তন্তে (প্রবর্ত্তিত

হয়)।।২৪।।

অনুবাদ—'ওঁ তৎ সৎ'—এই তিন প্রকার ব্রহ্মনির্দ্দেশক নাম শাস্ত্রে কথিত আছে। পুরাকালে সেই নাম দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসমূহ বিহিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবাদিগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপ ও ক্রিয়াসমূহ সর্ব্বদা ব্রহ্মোদ্দেশক ওঁ এই শব্দ ব্যবহার পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।।২৩-২৪।।

বিশ্বনাথ—তদেবং তপোযজ্ঞাদিনাং ত্রৈবিধ্যং সামান্যতো মনুষ্যমাত্রমধিকৃত্যোক্তম্। তত্র যে সাত্ত্বিকেষ্বপি মধ্যে ব্রহ্মবাদিনঃ, তেষান্তু ব্রহ্মনির্দ্দেশপূর্ব্বকা এব যজ্ঞাদয়ো ভবন্তীত্যাহ—ওঁ তৎ সদিত্যেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ নাম্না ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈর্দর্শিতঃ। তত্র ওমিতি—সর্ব্বশ্রুতিষু প্রসিদ্ধমেব ব্রহ্মণো নাম; জগৎকারণত্বেনাতিপ্রসিদ্ধেঃ অতন্নিরসনেন চ প্রসিদ্ধেস্তদিতি চ; "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ সদিতি চ। যস্মাৎ 'ওঁ তৎ সৎ' শব্দবাচ্যেন ব্রহ্মণৈব ব্রাহ্মণা বেদাঃ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ কৃতাঃ, তস্মাৎ ওমিতি ব্রহ্মণো নাম উদাহৃত্য উচ্চার্য্য বর্ত্তমানানাং ব্রহ্মবাদিনাং যজ্ঞাদয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে।।২৩-২৪।।

বঙ্গানুবাদ—মনুষ্য মাত্রই অধিকারী এইরূপ সামান্যভাবে তপঃ যজ্ঞাদির ত্রিবিধত্বের কথা বলিলেন। সেই সাত্ত্বিকগণেরও মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মবাদী, তাঁহাদের কিন্তু ব্রহ্মনির্দ্দেশ পূর্ব্বকই যজ্ঞাদি হইয়া থাকে,তাই বলিলেন—ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিন প্রকার ব্রহ্মের নাম দ্বারা নির্দ্দেশ, সাধুগণ স্মরণ বা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ওম্ শব্দ—সর্ব্বশ্রুতি প্রসিদ্ধই ব্রহ্মেরই নাম;জগৎকারণরূপে অতি প্রসিদ্ধ এবং অতৎ নিরসন দ্বারা প্রসিদ্ধ, 'তৎ'; 'সদিতি'—'হে সৌম্য, পূর্ব্বে একমাত্র সৎই ছিলেন' (ছাঃ—৬।২।১) এই শ্রুতি অনুসারে 'সৎ'। যেহেতু 'ওঁ তৎ সৎ' শব্দ বাচ্য ব্রহ্মদ্বারাই ব্রাহ্মণগণ বেদসমূহ, যজ্ঞসমূহ 'বিহিতাঃ'—সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য 'ওম্' এই ব্রহ্মের নাম 'উদাহৃত্য'—উচ্চারণ করিয়া বর্ত্তমান 'ব্রহ্মবাদিনাম্'—বেদবাদিগণের যজ্ঞাদি সম্পাদিত হয়।।২৩-২৪।।

অনুবর্ষিণী—যজ্ঞ, তপঃ দান প্রভৃতির ত্রিবিধত্ব বর্ণন পূর্ব্বক সাত্ত্বিকেরই শ্রেষ্ঠত্ব বা উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই সাত্ত্বিক যজ্ঞাদির

অনুষ্ঠানকারী কিন্তু 'ওঁ তৎসৎ'—এই বিষ্ণুনামোচ্চারণ মুখেই ঐ সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ওমিত্যেতদ্‌ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠ নামেতি শ্রুতেঃ।

(১) ওমিত্যেকং নাম।

(২) তত্ত্বমসীতি শ্রুতেঃ 'তদিতি' দ্বিতীয়ং নাম—(ছাঃ—৬। ৮। ৭)

(৩) সদেব-সৌম্যেতি 'সদিতি' তৃতীয়ং নাম—(ছাঃ—৬।২।১)

ওঁকার প্রসঙ্গে গীঃ—৮। ১৩ শ্লোকের অনুবর্ষিণী দ্রষ্টব্য।

গোপাল তাপনী শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং যজেত্তং ভজেদিতি ওঁ তৎ সদিতি।।"

অচ্ছিদ্রবাচনেও পাওয়া যায়,—"অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ। অস্তু তৎ সর্ব্বং অচ্ছিদ্রং কৃষ্ণকার্ষ্ণ প্রসাদতঃ"।

বৈগুণ্য প্রশমন মন্ত্রেও পাওয়া যায়,—"ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্মজানতাবাপ্যজানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ"।।

ওঁ এতৎ কর্ম্মসু যৎ কিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তৎ দোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণমহং করিষ্যে ওঁ শ্রীহরিঃ, ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ শ্রীহরিঃ"।।

এই শ্লোকের টীকায় ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"এখন তাৎপর্য্য বলিতেছি, শুন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আহার,—এই সমুদায়ই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ।

সগুণ-অবস্থায় ইহাদিগের অনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম হইলেও সগুণ ও অকিঞ্চিৎকর। যখন নির্গুণ-শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তিউদ্দেশিনী শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সকল কর্ম্ম কৃত হয়, তখনই উহারা সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ অভয় লাভের উপযোগী হয়। শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই সেই পরা-শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে। শাস্ত্রে 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনটী ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়; সেই ব্রহ্মনির্দ্দেশেরসহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সমুদায়ও বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে শ্রদ্ধা অবলম্বন করিবে, তাহা সগুণ, অব্রহ্মনির্দ্দেশক এবং কামফল দায়ক হইবে। অতএব শাস্ত্র-বিধানেই পরাশ্রদ্ধার ব্যবস্থা। তোমার শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে যে সংশয়, তাহা—কেবল অবিবেকজনিত।

এতন্নিবন্ধন ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মোদ্দেশক ওঁ-শব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক সমস্ত শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন"।।২৩-২৪।।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।।২৫।।

অন্বয়—মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক) তৎ ইতি ('তৎ' এই শব্দ) (উদাহৃত্য—উচ্চারণ করিয়া) ফলং (কর্ম্মফল) অনভিসন্ধায় (কামনা না করিয়া) বিবিধাঃ (বিবিধ প্রকার) যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, তপ কার্য্য) দানক্রিয়াঃ চ (ও দান কার্য্য) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠিত হয়)।।২৫।।

অনুবাদ—মোক্ষকামিগণ কর্ম্মের ফলাভিসন্ধান না করিয়া 'তৎ' এই ব্রহ্মোদ্দেশক নাম উচ্চারণপূর্ব্বক, বিবিধ যজ্ঞ, তপ ও দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।।২৫।।

বিশ্বনাথ—তদিতি উদাহৃত্যেতি পূর্ব্বাস্যানুষঙ্গঃ। অনভিসন্ধায় ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা।।২৫।।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্ব শ্লোকের 'তৎ এই উচ্চারণ পূর্ব্বক' শব্দের সহিত সম্পর্কিত। 'অনভিসন্ধায়'—ফলের অভিসন্ধি না করিয়া।।২৫।।

অনুবর্ষিণী—'ইদম্' অর্থে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ আর 'তৎ' শব্দে এই জগদতিরিক্ত ব্রহ্ম বস্তু উদ্দিষ্ট হয়। যজ্ঞাদি কার্য্যে জড়ীয় কোন অভিসন্ধি না রাখিয়া,উহা পরতত্ত্ব-লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়াই কর্ত্তব্য।।২৫।।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।।২৬।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ) সদ্ভাবে (ব্রহ্মত্বে) সাধুভাবে চ (ও ব্রহ্মবাদিত্বে) সৎ ইতি এতৎ ('সৎ' এই শব্দ) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়) তথা (তদ্রূপ) প্রশস্তে (মাঙ্গলিক) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) সৎ-শব্দঃ (সৎ শব্দ) যুজ্যতে (প্রয়োগ হয়)।।২৬।।

অনুবাদ—হে পার্থ! সদ্ভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ' এই শব্দ প্রয়োগ হয়; তদ্রূপ মাঙ্গলিক কর্ম্মে ব্রহ্মবাচক 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।।২৬।।

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মবাচকঃ সচ্ছব্দঃ প্রশস্তেষ্বপি বর্ত্ততে, তস্মাৎ প্রশস্তমাত্রে কর্ম্মণি প্রাকৃতেঽপ্রাকৃতেঽপি সচ্ছব্দঃ প্রযোক্তব্যঃ ইত্যাশয়েনাহ—সদ্ভাবে

ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে ব্রহ্মত্বে সাধুভাবে ব্রহ্মবাদিত্বে প্রযুজ্যতে সংগচ্ছতে ইত্যর্থঃ।।২৬।।

বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মবাচক সৎ শব্দ প্রশস্ত বা মাঙ্গলিক কার্য্যেও ব্যবহৃত হয়; সেই হেতু প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত মাঙ্গলিক কর্ম্মে সৎ শব্দ প্রযোজ্য, তাই বলিতেছেন—'সদ্ভাবে' ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে। 'সদ্ভাবে'—ব্রহ্মত্বে, সাধুভাবে—ব্রহ্মবাদিত্বে 'প্রযুজ্যতে'— সঙ্গত হয়, এই অর্থ।।২৬।।

অনুবর্ষিণী—'ওঁ'-কার যেমন পরতত্ত্ব ব্রহ্মের নাম প্রকাশ করে, 'তৎ' শব্দে তাঁহারই প্রপঞ্চাতীতত্ব বুঝায়; 'সৎ' শব্দ সেইরূপ তাঁহারই নিত্যবিদ্যমানতা ও সর্ব্ব-কারণ-কারণত্ব জানাইয়া থাকে। তিনিই একমাত্র 'সৎ' বস্তু। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"সদেব সৌম্য ইদমগ্র-আসীৎ"। সেই 'সৎ'-এর ভাব যাঁহাতে তিনিই সাধু। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—'সতাং প্রসঙ্গাৎ' ৩।২৫।২৫) শ্লোকে সাধুতেও 'সৎ'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জাগতিক মাঙ্গলিক কার্য্যসমূহকেও সাধারণতঃ 'সৎ' কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হয়। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-স্মৃতি-সংরক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের রচিত সৎক্রিয়াসার-দীপিকা গ্রন্থে তদ্বাক্যার্থে পাওয়া যায়,—

'একনিষ্ঠ গোবিন্দ-ভক্তগণের সদসদ্বিচার-পরায়ণতা-নিবন্ধন সকল কর্ম্মে শ্রীভগবদ্ধর্ম্মে উপদিষ্ট **'সদ্'-গ্রহণ** ও অপর সমস্তেরই বর্জ্জন বিধেয়।

(সৎশব্দ-বিচার)—এই প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দুইটী শ্লোকে 'সৎ'-শব্দের অর্থ উপদেশ করিয়াছেন, যথা শ্রীভগবদ্গীতায় (১৭। ২৬। ২৭)—'হে পার্থ! সদ্‌ভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ'—এই শব্দ প্রযুক্ত হয়। তদ্রূপ প্রশস্ত কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।'

(ক) **সদ্ভাবে**—সৎ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের দ্বারা ভাব বা জন্ম যাঁহার, তাদৃশ শ্রীগোবিন্দভক্ত দেবতা ও গায়ত্রীপূত ব্রাহ্মণে এবং সৎ বা বিশুদ্ধ ভাব অর্থাৎ আবির্ভাব বা স্বরূপ-প্রকাশ যাঁহার বা যাঁহা হইতে, সেই শ্রীবিরাট্ ও দ্বিবিধ নারায়ণাবতারে; এই প্রকারে সরসত্ব-নিবন্ধন সৎ-এ ভাব যাঁহার—পরমপদাখ্য বৈকুণ্ঠধাম সৎ, তাহাতে নিত্যবিরাজমানরূপে

আবির্ভাব যাঁহার, সেই শ্রীনারায়ণ-সংজ্ঞক বাসুদেবে; আরও, সৎ বা অতিবিশুদ্ধ সত্ত্বময়তাহেতু ভাব অর্থাৎ নিজ-অণিমাদি বিবিধ সুখবৈভব, নাম, গুণ, কর্ম্ম, লীলা প্রভৃতির সহিত স্বেচ্ছাময় প্রাকট্য যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণে ও তদীয়ধাম শ্রীবৃন্দাবনে; আরও সৎ বা কার্ষ্ণাদির—পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার-বশতঃ পিতা-মাতার নিকট প্রাপ্ত ভৌতিক দেহলাভরূপ শৌক্রজন্ম হইতে ভিন্নভাব অর্থাৎ শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রোপদেশ ও সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রাদি শিক্ষাপ্রভাবে অতি আশ্চর্য্য পুনর্জ্জন্ম যাঁহা হইতে, সেই শ্রীগুরুদেবে; (খ) **সাধুভাব**—সাধুগণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠ অনন্যভক্তগণের ভাব অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট স্বভাব—মনের অতিশয় নির্ম্মলতা—যাঁহা হইতে, সেই শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্র-গুণ-কর্ম্ম-লীলাদি, তদ্রূপ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোপপুরাণ-আগম-সিদ্ধান্ত-পঞ্চরাত্রশাস্ত্রাদি, সাধুসঙ্গাদি, শ্রবণাদি সকল ভক্তি-বিষয় ও ভক্ত্যঙ্গে; রজস্তমো গুণরহিত কেবল শুদ্ধসত্ত্ব-পরসত্ত্ব-বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বস্তুর নিত্যত্ব ও সত্যত্বহেতু উক্ত সকল বিষয়ে, শ্রীভগবদাশ্রয়পর দেবতা-ব্রাহ্মণাদি ও বস্তুসকলে 'সৎ' এই পদ প্রকৃষ্টরূপে প্রযুক্ত হয়—কারণ, ঐ সকল বিষয়েই সৎ-শব্দের তাৎপর্য্য। তদ্রূপ (গ) **প্রশস্তকর্ম্মে** অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ-বহির্ম্মুখ-কর্ত্তৃ-বিরহিত পরম মঙ্গলাতিমঙ্গল সাত্ত্বিক-কর্ম্মে, যথাবিধানোক্ত যাবতীয় ভগবৎসেবাদি কার্য্যে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কার্ষ্ণ-ব্রাহ্মণাদির বিধিমত সর্ব্ববিধ সেবায়, শ্রীগোবিন্দের যাত্রা-মহোৎসব-নামকীর্ত্তন-সংকীর্ত্তনাদি সকল ব্যাপারে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণগণের সকল কর্ম্মে, হে পার্থ! সচ্ছব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হয়।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকায় পাই,—

" 'সৎ' শব্দে 'ব্রহ্ম' ও 'ব্রহ্মবাদীতেই' অর্থ সঙ্গতি হয়; তদ্রূপ তদুদ্দেশক প্রশস্ত কর্ম্মসমূহকে 'সৎ' শব্দে বুঝাইয়া থাকে।।" ২৬।।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে।।২৭।।

অন্বয়—যজ্ঞে (যজ্ঞে) তপসি (তপস্যায়) দানে চ (এবং দানে) স্থিতিঃ চ (ও যজ্ঞাদিতে যে একান্তভাবে অবস্থিতি তাহাতেও) সৎ ইতি (সৎ এই শব্দ) উচ্যতে (কথিত হয়) তদর্থীয়ং (ব্রহ্মপরিচর্য্যোপযোগী) কর্ম্ম

চ এব (ভগবন্মন্দির-মার্জ্জনাদি) সৎ ইতি এব (সৎ এই শব্দেই) **অভিধীয়তে** (অভিহিত হয়)।।২৭।।

অনুবাদ—যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে এবং তৎ-তাৎপর্য্য-নিশ্চয়পূর্ব্বক অবস্থানেও সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং ব্রহ্মপরিচর্য্যোপযোগী তন্মন্দিরমার্জ্জনাদিকেও'সৎ' শব্দে অভিহিত করা হয়।।২৭।।

বিশ্বনাথ—যজ্ঞাদৌ স্থিতিঃ যজ্ঞাদিতাৎপর্য্যেনাবস্থানমিত্যর্থঃ। তদর্থীয়ং কর্ম্ম ব্রহ্মপরিচর্য্যোপযোগি যৎ কর্ম্ম ভগবন্মন্দিরমার্জ্জনাদিকং, তদপি ।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞাদিতে 'স্থিতিঃ'—যজ্ঞাদির তাৎপর্য্যরূপে অবস্থিতি, এই অর্থ। 'তদর্থীয়ং কর্ম্ম'—ব্রহ্মের পরিচর্য্যার উপযোগী যে কর্ম্ম—ভগবানের মন্দির মার্জ্জনাদি, তাহাও।।২৭।।

অনুবর্ষিণী—যজ্ঞ, তপো, দান প্রভৃতি ক্রিয়ার তাৎপর্য্য একমাত্র ভগবৎপর হইলেই উহা 'সৎ' শব্দে অভিহিত হয়। যেমন পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, "তদর্থং' কর্ম্ম কৌন্তেয়" (গীঃ—৩।৯)। এস্থলে তাদৃশ তদর্থীয় কর্ম্ম বলিতে শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"পূজোপহার, তদ্গৃহের অঙ্গন পরিমার্জ্জন-লেপন, রঙ্গমাঙ্গলিকাদি ক্রিয়া এবং তৎসিদ্ধির নিমিত্ত অন্য যে সকল কার্য্য করা যায় যথা,—উদ্যান, ধান্যক্ষেত্র, ধনার্জ্জনাদি—এই সকল কর্ম্ম তদর্থীয়, তাহাও অত্যন্ত ব্যবধান যুক্ত হইলেও 'সৎ' শব্দে অভিহিত হয়। যেহেতু এ নামত্রয় অতিশয় প্রশস্ত, সেই হেতু সকল কর্ম্মকে সদ্গুণে পরিণত করিবার নিমিত্ত সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য—ইহাই তাৎপর্য্য।"

শ্রীশ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ-বিরচিত সৎক্রিয়াসার-দীপিকাগ্রন্থের বিচারানুসারে তদ্বাক্যার্থে পাওয়া যায়,—

"যজ্ঞ, তপঃ ও দানে স্থিতি অর্থাৎ অবিচলিত অবস্থানও **'সৎ'**-শব্দে অভিহিত হয়। **তৎ**-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ম্মও **সৎ**-শব্দে কথিত হয়' (গীঃ—১৭।২৭)।

যজ্ঞ-অর্থে (ঘ) **শ্রীবিষ্ণুযজ্ঞ**—শ্রবণাদি-ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলবন্দনাদি হইতে রাত্রিতে শয়ন পুষ্পাঞ্জলি পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের সকল

সেবাকার্য্য;(ঙ) **তপঃ** অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যাদি কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কেবল শ্রীভগবদ্ভজননিষ্ঠার অনন্য আচারের অনুষ্ঠান-কার্য্য;(চ) **দান**—অর্থে ভক্তি-শ্রদ্ধায় কায়মনোবাক্যে যথাশক্তি মহাভাগবত কার্ষ্ণগণের সর্ব্বপ্রকার সেবাকার্য; চ-কার হইতে—ব্রাহ্মণাদি সকল জীবের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ অন্নজলাদি দ্বারা যথাশক্তি সন্তোষ বিধায়ক জীব সন্তর্পণকার্য্য। অথবা যজ্ঞার্থে—বিষ্ণু, সেব্যসেবকরূপে যথাবিধানোক্ত তাঁহার ভজন-কর্ম্ম। এই সকলের আশ্রয়ে স্থিতি অর্থাৎ ইহা অবশ্যই কর্ত্তব্য, অন্য কিছু নহে—এই বিচারে সেই সকলের আচরণকারিরূপে নিষ্ঠা-পূর্ব্বক অবস্থান। 'সৎ' এই শব্দ এই সকল যজ্ঞাদি ও তৎস্থিতিতে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অপর যাগ-যজ্ঞাদি সকল কর্ম্ম 'অসৎ' বলিয়া সেই সকলে প্রযোজ্য হয় না। সেই প্রকারে (ছ) **তদর্থীয়** অর্থাৎ সেই সকল যজ্ঞতপোদানাদি নির্ব্বাহের জন্য অবলম্বিত কায়ক্লেশ, কৃষীবলাদির নিকট হইতে অবৈতনিক ভিক্ষাসেবাদি দ্বারা তদুদ্দেশ্যে দ্রব্যসংগ্রহাদি,তদুদ্দেশ্যে কূপ-বাপী-খাত-তড়াগ-দীর্ঘিকা-আরাম-পুষ্পোদ্যান বিবিধ বৃক্ষরোপণ-মন্দিরাদি—এই সকল তদর্থীয় কর্ম্ম 'সৎ' বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিতরূপে কথিত হইয়াছে—ইহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব শ্রীভগবানের নাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট অনন্য কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থ সদ্ভাবগৃহীত অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে পুনর্জন্মলাভ করিয়াছেন বলিয়া সকল কর্ম্মেই শ্রীভগবৎ-পূজামাত্রই করিবেন—অন্যদেবতাপিতৃবর্গের নহে। কারণ, শ্রীগোবিন্দপূজিত হইলে সকল দেবতা ও পিতৃগণ পূজিত হন।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানেও 'সৎ'-শব্দের তাৎপর্য্য; যেহেতু ঐ সকল ক্রিয়া তদর্থক অর্থাৎ ব্রহ্মোদ্দেশক হইলে 'সৎ'-শব্দ লাভ করে, ব্রহ্মোদ্দেশক না হইলে যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদিক্রিয়া, সমস্তই 'অসৎ'। সমস্ত জড়ীয় কর্ম্মই জীবের স্বরূপ বিরোধী, কিন্তু যে-সময়ে ঐ সকল কর্ম্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া পরাভক্তিকে উদয় করাইতে প্রতিজ্ঞা করে, তখন ঐ সকল ক্রিয়াও জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপ সিদ্ধিরূপ কৃষ্ণদাস্যের উপযোগী হয়"।।২৭।।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।।২৮।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগোনাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধার সহিত) হুতং (হোম) দত্তং (দান) তপ্তং তপঃ (অনুষ্ঠিত তপস্যা) যৎ চ (অন্যৎ) (এবং অন্যান্য যাহা) কৃতং (কৃত হয়) তৎ (তাহা) অসৎ ইতি (অসৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) (তৎ—তাহা) ন ইহ (না এই সংসারে) নো চ প্রেত্য (না পরকালে) (ফলতি—ফল প্রদান করে)।।২৮।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—হে পার্থ! অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে হোম, দান, তপস্যা এবং অন্যান্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা 'অসৎ' বলিয়া কথিত হয়। তাহা, কি ইহলোকে বা পরলোকে ফলদায়ক হয় না।।২৮।।

ইতি শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রীসংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীভগবদ্গীতা-উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগনামক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।।

বিশ্বনাথ—সৎকর্ম্ম শ্রুতং, তথা অসৎকর্ম্ম কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ—অশ্রদ্ধয়া ইতি। 'হুতং' হবনং, 'দত্তং' দানং, 'তপঃ' তপ্তম্; 'কৃতং' যদন্যচ্চাপি কর্ম্মকৃতং তৎ সর্ব্বমসদিতি হুতমপ্যহুতমেব দত্তমপ্যদত্তমেব তপোঽপ্যতপ্ত এব কৃতমপ্যকৃতমেব; যতস্তৎ ন প্রেত্য ন পরলোকে ফলতি নাপীহলোকে ফলতি।।২৮।।

উক্তেষু বিবিধেষ্বেব সাত্ত্বিকং শ্রদ্ধয়া কৃতম্।
যৎ স্যাত্তদেব মোক্ষার্হমিত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাস্বয়ং সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

বঙ্গানুবাদ—সৎ কর্ম্মের কথা শুনা হইয়াছে, আর অসৎ কর্ম্ম কি? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অশ্রদ্ধয়া' ইত্যাদি। 'হুতং'—হোম, 'দত্তং'-—দান, 'তপঃ'—তপস্যা 'তপ্তং কৃতং অন্য যাহা কিছু কর্ম্ম করা যায়, সে সমস্তই অসৎ, অর্থাৎ হোম করিলেও তাহা হোম নহে, দান করিলেও দান নহে, তপস্যা করিলেও তপঃ নহে এবং যাহা কিছু করা যায়, তাহা না করাই; যেহেতু 'তৎ ন প্রেত্য ন ইহ'—পরলোকে, কি ইহলোকে ফলদান করে না।।২৮।।

কথিত বিবিধ প্রকার কর্ম্মসকল-মধ্যে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাই মোক্ষদায়ক হয়, ইহাই এই অধ্যায়ে নিরূপিত হইল।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সপ্তদশাধ্যায়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা সাধুজনসম্মতা ভক্তা নন্দদায়িনী সারার্থবর্ষিণী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।।

অনুবর্ষিণী—যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি ক্রিয়া এমন কি, স্তুতি, প্রণামাদি ক্রিয়া যদি অশ্রদ্ধার সহিত কৃত হয়, তাহা হইলে, সেই কর্ম্মও 'অসৎ' বলিয়া নিন্দনীয় এবং তাহা করাই ব্যর্থ। সুতরাং সকল কর্ম্মই বিষ্ণুপর এবং শ্রদ্ধা-সহকারে অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—
"শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ"। (১।২।২৩)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—

"হে অর্জ্জুন, নির্গুণ-শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, সে সমুদায়ই 'অসৎ'; সেই সকল ক্রিয়া ইহাকাল ও পরকাল কোনকালেই উপকার করে না। অতএব শাস্ত্রসমুদায় নির্গুণ-শ্রদ্ধারই উপদেশ করেন, শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে নির্গুণ-শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। নির্গুণ-শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার একমাত্র বীজ"।।২৮।।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

"বদ্ধ জীবের পক্ষে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাই কর্ত্তব্যা। তাহার বদ্ধদশায় দেব, যক্ষ, ভূত-সমূহের পূজাদিময়ী সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী-ভেদে স্বভাবজা শ্রদ্ধা—তিন প্রকার। যদিও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা অপেক্ষাকৃত উত্তমা, তথাপি নৈর্গুণ্য লাভ করিবার জন্য যে শাস্ত্রীয় নির্গুণ শ্রদ্ধা, তাহাই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়া; প্রথম-ছয় অধ্যায়োক্ত কর্ম্মযোগের দ্বারা

নির্ব্বেদক্রমে নির্গুণ-শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা কষ্টসাধ্য। 'নির্গুণ-শ্রদ্ধা' আবার 'সাধুসঙ্গ'-বলে মধ্য-ছয়-অধ্যায়োক্ত-হরিকথা-বিষয়িণী হইয়া উদিতা হয়, তাহা—অত্যন্ত সুখসাধ্য। এই শেষোক্ত শ্রদ্ধা-ক্রমে 'গুরুপাদাশ্রয়' ও 'ভজন ক্রিয়া'-দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চারিটী অনর্থ দূর (নিবৃত্তি) হয়, তখন ঐ শ্রদ্ধার নাম—'নিষ্ঠা'; সেই নিষ্ঠা পক্ক হইলে 'রুচি' ক্রমে 'আসক্তি' ও 'ভাব' হইয়া অবশেষে 'প্রেম' রূপে উদিত হয়;—ইহাই জীবের 'চরম প্রয়োজন'। অতএব নির্ব্বেদাদি চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ-শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক ওমিত্যাদি-নির্দ্দিষ্ট হরিনাম করিলে সমস্ত সংসার-প্রবৃত্তি বিজিত হয়।"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় সপ্তদশ অধ্যায়ের সারার্থানুবর্ষিণী টীকা সমাপ্তা।।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন।।১।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ, (অর্জ্জুন কহিলেন) মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) হৃষীকেশ! (হে হৃষীকেশ!) কেশিনিসূদন! (হে কেশি-বিনাশিন্) সন্ন্যাসস্য (সন্ন্যাসের) ত্যাগস্য চ (ও ত্যাগের) তত্ত্বম্ (তত্ত্বকে) পৃথক্ (পৃথক্‌রূপে) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)।। ১।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশি-নিসূদন! আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।।১।।

বিশ্বনাথ—সন্ন্যাসজ্ঞানকর্ম্মাদেস্ত্রৈবিধ্যং মুক্তিনির্ণয়ঃ।
গুহ্যসারতমা ভক্তিরিত্যষ্টাদশ উচ্যতে।।

অনন্তরাধ্যায়ে "তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃ ক্রিয়াঃ। দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।।" ইত্যত্র ভগবদ্বাক্যে মোক্ষকাঙ্ক্ষিশব্দেন সন্ন্যাসিন এবোচ্যন্তে, অন্যে বা যদ্যন্যে এব, তে তর্হি "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্" ইতি ত্বদুক্তানাং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগিনাং তেষাং স ত্যাগঃ কঃ? সন্ন্যাসিনাঞ্চ কো বা সন্ন্যাসঃ? ইতি বিবেকতো জিজ্ঞাসুরাহ —সন্ন্যাসস্যেতি। পৃথগিতি যদি সন্ন্যাসত্যাগ-শব্দৌ ভিন্নার্থৌ, তদা সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথগ্বেদিতুমিচ্ছামি। যদি ত্বেকার্থৌ, তাবপি তন্মতে অন্যমতে বা তয়োরৈক্যার্থম্ অর্থাৎ একার্থত্বমিতি পৃথগ্‌বেদিতুমিচ্ছামি। হে হৃষীকেশেতি মদ্‌বুদ্ধেঃ প্রবর্ত্তকত্বাৎ ত্বমেব ইমং সন্দেহমুত্থাপয়সি। 'কেশি-নিসূদনঃ' ইতি তঞ্চ সন্দেহং ত্বমেব কেশিনমিব বিদারয়সীতি ভাবঃ। 'মহাবাহো' ইতি ত্বং মহাবাহুর্বলান্বিতোঽহং কিঞ্চিদ্বাহুবলান্বিত ইত্যেতদংশেনৈব ময়া সহ সখ্যং তব, ন তু সার্ব্বজ্ঞাদিভিরংশৈঃ, অতস্ত্বদ্দত্তকিঞ্চিৎসখ্যভাবাদেব প্রশ্নে মম নিঃশঙ্কতা ইতি ভাবঃ।।১।।

বঙ্গানুবাদ—সন্ন্যাস-জ্ঞান-কর্ম্মাদির ত্রিবিধত্ব মুক্তির নির্ণয়। অষ্টাদশাধ্যায়ে গুহ্য সারতমা যে ভক্তি এই কথা কথিত হইয়াছে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে 'মোক্ষকামিগণ কর্ম্মের ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া 'তৎ' এই নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দানকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন' (গীঃ—১৭।২৫)—এই ভগবানের বাক্যে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী-শব্দে সন্ন্যাসীই কথিত হয়, অন্যে বা যদি অন্যেই হয় অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য না করিয়া অন্যকেই লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে তবে 'আত্মবান্ হইয়া সমস্ত ফলত্যাগপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্ম আচরণ কর' (গীঃ ১২।১১) তোমার কথিত সেই সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগিগণের সে ত্যাগ কি প্রকার? সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাসই বা কি? এইরূপ বিবেকবান্ জিজ্ঞাসু অর্জ্জুন বলিলেন—'সন্ন্যাসস্য' ইত্যাদি। 'পৃথক—যদি সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই শব্দদ্বয়ের ভিন্ন অর্থ থাকে, তবে সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক পৃথক জানিতে ইচ্ছা করি। যদি উহাদের একই অর্থ হয় অর্থাৎ তোমার মতে বা অন্যের মতে তাহারা একার্থক হয় তাহা হইলেও পৃথক্‌ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। হে 'হৃষীকেশ'—তুমিই আমার বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, অতএব এই সন্দেহ তোমারই প্রেরণায় জন্মিয়াছে। 'কেশিনিসূদন'—তুমি যেরূপ কেশিকে নাশ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমার এই সন্দেহও বিনাশ কর, এই ভাব। 'মহাবাহো'—তুমি অতি বলশালী, আমি কিঞ্চিন্মাত্র বল সম্পন্ন। এই অংশে সাম্যহেতু তোমার সহিত আমার সখ্য সম্বন্ধ, কিন্তু তোমার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের সহিত নহে। এই হেতু তোমার প্রদত্ত কিঞ্চিৎ সখ্যভাবের হেতুই আমি নিঃশঙ্কিত চিত্তে তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইয়াছি।।১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় কোন কোন স্থলে 'কর্ম্ম-সন্ন্যাস' এবং কোন কোন স্থলে 'সর্ব্বকর্ম্ম-ফল-ত্যাগ' উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ-দ্বয়ের মধ্যে আপাততঃ বিবদমান বিষয়ের সামঞ্জস্য করিবার মানসে শ্রীমদর্জ্জুন 'ত্যাগ' ও 'সন্ন্যাস' শব্দদ্বয়ের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

'কেশিনিসূদন'—শ্রীভগবান্ কংস প্রেরিত কেশী নামক এক মহান্

অশ্বাকৃতি দৈত্যের সহিত যুদ্ধে, সক্রোধ-মুখব্যাদন পূর্ব্বক সমীপাগত সেই অসুরের মুখবিবরে স্বীয় বামহস্ত প্রবেশ করাইয়াছিলেন। কেশী উহা চর্ব্বণ করিতে উদ্যত হইলে উত্তপ্ত-লৌহের তাপ অনুভব করিল এবং ক্রমশঃ ঐ দুরন্ত দানব সাতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—"সমস্ত কর্ম্মের মঙ্গলময় চরম-ফল যে ভক্তি, ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে; দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নির্গুণ-ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে; তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্য্যাকার্য্য-বিবেক, সগুণ-নির্গুণ-বিচার দ্বারা ভক্তির চরম-ফলত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; পূর্ব্ব মহাজনগণ কর্ত্তৃক গীতা-শাস্ত্রের এইরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত সমস্ত উপদেশই সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল। তাহা শ্রবণ করতঃ অর্জ্জুন মহাশয় উপসংহাররূপে সংক্ষেপে ঐ সমস্ত তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিসূদন, 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ' এই দুই শব্দের তাৎপর্য্য পৃথক্‌রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।।"১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।।২।।

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, (শ্রীভগবান্ বলিলেন) বিচক্ষণাঃ (নিপুণ) কবয়ঃ (পণ্ডিত সকল) কাম্যানাং কর্ম্মণাং (কাম্যকর্ম্মসমূহের) ন্যাসং (স্বরূপতঃ ত্যাগকে) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস বলিয়া) বিদুঃ (জানেন) সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগং (সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগকে) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বলেন) ।।২।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—নিপুণ পণ্ডিতগণ কাম্যকর্ম্মসমূহের স্বরূপতঃ ত্যাগকে 'সন্ন্যাস' এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকে 'ত্যাগ' বলিয়া থাকেন।।২।।

বিশ্বনাথ—প্রথমং প্রাচ্যং মতমাশ্রিত্য সন্ন্যাসত্যাগশব্দয়োর্ভিন্ন-জাতীয়ার্থত্বমাহ—কাম্যানামিতি। "পুত্রকামো যজেত স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবং কামোপবন্ধেন বিহিতানাং কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং স্বরূপেণৈব

ত্যাগং সন্ন্যাসং বিদুঃ, ন তু নিত্যানামপি সন্ধ্যোপাস্ত্যাদীনামিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যানামপি কর্ম্মণাং ফলত্যাগমেব, ন তু স্বরূপতঃ ত্যাগং কেষামপীতি ভাবঃ। নিত্যানামপি কর্ম্মণাং ফলং "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি, "ধর্ম্মেণ পাপামপনুদতি" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ প্রতিপাদ্যয়ন্ত্যেব ইত্যতঃ ত্যাগে ফলাভি-সন্ধিরহিতং সর্ব্ব-কর্ম্মকরণম্। সন্ন্যাসে তু ফলাভিসন্ধিরহিতং নিত্য-কর্ম্মকরণম্, কাম্যকর্ম্মণাং তু স্বরূপেনৈব ত্যাগ ইতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ।।২।।

বঙ্গানুবাদ—প্রথমে প্রাচীন মত আশ্রয় করিয়া সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দদ্বয়ের ভিন্ন অর্থ বলিতেছেন—'কাম্যানাম্' ইত্যাদি। 'পুত্র কামনায় যজ্ঞ করিবে', 'স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি কামনাদ্বারা বিহিত কাম্যকর্ম্মসমূহের স্বরূপে ত্যাগই 'সন্ন্যাস' জানিবে;কিন্তু সন্ধ্যা-উপাসনাদি নিত্যকর্ম্মসমূহের ত্যাগ নহে, এই ভাব। সমস্ত কাম্য ও নিত্যকর্ম্মসমূহের ফলত্যাগই 'ত্যাগ, কিন্তু কাহারও স্বরূপতঃ ত্যাগ নাই, এই ভাব। নিত্যকর্ম্মসমূহেরও ফল—'কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়', 'ধর্ম্ম করিলে পাপের অপনোদন হয়',—এই সব শ্রুতিসকলই প্রতিপাদন করেন। অতএব ফলের অভিসন্ধিরহিত হইয়া সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানই ত্যাগ। কিন্তু সন্ন্যাস শব্দে ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া সমস্ত নিত্য-কাম্য-কর্ম্মের করণ, আর কাম্যকর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ,—এই ভেদ জানিতে হইবে।।২।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ বলিলেন যে, পণ্ডিতগণের মতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম-ত্যাগ না করিয়া, কেবল কাম্য-কর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগই 'সন্ন্যাস' এবং বিচক্ষণ বা নিপুণ মানবগণের মতে কাম্য ও নিত্য-নৈমিত্তিক সর্ব্বকর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ না করিয়া কেবল ফলত্যাগই 'ত্যাগ' শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। শাস্ত্রেও বিভিন্ন স্থানে এই উভয় প্রকার অনুশাসন আছে। কিন্তু এ স্থলে শ্রীভগবানের মত বা তদীয় ভক্ত ভাগবতগণের মত জানিতে পারিলেই প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, অধিকারিভেদে ও অবস্থাভেদে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। কামিপুরুষগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ,

কর্ম্মফলবিরক্ত ও কর্ম্ম ত্যাগিপুরুষগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং ভাগ্যক্রমে মহৎ-কৃপাবলে ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত কিন্তু বিষয়নির্ব্বেদরহিত হইলেও অত্যাসক্তি নাই, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়। এ বিষয়ে ভাঃ—১১।২০।৬-৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সাধারণতঃ প্রথমে বদ্ধজীব কর্ম্মাধিকারে থাকে, সেই অবস্থা হইতে ক্রমশঃ জ্ঞানাধিকারে আরোহণ করাইবার নিমিত্তই কর্ম্মফল-ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাসের উপদেশ। প্রথমতঃ কাম্যকর্ম্মত্যাগের অভ্যাসকরতঃ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-সমূহের ফলত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানারূঢ় হইলে তাহার কর্ম্মাধিকার বিগত হয় এবং তখন সকল কর্ম্মই ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। এমন কি, 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ' বিচারে জ্ঞানের সিদ্ধিতে জ্ঞানও সম্যক্ পরিত্যক্ত হয়। ভক্তে কিন্তু ভক্তির সিদ্ধিতে কর্ম্মী, জ্ঞানীর ন্যায় ভক্তির ত্যাগ হয় না, পরন্তু সুষ্ঠুভাবে যাজিত হইতেই থাকে। এই জন্য শ্রীভগবান্ শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" (১১।২০।৯) ও "জ্ঞান-নিষ্ঠো বিরক্তো বা" (১১।১৮।২৮) শ্রীভগবান গীতায়ও বলিয়াছেন,—"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" (৩।১৭) এবং এই অধ্যায়ে পরেও বলিবেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" (১৮।৬৬) বশিষ্ঠের বাক্যেও পাওয়া যায়,—"ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসাবিতি" অর্থাৎ যোগী কর্ম্মত্যাগ করিবে না, কর্ম্মই তাহাকে ত্যাগ করিবে। তবে যে সর্ব্বত্র সকলকে কর্ম্ম-ত্যাগের উপদেশ না দিয়া কেবল কাম্যকর্ম্ম-ত্যাগ বা অন্য সমুদয় কর্ম্মের ফল-ত্যাগ বিহিত হইয়াছে, তাহার কারণ বদ্ধজীব সাধারণতঃ কাম্যকর্ম্মাসক্ত সুতরাং তাহাদিগকে প্রথমেই কর্ম্মত্যাগ উপদেশ দিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না।

ক্রমপন্থায় ফলত্যাগ অভ্যাস হইলে চিত্তবিশুদ্ধিতে আত্মরতি প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব। এই জন্য শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেও বলিয়াছেন,—" ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ" (গীঃ—৩।২৬), এই শ্লোকের টীকায়ও শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,— "অজ্ঞ জনের পক্ষে ফলত্যাগ মাত্রই 'ত্যাগ' শব্দের অর্থ, কর্ম্মত্যাগ নহে।" এতদ্দ্বারা ইহাও জানিতে হইবে যে নির্গুণ কেবলা ভক্তিতে অধিকার হইলে কিন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—

সর্ব্বকর্ম্মই ত্যাগরূপ সন্ন্যাস করিতে হয়। এই অধ্যায়ের শেষে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিবেন যে, যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপায় অনন্য ভক্তিতে অধিকার লাভ হইলে, নিত্যকর্ম্ম অকরণে কোন পাপ বা প্রত্যবায়ের সম্ভাবনাতো নাই-ই; পরন্তু তখন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিলে মদাজ্ঞালঙ্ঘন হেতু পাপ হইয়া থাকে। এস্থলে নিত্যকর্ম্ম বলিতে কর্ম্মমার্গীয় নানা দেবোদ্দেশক সন্ধ্যা-উপাসনাদি বুঝাইতেছে, এবং নৈমিত্তিক কর্ম্ম অর্থে পিতৃ-দেবযজনাদিরূপ ধর্ম্মকৃত্য বুঝায়; উহা ত্যাগ করিয়াই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৃষ্ণৈক শরণরূপ অনন্যভক্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন। এস্থলে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-স্মৃতি সংরক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের সঙ্কলিত 'সৎক্রিয়াসার দীপিকার' পাঠে জানিতে পারি যে, অনন্যশরণ শ্রীকৃষ্ণভক্ত যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহাদের পক্ষে পিতৃ-দেবার্চ্চনাদি কর্ম্ম বেদাদি কোন শাস্ত্রে বা লোকব্যবহারে কোথাও বিহিত হয় নাই; বরং পিতৃ দেবার্চ্চনাদি অনুষ্ঠিত হইলে অনন্যশরণ ভক্তগণের সেবা-নামাপরাধ ঘটে। ঐ গ্রন্থে বহু প্রমাণের দ্বারা তিনি ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল অর্চ্চনের দ্বারা প্রসন্ন হইলে, অন্য কর্ম্ম সকলের অকরণে কৃষ্ণসেবী কৃতীর কোন প্রত্যবায় হয় না, পরন্তু ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত যাবতীয় মঙ্গল বা কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান শ্লোকের তাৎপর্য্য বিচার করিতে গিয়া তিনি 'সন্ন্যাসের' অর্থ বিচার প্রসঙ্গে উত্তর গীতার—"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কর্ম্ম ত্রিবিধমুচ্যতে। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং ন্যাসো ন্যাসী তদ্ধর্ম্মমাচরন্।।"—শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই "নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্যভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার বলিয়া কথিত হয়। কর্ম্ম সকলের ন্যাস বা বর্জ্জনকে 'সন্ন্যাস' কহে, সেই ন্যাস-ধর্ম্ম আচরণ কারী 'সন্ন্যাসী'।"

'ত্যাগ' শব্দের তাৎপর্য্য-বিচারে লিখিয়াছেন—"নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য-কর্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ-দ্বারা 'সন্ন্যাস' হয় বলিয়া কথিত এবং নিত্যাদি সকল কর্ম্মের অপরিত্যাগে সর্ব্বকর্ম্মের ফল পরিত্যক্ত হইলেই 'ত্যাগ' হয়— ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

এস্থলে ইহাও লক্ষিতব্য যে শ্রীকৃষ্ণৈকশরণব্যক্তি কি প্রকারে গোবিন্দশরণ মূলে ফলত্যাগ পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—কাম্যকর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মকে নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠান করার নামই 'সন্ন্যাস'। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য,—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগ করার নামই 'ত্যাগ' বিচক্ষণ কবি সকল সন্ন্যাস ও ত্যাগের এইরূপ পার্থক্য বলিয়াছেন।।২।।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।।৩।।

অন্বয়—একে মনীষিণঃ (সাংখ্যবাদী কোন কোন পণ্ডিত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) দোষবৎ (হিংসাদি দোষযুক্ত) ইতি (এই কারণে) ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) অপরে চ (অপর মীমাংসকগণ) যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম্মকে) ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাজ্য নহে) ইতি (ইহা) [প্রাহু—বলিয়া থাকেন]।।৩।।

অনুবাদ—সাংখ্যবাদী কোন কোন পণ্ডিত 'কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত'—এই কারণে কর্ম্মকে ত্যাজ্য বলেন। অপর মীমাংসকগণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মকে অত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।। ৩।।

বিশ্বনাথ—ত্যাগে পুনরপি মতভেদমুপক্ষিপতি— ত্যাজ্যমিতি। দোষবৎ হিংসাদিদোষবত্ত্বাৎ কর্ম্ম স্বরূপত এব ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ। পরে মীমাংসকাঃ যজ্ঞাদিকং কর্ম্মশাস্ত্রে বিহিতত্বাৎ ন ত্যাজ্যমিত্যাহুঃ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ—ত্যাগ সম্বন্ধে পুনরায় মতভেদ দেখাইতেছেন—'ত্যাজ্যং' ইত্যাদি। 'দোষবৎ'—হিংসাদি দোষযুক্ত হওয়ায় কর্ম্ম স্বরূপতই ত্যাজ্য—ইহা কেহ কেহ অর্থাৎ সাংখ্যবাদিগণের মত। অপরে অর্থাৎ মীমাংসকগণ বলেন— যজ্ঞাদি কর্ম্ম-শাস্ত্রবিহিত বলিয়া ত্যাজ্য নহে।।৩।।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।।৪।।

অন্বয়—ভরতসত্তম! (হে ভরত শ্রেষ্ঠ!) তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ

সম্বন্ধে) মে (আমার) নিশ্চয়ং (নিশ্চয় সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর)। পুরুষব্যাঘ্র! (হে পুরুষবর!) ত্যাগঃ (ত্যাগ) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) সংপ্রকীর্ত্তিতঃ (কথিত হইয়াছে)।। ৪।।

অনুবাদ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! হে পুরুষব্যাঘ্র! ত্যাগ সম্বন্ধে আমার নিশ্চয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। শাস্ত্রে ত্রিবিধ ত্যাগ উক্ত হইয়াছে।।৪।।

বিশ্বনাথ—স্বমতমাহ—নিশ্চয়মিতি। ত্রিবিধঃ—সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চেতি, অত্র ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমুৎক্রম্য "নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপ-পদ্যতে। মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" ইতি তস্য এব তামসভেদৈঃ সন্ন্যাস-শব্দপ্রয়োগাৎ ভগবন্মতে ত্যাগসন্ন্যাস-শব্দয়োরৈক্যার্থমেবেত্যবগম্যতে।।৪।।

বঙ্গানুবাদ—আপন মত বলিতেছেন—'নিশ্চয়ম্' ইত্যাদি। 'ত্রিবিধঃ'—সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস। এ বিষয়ে ত্যাগের ত্রিবিধত্ব অতিক্রম করিয়া—'নিত্যকর্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভবপর নহে, ভ্রমক্রমে যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগই 'তামস' ত্যাগ (৭ শ্লোক) এই বাক্যে ত্যাগশব্দেরই তামসভেদ দ্বারা সন্ন্যাস শব্দ প্রয়োগে ভগবানের মতে ত্যাগ ও সন্ন্যাস শব্দ দ্বয়ের একই অর্থ জানা যায়।।৪।।

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।।৫।।

অন্বয়—যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে) তৎ (সেই সকল) কার্যম্ এব (কর্ত্তব্য কর্ম্মই) (যেহেতু) যজ্ঞঃ, দানং তপঃ চ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) মনীষিণাম্ (মনীষিদিগের পক্ষে) পাবনানি এব (চিত্ত শুদ্ধিকরই)।।৫।।

অনুবাদ—যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নহে, তাহা করা কর্ত্তব্যই। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিকরই।।৫।।

বিশ্বনাথ—কাম্যানামপি মধ্যে ভগবন্মতে সাত্ত্বিকানি যজ্ঞদানতপাংসি ফলাকাঙ্ক্ষরহিতৈঃ কর্ত্তব্যানি ইত্যাহ—যজ্ঞাদিকং কর্ত্তব্যমেব; তত্র হেতুঃ— পাবনানীতি চিত্তশুদ্ধিকরত্বাদিত্যর্থঃ।।৫।।

বঙ্গানুবাদ—কাম্যকর্ম্মসমূহেরও মধ্যে ভগবানের মতে সাত্ত্বিক যজ্ঞ,

দান ও তপস্যা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া অনুষ্ঠেয় তাই বলিতেছেন—যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্যই, তাহার হেতু—'পাবনানি'—চিত্তশুদ্ধিকারক বলিয়া।।৫।।

অনুবর্ষিণী—কর্ম্মিগণের পক্ষে যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতি কর্ম্ম অন্যফলাভি-সন্ধি রহিত, কেবল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইলেই মঙ্গল। কিন্তু অনন্য শরণ ভক্তের পক্ষে ইহার আচরণে কিরূপ বৈশিষ্ট্যলাভ করে, তাহাও লক্ষিতব্য। এ বিষয়ে গীঃ—১৭।২৬-২৭ শ্লোকের অনুবর্ষিণী দ্রষ্টব্য। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাক্যে পাই,—

"যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতি কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নয়; মানবের সেই সকলই কর্ত্তব্য-কার্য্য;—সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায় স্বরূপেই বদ্ধ জীব তাহাদ্গিকে অনুষ্ঠান করিবে।।৫।।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।।৬।।

অন্বয়—পার্থঃ (হে পার্থ!) এতানি (এই সকল) কর্ম্মাণি অপি তু (কর্ম্মও) সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ) ফলানি চ (ও ফলাভিসন্ধি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ পূর্ব্বক) কর্ত্তব্যানি (করা কর্ত্তব্য) ইতি (ইহা) মে (আমার) নিশ্চিতং (নিশ্চিত) উত্তম্ (উত্তম) মতম্ (মত)।।৬।।

অনুবাদ—হে পার্থ! এই সকল কর্ম্মও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক করাই কর্ত্তব্য। ইহা আমার নিশ্চিত, উত্তম সিদ্ধান্ত।। ৬।।

বিশ্বনাথ—যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি, তং প্রকারং দর্শয়তি—এতান্যপীতি। সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলাভিসন্ধিঞ্চ, ফলাভিসন্ধি-কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশয়োস্ত্যাগ এব ত্যাগঃ সন্ন্যাসশ্চোচ্যতে ইতি ভাবঃ।।৬।।

বঙ্গানুবাদ—যে প্রকারে কৃতকর্ম্মসমূহ চিত্তশুদ্ধিকর হয়, তাহার প্রকার দেখাইতেছেন—'এতান্যপি' ইত্যাদি। 'সঙ্গং'—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফলাভিসন্ধি; ফলাভিসন্ধি ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশের ত্যাগই ত্যাগ এবং সন্ন্যাস বলিয়া কথিত হয়, এই ভাব।। ৬।।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।৭।।

অন্বয়—নিয়তস্য তু (কিন্তু নিত্য) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) সন্ন্যাসঃ (পরিত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্ত নহে) মোহাৎ (মোহবশতঃ) তস্য (তাহার) পরিত্যাগঃ (পরিত্যাগ) তামসঃ (তামস বলিয়া) পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিত)।। ৭।।

অনুবাদ—কিন্তু নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ যুক্তিযুক্ত নহে। মোহবশতঃ তাহার ত্যাগ হইলে উহা তামস ত্যাগ বলিয়া কথিত হয়।। ৭।।

বিশ্বনাথ—প্রক্রান্তস্য ত্রিবিধত্যাগস্য তামসং ভেদামাহ—নিয়তস্য নিত্যস্য। মোহাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্যাজ্ঞানাৎ। সন্ন্যাসী কাম্যকর্ম্মাণি আবশ্যকত্বাভাবৎ পরিত্যজতু নাম, নিত্যস্য তু কর্ম্মণস্ত্যাগো নোপপদ্যতে ইতি তু-শব্দার্থঃ; মোহাৎ অজ্ঞানৎ; তামস ইতি তামসস্ত্যাগস্য ফলম্ অজ্ঞানপ্রাপ্তিরেব, ন ত্বভীপ্সিতজ্ঞানপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। ৭।।

বঙ্গানুবাদ—আরব্ধ ত্রিবিধ ত্যাগের তামসভেদ বলিতেছেন—'নিয়তস্য' —নিত্য। 'মোহাৎ'—শাস্ত্রতাৎপর্য্যের জ্ঞানাভাব জন্য। কাম্যকর্ম্মের আবশ্যকতা নাই বলিয়া সন্ন্যাসী উহা পরিত্যাগ করুন কিন্তু নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ উচিত হয় না, ইহাই 'তু'-শব্দের অর্থ। 'মোহাৎ'—অজ্ঞানবশতঃ। তামস শব্দে তামস ত্যাগের ফল অজ্ঞান প্রাপ্তিই, কিন্তু অভিলষিত জ্ঞানের প্রাপ্তি নহে, এই ভাব।। ৭।।

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ।।৮।।

অন্বয়—(যঃ—যিনি) দুঃখম এব ইতি (মত্যা) (দুঃখজনকই ইহা মনে করিয়া) কায়ক্লেশভয়াৎ (শারীরিক কষ্টের ভয়ে) যৎ কর্ম্ম (যে নিত্য কর্ম্ম) ত্যজেৎ (ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) রাজসং ত্যাগং (রাজস ত্যাগ) কৃত্বা (করিয়া) ত্যাগফলং (ত্যাগের ফল) ন লভেৎ এব (প্রাপ্ত হনই না।।৮।।

অনুবাদ—যিনি কর্ম্মকে কেবল দুঃখজনকই—ইহা মনে করিয়া, শারীরিক কষ্টের ভয়ে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তিনি সেই 'রাজস' ত্যাগ

করিয়া, ত্যাগের ফল জ্ঞান প্রাপ্ত হন না।।৮।।

বিশ্বনাথ—দুঃখমিত্যেবেতি। যদ্যপি নিত্যকর্ম্মণামাবশ্যকমেব তৎকরণে গুণ এব, ন তু দোষ ইতি জানাম্যেব, তদপি তৈঃ শরীরং ময়া কথং বৃথা ক্লেশয়িতব্যমিতি ভাবঃ। ত্যাগফলং জ্ঞানং ন লভেত।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—'দুঃখমিত্যেব' ইত্যাদি। যদিও নিত্যকর্ম্মসমূহের আবশ্যকই, তাহাদের অনুষ্ঠানই গুণ, কিন্তু দোষ নহে— ইহা জানিই, তাহা হইলেও সেই সকল দ্বারা আমি শরীরকে বৃথা ক্লেশ দিব কেন, এই ভাব। ত্যাগ ফল যে জ্ঞান তাহা লাভ করে না।।৮।।

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।।৯।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ) ফলম্ চ এব (এবং ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্য্যম্ (কর্ত্তব্য) ইতি এব (ইহা মনে করিয়া) যৎ (যে) নিয়তং (নিত্য) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ক্রিয়তে (কৃত হয়) সঃ (সেই) ত্যাগঃ (ত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক বলিয়া) মতঃ (মনে করি)।।৯।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যবোধে যে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই ত্যাগকে আমি সাত্ত্বিক বলিয়া মনে করি।।৯।।

বিশ্বনাথ—কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যমিতি-বুদ্ধ্যা নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সাত্ত্বিক ইতি ত্যাগাত্যাগফলং জ্ঞানং লভেতৈবেতি ভাবঃ।।৯।।

বঙ্গানুবাদ—'কার্য্য' অবশ্যই করিতে হইবে, এইরূপ বুদ্ধিতে 'নিয়তং'—নিত্যকর্ম্ম সাত্ত্বিক, ত্যাগাত্যাগ ফল জ্ঞানই লাভ করেন, এই ভাব।।৯।।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ।।১০।।

অন্বয়—সত্ত্বসমাবিষ্ট (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়শূন্য) ত্যাগী (সাত্ত্বিক ত্যাগী) অকুশলং (দুঃখজনক) কর্ম্ম (কর্ম্মকে) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) কুশলে [কর্ম্মণি] (সুখদায়ক কর্ম্মে) ন

অনুষজ্জতে (অনুরক্ত হন না)।।১০।।

অনুবাদ—সত্ত্বগুণ-পরিনিষ্ঠিত, মেধাবী ও সংশয় রহিত সাত্ত্বিক ত্যাগী, অকুশল কর্ম্মে বিদ্বেষ করেন না এবং কুশল কর্ম্মে আসক্ত হন না।। ১০।।

বিশ্বনাথ—এবম্ভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টীতি। অকুশলমসুখদং শীতে প্রাতঃ স্নানাদিকং ন দ্বেষ্টি, কুশলে সুখগ্রীষ্মস্নানাদৌ।।১০।।

বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার সাত্ত্বিক ত্যাগে নিষ্ঠা-প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ বলিতেছেন—'ন দ্বেষ্টি' ইত্যাদি। 'অকুশলং'—শীতকাল অসুখকর প্রাতঃস্নানাদি কর্ম্মকে দ্বেষ করেন না। 'কুশলে'—গ্রীষ্মকালে সুখকর স্নানাদিতে।।১০।।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।।১১।।

অন্বয়—দেহভৃতা (দেহধারী জীব কর্ত্তৃক) অশেষতঃ (নিঃশেষে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসকল) ত্যক্তুং (ত্যাগ করিতে) ন শক্যং হি (সমর্থই নহে) তু (কিন্তু) যঃ (যিনি) কর্ম্মফলত্যাগী (সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগকারী) সঃ (তিনি) ত্যাগী (ত্যাগী) ইতি অভিধীয়তে (এইরূপ কথিত হন)।।১১।।

অনুবাদ—দেহধারীজীবের পক্ষে নিঃশেষে সমস্ত কর্ম্ম-পরিত্যাগ সম্ভব নহে; কিন্তু যিনি সমস্ত কর্ম্মফল-ত্যাগকারী, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী বলিয়া কথিত হন।। ১১।।

বিশ্বনাথ—ইতোঽপি শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইত্যাহ—নহীতি। ত্যক্তুং ন শক্যং ন শক্যানি; তদুক্তং—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"।।১১।।

বঙ্গানুবাদ—এই কারণেও শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, তাই বলিতেছেন— 'ন হি' ইত্যাদি। 'ত্যক্তুং ন শক্যং'—ত্যাগ করিতে পারা যায় না; যেমন কথিত হইয়াছে—'কর্ম্ম না করিয়া কেহ এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না।' (গীঃ—৩।৫)।।১১।।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ।।১২।।

অন্বয়—অত্যাগিনাং (ত্যাগে অশক্ত ব্যক্তিগণের) প্রেত্য (পরলোকে) অনিষ্টং (নরক-প্রাপ্তিরূপ) ইষ্টং (স্বর্গ-প্রাপ্তিরূপ) মিশ্রং (মনুষ্যজন্ম-প্রাপ্তি-রূপ) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) ফলম্ (ফল) ভবতি (হয়) তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (ত্যাগীদিগের) ক্বচিৎ (কদাচ) ন (তাহা হয় না)।। ১২।।

অনুবাদ—কর্ম্মফলাসক্ত ব্যক্তিগণের পরলোকে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগীদিগের কখনও কর্ম্মফল-ভোগ করিতে হয় না।।১২।।

বিশ্বনাথ—এবম্ভূতত্যাগাভাবে দোষমাহ—অনিষ্টং নরকদুঃখম্ ইষ্টং স্বর্গসুখং মিশ্রং মনুষ্যজন্মনি সুখদুঃখম্ অত্যাগিনাম্ এবম্ভূত-ত্যাগরহিতানাম্ এব ভবতি প্রেত্য পরলোকে।।১২।।

বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ ত্যাগের অভাবে দোষ বলিতেছেন—'অনিষ্টং'—নরকদুঃখ, 'ইষ্টং'—স্বর্গসুখ, 'মিশ্রং'—মনুষ্যজন্মে সুখ ও দুঃখ, 'অত্যাগিনাম্'— এতাদৃশ ত্যাগশূন্যেরই হয়, 'প্রেত্য'—পরলোকে।। ১২।।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।।১৩।।

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) সাংখ্যে (বেদান্ত শাস্ত্রে) কৃতান্তে (কর্ম্ম সমাপ্তি বিষয়ক সিদ্ধান্তে) প্রোক্তানি (কথিত) সর্ব্বকর্ম্মণাম্ (সর্ব্ব-কর্ম্মের) সিদ্ধয়ে(সিদ্ধির নিমিত্ত) এতানি (এই) পঞ্চ কারণানি (পাঁচটী কারণ) মে (আমার নিকট) নিবোধ (শ্রবণ কর)।। ১৩।।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! কর্ম্ম-পরিসমাপ্তি-প্রতিপাদক বেদান্ত-শাস্ত্রে, সকল কর্ম্ম-সিদ্ধির নিমিত্ত এই পাঁচটী কারণ উক্ত হইয়াছে, আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর।।১৩।।

বিশ্বনাথ—ননু কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মফলং কথং ন ভবেদিতি আশঙ্ক্য নিরহঙ্কারত্বে সতি কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ— পঞ্চৈতানীতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি পঞ্চকারণানি মে মম

বচনান্নিবোধ জানীহি —সম্যক্ পরমাত্মানং কথয়তীতি সংখ্যমেব সাংখ্যং বেদান্তশাস্ত্রং তস্মিন্ কীদৃশে —কৃতং কর্ম্ম তস্যান্তো নাশো যস্মাত্তস্মিন্ প্রোক্তানি।।১৩।।

বঙ্গানুবাদ—যদি বল, কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফল হইবে না কেন? ইহা আশঙ্কা করিয়া অহঙ্কারশূন্য পুরুষের কর্ম্মের লেপ নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বলিতেছেন—'পঞ্চেতি' ইত্যাদি পাঁচটী শ্লোকে। সকলকর্ম্মের সিদ্ধির—নিষ্পত্তির নিমিত্ত এই পাঁচটী কারণ আমার বচন হইতে 'নিবোধ'—জান বা বুঝিয়া লও। —সম্যকভাবে পরমাত্মার কথা বলিতেছেন—সংখ্য, সং-খ্যই সাংখ্য—বেদান্ত-শাস্ত্র। কি প্রকার তাহাতে? —যাহা হইতে কৃত অর্থাৎ কর্মের অন্ত—নাশ হয়, তাহাতে কথিত হইয়াছে।।১৩।।

অনুবর্ষিণী—দেহধারী বদ্ধজীবের পক্ষে সমুদয় কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। ইহা (গীঃ—৩।৫) শ্লোকেও পাওয়া যায়। সেই জন্য কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে কর্ম্ম-অকরণ অপেক্ষা প্রথমে অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম আচরণ করা ভাল। ক্রমশঃ আসক্তি ও ফলকামনারহিত হইয়া কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই বিহিত কর্ম্মের আচরণ শ্রেয়ঃ। (গীঃ—৬।১) শ্লোকেও পাওয়া যায়—কর্ম্ম-ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যিনি বিহিত কর্ম্মের আচরণ করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও তিনিই যোগী। সাধারণতঃ সকাম কর্ম্মিগণ কর্ম্মাচরণ করিতে গিয়া পাপের দ্বারা অনিষ্ট, পুণ্যের দ্বারা ইষ্ট ও পাপ-পুণ্য মিশ্রিত কর্ম্মের দ্বারা পরলোকে ইষ্টানিষ্ট মিশ্রফল লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মের ফল-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মলেপ বা বন্ধন লাভ করেন না। ইহা গীতা—৫।১০ শ্লোকেও পাওয়া যায়।

কর্ম্মকারীর কর্ম্মফল লাভ হয় না—ইহা কি প্রকারে সম্ভব এই আশঙ্কার উত্তরে আসক্তিহীনতা ও নিরহঙ্কারত্বই কারণ, ইহা প্রতিপাদন নিমিত্ত শ্রীভগবান্ কয়েকটী শ্লোকে বলিতেছেন।

প্রথমেই তিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশক সাংখ্য বা বেদান্ত-শাস্ত্রে উল্লিখিত

কর্ম্মসিদ্ধির পঞ্চকারণের কথা বলিতেছেন। এই সাংখ্য শাস্ত্রেই কৃত-কর্ম্মের অন্ত (নাশ) নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।।১৩।।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্।।১৪।।

অন্বয়—অধিষ্ঠানং (শরীর) তথা কর্ত্তা (চিজ্জড়-গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার) পৃথগ্বিধম্ (অনেক প্রকার) করণম্ চ (চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ চ (ও নানা প্রকার) পৃথক্ চেষ্টা (প্রাণ ও অপানাদি কার্য্যসমূহ) অত্র চ (এবং এই সকলের মধ্যে) পঞ্চমম্ (পঞ্চম স্থানীয়) দৈবম এব (অন্তর্য্যামী) ।।১৪।।

অনুবাদ—দেহ, কর্ত্তা, ইন্দ্রিয় সকল ও বিবিধ চেষ্টা এবং পঞ্চমস্থানীয় সর্ব্বপ্রেরক অন্তর্য্যামী।।১৪।।

বিশ্বনাথ—তান্যেব গণয়তি—'অধিষ্ঠানং'-শরীরং, 'কর্ত্তা' চিজ্জড়গ্রন্থির হঙ্কারঃ, 'করণং' চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারং, 'পৃথক চেষ্টা' প্রাণাপানাদীনাং পৃথগব্যাপারাঃ; দৈবং সর্ব্বপ্রেরকোঽন্তর্য্যামী চ।।১৪।।

বঙ্গানুবাদ—সেগুলির সংখ্যা বলিতেছেন—'অধিষ্ঠানং'—শরীর, 'কর্ত্তা'—চিৎ ও জড়ের গ্রন্থি অহঙ্কার, 'করণং'—চক্ষু, কর্ণাদি, 'পৃথগ্বিধম্'—অনেক প্রকার, 'পৃথক চেষ্টা'—প্রাণ ও অপানাদির পৃথক ব্যাপার সমূহ, 'দৈবং'—সকলের প্রেরক ও অন্তর্য্যামী।।১৪।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান্ শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-সিদ্ধির পাঁচটী কারণ বিস্তৃত রূপে বর্ণন করিতেছেন। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মে পাই,— "জীব যাহাতে অধিষ্ঠিত সেই অধিষ্ঠানই শরীর। কর্ত্তা—জীব। জীবের জ্ঞাতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন,—এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা" ইত্যাদি (প্রশ্ন-৪) ব্রহ্মসূত্রেও পাওয়া যায়,—"জ্ঞোঽত এব" "কর্ত্তাশাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৭,৩১) করণ—মন সহ শ্রোত্রাদি; পৃথক্‌বিধ কর্ম্ম-নিষ্পত্তিতে পৃথগ্ ব্যাপার; বিবিধ পৃথক্ চেষ্টা—প্রাণাপানাদির নানাবিধ ব্যাপার সমূহ এবং দৈব—কর্ম্ম নিষ্পাদক হেতু সমূহে সর্ব্বারাধ্য পরমব্রহ্মদৈবই পঞ্চম। কর্ম্ম নিষ্পত্তিতে অন্তর্য্যামী হরি মুখ্য হেতু। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, জীব, উপকরণ—এই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ইহা

নিশ্চয়কারিগণের কর্ম্মে, তৎফলে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ স্পৃহা বিরহিত হওয়ায় কর্ম্মসমূহ বন্ধক হয় না। যদি বল, জীবের কর্ত্তৃত্বে পরেশায়ত্বে অর্থাৎ শ্রীহরির অধীনত্বে হয়, তাহা হইলে তাহার কর্ম্মে কাষ্ঠাদিতুল্যবৎ স্বনিযোজ্যত্ব আপত্তি ঘটে। তাহা হইলে বিধি-নিষেধ শাস্ত্রসকলও ব্যর্থ হয়। নিযোজ্য হইলেও নিজ বুদ্ধির দ্বারা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত ও নিবর্ত্তিত হইতে সমর্থ দৃষ্ট হয়। তদুত্তরে কথিত হয় যে, পরেশ-প্রদত্ত দেহ-ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারা, তদাধারভূত জীব, তদাহিত শক্তিযুক্ত হইয়া, কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছা-দ্বারাই, দেহইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠিত থাকে। পরেশ কিন্তু সেই সকলের অন্তঃস্থ থাকিয়া, তাহাতে অনুমতি দাতারূপে তাহাকে প্রেরণা দিয়া থাকেন অর্থাৎ জীবের স্ববুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমত্ব আছে, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। এ বিষয়ে সূত্রকার নির্ণয় করিয়াছেন,— "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" (ব্রঃ সূঃ—২।৩।৩৯) যদি বলা যায় যে দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ বিগত বলিয়া মুক্ত জীবের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না, ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ তখনও সঙ্কল্পসিদ্ধ দিব্যগণের সত্ত্বা থাকে।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—"অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্ত্তা অর্থাৎ চিজ্জড়গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার, করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল, বহুবিধ চেষ্টা এবং দৈব অর্থাৎ জগদ্ব্যাপার-নিয়ামকের সহায়তা,—এই পাঁচটী কারণ, এই পাঁচটী কারণ ব্যতীত কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয় না।।"১৪।।

শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ।।১৫।।

অন্বয়—নরঃ (মানব) শরীরবাঙ্‌মনোভিঃ (কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা) ন্যায্যং (ধর্ম্মযুক্ত) বিপরীতং বা (অধর্ম্মযুক্ত) যৎকর্ম্ম (যে কর্ম্ম) প্রারভতে (সম্পাদন করে) এতে (এই) পঞ্চ (পাঁচটী) তস্য (তাহার) হেতবঃ (হেতু)।।১৫।।

অনুবাদ—মানব কায়মনোবাক্যের দ্বারা ধর্ম্মযুক্ত বা অধর্ম্মযুক্ত যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, এই পাঁচটী সেই কর্ম্মের কারণ।।১৫।।

বিশ্বনাথ—শরীরাদিভিরিতি শারীরং বাচিকং মানসং চেতি কর্ম্ম ত্রিবিধং তচ্চ সর্ব্বং দ্বিবিধং—ন্যায্যং ধর্ম্ম্যং, বিপরীতমন্যায্যম্ অধর্ম্ম্যং, তস্য

সর্ব্বস্যাপি কর্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ—শরীরাদিভিঃ শব্দে শারীর, বাচিক এবং মানসিক ত্রিবিধ কর্ম্ম। সে সকলও দ্বিবিধ—'ন্যায্যং'—ধর্ম্ম্য, 'বিপরীতং'—অধর্ম্ম্য, সেই সকল কর্ম্মেরই এই পাঁচটী কারণ।।১৫।।

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ।।১৬।।

অন্বয়—এবং সতি (এইরূপ হইলে) অত্র (সেই সমস্ত কর্ম্মে) যঃ (যে ব্যক্তি) কেবলম্ তু (কেবলমাত্র) আত্মানম্ (জীবকে) কর্ত্তারং (কর্ত্তা বলিয়া) পশ্যতি (বিচার করে) অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃত বুদ্ধি হেতু) সঃ (সেই) দুর্ম্মতিঃ (দুর্ম্মতি) ন পশ্যতি (সম্যক দেখিতে বা বুঝিতে পারে না।।১৬।।

অনুবাদ—এইরূপ হইলে অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানে পাঁচটী হেতু হইলে, সেস্থলে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্মাকে বা জীবকে কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, অসংস্কৃত বুদ্ধিবশতঃ সেই দুর্ম্মতি প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে না।।১৬।।

বিশ্বনাথ—ততঃ কিমত আহ—তত্র সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি পঞ্চৈব হেতবঃ, ইত্যেবং সতি কেবলং বস্তুতো নিঃসঙ্গমেবাত্মানাং জীবং যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি, সোঽকৃতবুদ্ধিত্বাৎ অসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ দুর্ম্মতির্নৈব পশ্যতি, সোঽজ্ঞানী অন্ধ এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর কী? সেই সমস্ত কর্ম্মে এই পাঁচটী হেতু থাকিলে কেবল 'কেবলং'—বস্তুত অসঙ্গ আত্মাকে—জীবকে যে কর্ত্তা বলিয়া দর্শন করে, সে 'অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ'—সংস্কাররহিত বুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া 'দুর্ম্মতি'— দুর্বুদ্ধি মানব 'ন পশ্যতি'—দর্শন করে না, সে অজ্ঞান, অন্ধই বলিয়া কথিত হয়।।১৬।।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে।।১৭।।

অন্বয়—যস্য (যাঁহার) অহংকৃতঃ ভাবঃ (অহঙ্কার-প্রসূত মনোভাব) ন (নাই) যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (কর্ম্মে লিপ্ত হয় না)

সঃ (তিনি) ইমান্ লোকান্ (এই সকল প্রাণীকে) হত্বা অপি (বধ করিয়াও) ন হন্তি (প্রকৃত বধ করেন না) ন নিবধ্যতে (অথবা কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না)।।১৭।।

অনুবাদ—যাঁহার অহংকৃতভাব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ নাই, এবং যাঁহার বুদ্ধি কর্ম্মফলে আসক্ত হয় না, তিনি এই সকল প্রাণীকে হনন করিয়াও বস্তুতঃ হনন করেন না, এবং হনন-কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না।।১৭।।

বিশ্বনাথ—কস্তর্হি সুমতিশ্চক্ষুষ্মান্? ইত্যত আহ—যস্যেতি। অহঙ্কৃতোঽহঙ্কারস্য ভাবঃ স্বভাবঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি; অতএব যস্য বুদ্ধির্নলিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু নাসজ্জতি, স হি কর্ম্মফলং ন প্রাপ্নোতীতি কিং বক্তব্যম্? স হি কর্ম্ম ভদ্রাভদ্রং কুর্ব্বন্নপি নৈব করোতীত্যাহ—হত্বাপীতি। স ইমান্ সর্ব্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি স্বদৃষ্ট্যা নৈব হন্তি, নিরভিসন্ধিত্বাদিতি ভাবঃ; অতো ন বধ্যতে কর্ম্মমূলং নপ্রাপ্নোতীতি।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে কে সুবুদ্ধি, চক্ষুষ্মান্? তদুত্তরে বলিতেছেন— 'যস্য' ইত্যাদি 'অহংকৃতঃ'—অহঙ্কারের 'ভাবঃ'—স্বভাব —কর্ত্তৃত্বে অভিনিবেশ যাঁহার নাই অতএব 'যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে'— প্রিয় ও অপ্রিয় বুদ্ধিতে কর্ম্মসমূহে আসক্ত হয় না, তিনি কর্ম্মফল প্রাপ্ত হন না, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? তিনি ভদ্র ও অভদ্র কর্ম্ম করিয়াও করেন না, তাই বলিতেছেন—'হত্বাপি' ইত্যাদি। 'স ইমান'—লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি এই সকল লোককে হত্যা করিয়াও নিজ দৃষ্টিতে হত্যা করেন না, অভিসন্ধি-রহিত বলিয়া, এই ভাব। অতএব আবদ্ধ হন না, কর্ম্মফল প্রাপ্ত হন না।।১৭।।

অনুবর্ষিণী—পরমেশ্বরাধীন স্বকর্ত্তৃত্ব জানিয়া যিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কর্ম্ম আচরণ করেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান। কোন কর্ম্মফল তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"হে অর্জ্জুন, যুদ্ধ বিষয়ে তোমার যে মোহ হইয়াছিল, তাহা কেবল

অহঙ্কারভাব হইতে উদিত হয়। উক্ত পাঁচটী কারণকেই সকল কর্ম্মের কারক বলিয়া জানিলে আর তোমার সে মোহ হইতে পারিত না। অতএব যাঁহার বুদ্ধি অহঙ্কৃত-ভাবে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোককে হনন করিয়াও কাহাকেও হনন করেন না এবং হনন-কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না"।।১৭।।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ।।১৮।।

অন্বয়—জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়) পরিজ্ঞাতা (ও জ্ঞাতা) (ইতি—এই) ত্রিবিধা (ত্রিবিধ) কর্ম্মচোদনা (কর্ম্মের বিধি) করণং (করণ) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কর্ত্তা (কর্ত্তা) ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) কর্ম্মসংগ্রহঃ (কর্ম্মাশ্রয়)।।১৮।।

অনুবাদ—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই ত্রিবিধ—কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা—এই তিনটী কর্ম্মসংগ্রহ বা কর্ম্মের আশ্রয়।।১৮।।

বিশ্বনাথ—তদেবং ভগবন্মতে উক্তলক্ষণং সাত্ত্বিকস্ত্যাগ এব সন্ন্যাসো জ্ঞানিনাং, ভক্তানান্তু কর্ম্মযোগস্য স্বরূপেণৈব ত্যাগোঽবগম্যতে যদুক্তম্ একাদশে ভগবতৈব—"আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষাণ্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।।" ইত্যস্যার্থঃ স্বামিচরণৈর্ব্যাখ্যাতো যথা—"ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি স্বধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যো মাং ভজেৎ স চ সত্তম ইতি কিমজ্ঞানতঃ নাস্তিক্যাদ্বা? ন; ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষান্ প্রত্যবায়াংশ্চ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যানবিক্ষেপকতয়া মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য" ইতি। অত্র ধর্ম্মান্ ধর্ম্মফলানি সংত্যজ্য ইতি তু ব্যাখ্যা ন ঘটতে, ন হি ধর্ম্মফলত্যাগে কশ্চিদত্র প্রত্যবায়ো ভবেদিত্যবধেয়ম্। অয়ং ভাবঃ—ভগবদ্বাক্যানাং তদ্ ব্যাখ্যাতৃণাঞ্চ জ্ঞানং হি চিত্তশুদ্ধিমবশ্যমেবাপেক্ষতে নিষ্কামকর্ম্মভিঃ চিত্ত শুদ্ধিতারতম্যে বৃত্তে এব জ্ঞানোদয়তারতম্যং ভবেন্নান্যথা। অতএব সম্যক্ জ্ঞানোদয়সিদ্ধ্যর্থং সন্ন্যাসিভিরপি নিষ্কামকর্ম্ম কর্ত্তব্যমেব; কর্ম্মভিঃ সম্যক্তয়া চিত্তশুদ্ধৌ বৃত্তায়াং তু তৈরপি কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমেব। যদুক্তং "আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।

যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।।” ইতি, “যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।।” ইতি। ভক্তিস্তু পরমা স্বতন্ত্রা মহাপ্রবলা চিত্তশুদ্ধিং নৈবাপেক্ষতে, যদুক্তং—“বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াৎ” ইত্যাদৌ “ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্ রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।” ইতি। অত্র ত্বাত্মপ্রত্যয়েন হৃদ্রোগবত্ত্বে বাধিকারিণি পরমায়া ভক্তেরপি প্রথমমেব প্রবেশঃ ততস্তত্রৈব কামাদীনামপগমশ্চ তথা “প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্। ধুনোতি শমলং কৃষ্ণ সলিলস্য যথা শরৎ।।” ইতি চেত্যতো ভক্ত্যেব যদি তাদৃশী চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ, তদা ভক্তৈঃ কথং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ—কিঞ্চ, ন কেবলং দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মনো জ্ঞানমেব জ্ঞানং তথাত্মতত্ত্বমপি জ্ঞেয়ং, তাদৃশ জ্ঞানাশ্রয় এব জ্ঞানী, কিন্ত্বেতদ্ত্রিকে কর্ম্মসম্বন্ধঃ বর্ত্ততে, তদপি সন্ন্যাসিভির্জ্ঞেয়মিত্যাহ—জ্ঞানমিতি। অত্র ‘চোদনা’-শব্দেন বিধিরুচ্যতে; যদুক্তং ভট্টৈঃ—“চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ” ইত্যুক্তং শ্লোকার্দ্ধং স্বয়মেব ব্যাচষ্টে—করণমিতি যজ্জ্ঞানং তৎ ‘করণ’ কারকং জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমিতি ব্যুৎপত্তেঃ; যজ্জ্ঞেয়ং জীবাত্মতত্ত্বং, তদেব ‘কর্ম্ম’-কারকম্; যস্তস্য পরিজ্ঞাতা স ‘কর্ত্তা’ ইতি ত্রিবিধঃ। ‘করণং ‘কর্ম্ম’ ‘কর্ত্তা’ ইতি ত্রিবিধং কারকমিত্যর্থঃ। ‘কর্ম্ম-সংগ্রহঃ’—কর্ম্মণা নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানেনৈব সংগৃহ্যত ইতি কর্ম্মচোদনা পদব্যাখ্যা। ‘জ্ঞানত্বং’, ‘জ্ঞেয়ত্বং, ‘জ্ঞাতৃত্বং চ এতদ্ত্রয়ং নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠান-মূলকমিতি ভাবঃ।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব শ্রীভগবানের মতে, জ্ঞানিগণের পক্ষে সাত্ত্বিক ত্যাগই সন্ন্যাস, আর ভক্তগণের পক্ষে স্বরূপতঃ কর্ম্মযোগের ত্যাগ বলিয়া জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে (১১।১১।৩২) ভগবান্ বলিয়াছেন,—‘আমাকর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট স্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণ দোষ সম্যাক্ রূপে বিচার করিয়া যে ব্যক্তি আমার ভজনা করে, হে উদ্ধব, তিনি সত্তম’। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন—‘মৎকর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট স্বধর্ম্মও সম্যক্ ত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজন করেন তিনি সত্তম। যদি প্রশ্ন হয় যে,

অজ্ঞানবশতঃ না নাস্তিক্য হেতু? উত্তরে বলিতেছেন—না, ধর্ম্মাচরণ-বিষয়ে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি গুণসমূহ এবং বিপক্ষে দোষসমূহ অর্থাৎ প্রত্যবায়সমূহ অবগত হইয়াও তাহা আমার ধ্যানের বিক্ষেপক জানিয়া মদীয় ভক্তি দ্বারাই সকলই সিদ্ধ হইবে এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া।' এস্থলে ধর্ম্ম অর্থাৎ 'ধর্ম্মফলসমূহ পরিত্যাগ করিয়া' এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে না, কেননা, ধর্ম্মফলত্যাগে কোনই প্রত্যবায় ঘটিতে পারে না—এইরূপ অবধারণ করিতে হইবে। ভগবদ্বাক্য এবং তদ্ব্যাখ্যাতৃগণের এইরূপ অভিপ্রায়। যেহেতু জ্ঞান নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে, নিষ্কাম-কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধির তারতম্য ঘটিয়া থাকে এবং চিত্তশুদ্ধির তারতম্যানুসারেই জ্ঞানোদয়েরও তারতম্য উপস্থিত হয়। ইহার অন্যথা নাই। অতএব সম্যক্ জ্ঞানোদয়ের জন্য সন্ন্যাসিগণেরও নিষ্কাম-কর্ম্ম সাধন একান্ত কর্ত্তব্য। কর্ম্মদ্বারা সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি সংঘটিত হইলে তাঁহাদিগের আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। যেরূপ উক্ত হইয়াছে—(গীঃ—৬।৩, ৩।১৭,) 'জ্ঞানযোগ প্রাপ্তুকাম মুনির কর্ম্ম জ্ঞানলাভের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তিনিই আবার জ্ঞানযোগারূঢ় হইলে তাঁহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ জ্ঞান পরিপাকের কারণ বলিয়া কথিত আছে'। এবং 'যিনি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকে না।' কিন্তু ভক্তি পরমা স্বতন্ত্রা মহাপ্রবলা;তাহা চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে না। যেরূপ কথিত হইয়াছে—(ভাঃ—১০।৩৩।৩৯) 'যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজবধূগণের সহিত বিষ্ণুর লীলা শ্রবণ করেন' ইত্যাদি স্থলে 'ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ কামকে অচিরেই দূরীভূত করেন।' এস্থলে আত্মপ্রত্যয় সহিত অর্থাৎ জ্ঞানতঃ কামাদি হৃদ্‌রোগযুক্ত হইলে অথবা অধিকারিগণের হৃদয়ে প্রথমে পরমা ভক্তি প্রবেশ করেন, পরে তথায় অবস্থিত কামাদির নাশ হয়। এবং (ভাঃ—২।৮।৫) 'কৃষ্ণ ভক্তগণের কর্ণবিবরদ্বারে (অর্থাৎ শ্রবণপথে হৃদয়ে) ভাবপদ্মস্বরূপ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত মলা দূর করেন, যেমন শরৎকাল সলিলের ক্লেদ দূর করে।' অতএব ভক্তিদ্বারাই যদি এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা হইলে ভক্তগণ কেন কর্মানুষ্ঠান করিবেন? এখন আলোচ্য শ্লোকের

অনুসরণ করিতেছেন—আরও দেহাদির অতিরিক্ত আত্মজ্ঞানই যে জ্ঞান কেবল তাহা নহে, তদ্রূপ আত্মতত্ত্বও জ্ঞেয় অর্থাৎ তাহাকে জানিতে হইবে। তাদৃশ জ্ঞানকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন তিনিই জ্ঞানী। কিন্তু এই তিনটীতে কর্ম্মসম্বন্ধ বর্ত্তমান, সন্ন্যাসিগণের তাহাও জানা কর্ত্তব্য তাই বলিলেন—'জ্ঞানম্' ইত্যাদি। এস্থলে 'চোদনা' শব্দের অর্থ বিধি। ভট্ট বলিয়াছেন—'চোদনা' উপদেশ ও বিধি শব্দগুলি একার্থবাচক।' নিজের শ্লোকের অর্দ্ধাংশ নিজেই ব্যাখ্যা করিতেছেন। 'করণং' ইত্যাদি। যাহা জ্ঞান তাহা করণ-কারক। যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহা জ্ঞান এই ব্যুৎপত্তি হইতে। যাহা 'জ্ঞেয়ং'—জীবাত্মতত্ত্ব, তাহাই কর্ম্ম কারক; যিনি তাহার পরিজ্ঞাতা, তিনি 'কর্ত্তা'—এই তিন প্রকার। 'করণ', 'কর্ম্ম' ও 'কর্ত্তা' এই তিন প্রকার কারক, 'কর্ম্মসংগ্রহঃ'—কর্ম্মণা—নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহা 'কর্ম্মচোদনা'-পদের ব্যাখ্যা। 'জ্ঞানত্ব' 'জ্ঞেয়ত্ব' ও 'জ্ঞাতৃত্ব' এই তিনটী নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানমূলক, এই ভাব।।১৮।।

অনুবর্ষিণী—আত্মা নির্গুণ বস্তু, আর কর্ম্মের প্রেরণা, কর্ম্মের আশ্রয় ও কর্ম্মের ফলাদি সকলই ত্রিগুণময় সুতরাং আত্মার সহিত স্বরূপতঃ উহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণৈকশরণ ভক্তগণই শুদ্ধ আত্মতত্ত্ববিৎ; তাঁহারা কৃষ্ণেচ্ছায় সমুদায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন বলিয়া, উহা কর্ম্ম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত না হইয়া ভক্তি-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন; কাজেই কর্ম্মসম্বন্ধরহিতের কর্ম্মফলের বন্ধন হইতে পারে না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যে পাই,—

"জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা,—এই তিনটীই 'কর্ম্মচোদনা'; করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা—এই তিনটীই 'কর্ম্মসংগ্রহ'। মানবকর্ত্তৃক যে কর্ম্মই কৃত হউক, তাহাতে দুইটী অবস্থা আছে অর্থাৎ চোদনা ও সংগ্রহ। কর্ম্মকৃত হইবার পূর্ব্বে যে বিধি অবলম্বিত হয়, তাহার নাম 'চোদনা'; 'চোদনা'-শব্দের অর্থ—'প্রেরণা'—। প্রেরণাই কর্ম্মের সূক্ষ্মাংশ অর্থাৎ কর্ম্মের স্থূলসত্তাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে যে বৈজ্ঞানিক সত্তা থাকে, তাহাই 'প্রেরণা'। ক্রিয়ার পূর্ব্ব অবস্থায় কর্ম্মকরণের জ্ঞান, কর্ম্মের স্বরূপগত জ্ঞেয়ত্ব ও কর্ম্মকর্ত্তার পরিজ্ঞাতৃত্ব,—এই তিন ভাগে তাহা বিভক্ত হয়। ক্রিয়াগত অবস্থার

স্থূল-আকারে কর্ম্মের 'করণত্ব', 'কর্ম্মত্ব' ও 'কর্ত্তৃত্ব'—এই তিনটী বিভাগ"।।১৮।।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি।।১৯।।

অন্বয়—গুণসংখ্যানে (গুণ-নিরূপক শাস্ত্রে) জ্ঞানং (জ্ঞান) কর্ম্ম চ (কর্ম্ম) কর্ত্তা চ (ও কর্ত্তা) গুণভেদতঃ (সাত্ত্বিকাদি গুণভেদবশতঃ) ত্রিধা এব (তিন প্রকারই) প্রোচ্যতে (কথতি হয়) তানি অপি (সেই সমস্তও) যথাবৎ (যথাযথরূপে) শৃণু (শ্রবণ কর)।।১৯।।

অনুবাদ—গুণ-নিরূপক সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা—ইহারা গুণভেদহেতু তিন প্রকারই কথিত হইয়াছে। সেই সমস্তও যথাযথরূপে শ্রবণ কর।।১৯।।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিধি সাত্ত্বিকম্।।২০।।

অন্বয়—যেন (যে জ্ঞান দ্বারা) বিভক্তেষু (পরস্পর ভিন্ন) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতে) একং (এক) ভাবং (জীবাত্মাকে) অবিভক্তং (একরূপ) অব্যয়ম্ (অব্যয়) ঈক্ষতে (দর্শন করা যায়) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক) বিদ্ধি (জানিবে)।।২০।।

অনুবাদ—যে জ্ঞান দ্বারা পরস্পর ভিন্ন, মনুষ্য-দেব তির্য্যগাদি শরীরে নানাবিধ ফলভোগের জন্য ক্রমে বর্ত্তমান এক জীবাত্মাকে অখণ্ড ও অব্যয়রূপে অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়ত্বে একরূপ উপলব্ধি করা যায়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে।।২০।।

বিশ্বনাথ—সাত্ত্বিকং জ্ঞানমাহ—সর্ব্বভূতেষ্বিতি। একং ভাবম্ একমেব জীবাত্মানং নানাবিধফলভোগার্থং ক্রমেণ সর্ব্বভূতেষু মনুষ্যদেবতির্য্যগাদিষু বর্ত্তমানমব্যয়ং নশ্বরেষ্বপি তেষ্বনশ্বরং বিভক্তেষু পরস্পরং বিভিন্নেষ্বপি অবিভক্তম্ একরূপং যেন কর্ম্মসম্বন্ধিনা জ্ঞানেনেক্ষতে, তৎ সাত্ত্বিকং জ্ঞানম্।।২০।।

বঙ্গানুবাদ—সাত্ত্বিক জ্ঞানের কথা বলিতেছেন—'সর্ব্বভূতেষু' ইত্যাদি। 'একং ভাবং'—একই জীবাত্মা নানাবিধ ফলভোগের জন্য ক্রমে

মনুষ্যদেবতাতির্য্যগাদি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। 'অব্যয়ম্'—তিনি নশ্বর বস্তুর মধ্যে থাকিয়া অনশ্বর। 'বিভক্তেষু—পরস্পর বিভিন্ন তত্ত্বসমূহেও 'অবিভক্তম্'—একরূপ, 'যেন'—যে কর্ম্মসম্বন্ধী জ্ঞানের দ্বারা 'ঈক্ষতে'—দর্শন করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।।২০।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ সেই জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার ত্রিবিধ গুণভেদ বলিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"কৈবলং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং" (১১।২৫।২৪) অর্থাৎ দেহাদিব্যতিরিক্ত কেবল আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানই সাত্ত্বিক। কর্ম্মফলে দেহাদি পৃথক হইলেও সকলের আত্মা একজাতীয় বস্তু—ইহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"এক জীবাত্মাই নানাবিধ ফলভোগের জন্য ক্রমে মনুষ্যাদি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। তিনি নশ্বর বস্তুমধ্যে থাকিয়াও অনশ্বর। অনেক জীব পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়ত্বে একরূপ,—এইরূপ জ্ঞানকে 'সাত্ত্বিক জ্ঞান' বলা যায়।।"২০।।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্।।২১।।

অন্বয়—পৃথক্ত্বেন তু (কিন্তু পৃথকরূপে) যৎ জ্ঞানং (যে জ্ঞান) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) পৃথগ্বিধান্ (পৃথক্ পৃথক্ জাতীয়) নানাভাবান্ (নানা অভিপ্রায় যুক্ত) বেত্তি (বোধ করে) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে) রাজসম্ (রাজসিক) বিদ্ধি (জানিবে)।।২১।।

অনুবাদ—কিন্তু দেবমনুষ্যাদি সর্ব্বভূতে পৃথক পৃথক্‌রূপে জীবসম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, তদ্দ্বারা সেই জীবকে পৃথক্‌জাতীয় ও নানা অভিপ্রায় যুক্ত উপলব্ধি করা যায়, সেই জ্ঞানকে রাজসিক বলিয়া জানিবে।।২১।।

বিশ্বনাথ—রাজসং জ্ঞানমাহ— সর্ব্বভূতেষু জীবাত্মনঃ পৃথক্ত্বেন যজ্জ্ঞানমিতি। দেহনাশঃ এবাত্মনো নাশ ইত্যসুরাণাং মতম্। অতএব পৃথক্‌পৃথগ্‌দেহেষু পৃথক্ পৃথগেবাত্মা ইতি তথা শাস্ত্রকারণাৎ পৃথগ্ বিধান্ নানাভাবান্ নানাভিপ্রায়ান্; আত্মা সুখদুঃখাশ্রয় ইতি, সুখদুঃখাদ্যনাশ্রয় ইতি, জড় ইতি, চেতন ইতি, ব্যাপক ইতি, অণুস্বরূপ ইতি, অনেক ইতি— ইত্যাদি কল্পান্ যেন এক ইত্যাদি বেদ তদ্‌রাজসম্।।২১।।

বঙ্গানুবাদ—রাজস জ্ঞান বলিতেছেন—সর্ব্বভূতে জীবাত্মা পৃথক বলিয়া যে জ্ঞান, দেহ নাশে আত্মার নাশ, ইহা অসুরগণের মত। অতএব ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা। আর শাস্ত্রকারণ হইতে 'পৃথগ্বিধান্ নানাভাবান্' নানা অভিপ্রায়। আত্মা সুখ ও দুঃখের আশ্রয়, সুখ দুঃখাদি আশ্রয়শূন্য; জড়, চেতন, ব্যাপক, অণুস্বরূপ, অনেক—ইত্যাদি কল্পসমূহকে যদ্বারা এক প্রভৃতি বলিয়া জানা হয় তাহা রাজস।।২১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—"রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ" (১১।২৫।২৪) অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ক বিকল্প জ্ঞান রাজস। এ সম্বন্ধে শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"সর্ব্বভূতে অর্থাৎ মনুষ্যতির্য্যগাদি যোনিতে যে সকল জীব আছেন তাঁহারা—পৃথগ্জাতীয় জীব; তাঁহাদের স্বরূপ ভাব—পৃথগ্বিধ, এইরূপ জ্ঞান—'রাজসিক' ।।২১।।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্।।২২।।

অন্বয়—যৎ তু (আর যে জ্ঞান) একস্মিন্ কার্য্যে (কোন এক স্নান-ভোজনাদি খণ্ড ব্যাপারে) কৃৎস্নবৎ (পরিপূর্ণের ন্যায়) সক্তম্ (আসক্ত) অহৈতুকম্ (ঔৎপত্তিক) অতত্ত্বার্থবৎ (তত্ত্বার্থরহিত) অল্পং চ (এবং পশ্বাদির ন্যায় ক্ষুদ্র বা হেয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়)।।২২।।

অনুবাদ—আর যে জ্ঞান কোন এক স্নানভোজনাদি দৈহিক খণ্ডকার্য্যে পরিপূর্ণের ন্যায় অভিনিবিষ্ট, শাস্ত্রাদি-রহিত ঔৎপত্তিক, তত্ত্বার্থরহিত এবং পশ্বাদির ন্যায় ক্ষুদ্র বা হেয়, তাহা তামসিক জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়।।২২।।

বিশ্বনাথ—তামসং জ্ঞানমাহ—যত্তু জ্ঞানমহৈতুকমৌৎপত্তিকমেব, অত-এবৈকস্মিন্ কার্য্যে লৌকিকে এব স্নানভোজনপানস্ত্রীসম্ভোগে তৎসাধনে চ কর্ম্মণি সক্তং, ন তু বৈদিকে কর্ম্মণি যজ্ঞদানাদৌ, অতএব অতত্ত্বার্থবৎ। অত্র তত্ত্বরূপোঽর্থঃ কোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ। অল্পং পশূনামিব যৎ ক্ষুদ্রং, তৎ তামসং জ্ঞানম্। দেহাদ্যতিরিক্তত্বেন 'তৎ'-পদার্থজ্ঞানানং—'সাত্ত্বিকম্'; নানাবাদপ্রতিপাদকং ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞানং—'রাজসম'; স্নানভোজনাদি-ব্যবহারিকজ্ঞানং—'তামসম্' ইতি সঙ্ক্ষেপঃ।।২২।।

বঙ্গানুবাদ—তামস জ্ঞান বলিতেছেন—'যত্তু'—জ্ঞান, 'অহৈতুকম্'—ঔৎপত্তিকই অতএব 'একস্মিন্—একই লৌকিক কার্য্যে—স্নান, ভোজন, পান, স্ত্রীসম্ভোগ এবং তাহার সাধন কর্ম্মে আসক্ত, কিন্তু বৈদিক কর্ম্ম যজ্ঞদানাদিতে নহে। অতএব 'অতত্ত্বার্থবৎ'—যে স্থলে কোন প্রকার তত্ত্বরূপ অর্থ নাই। 'অল্পং' পশুদিগের ন্যায় যাহা ক্ষুদ্র, তাহা তামস জ্ঞান। সংক্ষেপে দেহাদি-অতিরিক্ত বলিয়া তৎ-পদার্থের জ্ঞান সাত্ত্বিক; নানাপ্রকার বাদ প্রতিপাদক ন্যায়াদি শাস্ত্রের জ্ঞান রাজস, স্নানভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞান তামস।।২২।।

অনুবর্ষিণী—ব্যবহারিক জ্ঞানই তামস। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"প্রাকৃতং তামসঃ জ্ঞান" (১১।২৫।২৪) অর্থাৎ বালমূকাদি জ্ঞান তুল্য প্রাকৃত জ্ঞানই তামস। এ বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"স্নান, ভোজন ইত্যাদি দৈহিক ব্যাপারকে বৃহৎ কার্য্য মনে করিয়া তাহাতে যিনি আসক্ত হন, তাঁহার জ্ঞান অল্প ও তামস; যেহেতু সেই জ্ঞান অযথাভূত হইয়াও অহৈতুক অর্থাৎ 'ঔৎপত্তিক' বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাতে তত্ত্বরূপ কোন অর্থলাভ হয় না। সিদ্ধান্ত এই যে, দেহাদি অতিরিক্ত 'তৎ' পদার্থ-জ্ঞানকে 'সাত্ত্বিক'-জ্ঞান, নানা বাদ-প্রতিবাদক ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞানকে 'রাজস'-জ্ঞান এবং স্নান ও ভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞানকে 'তামস'-জ্ঞান বলে।" শ্রীভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞান কিন্তু নির্গুণই; যেমন শ্রীভাগবতে পাই,—"মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ (১১।২৫।২৪) শ্রীজীবপাদের বাক্যেও পাওয়া যায়,—'তস্মাৎ স্বতএব নির্গুণং ভগবজ্ জ্ঞানম্'—সন্দর্ভ।।২২।।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎসাত্ত্বিকমুচ্যতে।।২৩।।

অন্বয়—যৎ কর্ম্ম (যে কর্ম্ম) নিয়তং (নিত্য) অফলপ্রেপ্সুনা (ফল কামনা শূন্য জনকর্ত্তৃক) সঙ্গরহিতম্ (আসক্তি শূন্য হইয়া) অরাগদ্বেষতঃ (রাগ ও দ্বেষ রহিতভাবে) কৃতম্ (কৃত হয়) তৎ (তাহা) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)।।২৩।।

অনুবাদ—যে নিত্যকর্ম্ম ফলকামনাশূন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক আসক্তি রহিত

ভাবে ও রাগদ্বেষ শূন্য হইয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহা 'সাত্ত্বিক' কর্ম্ম বলিয়া কথিত।।২৩।।

বিশ্বনাথ—ত্রিবিধং জ্ঞানমুক্ত্বা ত্রিবিধং কর্ম্মাহ—নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতম্ অভিনিবেশশূন্যম্ অতএবারাগদ্বেষতঃ রাগদ্বেষাভ্যাং বিনৈব কৃতম্, অফলপ্রেপ্সুনা ফলাকাঙ্ক্ষারহিতেনৈব কর্ত্রা কৃতং কর্ম্ম যৎ সাত্ত্বিকম্।।২৩।।

বঙ্গানুবাদ—তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলিয়া তিন প্রকার কর্ম্মের কথা বলিতেছেন—'নিয়তং'—নিত্য বলিয়া শাস্ত্রবিহিত, 'সঙ্গরহিতম্'—অভিনিবেশ শূন্য অতএব 'অরাগদ্বেষতঃ'—রাগ ও দ্বেষ শূন্য হইয়া করা হয়, 'অফলপ্রেপ্সুনা' —কর্ত্তা ফলের আকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া যে কর্ম্ম করে, তাহা সাত্ত্বিক।।২৩।।

যত্তু কামেপ্‌সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্‌রাজসমুদাহৃতম্।।২৪।।

অন্বয়—পুনঃ (পুন) কামেপ্সুনা (ফলাভিলাষী) বা সাহঙ্কারেণ (অথবা অহঙ্কারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক) বহুলায়াসং (বহুক্লেশকর) যৎ তু কর্ম্ম (যে কর্ম্ম) ক্রিয়তে (কৃত হয়) তৎ (তাহা) রাজসম্ (রাজস বলিয়া) উদাহৃতম্ (উক্ত হয়)।।২৪।।

অনুবাদ—ফলকামী বা অহঙ্কারী ব্যক্তিকর্ত্তৃক বহুক্লেশকর যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা 'রাজস' কর্ম্ম বলিয়া কথিত।।২৪।।

বিশ্বনাথ—কামেপ্সুনাঽল্পাহঙ্কারবতা ইত্যর্থ্যঃ;সাহঙ্কারেণাত্যহঙ্কারবতা ইত্যর্থঃ।।২৪।।

বঙ্গানুবাদ—'কামেপ্সুনা'—অল্প অহঙ্কার যুক্ত, এই অর্থ;'সাহঙ্কারেণ' —অতি-অহঙ্কার সহিত, এই অর্থ।।২৪।।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে।।২৫।।

অন্বয়—অনুবন্ধং (ভাবী ক্লেশ) ক্ষয়ং (ধর্ম্মজ্ঞানাদি-অপচয়) হিংসাম্ (আত্মনাশ বা পরপীড়ন) পৌরুষম্ চ (ও নিজশক্তি) অনপেক্ষ্য (পর্য্যালোচনা না করিয়া) যৎ কর্ম্ম (যে কর্ম্ম) মোহাৎ (অজ্ঞানবশতঃ)

আরভ্যতে (আরম্ভ করা হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ।।২৫।।

অনুবাদ—ভাবী বন্ধনাদি পরিণাম, ধর্ম্মজ্ঞানাদির ক্ষয়, আত্মনাশ বা পরপীড়ন, এবং নিজ সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া, কেবল অজ্ঞানবশতঃ যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাকে তামস কর্ম্ম বলা হয় ।।২৫।।

বিশ্বনাথ—অনুকর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরম্ আয়ত্যাং ভাবিনং বন্ধং রাজদস্যুযম-দূতাভির্ব্বন্ধনং ক্ষয়ং ধর্ম্মজ্ঞানাদ্যপচয়ং হিংসা স্বস্য নাশঞ্চ অনপেক্ষ্য অপর্য্যালোচ্য পৌরুষং ব্যবহারিকপুরুষমাত্রকর্ত্তব্যং কর্ম্ম মোহাদজ্ঞানাদেব যৎ আরভ্যতে তত্তামসম্ ।।২৫।।

বঙ্গানুবাদ—'অনুবন্ধং'—'অনু'—কর্ম্ম-অনুষ্ঠানের পর আগত ভবিষ্যতে 'বন্ধ'—রাজ-দস্যু ও যমদূতাদির দ্বারা বন্ধন, 'ক্ষয়ং'—ধর্ম্মজ্ঞানাদির অপচয়, 'হিংসা'—নিজের নাশ, 'অনপেক্ষ্য'—আলোচনা না করিয়া, 'পৌরুষং'—ব্যবহারিক পুরুষ মাত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম 'মোহাৎ'—অজ্ঞানবশতঃ যাহা আরম্ভ করে তাহা তামস ।।২৫।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ কর্ম্মেরও ত্রিবিধত্ব বলিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসা-প্রায়াদি তামসম্।।" (১১।২৫।২৩)

অর্থাৎ আমাতে অর্পিত, নিষ্কাম নিত্য কর্ম্মই সাত্ত্বিক। ফলসঙ্কল্পযুক্ত কর্ম্মই রাজস এবং হিংসা বা দম্ভমাৎসর্য্যাদি মূলে কৃত কর্ম্ম তামস। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"রাগদ্বেষরহিত, সঙ্গশূন্য নিষ্কাম নিত্যকর্ম্মই 'সাত্ত্বিক' কর্ম্ম। কামনা-সহিত ও অহঙ্কার-সহিত, অতিশয় আয়াসসিদ্ধ কর্ম্মই 'রাজস' কর্ম্ম।

ভাবী ক্লেশ, ধর্ম্মজ্ঞানাদির অপচয়, হিংসা অর্থাৎ আত্মনাশ,—এই সমুদায় আলোচনা না করিয়া মোহবশতঃ কেবল ব্যবহারিক পৌরুষ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সে কর্ম্মকে 'তামস কর্ম্ম' বলা যায়।।" ২৩-২৫।।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।।২৬।।

অন্বয়—মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিশূন্য) অনহংবাদী (অহঙ্কার-শূন্য) ধৃত্যুৎ-সাহসমন্বিতঃ (ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন) সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ (কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) নির্ব্বিকারঃ (সুখ-দুঃখ রহিত) কর্ত্তা (কর্ত্তা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হয়)।।২৬।।

অনুবাদ—ফলাভিসন্ধিরহিত, অহঙ্কারশূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহসমন্বিত, ফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার কর্ত্তাই সাত্ত্বিক।।২৬।।

বিশ্বনাথ—ত্রিবিধং কর্ম্মোক্তম্; ত্রিবিধং কর্ত্তারমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ।।২৬।।

বঙ্গানুবাদ—তিন প্রকার কর্ম্মের কথা বলা হইল, তিন প্রকার কর্ত্তা বলিতেছেন—'মুক্তসঙ্গঃ'—ইত্যাদি।।২৬।।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।২৭।।

অন্বয়—রাগী (কর্ম্মাসক্ত) কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্ম্মফলকামী) লুব্ধঃ (বিষয়াসক্ত) হিংসাত্মকঃ (হিংসাপ্রিয়) অশুচিঃ (শৌচরহিত) হর্ষশোকান্বিতঃ (হর্ষশোকযুক্ত) কর্ত্তা (কর্ত্তা) রাজসঃ (রাজস নামে) পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিত) ।।২৭।।

অনুবাদ—আসক্তিযুক্ত, কর্ম্মফলকামী, বিষয়াসক্ত, হিংসাপরায়ণ, অশুচি, হর্ষ-বিষাদ-সম্পন্ন কর্ত্তাই 'রাজস' বলিয়া কথিত।।২৭।।

বিশ্বনাথ—'রাগী' কর্ম্মণ্যাসক্তঃ, 'লুব্ধো' বিষয়াসক্তঃ।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ—'রাগী'—কর্ম্মে আসক্ত, 'লুব্ধঃ'—বিষয়ে আসক্ত।।২৭।।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে।।২৮।।

অন্বয়—অযুক্তঃ (অনুচিত কার্য্যপ্রিয়) প্রাকৃতঃ (প্রকৃতি অনুযায়ী চেষ্টাযুক্ত) স্তব্ধঃ (অবিনয়ী) শঠঃ (নিজশক্তি-গোপনকারী) নৈষ্কৃতিকঃ (পরের অপমান কার্য্যে রত) অলসঃ (উদ্যমশূন্য) বিষাদী (শোকাকুল) দীর্ঘসূত্রী চ (ও দীর্ঘসূত্রী) কর্ত্তা (কর্ত্তা) তামসঃ (তামসিক বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)।।২৮।।

অনুবাদ—অনুচিত কার্য্যপ্রিয়, স্বপ্রকৃত্যনুযায়ী জড় চেষ্টাযুক্ত, অনম্র,

শঠ, পরের অপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা 'তামসিক' বলিয়া কথিত।।২৮।।

বিশ্বনাথ—অযুক্তোঽনৌচিত্যকারী প্রাকৃতঃ প্রকৃতৌ স্ব-স্বভাবে এব বর্ত্তমানঃ, যদেব স্বমনসি আয়াতি, তদেবানুতিষ্ঠতি, ন তু গুরোরপি বচঃ প্রমাণয়তীত্যর্থঃ। 'নৈষ্কৃতিকঃ' পরাপমানকর্ত্তা। তদেবং জ্ঞানিভিরুক্তলক্ষণঃ সাত্ত্বিক এব ত্যাগঃ কর্ত্তব্যঃ, সাত্ত্বিকমেব কর্ম্মনিষ্ঠং জ্ঞানমাশ্রয়ণীয়ং, সাত্ত্বিকমেব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, সাত্ত্বিকেনৈব কর্ত্রা। ভবিতব্যম্,—এষ এব সন্ন্যাসো জ্ঞানিনামিতি মে জ্ঞানং প্রকরণার্থনিষ্কর্ষঃ। ভক্তানাং তু ত্রিগুণাতীতমেব জ্ঞানং, ত্রিগুণাতীতং মে কর্ম্ম ভক্তিযোগাখ্যং, ত্রিগুণাতীতা এব কর্ত্তারঃ; যদুক্তং ভগবতৈব শ্রীমদ্ভাগবতে—"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্।।" ইতি, "লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যেত্যুদাহৃতম্" ইতি, "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ।।" ইতি। কিঞ্চ, ন কেবলমেতদ্ত্রিকমেব ভক্তিমতে গুণাতীত-মপি তু ভক্তিসম্বন্ধি সর্ব্বমেব গুণাতীতম্; যদুক্তং তত্রৈব—"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণাঃ।।" ইতি, "বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসঃ গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্।।" ইতি, "সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্।।" ইতি। তদেবং গুণাতীতানাং ভক্তানাং ভক্তিসম্বন্ধীনি জ্ঞানকর্ম্মশ্রদ্ধাদৌ স্ব-সুখাদীনি সর্ব্বাণ্যেব গুণাতীতানি। সাত্ত্বিকানাং জ্ঞানিনাং জ্ঞানসম্বন্ধীনি তানি সর্ব্বাণি সাত্ত্বিকান্যেব; রাজসানাং কর্ম্মিণাং তানি সর্ব্বাণি রাজসান্যেব; তামসানামুশৃঙ্খলানাং তানি সর্ব্বাণি তামসান্যেব ইতি শ্রীগীতাভাগবতার্থদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ম্। জ্ঞানিনামপি পুনরন্তিমদশায়াং জ্ঞানসন্ন্যাসানন্তরমুর্ব্বরিতয়া কেবলয়া ভক্ত্যৈব গুণাতীতত্বং চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উক্তম্।।২৮।।

বঙ্গানুবাদ—'অযুক্তঃ'—অনুচিত কার্য্যকারী, 'প্রাকৃতঃ'—প্রকৃতি অর্থাৎ নিজ স্বভাবে বর্ত্তমান। নিজের মনে যাহাই আসে, তাহাই করে, কিন্তু

গুরুর বচনও মানে না, এই অর্থ। 'নৈষ্কৃতিকঃ'—পরের অপমানকারী। অতএব এইরূপ জ্ঞানিগণের দ্বারা কথিত-লক্ষণ সাত্ত্বিক ত্যাগই কর্ত্তব্য, সাত্ত্বিক কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞান আশ্রয়ণীয়, সাত্ত্বিক কর্ম্মই কর্ত্তব্য। সাত্ত্বিক কর্ত্তাই হওয়া উচিত ইহাই জ্ঞানিগণের সন্ন্যাস—ইহাই আমার সম্বন্ধে জ্ঞান, প্রকরণের ইহাই অর্থসার। কিন্তু ভক্তগণের পক্ষে জ্ঞান ত্রিগুণাতীতই, ত্রিগুণাতীত আমার কর্ম্ম ভক্তিযোগাখ্য, এবং কর্ত্তাও ত্রিগুণাতীত। যেরূপ ভগবান শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—১১।২৫।২৪, ৩।২৯।১২, ১১।২৫।২৬—"কৈবল্য জ্ঞান সাত্ত্বিক, বৈকল্পিক জ্ঞান রাজস, প্রাকৃত জ্ঞান তামস এবং মন্নিষ্ঠ (ভগবন্নিষ্ঠ) জ্ঞান নির্গুণ বলিয়া খ্যাত।" "এখন নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ কথিত হইল।" "অনাসক্ত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, রাগান্ধ (আসক্তিযুক্ত) কর্ত্তা রাজস, স্মৃতিবিভ্রষ্ট কর্ত্তা তামস ও আমাতে শরণাগত কর্ত্তা নির্গুণ কর্ত্তা নামে পরিচিত।" আরও কেবল যে ভক্তিমতে এই তিনটিই গুণাতীত তাহা নহে, ভক্তি সম্বন্ধীয় সকলই গুণাতীত। যেরূপ তথায় কথিত হইয়াছে—ভাঃ—১১।২৫।২৭, ১১।২৫।২৫, ১১।২৫।২৯—"আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, কর্ম্মশ্রদ্ধা রাজস, অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাহা তামস, কিন্তু আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা তাহা নির্গুণ।" "বনে বাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, দ্যুতগৃহে (নানা কপটক্রীড়া পূর্ণ নগরে) বাস তামসিক, কিন্তু আমার নিকেতন (পূজাস্থান ও ভক্তসঙ্গ) নির্গুণ।" আত্মা হইতে উদিত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয় হইতে উদিত রাজসিক, মোহদৈন্য হইতে জাত তামসিক, আর আমার শরণ লইলে যে সুখ তাহা নির্গুণ। অতএব এইরূপ গুণাতীত ভক্তগণের ভক্তিসম্বন্ধী জ্ঞান, কর্ম্ম, শ্রদ্ধা প্রভৃতিতে নিজ সুখাদি সকলই গুণাতীত। সাত্ত্বিক জ্ঞানিগণের জ্ঞানসম্বন্ধী সমস্তই সাত্ত্বিক, রাজস কর্ম্মিগণের সকলই রাজস, তামস উচ্ছৃঙ্খলগণের সমস্তই তামস—ইহা শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবত হইতে জানা যায়। পুনরায় জ্ঞানিগণেরও অন্তিমদশায় জ্ঞানের সন্ন্যাসে উর্ব্বরিতা কেবলা ভক্তিদ্বারাই গুণাতীতত্বের কথা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।।২৮।।

অনুবর্ষিণী—সাত্ত্বিকাদি ভেদে কর্ত্তাও ত্রিবিধ। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ।।" (১১।২৫।২৬)

অর্থাৎ অনাসক্ত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, অত্যন্ত অভিনিবেশযুক্ত কর্ত্তা রাজস এবং অনুসন্ধানশূন্য কর্ত্তা তামস আর একমাত্র আমারই আশ্রয়-কর্ত্তা অর্থাৎ মদেকশরণ ভক্ত নির্গুণ।।২৬-২৮।।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়।।২৯।।

অন্বয়—ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়!) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ধৃতেঃ চ এব (ও ধৃতির) গুণতঃ (গুণত্রয়ানুসারে) ত্রিবিধং (ত্রিবিধ) ভেদং (ভেদ) পৃথক্ত্বেন (পৃথক্‌রূপে) অশেষেণ (সম্পূর্ণভাবে) প্রোচ্যমানম্ (যাহা কথিত হইতেছে তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর)।।২৯।।

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! গুণত্রয়ানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিন প্রকার ভেদ অশেষভাবে ও পৃথকরূপে কথিত হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর।।২৯।।

বিশ্বনাথ—জ্ঞানিভিঃ সর্ব্বমপি বস্তু সাত্ত্বিকমেবোপাদেয়মিতি জ্ঞাপয়িতুং বুদ্ধ্যাদীনামপি ত্রৈবিধ্যমাহ—বুদ্ধেরিতি।।২৯।।

বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানিগণের সমস্ত সাত্ত্বিক বস্তুই উপাদেয় ইহা জানাইবার জন্য বুদ্ধি প্রভৃতিরও তিনটি প্রকার বলিতেছেন—'বুদ্ধেঃ' ইত্যাদি।।২৯।।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩০।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) যা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি) কার্য্যাকার্য্যে (কার্য্য ও অকার্য্য) ভয়াভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধং মোক্ষং চ (বন্ধন ও মোক্ষ) বেত্তি (জানিতে পারে) সা (তাহা) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী বুদ্ধি)।।৩০।।

অনুবাদ—হে পার্থ! যে বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয় এবং বন্ধন ও মোক্ষের পার্থক্য সম্যক্ জানিতে পারে, সেই বুদ্ধিই 'সাত্ত্বিকী'।।৩০।।

বিশ্বনাথ—'ভয়াভয়ে' সংসারাসংসার-হেতুকে।।৩০।।

বঙ্গানুবাদ—'ভয়াভয়ে'—সংসার ও অসংসারের হেতু।।৩০।।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩১।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) যয়া (যদ্দ্বারা) ধর্ম্মম্-অধর্ম্মম্ চ (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম) কার্য্যম্-অকার্য্যম্ এব চ (কার্য্য ও অকার্য্য) অযথাবৎ (অসম্যক্ ভাবে) প্রজানাতি (জানিতে পারা যায়) সা বুদ্ধিঃ (সেই বুদ্ধি) রাজসী (রাজসিকী)।।৩১।।

অনুবাদ—হে পার্থ! যে বুদ্ধি-দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্ ভাবে জানিতে পারা যায়, সেই বুদ্ধি 'রাজসিকী'।।৩১।।

বিশ্বনাথ—'অযথাবৎ' অসম্যক্তয়া ইত্যর্থঃ।।৩১।।

বঙ্গানুবাদ—'অযথাবৎ'—অসম্যক্ ভাবে এই অর্থ।।৩১।।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।।৩২।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) যা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) অধর্ম্মং (অধর্ম্মকে) ধর্ম্মম্ ইতি (ধর্ম্ম বলিয়া) সর্ব্বার্থান্ চ (এবং সর্ব্ববিষয়কে) বিপরীতান্ (তদ্বিপরীত বলিয়া) মন্যতে (মনে করে) সা (সেই বুদ্ধি) তমসাবৃতা (তমোগুণাচ্ছন্ন) তামসী (তামসিকী)।।৩২।।

অনুবাদ—হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং সমুদয় বিষয়কে তদ্বিপরীত বলিয়া ধারণা করে, তমসাচ্ছন্ন সেই বুদ্ধি—'তামসিকী'।।৩২।।

বিশ্বনাথ—'যা মন্যত' ইতি—কুঠারশ্ছিনত্তীতিবৎ 'যয়া মন্যতে' ইত্যর্থঃ।।৩২।।

বঙ্গানুবাদ—'যা মন্যতে'—'কুঠার ছিন্ন করে' এইরূপ যাহা দ্বারা মনে করা হয়, এই অর্থ।।৩২।।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩৩।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) যোগেন (চিত্তের একাগ্রতা হেতু) অব্যভিচারিণ্যা (অব্যভিচারিণী) যয়া ধৃত্যা (যে ধৃতির দ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ (মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকলকে) ধারয়তে

(ধারণ করে অর্থাৎ নিয়মিত করে) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতি) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী)।।৩৩।।

অনুবাদ—হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতা হেতু যে অব্যভিচারিণী ধৃতির দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে অর্থাৎ নিয়মিত করে, সেই ধৃতিই 'সাত্ত্বিকী'।।৩৩।।

বিশ্বনাথ—ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতি।।৩৩।।

বঙ্গানুবাদ—ধৈর্য্যের তিনটি প্রকার বলিতেছেন—'ধৃত্যা' ইত্যাদি।।৩৩।।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩৪।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) প্রসঙ্গেন (সঙ্গবশতঃ) ফলাকাঙ্ক্ষী (সন্) (ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া) যয়া তু ধৃত্যা (যে ধৃতি-দ্বারা) ধর্ম্মকামার্থান্ (ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকে) ধারয়তে (অবধারণ করে) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতি) রাজসী (রাজসিকী)।।৩৪।।

অনুবাদ—হে পার্থ! হে অর্জ্জুন! সকাম বিদ্বজ্জনের সঙ্গবশতঃ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে ধৃতি ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকে ধারণ করে, সেই ধৃতি 'রাজসী'।।৩৪।।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা।।৩৫।।

অন্বয়—দুর্মেধাঃ (অবিবেকী-মেধাযুক্ত ব্যক্তি) যয়া (যে ধৃতির দ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা) ভয়ং (ভয়) শোকং (শোক) বিষাদং (বিষাদ) মদম্ এব চ (বিষয়-ভোগজনিত গর্ব্ব) ন বিমুঞ্চতি (ত্যাগ করে না) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতি) তামসী (তামসিকী বলিয়া) মতা (কথিত হয়)।।৩৫।।

অনুবাদ—অবিবেকী-মেধাযুক্ত ব্যক্তি, যে ধৃতি-দ্বারা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ প্রভৃতিকে ত্যাগ করে না, সেই ধৃতিই 'তামসী' বলিয়া কথিত।।৩৫।।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।।৩৬।।

অন্বয়—ভরতর্ষভ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) ইদানীং তু (কিন্তু এক্ষণে) মে (আমার নিকট) ত্রিবিধং সুখং (তিন প্রকার সুখের বিষয়) শৃণু (শ্রবণ কর)। যত্র (যে সুখে) অভ্যাসাৎ (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা অভ্যাসক্রমে) রমতে (রমণ করে) দুঃখান্তঞ্চ (ও দুঃখের অন্ত) নিগচ্ছতি (লাভ করে) ।।৩৬।।

অনুবাদ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হেতু অভ্যাস-ক্রমে যে সুখে রতি লাভ করে এবং যাহা দ্বারা সংসাররূপ দুঃখের অন্তলাভ করিয়া থাকে।।৩৬।।

বিশ্বনাথ—সাত্ত্বিকং সুখমাহ সার্দ্ধেন—'অভ্যাসাৎ' পুনরনুশীলনাদেব রমতে, ন তু বিষয়েষ্বিব উৎপত্ত্যেব রমতে ইত্যর্থঃ। 'দুঃখান্তং নিগচ্ছতি' যস্মিন্ রমমাণঃ সংসারদুঃখং তরতীত্যর্থঃ।।৩৬।।

বঙ্গানুবাদ—এক ও অর্দ্ধ (দেড়) শ্লোকে সাত্ত্বিক সুখ বলিতেছেন—'অভ্যাসাৎ'—পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিয়া আসক্ত হয়, কিন্তু বিষয়ের ন্যায় উৎপত্তিতেই আসক্ত হয় না—এই অর্থ। 'দুঃখান্তং নিগচ্ছতি'—যাহাতে আসক্ত হইয়া সংসার দুঃখ উত্তীর্ণ হয়, এই অর্থ।।৩৬।।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।।৩৭।।

অন্বয়—যৎ তৎ (যাহা) অগ্রে (প্রথমে) বিষম্ ইব (বিষের ন্যায়) পরিণামে (অবশেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃততুল্য) আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্ (আত্মবিষয়িনী বুদ্ধির নির্ম্মলতা হইতে জাত) তৎ সুখং (সেই সুখ) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক বলিয়া) প্রোক্তম্ (কথিত হয়)।।৩৭।।

অনুবাদ—যাহা প্রথমে বিষের ন্যায় কিন্তু পরিণামে অমৃত-তুল্য, আত্মবিষয়িনী বুদ্ধির নির্ম্মলতা হইতে যাহা জাত, সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত।।৩৭।।

বিশ্বনাথ—বিষমিবেতি—ইন্দ্রিয়মনো-নিরোধো হি প্রথমং দুঃখদ এব ভবতি ইতি ভাবঃ।।৩৭।।

বঙ্গানুবাদ—'বিষমিব' ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় ও মনের নিরোধ প্রথমে দুঃখপ্রদই হয়, এই ভাব।।৩৭।।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্।।৩৮।।

অন্বয়—বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে) যৎ (যে সুখ) তৎ (তাহা) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমম্ (অমৃত-তুল্য) পরিণামে (অবশেষে) বিষম্ ইব (বিষের ন্যায়) তৎসুখং (সেই সুখ) রাজসং (রাজস বলিয়া) স্মৃতম্ (উক্ত হয়)।।৩৮।।

অনুবাদ—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতু যে সুখ জাত হয়, তাহা প্রথমে অমৃততুল্য, পরিণামে বিষবৎ, সেই সুখ রাজস বলিয়া কথিত হয়।।৩৮।।

বিশ্বনাথ—যদমৃতোপমং পরস্ত্রীসম্ভোগাদিকম্।।৩৮।।

বঙ্গানুবাদ—'যদমৃতোপমম্'—পরস্ত্রীসম্ভোগাদি।।৩৮।।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্।।৩৯।।

অন্বয়—যৎ সুখং (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে চ (ও অবশেষে) আত্মনঃ (আত্মার) মোহনম্ (মোহকর) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদাদি জনিত) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস নামে) উদাহৃতম্ (অভিহিত)।।৩৯।।

অনুবাদ—যে সুখ প্রথমে ও পরিণামে আত্মার মোহজনক, নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদাদি হইতে উত্থিত, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয়।।৩৯।।

অনুবর্ষিণী—সুখও সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ দেখা যায়। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্।।" (১১।২৫।২৯)

অর্থাৎ আত্মানুভবগত সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়-ভোগ জনিত সুখ রাজস এবং মোহ ও দৈন্য জনিত সুখ তামস, কিন্তু আমার কীর্ত্তনাদি হইতে জাত সুখ নির্গুণই।।৩৬-৩৯।।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাদ্ত্রিভির্গুণৈঃ।।৪০।।

অন্বয়—পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (অথবা স্বর্গে) পুনঃ দেবেষু বা (এমন কি, দেবগণের মধ্যে) তৎ সত্ত্বং (তাদৃশ কোন প্রাণী বা বস্তু) ন অস্তি (নাই) যৎ (যাহা) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) এভিঃ (এই) ত্রিভিঃ গুণৈঃ (ত্রিগুণ হইতে) মুক্তং স্যাৎ (মুক্তভাবে অবস্থিত)।।৪০।।

অনুবাদ—পৃথিবীতে অর্থাৎ মনুষ্যাদি মধ্যে অথবা স্বর্গে এমন কি, দেবতাগণেরও মধ্যে, তাদৃশ সত্ত্ব অর্থাৎ কোন প্রাণী বা বস্তু নাই, যাহা প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত।।৪০।।

বিশ্বনাথ—অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি—নেতি। তৎ সত্ত্বং প্রাণিজাতমন্যচ্চ বস্তুমাত্রং ক্কাপি নাস্তি যদেভিঃ প্রকৃতিজৈস্ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং রহিতং স্যাদতঃ সর্ব্বমেব বস্তুজাতং ত্রিগুণাত্মকং, তত্র সাত্ত্বিকমেবোপাদেয়ং, রাজসতামসে তু নোপাদেয়ে ইতি প্রকরণতাৎপর্য্যম্।।৪০।।

বঙ্গানুবাদ—যাহা বলা হয় নাই, তাহাও সংগ্রহ করিয়া এই প্রকরণের বিষয়গুলির সমাপ্তি করিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। 'তৎ সত্ত্বম্'—কোনও প্রাণী বা অপর কোন বস্তু কোথাও নাই, 'যদেভিঃ'—প্রকৃতি হইতে জাত এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে মুক্ত বা রহিত হয়, অতএব সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক, তন্মধ্যে সাত্ত্বিকই উপাদেয়, কিন্তু রাজস ও তামস উপাদেয় নহে—ইহাই প্রকরণের তাৎপর্য্য।।৪০।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত বিষয়-সমূহের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন। এই সংসার-আশ্রিত যাবতীয় বিষয়ই ত্রিগুণময়, তন্মধ্যে সাধারণতঃ সাত্ত্বিক বিষয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়া, তদাশ্রয়ের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু নির্গুণতাই সংসার হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। ভগবদ্ভক্তগণের ভগবদাশ্রয়ের ফলে সকল বিষয়ই সহজে নির্গুণতা লাভ করে। বিষয়-সমূহের গুণময় ভাবই জীবের বন্ধনের কারণ কিন্তু বিষয় সকল ভগবৎ-সম্বন্ধে নিযুক্ত হইলেই নির্গুণতা লাভ করে; ভগবৎ-সম্বন্ধীয় নির্গুণ বিষয়ের সেবা-দ্বারাই সংসার হইতে মোচন হয়।

বিষয়	সাত্ত্বিক	রাজসিক	তামসিক	নির্গুণ
দ্রব্য—	হিত, পবিত্র অনায়াসলব্ধ	ইন্দ্রিয় সুখপ্রদ	দৈন্যজনক, অশুদ্ধ;	ভগবন্নিবেদিত
দেশ—	বন	গ্রাম	দ্যূতস্থান	ভগবন্নিকেতন
ফল—	আত্মজ্ঞানজনিত	বিষয়ভোগ জনিত	মোহ দৈন্যজনিত	কীর্ত্তনাদি সেবাজনিত
কাল—	সুখ-ধর্ম্ম জ্ঞানলাভ	দুঃখ, যশ, শ্রীলাভ	শোক-মোহ লাভ	প্রেমানন্দলাভ
জ্ঞান—	আত্মবিষয়ক	সংশয়াত্মক	আহার-বিহারাদি বিষয়ক	পরমেশ্বর বিষয়ক
কর্ম্ম—	ভগবদর্পিত নিষ্কাম কাম্য	ভগবদর্পিত সকাম কাম্য	অশাস্ত্রীয়	শ্রবণকীর্ত্তনাদি
কারক—	অনাসক্ত	বিষয়াবিষ্ট	অনুসন্ধান শূন্য	ভক্ত
শ্রদ্ধা—	আত্মবিষয়িণী	কর্ম্মবিষয়িণী	অধর্ম্মবিষয়িণী	সেবাবিষয়িণী
অবস্থা—	জাগরণ	স্বপ্ন	সুষুপ্তি	তুরীয়
আকৃতি—	দেবত্ব	নরত্ব	স্থাবরত্ব	ভগবৎপদ
নিষ্ঠা—	স্বর্গ	মর্ত্ত	নরক	ভগবৎ-প্রাপ্তি

পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণময় এবং গুণাতীত বিষয়-সমূহের বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধব-সংবাদে পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি।।
সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ।।" (১১।২৫।৩০-৩১)

অর্থাৎ দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কারক, শ্রদ্ধা, আকৃতি, **নিষ্ঠা প্রভৃতি সকল ভাবই ত্রিগুণময়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দৃষ্ট, শ্রুত ও**

চিন্তিত যে সকল ভাব প্রকৃতি-পুরুষে অধিষ্ঠিত আছে, সেই সকলই ত্রিগুণাত্মক।

ত্রিগুণজয় সম্বন্ধেও শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে।।" (ভাঃ—১১।২৫।৩২)

অর্থাৎ হে সৌম্য! পুরুষের গুণকর্ম্মনিবন্ধনজনিত এই সকল সংসার-ভাব ঘটিয়া থাকে। যিনি চিত্তজাত এই গুণসমূহকে ভক্তিযোগের দ্বারা জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি মন্নিষ্ঠ হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন। শ্রীভগবান্ নির্গুণ, তাঁহার আশ্রিত কর্ত্তা ভক্তও নির্গুণ;অব্যবহিতা অনন্যা ভক্তিও নির্গুণা, সেই নির্গুণা ভক্তির উপকরণসমূহও নির্গুণ। জাগতিক বস্তুসমূহ ভক্তের দ্বারা ভক্তির উপকরণরূপে ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হইলেই শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানে প্রতিপাদিত হইয়াছে।।৪০।।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।।৪১।।

অন্বয়—পরন্তপ! (হে পরন্তপ!) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণের) শূদ্রাণাম্ চ (এবং শূদ্রগণের) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ (প্রাক্তনসংস্কার জাত) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিগুণ-দ্বারা) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে)।।৪১।।

অনুবাদ—হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম্মসকল স্বভাবজাত গুণানুসারে বিভক্ত হইয়াছে।।৪১।।

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ত্রিগুণাত্মকমপি প্রাণিজাতং স্বাধিকারপ্রাপ্তেন বিহিতকর্ম্মণা পরমেশ্বরমারাধ্য কৃতার্থীভবতীত্যাহ—ব্রাহ্মণেতি ষড়্ভিঃ। স্বভাবেনোৎপত্ত্যৈব প্রভবন্তি প্রাদুর্ভবন্তি যে গুণাঃ সত্ত্বাদয়স্তৈঃ প্রকর্ষেণ বিভক্তানি পৃথক্কৃতানি কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণাদীনাং বিহিতানি সন্তীত্যর্থঃ।।৪১।।

বঙ্গানুবাদ—আরও ত্রিগুণময় প্রাণিসমূহ স্ব স্ব অধিকার-প্রাপ্ত শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরকে আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হয়, তাই

বলিতেছেন—'ব্রাহ্মণঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ'—স্বভাব-জন্মদ্বারাই প্রাদুর্ভূত যে সত্ত্বাদিগুণসমূহ তদ্দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিভক্ত পৃথক্‌কৃত কর্ম্মসমূহ ব্রাহ্মণাদির বিহিত অর্থাৎ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, এই অর্থ।।৪১।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ মানবগণকে এই ত্রিগুণময় অবস্থা হইতে ক্রমপন্থায় উন্নতাধিকারে উন্নীত করিবার মানসে, মানবের স্বভাবজাত গুণঅনুসারে কর্ম্ম-বিভাগক্রমে বর্ণধর্ম্মনিরূপণের কথা বর্ণন করিতেছেন। স্বভাব-অনুসারে কর্ম্ম-নির্ণয়-পন্থা কর্ম্ম-জগতের অশেষ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। ইহা পরম বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু আজকাল বর্ণ-ধর্ম্মের নানা প্রকার ব্যভিচার দর্শন করিয়া, তাহাতে লোক আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছে। এমন কি, অনেকে মনে করেন যে, বর্ণধর্ম্ম-বিচার হইতেই ভারতীয় মানবগণের মধ্যে জাতিগত ভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে ও তৎফলে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পতন ঘটিয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহের মানবগণের তুলনায় অত্যন্ত হেয় ও গর্হিত স্থান অধিকার করিয়াছে। অনেকে ইতিমধ্যে বর্ণধর্ম্ম লোপ করিবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। একটি ভাল বিষয়কে লোপ করা যত সহজ, প্রবর্ত্তিত করা তত সহজ নয়। তাই বলিতেছি, যাঁহারা এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা একথা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়াছেন কি—যে প্রকৃত বর্ণধর্ম্ম হইতে তাঁহাদের কল্পিত অবস্থা ঘটিয়াছে? না—বর্ণধর্ম্মরহিত হওয়ায় বা বিকৃত হওয়ায় ঐরূপ পতন ঘটিয়াছে? যদি কোন মহোপকারক বিষয় বিকৃত হয়, তাহা হইলে তাহাকে নাশ না করিয়া, যথাযথভাবে স্থাপন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থ হইতে একটি সারগর্ভ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধার করিতেছি। যাহা শ্রীভগবান্ তথা ঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত বর্ণধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য-জ্ঞানহীন ভ্রান্ত মানবগণের পক্ষে পরম উপদেশপ্রদ।

"স্বভাব হইতে প্রবৃত্তি বা গুণ এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। স্বভাববিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে গেলে সে কর্ম্ম সুষ্ঠু ও ফলপ্রদ হয়

না। স্বভাবেরই কোন অংশকে ইংরাজী ভাষায় জিনিয়াস্ (Genius) বলে। পরিপক্ক স্বভাব পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। অতএব স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া জীবন নির্ব্বাহ ও পরমার্থচেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এই ভারত প্রদেশে মানবগণ প্রাগুক্ত চারিটি স্বভাব হইতে চারিটি বর্ণ লাভ করিয়াছেন। বর্ণবিভাগ দ্বারা সমাজে অবস্থিতি করিলে সামাজিক ক্রিয়াসকল স্বভাবতঃ ফলবতী হইয়া উঠে এবং জগতের সম্যক্ মঙ্গল হয়। যে সমাজে বর্ণবিভাগবিধি অবলম্বিত হইয়াছে, সে সমাজের ভিত্তিমূল বিজ্ঞানজনিত এবং সে সমাজ সর্ব্ব মানবজাতীর পূজণীয়। কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখন ইউরোপখণ্ডের মানবগণ বর্ণবিধান স্বীকার না করিয়াও সর্ব্বদা বৃহৎ কর্ম্মা ও অন্য দেশে মাননীয় হইয়াছেন, তখন বর্ণবিধান স্বীকার করার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই।

এ সন্দেহ নিরর্থক; যেহেতু ইউরোপীয় জাতিসমূহ অত্যন্ত নবীন ও আধুনিক। নবীন জাতীয় মানবসকল প্রায়ই অধিক বলবান্ ও সাহসী হয়। সেই বল ও সাহসক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতির নিকট অনেক সংগৃহীত বিদ্যা, বিজ্ঞান ও কৌশল প্রাপ্ত হইয়া জগতে একপ্রকার কার্য্য করিতেছে। জাতি ক্রমশঃ প্রবীণ হইলে বিজ্ঞানজনিত সমাজ অভাবে অতি শীঘ্র পতন হইবে। ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণবিধান থাকায় বার্দ্ধক্য অবস্থাতেও জাতিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। রোমজাতি ও গ্রীক্ জাতি কোন সময়ে আধুনিক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষাও বলবান ও বীর্য্যবান্ ছিল। তাহাদের আজকাল কি অবস্থা? তাহারা জাতিলক্ষণ রহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম্ম ও লক্ষণকে স্বীকার করিয়া ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, এমন কি, তাহারা আর নিজদেশীয় বীরপুরুষদিগের পৌরুষের অভিমান করে না। অস্মদ্দেশে আর্য্যজাতি রোম ও গ্রীক্জাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব্ব বীরপুরুষদিগের অভিমান রাখে। কেন? কেবল বর্ণাশ্রম বিধান বলবান্ থাকায় তাহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই। ম্লেচ্ছহত রাণা এখনও রামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে। জাতির বার্দ্ধক্যদশায় ভারতবাসিগণ যতই পতিত হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত বর্ণবিধান প্রচলিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা আর্য্য বই অনার্য্য

হইবে না। ইউরোপীয়, রোম প্রভৃতি আর্য্যবংশীয় লোকেরা হান ও ভাণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের বর্ত্তমান সমাজ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমাজে যতটুকু সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও স্বভাবজনিত বর্ণ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইউরোপে যে ব্যক্তি বণিক্ স্বভাব, সে বাণিজ্যই ভালবাসে ও বাণিজ্য দ্বারা উন্নতি সাধন করিতেছে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রস্বভাব সে "মিলিটারী লাইন" বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে। যাহারা শূদ্রস্বভাব, তাহারা সামান্য সেবাকার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতেও বর্ণসম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও এ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই। সভ্যতা ও জ্ঞান ইউরোপে যত উন্নত হইবে, বর্ণধর্ম্ম ততই সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে। সকল ব্যাপারেই দুই প্রকার প্রণালী আছে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবিলম্বিত না হয়, সে পর্যন্ত সেই ব্যাপার অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিতে থাকে; যেমন যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান সকল প্রস্তুত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা প্রভৃতি দ্বারা জলযাত্রাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। সমাজও সেইরূপ অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বর্ণবিধান প্রকৃষ্টরূপে যে দেশে চালিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার একটি অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সে দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণবিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থায়ই ইউরোপে (সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্ব্বত্রই) সমাজের চালক হইয়াছে। এইজন্য ভারতকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্ণবিধি কি ভারতে আপাততঃ স্বাস্থ্যলক্ষণে লক্ষিত হইতেছে? উত্তর, না। বর্ণবিধি ভারতে পূর্ণাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়াও অবশেষে অস্বাস্থ্যনিবন্ধন ভারতের অনেক যন্ত্রণা ও অবনতি দেখা যায়। নতুবা বার্দ্ধক্যক্রমে ভারতবাসিগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসর-প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির

উপদেষ্টারূপে সুখে অবস্থিতি করিতেন। সেই অস্বাস্থ্য কি, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে আর্য্যজাতির বিজ্ঞানালোচনা যথেষ্ট হইলে সেই সময় বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়। তখন এইরূপ বিধি হইল যে, প্রতি ব্যক্তিই স্বভাব অনুসারে বর্ণলাভ করিবেন এবং সেই বর্ণ অনুসারে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই বর্ণনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবেন। শ্রমবিভাগ বিধিও স্বভাব-নিরূপণবিধি-দ্বারা জগতের কর্ম্ম সুন্দররূপে চালিত হইত। যাহার পিতার বর্ণ ছিল না, তাহাকে কেবল স্বভাব-দ্বারা বর্ণভুক্ত করা হইত। জাবালি ও গৌতম, জানশ্রুতি ও চিত্ররথের বৈদিক ইতিহাসই ইহার উদাহরণ। যাহার পিতার বর্ণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার সম্বন্ধে স্বভাব ও বংশ উভয় বিষয়ই দৃষ্টিপূর্ব্বক বর্ণ নিরূপিত হইত। নরিষ্যন্তবংশে অগ্নিবেশ্য স্বয়ং জাতুকর্ণ নামে মহর্ষি হন এবং তাঁহার বংশে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি হয়। ঐলবংশে হোত্রকপুত্র জহ্নু ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ভরতবংশে ভরদ্বাজ যাঁহার নাম বিতথ রাজা, তাঁহার বংশে নরাদির সন্তান ক্ষত্রিয় ও গর্গের সন্তান ব্রাহ্মণ হন। ভর্যশ্ব রাজার বংশে মৌদ্গল্য-গোত্রীয় শতানন্দ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি জন্মলাভ করেন। শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ অসংখ্য, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিলাম মাত্র। যে সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই ভারত যশঃসূর্য্য মধ্যাহ্নরবির ন্যায় অত্যন্ত প্রভাববান্ ছিল। সর্ব্বজাতি তখন ভারতবাসীদিগকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা সে সময় সশঙ্কচিত্তে ভারতবাসীর উপদেশ গ্রহণ করিত।

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্ম অনেক দিন বিশুদ্ধরূপে চলিয়া আসিলে কালক্রমে ক্ষত্রস্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধরূপে ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত করায় স্বভাব বিরুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়মধ্যে স্বার্থবশতঃ শান্তিভঙ্গ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তদুভয় বর্ণমধ্যে যে কলহবীজ উপ্ত হয়, তাহারা ফলস্বরূপ জন্মগত বর্ণব্যবস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কালে মন্বাদি শাস্ত্রে ঐ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইলে উচ্চবর্ণপ্রাপ্তির আশারহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া

ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবন করিল। যে ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ বলবান্ হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন জন্মগত বর্ণবিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল। একদিকে কুব্যবস্থা ও অপরদিকে স্বদেশনিষ্ঠা, এই ভাবদ্বয় বিবদমান হইয়া ক্রমশঃ ভারতবাসী আর্য্যসন্তানদিগকে উৎসন্নপ্রায় করিয়া তুলিল।

ব্রহ্মস্বভাববিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রস্বভাববিহীন ক্ষত্রিয়সকল যুদ্ধে অপারগ হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে লাগিল। বণিক্‌স্বভাববিহীন বৈশ্যগণ জৈনাদি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল এবং ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িল। শূদ্রস্বভাববিহীন শূদ্রসকল স্বভাববিহিত কার্য্যে অধিকার না পাইয়া দস্যুপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহাতে বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল; ম্লেচ্ছদেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইল। অর্ণবযান ব্যবহার উঠিয়া গেল। সেবাও প্রকৃষ্টরূপে হইল না। কাজে কাজেই কলির অধিকার প্রগাঢ় হইল। আহা! সর্ব্বজাতির শাসনকর্ত্তা ও গুরু যে ভারতীয় আর্য্যজাতি, তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা কেবল জাতির বার্দ্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে এমন নয়, কিন্তু অবৈধ বর্ণবিধানক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপন করিতে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। পুরাণ কর্ত্তারাও আমাদের ন্যায় আশা করিয়া কল্কিদেবের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। মরু ও দেবাপী রাজার উপাখ্যানে এরূপ প্রতীক্ষা দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে প্রকৃত বিধি বিচার করা যাউক।

কোন্ বর্ণের কোন্ কর্ম্মে অধিকার তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। আমাদের পুস্তকে তাহা বিবৃতির সহিত লিখিত হওয়া দুঃসাধ্য। আতিথ্য সম্বন্ধে অন্নদান, পাবিত্র্য সম্বন্ধে ত্রিসবন স্নান, দেবদেবীর পূজা, বেদপাঠ, উপদেষ্টৃত্ব ও পৌরোহিত্য, উপনয়নাদি ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস এই সকল কর্ম্মে কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার। ধর্ম্মযুদ্ধ, রাজ্যশাসন, প্রজারক্ষণ, বৃহৎ

বৃহদ্দান প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষত্রিয়ের অধিকার। পশুপালন ও রক্ষণ, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যকার্য্যে বৈশ্যের অধিকার। অমন্ত্র দেবসেবা ও অপর ত্রিবর্ণের সেবাকার্য্যে শূদ্রের অধিকার। বিবাহাদিব্রত, ঈশভক্তি, পরোপকার, সাধারণ দান, গুরুসেবা, আতিথ্য, পাবিত্র্য, মহোৎসব, গো-সেবা, জগদ্বৃদ্ধিকরণ এবং ন্যায়াচরণ, এ সকল কার্য্যে সর্ব্ববর্ণের স্ত্রীপুরুষের অধিকার। পতিসেবা কার্য্যটিতে স্ত্রীলোকের বিশেষ অধিকার। মূলবিধি এই যে, যে স্বভাবের উপযোগী যে কার্য্য, সেই স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ম্মের অধিকারী। সরল বুদ্ধিদ্বারা প্রায় সকলেই কর্ম্মাধিকার স্থির করিতে পারেন, স্থির করিতে না পারিলে উপযুক্ত গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবেন। নির্গুণ বৈষ্ণবগণ এ সকল বিষয় অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামিকৃত "সৎক্রিয়াসারদীপিকা" আলোচনা করিবেন।।৪১।।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্।।৪২।।

অন্বয়—শমঃ (অন্তঃকরণ-সংযম) দমঃ (বহিঃকরণ-সংযম) তপঃ (শাস্ত্রীয় কায়-ক্লেশ) শৌচং (বাহ্যাভ্যন্তর শুচি) ক্ষান্তিঃ (সহিষ্ণুতা) আর্জ্জবম্ (সরলতা) জ্ঞানং (শাস্ত্রীয় জ্ঞান) বিজ্ঞানং (তত্ত্বানুভূতি) আস্তিক্যং এব চ (ও শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস) (এতানি—এই সকল) স্বভাবজম্ (স্বভাবজাত) ব্রহ্মকর্ম্ম (ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম)।।৪২।।

অনুবাদ—শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম।।৪২।।

বিশ্বনাথ—তত্র সত্ত্বপ্রধানানাং ব্রাহ্মণানাং স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শম ইতি। 'শমো' অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ; 'দমো' বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ; 'তপঃ' শারীরাদি; 'জ্ঞানবিজ্ঞানে' শাস্ত্রানুভবোত্থে; 'আস্তিক্যং' শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাসঃ,—এবমাদি ব্রহ্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণস্য কর্ম্ম স্বভাবজং স্বাভাবিকম্।।৪২।।

বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্মসমূহ বলিতেছেন—'শমঃ'—অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, 'দমঃ'—বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, 'তপঃ'—শরীরাদির দ্বারা বিহিত কর্ম্ম; 'জ্ঞান বিজ্ঞানে'—শাস্ত্র সমূহের অনুভব হইতে জাত; 'আস্তিক্যং'—শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস—এই সব

'ব্রহ্মকর্ম্ম'—ব্রাহ্মণের কর্ম্ম 'স্বভাবজম্'—স্বাভাবিক।।৪২।।

অনুবর্ষিণী—ব্রাহ্মণলক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীযুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে পাওয়া যায়,—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্। জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্।"—(৭।১১।২১)। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্। মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।"—(১১।১৭।১৬) শ্রীঋষভদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,—"ধৃতা তনূরুশতী মে পূরাণী যেনেহ সত্ত্বং পরমং পবিত্রম্। শমো দমঃ সত্যমনুগ্রহশ্চ তপস্তিতিক্ষানুভবশ্চ যত্র।"—(ভাঃ—৫।৫।২৪) অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ ইহলোকে আমার সেই বিশুদ্ধা পুরাণী বেদময়ী মূর্ত্তি অধ্যয়নাদি মূলে ধারণ করিয়া থাকেন। পরম পবিত্র সত্ত্বগুণ, শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, সহিষ্ণুতা এবং অনুভব অর্থাৎ বেদার্থজ্ঞান প্রভৃতি গুণসকল যাঁহাতে অবস্থান করে, তিনিই ব্রাহ্মণ।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, যাঁহারা এই প্রকার গুণসম্পন্ন, তাঁহারা মানবের কোন প্রকার অহিত-সাধক, ইহা কখনও বলা যায় না; পরন্তু তাঁহারাই যে মানবের প্রকৃত হিতকারী বান্ধব, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তবে যেখানে প্রকৃত গুণহীন ব্যক্তি প্রকৃত গুণবানের স্থল অযথা অধিকার পূর্ব্বক দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে, তাহাদের ন্যায় 'ব্রাহ্মণব্রুব' ব্যক্তিগণের দ্বারা যে সামাজিক অমঙ্গল ঘটিতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তজ্জন্য ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন বা বিরোধী না হইয়া, প্রকৃত ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই যথাযোগ্য আসন প্রদান করিতে শিক্ষা করিলে সামাজিক প্রকৃত মঙ্গল লাভের পথ পরিষ্কার হয়। এই প্রকার ব্যবস্থার নিমিত্ত কেবল শৌক্রপন্থা অবলম্বন শ্রেয়ঃ নহে। পরন্তু যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকেই বৃত্তিগত গুণ-কর্ম্মানুসারে আসন প্রদান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ বৃত্ত ব্রাহ্মণতা নির্ণয় সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ ও প্রাচীন রীতি বা নিদর্শন আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।" (৭।১১।৩৫)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" (ভাবার্থদীপিকা)।

শ্রীমহাভারতেও পাওয়া যায়,—

"শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষণং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ।।"

(মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৯।৮)

প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে শ্রীনীলকণ্ঠের টীকায় পাওয়া যায়,—

"এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেঽপ্যস্তি তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ শূদ্রলক্ষ্মকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্মশমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শুদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ-এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।"

(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৩-২৬)

শ্রীমহাভারতে এই বৃত্তব্রাহ্মণতার কথা বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। বজ্রসূচিকোপনিষদেও বৃত্ত ব্রাহ্মণতার কথা পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য-কথিত সত্যকাম জাবাল ও গৌতমের কথাও প্রসিদ্ধ।

ছান্দোগ্যে মাধ্বভাষ্য মাধ্বভাষ্যধৃত সাম-সংহিতা বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ।।"

বেদান্ত সূত্রেও পাওয়া যায়,—

'শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি"। "ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৪-৩৫)

এ বিষয়ে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে মাধ্বভাষ্য দ্রষ্টব্য।

স্মৃতিতেও পাওয়া যায়,—

"নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।" (হরিবংশ)

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃতবচনে পাওয়া যায়,—

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।

তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা।।”

(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ৩ সংখ্যা)

“যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্” (২য় বিঃ ৭ সংখ্যা)

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে পাওয়া যায়,—

“স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ।।”
“শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নঃ দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ”।

বিভিন্ন শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত প্রমাণ ও প্রাচীন প্রথা-অনুসারে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ জগন্মঙ্গলকর বৃত্তব্রাহ্মণতা বা দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগে সমাজে পুনঃ প্রচলন করিয়াছিলেন ।।৪২।।

**শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দ্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্।।৪৩।।**

অন্বয়—শৌর্য্যং (পরাক্রম) তেজঃ (প্রগল্ভতা) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) দাক্ষ্যং (কুশলতা) যুদ্ধ চ অপি (এবং যুদ্ধে) অপলায়নম্ (পলায়ন না করা) দানম্ (দান) ঈশ্বরভাবঃ চ (লোকনিয়ন্তৃত্ব) (এতানি—এই সকল) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) ক্ষত্রকর্ম্ম (ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম)।।৪৩।।

অনুবাদ—শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা ও যুদ্ধে অপলায়ন, দান এবং লোকনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম।।৪৩।।

বিশ্বনাথ—সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃ প্রধানানাং ক্ষত্রিয়াণাং কর্ম্মাহ—‘শৌর্যং’ পরাক্রমঃ, ‘তেজঃ’ প্রাগল্ভ্যম্, ‘ধৃতিঃ’ ধৈর্য্যম্, ‘ঈশ্বরভাবো’ লোকনিয়ন্তৃত্বম্।।৪৩।।

বঙ্গানুবাদ—সত্ত্ব-অপ্রধান রজো প্রধান ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম বলিতেছেন—‘শৌর্যং—পরাক্রমঃ, ‘তেজঃ’—প্রাগল্ভ্য অর্থাৎ সাহসিকতা, ‘ধৃতিঃ’—ধৈর্য্য, ‘ঈশ্বরভাবঃ’—লোক সমূহের নিয়ামকতা।।৪৩।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"শৌর্যং বীর্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥ (৭।১১।২২)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।।"

(ভাঃ—১১।১৭।১৭)

অর্থাৎ তেজ, বল, ধৈর্য্য শৌর্য্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রাহ্মণ, ভক্তি ও ঐশ্বর্য্য,—এই সকল ক্ষত্রিয় প্রকৃতি।

যাঁহারা এই সকল গুণে গুণান্বিত, তাঁহাদের দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, কিন্তু যদি ব্রহ্মণ্যধর্ম্মকে আক্রমণ করা-রূপ স্বভাব তাঁহাদিগেতে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা জগতের অশেষ অকল্যাণ ঘটে। রাজনীতি বা সমাজনীতি ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মানুকূল হইলেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হইয়া থাকে, নতুবা যুদ্ধবিগ্রহাদি-দ্বারা কেবল লোকক্ষয় ও লোকের নানাবিধ ক্লেশ উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে সকলের সাবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। ভগবান শ্রীপরশুরামের লীলা আমাদের শিক্ষণীয়া। নিরীশ্বর রাজনীতিকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবৎ-সেবানুকূল্যকারিণী রাষ্ট্রনীতির আবশ্যকতা প্রচার-নিমিত্তই শ্রীপরশুরামের অবতার। বিষ্ণু স্বরাট্ বাস্তব বস্তু। তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতার নিকট অহৈতুক আত্মসমর্পণই চিদ্ বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রনীতি।।৪৩।।

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।।৪৪।।

অন্বয়—কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং (কৃষি, গো-পালন ও বাণিজ্য) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) বৈশ্যকর্ম্ম (বৈশ্যের কর্ম্ম) পরিচর্য্যাত্মকং (পরিচর্য্যারূপ) কর্ম্ম (কর্ম্ম) শূদ্রস্য অপি (শূদ্রের পক্ষেই) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক)।।৪৪।।

অনুবাদ—কৃষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম। আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মই শূদ্রগণের স্বভাবজ।।৪৪।।

বিশ্বনাথ—তমুপসর্জ্জনরজঃ প্রধানানাং কর্ম্মাহ—কৃষীতি। গাং

রক্ষতীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবঃ গোরক্ষ্যম্। রজউপসর্জ্জনতমঃ প্রধানানাং শূদ্রানাং কর্ম্মাহ—পরিচর্য্যাত্মকং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং পরিচর্য্যারূপম্।।৪৪।।

বঙ্গানুবাদ—তমঃ-অপ্রধান রজোপ্রধান কর্ম্ম বলিতেছেন—'কৃষি' ইত্যাদি। গোরক্ষা করে এই অর্থে গোরক্ষ, তাহার ভাব 'গোরক্ষ্যম্'—পশু পালনাদি।

রজঃ-অপ্রধান তমোপ্রধান শূদ্রের কর্ম্ম বলিতেছেন—পরিচর্য্যাত্মকম্'—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যারূপ।।৪৪।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্।।"(৭।১১।২৩)।

শ্রীউদ্ধব সংবাদেও পাওয়া যায়—

"আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈর্বৈশ্য প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।।" (ভাঃ—১১।১৭।১৮)

অর্থাৎ আস্তিক্য, দাননিষ্ঠা, অশাঠ্য, ব্রাহ্মণসেবা এবং ধনবৃদ্ধিতে অসন্তোষ প্রভৃতি বৈশ্য প্রকৃতি।

শূদ্র প্রকৃতি সম্বন্ধেও শ্রীভাগবতে পাওয়া যায়,—

"শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যাস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্।।" (৭।।১১।২৪)
"শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ (১১।১৭।১৯)

অর্থাৎ নিষ্কপটে দেব, দ্বিজ ও গো-সেবা করা এবং উক্ত সেবায় লব্ধ ধনাদির দ্বারা সন্তোষ লাভই শূদ্রগণের প্রকৃতি।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, বৈশ্য ও শূদ্রগণও যথাযথ গুণসম্পন্ন হইলে সমাজের কল্যাণই করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈশ্যগণ যখন আস্তিক্যধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক ঈশ্বর-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণের সেবারহিত হয়, তখন সেই সকল বৈশ্যগণের দ্বারা বাণিজ্যস্থলে নানাপ্রকার দুর্নীতি প্রবেশপূর্ব্বক সমাজের অশেষ অমঙ্গল বিধান করে। এমন কি, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রবলভাবে সৃষ্ট হইয়া মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বহুতররূপে ব্যাঘাত করিয়া থাকে।

শূদ্রগণও নিষ্কপটে ত্রিবর্ণের সেবাদ্বারা স্বীয় মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। মনুষ্যাবয়বে শিরঃ, হস্ত, মুখ, পদাদি সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইলে, যেমন সামগ্রিক জীবনের সুষ্ঠুতা সাধিত হয়; সেই প্রকার চারি বর্ণী স্ব-স্বকৃত্য সম্পাদন করিলে সামগ্রিক সমাজজীবন সুষ্ঠুতা লাভ করে। কিন্তু শিরঃ প্রদেশ গণ্ডগোল প্রাপ্ত হইলে, যেমন সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই বিকলতা লাভ করে; সেই প্রকার সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ গুণ ও আচার ভ্রষ্ট হইলে, তদিতর বর্ণসমূহের গুণ ও আচার শ্লথ হইয়া পড়ে। শ্রেষ্ঠগণ যদি আচরণের দ্বারা তদিতরগণকে শ্রেষ্ঠত্বের পথে পরিচালিত করিতে না পারিয়া, অযথা গর্ব্বমান হইয়া অশ্রেষ্ঠগণকে স্নেহ, ভালবাসা ও দয়া করিবার পরিবর্ত্তে হিংসা, ঘৃণা ও জোরপূর্ব্বক নিজ সেবায় লাগাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে প্রতিক্রিয়ারূপে সমাজের সকল কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া দৈনন্দিন ব্যাপার সমূহে এমন ব্যাঘাত ঘটিবে, যে, সকল কর্ম্মে অশান্তি উপস্থিত হইবে। মানবগণ সর্ব্বদাই সমাজ গঠন পূর্ব্বক বাস করিতে চায়। একক মানব তাহার সকল ব্যবহারিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে না। সুতরাং পারস্পরিক সম্বন্ধ বা প্রীতি না থাকিলে সমাজে বাসকরা দুরূহ হইয়া উঠে। সেই জন্য উচ্চবর্ণের লোকগণ সর্ব্বদা স্ব-স্ববর্ণের গুণ-কর্ম্ম-দ্বারা নিম্নবর্ণের লোকদিগকে আকৃষ্ট ও উপকৃত করিতে পারিলেই, তাহারা উচ্চবর্ণকে আন্তরিক আদর ও পরিচর্য্যা করিবে ও করিয়া ধন্য হইবে। শ্রীভগবান্ও শ্রীগীতায় বলিয়াছেন,—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" (৩।২১)।।৪৪।।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।।৪৫।।

অন্বয়—স্বে স্বে (নিজ নিজ) কর্ম্মাণি (কর্ম্মে) অভিরতঃ (নিরত) নরঃ (মানব) সংসিদ্ধিং (জ্ঞান-যোগ্যতা) লভতে (লাভ করে) স্বকর্ম্মনিরতঃ (নিজ অধিকার-বিহিত কর্ম্মতৎপর) যথা (যেরূপে) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর)।।৪৫।।

অনুবাদ—স্ব-স্ব অধিকারোচিত কর্ম্মনিরত মানব জ্ঞানযোগ্যতা-রূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তি কি প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে তাহা শ্রবণ কর।।৪৫।।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।৪৬।।

অন্বয়—যতঃ (যাঁহা হইতে) ভূতানাং (ভূতগণের) প্রবৃত্তিঃ (উৎপত্তি) যেন (যাহা দ্বারা) সর্ব্বম্ (সমগ্র) ইদং (এই বিশ্ব) ততম্ (ব্যাপ্ত) তং (সেই পরমেশ্বরকে) স্বকর্ম্মণা (স্বীয় কর্ম্ম-দ্বারা) অভ্যর্চ্চ্য (অর্চ্চনা করিয়া) মানবঃ (মানব) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে)।।৪৬।।

অনুবাদ—যাঁহা হইতে ভূতসকলের পূর্ব্ববাসনানুরূপা প্রবৃত্তি হয় এবং যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, মানব তাঁহাকে স্বকর্ম্ম-দ্বারা অর্চ্চন করতঃ সিদ্ধি (অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা) লাভ করিয়া থাকে।।৪৬।।

বিশ্বনাথ—যতঃ পরমেশ্বরাৎ, তমেবাভ্যর্চ্চ্য ইতি অনেন কর্ম্মণা পরমেশ্বরস্তুষ্যত্বিতি মনসা তদর্পণমেব তদভ্যর্চ্চনম্।।৪৬।।

বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—পরমেশ্বর হইতে 'তমভ্যর্চ্চ—তাঁহাকে অর্চ্চন করিয়া —এই বাক্যে 'এই কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বর তুষ্ট হউন' এরূপ মনদ্বারা তাঁহাকে অর্পণই তাঁহার অভ্যর্চ্চন বা সম্যক্ পূজা।।৪৬।।

অনুবর্ষিণী—মানবগণ স্ব-স্ব অধিকারোচিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া, কিরূপে জ্ঞানরূপ সংসিদ্ধি লাভ করে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। সাধারণতঃ কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইলেও বুদ্ধি বিশেষ-আশ্রয়ে উহা অনুষ্ঠান করিতে পারিলে আবার বন্ধন-মোচক জ্ঞান-নিষ্ঠা লাভ হইতে পারে। সেই বিষয়ে বলিতেছেন যে, যদি স্বকর্ম্মদ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চন করা যায় অর্থাৎ শ্রীমদ্বলবেদেবের টীকার মর্ম্মেও পাই যে,—এই কর্ম্মের দ্বারা স্বপ্রভু তুষ্টি লাভ করুন।"— এই মানস বিচার-মূলে তাহাতে সেই কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক যদি অনুষ্ঠান করা যায়; তাহা হইলেই কর্ম্মসিদ্ধিতে জ্ঞান-নিষ্ঠা লাভ হয়।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশর উক্তিতে পাওয়া যায়,—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।

বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্।। (৩য় অং ৮ অঃ ৮ শ্লোঃ)

শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বলিয়াছেন, —"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়"।

শ্রীগীতায় পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে, —"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র" (৩।৯)।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতবাক্যেও পাই,—

"অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্।।" (১।২।১৩)

আবার এরূপও কথিত হইয়াছে—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।।'
(ভাঃ—১।২।৮)

শ্রীনারদের বাক্যেও পাওয়া যায়—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্।।"
(ভাঃ—১।৫।১২)।।৪৫-৪৬।।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।৪৭।।

অন্বয়—স্বনুষ্ঠিতাৎ (সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্ম হইতে) বিগুণঃ (নিকৃষ্ট) স্বধর্মঃ (স্বধর্ম্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) স্বভাবনিয়তং (স্বভাব-নিয়মিত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ (করিয়া) নরঃ—(মানব) কিল্বিষম্ (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না) ।।৪৭।।

অনুবাদ—উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত উৎকৃষ্ট পর অর্থাৎ অপরের ধর্ম্মাপেক্ষা, অসম্যক্ ভাবে অনুষ্ঠিত নিকৃষ্ট স্বধর্ম্মই শ্রেয়। মানব স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম করিয়া কোন পাপ প্রাপ্ত হয় না।।৪৭।।

বিশ্বনাথ—ন চ ক্রিয়াদিভিঃ স্বধর্ম্মং রাজসং চ বীক্ষ্য তত্রানভিরুচ্যা সাত্ত্বিকং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। পরধর্ম্মাৎ শ্রেষ্ঠাদপি স্বনুষ্ঠিতাৎ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি স্বধর্ম্মো বিগুণো নিকৃষ্টোঽপি সম্যগনুষ্ঠাতুমশক্যোঽপি শ্রেষ্ঠঃ। তেন বন্ধুবধাদি-দোষবত্ত্বাৎ স্বধর্ম্মং যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনাদিরূপ-পরধর্ম্মস্ত্বয়া নানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ।।৪৭।।

বঙ্গানুবাদ—ক্রিয়াদি দ্বারা স্বধর্ম্মকে রাজস দর্শন করিয়া তাহাতে রুচিরহিত হইয়া সাত্ত্বিক কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, তাই বলিতেছেন—'শ্রেয়ান্' ইত্যাদি।

'স্বনুষ্ঠিতাৎ'—সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ পরধর্ম্ম হইতেও 'বিগুণঃ'—নিকৃষ্ট ও সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হইলেও স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

অতএব বন্ধুবধাদি দোষযুক্ত বলিয়া স্বধর্ম্ম যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষার জন্য ভ্রমণাদিরূপ পরধর্ম্ম তোমার অনুষ্ঠেয় নহে, এই ভাব।।৪৭।।

অনুবর্ষিণী—অধিকার-অনুসারে স্বভাব-বিহিত আচরণই শ্রেয়ঃ-লাভের উৎকৃষ্ট ক্রমপন্থা। দোষ ও গুণ নির্ণয় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ।।" (১১।২১।২)

অর্থাৎ স্ব-স্ব অধিকারোচিত নিষ্ঠাই গুণ এবং পরের অধিকারে নিষ্ঠা করিতে যাওয়া দোষ। ইহা গুণ ও দোষের নির্ণায়ক।

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণ দোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যজনেচ্ছায়া।।" (ভাঃ—১১।২০।২৬)

অর্থাৎ নিজ নিজ অধিকারগত নিষ্ঠাই গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত। এই গুণ-দোষ বিধানের দ্বারা বিষয়াসক্তি-বর্জ্জনেচ্ছায় স্বভাবতঃ অশুদ্ধ কর্ম্মসমূহের সঙ্কোচ করা হইয়াছে মাত্র।

স্বভাবতঃ দেহগেহাসক্ত পাপরত ব্যক্তিগণকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই করুণাময় ভগবান্ বেদের বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন শ্রীভাগবতে পাই,—

"পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।।"(১১।৩।৪৪)

আরও পাওয়া যায়,—

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা...নিবৃত্তিরিষ্টা (ভাঃ—১১।৫।১১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,

"বেদেও বুঝায়—'স্বর্গ' বলে জনা জনা।
মূর্খ-প্রতি কেবল সে বেদের করুণা।।
বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি' কহে বেদ, বেদের কি দোষ।।
'ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে'।
শুনিয়া চলয়ে লোক বেদের কারণে।।

যেতে-মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম কৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে।।
এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে।।" (চৈঃভাঃমঃ১৯অঃ)

শ্রীগীতায় পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" (৩।৩৫)

এই স্থলে বিচার্য এই যে, স্বধর্ম্ম বলিতে যেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, সেইখানেই এইরূপ বিচার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু স্বধর্ম্ম বলিতে যেখানে আত্মধর্ম্ম শ্রীহরিভক্তিকে বুঝায় সেখানে "সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য" বিচারই গ্রহণীয়। স্বধর্ম্ম বলিতে আত্মধর্ম্ম বুঝিলে, পরধর্ম্ম বলিতে দেহমনাদির ধর্ম্ম বুঝায়। যে পর্যন্ত আত্মধর্ম্ম শ্রীহরিভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সেকাল পর্যন্ত স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম-আচরণ করাই শ্রেয়ঃ। যেমন শ্রীভাগবতে পাই,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে।।" (১১।২০।৯)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অসম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মই শ্রেয়ঃ, যেহেতু স্বভাববিহিত কর্ম্মের নামই 'স্বধর্ম্ম'। কোন সময়ে তাহা অসম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও স্বধর্ম্ম হইতেই সার্ব্বকালিক উপকার হইয়া থাকে। স্বভাববিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না"।।৪৭।।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।।৪৮।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) সদোষমপি (দোষযুক্তও সহজং (স্বভাবজ) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে না) হি (যেহেতু) সর্ব্বারম্ভাঃ সকল কর্ম্ম) ধূমেন (ধূমদ্বারা) অগ্নিঃ ইব (অগ্নির ন্যায়) দোষেণ (দোষ-দ্বারা) আবৃতাঃ (আবৃত)।।৪৮।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! দোষযুক্ত হইলেও স্বভাববিহিত কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে; যেহেতু অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত সেইরূপ সকল কর্ম্মই দোষের দ্বারা আবৃত।।৪৮।।

বিশ্বনাথ—ন চ স্বধর্ম্ম এব কেবলং দোষোঽস্তীতি মন্তব্যং, যতঃ পরধর্ম্মেষ্বপি দোষঃ কশ্চিৎ কশ্চিদস্ত্যেবেত্যাহ—সহজং স্বভাববিহিতং, হি যতঃ সর্ব্বেঽপ্যারম্ভাঃ দৃষ্টাদৃষ্টসাধনানি কর্ম্মাণি দোষেণাবৃতা এব, যথা ধুমেন দোষেণাবৃত এব বহ্নির্দৃশ্যতে, অতো ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য তস্য তাপ এব তমঃ শীতাদিনিবৃত্তয়ে যথা সেব্যতে, তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশম্ এব তত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্য ইতি ভাবঃ।।৪৮।।

বঙ্গানুবাদ—আবার স্বধর্ম্মেই কেবল দোষ আছে, এরূপ মনন করা উচিত নহে, যেহেতু পরধর্ম্মেও কোন কোন দোষ থাকিতেই পারে, তাই বলিতেছেন—'সহজং'—স্বভাব বিহিত, 'হি'—যেহেতু, 'সর্ব্বারম্ভাঃ'—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সাধন কর্ম্ম সকল কোন না কোন দোষ দ্বারা আবৃত আছেই, যেমন ধূমদ্বারা অগ্নি আবৃত দেখা যায়। অতএব অগ্নি হইতে ধূম দোষ পরিহার পূর্ব্বক অন্ধকার ও শীতাদি নাশ করিতে যেরূপ তাপই সেবন করিতে হয়, সেইরূপ কর্ম্মেরও দোষাংশ ত্যাগ করিয়া তত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত গুণাংশই গ্রহণ করিতে হয়—এই ভাব।।৪৮।।

অনুবর্ষিণী—কেহ যদি মনে করেন যে, ক্ষত্রিয়াদি-ধর্ম্মে হিংসাদির ব্যবস্থা থাকায় উহা সদোষ এবং ব্রহ্মকর্ম্ম নির্দ্দোষ; সুতরাং ব্রহ্ম-কর্ম্ম-আচরণই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ। তদুত্তরে শ্রীমদ্বলদেবের টীকার মর্ম্মে পাই,—"ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের কর্ম্মসমূহ ত্রিগুণাত্মক এবং দ্রব্যসাধ্য বলিয়া সামান্যতঃ কোন না কোন দোষের দ্বারা আবৃত থাকে, দৃষ্টান্তস্থলে ধূমের দ্বারা যথা অগ্নি। অগ্নির ধূমাংশ নিরাকরণ করিয়া শীতাদি নিবৃত্তির জন্য যেমন তাপের সেবা করা হয়, সেইপ্রকার ভগবদর্পণের দ্বারা কর্ম্মসমূহের দোষাংশ বিধৌত করিয়া আত্মদর্শনন নিমিত্ত জ্ঞান-জনকত্বাংশ সেবা করা উচিত।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যেও পাই,—

"হে কৌন্তেয়, সহজকর্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাজ্য নয়; সকলকর্ম্মের আরম্ভেই দোষ আছে। অগ্নি থাকিলে ধূম যেমত তাহাকে আবরণ করে, তদ্রূপ কর্ম্ম মাত্রকেই দোষ আবৃত করে। দোষাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভাব-বিহিত কর্ম্মের গুণাংশকেই সত্ত্বসংশুদ্ধির জন্য আশ্রয় করিবে।।"৪৮।।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।।৪৯।।

অন্বয়—সর্ব্বত্র (প্রাকৃত বস্তুমাত্রে) অসক্তবুদ্ধিঃ (আসক্তিশূন্য বুদ্ধি) জিতাত্মা (বশীকৃত চিত্ত) বিগতস্পৃহঃ (নিস্পৃহ) (জনঃ) সন্ন্যাসেন (স্বরূপতঃ কর্ম্ম-ত্যাগ-দ্বারা) পরমাং (শ্রেষ্ঠ) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং (নৈষ্কর্ম্মরূপা সিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)।।৪৯।।

অনুবাদ—প্রাকৃত বস্তুমাত্রে আসক্তিশূন্যবুদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুখাদিতেও স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি, স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা শ্রেষ্ঠ-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।।৪৯।।

বিশ্বনাথ—এবং সতি কর্ম্মণি দোষাংশান্ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশফলাভিসন্ধিলক্ষণান্ ত্যক্তবতঃ প্রথমসন্ন্যাসিনস্তস্য কালেন সাধনপরিপাকতো যোগারূঢ়ত্ব দশায়াং কর্ম্মণাং স্বরূপেণাপি ত্যাগরূপং দ্বিতীয়ং সন্ন্যাসমাহ—অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্রাপি প্রাকৃতবস্তুষু ন সক্তা আসক্তিশূন্যা বুদ্ধির্যস্য সঃ, অতো জিতাত্মা বশীকৃত চিত্তো বিগতা ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তেষ্বপি সুখেসু স্পৃহা যস্য সঃ;ততশ্চ সন্ন্যাসেন কর্ম্মণাং স্বরূপেণাপি ত্যাগেন নৈষ্কর্ম্মস্য পরমাং শ্রেষ্ঠং সিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি যোগারূঢ়দশায়াং তস্য নৈষ্কর্ম্ম্যম্ অতিশয়েন সিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ।।৪৯।।

বঙ্গানুবাদ—এইরূপ হওয়ায় কর্ম্মে দোষাংশসমূহ—কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ও ফলাভিসন্ধান লক্ষণ দোষাংশসমূহ ত্যাগকারী সেই প্রথম সন্ন্যাসীর কালক্রমে সাধনের পরিপাকে যোগারূঢ়ত্বদশায় কর্ম্ম সমূহের স্বরূপতঃ ত্যাগরূপ দ্বিতীয় সন্ন্যাস বলিতেছেন—'অসক্তবুদ্ধি'— সমস্ত প্রাকৃত বস্তুসমূহে 'ন সক্তা'—আসক্তি রহিত বুদ্ধি যাঁহার তিনি, অতএব 'জিতাত্মা'—বশীকৃতচিত্ত 'বিগতস্পৃহঃ'—বিগতা—ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অবস্থিত সুখসমূহেও যাঁহার স্পৃহা নাই তিনি; এবং তাহার পর 'সন্ন্যাসেন'—কর্ম্ম সমূহের স্বরূপতঃই ত্যাগে নৈষ্কর্ম্ম্যের 'পরমাং'—শ্রেষ্ঠা সিদ্ধি 'অধিগচ্ছতি'—প্রাপ্ত হন। যোগের আরূঢ় দশায় তাহার নৈষ্কর্ম্ম্য অতিশয়ভাবে সিদ্ধ হয়, এই অর্থ।।৪৯।।

অনুবর্ষিণী—কিরূপে কর্ম্মের দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণাংশের লাভ ঘটে তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন।

শ্রীমদ্বলদেবের টীকার মর্ম্মে পাই,—"এই প্রকার আরুরুক্ষু সনিষ্ঠ জ্ঞানগর্ভ-কর্ম্ম-নিষ্ঠার দ্বারা স্বস্বরূপ অনুভূত হওয়ার পর কর্ম্মনিষ্ঠা স্বরূপতঃ ত্যাগ করিবেন। এ সম্বন্ধে শ্রীগীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণেও

পাওয়া যায়,—"প্রজহাতি যদা কামান্" (২।৫৫)। পুনরায় তৃতীয় অধ্যায়েও কথিত হইয়াছে,—"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" (৩।১৭)।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও লিখিয়াছেন,—

"প্রাকৃত-বস্তুতে আসক্তিশূন্য বুদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত, ব্রহ্মলোক-লাভ পর্য্যন্ত সুখাদিতে নিস্পৃহ হইয়া স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্মরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন।।"৪৯।।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।।৫০।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) আপ্নোতি (লাভ করেন) যা (যাহা) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা নিষ্ঠা (শ্রেষ্ঠ-গতি) তথা (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই) নিবোধ (শ্রবণ কর)।।৫০।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্মকে লাভ করেন এবং যাহা জ্ঞানের চরম গতি বা প্রাপ্তি, তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর।।৫০।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ব্রহ্মানুভবতি ইত্যর্থঃ। যৈরজ্ঞানস্য নিষ্ঠা পরা পরমোহন্ত ইত্যর্থঃ;—"নিষ্ঠা নিষ্পত্তি-নাশান্তাঃ ইত্যমরঃ। অবিদ্যায়ামুপরতপ্রায়ায়াং বিদ্যায়া অপ্যুপরমারম্ভে যেন প্রকারেণ জ্ঞানসন্ন্যাসং কৃত্বা ব্রহ্মানুভবেত্তং বুধস্ব ইত্যর্থঃ।।৫০।।

বঙ্গানুবাদ—এবং তাহার পর যে প্রকারে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়—ব্রহ্মের অনুভব হয়, এই অর্থ। যে সমস্ত যোগে অজ্ঞানের 'নিষ্ঠা পরা'—পরম অন্ত এই অর্থ। নিষ্ঠা অর্থে নিষ্পত্তি, নাশ, অন্ত—অমরকোষ। অবিদ্যা উপরত অর্থাৎ নিবৃত্তপ্রায় হইলে বিদ্যারও উপরমের আরম্ভে যে প্রকারে জ্ঞানের সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্ম অনুভব করেন তাহা বুঝিয়া লও;এই অর্থ।।৫০।।

অনুবর্ষিণী—স্বভাববিহিত কর্ম্মাচরণের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা পূর্ব্বক তাঁহার অনুগ্রহে সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগানন্তর নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধিতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ ব্রহ্মলাভ কি প্রকারে ঘটে; তাহাই শ্রীভগবান্ পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে বর্ণন করিতেছেন।।৫০।।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানাং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।।৫১।।

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।।৫২।।
অহংঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।৫৩।।

অন্বয়—বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (সাত্ত্বিকী বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) ধৃত্যা (ধৃতির দ্বারা) আত্মনম্ (মনকে) নিয়ম্য চ (নিয়মিত করিয়া) শব্দাদীন্ (শব্দ প্রভৃতি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে)ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) রাগদ্বেষৌ (রাগ ও দ্বেষ) ব্যুদস্য চ (বিদূরিত করিয়া) বিবিক্তসেবী (নির্জ্জনবাসী) লঘ্বাশী (মিতাহারী) যতবাক্কায়মানসঃ (বাক্য, কায় ও মন সংযত করিয়া) নিত্যং (নিত্য) ধ্যানযোগপরঃ (ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ যোগযুক্ত হইয়া) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য সম্যক্ আশ্রয় করিয়া) অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং (বল) দর্পং (দর্প) কামম্ (কামনা) ক্রোধং (ক্রোধ) পরিগ্রহং (দানাদি গ্রহণ) বিমুচ্য (ত্যাগ পূর্ব্বক) নির্ম্মমঃ (মমতাবিহীন হইয়া) শান্তঃ (পরম উপশম প্রাপ্ত ব্যক্তি) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মানুভব নিমিত্ত) কল্পতে (সমর্থ হন)।।৫১-৫৩।।

অনুবাদ—বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতির দ্বারা মনকে নিয়মিত করিয়া,শব্দাদি-বিষয়সমূহকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রাগ ও দ্বেষ বিদূরিত করিয়া পবিত্র নির্জ্জন স্থানসেবী হইয়া, মিতাহারপূর্ব্বক কায়মনোবাক্য সংযত করতঃ সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তাপরায়ণতারূপ যোগ ও বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মম ও উপশমপ্রাপ্ত পুরুষ ব্রহ্ম-অনুভবের যোগ্য হন।।৫১-৫৩।।

বিশ্বনাথ—বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধায়া সাত্ত্বিক্যা আত্মানং মনো নিয়ম্য। ধ্যানেন ভগবচ্চিন্তনেনৈব যঃ পরো যোগঃ তৎপরায়ণঃ;বলং কামরাগযুক্তং, ন তু সামর্থ্যম্ অহঙ্কারাদীন্ বিমুচ্য ইতি অবিদ্যোপরামঃ শান্তঃ সত্ত্বগুণস্যাপ্যুপশান্তিমান্ ইতি কৃতজ্ঞানসন্ন্যাস ইত্যর্থঃ,—"জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ" ইত্যেকাদশোক্তেঃ। অজ্ঞান-জ্ঞানয়োরুপরামং বিনা ব্রহ্মানুভবানুপপত্তিরিতি ভাবঃ। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মানুভবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি।।৫১—৫৩।।

বঙ্গানুবাদ—'বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধায়া'—সাত্ত্বিকী বুদ্ধিদ্বারা, 'ধৃত্যা'—সাত্ত্বিকী ধৈর্য্যদ্বারা 'আত্মানম্'—মনকে 'নিয়ম্য'—সংযত করিয়া 'ধ্যানেন'—

ভগবানের চিন্তাদ্বারাই যে শ্রেষ্ঠযোগ তৎপরায়ণ, অর্থাৎ তাহাই আশ্রয় করিয়া, 'বলং'—কামের রাগযুক্ত, কিন্তু সামর্থ্য নহে; অহঙ্কারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক—ইহাই অবিদ্যার উপরম, 'শান্তঃ' সত্ত্বগুণেরও উপশান্তিযুক্ত—ইহা কৃতজ্ঞানসন্ন্যাস, এই অর্থ—'জ্ঞানও আমাকে সংন্যস্ত করিবে'—এই একাদশ স্কন্ধের (ভাঃ— ১১।১৯।১) উক্তি। অজ্ঞান ও জ্ঞানের উপরম ব্যতীত ব্রহ্মের অনুভব অস্বীকৃত হয়; এই ভাব। 'ব্রহ্মভূয়ায়'—ব্রহ্মের অনুভবে 'কল্পতে'— সমর্থ হন। ৫১—৫৩।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমদ্বলদেব বলেন,—"ব্রহ্মভূয়ায়" অর্থাৎ গুণাষ্টক বিশিষ্ট সাত্মরূপত্ব "কল্পতে" অর্থাৎ তাহা অনুভব করে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঋষভদেবের বাক্যেও পাওয়া যায়,—

"অধ্যাত্মযোগেন বিবিক্তসেবয়া প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাভিজয়েন সধ্র্যক্।
সচ্ছ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্য্যেন শশ্বদসম্প্রমাদেন যমেন বাচাম্।।
সর্ব্বত্র মদ্ভাববিচক্ষণেন জ্ঞানেন বিজ্ঞানবিরাজিতেন।
যোগেন ধৃত্যুদ্যমসত্ত্বযুক্তো লিঙ্গং ব্যপোহেৎ কুশলোঽহমাখ্যম্"।।
(৫।৫।১২-১৩)

নিপুণ পুরুষ পূর্ব্বোক্ত সাধনসমূহের দ্বারা অহঙ্কারাখ্য লিঙ্গ অর্থাৎ সংসারের কারণভূত অজ্ঞান বা উপাধি (শ্রীধর) লিঙ্গদেহ (শ্রীবিশ্বনাথ) নিরাস করিবেন।।৫১-৫৩।।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।৫৪।।

অন্বয়—ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত) ন শোচতি (শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষাও করেন না) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সমঃ (সমদর্শী) (হইয়া) পরাম্ (প্রেমলক্ষণযুক্ত) মদ্ভক্তিং (আমার ভক্তি) লভতে (লাভ করেন)।।৫৪।।

অনুবাদ—ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন বস্তুর জন্য শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরা অর্থাৎ প্রেমলক্ষণযুক্ত মদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।।৫৪।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চোপাধ্যপগমে সতি ব্রহ্মভুতঃ অনাবৃতচৈতন্যত্বেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ, গুণমালিন্যাপগমাৎ। প্রসন্নশ্চাসাবাত্মা চেতি সঃ ততশ্চঃ পূর্ব্ব দশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি, ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানা-

ভাবাদিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ভদ্রাভদ্রেষু বালক ইব 'সমঃ' বাহ্যনুসন্ধানাভাবাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ নিরিন্ধনাগ্নাবিব জ্ঞানে শান্তেঽপ্য-নশ্বরাং জ্ঞানাংন্তর্ভূতাং মদ্ভক্তিং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাং লভতে, তস্যা মৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ। অতএব পরাং জ্ঞানাদন্যাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কামকর্ম্মজ্ঞানাদ্যুর্ব্ব-রিতত্বেন কেবলামিত্যর্থঃ। 'লভতে' ইতি পূর্ব্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং কলয়া বর্ত্তমানায়া অপি সর্ব্বভূতেষু অন্তর্য্যামিন ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধির্নাসীদিতি ভাবঃ। অতএব কুরুত ইত্যনুক্ত্বা লভত ইতি প্রযুক্তম্, মাষমুদ্গাদিষু মিলিতা তাং তেষু নষ্টেদ্বপি অনশ্বরাং কাঞ্চনমণিকামিব তেভ্যঃ পৃথক্তয়া কেবলাং লভত ইতিবৎ। সম্পূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি, নাপি তস্যা ফলং সাযুজ্যম্, ইত্যত 'পরা'-শব্দেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যেয়ম্।।৫৪।।

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর উপাধির অপগম হইলে 'ব্রহ্মভুতঃ'—চৈতন্য আবরণ রহিত হওয়ায় ব্রহ্মরূপ এই অর্থ, গুণসমূহের মালিন্য অপগম হওয়ায়। 'প্রশন্নাত্মা'—প্রসন্ন যে আত্মা তিনি, তারপর পূর্ব্বদশায় অবস্থিতের ন্যায় নষ্ট বিষয়ের জন্য শোক এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না,—দেহাদিতে অভিমান না থাকায় এই ভাব। 'সর্ব্বেষু ভুতেষু'—ভদ্র ও অভদ্র সকল ভূতেই বালকের ন্যায়'সমঃ'—বাহ্য অনুসন্ধান না থাকায় এই ভাব। তারপর ইন্ধন রহিত অগ্নির ন্যায় জ্ঞানের শান্তি হইলেও জ্ঞানের অন্তর্ভূত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ আমার অনশ্বরা ভক্তিলাভ করেন। ভক্তি আমার স্বরূপশক্তিবৃত্তি এবং মায়া শক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া অবিদ্যা ও বিদ্যার অপগমেও তাহার অপগম হয় না। অতএব 'পরাং'—জ্ঞান হইতে ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি শূন্যা —কেবলা, এই অর্থ। 'লভতে'— পূর্ব্বে মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানবৈরাগ্যাদিতে আংশিক ভাবে অবস্থিত ভক্তির, সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্য্যামীর ন্যায় স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল না, এই ভাব। অতএব 'কুরুতে' এই শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 'লভতে' এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে,—মাষমুদ্গাদিতে মিলিত কাঞ্চন মণিকা যেরূপ তাহাদের নাশেও অনশ্বর বলিয়া পৃথক্ভাবে কেবলারূপে লাভ করা যায়, তদ্রূপ। তখন সম্পূর্ণ প্রেমভক্তি লাভের প্রায় সম্ভাবনা থাকে, আর তাহার ফল সাযুজ্যও নহে। এই জন্য 'পরা—শব্দ দ্বারা প্রেমলক্ষণা

ভক্তি বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে।।৫৪।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভানন্তর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিবার জন্য যে পরাভক্তির প্রয়োজন, তাহাই কথিত হইতেছে। এস্থলে 'ব্রহ্মভূতঃ'—শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"ব্রহ্মে অবস্থিত"। শ্রীমদ্বলদেব বলেন,—"সাক্ষাৎকৃত অষ্টগুণযুক্ত স্বস্বরূপ"। শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন, —'অপরিচ্ছিন্ন, জ্ঞানৈকাকারমৎ, শেষৈতৈকস্বভাব, আত্মস্বরূপের আবির্ভাব।" শ্রীমন্মধ্ব বলেন, —"ব্রহ্মণিভূতং"। এমন কি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মপ্রাপ্ত" এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও পাওয়া যায়,—"স্বতো মনঃ স্থিতির্ব্বিষ্ণৌ ব্রহ্মভাবঃ উদাহৃতঃ।"

'ব্রহ্মভূতঃ"-শব্দে কুত্রাপি 'ব্রহ্মে'র সহিত 'জীবে'র সর্ব্বতোভাবে সমতা উক্ত হয় নাই, তবে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমস্যাদি' প্রাদেশিক বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য কেবল চিজ্জাতীয়ত্বে সাদৃশ্যই, কিন্তু সর্ব্বাংশে নহে।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃতে লিখিয়াছেন,—"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি প্রাদেশিক বেদবাক্য দ্বারা জীবের পরব্রহ্মত্ব কখনই সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বই একমাত্র পরব্রহ্ম। চিত্তত্ত্ববিশেষ বলিয়া জীবকে বস্তুতঃ ব্রহ্ম বলা যায়।"

সকল শাস্ত্রেই জীবের অণুত্ব এবং শ্রীভগবানের বিভুত্ব; এবং জীবের মায়া বস্যত্ব এবং শ্রীভগবানের মায়াধীশত্ব কথিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ। হেন জীব ঈশ্বরসহ কহত অভেদ"।।

"গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে। হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে।।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল পৃথু মহারাজ-প্রসঙ্গে "ব্রহ্মভূতো দৃঢ়ং কালে তত্যাজ স্বং কলেবরম্" শ্লোকে 'ব্রহ্মভূত'-শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন, "অচিদ্বৃতিরহিত ভগবদনুসন্ধানপর"। এবং শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন, "শুদ্ধ চিদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়া।"

বর্ত্তমান শ্লোকেও শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ 'ব্রহ্মভূতঃ'-শব্দে বলিয়াছেন, "উপাধির অপগমে অনাবৃত চৈতন্য হেতু ব্রহ্মরূপ, যেহেতু গুণমালিন্য দুরীভূত হইয়াছে।"

ব্রহ্মভূত ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই,—'জীবের আত্মা ক্লেশ-কর্ম্ম বিপাক আশয় সমূহের বিগমে অতি স্বচ্ছ অর্থাৎ প্রসন্নসলিল নদীর ন্যায় অতি বিমল বলিয়া, এবম্বিধ অবস্থায় তিনি মদ্ব্যতীত কোন পার্থিব বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা বা বিনাশে শোক করেন না, তিনি উচ্চনীচ সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন।" এ স্থলেও দেখা যায় সর্ব্বভূতেই তিনি সমদর্শন করেন, শ্রীভগবানের সহিত নিজের বা অপরের সমতা দর্শন না করিয়া, নিজ প্রভু শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়াই থাকেন। ব্রহ্মভূত হইলেও যদি জীব শ্রীভগবানের সহিত সমতা লাভ করিত, তাহা হইলে আর পরাভক্তি লাভের কথা থাকিত না। সেব্য ও সেবকভাব-সম্বন্ধ হইতেই ভক্তির কার্য্য দেখা যায়।

এক্ষণে পরাভক্তির বিষয় আলোচনা করা যাক্। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই পরাভক্তি'কে জ্ঞান হইতে অন্য শ্রেষ্ঠা, নিষ্কাম-কর্ম্মজ্ঞানাদি উর্ব্বরিত অর্থাৎ কেবলা ভক্তি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভুও—"মদনুভব লক্ষণা মদ্বীক্ষণ সমানাকারা সাধ্যাভক্তি"কে লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীধরস্বামিপাদ "সর্ব্বভূতে মদ্ভাবনালক্ষণযুক্ত পরাভক্তি'কে উদ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যও বলেন,—"সর্ব্বেশ্বর; নিখিল জগদুদ্ভবস্থিতিপ্রলয়লীলাশীল, সমস্ত হেয় গন্ধ শূন্য, অসমোর্দ্ধ, কল্যাণগুণৈকাধার, লাবণ্যামৃতসাগর, শ্রীমৎ পদ্মপলাশলোচন, নিজ প্রভু আমাতে, অত্যন্ত প্রিয়ানুভবরূপা পরাভক্তি লাভ করেন।"

কেবলাদ্বৈতবাদের আচার্য্য শ্রীশঙ্কর, শ্রীআনন্দগিরি ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি সকলেই জ্ঞানলক্ষণা ভক্তিকেই 'পরাভক্তি' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, ব্রহ্মভূত হইবার পর এই ভক্তির কথা উল্লিখিত থাকায়, উহা যে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনভূতা ভক্তি নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞান অবশেষ থাকে বলিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানী এই পরাভক্তি লাভ করিতে পারিলে, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন। ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের জন্য যে ভক্তি

প্রয়োজন, তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িনী ভক্তি কিন্তু বিশেষ বা পৃথক্। ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই 'পরা' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। এ স্থলে 'কুরুতে' না বলিয়া যে 'লভতে' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, উহারও একটী বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ ভগবদ্ভক্তের যাদৃচ্ছিক কৃপাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান লঘুকৃত হইলে এই পরাভক্তি লাভের সম্ভাবনা। এই জন্যই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতে পাই যে, যখন শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে 'জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার' বলিয়া এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন তখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহ বাহ্য আগে কহ আর' বলিয়াছিলেন। এস্থলে ইহাকে বাহ্য বলিবার তাৎপর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"কর্ম্মোন্নত জীবোপলব্ধিতে 'অস্মিতা'—ব্রহ্মাণ্ডের অতীত বিরজানদীতে তথায় গুণত্রয়ের প্রাবল্যের অভাব (সাম্য বা অব্যক্তাবস্থামাত্র) আছে। অন্তরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত বৈকুণ্ঠ ও বহিরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ড, এতদুভয়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক ও বিরজা-নদী। ঐ স্থানদ্বয়—জড়বিরক্ত ও জড়নির্ব্বিশেষ জীবোপলব্ধির আশ্রয়; সুতরাং বৈকুণ্ঠ না হওয়ায় তদ্বহির্ভূত বলিয়া বাহ্য। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সর্ব্বধর্ম্মত্যক্ত সাধকের অনুভূতিতে বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের অনুভূতি না থাকায় তাদৃশ সাধ্যবৃত্তি জড়ভোগত্যক্ত হইলেও অচিৎ-নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদক, এজন্য উহাও বাহ্য। রামানন্দ তখন সেই ভাবকে বাহ্য সাধ্যভাব জানিয়া জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই যে তদুন্নত সাধ্য, তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিলেন।"

"এই অবস্থায়ও অস্মিতা ও তদ্বৃত্তি শুদ্ধ বৈকুণ্ঠস্থ বা বৈকুণ্ঠোদ্দিষ্ট নহে বলিয়া ইহাও বাহ্য। জড়বাধ্যতা না থাকিলেই অথবা জড়াতিরিক্ত নির্ম্মলঅনুভবপরতাতে বাস্তব সত্য-বস্তুর স্বতন্ত্র ও বিশেষ উপলব্ধি না হওয়ায়, নিজানুভুতি ও নিজ মনোবৃত্তি—বহির্ম্মুখিনী। বাস্তবিক পক্ষে, উহাও শুদ্ধজীবের সাধ্য নহে। নির্ব্বিশেষত্ব-কল্পনায় সচ্চিদানন্দ-বিশেষ সমূহ সুপ্ত থাকে। তৎপূর্ব্বে কাল্পনিক বিচারময় বাক্যসমূহও নির্ব্বিশেষ ধ্যানমাত্র তাৎপর্য্য বিশিষ্ট, সুতরাং তাদৃশ ভগবৎসেবা-বৃত্তিরহিত কাল্পনিক নির্ব্বিশেষপর মুক্ত অবস্থাও বাহ্য।"

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত-চৈতন্যস্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ

করেন। এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপসংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন।।"৫৪।।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম।।৫৫।।

অন্বয়—(সঃ—তিনি) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) যাবান্ (যৎ স্বভাব) যঃ চ অস্মি (এবং যৎ স্বরূপ হই) মাম্ (এবম্ভূত আমাকে)তত্ত্বতঃ (যথার্থ স্বরূপে) অভিজানাতি (জানিতে পারেন) ততঃ (সেই ভক্তির দ্বারা) তত্ত্বতঃ (তাত্ত্বিক ভাবে) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) তদনন্তরম্ (জ্ঞানোপরমে) মাং (আমাতে অর্থাৎ মদীয় নিত্য-লীলায়) বিশতে (প্রবেশ করেন)।।৫৫।।

অনুবাদ—তিনি সেই পরাভক্তির দ্বারা যেরূপ বিভূতি ও স্বভাবযুক্ত আমি এবং যাহা আমার স্বরূপ, সেইরূপ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। এবং সেই প্রেমভক্তি বলে তত্ত্বতঃ জানিয়া, তদনন্তর আমাতে অর্থাৎ আমার নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।।৫৫।।

বিশ্বনাথ—ননু তয়া লব্ধয়া ভক্ত্যা তদানীং তস্য কিং স্যাদিত্যতোঽর্থান্তরন্যাসেনাহ—ভক্ত্যেতি। অহং যাবান্ যশ্চাস্মি তং মাং তৎপদার্থং জ্ঞানী বা নানাবিধো ভক্তো বা ভক্ত্যৈব তত্ত্বতোঽভিজানাতি। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি মদুক্তেঃ; যস্মাদেবং, তস্মাৎ প্রস্তুতঃ স জ্ঞানী, ততস্তয়া ভক্ত্যৈব তদনন্তরং বিদ্যোপরমাদুত্তরকাল এব মাং জ্ঞাত্বা মাং বিশতি মৎসাযুজ্যসুখমনুভবতি, মম মায়াতীতত্বাৎ; অবিদ্যায়াশ্চ মায়াত্বাৎ বিদ্যয়াপ্যহমবগম্য ইতি ভাবঃ। "যত্তু সাংখ্যযোগৌ চ বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চপর্ব্বৈব বিদ্যা" ইতি নারদপঞ্চরাত্রে। বিদ্যাবৃত্তিত্বেন ভক্তিঃ শ্রূয়তে, তৎ খলু হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তে ভক্তেরেব কলা কাচিদ্বিদ্যাসাফল্যার্থং বিদ্যায়াং প্রবিষ্টা কর্ম্মসাফল্যার্থং কর্ম্ম যোগেঽপি প্রবিশতি, তয়া বিনা কর্ম্মজ্ঞানযোগাদীনাং শ্রমমাত্রত্বোক্তেঃ। যতো নির্গুণা ভক্তিঃ সদ্‌গুণময্যা বিদ্যায়া বৃত্তির্বস্তুতো ন ভবতি, অতো হ্যজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বেনৈব বিদ্যায়াঃ কারণত্বং তৎপদার্থজ্ঞানে তু ভক্তেরেব। কিঞ্চ, "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" ইতি স্মৃতেঃ সত্ত্বজং জ্ঞানং সত্ত্বমেব, তচ্চ সত্ত্বং 'বিদ্যা'—শব্দেনোচ্যতে যথা, তথা ভক্ত্যুত্থং জ্ঞানং ভক্তিরেব; সৈব ক্বচিৎ 'ভক্তি'-শব্দেন, ক্বচিৎ 'জ্ঞান'-শব্দেন চোচ্যতে ইতি জ্ঞানমপি দ্বিবিধং

দ্রষ্টব্যম্,—তত্র প্রথমং জ্ঞানং সংন্যস্য, দ্বিতীয়েন জ্ঞানেন ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াদিত্যেকাদশস্কন্ধপঞ্চবিংশত্যধ্যায়দৃষ্টাপি জ্ঞেয়ম্। অত্র কেচিৎ ভক্ত্যা বিনৈব কেবলেনৈব জ্ঞানেন সাযুজ্যার্থিনস্তে জ্ঞানিমানিনঃ ক্লেশমাত্রফলা অতিবিগীতা এব; অন্যে তু 'ভক্ত্যা বিনা কেবলেন জ্ঞানেন ন মুক্তিঃ' ইতি জ্ঞাত্বা ভক্তিমিশ্রমেব জ্ঞানমভ্যস্যন্তো ভগবাংস্তু মায়োপাধিরেব ইতি ভগবদ্‌বপুর্গুণময়ং মন্যমানা যোগারূঢ়ত্বদশামপি প্রাপ্তাস্তেঽপি জ্ঞানিনো বিমুক্তমানিনো বিগীতা এব; যদুক্তং—"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।। য এবং পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।" ইতি। অস্যার্থঃ—যেন ভজন্তি যে চ ভজন্তোঽপ্যবজানন্তি, তে সন্ন্যাসিনোঽপি বিনষ্টাবিদ্যা অপ্যধঃপতন্তি; তথাহ্যুক্তম্—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়।।" ইতি,—অত্র 'অঙ্ঘ্রি'-পদং ভক্ত্যৈব প্রযুক্তং বিবক্ষিতম্; 'অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ' ইতি— তনোর্গুণময়ত্ববুদ্ধিরেব তনোরনাদরঃ; যদুক্তম্ —"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইতি; বস্তুতস্তু মানুষী সা তনুঃ সচ্চিদানন্দ ময্যেব; তস্যাঃ দৃশ্যত্বন্তু দুস্তর্ক্যতদীয়কৃপাশক্তিপ্রভাবাদেব, যৎ উক্তং নারায়ণাধ্যাত্মবচনম্—"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমানন্দং কঃ পশ্যেত্তমিমং প্রভুম্।।" ইতি। এবঞ্চ ভগবত্তনোঃ সচ্চিদানন্দময়ত্বে "ক্লিপ্তং সচ্চিদানন্দবিগহং শ্রীবৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনম্" ইতি। "শব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধৎ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপরসহস্রবচনেষু প্রমাণেষু সৎস্বপি "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইতি শ্রুতিদৃষ্টৈব ভগবানপি মায়োপাধিরিতি মন্যন্তে, কিন্তু স্বরূপভুতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ—"অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্" ইতি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিত শ্রুতেঃ। 'মায়ান্তু' ইত্যত্র 'মায়া' শব্দেন স্বরূপভূতা চিচ্ছাক্তিরেবাভিধীয়তে, ন তু অ-স্বরূপভূতা ত্রিগুণময্যেব শক্তিরিতি তস্যাঃ শ্রুতেরর্থং ন মন্যন্তে; যদ্বা, প্রকৃতিং দুর্গাং মায়িনন্তু মহেশ্বরং শম্ভুং বিদ্যাদিত্যর্থমপি নৈব মন্যন্তে। অতো ভগবদপরাধেন জীবন্মুক্তত্বয়শায়াং প্রাপ্তা অপি তেঽধঃ পতন্তি; যদুক্তং 'বাসনা'-ভাষ্যধৃতং পরিশিষ্টবচনম্—"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ।।" ইতি তে চ ফলপ্রাপ্তৌ সত্যাং অর্থাৎ

'নাস্তিসাধনোপযোগঃ' ইতি মত্বা জ্ঞানসন্ন্যাসকালে জ্ঞানং তত্র গুণীভূতাং ভক্তিমপি সংত্যজ্য মিথ্যৈবাপরোক্ষব্রহ্মানুভবং স্বস্য মন্যন্তে। শ্রীবিগ্রহাপরাধেন ভক্ত্যা অপি জ্ঞানেন সার্দ্ধং অন্তর্দ্ধানাৎ ভক্তিং তে পুনর্নৈব লভন্তে, ভক্ত্যাবিনা চ তৎপদার্থাননুভাবান্মৃষা-সমাধয়ো জীবন্মুক্ত-মানিন এব তে জ্ঞেয়াঃ; যদুক্তং—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" ইতি। যে তু ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানমভ্যসন্তো ভগবন্মূর্ত্তিং সচ্চিদানন্দময়ীমেব মন্যমানাঃ ক্রমেণাবিদ্যাবিদ্যেয়োরুপরামে পরাং ভক্তিং ন লভন্তে, তে জীবন্মুক্তা দ্বিবিধাঃ—একে সাযুজ্যার্থং ভক্তিং কুর্ব্বন্তস্তয়ৈব 'তৎ' পদার্থমপরোক্ষীকৃত্য তস্মিন্ সাযুজ্যং লভন্তে, তে সংগীতা এব; অপরে ভূরিভাগা যাদৃচ্ছিকশান্তমহাভাগবতসঙ্গপ্রভাবেণ ত্যক্তমুমুক্ষাঃ শুকাদিবদ্ভক্তিরসমাধুর্য্যাস্বাদে এব নিমজ্জন্তি; তে তু পরমসংগীতা এব; যদুক্তং—"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।" ইতি। তদেবং চতুর্বিধা জ্ঞানিনঃ দ্বয়ে বিগীতাঃ পতন্তি দ্বয়ে সংগীতাস্তরন্তি সংসারমিতি।।৫৫।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, সেই লব্ধ ভক্তি-দ্বারা তখন তাঁহার কি ফল হয়? তদুত্তরে অর্থান্তর ন্যাস দ্বারা দেখাইতেছেন—'ভক্ত্যা' ইত্যাদি। আমার যেরূপ বিভূতা বা ব্যাপকতা এবং যাহা আমার স্বরূপ সেই তদ্পদার্থ আমাকে জ্ঞানী বা নানাবিধ ভক্ত কেবল ভক্তিদ্বারাই তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হন। যেরূপ আমি বলিয়াছি—'কেবলা ভক্তিদ্বারাই আমি লভ্য' (ভাঃ—১১।১৪।২১)—যখন এইরূপ, তখন সেইভাবে প্রস্তুত সেই জ্ঞানী সেই ভক্তির দ্বারাই বিদ্যার উপরম হইলেই ভবিষ্যৎকালে আমাকে জানিয়া আমাতে প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ আমার সাযুজ্য সুখ অনুভব করে, কারণ আমি মায়াতীত আর অবিদ্যা মায়া বলিয়া আমি বিদ্যা দ্বারাই জ্ঞাতব্য এই ভাব। নারদ পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে,—জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য, তপঃ এবং কেশবে ভক্তি এই পঞ্চ পর্ব্বই বিদ্যা। ভক্তি বিদ্যারই বৃত্তিবিশেষ। ইহা আবার হ্লাদিনী শক্তিবৃত্তি ভক্তিরই কোন অংশ বিদ্যা বিষয়ের সাফল্যের নিমিত্ত বিদ্যাতে প্রবিষ্টা, কখনও বা কর্ম্মযোগের সাফল্যের নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। সেই ভক্তি বিনা কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানাদি কেবল শ্রমমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। যেহেতু বস্তুতঃ নির্গুণাভক্তি সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যার বৃত্তি বিশেষ হইতে পারে না, অতএব অজ্ঞানের নিবর্ত্তনকারিণী বলিয়া বিদ্যার

কারণ, কিন্তু তৎপদার্থরূপ ভগবন্নিরূপণ ভক্তিরই কার্য্য। আরও গীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—'সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়' (১৪।১৭) অতএব সত্ত্ব হইতে যে জ্ঞান জন্মে তাহা সত্ত্বই, সেই সত্ত্বই যেরূপ বিদ্যা শব্দে অভিহিতা, তদ্রূপ ভক্তি হইতে উত্থিত যে জ্ঞান তাহা ভক্তিই। সেই ভক্তি কোন কোন স্থলে ভক্তি-শব্দে, কোথাও বা জ্ঞান-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞানকেও দুই প্রকার বলিয়া জানা আবশ্যক। এ স্থলে প্রথম (সত্ত্বজ) জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় (ভক্তিরূপ) জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়দৃষ্টে জানা যায়। এস্থলে কেহ কেহ ভক্তিবিহীন কেবল জ্ঞানমাত্র অবলম্বন করিয়াই সাযুজ্য প্রার্থী হন। সেই জ্ঞানাভিমানিগণ ফলে কেবল ক্লেশই প্রাপ্ত হ'ন বলিয়া অতিবিগীত অর্থাৎ অতিশয় নিন্দিত। 'অন্য কেহ কেহ ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লভ্যা নহে' জানিয়া ভক্তিমিশ্রজ্ঞানের অভ্যাস করিতে করিতে মনে করেন ভগবান মায়োপাধি এবং ভগবদ্বপুঃ গুণময়। সেই জ্ঞানিগণ যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা বিমুক্তমানী বলিয়া বিগীত অর্থাৎ নিন্দিত। যেরূপ কথিত হইয়াছে—(ভাঃ—১১।৫।২) "পুরুষ বা ভগবানের মুখ বাহু-উরু-পাদ হইতে গুণানুসারে চারি আশ্রমের সহিত বিপ্রাদি চারি বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহারা এইরূপ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু ঈশ্বর পুরুষকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার ভজন করে না, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। ইহার অর্থ—যাহারা ভজন করে না এবং যাহারা ভজন করিলেও অবজ্ঞা করে, তাহারা সন্ন্যাসী হইলেও বিনষ্টবিদ্য হইয়া অধঃপতিত হয়। আরও কথিত হইয়াছে যে,—(ভাঃ ১০।২।৩২)

'হে অরবিন্দাক্ষ (কমলনয়ন ভগবন্), যাঁহারা বিমুক্তমানী হইয়া অর্থাৎ আমি মুক্ত হইয়াছি এইরূপ মনে করিয়া আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধ বুদ্ধি হওয়ার ফলে বহুক্লেশে অনাসক্তিরূপ পরমপদ লাভ করিয়াও ভবদীয় পাদপদ্মে অনাদর করার ফলে অধঃপতিত হয়। (এখানে 'অন্যে' বলিতে 'মাধবের' ভক্ত ভিন্ন অন্য বুঝিতে হইবে)।

এস্থলে 'অঙ্ঘ্রি'-পদ ভক্তিদ্বারাই প্রযুক্ত বলিয়া বক্তব্য।

'অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ'—ভগবদ্দেহকে গুণময় জ্ঞান করাই দেহের অনাদর। পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে—গীঃ—৯।১১ 'মানবদেহপ্রাপ্ত আমাকে

মূঢ়গণ অবজ্ঞা করে।'

বস্তুতঃ সেই মানুষী তনু সচ্চিদানন্দময়ই। ভগবানের দুস্তর্ক্য (তর্কাতীত) কৃপাশক্তির প্রভাবেই সেই তনু পরিদৃষ্ট হয়। যাহা নারায়ণাধ্যাত্মবচনে কথিত হইয়াছে যে—'শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্তস্বরূপ হইলেও কেবল তাঁহারই শক্তিপ্রভাবে তিনি লক্ষিত হন; সেই শক্তি ব্যতীত এই পরমানন্দস্বরূপ প্রভুকে দর্শন করিতে কে সমর্থ হয়?' এইরূপে ভগবত্তনুর সচ্চিদানন্দময়ত্ব সিদ্ধ হইলেও—'শ্রীবৃন্দাবনস্থ সুরপাদপতলাসীন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ'। 'শব্দ-ব্রহ্ম বপু ধারণ করেন'—ভাঃ ৩।২১।৮ ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিনির্দ্দিষ্ট সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও কেবল মায়া প্রকৃতি এবং পরমেশ্বর মায়ী'—এই (শ্বেতাশ্বতর ৪।১০) শ্রুতি দর্শন করিয়াই তাহারা ভগবানকেও মায়োপাধি বলিয়া মনে করে, কিন্তু—এই জন্যই সনাতন বিষ্ণুকে মায়াময় বলা যায়'—এই মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতি অনুসারে তিনি স্বরূপভূতা মায়াখ্যা নিত্যশক্তিদ্বারা সংযুক্ত। 'মায়ান্তু' এ স্থলে মায়া-শব্দে তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিই অভিহিত, কিন্তু তাঁহার অস্বরূপভূতা ত্রিগুণময়ী শক্তি নহে—সেই শ্রুতির এই অর্থ তাহারা মনে করে না। অথবা 'মায়াকে প্রকৃতি অর্থাৎ দুর্গা এবং মায়ীকে মহেশ্বর অর্থাৎ শম্ভু বলিয়া জানিবে'—এই অর্থও স্বীকার করে না, এজন্যই ভগবানের নিকট অপরাধী বলিয়া জীবন্মুক্ত দশা প্রাপ্ত হইয়াও অধঃপতিত হইয়া থাকে। বাসনা ভাষ্যগ্রন্থ ধৃত পরিশিষ্ট বচনে কথিত হইয়াছে যে,—জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও যদি কোনরূপে অচিন্তনীয় মহাশক্তিশালী ভগবানের নিকট অপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহাদ্গিকেও পুনরায় বাসনাযুক্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হয়।' এই সকল ব্যক্তির অধঃপাতের কারণ এই যে, তাঁহারা মনে করেন, ফলপ্রাপ্তি হইলে আর সাধনের প্রয়োজন নাই, সুতরাং জ্ঞানসন্ন্যাসকালে জ্ঞানকে এবং জ্ঞানের সহিত গুণীভূতা ভক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি বোধ করিয়া থাকেন। শ্রীবিগ্রহের নিকট অপরাধ হওয়ায় জ্ঞানের সহিত ভক্তিও অন্তর্হিতা হন, তাহারা পুনরায় আর ভক্তিলাভ করিতে পারে না। ভক্তিব্যতীত তৎপদার্থের অনুভব হয় না। তখন তাহাদের সমাধি বৃথা এবং তাহাদ্গিকে মিথ্যা জীবন্মুক্তাভিমানী বলিয়া জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—(ভাঃ—১০।২।৩২) **"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" ইত্যাদি (ইহার**

অর্থ উপরে দেওয়া হইয়াছে)।

যাঁহারা ভক্তিমিশ্র জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে ভগবানের মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দময়ীই জ্ঞান করিয়া ক্রমে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপরম হইলে পরাভক্তি লাভ করেন না, এরূপ জীবন্মুক্ত দ্বিবিধ—তাঁহাদের কেহ কেহ সাযুজ্যলাভের নিমিত্ত ভক্তি করিয়া থাকেন এবং সেই ভক্তিদ্বারা তৎপদার্থকে অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া তাহাতে সাযুজ্য লাভ করেন। ইহারা সংগীত (সম্মাননীয়) অপর কেহ কেহ প্রচুর ভাগ্যবান্, তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে শান্ত মহাভাগবতগণের সঙ্গ-প্রভাবে মুক্তি বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া শুকাদির ন্যায় ভক্তিরসের মাধুর্য্যাস্বাদেই নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা কিন্তু পরম সংগীত (পরম-আদরণীয়ই)। যেরূপ ভাগবতে (১।৭।১০) কথিত হইয়াছে—'হরি এরূপ গুণসম্পন্ন যে (তাঁহার আকর্ষণীয় শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া) অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য আত্মারাম মুনিগণও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী (কোনও ফলপ্রাপ্তির আশাশূন্য হইয়া) ভক্তি করিয়া থাকেন'।

অতএব এইরূপ চতুর্ব্বিধ জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানিদ্বয় বিগীত (অবজ্ঞাত ও নিন্দনীয়) হইয়া অধঃপতিত, আর দ্বিবিধ সংগীত (আদরণীয়) হইয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হ'ন।।৫৫।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ 'পরাভক্তি' অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা কেবলা ভক্তি লাভের ফল বর্ণন করিতেছেন। ব্রহ্মভূত ব্যক্তি যাদৃচ্ছিক মহৎ কৃপায় পরাভক্তি লাভ করিলে অর্থাৎ মোক্ষবাঞ্ছা তিরোহিত হইয়া জ্ঞানশূন্যা অর্থাৎ নির্গুণা কেবলা ভক্তি লাভ করিতে পারিলে, স্বরূপ সিদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া, বস্তুসিদ্ধিতে তাঁহার লীলায় প্রবেশলাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়—

> আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
> কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।" (১।৭।১০)

আত্মারাম পুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা বহুভাগ্যবান্ তাঁহারা শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের যদি অহৈতুকী কৃপা লাভ করেন, যথা সনকাদির প্রতি শ্রীভগবৎকৃপা এবং শ্রীশুকের প্রতি শ্রীব্যাস কৃপা, তাহা হইলে তাঁহারাও শ্রীহরির গুণাকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি-অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভক্তিরস মাধুর্য্য আস্বাদেই নিমগ্ন হন।

শ্রীভগবান্ যে একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই লভ্য, তাহা শ্রীগীতায় ১১।৫৪, ৮।১৪ ও ৯।২২ শ্লোকে এবং বহুস্থানে কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (১১।১৪।২১) শ্লোকে ও বহু স্থানে ইহা পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রশ্নক্রমে শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু যখন 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার' বলিয়াছিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন 'এহো হয়, আগে কহো আর'। এস্থলেও শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোক উল্লেখ করিয়াছিলেন্।

সকল সিদ্ধ ও মুক্তপুরুষ যে তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে না, সে বিষয়ে শ্রীগীতায়—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু"(৭।৩) শ্লোক এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্" (৬।১৪।৫) এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের "কোটীমুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত" (মধ্য ১৯।১৪৮) প্রভৃতি শ্লোকে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্ম্মেও পাই,—"স্বরূপতঃ ও গুণতঃ আমি যাহা এবং বিভূতিগত আমি যাহা, সেই আমাকে পরাভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ অনুভব হইয়া থাকে। তারপর মৎপরভক্তিবশতঃ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ আমাকে তত্ত্বতঃ যাথাত্ম্যভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া তদনন্তর সেই হেতু আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ আমার সহিত যুক্ত হয়। এস্থলে 'পুরং প্রবিশতি' অর্থাৎ পুরে প্রবেশ করিতেছে, এ কথা বলিলে যেমন পুরসংযোগই বুঝায়, পুরাত্মকত্ব বুঝায় না। এখানে তত্ত্বতঃ অভিজ্ঞানে প্রবেশে ভক্তিই হেতু বুঝিতে হইবে। "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া" প্রভৃতি শ্রীভগবানের পূর্ব্বোক্তি হইতেও পাওয়া যায়। এই শ্লোকের 'তদনন্তরম্' বাক্যে শ্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ ও বিভূতি তাত্ত্বিকভাবে অনুভব করার পরবর্ত্তী কালে বুঝায়, অথবা পরাভক্তির দ্বারা তাঁহাকে তত্ত্বতঃ পরিজ্ঞাত হইয়া, তার পর সেই ভক্তিকে লইয়াই 'মাম্ বিশতে' শ্রীভগবানে প্রবেশ করে। মোক্ষের পরও ভক্তির অবস্থিতি থাকে; যেমন ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—"আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" (৪।১।১২)।

"আপ্রায়াণাদামোক্ষাত্তত্রাপি মোক্ষে চ ভক্তিরনুবর্ত্ততে" প্রভৃতি শ্রুতির বাক্যেও সূত্রার্থ দৃষ্ট হয় যে, আপ্রায়ণ অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত এবং মোক্ষ হইলেও ভক্তি অনুবর্ত্তন করে। ভক্তির দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট ব্যক্তিগণের

ভক্তির স্বাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যেমন শর্করার দ্বারা পিত্তনষ্ট ব্যক্তিগণের শর্করার আস্বাদ হয়। ইহার দ্বারা সন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সাধন-সাধ্য-পদ্ধতি উক্ত হইল।"

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ্ শ্রীমদ্ভাগবতের "যাবন্নৃকায়" (৭।১৫।৪৫) শ্লোকের টীকায় কিরূপে এই শ্লোকদ্বয়ের সাযুজ্যপর ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন? সেই সন্দেহ নিরসন কল্পে শ্রীমদ্ভাগবতের "পুরুষোঽণ্ডং বিনির্ভিদ্য" (২।১০।১০) শ্লোকের তৎকৃত সারার্থদর্শিনী টীকায় পাই,—

"এই ভাগবত শাস্ত্রের যে কেবলমাত্র ভগবানকেই প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি, তাহা নহে, তাঁহার নির্ব্বিশেষস্বরূপ ও তদংশভূত ব্রহ্ম পরমাত্মাকেও (প্রকাশের প্রবৃত্তি)। যেমন শাস্ত্রের আরম্ভেই কথিত হইয়াছে (১।২।১১) 'সেই তত্ত্ব-বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন।' সুতরাং ব্রহ্ম-পরমাত্মোপাসকগণের অধ্যাত্মাদি কথার অভ্যাস অর্থাৎ আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ কথন উপযুক্ত। অধিকন্তু এই শাস্ত্রমহিমা-দ্বারা ব্রহ্ম পরমাত্মোপাসকগণেরও ভক্তি প্রবর্ত্তিত হয়। পরে ফলদশায়ও (১।৭।১০) 'আত্মারাম মুনিসকলও শ্রীহরির সেবা করিয়া থাকেন'—ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রায় ভক্তিই শ্রেষ্ঠরূপে বর্ত্তমান। অতএব শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক তাঁহার তৎসাধন এবং তৎফল কটাক্ষণীয় নহে কিন্তু অনুমোদনীয়। তাহা হইলে যে প্রকার ব্রহ্মত্ব- পরমাত্মত্বমৎস্য-কূর্ম্মাদি অনেক অবতারত্বধর্ম্ম-জ্ঞানবলৈশ্বর্য্য-রূপগুণলীলা-মাধুর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ ভক্তগণ কর্ত্তক সেবিত হন, সেই প্রকারই তৎস্বরূপভূত এই গ্রন্থও ব্রহ্ম-পরমাত্ম-মৎস্য কুর্ম্মাদি অবতারসমূহের অবতারী তত্তৎ সর্ব্বমূলভূত শ্রীকৃষ্ণ তদীয় গুণলীলামাধুর্য্যৈশ্বর্য্য তৎপ্রাপ্তি সাধন-ভক্তি প্রেম ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যাদি অখিলতত্ত্ব প্রদর্শক।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ত্তমান্ শ্লোকদ্বয়ের যে জ্ঞানপর ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য হইয়াও যে, অসার জ্ঞানিগণ যে কেবল-জ্ঞানের অযথা অহঙ্কার করেন, তাহা যে কিছুই নয়, অর্থাৎ সেই জ্ঞান জ্ঞানই নহে এবং ভক্তি ব্যতিরেকে সেই জ্ঞানের ফলে মুক্তি লাভ হইতে পারে না, তাহাই জানাইতেছেন। তাঁহার টীকার মর্মে পাই যে, জ্ঞান দ্বিবিধ—কেবল ও ভক্তি সহিত। ভক্তির অভাবে কেবল-জ্ঞানের দ্বারা

মুক্তি লাভ হইতে পারে না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য" (১০।১৪।৩) শ্লোকে পাওয়া যায়। ভক্তি-সহিত জ্ঞান আবার দ্বিবিধ। (১) শ্রীভগবদাকারে মায়িকবুদ্ধিযুক্ত ভক্তি-সহিত। (২) শ্রীভগবদাকারে সচ্চিদানন্দময়ী বুদ্ধিযুক্ত ভক্তিসহিত। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথম জ্ঞানবান্ মুক্ত হন না, কিন্তু মুক্তাভিমানীই। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" (১০।২।৩২) এবং শ্রীগীতায়ও পাওয়া যায়,—"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ", "মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা" (৯।১১-১২)। দ্বিতীয় জ্ঞানবান্ অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরামেও অনুপরতা জ্ঞানশাবল্যরহিতা ভক্তিবলে ব্রহ্মসাজুয্য প্রাপ্ত হন্। ইহাদের বিষয়েই বর্ত্তমান শ্লোকদ্বয় কথিত হইয়াছে বলিয়া যে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারও তাৎপর্য্যে পাই, যাহারা কিন্তু ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানাভ্যাসী, শ্রীভগবন্মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দময়ীই জানেন, ক্রমে অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরামে পরাভক্তি লাভ করেন না, সেই জীবন্মুক্ত সকল দ্বিবিধ— এক প্রকার সাযুজ্যার্থী, দ্বিতীয় প্রকার যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ত্যক্তমুমুক্ষু ভক্তিবান্। অতএব এতদ্দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানী কে? এবং তাঁহার প্রার্থিত সাযুজ্যাদি ফল কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহাই জানাইতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মজ্ঞানীকেও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভক্তিমহিমায় আকৃষ্ট করিবার অপূর্ব্ব কৌশলও প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকায় পাই—

"আমি যৎস্বরূপ, যৎস্বভাব (অর্থাৎ যে স্বরূপ ও স্বভাব-বিশিষ্ট), তাহা নির্গুণা-ভক্তি উদিত হইলেই জীব বিশেষরূপে জানিতে পারে; আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে,—ইহাই মৎসম্বন্ধীয় 'গুহ্য' জ্ঞান, ইহাকেই নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগদ্বারা বর্ণিদিগের সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণরূপ 'ব্রহ্মপ্রাপ্তি' বলে। ইহারও চরম ফল—'নির্গুণ ভক্তি বা প্রেম'। 'বিশতে মাং',—এই শব্দ প্রয়োগ দ্বারা শুষ্ক আত্মবিনাশরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে বুঝিতে হয় না। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরম চিত্তরূপ আমার স্বরূপলাভকেই 'বিশতে মাং' শব্দদ্বারা বুঝিতে হইবে। সেই স্বরূপ লাভকে 'বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম' বলিলেও হয়।।" ৫৫।।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।।৫৬।।

অন্বয়—মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমার একান্ত ভক্ত) সদা (সর্ব্বদা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম) কুর্ব্বাণঃ অপি (করিয়াও) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রাসাদে) শাশ্বতং (নিত্য) অব্যয়ম্ (অব্যয়) পদম্ (পরব্যোমধাম) অবাপ্নোতি (লাভ করেন)।।৫৬।।

অনুবাদ—আমার একান্ত ভক্ত সর্ব্বদা নিত্যনৈমিত্তিক সকল কর্ম্ম করিয়াও আমার প্রাসাদে নিত্য, অব্যয় বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন।। ৫৬।।

বিশ্বনাথ—তদেবং জ্ঞানী যথাক্রমেণৈব কর্ম্মফলসন্ন্যাস-কর্ম্মসন্ন্যাস-জ্ঞান সন্ন্যাসৈর্মৎসাযুজ্যং প্রাপ্নোতীত্যুক্তম্, মদ্ভক্তস্তু মাং যথা প্রাপ্নোতি তদপি শৃণ্বিত্যাহ—সর্ব্বেতি। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ মাং বিশেষতোঽপকর্ষেণ সকামতয়াপি য আশ্রয়তে, সোঽপি কিং পুনঃ নিষ্কামভক্ত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যানি পুত্রকলত্রাদি পোষণলক্ষণানি ব্যবহারিকান্যপি সর্ব্বাণি কুর্ব্বাণঃ কিং পুনস্ত্যক্তকর্ম্মযোগজ্ঞানদেবতান্তরো-পাসনান্যকামানন্যভক্ত ইত্যর্থঃ। অত্রাশ্রয়তে সম্যক্ সেবতে ইতি আঙুপসর্গেণ সেবায়াঃ প্রধানীভূতত্বম্; কর্ম্মাণ্যপীত্যপি-শব্দেনাপকর্ষবোধকেন কর্ম্মানাং গুণীভূতত্বম্; অতোঽয়ং কর্ম্মমিশ্র ভক্তিমান্, ন তু ভক্তিমিশ্রকর্ম্মবান্ ইতি প্রথমষট্কোক্তেঃ কর্ম্মণি নাতিব্যাপ্তিঃ। শাশ্বতং মৎপদং মদ্ধাম-বৈকুণ্ঠমথুরা-দ্বারকাঽযোধ্যাদিকম্ অবাপ্নোতি। ননু মহাপ্রলয়ে তত্তদ্ধাম কথং স্থাস্যতি? তত্রাহ—'অব্যয়ং' মহাপ্রলয়ে মদ্ধাম্নঃ কিমপি ন ব্যয়তি, মদতর্ক্যপ্রভাবাদিতি ভাবঃ। ননু জ্ঞানী খলু অনেকৈর্জন্মভিরনেকতপআদি-ক্লেশৈঃ সর্ব্ববিষয়ে-ন্দ্রিয়োপরামেণৈব নৈষ্কর্ম্মে সত্যেব যৎ সাযুজ্যং প্রাপ্নোতি, তস্য তে নিত্যং ধাম সকর্ম্মকত্বে সকামকত্বেঽপি ত্বদাশ্রয়ণমাত্রেণৈব কথং প্রাপ্নোতি? তত্রাহ—মৎপ্রসাদাদিতি। মৎপ্রসাদস্যাতর্ক্যমেব প্রভাবত্বং জানীহি ইতি ভাবঃ।।৫৬।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব এইরূপে জ্ঞানী যথাক্রমেই কর্ম্মফলের ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ এবং জ্ঞানত্যাগের ফলে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হন, ইহা বলা হইল; কিন্তু আমার ভক্ত আমাকে যেরূপ প্রাপ্ত হন তাহাও শ্রবণ কর, তাহাই বলিতেছেন—'সর্ব্ব' ইত্যাদি। 'মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ'—আমাকে বিশেষতঃ অপকর্ষযুক্ত সকাম হইয়াও যিনি আশ্রয় করেন তিনিও, নিষ্কামভক্তের কথা আর কি বলিব? এই অর্থ। 'সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি'—নিত্য-নৈমিত্তক-

কাম্য পুত্র-কন্যাদিপোষণলক্ষণ ব্যবহারিক সকল প্রকার কর্ম্ম করিয়াও, কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান, অন্য দেবতার উপাসনা এবং অন্যকামত্যাগী অনন্যভক্তের কথা আর কি বলিব? এই অর্থ। এস্থলে আশ্রয় করে অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে সেবা করে—আঙ্ এই উপসর্গ দ্বারা সেবারই প্রাধান্য। 'কর্ম্মাণ্যপি' অপিশব্দ কর্ম্মের অপকর্ষবোধক বলিয়া কর্ম্মের গুণীভূতত্ব। অতএব ইনি কর্ম্মমিশ্রভক্তিমান্, কিন্তু ভক্তিমিশ্রকর্ম্মবান্ নহেন— ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে কথিত কর্ম্মের অতিশয় ব্যাপ্ত নহে। 'শাশ্বতং মৎপদম্'—মদীয় ধাম বৈকুণ্ঠ-মথুরা-দ্বারকা-অযোধ্যাদি প্রাপ্ত হন। আচ্ছা, মহাপ্রলয়ে সেই ধাম কিরূপে থাকিবে? তদুত্তরে বলিতেছেন— 'অব্যয়ং'—মহাপ্রলয়ে আমার ধামের কিছুও ব্যয় হয় না, আমার অতর্ক্য প্রভাবেই এই ভাব। যদি প্রশ্ন হয় যে, জ্ঞানী অনেক জন্মের অনেক তপস্যাদির ক্লেশসহকারে সকল বিষয়ের উপরামেই নৈষ্কর্ম্ম্য হইলে যে সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন, সেই তোমার নিত্যধাম ভক্তগণ কর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ এবং কামনাযুক্ত হইয়াও কেবলমাত্র তোমার আশ্রয়মাত্র লইয়াই কিরূপে লাভ করিয়া থাকেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—আমার প্রসাদেই। আমার প্রসন্নতার প্রভাব অতর্ক্য বলিয়াই জানিবে, এই ভাব।।৫৬।।

অনুবর্ষিণী—আমার অনন্যভক্ত কিন্তু সর্ব্বকর্ম্ম অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্যকর্ম্মাদি (বিশ্বনাথ) স্ববিহিত কর্ম্মাদি (বলদেব) করিয়াও কোন কর্ম্মে লিপ্ত বা কোন কর্ম্মফলে আবদ্ধ না হইয়া আমার প্রাসাদে অর্থাৎ অনুগ্রহেই অব্যয় নিত্য বৈকুণ্ঠাদিধাম প্রাপ্ত হন। এস্থলে অনন্যভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের অত্যন্ত অনুগ্রহের কথাই লক্ষিত হইতেছে। যেমন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে—"অপি চেৎ সুদুরাচারঃ ভজতে মামনন্যভাক্" (৯।৩০)।

জ্ঞানিগণকে কিন্তু মদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধিক্রমে জ্ঞান-লাভ করতঃ মদ্ভক্তিলাভের অধিকারী হইতে হয়, আর মদেকান্তীভক্ত অনন্যভক্তি আশ্রয়ের ফলে, যে কোন অবস্থা হইতেই আমার অচিন্ত্য প্রসাদে উদ্ধার লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এস্থলে ব্রহ্মসূত্র উদ্ধার করিয়াছেন,— "সর্ব্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ" (৩।৪।৩৪)।

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"নিষ্কাম-কর্ম্মযোগদ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞান-দ্বারা ভক্তিলাভরূপ যে বৈদিক প্রণালী, তাহাকেই মৎপ্রাপ্তির 'গুহ্য' পথ বলিলাম। যে তিনটী প্রণালীর কথা আমি স্পষ্টরূপে বলিতেছি, তন্মধ্যে এইটীই প্রথম প্রণালী। এক্ষণে ঈশোপাসনারূপ দ্বিতীয় প্রণালী বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমাকে বিশেষতঃ অপকর্ষের সহিত আশ্রয় করতঃ সমস্ত কর্ম্ম আমাতে ঈশ্বরবোধে অর্পণ করিলে আমার প্রাসাদে চরমে অব্যয় ও শাশ্বত-পদরূপ নির্গুণভক্তি লাভ হয়।।৫৬।।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।।৫৭।।

অন্বয়—চেতসা (কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য চিত্তের দ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণপূর্ব্বক) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ যোগকে) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) সততং (সর্ব্বদা) মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত) ভব (হও)।।৫৭।।

অনুবাদ—কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য চিত্তের দ্বারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক, মৎপর অর্থাৎ আমিই একমাত্র পুরুষার্থ এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া, সর্ব্বক্ষণ অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও মৎ স্মরণপরায়ণ হও।।৫৭।।

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি মাং প্রতি ত্বং নিশ্চয়েন কিমাজ্ঞাপয়সি?—কিমহমনন্যভক্তো ভবামি, কিম্বা অনন্তরোক্তলক্ষণঃ সকামভক্ত এব? তত্র সর্ব্বপ্রকৃষ্টোঽনন্যভক্তো ভবিতুং ত্বং ন প্রভবিষ্যসি, নাপি সর্ব্বভক্তেস্বপকৃষ্টঃ সকামভক্তো ভব, কিন্তু ত্বং মধ্যমভক্তো ভব ইত্যাহ—চেতসা ইতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি স্বাশ্রমধর্ম্মান্ ব্যবহারিককর্ম্মাণি চ ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যপুরুষার্থো যস্য সঃ নিষ্কাম ইত্যর্থঃ; যদুক্তং পূর্ব্বমেব—"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরস্ব মদর্পণম্।।" ইতি বুদ্ধিযোগং ব্যবসায়াত্মিকায়া বুদ্ধ্যা যোগং সততঃ মচ্চিত্তঃ কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽন্যদাপি মাং স্মরণ ভব।।৫৭।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, তাহা হইলে তুমি আমার প্রতি নিশ্চয় করিয়া কিরূপ আজ্ঞা প্রদান করিতেছ? আমি কি অনন্য ভক্ত হইব? অথবা এইমাত্র কথিত লক্ষণবিশিষ্ট সকাম ভক্ত হইব? তদুত্তরে বলিতেছেন—

তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনন্যা ভক্ত হইতে পারিবে না, অথচ সর্ব্বভক্তের অপকৃষ্ট সকাম ভক্ত হইও না, কিন্তু তুমি উভয়ের মধ্যম ভক্ত হও, তাই বলিতেছেন—'চেতসা' ইত্যাদি। 'সর্ব্বকর্ম্মাণি'—নিজের আশ্রম ধর্ম্ম এবং ব্যবহারিক কর্ম্মসমূহ 'ময়ি সংন্যস্য'—আমাতে সমর্পণ করিয়া 'মৎপরঃ'—আমিই পর—প্রাপ্য পুরুষার্থ যাহার সেই নিষ্কাম ভক্ত, এই অর্থ। যেরূপ পূর্ব্বে বলিয়াছি—(গীঃ—৯।২৭) 'যৎকরোষি' ইত্যাদি।

'বুদ্ধিযোগং'—ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি দ্বারা 'যোগং'—সতত মদ্গত চিত্ত হও, কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানকালে এবং অন্য সময়েও আমাকে স্মরণ কর।।৫৭।।

অনুবর্ষিণী—যদি বল, যিনি একান্তী ভক্ত, তিনি অনন্যভক্তি-আশ্রয়পূর্ব্বক কি প্রকারে সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া থাকেন? এ বিষয়ে শ্রীমদ্বলদেবের টীকার মর্ম্মে পাই,—"তাদৃশত্বহেতুই তুমি সকল স্ববিহিতকর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাভিমানাদিশূন্য চিত্তের দ্বারা স্বামী আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরো অর্থাৎ মদেক পুরুষার্থ আমাতেই বুদ্ধিযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক সতত কর্ম্মনুষ্ঠান কালে মচ্চিত্ত হও। ইহাও তোমার প্রতি পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে—'যৎ করোষি ইত্যাদির দ্বারা;—অর্পণ করিয়াই কর্ম্মসমূহ কর, কিন্তু করিয়া অর্পণ করিও না।" শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—আমারই ত্রিবিধ প্রকাশ। বুদ্ধিযোগকে আশ্রয়পূর্ব্বক— পরমাত্মারূপ আমাতে চিত্ত স্থাপন করতঃ চিত্তদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সন্ন্যাস করিয়া মৎপর হও।" "তুমি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করতঃ শুদ্ধভক্তি-সহকারে বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সমস্ত ভক্তিপর কর্ম্মসাধন-দ্বারা সর্ব্বদা আমার 'একান্ত ভক্ত' হও"।।৫৭।।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।।৫৮।।

অন্বয়—মচ্চিত্তঃ (মদ্গত চিত্ত হইয়া) মৎ প্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) সর্ব্বদুর্গাণি (সমস্ত প্রতিবন্ধক) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে)। অথ চেৎ (আর যদি) ত্বং (তুমি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশতঃ) ন শ্রোষ্যসি (না শুন) বিনঙ্ক্ষ্যসি (বিনাশপ্রাপ্ত হইবে)।।৫৮।।

অনুবাদ—আমার স্মরণপরায়ণ হইলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত দুর্গ

(অর্থাৎ সমস্ত বাধাবিঘ্ন) উৰ্ত্তীর্ণ হইবে, আর যদি অহঙ্কারবশতঃ তুমি আমার কথা (অর্থাৎ উপদেশ) শ্রবণ না কর, তাহা হইলে সংসাররূপ বিনাশ লাভ করিবে।।৫৮।।

বিশ্বনাথ—ততঃ কিমতঃ আহ—মচ্চিত্তঃ ইতি।।৫৮।।

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—'মচ্চিত্তঃ' ইত্যাদি।।৫৮।।

অনুবর্ষিণী—ভগবদ্গত চিত্ত ব্যক্তি অনায়াসে শ্রীভগবদ্ প্রসাদে সংসারে বিপদরূপ দুর্গ উৰ্ত্তীর্ণ হন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"এরূপ মচ্চিত্ত হইলে সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ জীবনযাত্রার সমস্ত প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইবে; তাহা না করিয়া দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার-দ্বারা 'নিজেই কর্ত্তা' বলিয়া আপনাকে মনে করত যদি আমার মত (উপদেশ) আশ্রয় না কর, তাহা হইলে তুমি সংসাররূপ বিনাশই লাভ করিবে"।।৫৮।।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।।৫৯।।

অন্বয়—অহঙ্কারম্ (অহঙ্কারকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (ইহা) যৎ (যাহা) মন্যসে (মনে করিতেছ) তে (তোমার) ব্যবসায়ঃ (সঙ্কল্প) মিথ্যা এব (মিথ্যাই হইবে) (যস্মাৎ—যেহেতু) প্রকৃতিঃ (রজোগুণাত্মিকা মন্মায়া) ত্বাং (তোমাকে নিযোক্ষ্যতি (যুদ্ধে নিয়োগ করিবে)।।৫৯।।

অনুবাদ—স্বতন্ত্র বিচার-মূলে অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না, এইরূপ যদি তুমি মনে কর, তোমার সেই সঙ্কল্প মিথ্যাই হইবে; যেহেতু স্বাভাবিক যুদ্ধোৎসাহরূপা তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবে।। ৫৯।।

বিশ্বনাথ—ননু ক্ষত্রিয়স্য মম যুদ্ধমেব পরো ধর্ম্মঃ, তত্র বন্ধুবধপাপাদ্ভীত এব প্রবর্ত্তিতুং নেচ্ছামীতি তত্র সতর্জ্জনমাহ—যদহমিতি। 'প্রকৃতিঃ' স্বভাবঃ। অধুনা ত্বং মদ্বচনং ন মানয়সি, যদা তু মহাবীরস্য তব স্বাভাবিকঃ যুদ্ধোৎসাহো দুর্ব্বার এব উদ্ভবিষ্যতি, তদা যুধ্যমানঃ স্বয়মেব ভীষ্মাদীন গুরূণ্ হনিষ্যন্ ময়া হসিষ্যসে ইতি ভাবঃ।।৫৯।।

বঙ্গানুবাদ—আচ্ছা, আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই আমার পরধর্ম্ম। সেই যুদ্ধে

বন্ধুবধজনিত পাপ হইতে ভীত হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। তদুত্তরে তর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন—'যদহম্' ইত্যাদি। 'প্রকৃতিঃ'—স্বভাব। এখন তুমি আমার কথা মানিতেছ না, কিন্তু যখন মহাবীর তোমার স্বাভাবিক যুদ্ধের উৎসাহ দুর্ব্বার হইয়া উদ্ভুত হইবে, তখন তুমি নিজেই যুধ্যমান ভীষ্মাদি গুরুজনকে হত্যা করিয়া আমাকে হাসাইবে, এই ভাব।।৫৯।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীমদ্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, অহঙ্কারাশ্রিত স্বতন্ত্র বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের পরিণাম বলিতেছেন।।৫৯।।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।।৬০।।

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) মোহাৎ (মোহহেতু) যৎ (যাহা) কর্ত্তুং (করিবার নিমিত্ত) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) স্বেন কর্ম্মণা (স্বকর্ম্মদ্বারা) নিবদ্ধঃ [সন্] (নিবদ্ধ হইয়া) অবশঃ অপি (অবশ হইয়াই) তৎ (তাহা) করিষ্যসি (করিবে)।।৬০।।

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! মোহবশতঃ তুমি এক্ষণে যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বকর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া অবশভাবেই তাহা করিতেই প্রবৃত্ত হইবে।। ৬০।।

বিশ্বনাথ—উক্তোমেবার্থং বিবৃণোতি—'স্বভাবঃ' ক্ষত্রিয়ত্বে হেতুঃ পূর্ব্বসংস্কারঃ, তস্মাৎ জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্যাদিনা নিবদ্ধো যন্ত্রিতঃ।।৬০।।

বঙ্গানুবাদ—কথিত অর্থ বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—স্বভাবঃ—ক্ষত্রিয়ত্বের হেতু পূর্ব্বসংস্কার, তাহা হইতে জাত স্বীয় কর্ম্ম শৌর্য্যাদি দ্বারা 'নিবদ্ধ'—যন্ত্রিতঃ।।৬০।।

অনুবর্ষিণী—এতৎ প্রসঙ্গে গীঃ—৩।৫, ৫।১৪, ১৮।১১ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৬০।।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।। ৬১।।

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) ঈশ্বরঃ (অন্তর্য্যামী পরমাত্মা) মায়য়া (মায়ার দ্বারা) যন্ত্রারূঢ়ানি [ইব] (যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায়) সর্ব্বভূতানি (সকল

জীবকে) ভ্রাময়ন্ (ভ্রমণ করাইতে করাইতে) সর্ব্বভূতানাং (সকল জীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অবস্থান) করিতেছেন)।।৬১।।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সকল জীবকে মায়ার দ্বারা বিভিন্ন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া, সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।।৬১।।

বিশ্বনাথ—শ্লোকদ্বয়েন স্বভাব-বাদিনাং মতমুক্ত্বা স্বমতমিত্যাহ—ঈশ্বরো নারায়ণঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তীতি।" "যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।।" ইত্যাদি শ্রুতিপাদিত ঈশ্বরোঽন্তর্য্যামী হৃদি তিষ্ঠতি; কিং কুর্ব্বন্? সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ন্ ভ্রময়ন্ তত্তৎ কর্ম্মাণি প্রবর্ত্তয়ন্, যথা সূত্রসঞ্চারাদিযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি পাঞ্চলিকারূপাণি সর্ব্বভূতানি মায়া বিভ্রময়তি, তদ্বদিত্যর্থঃ; যদ্বা, যন্ত্রারূঢ়াণি শরীরারূঢ়ান্ সর্ব্বজীবানিত্যর্থঃ।।৬১।।

বঙ্গানুবাদ—দুইটী শ্লোকে স্বভাববাদিগণের মত বলিয়া নিজের মত বলিতেছেন—'ঈশ্বরঃ'—নারায়ণ সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী—'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর, যাঁহাকে পৃথিবী জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পরিচালনা করেন' (বৃঃ ৩।৭।৩।) 'যাহা কিছু সমস্ত জগৎ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, যাহা কিছু অন্তর ও বহিঃ তৎ সমস্তকেই ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত রহিয়াছেন'—ইত্যাদি শ্রুতিপাদিত ঈশ্বর—অন্তর্য্যামী হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। কি করিতে করিতে? সকল ভূতকে নিজশক্তি মায়া-দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ সেই সেই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়া যেরূপ সূত্রসঞ্চারাদিদ্বারা যন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পূত্তলীকে সূত্রধার ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপই মায়াও সকলভূতকে বিশেষভাবে ভ্রমণ করাইতেছে। অথবা 'যন্ত্রারূঢ়ানি'—শরীরে আরূঢ় জীব সকল, এই অর্থ।।৬১।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী, ইহা তিনি পূর্ব্বে "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি-সন্নিবিষ্টো' (১৫।১৫) শ্লোকেও বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রুতিতেও পাওয়া যায়,—একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গুঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী, চেতাঃ, কেবলো নির্গুণশ্চ"

(শ্বেতাশ্বতর) "য আত্মনি তিষ্ঠান্নাত্মানমন্তরো যময়তি' "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং"।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—"সর্ব্বস্য চ হৃদ্যবস্থিতঃ" (৪।৯।৪) তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা। তাহার নিয়ন্ত্রিত্বেই মায়াযন্ত্রে আরূঢ় জীব সকল সংসারে ভ্রামিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, শ্রীভগবান্ যখন সর্ব্বনিয়ন্তা ও সকলের প্রেরক তখন আমাদের পাপাদি যাবতীয় কার্য্যে তাঁহারই প্রেরণা বুঝিতে হইবে, যেহেতু, জীব অস্বতন্ত্র, তাহা ঠিক নহে। এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, জীব স্ব-স্বকর্ম্মানুসারেই ঈশ্বরেচ্ছায় মায়ার দ্বারা ভ্রামিত হয়। ঈশ্বর কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বকর্ত্তৃত্বে বদ্ধজীবকে পরিচালনা করেন না। আর বদ্ধজীবও ভগবৎকর্ত্তৃক সেরূপ পরিচালিত, হইতে চায়ও না এবং সে ভাগ্য পায়ও না।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পাই,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।।" (মধ্য ২০।১১৭)

শ্রীমদ্ভাগবতের "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ" (২।৮।৫) শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন,—

"তত্রান্তর্য্যামী সদা স্থিতোঽপ্যুদাসীন এব।" শ্রুত্যুক্ত "দ্বাসুপর্ণা" শ্লোকেও পাই, জীব সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করেন;আর শ্রীভগবান্ সাক্ষীস্বরূপ দর্শন করেন। কিন্তু তিনি তদীয় ভক্তগণ পক্ষে সেরূপ উদাসীন না থাকিয়া নিজ সেবায় আকর্ষণপূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রভুত্বই করেন। "যথা মহান্তি ভূতানি" (ভাঃ—২।৯।৩৪) শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকাও দ্রষ্টব্য।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকায় পাই,—

"সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমিই অবস্থিত; পরমাত্মই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে তোমার প্রবৃত্তি ঈশ্বরপ্রেরণাদ্বারা সহজে কার্য্য করিতে থাকিবে।।"৬১।।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।৬২।।

অন্বয়—ভারত! (হে ভারত!) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বতোভাবে) তম্ এব (সেই ঈশ্বরেরই) শরণং গচ্ছ (শরণ গ্রহণ কর) তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার প্রসাদহেতু) পরাং শান্তিং (পরমা শান্তি) শাশ্বতম্ স্থানং [চ] (ও নিত্যধাম) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে)।।৬২।।

অনুবাদ—হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও, তাঁহার প্রসাদেই পরমাশান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।।৬২।।

বিশ্বনাথ—এতজ্জ্ঞাপনপ্রয়োজনমাহ—তমেবেতি। পরাম্ অবিদ্যা-বিদ্যয়োর্নিবৃত্তিম্; ততশ্চ শাশ্বতং স্থানং বৈকুণ্ঠম্। যঃ ইয়মন্তর্য্যামিশরণা-পত্তিরন্তর্য্যাম্যুপাসকানামেব ভগবদুপাসকানান্তু ভগবচ্ছরণাপত্তিরগ্রে বক্ষ্যতে এবেতি কেচিদাহুঃ। অন্যস্তু যো মদিষ্টদেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব মদ্গুরুর্মাং ভক্তিযোগং তদনুকূলং হিতঞ্চোপদেশমুপদিশতি চ তমহং শরণং প্রপদ্যে। তথা কৃষ্ণ এব মদন্তর্য্যামী, সোঽপি মাং তত্র তত্র প্রবর্ত্তয়তু, তঞ্চাহং শরণং প্রপদ্যে ইত্যনিশং ভাবয়তি; যদুক্তম্ উদ্ধবেন—"নৈবোপ-যন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ। যোঽন্তর্বহিস্ত-নুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।।"।।৬২।।

বঙ্গানুবাদ—ইহা জানাইবার প্রয়োজন বলিতেছেন—'তমেব' ইত্যাদি। 'পরাম্'—অবিদ্যা ও বিদ্যার নিবৃত্তি, এবং তাহার পর 'শ্বাশতং স্থানং'—বৈকুণ্ঠ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যাঁহারা অন্তর্য্যামীর উপাসক, তাঁহাদেরই এই অন্তর্য্যামীতে শরণ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের উপাসক তাঁহাদের ভগবচ্ছরণাপত্তির কথা পরে বলা হইবে। এবং অন্যে নিরন্তর চিন্তা করেন—যিনি আমার ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমাকে ভক্তিযোগ এবং তদনুকুল হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, আমি তাঁহারই শরণাগত, আর কৃষ্ণই আমার অন্তর্য্যামী, তিনিই আমাকে তত্তদ্ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করুন, আমি তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিতেছি। যেমন উদ্ধব বলিয়াছেন—(ভাঃ—১১।২৯।৬) 'হে ঈশ, কবিগণ ব্রহ্মার আয়ুলাভ করিলেও প্রবৃদ্ধ আনন্দের সহিত তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া শেষ করিতে পারেন না, যেহেতু তুমি দেহধারিগণের বাহিরে ও অন্তরে আচার্য্য গুরু ও চৈত্ত্য গুরু-রূপে স্বগতি অর্থাৎ তোমাকে প্রাপ্ত হইবার উপায় প্রকাশিত কর।" ।।৬২।।

অনুবর্ষিণী—এই স্থলে পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত শ্রীভগবানের অন্তর্য্যামী

স্বরূপের প্রতি সর্ব্বতোভাবে শরণাপত্তির উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত প্রকার শরণাগতির ফলে, তৎ প্রসাদে পরাশান্তি ও অব্যয় বৈকুণ্ঠধাম লাভ হয়। অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ অর্চ্চা, অন্তর্য্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—এই পঞ্চবিধরূপে সেবকগণের সেবাবৃত্তির ক্রম-বিকাশানুসারে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও পাই,—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামী-রূপে শিখায় আপনে।।" (মধ্য ২২।৪৭)

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি-উন্মুখী সুকৃতিমান্ জীবকে কৃপা করিবার জন্য মহান্ত গুরুরূপে এবং অন্তর্য্যামীরূপে নিজ শরণাগতি শিক্ষা দিয়া থাকেন।।৬২।।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।।৬৩।।

অন্বয়—ইতি (এইরূপ) গুহ্যাৎ (গুহ্য হইতে) গুহ্যতরং (গুহ্যতর) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) তে (তোমাকে) আখ্যাতং (কথিত হইল) এতৎ (ইহা) অশেষেণ (সম্যক্রূপে) বিমৃশ্য (আলোচনা করিয়া) যথা (যেরূপ) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) তথা (সেরূপ) কুরু (কর)।।৬৩।।

অনুবাদ—এই প্রকারে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান তোমাকে আমি উপদেশ করিলাম, ইহা সম্যক্রূপে আলোচনা করিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় সেইরূপ কর।।৬৩।।

বিশ্বনাথ—সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরতি— ইতীতি। কর্ম্মযোগস্যাষ্টাঙ্গ-যোগস্য জ্ঞানযোগস্য চ 'জ্ঞানং' জ্ঞায়তেঽনেন ইতি জ্ঞানং জ্ঞানশাস্ত্রং গুহ্যাদ্গুহ্যতরমিতি অতিরহস্যত্বাৎ, কৈরপি বশিষ্ঠবাদারায়ণনারদাদৈরপি স্ব-স্ব-কৃত শাস্ত্রেণাপ্রকাশিতম্, যদ্বা, তেষাং সার্ব্বজ্ঞ্যমাপেক্ষিকং মমত্বাত্যন্তি-কমিত্যতস্তে তু এতদতিগুহ্যত্বান্ন জানন্তি, ময়াপ্যতিগুহ্যত্বাদেব, তে সর্ব্বথৈব নৈতদুপদিষ্টা ইতি ভাবঃ। এতদশেষেণ নিঃশেষত এব বিমৃষ্য যথা যেন প্রকারেণ স্বাভিরুচিতং তৎকর্ত্তুমিচ্ছসি, তথা তৎ কুরু ইত্যন্তং জ্ঞানষট্কং সম্পূর্ণম্। ষট্ক-ত্রিকমিদং সর্ব্ববিদ্যাশিরোরত্নং শ্রীগীতাশাস্ত্রং মহানর্ঘরহস্যতম-ভক্তিসম্পুটং ভবতি—প্রথমং 'কর্ম্ম'-ষট্কং যস্যাধার-পিধানং কাণকং ভবতি, অন্ত্যং 'জ্ঞান'-ষট্কং যস্যোত্তর পিধানং মণিজটিতং কাণকং ভবতি, তয়োর্মধ্যবর্ত্তি-ষট্কগতা ভক্তিত্রিজগদনর্ঘ্যা শ্রীকৃষ্ণবশী-কারিণী মহামণিমতল্লিকা বিরাজতে, যস্যাঃ পরিচারিকা তদুত্তরপিধানার্দ্ধগতা

"মন্মানা ভব" ইত্যাদি পদ্যদ্বয়ী চতুঃষষ্ট্যক্ষরা শুদ্ধা ভবতীতি বুধ্যতে।।৬৩।।

বঙ্গানুবাদ—সমগ্র গীতার তাৎপর্য্য সমাপন করিয়া বলিতেছেন—'ইতি' ইত্যাদি। কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ এবং জ্ঞানযোগের 'জ্ঞানং'—ইহা দ্বারা জানা যায়, অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, অতি রহস্যযুক্ত বলিয়া বশিষ্ঠ, বেদব্যাস, নারদাদি কেহই স্ব-স্ব প্রণীত শাস্ত্রে প্রকাশ করেন নাই। অথবা তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞতা আপেক্ষিক কিন্তু আমার সর্ব্বজ্ঞতা আত্যন্তিক। অতিগুহ্য বলিয়া তাঁহারা এই তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জানেন না, আমিও অতি গুহ্য বলিয়া এই তত্ত্বগুলি তাঁহাদ্গিকে সম্যক্‌রূপে উপদেশ প্রদান করি নাই, এই ভাব। এই জ্ঞানোপদেশ অশেষ করিয়া নিঃশেষভাবে বিচার করিয়া নিজ অভিরুচিঅনুসারে যে প্রকারে তাহার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা কর তাহাই কর। এই কথায় শেষ জ্ঞানষট্‌ক (ষড়ধ্যায়) সম্পূর্ণ হইল। সর্ব্ববিদ্যার শিরোরত্নস্বরূপ ষট্‌কত্রয়যুক্ত অর্থাৎ অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক এই শ্রীগীতাশাস্ত্র মহামূল্য রত্ন শ্রেষ্ঠ রহস্যতম ভক্তির সম্পুট অর্থাৎ পেটিকাস্বরূপ। প্রথম 'কর্ম্ম'ষট্‌ক সেই পেটিকার কাণক আধারপিধান অর্থাৎ স্বর্ণময় তলদেশের আবরণ; শেষ 'জ্ঞান'-ষট্‌ক সেই পেটিকার উর্দ্ধপিধান স্বরূপ, তাহা মণিজড়িত কণকময়। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ষট্‌কগত ভক্তি ত্রিজগতের অমূল্য সম্পত্তি, শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা পেটিকাভ্যন্তরে প্রশস্ত মহামণির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। সেই ভক্তির 'মন্মনা ভব' (১৮।৬৫-৬৬)—ইত্যাদি চতুঃষষ্টি অক্ষরযুক্তা পদ্যদ্বয়ী পেটিকার উত্তর পিধানার্দ্ধগতা শুদ্ধা পরিচারিকা ইহাই বুঝাইতেছে।।৬৩।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান্ শ্লোকে শ্রীগীতাগ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন। উপসংহারে ইহাই জানাইতেছেন যে, প্রথমে কথিত ব্রহ্মজ্ঞান গুহ্য ও পরমাত্মজ্ঞান গুহ্যতর এবং শ্রীভগবজ্‌জ্ঞান গুহ্যতম—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পাই,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।

ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।" (আদি ১।৩)
শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—
"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।" (১।২।১১)

এই ত্রিবিধ প্রতীতির মধ্যে ব্রহ্ম-প্রতীতি অসম্যক্, পারমাত্ম-প্রতীতি আংশিক এবং ভগবৎ-প্রতীতি পূর্ণ। এস্থলে উহাই গুহ্য, গুহ্যতর এবং গুহ্যতমরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার ইহাও পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং বৃন্দাবন বা গোকুলে পূর্ণতম। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলারসঙ্গী অর্জ্জুনের সহিত পূর্ণস্বরূপেরই পরিচয়।

শ্রীগীতার অষ্টাদশ অধ্যায় তিন ষট্কে বিভক্ত। প্রথম ষট্কে নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ষট্কে ভক্তিযোগ এবং তৃতীয় ষট্কে, যাহা এক্ষণে সমাপ্ত করিতেছেন, তাহা জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগ সর্ব্বশেষে কথিত হইয়াছে বলিয়া, উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা কাহারও মনে করা উচিত নহে। ঐরূপ সন্নিবেশের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগের আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞান নিরর্থক, সেই জন্য উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক উভয়কেই সার্থকতা-মণ্ডিত করিতেছেন, কিন্তু শ্রীভক্তিদেবী পরম স্বতন্ত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণবশকারিণী মহামণি পেটিকাভ্যন্তরে মহারত্নময়ীস্বরূপে বিরাজমানা বলিয়া মধ্যস্থলে অবস্থিতা অথবা ইহা গ্রন্থের মলাটের ন্যায়পূর্ব্ব ও উত্তর আবরণের দ্বারা অতি যত্নে সুরক্ষিত হইতেছে।

এস্থলে গুহ্য ও গুহ্যতর **জ্ঞানের বিষয়** বিচারার্থ সুধীসমাজকে প্রদত্ত হইতেছে। সুধীগণ বিচারপূর্ব্বক **ব্রহ্ম,** পরমাত্ম-বিচারের যে কোনটী বাছিয়া লইতে পারেন, এই ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তদনন্তর গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলিবেন, উহা কিন্তু শ্রীভগবান্ স্বয়ং ভাগ্যবান, জনকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের টীকায় পাই,—

"ইতঃ পূর্ব্বে তোমাকে যে 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলিয়াছি তাহা—'গুহ্য; এখন যে 'পরমাত্মজ্ঞান' তোমাকে বলিলাম, তাহা—'গুহ্যতর'। অশেষরূপে বিচারকরতঃ তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। তাৎপর্য্য এই যে, যদি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগদ্বারা জ্ঞানাশ্রয়ে 'ব্রহ্ম' এবং ক্রমপথে আমার নির্গুণা ভক্তি

পাইতে বাসনা কর, তবে নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ যুদ্ধ কর; আর যদি পরমাত্মার শরণাগত হও, তবে ঈশ্বরপ্রেরিত নিজ-ক্ষাত্র-স্বভাব হইতে উত্থিত-প্রবৃত্তিসহকারে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণপূর্ব্বক যুদ্ধ কর; তাহা হইলেই মদবতাররূপ 'ঈশ্বর' ক্রমশঃ তোমাকে নির্গুণা-মদ্ভক্তি প্রদান করিবেন। যে-প্রকারেই সিদ্ধান্ত কর, তোমার পক্ষে যুদ্ধই শ্রেয়ঃ।।"৬৩।।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।।৬৪।।

অন্বয়—মে (আমার) সর্ব্বগুহ্যতমং (সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় গোপনীয়) পরমং (পরম) বচঃ (বাক্য) ভূয়ঃ (পুনরায়) শৃণু (শ্রবণ কর) [ত্বং—তুমি] মে (আমার) দৃঢ়ম্ (অত্যন্ত) ইষ্টঃ (প্রিয়) অসি (হও) ইতি (এই বোধে) ততঃ (তজ্জন্য) তে (তোমাকে) হিতং (শ্রেয়ঃ বক্ষ্যামি (বলিব) ।।৬৪।।

অনুবাদ—আমার সর্ব্বগুহ্যতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমাকে হিতোপদেশ করিতেছি।। ৬৪।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চাতিগম্ভীরার্থং গীতাশাস্ত্রং পর্য্যালোচয়িতুং প্রবর্ত্তমানং তূষ্ণিম্ভূয়ৈব স্থিতং স্ব-প্রিয়সখমর্জ্জুনমালক্ষ্য কৃপাদ্রবচ্চিত্ত-নবনীতো ভগবান্ 'ভোঃ প্রিয়বয়স্য অর্জ্জুন! সর্ব্বশাস্ত্রসারমহমেব শ্লোকাষ্টকেন ব্রবীমি; অলং তে তত্তৎপর্য্যালোচনক্লেশেন ইত্যাহ—সর্ব্বেতি। ভূয় ইতি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যাধ্যায়ান্তে পূর্ব্বমুক্তম্। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।।" ইতি যত্তদেব বচঃ পরমং সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারস্য গীতাশাস্ত্রস্যাপি সারং গুহ্যতমমিতি—নাতঃ পরং কিঞ্চন গুহ্যমস্তি ক্বচিৎ কুতশ্চিৎ কথমপ্যখণ্ডমিতি ভাবঃ। পুনঃ কথনে হেতুমাহ—ইষ্টোঽসি দৃঢ়মতিশয়েন এব প্রিয়ো মে সখা ভবসীতি। তত এব হেতোর্হিতং তে ইতি সখায়ং বিনাতিরহস্যং ন কমপি কশ্চিদপি ব্রূতে ইতি ভাবঃ। "দৃঢ়মতিঃ" ইতি চ পাঠঃ।।৬৪।।

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর অতিগম্ভীর অর্থ পরিপূর্ণ গীতাশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে নিস্তব্ধ অবলোকন করিয়া কৃপায় দ্রবীভূত নবনীতুল্য চিত্তবিশিষ্ট ভগবান্ বলিলেন—হে প্রিয়বয়স্য অর্জ্জুন, আমিই আটটী শ্লোকে সর্ব্বশাস্ত্রের সার বলিতেছি। যদি প্রশ্ন হয়, তুমি সেজন্য আর পর্য্যালোচনার কষ্ট করিবে কেন? তাই

বলিতেছেন—'সর্ব্ব' ইতি। 'ভূয়ঃ'—পুনঃ পূর্ব্বে রাজবিদ্যা রাজগুহ্য-অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছি। "মন্মনা ভব" ইত্যাদি। (১৮।৬৫) এই যে বচন তাহাই 'পরমং'—সর্ব্বশাস্ত্রের সার যে গীতাশাস্ত্র, তাহারও সার 'গুহ্যতমম্'—ইহা হইতে আর কোন গুহ্য নাই, কোথাও নাই, কোথা হইতেও নাই, কোন ভাবেই নাই, উহা অখণ্ড এই ভাব। পুনরায় বলিবার কারণ বলিতেছেন—'ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়ম' তুমি আমার অতিপ্রিয় সখা, সে হেতুই তোমার মঙ্গলের কথা বলিব—কেননা নিজের সখা ব্যতীত কেহই অন্য কাহাকেও অতি রহস্য বলে না, এই ভাব। 'দৃঢ়মতিঃ' পাঠও দেখা যায়।।৬৪।।

অনুবর্ষিণী—অতিশয় গম্ভীরার্থ পরিপূর্ণ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক শ্রীভগবদেকশরণাগতিরররূপ সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশকে পরম সার বলিয়া বুঝিতে সকলে সক্ষম হইবে না জানিয়া, পরম কৃপাময় শ্রীভগবান প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া নিজ ভক্ত-কৃপালব্ধ ভাগ্যবান্ জনগণের প্রতিও ইষ্ট অর্থাৎ প্রিয়জ্ঞানে পরম হিতার্থ এই পরম গুহ্যতম জ্ঞান পুনরায় দিতেছেন। পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ে 'রাজগুহ্য' 'রাজবিদ্যা' ইত্যাদি বলিয়া একবার প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেও যদি শ্রীভগবদ্ভক্তের কৃপায় আমরা পরম হিত-বাক্য, শ্রীগীতা গ্রন্থ হইতে বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই।

শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকে সাধুমুখবিগলিত শ্রীভগবদ্বার্ত্তা-শ্রবণের কথা না বলিয়াছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহো হয়' বলিয়া স্বীকারোক্তি করেন নাই। এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ কায়মনোবাক্যে ভগবদ্ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের উপদেশ শ্রবণ না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীভগবদুপদেশের প্রকৃত-তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, এবং প্রকৃত মঙ্গলের পথও উদঘাটিত হয় না। এই শ্রীগীতা-গ্রন্থের মহামূল্য উপদেশ-রাজিও যাহারা শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শ্রবণ, পঠনাদি না করে, তাহারা শ্রীভগবদ্বাক্যের প্রকৃত সারার্থ বুঝিতে না পারিয়া, স্বকপোল-কল্পিত অহঙ্কার বিজৃম্ভিত অসার ও বৃথা বাক্যাড়ম্বরে কালাতিপাত পূর্ব্বক নিজের ও পরের জীবনকে ব্যর্থ করিয়া থাকে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"তোমাকে 'গুহ্যব্রহ্মজ্ঞান' ও গুহ্যতর ঐশ্বর জ্ঞান' বলিলাম; এক্ষণে 'গুহ্যতম ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি এই গীতাশাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি, সে-সমুদায় অপেক্ষা ইহাই শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্য আমি বলিতেছি"।।৬৪।।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।৬৫।।

অন্বয়—মন্মনাঃ (মদ্গত চিত্ত) [হও] মদ্ভক্তঃ (মদ্ভজনশীল) [হও] মদ্‌যাজী (আমার যজনশীল) ভব (হও) মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর) [তদা—তখন] মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (পাইবে) তে (তোমাকে) সত্যং (সত্যিই) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করিতেছি) [যতঃ ত্বং—যেহেতু তুমি] মে (আমার) প্রিয়ঃ অসি (প্রিয় পাত্র হও)।।৬৫।।

অনুবাদ—তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার সেবাপরায়ণ হও ও মৎ-যজনশীল হও, এবং আমাতে নমস্কার-পরায়ণ হও; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ইহা তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।।৬৫।।

বিশ্বনাথ—"মন্মনা ভব" ইতি মদ্ভক্তঃ সন্নেব মাং চিন্তয়, ন তু জ্ঞানী যোগী বা ভূত্বা মদ্ধ্যানং কুর্ব্বিত্যর্থঃ, যদ্বা, 'মন্মনা ভব' মহ্যং শ্যামসুন্দরায় সুস্নিগ্ধাকুঞ্চিতকুন্তলকায় সুন্দরভ্রূবল্লি-মধুরকৃপাকটাক্ষামৃতবর্ষিবদনচন্দ্রায় স্বীয়ং দেয়ত্বেন মনো যস্য তথাভূতো ভব অথবা শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণি দেহীত্যাহ—'মদ্ভক্তো ভব', শ্রবণকীর্ত্তন-মন্মূর্ত্তিদর্শন-মন্মন্দিরমার্জনলেপন-পুষ্পাহরণ-মন্মালালঙ্কারচ্ছত্রচামরাদিভিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়করণকং মদ্ভজনং কুরু, অথবা মহ্যং গন্ধপুষ্পধুপদীপনৈবেদ্যাদীনি দেহীত্যাহ—'মদ্‌যাজী ভব,' মৎপূজনং কুরু, অথবা মহ্যং নমস্কারমাত্রং দেহীত্যাহ—'মাং নমস্কুরু' ভূমৌ নিপত্য অষ্টাঙ্গ পঞ্চাঙ্গং বা প্রণামং কুরু; এষাং চতুর্ণাং মচ্চিন্তনসেবন-পূজনপ্রণামানাং সমুচ্চয়মেকতরং বা ত্বং কুরু। মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি, মনঃপ্রদানং শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়প্রদানং গন্ধপুষ্পাদিপ্রদানং বা ত্বং কুরু; তুভ্যমহ-মাত্মানমেব দাস্যামীতি সত্যং,—তে তবৈষ নাত্র সংশয়িষ্ঠা ইতি ভাবঃ;—"সত্যং শপথতথ্যয়োঃ" ইত্যমরঃ। ননু মাথুরদেশোদ্ভূতালোকাঃ প্রতি-বাক্যমেব শপথং কুর্ব্বন্তি সত্যং, তর্হি প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা ব্রবীমি—

ত্বং মে প্রিয়োঽসি, ন হি প্রিয়ং কোঽপি বঞ্চয়তীতি ভাবঃ।।৬৫।।

বঙ্গানুবাদ—'মন্মনা ভব'—আমার ভক্ত হইয়াই আমাকে চিন্তা কর, কিন্তু জ্ঞানী বা যোগী হইয়া আমার ধ্যান করিও, তাহা নহে, এই অর্থ; অথবা 'মন্মানা ভব'—শ্যামসুন্দর, সুস্নিগ্ধ আকুঞ্চিত কুন্তল, সুন্দর ভ্রূ-লতা বিশিষ্ট, মধুর কৃপা কটাক্ষ বর্ষণকারী মুখচন্দ্রবিশিষ্ট, আমাকে, আত্মসমর্পণে যাহার মন, সেইরূপ হও; অথবা কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহ অর্পণ কর—তাই বলিলেন—'মদ্ভক্তো ভব'—শ্রবণ কীর্ত্তন, আমার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, আমার মন্দির মার্জ্জন, লেপন, পুষ্প আহরণ, আমার মালা, অলঙ্কার ছত্র, চামরাদিদ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ে আমার ভজন কর অথবা আমাকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ-নৈবেদ্যাদি অর্পণ কর, তাই বলিলেন—'মদ্ যাজী ভব'—আমার পূজা কর, অথবা আমাকে কেবলমাত্র নমস্কার কর, তাই বলিলেন—'মাং নমস্কুরু'—ভূমিতে নিপতিত হইয়া অষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কর, অথবা আমার চিন্তা, সেবা, পূজা ও প্রণাম—এই চারিটী একত্রে বা ইহার যে কোন একটীর অনুষ্ঠান কর। 'মামেবৈষ্যসি'—আমাকেই পাইবে, তুমি মনের প্রদান, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের প্রদান বা গন্ধ-পুষ্পাদি প্রদান কর, তোমাকে আমি আমাকেই দান করিব, ইহা সত্য—তোমারই, এ বিষয়ে তুমি সংশয় করিও না। 'সত্য, শপথ ও তথ্য'—একতাৎপর্য্যবিশিষ্ট—অমরকোষ। যদি বল যে, মথুরার লোক প্রতি কথায় শপথ করে, উত্তর—সত্য তাই 'প্রতিজানে'—প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—তুমি আমার প্রিয়, কেহ প্রিয় ব্যক্তিকে বঞ্চনা করে না, এই ভাব।।৬৫।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীভগবান্ বর্ত্তমানে দুইটী শ্লোকে সেই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ বর্ণন করিতেছেন। শ্রীভগবন্মুখবিনিঃসৃত এই বাক্য সর্ব্বশাস্ত্রসাররূপে কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীলসূতগোস্বামী প্রভুকে 'সর্ব্বশাস্ত্র সার কি?' এবং 'আত্যন্তিক মঙ্গল কি?' জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীসূত 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ যতো ভক্তিরধোক্ষজে' (১।২।৬) শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভক্তিকেই একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্রসার এবং আত্যন্তিক মঙ্গল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; এস্থলেও শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবকে ভগবদ্ভজনই একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্রসার ও আত্যন্তিক কল্যাণময় বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ এস্থলে অর্জ্জুনকে নিজ প্রিয় বলিয়া সম্বোধন করায়

আমাদের বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার প্রিয়জন ব্যতীত তিনি এই জ্ঞান সাধারণকে প্রদান করেন না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনের আশ্রয়েই আমাদ্গিকে এই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এখানে শ্রীভগবান্ শপথপূর্ব্বক বলায় আমাদের কোন প্রকার সংশয় না তাকে, তাহাই দৃঢ় করিতেছেন। শ্রীভগবান্ সেই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ দিতে গিয়া, প্রথম শ্লোকে বলিতেছেন যে, আমার ভক্ত হও অর্থাৎ আমার নাম, গুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তনে নিরত হও, এবং আমারই চিন্তাপরায়ণ হও অর্থাৎ মদ্গতচিত্ত হইয়াই সকল কার্য্য কর, তোমার সকল কার্য্য আমার যজনপর হউক, অর্থাৎ আমার যজন ব্যতিরেকে তুমি অন্য কাজ করিবে না এবং আমার যজন-রূপ কার্য্য তুমি সর্ব্বতোভাবে নমস্কার-বিধানপূর্ব্বকই করিবে অর্থাৎ নিজের অহঙ্কার সম্পূর্ণ ত্যাগ পূর্ব্বক আমার দাসানুদাস হইয়া আমার সেবা করিবে, তাহা হইলেই আমাকে পাইবে। শ্রীভগবান্ কতনা করুণামূলে আমাদ্গিকে স্বচরণে আশ্রয় দিবার জন্য, এই সকল উপদেশ নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, প্রদান করিতেছেন।

জ্ঞানী-যোগিগণও শ্রীভগবানের ধ্যানাদি করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাদের সহিত শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তগণের ধ্যান-যজনাদির পার্থক্য স্পষ্টরূপে বুঝাইতেছেন। জ্ঞানী ও যোগিগণ নিজ নিজ মুক্তি লাভের জন্য উহা করিয়া থাকেন, কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের প্রীতিমূলেই উহা সম্পন্ন করেন বা করিবেন, এই স্পষ্ট উপদেশ। শুদ্ধভক্তের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম নাই। তাঁহারা নিষ্কাম অর্থাৎ ভগবৎ প্রেমের প্রেমিক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধ-কামী সকলই অশান্ত"।। অন্যত্র পাওয়া যায়,—"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম"। শ্রীলরূপপাদও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ বর্ণনে বলিয়াছেন,—'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।"

এইরূপ শুদ্ধা-ভক্তির আশ্রয়কারিগণই নিঃসংশয়রূপে শ্রীভগবানের পার্ষদ্গতি লাভপূর্ব্বক নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। আর জ্ঞানী ও যোগিগণ

কিন্তু ধ্যান যজনাদি করিয়াও শুদ্ধভক্তের কৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে না পারিলে, ভক্তিদেবীর কিঞ্চিৎ স্বীকারের ফলে, বৈকুণ্ঠের বাহিরে ব্রহ্মলোকে সাযুজ্যাদি গতি প্রাপ্ত হয়। প্রথম হইতে শুদ্ধভক্তের কৃপায় শ্রীভগবদ্বাক্যের সারার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য লাভ হইলে, তিনি আর শুদ্ধভক্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য পথে গমন করেন না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাক্যে পাই,—

"ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকেই চিত্ত অর্পণ কর; কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ যেরূপ চিন্তা করেন, সেরূপ করিবে না। সমস্ত কর্ম্মেই আমার ভগবৎস্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, তাহা হইলেই তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্য-সেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই তোমাকে এই নির্গুণ-ভক্তির উপদেশ করিতেছি।।৬৫।।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।৬৬।।

অন্বয়—সর্ব্বধর্ম্মান্ (বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্মসমূহ) পরিত্যাজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) একম্ (একমাত্র)মাম্ (আমাকে) শরণং ব্রজ (শরণ গ্রহণ কর) অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সর্ব্বপাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করিব) মা শুচঃ (তুমি শোক করিও না)।।৬৬।।

অনুবাদ—বর্ণাশ্রমাদি সকল ধর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।।৬৬।।

বিশ্বনাথ—ননু ত্বদ্ধ্যানাদিকং যৎ করোমি, তৎ কিং স্বাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বকং বা, কেবলং বা? তত্রাহ—'সর্ব্বধর্ম্মান্' বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ এব পরিত্যজ্য একং মামেব শরণং ব্রজ; পরিত্যজ্য সংন্যস্য ইতি ন ব্যাখ্যেয়ম্,—অর্জ্জুনস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন সন্ন্যাসানধিকারাৎ, ন চ অর্জ্জুনং লক্ষ্যীকৃত্যান্যজনসমুদায়মেবোপদিদেশ ভগবান্ ইতি বাচ্যম্। লক্ষ্যভূতমর্জ্জুনং প্রতি উপদেশযোজয়িতুমৌচিত্যে সত্যেবান্যস্যাপ্যুপদেষ্টব্যত্বং সম্ভবেন্ন ত্বন্যথা, ন চ পরিত্যজ্য ইত্যস্য ফলত্যাগ এব তাৎপর্য্যমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। অস্য বাক্যস্য "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্যকর্ত্তম্।।"

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।।" "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।" "আজ্ঞায়ৈবং গুণানং দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।।" ইত্যাদিভির্ভগবদ্বাক্যৈঃ সহৈকার্থস্যা-বশ্যব্যাখ্যেয়ত্বাৎ। অত্র চ 'পরি'-শব্দ-প্রয়োগাচ্চ। অত 'একং মাং' শরণং ব্রজ, ন তু ধর্ম্মজ্ঞানযোগদেবতান্তরাদিকমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং হি মদনন্যভক্তৌ সর্ব্বশ্রেষ্ঠায়াং তবাধিকারো নাস্তীত্যতস্ত্বং 'যৎ করোষি যদশ্নাসি' ইত্যাদি ব্রুবাণেন ময়া কর্ম্মামিশ্রায়াং ভক্তৌ তবাধিকার উক্তঃ। সম্প্রতি ত্বতিকৃপায়া তুভ্যমনন্যভক্তাবেবাধিকারঃ তস্যাঃ অনন্যভক্তেঃ যাদৃচ্ছিকমদৈকান্তিক-ভক্তকৃপৈকলভ্যত্বলক্ষণং নিয়মং স্বকৃতমপি ভীষ্মযুদ্ধে স্বপ্রতিজ্ঞামিবা-পনীয়মিতি ভাবঃ। ন চ মদাজ্ঞয়া নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মত্যাগে তব প্রত্যবায়-শঙ্কা সম্ভবেৎ। বেদরূপেণ ময়ৈব নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানমাদিষ্টম্, অধুনা তুস্বরূপেণৈব তত্ত্যাগ আদিশ্যতে ইতি, অতঃ কথং তে নিত্যকর্ম্মাকরণে পাপানি সম্ভবন্তু? প্রত্যুত অতঃপরং নিত্যকর্মণি কৃতে এব পাপানি ভবিষ্যন্তি সাক্ষান্মদাজ্ঞালঙ্ঘনাদিত্যবধেয়ম্। ননু যো হি যচ্ছরণো ভবতি, স হি মূল্যক্রীতঃ পশুরিব তদধীনঃ, সঃ তং যৎ কারয়তি, তদেব করোতি, যত্র স্থাপয়তি, তত্রৈব তিষ্ঠতি, যদ্ভোজয়তি তদেব ভুঙ্ক্তে, ইতি শরণাপত্তিলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্; যদুক্তং বায়ুপুরাণে—"আনুকুল্যস্য সঙ্কল্পং প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো ভর্ত্তৃত্বে বরণং তথা। নিক্ষেপণমকার্পণ্যং ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।।"ইতি ভক্তি শাস্ত্রবিহিতা স্বাভীষ্টদেবায় রোচমাণা প্রবৃত্তিঃ 'আনুকূল্যম,' তদ্বিপরীতং 'প্রাতিকূল্যম্;' 'ভর্ত্তৃত্বে' ইতি—স এব মম রক্ষকো, নান্য ইতি; যঃ 'রক্ষিষ্যতীতি' স্বরক্ষণপ্রাতিকূল্যবস্তুষূপস্থিতেষ্বপি স মাং রক্ষিষ্যতি বেতি দ্রৌপদী গজেন্দ্রাদীনামিব 'বিশ্বাসঃ'; 'নিক্ষেপণং' স্বীয় স্থূলসূক্ষ্মদেহসহিতস্য এব স্বস্য শ্রীকৃষ্ণার্থ এব বিনিয়োগঃ; 'অকার্পণ্যং' নান্যত্র ক্বাপি স্বদৈন্যজ্ঞাপনম্ ইতি ষণ্ণাং বস্তূনাং বিধাত্র্যনুষ্ঠানং যস্যাং সা শরণাগতিরিতি। তদদ্যারভ্য যদ্যহং ত্বাং শরণং গত এব বর্ত্তে, তর্হি ত্বদুক্তং ভদ্রমভদ্রং বা যদ্ভবেত্তদেব মম কর্ত্তব্যম্; তত্র যদি ত্বং মাং ধর্ম্মমেব কারয়সি, তদা ন কাচিচ্চিন্তা। যদি ত্বীশ্বরত্বাৎ স্বৈরাচারস্ত্বং মামধর্ম্মমেব কারয়সি, তদা কা গতিস্তত্রাহ—

অহমিতি। প্রাচীনার্ব্বাচীনানি যাবন্তি বর্ত্তন্তে, যাবন্তি বাহং কারয়িষ্যমি, তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্য এব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি—নাহমন্যঃ শরণ্য ইব তত্রাসমর্থ ইতি ভাবঃ। ত্বামালম্বৈব শাস্ত্রমিদং লোকমাত্রমেবোপদিষ্টবানস্মি। মা শুচঃ—স্বার্থং পরার্থং যা শোকং মাকার্ষীঃ,—যুষ্মাদাদিকঃ সর্ব্ব এব লোকঃ স্বপরধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ এব পরিত্যজ্য মচ্চিন্তনাদিপরঃ মাং শরণমাপদ্য সুখেনৈব বর্ত্ততাং, তস্য পাপ মোচনভারঃ সংসারমোচনভারঃ মৎপ্রাপণোভারঃ, ময়া প্রতিজ্ঞায়ৈবাঙ্গীকৃতঃ। কিং বহুনা, দেহব্যবহারভারোঽপি ময়াঙ্গীকৃত এব; যদুক্তম্—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।" ইতি। হন্ত! এতাবান্ ভারো ময়া স্বপ্রভৌ নিক্ষিপ্তঃ ইত্যপি শোকং মাকার্ষীঃ, ভক্তবৎসলস্য সত্যসঙ্কল্পস্য মননং তত্রায়াসলেশোঽপীতি নাতঃ পরমধিকমুপদেষ্টব্যমস্তীতি শাস্ত্রং সমাপ্তীকৃতম্।।৬৬।।

বঙ্গানুবাদ—যদি প্রশ্ন হয় যে, তোমার ধ্যানাদি যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, তাহা কি স্বীয় আশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে বা কোন ধর্ম্মের অপেক্ষা না করিয়া কেবল ধ্যানাদি কর্ম্মের আচরণ করিব? তদুত্তরে বলিতেছেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্'—সকল প্রকার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। 'পরিত্যাগ করিয়া' শব্দের অর্থ 'সন্ন্যাস করিয়া' ব্যাখ্যা করিতে হইবে না;—কারণ অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় বলিয়া তাঁহার সন্ন্যাসে অধিকার নাই আর অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অন্য সকল লোককেই ভগবান্ এই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও বলা উচিত নহে। লক্ষ্যভূত অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ যোজনা উচিত হইলে অন্যের প্রতিও সেই উপদেশ বাক্য আরোপের সম্ভাবনা, অন্য প্রকার অসম্ভব। 'পরিত্যজ্য' শব্দের ফলত্যাগই তাৎপর্য্য এরূপ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। এই বাক্যের—'ভাঃ—১১।৫।৪১, ১১।২৯।৩৪, ১১।২০।৯, ১১।১১।৩২—যিনি সমস্ত আত্মার সহিত, কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া, শরণীয় মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত (জীব), আত্মীয়জন ও পিতৃগণের ঋণমুক্ত হ'ন। 'মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তিনি আমার ইচ্ছায় যোগী, জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞান সম্পন্ন হন। অনন্তর অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত সমান ঐশ্বর্য্যলাভের উপযুক্ত হন। 'যতদিন পর্যন্ত না বিষয়ে নির্বেদ জন্মে বা আমার কথায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন না

হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে।' 'মদীয় বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ জানিয়াও সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি আমার সেবা করেন, তিনি উত্তম সাধু বলিয়া গণ্য।' এই সকল ভগবদুক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করা অবশ্যই আবশ্যক। এস্থলে যে 'পরি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও সূচিত হইতেছে যে কেবল ফলত্যাগ লক্ষিত নহে। অতএব একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, ধর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্য দেবতাদির শরণ গ্রহণ করিতে হইবে না, এই অর্থ। পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আমার অনন্যা-ভক্তিতে তোমার অধিকার নাই, তাই—'যৎকরোষি যদশ্নাসি'—(৯।২৭) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আমি তোমাকে কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তিতে অধিকারী জানাইয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি অতিকৃপাপূর্ব্বক তোমাকে অনন্যা-ভক্তিতে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সেই অনন্যাভক্তি যাদৃচ্ছিক আমার ঐকান্তিক ভক্তের একমাত্র কৃপাদ্বারাই লভ্য। এই লক্ষণযুক্ত যে মৎকৃত প্রতিজ্ঞা তাহাও ভীষ্মযুদ্ধে নিজ প্রতিজ্ঞা খণ্ডনের ন্যায় (তোমাকে অধিকার দেওয়া হইল) এই ভাব। আমার আজ্ঞানুসারে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মত্যাগ করিলে তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না। আমিই বেদরূপে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে স্বরূপেই অর্থাৎ নিজরূপেই তাহা ত্যাগ করিবার আদেশ করিতেছি। অতএব নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কিরূপে তোমার পাপ সম্ভব হইবে? প্রত্যুত অতঃপর নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই তোমাকে সাক্ষাৎ মদাজ্ঞালঙ্ঘন জনিত পাপভাগী হইতে হইবে, ইহাতে অবহিত হও। কারণ যে ব্যক্তি যাহার শরণাগত হয়, সে মূল্যদ্বারা ক্রীত পশুর ন্যায় তাহারই অধীন থাকে। সেই প্রভু তাহাকে যাহা করান, সে তাহাই করে; যে স্থানে রাখেন, সেই স্থানেই থাকে; যাহা খাইতে দেন, তাহাই ভোজন করে—ইহাই শরণগ্রহণলক্ষণ-ধর্ম্মের তত্ত্ব। বায়ু পুরাণে কথিত আছে যে—'অনুকূলভাবের সঙ্কল্প, প্রতিকূল ভাবের বর্জ্জন, আমাকে রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস, পালকত্বে বরণ, আত্মনিবেদন ও অকার্পণ্য এই ছয় প্রকার শরণাগতি। ভক্তিশাস্ত্র প্রতিপাদিত স্বকীয় অভীষ্ট দেবতার প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তিই 'আনুকূল্য', তাহার বিপরীত 'প্রাতিকূল্য', তিনিই আমার রক্ষক তদ্ব্যতীত আর কেহই নাই, এইরূপ ভাবের নাম ভর্ত্তৃত্বে বরণ; 'রক্ষিষ্যতি'— নিজরক্ষাকার্য্যের

প্রতিকূল বস্তু উপস্থিত হইলেও তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন এইরূপ দ্রৌপদী-গজেন্দ্রাদির ন্যায় 'বিশ্বাস'; স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সহিতই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করাই 'নিক্ষেপণ'। অন্য কোনও স্থানে আপনার দৈন্য জ্ঞাপন না করাই 'অকার্পণ্য। যাহাতে এই ষড়বিধ বস্তুর ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান তাহাই শরণাগতি। অতএব অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যদি আমি তোমার শরণাগত হইয়াই থাকি, তাহা হইলে তোমার কথিত মঙ্গলই হউক আর অমঙ্গলই হউক, যাহা হয় তাহাই আমার কর্ত্তব্য। তাহার মধ্যে যদি তুমি আমার কেবল ধর্ম্মই করাও তাহা হইলে চিন্তার কোনই কারণ নাই; কিন্তু যদি তুমি ঈশ্বর বলিয়া স্বৈরাচার হইয়া আমাকে অধর্ম্মে প্রবর্ত্তন কর, তাহা হইলে আমার কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি তোমার প্রাচীন এবং অর্ব্বাচীন অনুষ্ঠিত যাবতীয় পাপ সঞ্চিত আছে বা আমি তোমাকে যাহা করাইব, সেই সকল পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব। অন্য শরণ্যের (আশ্রয়ের) ন্যায় আমি পাপ মোচনে অসমর্থ নহি, এই ভাব। তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই আমি লোকমাত্রকেই এই শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করিতেছি। 'মা শুচঃ'—আপনার বা পরের জন্য শোক করিওনা,—তুমি প্রভৃতি যে কোন লোক মচ্চিন্তাপরায়ণ সর্ব্বপ্রকার নিজ ও পরধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হইয়া সুখেই অবস্থান করুক। তাহার পাপমোচন ভার, সংসার-মোচন ভার এবং মৎপ্রাপ্তির উপায় বিধান ভার আমিই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব? তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ভারও গ্রহণ করিতে আমি অঙ্গীকৃত। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি—গীঃ—৯।২২ 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তঃ' ইত্যাদি। আহা, এতগুরুভার আমি আমার প্রভুর উপর অর্পণ করিয়াছি, এইরূপ মনে করিয়া শোক করিও না, ভক্ত বৎসল ও সত্যসঙ্কল্প আমার এইরূপ ভার গ্রহণে লেশমাত্র আয়াসেরও (ক্লেশের) সম্ভাবনা নাই। ইহার পর অধিক আর কোন উপদেশ করিবার আবশ্যকতা নাই, অতএব এই শাস্ত্র সমাপ্তীকৃত হইল।।৬৬।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমানে শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত তাঁহার ধ্যান-যাজনাদিরূপ শুদ্ধভক্তিযোগ-আচরণকারীকে সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র তাঁহার শরণাগতি আশ্রয় করিতে উপদেশ করিতেছেন। এস্থলে 'সর্ব্বধর্ম্ম' অর্থে বর্ণাশ্রমাদি, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি, দেবতান্তরযজনাদি,

শ্রীকৃষ্ণ ভজন ব্যতিরিক্ত যাবতীয় ধর্ম্মাদিকে লক্ষ্য করে। শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ-রূপ পরমধর্ম্ম যাজনে কাহারও দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় পরম কৃপালু শ্রীভগবান্ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি দিবার প্রতিশ্রুতিও দিতেছেন। এমন কি, অপরধর্ম্ম-ত্যাগকারীকে শোক করিতে নিষেধ করিতেছেন।

শ্রীগীতা শাস্ত্রের এই শ্লোক সর্ব্বগুহ্যতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা হইলেও, শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট 'সাধ্য-সাধন তত্ত্ব' নির্ণয়-প্রসঙ্গে এই শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তখন কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকেও বাহ্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কারণ নির্গুণা-সাধ্যা ভক্তিতে যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদি পরিত্যাগের দৃষ্টান্ত আছে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সুখপরতার জন্যই স্বরূপতঃ ত্যাজ্য হইয়া পড়ে, সেখানে কাহারও প্রেরণার বা প্রতিশ্রুতির অপেক্ষা থাকে না। যেমন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। অকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ।।" আরও পাওয়া যায়,—"শুদ্ধ-ভক্তি' হৈতে হয় 'প্রেমা' উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ।। অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি, 'জ্ঞান-কর্ম্ম'। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।।" (মঃ ১৯ পঃ)। কিন্তু যেস্থলে জীবের অস্মিতাব্রহ্মাণ্ডান্তবর্ত্তী থাকায়, দেহাভিমানবশতঃ ঐ সকল ধর্ম্মত্যাগে পাপের ভয় থাকে বলিয়া, শ্রীভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইতেছে যে, সর্ব্বধর্ম্মত্যাগজনিত 'সর্ব্বপাপ হইতে আমি মুক্তি দিব', উহাতে শোকের বিষয় থাকে বলিয়া, 'তুমি শোক করিও না'—এইরূপ আশ্বাসও পুনরায় দিতেছেন; উহাই বাহ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শুদ্ধা-ভক্তির লক্ষণে জীবের শুদ্ধকৃষ্ণৈকদাস্যরূপ অস্মিতা প্রবল থাকায়, স্বতঃই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যক্ত হয়, সেইরূপ স্বরূপতঃ ত্যাগে কোন দোষ হয় না;পরন্তু তিনিই সত্তম। শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ।।"

—(১১।১১।৩২)

অর্থাৎ মদীয় বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট স্বধর্ম্ম-সমূহের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অনানুষ্ঠানে দোষ জানিয়াও তাদৃশ ধর্ম্ম মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক বলিয়া, মদ্ভক্তিবলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে, ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া, সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি আমার সেবা করেন, তিনিই সত্তম।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই,—“কর্ম্মমিশ্র ভক্তিমান্—সৎ, জ্ঞান-মিশ্র ভক্তিমান্—সত্তর এবং জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তিমান্ সত্তম। কর্ম্মমিশ্রভক্তিমান্ আরূঢ় দশায় জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি লাভ করেন, অতঃপর পাকদশায় ভক্তির প্রাবল্যে জ্ঞানে অনাদর হয়। তখনই তিনি জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তিমান্ সত্তম।” কেবলা-ভক্তিতে কর্ম্মজ্ঞানাদির কোন আবরণ নাই। উহা নির্ম্মলা এবং অন্তরায় বিহীনা। জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমান্ সিদ্ধদশায়—সত্তম; আর কেবলাভক্তিমান্ কিন্তু সাধনদশাতেই—সত্তম।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রেও নারায়ণব্যূহস্তবে কথিত হইয়াছে,---

“যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থাঃ বিষ্ণুভক্তিবশংগতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ।।”

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পাওয়া যায়,—

“যে করয়ে প্রভু, আজ্ঞা-পালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার।।”

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের আবির্ভাবের পর শ্রীকর্দ্দম ঋষি গৃহে অবতীর্ণ প্রভুকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভজনীয় প্রভু ভজনাধীন সুতরাং ভজনীয় বস্তু অপেক্ষা ভজনে আগ্রহ কর্ত্তব্য---এই রূপ বিবেচনায় যখন শ্রীভগবানের নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তখন শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—“ময়া প্রোক্তং হি লোকস্য প্রমাণং সত্যলৌকিকে।”

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীশরণাগতিতে পাই,—

“দৈন আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন।।
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার।।
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।।”

শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য” শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

“ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বর-জ্ঞান-লাভের উপদেশ-স্থলে বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম, যতি-ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি-ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা

প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদায়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমারই একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর; তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার দশার সমস্ত পাপ, তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ-হেতু যে-সকল পাপ হইবে, সে-সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব; তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণা-ভক্তি আচরণ করিলে জীবের সৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে। ধর্ম্মাচরণ, কর্ত্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি, তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস, কিছুই আবশ্যক হয় না। বদ্ধ-অবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সমস্ত কর্ম্মই করিবে; কিন্তু সেই সেই কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অবলম্বন কর। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরী জীব স্বীয় জীবন নির্ব্বাহের জন্য যত প্রকার কর্ম্ম করে, সে-সমুদায়ই উক্ত তিন প্রকার উচ্চনিষ্ঠা হইতে করে, অথবা ইন্দ্রিয় সুখনিষ্ঠারূপ অধমনিষ্ঠা হইতে করে। অধমনিষ্ঠা হইতে 'অকর্ম্ম' ও 'বিকর্ম্মাদি'; তাহা—অনর্থজনক। তিন প্রকার উত্তম-নিষ্ঠার নাম—ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা। বর্ণাশ্রম ও বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মই এক এক প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক এক প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয়। যখন উহারা ব্রহ্মনিষ্ঠার অধীন, তখন কর্ম্ম ও জ্ঞানভাবের প্রকাশ হয়; যখন ঈশ্বর-নিষ্ঠার অধীন, তখন ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম ও ধ্যানযোগাদিরূপ ভাবের উদয় হয়; যখন ভগবন্নিষ্ঠার অধীন, তখন উহারা শুদ্ধা বা কেবলা-ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব এই ভক্তিই 'গুহ্যতম' তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন;—ইহাই এই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। 'কর্ম্মী', 'জ্ঞানী' 'যোগী' ও 'ভক্ত',— ইহাদের জীবন একই প্রকার হইলেও নিষ্ঠাভেদে ইহারা—অত্যন্ত পৃথক্।।"৬৬।।

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।

ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।।৬৭।।

অন্বয়—ইদম্ (এই গীতাশাস্ত্র) তে (তোমা কর্ত্তৃক) কদাচন (কখনও) অতপস্কায় (অসংযতেন্দ্রিয়কে) ন [বাচ্যং] (বক্তব্য নহে) অভক্তায় ন [বাচ্যং] (অভক্তকেও বাচ্য নহে) অশুশ্রূষবে চ (এবং পরিচর্য্যাহীনকেও) ন বাচ্যং (বলা উচিত নহে) যঃ (যে) মাং (আমাকে) অভ্যসূয়তি (অসূয়া করে) [তস্মৈ—তাহাকে] ন চ [বাচ্যং] (বলাও উচিত নহে)।।৬৭।।

অনুবাদ—এই গীতাশাস্ত্র তুমি কখনও অসংযতেন্দ্রিয়, অভক্ত, পরিচর্য্যাহীন এবং আমার প্রতি অসূয়াকারী ব্যক্তিকে বলিবে না।। ৬৭।।

বিশ্বনাথ—এবং গীতাশাস্ত্রমুপদিশ্য সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনে নিয়মমাহ—ইদমিতি। অতপস্কায় অসংযতেন্দ্রিয়ায়,—"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ" ইতি স্মৃতেঃ। সংযতেন্দ্রিয়ত্বে সত্যপি অভক্তায় ন বাচ্যং, সংযতেন্দ্রিয় ত্বেঽপি ভক্তত্বেঽপি চ সতি অশুশ্রূষবে ন বাচ্যং, সংযতেন্দ্রিত্বাদিধর্ম্মত্রয়বত্ত্বেঽপি যো মামভ্যসূয়তি ময়ি নিরুপাধিপূর্ণব্রহ্মণি মায়া-সাবর্ণ্যদোষমারোপয়তি, তস্মৈ সর্ব্বথৈব ন বাচ্যম্।।৬৭।।

বঙ্গানুবাদ—এই ভাবে গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়া সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন-বিষয়ে নিয়ম বলিতেছেন—"ইদম্" ইত্যাদি। 'অতপস্কায়'—যাহার ইন্দ্রিয় অসংযত তাহাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়—'মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের একাগ্রতাই পরম তপ'। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও যদি অভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকেও বলিবে না, সংযত এবং ভক্ত ও যদি অশুশ্রূষু (শ্রবণে আগ্রহশূন্য) হয়, তবে তাহাকেও বলিবে না, সংযতেন্দ্রিয়, ভক্ত এবং শুশ্রূষু এই তিন ধর্ম্মযুক্ত হইয়াও 'যো মামভ্যসূয়তি'-নিরুপাধি পূর্ণব্রহ্ম আমাতে মায়ার সহিত একজাতীয়তা দোষ আরোপ করে, তাহাকে ত' কিছুতেই বলিবে না।।৬৭।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীগীতা-শ্রবণের অধিকারী নির্ণয় পূর্ব্বক উপদেশ-পরম্পরার নিয়ম বলিতেছেন। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের অসূয়াকারী অর্থাৎ তাঁহাতে মায়িকগুণবিগ্রহতা আরোপ করে, এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে ভক্তিশূন্য, অজিতেন্দ্রিয় ও অশুশ্রূষু, তাহাদিগকে কখনও গীতাতত্ত্ব উপদেশ করিবে না বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অনেকে হয়ত, এইরূপ বাক্যের সারার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, যদৃচ্ছভাবে পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ পাত্রকেও এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইয়া, অধিক দয়া ও উদারতা প্রকাশ করিতে যাইবেন, তিনি সেই ধৃষ্টতার দ্বারা শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধীই হইবেন। অনেকে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে, ধর্ম্মশিক্ষায় পাত্রের যোগ্যাযোগ্য বিচার করিতে গেলে কারুণ্যাদির বিরোধ ঘটে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে ইহার মর্ম্ম এই যে, যোগ্য পাত্রস্থলেই উপদেশ ফলপ্রদান করে, কিন্তু অযোগ্যস্থলে ফলপ্রসু নহে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে একই গুরুর নিকট এক আত্মতত্ত্ব উপদেশ

লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু একের তত্ত্বজ্ঞান হইল, অপরের কিন্তু হইল না। এই জন্যই শাস্ত্রে যোগ্য ব্যক্তিকে উপদেশ-দানের বিধি দিয়াছেন। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য-তৎপর শ্রদ্ধাবান্ জনই যোগ্যপাত্র।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাই—

"বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।।
যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথাদেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"

শ্রীব্রহ্মসূত্রেও পাই,—"অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ"। (৩।৪।৫০)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

"নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্।।" (১১।২৯।৩০)

অর্থাৎ এই জ্ঞানোপদেশ তুমি দাম্ভিক অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজী, নাস্তিক অথবা বেদরহিত, শঠ ও যাহার শ্রবণেচ্ছা নাই, সেই প্রকার অভক্ত ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিকে কদাচ প্রদান করিবে না।

শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন—

"নৈতৎ খলায়োপদিশেন্নাবিনীতায় কর্হিচিৎ।
ন স্তব্ধায় ন ভিন্নায় নৈব ধর্ম্মধ্বজায় চ।।
ন লোলুপায়োপদিশেন্ন গৃহারূঢ়চেতসে।
নাভক্তায় চ মে জাতু ন মদ্ভক্তদ্বিষামপি।।"(৩।৩২।৩৯-৪০)

অর্থাৎ হে মাতঃ— আমি আপনাকে আত্মতত্ত্ববিষয়ক যে জ্ঞান-উপদেশ করিলাম ইহা খল, অবিনীত, স্তব্ধ, দুরাচার, ধর্ম্মধ্বজী, বিষয়লোলুপ, গৃহ-স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিতে অত্যাসক্তচিত্ত, অভক্ত এবং আমার ভক্তদ্বেষী ব্যক্তিকে কখনই উপদেশ করিবেন না।

পদ্মপুরাণেও পাওয়া যায়,—

"অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ"।।৬৭।।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।৬৮।।

অন্বয়—যঃ (যিনি) পরমং (পরম) গুহ্যং (গোপনীয়) ইমম্ (এই গীতা শাস্ত্র) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তসমীপে) অভিধ্যাস্যতি (উপদেশ

করিবেন) [সঃ—তিনি] ময়ি (আমাতে) পরাং ভক্তিং (পরা-ভক্তি) কৃত্বা (করিয়া) অসংশয়ঃ [সন্] (সংশয়শূন্য হইয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যতি (প্রাপ্ত হইবেন)।। ৬৮।।

অনুবাদ—যিনি পরম গুহ্য এই গীতাবাক্য আমার ভক্তগণের নিকটে বলিবেন, তিনি পরা-ভক্তি-লাভ পূর্ব্বক সংশয় রহিত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।।৬৮।।

বিশ্বনাথ—এতদুপদেষ্টুঃ ফলমাহ-য ইতি দ্বাভ্যাম্। পরাং ভক্তিং কৃত্বেতি প্রথমং পরমভক্তিপ্রাপ্তিঃ, ততো মৎপ্রাপ্তিঃ। এতদুপদেষ্টর্ভবতি।।৬৮।।

বঙ্গানুবাদ—গীতাশাস্ত্রের উপদেশকের ফল বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে 'পরাং ভক্তিং কৃত্বা'—উপদেশকের প্রথমে পরাভক্তির প্রাপ্তি, তাহার পর মৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।।৬৮।।

অনুবর্ষিণী—পূর্ব্বোক্ত দোষরহিত ব্যক্তিগণকে এই শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিলে, কিরূপ ফললাভ ঘটে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। শাস্ত্র-শ্রবণের অধিকারী নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ।
সাধবে শুচয়ে ব্রূয়াদ্ভক্তিঃ স্যাৎ শূদ্রযোষিতাম্।।
(ভাঃ—১১।২৯।৩১)

এস্থলে কিন্তু শূদ্র ও স্ত্রীলোক যদি ভক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদ্গিকেও বলিবে, এই স্পষ্ট আদেশের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজনে জাতি, বর্ণ, গুণ, বয়স ও কর্ম্ম প্রভৃতি নিরপেক্ষ অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল ভক্তির দ্বারাই তুষ্ট, তাহার প্রমাণও শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

"ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নামরূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।।"

ভক্তবর শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়"। (ভাঃ—৭।৯।৯)

তত্ত্বকথা-শ্রবণে অধিকারী নির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন,—

শ্রদ্দধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসূয়বে।
ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুশ্রূষাভিরতায় চ।।

বহির্জ্জাতবিরাগায় শান্তচিত্তায় দীয়তে।
নির্ম্মৎসরায় শুচয়ে যস্যাহং প্রেয়সাং প্রিয়ঃ।।”

(ভাঃ—৩।৩২।৪১-৪২)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

“নিচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার”।।

(চৈঃ চঃ অঃ ৪ পঃ)

অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

“শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী”

(ঐ মঃ ২২ পঃ)।। ৬৮।।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।।৬৯।।

অন্বয়—মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) তস্মাৎ (সেই গীতাব্যাখ্যাতা অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ (অধিক প্রিয় কার্য্যকারী) ন চ (নাই) ভূবি চ (এবং পৃথিবীতে) তস্মাৎ (তাঁহা অপেক্ষা) মে (আমার) অন্যঃ (অপর) প্রিয়তরঃ (প্রিয়তর) ন ভবিতা (হইবে না)।।৬৯।।

অনুবাদ—এই নরলোকে সেই গীতা-বক্তা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়-কার্য্যকারী কেহ নাই এবং পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা অপর কেহ আমার প্রিয়তর হইবে না।।৬৯।।

বিশ্বনাথ—তস্মাদুপদেষ্টুঃ সকাশাৎ অন্যোঽতিপ্রিয়ঙ্করঃ অতিপ্রিয়শ্চ নাস্তি।।৬৯।।

বঙ্গানুবাদ—অতএব গীতাশাস্ত্রের উপদেশকের অপেক্ষা অন্য কেহ আমার অতি প্রিয়ঙ্কর এবং অতিপ্রিয় নাই।।৬৯।।

অনুবর্ষিণী—যিনি শ্রীভগবানের উপদিষ্ট মতে শ্রীগীতাশাস্ত্র-প্রচার করিবেন, তিনি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়তম পাত্র। কিন্তু যাহারা শ্রীগীতা-প্রচারের নামে লোকের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া, সর্ব্বমতের সহিত গোজামিল দেওয়ারূপ সমন্বয় করিতে গিয়া, শুদ্ধা-ভক্তিরূপ শ্রীভগবানের **গুহ্যতম উপদেশকে সর্ব্বসার না জানিয়া এবং কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিকে**

তদনুকূলে ব্যাখ্যা না করিয়া, আধ্যক্ষিকতা-বলে নিজ নিজ কাল্পনিক মতের সৃষ্টি করেন, তাহারা কিন্তু শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া, নিজের এবং অপরের অমঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন।।৬৯।।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।।৭০।।

অন্বয়—যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমম্ (এই) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মসমন্বিত) সম্বাদম্ (সংলাপ) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন) তেন (তাঁহা কর্ত্তৃক) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারা) অহম্ (আমি) ইষ্টঃ (পূজিত) স্যাম্ (হইব) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (অভিপ্রায়)।।৭০।।

অনুবাদ—আর যিনি আমাদের পরস্পরের এই ধর্ম্মসমন্বিত কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহা-কর্ত্তৃক আমি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজিত হইব, ইহা আমার অভিমত।। ৭০।।

বিশ্বনাথ—এতদধ্যয়নফলমাহ—অধ্যেষ্যতে ইতি।। ৭০।।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীগীতাশাস্ত্রের অধ্যয়নফল বলিতেছেন—'অধ্যেষ্যতে' ইত্যাদি।।৭০।।

অনুবর্ষিণী—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীগীতা-অধ্যয়নের ফল বলিতেছেন।। ৭০।।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্।।৭১।।

অন্বয়—শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাসম্পন্ন) অনসূয়ঃ চ (ও অসূয়া-রহিত) যঃ (যে) নরঃ (মানব) শৃণুয়াৎ অপি (শ্রবণও করেন) সঃ অপি (তিনিও) মুক্তঃ [সন্] (মুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্ম্মণাম্ (পুণ্য-কার্য্যকারিগণের) শুভান্ লোকান্ (শুভ-লোক) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)।।৭১।।

অনুবাদ—শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়ারহিত যে মানব গীতা কেবল শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্য-কর্ম্মিগণের প্রাপ্য শুভলোকসমূহ লাভ করেন।।৭১।।

বিশ্বনাথ—এতচ্ছ্রবণফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি।।৭১।।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীগীতাশাস্ত্রের শ্রবণফল বলিতেছেন—'শ্রদ্ধাবান্' ইত্যাদি।।৭১।।

অনুবর্ষিণী—এক্ষণে শ্রীগীতা-শ্রবণকারীর ফল বলিতেছেন। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার মর্মে পাই,—"যিনি কেবল শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন এবং অসূয়ারহিত অর্থাৎ কি জন্য উচ্চৈঃস্বরে অথবা অশুদ্ধ পাঠ করে এইরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া, তিনিও নিখিল পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মা অশ্বমেধাদি যাজিগণের লোক প্রাপ্ত হন্, অথবা পুণ্যকর্ম্মা অর্থাৎ ভক্তিমান্‌দিগের লোকসমুহ ধ্রুবলোকাদি বৈকুণ্ঠভেদ লাভ করেন"।।৭১।।

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্র্যেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়।।৭২।।

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) ত্বয়া (তোমা-কর্ত্তৃক) একাগ্র্যেণ (একাগ্র) চেতসা (চিত্ত-দ্বারা) এতৎ (ইহা) শ্রুতম্ কচ্চিৎ (শ্রুত হইয়াছে কি?) ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়!) তে (তোমার) অজ্ঞানসম্মোহঃ (অজ্ঞান জনিত মোহ) প্রণষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইয়াছে কি?)।।৭২।।

অনুবাদ—হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে কি? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞান জনিত মোহ দূর হইয়াছে কি?।।৭২।।

বিশ্বনাথ—সম্যগ্‌বোধানুপপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ—কচ্চি-দিতি।।৭২।।

বঙ্গানুবাদ—যদি উত্তমরূপে বোধ না জন্মায়, তবে আবার উপদেশ করিব, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।।৭২।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীগীতাশাস্ত্র সমাপ্ত এবং তৎশ্রবণ কীর্ত্তনাদির ফল-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া, শ্রীমদর্জ্জুনের আর কোন জিজ্ঞাস্য আছে কিনা?—তাহাই প্রশ্ন করিতেছেন এবং যদি থাকে তাহা হইলে পুনরায় উপদেশ করিবেন। এতদ্বারা ইহাও শিক্ষণীয় যে, একাগ্রচিত্তে শাস্ত্র-শ্রবণ না করিলে ফল লাভ হয় না; দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞান-জনিত মোহ সম্যক্ নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীগুরুদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া তত্ত্বানুভব করতঃ নিত্য-সেবায় নিযুক্ত হওয়া দরকার।।৭২।।

অর্জ্জুন উবাচ—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।৭৩।।

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—(অর্জ্জুন কহিলেন) অচ্যুত! (হে অচ্যুত!) ত্বৎ-প্রসাদাৎ (তোমার প্রসাদে) মোহঃ (মোহ) নষ্টঃ (নষ্ট হইয়াছে) ময়া

(আমাকর্ত্তৃক) স্মৃতিঃ (আত্মতত্ত্ব-স্মৃতি) লব্ধা (লাভ হইয়াছে) গতসন্দেহঃ (সংশয়মুক্ত হইয়াছি) স্থিতঃ অস্মি (যথাজ্ঞানে অবস্থিত হইয়াছি) তব (তোমার) বচনং (আজ্ঞা) করিষ্যে (পালন করিব)।।৭৩।।

অনুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে এবং আমি স্বরূপস্মৃতি লাভ করিয়াছি। আমার সংশয় দূর হইয়াছে, যথাজ্ঞানে অবস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার আদেশ পালন করিব।।৭৩।।

বিশ্বনাথ—কিমতঃপরং পৃচ্ছামি, অহন্তু সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ত্বাং শরণং গতঃ নিশ্চিন্ত এব, ত্বয়ি বিশ্রস্তবানস্মীত্যাহ—নষ্ট ইতি। করিষ্য ইতি, অতঃপরং শরণ্যস্য তবাজ্ঞায়াং স্থিতিরেব শরণাপন্নস্য মম ধর্ম্মঃ, ন তু স্বাশ্রমধর্ম্মঃ, নাপি জ্ঞানযোগাদয়ঃ; তে তু অদ্যারভ্য ত্যক্তা এব; ততশ্চ ভো প্রিয়সখ অর্জ্জুন! মম ভু-ভারহরণে কিঞ্চিদবশিষ্টং কৃত্যমস্তি, তত্তুত্বদ্দ্বারৈব চিকীর্ষামীতি ভগবতোক্তে সতি গাণ্ডীবপাণিরর্জ্জুনঃ যোদ্ধুমুদতিষ্ঠৎ ইতি।।৭৩।।

বঙ্গানুবাদ—ইহার পর আর কি জিজ্ঞাসা করিব? আমি সকল প্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমার শরণাগত হইয়া নিশ্চিন্তই হইয়া তোমাতে বিশ্বাসযুক্ত হইয়াছি, তাই বলিতেছেন—'নষ্ট' ইত্যাদি। 'করিষ্যে,—এখন হইতে শরণ্য তুমি, তোমার আজ্ঞাতে অবস্থান করাই শরণাগত আমার ধর্ম্ম, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নহে বা জ্ঞানযোগাদি নহে, আজ হইতে সে সকল পরিত্যক্তই হইল। তাহার পর 'হে প্রিয়সখে অর্জ্জুন! পৃথিবীর ভার হরণ ব্যাপারে এখনও আমার কিছু অবশিষ্ট কৃত্য আছে, তাহা তোমাদ্বারাই সমাপন করিব।'—শ্রীভগবানের এইরূপ উক্তিতে গাণ্ডিবধারী অর্জ্জুন যুদ্ধের জন্য উত্থিত হইলেন।।৭৩।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীমদর্জ্জুন বলিতেছেন যে আমি পূর্ব্বে মোহবশতঃ যে সকল প্রশ্ন করিয়াছি, তোমার প্রদত্ত উত্তর শ্রবণে এবং তোমার অনুগ্রহে আমার সে সকল অজ্ঞান বা মোহ দূরীভূত হইয়াছে। আমি এক্ষণে তোমার কৃপায় নিজ ভৃত্যস্বরূপ অবগত হইয়া তোমার চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত হইলাম; এক্ষণে তুমি যেরূপ আদেশ করিবে, তাহাই করিব। অনন্তর অর্জ্জুন শ্রীভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। এতদ্দ্বারা আমাদের শিক্ষণীয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদরূপ

এই গীতাশাস্ত্র অধ্যায়ন এবং শ্রবণ করিবার ফলে যদি সর্ব্বসংশয় রহিত হইয়া, অজ্ঞানপুষ্ট নানামতবাদ বা বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণদাস্যময় স্বরূপজ্ঞান-লাভ করতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া, তাঁহার অভিপ্রায়-অনুরূপ সেবা করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই যথার্থ বুদ্ধিমান ও কৃতকৃত্য হওয়া যায়।

শ্রীউদ্ধবও শ্রীকৃষ্ণের নিকট তত্ত্ব-শ্রবণান্তর বলিয়াছিলেন,—

"প্রত্যর্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।

হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং কোঽন্যং সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্।।" (ভাঃ—১১।২৯।৩৮)

অর্থাৎ পরমদয়াল আপনি কৃপা পূর্ব্বক ভৃত্যকে বিজ্ঞানময় প্রদীপ পুনর্ব্বার অর্পণ করিয়াছেন, অতএব আপনার কৃত এই উপকার অবগত হইয়া কোন্ ব্যক্তি ত্বদীয় পাদমূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের শরণ গ্রহণ করিবে?

ভক্তের দেহ যে, শ্রীভগবানের নিজধন ইহা শ্রীগৌরসুন্দরও নিজভৃত্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন,—

"প্রভু কহে—তোমার দেহ মোর-নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।।
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কিবা না পার করিতে?
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এশরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৪ পঃ)।।৭৩।।

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম।।৭৪।।

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ— (সঞ্জয় কহিলেন) অহং (আমি) ইতি (এইরূপ) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) পার্থস্যাচ (ও অর্জ্জুনের) ইমম্ (এই) অদ্ভুতং (অদ্ভুত) লোমহর্ষণম্ (রোমাঞ্চকর) সংবাদং (সংবাদ) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছি)।।৭৩।।

অনুবাদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—আমি এইরূপ মহাত্মাকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি।।৭৪।।

বিশ্বনাথ—অতঃপরং পঞ্চশ্লোকবাখ্যা সর্ব্বগীতার্থতাৎপর্য্য-নিষ্কর্ষেঽন্তিম-শ্লোকাঃ যত্র বর্ত্তন্তে, তাং পত্রদ্বয়ীং বিনায়কঃ স্ববাহনেনাখুনা-পহৃতবানিত্যতঃ পুনর্নালিখং তাং তন্মাত্রবাদাম্। স প্রসীদতু, তস্মৈ নমঃ। ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতা-টীকা 'সারার্থবর্ষিণী' সমাপ্তীভূতা সতাং প্রীতয়েঽস্তাদিতি।।৭৪।।

সারার্থবর্ষিণী বিশ্বজনীনা ভক্তচাতকান্।
মাধুরী ধিনুতাদস্যা মাধুরী ভাতু মে হৃদি।।
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাস্বষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।।

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর গোস্বামি-কৃত্বা 'সারার্থবর্ষিণী' টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ—তাহার পর পঞ্চ শ্লোকের ব্যাখ্যা। সর্ব্বগীতার্থের তাৎপর্য্যসার শেষ শ্লোকগুলি যে পত্রে অবস্থিত, সেই পত্র দুইখণ্ড গণেশ নিজবাহন মূষিক-দ্বারা অপহরণ করিয়াছিলেন, ইহার পর পুনরায় তন্মাত্রবাদপূর্ণ তাহা আর লিখি নাই।

তিনি প্রসন্ন হউন, তাঁহাকে নমস্কার। ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা 'সারার্থবর্ষিণী' সমাপ্তীকৃত হইল, ইহা সাধুগণের প্রীতির নিমিত্ত হউক।।৭৪।।

সর্ব্বলোকহিতকারিণী সারার্থবর্ষিণীর মাধুরী ভক্তচাতকগণকে অধিনুত (সম্যক্ তৃপ্ত) করুক। ইহার মাধুরী আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউক। ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অষ্টাদশাধ্যায়ের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীসঞ্জয় কর্ত্তৃক আরম্ভকৃত এই গ্রন্থের উপসংহার করিতেছে। 'অদ্ভুত'-অর্থে 'লোকে অসংভাব্যমানত্ব-হেতু চিত্তের বিস্ময়কর' (শ্রীবলদেব) 'রোমহর্ষণ'-অর্থে 'দেহে পুলকজনক' (শ্রীবলদেব)।।৭৪।।

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।।৭৫।।

অন্বয়—ব্যাসপ্রসাদাৎ (ব্যাসের অনুগ্রহে) অহং (আমি) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (স্বমুখে বর্ণনকারী) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ (স্বয়ং যোগেশ্বর) কৃষ্ণাৎ **(শ্রীকৃষ্ণ হইতে) ইমং (এই) পরম্ (পরম) গুহ্যং (গোপনীয়) যোগং**

(যোগ) শ্রুতবান্ (শ্রবণ করিয়াছি)।।৭৫।।

অনুবাদ—আমি ব্যাস-প্রসাদে সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এই পরম গুহ্যযোগ শ্রবণ করিয়াছি।।৭৫।।

অনুবর্ষিণী—শ্রীসঞ্জয় কিরূপে শ্রীব্যাস-কৃপায় ব্যবহিত তৎ-সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তৎ-সম্বন্ধে পাওয়া যায় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কৃপায় তদ্দত্ত দিব্যচক্ষু ও শ্রোত্রাদি লাভ করিয়াই হস্তিনাপুরে থাকিয়া কুরু-ক্ষেত্রে যুদ্ধ সন্দর্শন, তত্রত্য বাক্যাদি-শ্রবণ এবং তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া যথাযথভাবে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণন করিয়াছিলেন। সেই সঞ্জয়-কথিত বাক্যই শ্রীমহাভারতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।।৭৫।।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্যসম্বাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ।।৭৬।।

অন্বয়—রাজন্! (হে রাজন্!) কেশবার্জ্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জ্জুনের) ইমম্ (এই) পুণ্যং (পুণ্যময়) অদ্ভুতং (অদ্ভুত) সংবাদম্ (সংবাদ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারবার স্মরণ করিয়া) মুহুর্ম্মুহুঃ (বারম্বার) হৃষ্যামি চ (হৃষ্ট হইতেছি)।।৭৬।।

অনুবাদ—হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! কেশবার্জ্জুনের এই পুণ্যজনক অদ্ভুত সংবাদ বারম্বার স্মরণ করিয়া মুহুর্ম্মুহু রোমাঞ্চিত হইতেছি।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্! হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ।।৭৭।।

অন্বয়—রাজন্! (হে রাজন!) হরেঃ (হরির) তৎ (সেই) অত্যদ্ভুতং (অত্যদ্ভুত) রূপম্ (রূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ (পরম) বিস্ময়ঃ (বিস্ময় হইতেছে) পুনঃ পুনঃ চ (এবং বারম্বার) হৃষ্যামি (হৃষ্ট রোমাঞ্চান্বিত হইতেছি।।৭৭।।

অনুবাদ—হে রাজন্! হরির সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিতে করিতে আমি অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইতেছি এবং পুনঃ পুনঃ পুলকিত হইতেছি।।৭৭।।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম।।৭৮।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—যত্র (যেখানে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ) যত্র যেখানে) ধনুর্দ্ধরঃ (ধনুর্দ্ধারী) পার্থঃ (অর্জ্জুন) তত্র (সেখানেই) শ্রীঃ (রাজ্যলক্ষ্মী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ (ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি) ধ্রুবা (স্থির) নীতিঃ (ন্যায়পরায়ণতা) [বর্ত্ততে-বিদ্যমান থাকে] (ইহা) মম (আমার) মতিঃ (নিশ্চিত বাক্য)।।৭৮।।

ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ—যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও যে পক্ষে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, সেই পক্ষেই রাজ্যলক্ষ্মী, বিজয়, সম্পদ্‌বৃদ্ধি ধ্রুবা ও নীতি বিরাজমান আছে,—ইহাই আমার অভিমত বা নিশ্চিত বাক্য।।৭৮।।

ইতি শ্রীব্যাসরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় ভীষ্মপর্ব্বে
শ্রীভগবদ্গীতাউপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
মোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অনুবর্ষিণী—রাজামাত্য ভক্তবর শ্রীসঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদের বিস্ময়করত্ব ও শ্রীহরিররূপের অত্যদ্ভুতত্ব পুনঃ পুনঃ স্মরণ পূর্ব্বক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ফলাফল জ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত হইয়া পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করতঃ নিজ পুত্রগণের মঙ্গল লাভ-বিষয়ে সাবহিত করিলেন।

শ্রীমদ্বলদেবের টীকার মর্ম্মে পাই—"যে-স্থলে স্বসঙ্কল্পায়ত্ত্বে সর্ব্বপ্রাণীস্বরূপ স্থিতি-প্রবৃত্তিক যোগেশ্বর বসুদেবসুত কৃষ্ণ সারথ্য পর্য্যন্ত সাহায্যকারীরূপে বর্ত্তমান, যে স্থলে তাঁহার পিতৃস্বষাপুত্র নরাবতার কৃষ্ণৈকান্তী, ধনুর্দ্ধারী, অচ্ছেদ্যগাণ্ডীবপাণি বর্ত্তমান, সেই স্থলেই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনাধিষ্ঠিতে যুধিষ্ঠির পক্ষে 'শ্রী'—রাজ্যলক্ষ্মী, 'বিজয়— শত্রুপরিভব হেতু পরমোৎকর্ষ, 'ভূতি—উত্তরোত্তর রাজ্য-লক্ষ্মী বিবৃদ্ধি, 'নীতি'—ন্যায়প্রবৃত্তি, 'ধ্রুবা'—স্থিরা, ইহা সর্ব্বত্র সংবদ্ধ। যিনি কিন্তু এই গীতাশাস্ত্রকে যুদ্ধপর বলিয়া মনে করেন, তাহার বিচার সঠিক নহে।

'মন্মনাঃ ভব, মদ্ভক্তঃ ভব' এবং 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য' ইত্যাদি হইতে যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা হইতে চতুবর্ণাশ্রমিগণের ধর্ম্মসমূহ হৃদ্বিশুদ্ধি হেতু এবং লোক-সংগ্রহ নিমিত্তই এস্থলে নিরূপিত, এই বিচারই সুষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়, বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

"নন্বেষ বজ্রস্তব শত্রু তেজসা হরের্দধীচস্তপসা চ তেজিতঃ।
তেনৈব শত্রুং জহি বিষ্ণুযন্ত্রিতো যতো হরির্বিজয়ঃ শ্রীর্গুণাস্ততঃ।।"
(৬।১১।২০)

অর্থাৎ হে ইন্দ্র! তোমার এই বজ্র ভগবান শ্রীহরির তেজে এবং দধীচি মুনির তপস্যায় অতিশয় তেজযুক্ত হইয়াছে, তুমিও বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত অতএব এই বজ্রদ্বারা তুমি আমাকে বধ করিতে পারিবে।যেহেতু ভগবান্ শ্রীহরি যেপক্ষ অবলম্বন করেন, সেই পক্ষেই জয়, সম্পদ্ এবং দয়া, সন্তোষ, সৌশীল্যাদি গুণসমূহ অবশ্যম্ভাবী।

আরও পাওয়া যায়,—"জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাম্ পক্ষে জনার্দ্দনঃ।" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অনন্যশরণ-গ্রহণকারী ব্যক্তিই তাঁহার কৃপায় সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার মঙ্গললাভ করিয়া থাকেন।।৭৮।।

শ্রীমদ্বলদেব প্রভু তাঁহার ভাষ্যের উপসংহারে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। "বহুপ্রকার উপায় থাকিলেও দাস্যপূর্ব্বিকা প্রপত্তি বিষ্ণুর ক্ষিপ্রপ্রসন্নতা বিধানে সমর্থ, ইহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য। যিনি যশোদার স্তন্যপান করিয়াছেন, যিনি পার্থসারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সদ্‌গুণবৃন্দের দ্বারা স্ফীত, তিনিই পরমতত্ত্বরূপে গীত বা বর্ণিত। যাঁহার ইচ্ছারূপ তরণী প্রাপ্ত হইয়া গীতাপয়োধিতে নিমজ্জিত হইয়া, অতিবিচিত্র রত্নার্থ গ্রহণ পূর্ব্বক নিরতিশয় আনন্দবশতঃ উত্থিত হইতে সমর্থ হইতেছি না, সেই আমার কৌতুকী নন্দসূনু চিরপ্রিয় হউন। বিদ্যাভূষণ নামা আমাকর্ত্তৃক বহুযত্নে শ্রীমদ্‌গীতাভূষণনামক ভাষ্যবিরচিত। শ্রীগোবিন্দের প্রেমমাধুর্য্যলুব্ধ সাধুগণ করুণায় আর্দ্র হইয়া শোধন করুন।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"অষ্টাদশ-অধ্যায়ে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মাবলোকন-ফলজনক ধ্যানযোগ শিরস্ককর্ম্মযোগ একটী পর্ব্ব এবং হরিবিষয়ই শ্রদ্ধোদিত শুদ্ধভক্তিযোগ আর একটী পর্ব্ব;—ইহাই গীতাশাস্ত্রের সার-সংগ্রহ। তন্মধ্যে মানবদিগের স্বভাবসিদ্ধ-বর্ণ-ক্রমে ধর্ম্মজীবন অবলম্বনপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান-

দ্বারা ক্রমশঃ যে জ্ঞানপথ-লাভ হয়, তাহাই 'গুহ্য' উপদেশ; ঐ জীবনে ধ্যানযোগকে সংযোগপূর্ব্বক ক্রমশঃ আত্মাবলোকন রূপ জ্ঞানানুষ্ঠানই 'গুহ্যতর', এবং শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তি-দ্বারা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ,—ইহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বয়-বস্তুই একমাত্র তত্ত্ব; ভগবত্তাই সেই তত্ত্বের সম্যক্ পরিচয়। অন্য সমস্ত তত্ত্বই সেই ভগবদ্বস্তুর শক্তি-নিঃসৃত; চিৎশক্তি-দ্বারা ভগবৎস্বরূপ ও চিদ্বৈভব, জীবশক্তি-দ্বারা মুক্ত ও বদ্ধভেদে দ্বিবিধ অনন্ত জীব, মায়াশক্তি-দ্বারা প্রধান হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্ত্ব, কালশক্তি-দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ও সর্ব্বাবস্থার কলন এবং ক্রিয়াশক্তি-দ্বারা সর্ব্ববিধ-কর্ম্মাবিষ্কার। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, কাল ও কর্ম্ম, এই পাঁচটি তত্ত্ব—একমাত্র ভগবত্তত্ত্বই হইতেই নিঃসৃত। ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভাব সকল—ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত। উক্ত পঞ্চবিধ তত্ত্ব—পৃথক হইয়াও যুগপৎ ভগবত্তত্ত্বের আয়ত্তাধীন একতত্ত্ব-মাত্র, একতত্ত্ব হইয়াও বিশেষ ধর্ম্ম-বশতঃ নিত্য পৃথক্; এই গীতাশাস্ত্রোক্ত ভেদাভেদতত্ত্ব—মানবযুক্তির অতীত। এতন্নিবন্ধন পূর্ব্বমহাজনগণ গীতাশাস্ত্রের শিক্ষিত (উপদিষ্ট) তত্ত্বের নাম "অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এতৎসম্বন্ধি জ্ঞানের নামই 'তত্ত্বজ্ঞান'।

জীব—স্বরূপতঃ শুদ্ধ চেতন, চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণ-পরমাণু-গত তত্ত্ববিশেষ; তিনি—স্বভাবতঃ চিৎ ও অচিৎ, উভয় জগতের যোগ্য। চিৎ ও অচিদ্ জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার প্রথমাবস্থান। তিনি 'চেতন' বলিয়া স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র; চিজ্জগতে রত হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া চিদ্গতা হ্লাদিনী-শক্তির সাহায্যে শুদ্ধানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ আর তদেক-পার্শ্বস্থিত মায়িক-জগতে রত হইলে মায়াশক্তির আকর্ষণে কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া জড়সুখ-দুঃখে নিপতিত হন। যাঁহারা—চিদ্‌রতিবিশিষ্ট, তাঁহারা—নিত্য-মুক্ত, এবং যাঁহারা জড়রতিবিশিষ্ট, তাঁহারা—নিত্যবদ্ধ; উভয়বিধ জীবের সংখ্যাই অনন্ত।

বদ্ধজীব লুপ্তপ্রায়স্বভাব হইয়া জড়-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কোন সময় নির্ব্বেদ লাভ করতঃ তদুপযুক্ত গুরুপদাশ্রয়ে কর্ম্মযোগ-দ্বারা ধ্যানপরিপাকে স্বস্বভাবরূপ ভগবদ্‌রতি লাভ করেন। কখনও বা ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদুপযুক্ত গুরুপাদাশ্রয়ে সাধন, ভাব ও

প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করেন। উক্ত দ্বিবিধ উপায় ব্যতীত আত্ম-যাথাত্ম্য-লাভের অন্য উপায় নাই। উক্ত দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে ধ্যানশিরস্ক আত্মযাথাত্ম্য-প্রদ কর্ম্মযোগই সাধারণের অবলম্বনীয়; যেহেতু তাহা—স্বচেষ্টাধীন। শ্রদ্ধোদিত ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগাপেক্ষা প্রশস্ততর ও সহজ হইলেও, ভগবৎ-কৃপা বা সাধুকৃপারূপ ভাগ্যোদয় না হইলে তাহা ঘটে না। সুতরাং জগতের অধিকাংশ লোকই জ্ঞানগর্ভ-কর্ম্মযোগ প্রিয়। তন্মধ্যে যাঁহাদের ভাগ্যোদয় হইয়া পড়ে, তাঁহাদেরই ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা হয় এবং গীতার চরম শ্লোকোক্ত প্রপত্তিরূপা শরণাপত্তি উদিত হয়;—ইহাই সর্ব্ববেদের অভিধেয়।

কাম্যকর্ম্মমার্গে যে চতুর্দ্দশ-লোকে জড়সুখ-ভোগ বা ভুক্তি-লাভ হয়, তাহা—চেতনস্বরূপ জীবের পক্ষে অত্যন্ত হেয়। গীতার প্রারম্ভেই সেই কাম্যকর্ম্ম ও তদুত্থিত ভুক্তি নিতান্ত তুচ্ছীকৃত হইয়াছে। জরামরণ-মোক্ষানন্তর কেবলাদ্বৈত সিদ্ধিরূপ সাযুজ্য-নির্ব্বাণাদি বাচ্যামুক্তিও যে জীবের চরম প্রয়োজন নয়; তাহাও অনেক স্থানে উক্ত হইয়াছে। অদ্বৈত-সিদ্ধি ও সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ ঐশ্বর-ধাম প্রাপ্তিরূপ মুক্তিস্থান ভেদকরতঃ ভগবল্লীলারূপ আত্মচরম-যাথাত্ম্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভাব অর্থাৎ নির্ম্মল-প্রেম লাভ করাই যে জীবের চরম প্রয়োজন, তাহাই অনেক-স্থলে সিদ্ধান্তসমাপ্তিকালে কথিত হইয়াছে।

অতএব গীতাশাস্ত্রে সমস্ত বেদ ও বেদান্ত সংগ্রহপূর্ব্বক জীবের চরমোপাস্য রূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর ভগবান্ এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্বন্ধজ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করতঃ পরম-প্রয়োজনরূপ প্রেমলাভ কর; স্ব স্ব অধিকারানুসারে ধর্ম্মজীবনের সহিত সর্ব্বদা শ্রবণাদি-ভক্তিযোগ অবলম্বন কর; ভক্তি যোগের অনুকূল আচরণরূপ স্বধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন নির্ব্বাহ কর এবং শ্রদ্ধা সহকারে ক্রমশ স্বনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক শরণাগতি-দ্বারা ভক্তিযোগে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও স্বধর্ম্ম-দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। তাহা হইলে স্বল্পকাল মধ্যেই আমি তোমা-দিগকে নিরপেক্ষ-জুষ্ট বিশুদ্ধ-প্রেম দান করিব। এরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যাপারে প্রবেশ করিবামাত্র অশোক, অভয় ও অমৃত-স্বরূপ মৎ প্রসাদ লাভকরতঃ আমার নিত্য-প্রেমে আবিষ্ট হইবে।"—শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

।।শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণা।।